শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

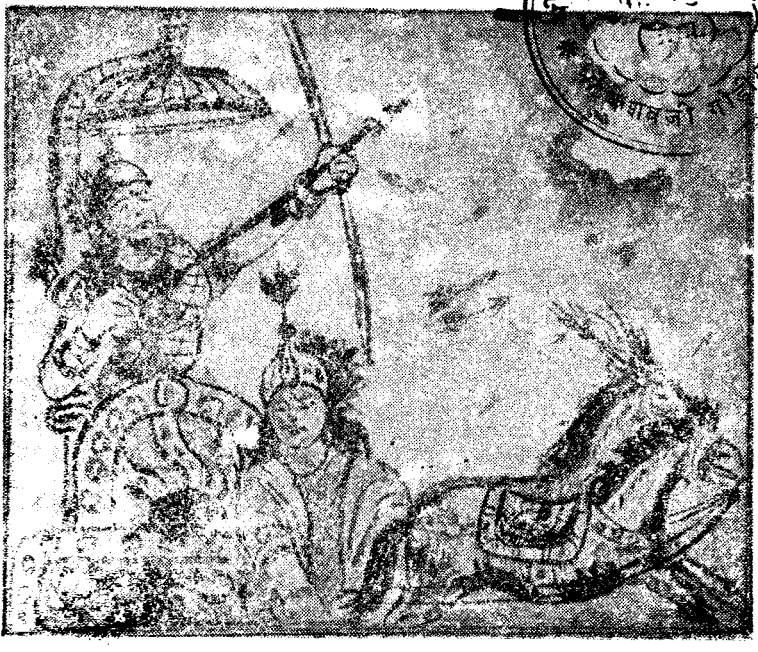

শ্রীমদ্ভক্তিশেখর যতি মহারাজ

শ্রীগৌর সারস্বত মঠ
ঝাড়গ্রাম ● মেদিনীপুর

পরম শ্রদ্ধাস্পদ

শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত স্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত

পরমপূজ্য মহারাজ

শ্রীচরণেষু

— দাসানুদাস ভক্তিশেখর যতি

॥ শ্রীশ্রীগুরু গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

শ্রীশ্রীমৎকৃষ্ণদ্বৈপায়নবেদব্যাস কৃত

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

বেদান্তাচার্য্য শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ
প্রভু বরেণ বিরচিত টীকয়া সহ

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রণীত বিদ্বদ্রঞ্জন
নাম বঙ্গানুবাদ সমন্বিত

জগদগুরু নিত্যলীলা প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তর শতশ্রী
শ্রীমদভক্তি ভূদেব শ্রৌতী গোস্বামী মহারাজস্য

কৃপাভিষিক্ত পরিব্রজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডী স্বামিনা
শ্রীমদ্ভক্তিশেখর যতি মহারাজেন

সম্পাদিতঞ্চ

প্রকাশক ঃ

ত্রিদণ্ডি ভিক্ষু শ্রীমদ্ভক্তিশেখর যতি মহারাজ

শ্রীগৌড়ীয় সারস্বত মঠ

ঝাড়গ্রাম ✿ মেদিনীপুর

যুগ্ম-প্রকাশক ঃ

শ্রীপতিতপাবন চক্রবর্ত্তী

ভক্তি বিজ্ঞান, স্মৃতিতীর্থ

রাজপাড়া ✪ মেদিনীপুর

শুভ প্রকাশ ঃ

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমী বাসর

১৯শে ভাদ্র, ১৪০৩ বঙ্গাব্দ, ৫১০ চৈতন্যাব্দ

প্রচ্ছদ-পরিকল্পনা ঃ

শ্রীসুধানিধি দাসাধিকারী

মুদ্রক ঃ শ্রীপ্রিয়ব্রত জানা

মুদ্রণ সংস্থা—ব্রজগোপাল প্রেস

খণ্ডি ✿ মেদিনীপুর

বাইণ্ডার ঃ শ্রীশিবহরি ব্রহ্মচারী

খণ্ডি হাইরোড ★ মেদিনীপুর

ওঁ বিষ্ণুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিভূদেবশ্রৌতী গোস্বামী

প্রকাশকের নিবেদন

॥ শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ ॥

মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম পরমারাধ্যতম প্রপূজ্যচরণ শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী গোস্বামী মহারাজের 'গীতাসার' শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর, শ্রীমন্ বলদেব বিদ্যা-ভূষণ প্রভু, পূজপাদ শ্রীধর স্বামী প্রভৃতি মহাজনগণকৃত টীকার অনুবাদ সমন্বিত মহাভারতের অন্তর্গত শ্রীগীতা বর্ণিত কতিপয় পাত্র-পাত্রীগণের সংক্ষিপ্ত জীবনী সংযুক্ত শ্রীমদ্ভগবৎ ভক্ত শ্রীগৌর সারস্বত মঠের রেজিষ্টার্ড ট্রাস্ট পরিষদের সভাপতি ও বর্ত্তমান আচার্য্য শ্রীমৎ ভক্তিশেখর যতি গোস্বামী কর্ত্তৃক সম্পাদিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা শাস্ত্র আত্মপ্রকাশ করিলেন শ্রীশ্রীকৃষ্ণজন্মজয়ন্তীর শুভলগ্নে।

—শ্রীপতিতপাবন চক্রবর্ত্তী
(ভক্তি-বিজ্ঞান, স্মৃতিতীর্থ)
রাজপাড়া ❁ মেদিনীপুর

অবতরণিকা

সংসার সাগরং ঘোরং তত্তুর্মিচ্ছতি যো নরঃ ।
গীতানাবং সমাসাদ্য পারং যাদি সুখেন সঃ ॥
গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্র বিস্তরৈঃ ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্ বিনিঃসৃতা ॥

শ্রীচৈতন্য মনোঽভীষ্ট সংস্থাপকপ্রবর বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠান সমূহের প্রতিষ্ঠাতা অস্মদীয় পরম গুরুদেব পরমহংসকুল মুকুটমণি প্রপূজ্যচরণ নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অন্যতম কৃপাভিষিক্ত মদীয় অভিন্ন শ্রীগুরুপ্রতিম পরমহংস ভারতব্যাপী শ্রীগৌর-সারস্বত মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীগৌড়ীয় আচার্য্যভাস্কর পরম শ্রদ্ধেয় প্রাতঃস্মরণীয় প্রপূজ্য-চরণ নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী গোস্বামী ঠাকুরের 'গীতাসার' সম্পূর্ণরূপে আত্ম-প্রকাশ করিবার প্রাক্কালে বর্ত্তমান শ্রীগৌর-সারস্বত মঠের আচার্য্য ও মদীয় প্রিয় সুহৃদ ত্রিদন্ডীস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশেখর যতি গোস্বামী মহারাজের এই গুরুভার পূর্ণ কৃপাদেশক্রমে সম্পূর্ণ অযোগ্য হইলেও অদোষদরশী বৈষ্ণবাদেশ শিরে ধারণপূর্ব্বক আত্মসংশোধনের জন্য যাহা মদীয় পরমারাধ্যতম শ্রীগুরুদেব সর্ব্বভারতীয় শ্রীচৈতন্য আশ্রম সমূহের প্রতিষ্ঠাতা ও আচার্য্য-

ভাস্কর পরম শ্রদ্ধেয় পরম ভাগবত বৈষ্ণবকুলচূড়ামণি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য দেশে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্মবাণীর নির্ভীক প্রচারক ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত গোস্বামী মহারাজের শ্রীচরণকমল হইতে যাহা শ্রবণ করিয়াছি তাহার দুই-চারিকথা উল্লেখ করিতেছি। অদোষদর্শী বৈষ্ণব-পাঠক-পাঠিকাগণ আমার ধৃষ্টতা নিজগুণে ক্ষমা করিবেন। ইহা এই দীন দাসাধমের আর্ত্তিপূর্ণ বিনম্র প্রার্থনা।

কলির আগমনের প্রাক্কালে কলহ অত্যন্ত প্রবল (ধর্ম্ম-গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান) হইলে সত্যপ্রতিজ্ঞ পরমকারুণিক শ্রীশ্রীকৃষ্ণচন্দ্র নিজ প্রিয়সখা শ্রীঅর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া কলহগ্রস্থ জীবনিচয়ের একমাত্র উদ্ধারের উপায়স্বরূপ সর্ব্ববেদ সারার্থ মীমাংসারূপ শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতা শাস্ত্র প্রকাশ করিলেন। এই গীতাশাস্ত্র সমস্ত উপনিষদগণের শিরোভূষণ-স্বরূপ। তাহাতে সর্ব্বজীবের চরম লক্ষ্য পবিত্র শ্রীহরিভক্তি অর্জ্জনই নিত্য কর্ত্তব্যরূপে উপদিষ্ট হইয়াছেন।

শ্রীগ্রন্থের উপদেশামৃত অধিরোহবাদী বা আধ্যক্ষিকের নিকট সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। তবে কেবল অবরোহবাদী অর্থাৎ শরণাগত কৃপালব্ধ ব্যক্তির নিকট একমাত্র আত্মপ্রকাশ করেন। যাঁহার আস্বাদনে জীব ধন্যাতিধন্য হয়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অধোক্ষজ তত্ত্ব, তাই তাঁহার শ্রীমুখের বাণী-উপদেশরূপী শ্রীগীতাও সম্পূর্ণ অপ্রাকৃত। আত্মমঙ্গলেচ্ছু ব্যক্তিগণের পক্ষে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণচরণে শরণাগতিই গীতা-তত্ত্বজ্ঞান লাভের প্রকৃষ্ট পন্থা। এ বিষয়ে উপনিষদে—"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্য…

আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্" (কঠ), "যস্য দেবে পরাভক্তি··· প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ" (শ্বেতাশ্বঃ), এবং শ্রীভাগবতে অথানি দেব পদাম্বুজদ্বয় প্রসাদ ··· ন চান্য একোঽপি চিরং বিচিন্বন্ ইত্যাদি অসংখ্য শাস্ত্রবাণী বিশেষ প্রণিধান যোগ্য।

গীতাশাস্ত্রে আঠারটি অধ্যায়, তন্মধ্যে প্রথম ছয় অধ্যায় 'কর্ম্ম" দ্বিতীয় ছয় অধ্যায় 'ভক্তি' ও তৃতীয় ছয় অধ্যায় 'জ্ঞান' পৃথক্ পৃথকরূপে বিচারিত হইয়া চরমে ভক্তিরই শ্রেষ্ঠতা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ভক্তি অত্যন্ত গূঢ় তত্ত্ব ; অতএব জ্ঞান ও কর্ম্মের জীবনস্বরূপ ও অর্থ সাধক বলিয়াই ভক্তি বিষয়ক বিচারকে মধ্যস্থিত ছয় অধ্যায়ে সন্নিবিষ্ট করিয়া এবম্বিধ ভক্তিই শ্রীগীতা শাস্ত্রে জীবের চরম উপদেশ উহা শরণাগতিতে লভ্য। তাই অন্তিম সর্ব্বগুহ্যতম শ্রীমুখোক্তি "সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্ব পাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ (গীঃ ১৮/৬৬) শরণাগত হইবার বিশেষ মহত্বপূর্ণ নির্দ্দেশ।

কৃপালব্ধ মহাজনগণের দৃষ্টিতে আমরা যাহাতে গ্রন্থ আস্বাদনে ধন্য হইতে পারি সেই কথা চিন্তা করিয়া এই শ্রীগ্রন্থে প্রভুপাদ শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর, শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু, শ্রীল শ্রীধর স্বামী পাদ প্রমুখ পরম ভাগবত মহাজনগণ কর্ত্তৃক টীকা সমন্বিত, শ্রীমহাভারতের অন্তর্গত শ্রীভগবানের উপদেশসহ ও কার্ষ্ণতোষণী নামক তাৎপর্য্য যুক্ত করিয়া শ্রীগৌর সারস্বত মঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি শেখর যতি গোস্বামী মহারাজ শ্রীগ্রন্থ প্রকাশ ও সম্পাদন কার্য্যের বিশেষ প্রচেষ্টায় শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিলেন।

সহৃদয় পাঠক / পাঠিকাবর্গ কৃপাপূর্ব্বক গ্রন্থ আস্বাদনে তত্ত্বোপলব্ধি করিলে প্রকাশকের পরিশ্রম সার্থক হইবে—ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। আমি সুধী ভক্তসমাজে শ্রীগ্রন্থের সবিশেষ সমাদর আশা করি।

শ্রীগুরু-বৈষ্ণব পদরজঃ প্রার্থী বৈষ্ণব দাসানুদাসাভাষ

ত্রিদণ্ডিভিক্ষু ভক্তি বিচার ভারতী

শ্রীচৈতন্য আশ্রম : খড়গপুর

মঙ্গলাচরণ

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা গিরিধারী শ্রীরাধাবল্লভ জীউ ঠাকুরের অপার করুণায়, শ্রীশ্রীরাধাবল্লভৈক সেবাপ্রাণ শ্রীগীতাসার, শ্রীউপনিষদ সার, শ্রীভাগবত সার, শ্রীসন্দর্ভ সার, বেদান্ত সিদ্ধান্ত সার, শ্রীসিদ্ধান্ত রত্নম্, শ্রীগোবিন্দ ভাষ্যম্, শ্রীগৌরাঙ্গলীলাস্মরণমঙ্গল স্তোত্রম্, শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম স্তোত্রম্, (শ্রীবলদেব টীকাসহ) বৈষ্ণবাচার পদ্ধতি ইত্যাদি অনেকানেক শ্রীগৌড়ীয় গৌরব গ্রন্থগুচ্ছের উদ্ধারক ও প্রকাশক, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য বিদ্যাবারিধি মহামণীষী, বিশ্ব বিশ্রুত গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য-ভাস্কর জগদ-গুরু শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের অনুকম্পিত ও সন্ন্যাস প্রাপ্ত একান্ত অন্তরঙ্গ পার্ষদ, নিজজন, স্বনামধন্য অদ্বিতীয় বৈদান্তিক পাণ্ডিত্য প্রতিভায় সুদীপ্ত, শ্রুতিশাস্ত্রে পারঙ্গদ পরমারাধ্যতম পরম-অর্চনীয় মদীয় শ্রীগুরুপাদপদ্ম পরমহংস ঠাকুর, নিত্যলীলা-প্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তরশতশ্রী শ্রীল ভক্তিভূদেব শ্রৌতী গোস্বামী মহারাজের অহৈতুকী কৃপাশীর্ব্বাদে শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্যবৃন্দের টীকানুবাদ যুক্ত হইয়া শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা তাৎপর্য্যসহ প্রকাশিত হইলেন।

যিনি সুদীর্ঘ পঁচিশ বৎসর যাবৎ শ্রীচরণসন্নিধানে কৃপা-পূর্ব্বক স্থান দিয়া শ্রীভগবৎশাস্ত্রের রহস্যজ্ঞানের উপদেশ ও নির্দ্দেশ দ্বারা এই নিকৃষ্ট জনকে উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করিয়াছেন, সেই প্রখ্যাত বৈষ্ণব-দার্শনিক শ্রীশ্রীনামাকৃষ্টরসজ্ঞ মহাভাগবতপ্রবর শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-গৌরব শ্রীলগুরু-মহারাজ মধ্যাহ্নিক-লীলায় প্রবেশ করায় নির্ব্বাক অশ্রুসিক্ত নয়নে তাঁহারই

নির্য্যানমহোৎসব-বাসরে এই শ্রীগ্রন্থ তাঁহার শ্রীকরকমলোদ্দেশ্যে সর্ব্বপ্রথম অর্পিত হইল।

শ্রীগ্রন্থের সম্পাদনার্থ আমার শিক্ষাগুরুবর্গের অন্যতম পরমপূজ্যপাদ শ্রীল সন্তগোস্বামী মহারাজ, শ্রীল বামনগোস্বামী মহারাজ এবং আমার সতীর্থ অগ্রজ শ্রীপাদ হরিদাস রায় ভক্তি-শাস্ত্রী মহাশয়, তৎসহ শ্রীপাদ ভক্তিবিচার ভারতী মহারাজ, (খড়গপুর) এই অধমকে সর্ব্বভাবে পরিচালিত ও সাহায্য দান অকার্পণ্যভাবে করিয়াছেন—তজ্জন্য তাঁহাদের সকলের শ্রীচরণে চিরকৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ রহিয়াছি। ব্রজগোপল প্রেসের মালিক শ্রীপাদ সুদর্শন দাসাধিকারী মহাশয় (খণ্ডি) বহু পরিশ্রম ও স্বীয় ক্ষতি স্বীকার করিয়া এই গ্রন্থের মুদ্রণ-কার্য্য করিয়া দিয়াছেন। ভগবদ্ভজন প্রায়াসিনী কল্যাণীয়া শ্রীমতী আশালতা বর্ম্মন (কংসাবতী কলোনী, ঝাড়গ্রাম) আংশিক ব্যয়ভার বহন করিয়া এই গ্রন্থ প্রকাশের সাহায্য করার জন্য তাহাদের গোষ্ঠীসহ সকলের মঙ্গল কামনা করি। কাগজের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ও দুষ্প্রপ্যতা হেতু গ্রন্থটির প্রকাশ বিলম্বিত হইল, তজ্জন্য সজ্জনবৃন্দের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

পরিশেষে সপার্ষদ শ্রীশ্রীগৌর-গোবিন্দ-নামের জয়গান পূর্ব্বক শ্রীশ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-ভাগবত-গীতার শ্রীচরণে কৃপা-কণা ভিক্ষা করি।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী বাসর
১৯শে ভাদ্র, ১৪০৩ বঙ্গাব্দ
৫১০ শ্রীচৈতন্যাব্দ

শ্রীশ্রীগুরু-বৈষ্ণব-চরণরেণু
কৃপা-কাঙ্গাল
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু **শ্রীভক্তিশেখর যতি**
শ্রীগৌর-সারস্বত মঠ ঃ ঝাড়গ্রাম

মঙ্গলাচরণম্

ওঁ পার্থায় প্রতিবোধিতাং ভগবতা নারায়ণেন স্বয়ং,
ব্যাসেন গ্রথিতাং পুরাণমুনিনা মধ্যে মহাভারতে।
অদ্বৈতামৃতবর্ষিণীং ভগবতীমষ্টাদশাধ্যায়িনী-
মম্ব! ত্বামনুসন্দধামি ভগবদ্গীতে! ভবদ্বেষিণীম্ ॥১॥

নমোঽস্তুতে ব্যাস বিশালবুদ্ধে, ফুল্লরবিন্দায়তপত্রনেত্র।
যেন ত্বয়া ভারততৈলপূর্ণ, প্রজ্বালিতো জ্ঞানময়ঃ প্রদীপঃ ॥২॥

প্রপন্নপারিজাতায় তোত্রবেত্রৈকপানয়ে।
জ্ঞানমুদ্রায় কৃষ্ণায় গীতামৃতদুহে নমঃ ॥৩॥

সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপাল নন্দন।
পার্থো বৎস সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ ॥৪॥

বসুদেবসুতং দেবং কংসচাণুর মর্দ্দনম্।
দেবকীপরমানন্দং কৃষ্ণং বন্দে জগদ্গুরুম ॥৫॥

ভীষ্মদ্রোণতটা জয়দ্রথজলা গান্ধারনীলোৎপলা,
শল্যগ্রাহবতী কৃপেণ বহনী কর্ণেন বেলাকুলা।
অশ্বত্থামবিকর্ণ-ঘোরমকরা দুর্যোধনাবর্ত্তিনী,
সোত্তীর্ণা খলু পাণ্ডবৈ, রণনদী কৈবর্ত্তকঃ কেশবঃ ॥৬॥

পারাশর্য্যবচঃ সরোজমমলং গীতার্থগন্ধোৎকটং
নানাখ্যানককেশরং হরিকথাসম্বোধনাবোধিতম্।
লোকে সজ্জনষট্পদৈরহরহঃ পেপীয়মানং মুদা,
ভূয়াদভারতপঙ্কজং কলিমলপ্রধ্বংসি নঃ শ্রেয়সে ॥৭॥

যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতস্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ-
র্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ।
ধ্যানাবস্থিততদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো,
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ ॥৮॥

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ ॥৯॥

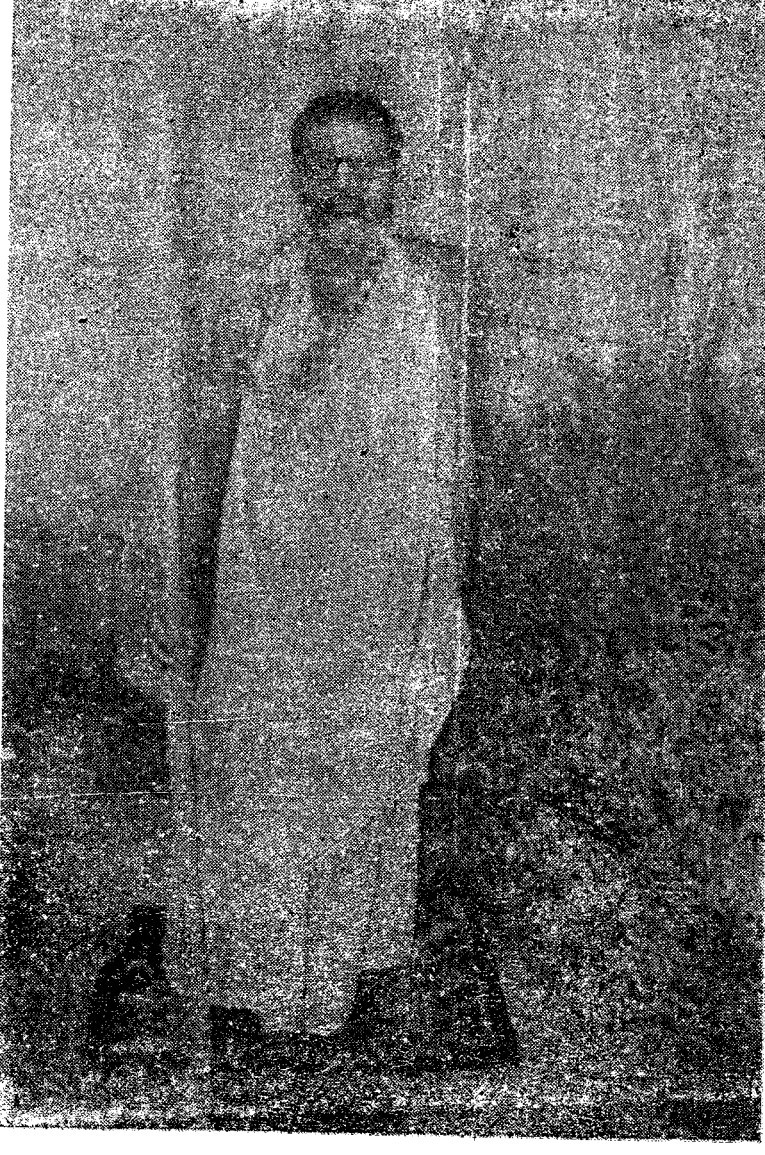

ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিশেখর যতি গোস্বামী মহারাজ

অধ্যায় সূচী

অধ্যায়ের বিষয়		পত্রাঙ্ক ও শ্লোক-সংখ্যা
১। প্রথম অধ্যায়—		১—৬০
সমরাঙ্গন বা বিষাদ যোগ	—	(৪৬)
২। দ্বিতীয় অধ্যায়—		৬১—১৭৩
সাংখ্যযোগ	—	(৭২)
৩। তৃতীয় অধ্যায়—		১৭৪—২২৫
কর্ম্মযোগ	—	(৪৩)
৪। চতুর্থ অধ্যায়—		২২৬—২৭৯
জ্ঞানযোগ	—	(৪২)
৫। পঞ্চম অধ্যায়—		২৮০—৩০৪
কর্ম্ম-সন্ন্যাসযোগ	—	(২৯)
৬। ষষ্ঠ অধ্যায়—		৩০৫—৩৩৮
ধ্যানযোগ	—	(৪৭)
৭। সপ্তম অধ্যায়—		৩৩৯—৩৮২
বিজ্ঞানযোগ	—	(৩৩)
৮। অষ্টম অধ্যায়—		৩৮৩—৪০৩
তারকব্রহ্মযোগ	—	(২৮)
৯। নবম অধ্যায়—		৪০৪—৪৫২
রাজগুহ্যযোগ	—	(৩৪)

অধ্যায়ের বিষয়	পত্রাঙ্ক ও শ্লোক-সংখ্যা
১০। **দশম অধ্যায়—**	৪৫৩—৪৭৯
বিভূতিযোগ —	(৪২)
১১। **একাদশ অধ্যায়—**	৪৮০ - ৫২৯
বিশ্বরূপদর্শনযোগ —	(৫৫)
১২। **দ্বাদশ অধ্যায়—**	৫৩০—৫৪৬
ভক্তিযোগ —	(২০)
১৩। **ত্রয়োদশ অধ্যায়—**	৫৪৭ – ৫৭৩
প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক-যোগ —	(৩৫)
১৪। **চতুর্দ্দশ অধ্যায় –**	৫৭৪—৫৯০
গুণত্রয় বিভাগযোগ —	(২৭)
১৫। **পঞ্চদশ অধ্যায়—**	৫৯১ – ৬১৩
পুরুষোত্তম-যোগ —	(২০)
১৬। **ষোড়শ অধ্যায়—**	৬১৪—৬৩১
দৈবাসুরসম্পদ-বিভাগযোগ —	(২৪)
১৭। **সপ্তদশ অধ্যায়—**	৬৩২—৬৫১
শ্রদ্ধাত্রয়-বিভাগযোগ —	(২৮)
১৮। **অষ্টাদশ অধ্যায়—**	৫৫২—৭৩৭
মোক্ষ বা পরমার্থনির্ণয়-যোগ —	(৭৮)

কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গণ

শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতার

বর্ণানুক্রমে শ্লোক-সূচী

অ—অকীর্ত্তিঞ্চাপি ২।৩৪, অক্ষরং পরমং ৮।৩, অক্ষরাণামকারোঽস্মি ১০।৩৩, অগ্নির্জ্যোতিরহঃ ৮।২৪, অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যো ২।২৪, অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ৪।৬, অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ ৪।৪০, অত্র শূরা ১।৪, অথ কেন ৩।৩৬, অথ চিত্তং ১২।৯, অথ চেৎ ত্বমিমং ২।৩৩, অথ চৈনং ২।২৬, অথবা বহুনৈতেন ১০।৪২, অথবা যোগিনামেব ৬।৪২, অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ১।২০, অথৈতদপ্যশক্তোঽসি ১২।১১, অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতোঽস্মি ১১।৪৫, অদেশকালে যদ্দানং ১৭।২২, অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাম্ ১২।১৩, অধর্ম্মং ধর্ম্মমিতি ১৮।৩২, অধর্ম্মাভিভবাৎ ১।৪০, অধশ্চোর্দ্ধঞ্চ প্রসৃতাঃ ১৫।২, অধিভূতং ক্ষরো ৮।৪, অধিযজ্ঞঃ কথং ৮।২, অধিষ্ঠানং তথা ১৮।১৪, অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং ১৩।১২, অধোষ্যতে চ য ১৮।৭০, অনন্তবিজয়ং রাজা ১।১৬, অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং ১০।২৯, অনন্যচেতাঃ সততং ৮।১৪, অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং ৯।২২, অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষঃ ১২।১৬, অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ ১৩।৩২, অনাদিমধ্যান্তমনন্ত ১১।১৯, অনাশ্রিতকর্ম্মফলং ৬।১, অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ১৮।১২, অনুদ্বেগকরং ১৭।১৫, অনুবন্ধং ক্ষয়ং ১৮।২৫, অনেকচিত্ত-বিভ্রান্তা ১৬।১৬, অনেকবক্ত্রনয়নং ১১।১০, অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং ১১।১৬, অনন্তকালে চ ৮।৫, অন্তবত্তু-ফলং ৭।২৩, অন্তবন্ত ইমে ২।১৮, অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি ৩।১৪ অন্যে চ বহবঃ ১।৯, অন্যে ত্বেবম ১৩।২৬, অপরং ভবতো ৪।৪,

অপরে নিয়তাহারাঃ ৪।৩০, অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং ৭।৫, অপর্য্যাপ্তং তদস্মাকম্ ১।১০, অপানে জুহ্বতি ৪।২৯, অপি চেৎ সুদুরাচারো ৯।৩০, অপি চেদসি পাপেভ্যঃ ৪।৩৬, অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য ১।৩৫, অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ ১৪।১৩, অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো ১৭।১১, অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধি ১৬।১, অভিসন্ধায় তু ১৭।১২ অভ্যাস-যোগ ৮।৮, অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি ১২।১০, অমানিত্বম অস্তিত্বম্ ১৩।৮ ; অমী চ ত্বাং ১১।২৬ ; অমী হি ত্বাং ১১।২১, অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো ৬।৩৭, অয়নেষু চ ১।১১, অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ ১৮।২৮, অবজানন্তি মাং ৯।১১, অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন ২।৩৬. অবিনাশি তু ২।১৭, অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু ১৩।১৭. অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং ৭।২৩, অব্যক্তাদীনিভূতানি ২।২৮, অব্যক্তাদ্ বক্তয় ৮।১৮, অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তা ৮।২১, অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়ং ২।২৫, অশাস্ত্রবিহিতং ১৭।৫ অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং ২।১১, অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ৯।৩, অশ্রদ্ধয়া হুতং ১৭।২৮, অশ্বত্থঃ সর্ব্ব বৃক্ষাণাং ১০।২৬, অসংযতাত্মনা যোগো ৬।৩৬, অসংশয়ং মহাবাহো ৬।৩৫, অসক্ত বুদ্ধি সর্ব্বত্র ১৮।৪৯, অসক্তিরনভিষঙ্গঃ১৩।১০, অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে ১৬।৮, অসৌ ময়া হতঃ ১৬।১৪ অস্মাকং তু ১।৭, অহং ক্রতুরহং ৯।১৬, অহং বৈশ্বানরো ১৫।১৪ অহং সর্ব্বস্য ১০।৮, অহং হি সর্ব্ব ৯।২৪, অহংকারং বলং···· কল্পতে ১৮।৫৩. অহংকারং বলং ··· ঽভ্যসূয়কা ১৬।১৮. অহমাত্মা গুড়াকেশ ১০।২০, অহিংসা সত্যমক্রোধঃ ১৬।২, অহিংসা সমতা ১০।৫, অহবতো মহৎ ১।৪৪

আ—আখ্যাহি মে ১১।৩১, আচ্যোঽভিজনবানস্মি ১৬।১৫, আত্মসম্ভাবিতা ১৬।১৭, আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র ৬।৩২, আদিত্যানামহং বিষ্ণু ১০।২১, আপূর্য্যমান, মচল প্রতিষ্ঠং ২।৭০, আব্রহ্মভুবনল্লোকাঃ ৮।১৬, আয়ুধানামহং বজ্র১০।২৮, আয়ু সত্ত্ববলারোগ্য ১৭।৮, আরুরুক্ষোর্মুনেযোগ্যং ৬।৩ আবৃতং জ্ঞানমেতেন ৩।৩৯, আশাপাশশতৈর্ব্বদ্ধাঃ ১৬।১২, আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি ২।২৯, আসুরীং যোনিমাপন্না ১৬।২০, আহুরহুরপি সর্ব্বস্য ১৭।৭. আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্ব্বে ১০।১৩।

ই – ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন ৭।২৭, ইচ্ছাঃ দ্বেষঃ সুখং ১৩।৭, ইতি ক্ষেত্রং ১৩।১৯, ইতি গুহ্যতমং ১৫।২০, ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং ১৮।৬৩, ইত্যর্জ্জুনং বাসুদেবঃ ১১।৫০, ইত্যহং বাসুদেবস্য ১৮।৭৪, ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য ১৪।২, ইদং শরীরং

১৩।২, ইদন্তু তে গুহ্যতমং ৯।১, ইদন্তে নাতপস্কায় ১৮।৬৭, ইদমদ্য ময়া ১৬।১৩ ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে ৩।৩৪, ইন্দ্রিয়ানাং হি ২।৬৭, ইন্দ্রিয়াণিপরাণ্যাহু ৩।৪২, ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিঃ ৩।৪০, ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যং ১৩।৯, ইমং বিবস্বতে ৪।১ ইষ্টান্ ভোগান্ ৩।৩২, ইহৈকস্থং জগৎ ১১।৭, ইহৈব তৈর্জিতঃ ৫।১৯।

ঈ—ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং ১৮।৬১।

উ—উচ্চৈঃশ্রবসমাশ্বানাং ১০।২৭, উৎক্রামন্তং স্থিতং ১৫।১০, উত্তমপুরুষস্তন্যঃ ১৫।১৭, উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং ১।৪৩, উৎসীদেয়ুরিমে ৩।২৪, উদার সর্ব্ব ৭।১৮, উদাসীনবদাসীনো ১৪।২৩, উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং ৬।৫, উপদ্রষ্টানুমন্তা ১৩।২৩।

ঊ—ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থাঃ ১৪।১৮, ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখম্ ১৫।১

ঋ—ঋষিভির্বহুধা গীতম্ ১৩।৫

এ—এতচ্ছ্রুত্বা বচনং ১১।৩৫, এতদ্‌যোনীনি ভূতানি ৭।৬, এতন্মে সংশয়ং ৬।৩৯, এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য ১৬।৯, এতাং বিভূতিং ১০।৭, এতান্যপি তু ১৮।৬, এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় ১৬।২২, এবং জ্ঞাত্বা কৃতং ৪।১৫, এবং পরম্পরা ৪।২, এবং প্রবর্ত্তিতং ৩।১৬, এবং বহুবিধাঃ ৪।৩২, এবং বুদ্ধেঃ ৩।৪৩, এবং সতত ১২।১, এবমুক্তো হৃষিকেশঃ ১।২৪, এবমুক্ত্বা ততো ১১।৯, এবমুক্ত্বার্জ্জুনঃ সংখ্যে ১।৪৬, এবমুক্ত্বা হৃষিকেশং ২।৯, এবমেতদ্ যথাত্থ ত্বং ১১।৩, এষা তেঽভিহিতা ২।৩৯, এষা ব্রাহ্মী স্থিতি ২।৭২।

ও—ওঁ তৎসদিতি নির্দ্দেশঃ ১৭।২৩, ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ৮।১৩।

ক—কচ্চিদেতচ্ছ্রুতং পার্থ ১৮।৭২, কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টঃ ৬।৩৮, কটুম্লবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণ ১৭।৯, কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ ১।৩৮, কথং ভীষ্মমহং ২।৪, কথং বিদ্যামহং ১০।১৭, কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা ২।৫১, কর্ম্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ ১৪।১৬, কর্ম্মণৈব হি ৩।২০, কর্ম্মণো হ্যপি ৪।১৭, কর্ম্মণ্যকর্ম্ম যঃ ৪।১৮, কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে ২।৪৭, কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং ৩।১৫, কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য ৩।৬ কর্শয়ন্ত শরীরস্থং ১৭।৬ কবিং পুরাণং ৮।৯, কস্মাচ্চ তেন ১১।৩৭, কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্ম্মণাং ৪।১২, কাম এষ ক্রোধ ৩।৩৭, কাম-ক্রোধ-বিমুক্তানাং ৫।২৬, কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং ১৬।১০, কামাত্মা স্বর্গপরা ২।৪৩, কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ ৭।২০, কাম্যানাং কর্ম্মণাং ১৮।২ কায়েন মনসা ৫।১১, কার্পণ্যদোষোপহত ২।৭, কার্য্যকারণ কর্ত্তৃত্বে ১৩।২১, কার্য্যমিত্যেব

যৎ কর্ম্ম ৮।৯, কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ ১১।৩২, কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ ১।১৭, কিং কর্ম্ম কিমকর্ম্মেতি ৪ ১৬, কিং তদ্ ব্রহ্ম ৮।১, কিং নো রাজ্যেন ১।৩২, কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ ৯।৩৩, কিরীটিনং গদিনং ১১।৪৬. কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ ১১।১৮ কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং ২।২, কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি ১।৩৯ কৃষিগোরক্ষবাণিজ্যং ১৮।৪৪ কৈর্লিঙ্গৈস্ত্রীণ ১৪।২১, ক্রোধাৎ ভবতি সম্মোহঃ ২।৬৩, ক্লেশোঽধিকতরস্তেষাম্ ১২।৫, ক্লৈব্যং মাস্ম ২।৩, ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা ৯।৩১, ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবং ১৩।৩৫ ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি ১৩।৩।

গ—গতসঙ্গস্য মুক্তস্য ৪।২৩, গতির্ভর্ত্তা প্রভু ৯।১৮. গামাবিশ্য চ ১৫।১৩, গুণানেতানতীত্য ত্রীণ ১৪।২০, গুরূণ হত্বা হি মহানুভবান্ ২।৫।

চ—চঞ্চলং হি মনঃ ৬।৩৪, চতুর্বিধা ভজন্তে ৭।১৬, চাতুর্বর্ণং ময়া ৪।১৩, চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ ১৬।১১, চেতসা সর্ব্ব কর্ম্মাণি ১৮।৫৭।

জ—জন্ম কর্ম্ম চ মে ৪।৯, জরামরণ মোক্ষায় ৭।২৯, জাতস্য হি ধ্রুবো ২।২৭, জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য ৬।৭, জ্ঞানং কর্ম্ম চ ১৮।১৯, জ্ঞানং জ্ঞেয়ং ১৮।১৮, জ্ঞানং তে অহং সবিজ্ঞানং ৭।২, জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে ৯।১৫, জ্ঞানবিজ্ঞান তৃপ্তাত্মা ৬।৮, জ্ঞানেন তু তদ্ জ্ঞানং ৫।১৬, জ্ঞেয়ং যত্তৎ ১৩।১৩, জ্ঞেয়ঃ স নিত্য ৫।৩, জ্যায়সী চেৎ ১৩ ১, জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিঃ ১৩।১৮।

ত—ত ইমে অবস্থিতা ১।৩৩, তং তথা কৃপয়া ২।১, তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগ ৬।২৩, তচ্চ সংস্মৃত্য ১৮।৭৭, ততঃ পদং তৎ ১৫।৪. ততঃ সংখ্যাশ্চ ১।১৩. ততঃ শ্বেতৈর্হ ১।১৪, ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো ১১ ১৪; তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ ১৩।৪, তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো ৩।২৮, তত্র তং বুদ্ধি ৬।৪৩, তত্র সত্ত্বং ১৪।৬, তত্রাপশ্যৎ স্থিতান ৯।২৬, তত্রৈকস্থং জগৎ ৯৯।১৩, তত্রৈকাগ্রং মনঃ ৬।১২, তত্রৈবং সতি ১৮।১৬, তদিত্যনভিসন্ধায়১৭।২৫ তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন ৪।৩৪, তদ্বুদ্ধায়স্তদাত্মানঃ ৫।১৭, তপস্বিভ্যোধিকো যোগী ৬।৪৬, তপম্যহমহং বর্ষং ৯।১৯, তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি ১৪।৮, তমুবাচ হৃষিকেশঃ ২।১০, তমেব শরণগচ্ছ১৮।৬২,তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং ১৬।২৪, তস্মাৎ ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ ৩।৪১, তস্মাত্তুত্তিষ্ঠ যশো ১১।৩৩, তস্মাৎ প্রণম্য ১১।৪৪, তস্মাৎ সর্ব্বেষু ৮।৭, তস্মাদ্ জ্ঞানসম্ভৃত ৪।৪২, তস্মাদসক্তঃ সততং৩।১৯, তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য ১৭।২৪ তস্মাদ যস্য মহাবাহো ২।৬৮, তস্যসংজনয়ন ১।১২, তাং সমীক্ষ্যস ১।২৭, তানহ

দ্বিষতঃ ৯৬।৯৯, তানি সর্ব্বাণি ২।৬৯, তুল্যনিন্দাস্তুতি ১২।১৯, তেজঃ ক্ষমা ১৩।৩, তে তং ভুক্ত্বা ৯।২১, তেষাং জ্ঞানী নিত্য ৭।১৭ তেষা সতত ১০।১০, তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা ১২।৭, তেষামেবানুকম্পার্থম্ ১০।১১, ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গ ৪।২০, ত্যাজ্যং দোষবদিত্যকে ১৮।৩, ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈঃ ৭।১৩, ত্রিবিধং নরকস্যেদং ১৬।২১, ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা ১৭।২, ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদাঃ ২।৪৫, ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ ৯।২০ ত্বমক্ষরং পরমং ১১।১৮, ত্বমাদিদেবঃ পুরুষ ১১।৩৮।

দ—দংষ্ট্রাকরালানি চ ১১।২৫, দণ্ডো দময়তামস্মি ১০।৩৮, দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ১৬।৪, দাতব্যমিতি যদ্দানং ১৭।২০, দিবি সূর্য্যসহস্রস্য ১১।১২, দিব্যমাল্যাম্বরধরং ১১।১১, দুঃখমিত্যেব যৎ ১৮।৮, দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ ২।৫৬, দূরেণ হ্যবরং ২।৪৯, দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ১।২ দৃষ্টেদং মানুষং ১১।৫১, দৃষ্ট্বেমান স্বজনান ১।২৮, দেব-দ্বিজ-গুরু ১৭।১৪, দেবান্ ভাবয়তানেন ৩।১১, দেহিনোঽস্মিন যথা ২।১৩, দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং ২।৩০, দৈবমেবাপরে যজ্ঞং ৪।২৫, দৈবী সম্পদবিমোক্ষায় ১৬।৫, দৈবী হ্যেষা গুণময়ী ৭।১৪, দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং ১।৪২, দ্যাব্য-পৃথিব্যোরিদ ১১।২০ দ্যূতং ছলয়তামস্মি ১০।৩৬, দ্রব্যযজ্ঞো ৪।২৮, দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ ১।১৮, দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ ১১।৩৪, দ্বাবিমৌ পুরুষৌ ১৫।১৬, দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন ১৬।৬।

ধ—ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে ১।১, ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নিঃ ৩।৩৮, ধূমো রাত্রি ৮।২৫, ধৃত্যা যয়া ধারয়তে ১৮।৩৩, ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ ১।৫, ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি ১৩।২৫, ধ্যায়তো বিষয়ান ২।৬২।

ন—নকর্ত্তৃত্বং ন ৫।১৪, ন কর্ম্মণামনারম্ভাৎ ৩।৪, ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু ৮।৬৯, ন চ মৎস্থানি ৯।৫, ন চ মাং তানি ৯।৯, ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ১।৩০, ন চ শ্রেয়ন্ ১।৩১, ন চৈতদ্ বিদ্মঃ ২।৬, ন জায়তে ম্রিয়তে ২।২০, ন তদস্তি পৃথিব্যাং ১৮।৪০, ন তদভাসয়তে সূর্য্যো ১৫।৬, ন তু মাং শক্যসে ১১।৮, ন ত্বেবাহং জাতু ২।১২, নদেষ্ট্যকুশলং কর্ম্ম ১৮।১৩, ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং ৫।২০, ন বুদ্ধিভেদং জনয়ে ৩।২৬, নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং ১১।২৪, নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে ১১।৪০, ন মাং কর্ম্মাণি ৪।১৪, ন মাং দুষ্কৃতিনো ৭।১৫ ন মে পার্থাস্তি ৩।২২, ন মে বিদুঃ ১০।২, ন রূপমস্যেহ ১৫।৩ ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈঃ ১১।৪৮, নষ্টো মোহ

স্মৃতির্লব্ধা ১৮।৭৩ ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি ৩।৫ ন হি জ্ঞানেন ৪।৩৮, ন হি দেহভৃতাং শক্যং ১৮।১১. ন হি প্রপশ্যামি ২।৮, নাত্যশ্নতস্তু যোগো হস্তি ৬।১৬. নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ৫।১৫, নান্তোঽস্তি মম ১০।৪০, নান্যং গুণেভ্যঃ ১৪।১৯ নায়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য ৪।৩২, নাসতো বিদ্যতে ২।১৬ নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ২।৬৬, নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য ৭।২৫. নাহং বেদৈর্ন তপসা ১১।৫৩, নিয়তং কুরু কর্ম্মত্ব ৩।৮, নিয়তং সঙ্গরহিতং ১৮।২৩ নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ ১৮।৭, নিরাশীর্যত চিত্তাত্মা ৪।২১, নির্ম্মাণ মোহাঃ ১৫।৫, নিশ্চয়ং শৃণু মে ১৮।৪. নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি ২।৪০, নৈতে সৃতী পার্থ ৮।২৭, নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রা ২।২৩, নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি ৫।৮, নৈব তস্য কৃতেনার্থো ৩।১৮।

প—পঞ্চৈতানি মহাবাহো ১৮।১৩ পত্রং পুষ্পং ৯।২৬, পরং ব্রহ্ম পরং ১০।১২ পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি ১৪।১, পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যো ৮।২০, পবনঃ পবতামস্মি ১০।৩১ পরিত্রাণায় সাধূনাং ৪।৮, পশ্য মে পার্থ ১১।৫, পশ্যাদিত্যান বসূন ১১।৬, পশ্যামি দেবাং ১১।১৫ পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রানাং ১।৩, পাঞ্চজন্য হৃষীকেশ ১।১৫, পাপনেবাশ্রয়েদস্মান ১।৩৬, পার্থ নৈবেহ ৬।৪০, পিতাসি লোকস্য ১১।৪৩, পিতামহস্য জগতো ৯।১৭, পুণ্যা গন্ধ ৭।৯, পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো ১৩।২২ পুরুষঃ স পরঃ ৮।২২. পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং ১০।২৪, পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব ৬।৪৪ পৃথক্ত্বেন তু ১৮।২১, প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ ১৪।২২, প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব ১৩।২০, প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব ক্ষেত্রং ১৩।১, প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য ৯।৮, প্রকৃতেগুণসংমূঢ়া ৩।২৯ প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি ৩।২৭, প্রকৃত্যৈব চ ১৩।২০, প্রজহাতি যদা কামান্ ২।৫৫, প্রযত্নাদ্ যতমানস্তু ৬।৪৫, প্রয়াণকালে মনসা চলেন ৮।১০, প্রলপন বিসৃজন ৫।৯ প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্য্য ৮।৩০, প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনাঃ ১৬।৭, প্রশান্তমনসং হ্যেনং ৬।২৭, প্রশান্তাত্মা বিগতভীঃ ৬।১৪ প্রসাদে সর্বদুঃখানাং ২।৬৫ প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং ১০।৩০, প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকান্ ৬।৪১।

ব—বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য ৬।৬, বলং বলবতামস্মি ৭।১১, বহূনাং জন্ম নামন্তে ৭।১৯, বহূনি মে ব্যতীতানি ৪।৫, বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ ২।৫০, বুদ্ধির্জ্ঞানমসংমোহঃ ১০।৪, বুদ্ধেভেদং-

ধৃতেশ্চৈব ১৮।২৯, বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া ১৮।৫১, ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্ ১৪।২৭, ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি ৫।১০, ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ১৮।৫৪, ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবিঃ ৪।২৪, ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়বিশাং ১৮।৪১।

ভ—ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্যঃ ১১।৫৪, ভক্ত্যা মামভিজানাতি ১৮।৫৫, ভয়াদ্রণাদুপরতং ২।৩৫, ভবান ভীষ্মশ্চ ১।৮, ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং ১১।২, ভীষ্মদ্রোণ-প্রমুখতঃ ১।২৫, ভূতগ্রাম স এবায়ং ৮।১৯, ভূমিরাপোঽনলো বায়ু ৭।৪, ভূয় এব মহাবাহো ১০।১, ভোক্তারং যজ্ঞ তপসাং ৫।২৯, ভোগৈশ্বর্য্য-প্রসক্তানাং ২।৪৪।

ম—মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি ১৮।৫৮, মচ্চিত্তা মদ্গত প্রাণাঃ ১০।৯ মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো ১১।৫৫, মত্ত পরতরং নান্যৎ ৭।৭ মদনুগ্রহায় পরমং ১১।১, মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং ১৭।১৬, মনুষ্যাণাং সহস্রেষু ৭।৩, মন্মনা ভব মৎপরায়ণ ৯।৩৪, মন্মনা ভব···মে১৮।৬৫, মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ১১।৪ মম যোনির্মহদ ব্রহ্ম ১৪।৩, মমৈবাংশো জীবলোকে ১৫।৭, ময়া ততমিদং সর্ব্বং ৯।৪, ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতি ৯।১০, ময়া প্রসন্নেন তবার্জ্জুনেদং ১১।৪৭, ময়ি চানন্যযোগেন ১৩।১১, ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ৩।৩০, ময্যাবেস্য মনো যে মাং ১২।২, ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ ৭।১ ময্যেব মন আধৎস্ব ১২।৮, মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্ব্বে ১০।৬ মহর্ষীণাং ভৃগুরহং ১০।২৫, মহাত্মানস্তু মাং ৯।১৩, মহাভূতান্যহঙ্কারো ১৩।৬ মাং হি পার্থ ৯।৩২, মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ১৪।২৬, মাতুলা শ্বশুরা ১।৩৪, মা তে ব্যথা ১১।৪৯, মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় ২।১৪ মানাপমানয়োস্তুল্যঃ ১৪।২৫, মামুপেত্যপুনর্জ্জন্ম ৮।১৫, মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ১৮।২৬ মূঢ়-গ্রাহেণাত্মনো যৎ ১৭।১৯, মৃত্যুঃ সর্ব্বহরশ্চাহম ১০।৩৪, মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণোঃ ৯।১২।

য—য ইমং পরমং ১৮।৬৮, য এনং বেত্তি ২।১৯, য এবং বেত্তি ১৩।২৪, যং যং বাপি স্মরন ৮।৬, যং লব্ধ্বা চাপরং ৬।২২, যং সন্ন্যাসমিতি ৬।২. যং হি নং ২।১৫, যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য ১৬।২৩, য সর্ব্বত্রানভিস্নেহঃ ২।৫৭, যচ্চাপি সর্ব্বভূতানাং ১০।৩৯ যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি ১১।৪২, যজন্তে সাত্ত্বিকা ১৭।৪ যজজ্ঞাত্বা ন ৪।৩৫, যজ্ঞদানতপঃ কর্ম্ম ১৮।৫, যজ্ঞশিষ্টামৃত৪।৩১ যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র ৩।৯, যজ্ঞাশিষ্টাশিনঃ ৩।১৩, যজ্ঞে তপসি দানে ১৭।২৭, যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং ১৮।৪৬, যততো হ্যপি ২।৬০ যতন্তো যগিনশ্চৈনং ১৫।১১, যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধি ৫।২৮, যতো যতো নিশ্চলতি ৬।২৬. যৎ করোষি যদশ্নাসি ৯।২৭, যত্তদগ্রে বিষমিব ১৮।৩৭ যত্তু কামেপ্সুনা ১৮।২৪, যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন ১৮।২২, যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ১৭।২১, যত্র কালে ৮।২৩, যত্র যোগেশ্বরঃ ১৮।৭৮, যত্রোপরমতে চিত্তং ৬।২০, যৎ সাংখ্যৈঃ ৫।৫, যথাকাশস্থিতো ৯।৬, যথা দীপো নিবাতস্থে ৬।১৯, যথা নদীনাং ১১।২৯, যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ ১৩।৩৪, যথা প্রদীপ্তং ১১।২৮, যথা সর্ব্বগতং ১৩।৩৩, যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নিঃ ৪।৩৭, যদক্ষরং বেদ-যদা তে মোহ কলিলং ২।৩২, যদাদিত্যগতং তেজো ১৫।১২, বিদো ৮।১১, যদগ্রে চানুবন্ধে ১৮।৩৯, যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ১৮।৫৯, যদা ভূতপৃথগভাবম ১৩।৩১, মদা যদা হি ৪।৭, যদাবিনিয়তং ৬।১৮, যদা সংহরতে চায়ং ২।৫৮. যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে ১৪।১৪ যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ৬।৪, যদি মামপ্রতিকারং ১।৪৫, যদি হ্যহং ন ৩।২৩, যদৃচ্ছায় চোপপন্নং ২।৩২ যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো ৪।২২, যদ্ যদাচরতি ৩।২১, যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ ১০।৪১, যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি ১।৩৭, যয়া তু ধর্ম্মকামার্থান ১৮।৩৪, যয়া

ধর্ম্মমধর্ম্মঞ্চ ১৮।৩১, যয়া স্বপ্নং ভয়ং ১৮।৩৫, যস্ত্বাত্মরতিরেব-স্যাৎ ৩।১৭, যস্তিন্দ্রিয়াণি যনসা ৩ ৭, যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহং ১৫।১৮, যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো ১২।১৫ যস্য নাহংকৃত ১৮।১৭, যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ ৪।১৯, যাতযামং গতরসং ১৭।১০, যা নিশা সর্ব্বভূতানাং ২।৬৯, যান্তি দেববতা দেবান ৯।২৫, যামিমাং পুষ্পিতাং ২।৪২, যাবৎ সংজায়তে ১৩।২৭, যাবদেতান্নিরীক্ষেঽহং ১।২২, যাবানার্থ উদপানে ২।৪৬, যুক্তঃ কর্ম্মফলং ত্যক্ত্বা ৫।১২, যুক্তাহারবিহারস্য ৬।১৭, যুঞ্জন্নেবং··· অধিগচ্ছতি ৬।১৫, যুঞ্জ-ন্নেবং···সুখমশ্নুতে ৬।২৮, যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্তঃ ১।৬, যে চৈব সাত্ত্বিকা ৭।১২, যে তু ধর্ম্মামৃতমিদং ১২।২০ যে তু সর্ব্বাণি ১২।৬ যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যং ১২।৩, যে তেত্বদভ্যসূয়ন্তো ৩।৩২, যেঽপন্য দেবতাভক্তাঃ ৯।২৩, যে যথা মাং ৪।১১. যে যে মতমিদং ৩।৩১, যে শাস্ত্র-বিধিমুৎসৃজ্য ১৭।১, যেষান্ত্বন্তগতং ৭।২৮, যে হি সংস্পর্শজাঃ ৫।২২, যোগযুক্ত বিশুদ্ধাত্মা ৫।৭, যোগসংন্যস্ত-কর্ম্মাণং ৪।৪১, যোগস্থঃ কুরু ২।৪৮, যোগিনামপি সর্ব্বেষাং ৬।৪৭, যোগী যুঞ্জীত ৬।১০, যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহং ১।২৩, যো ন হৃষ্যতি ১২।১৭, যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামঃ ৫।২৪, যো মাং পশ্যতি ৬।৩০, যো মামেবমসংমূঢ় ১৫।১৯, যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া ৬।৩৩, যো যো যাং ৭।২১। যো মামজমনাদিনঞ্চ ১০।৩।

র—রজসি প্রলয়ং ১৪।১৫, রজস্তমশ্চাভিভূয় ১৪।১০, রজো রাগাত্মকং ১৪।৭, রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয় ৭।৮, রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু ২।৬৪ রাগী কর্ম্মফলপ্রেপ্সুঃ ১৮।২৭, রাজন সংস্মৃত্য ১৮।৭৬, রাজবিদ্যা রাজগুহ্যম্ ৯।২, রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি ১০।২৩, রুদ্রাদিত্যা বসবো ১১।২২, রূপং মহত্তে বহুবক্ত্র ১১।২৩।

ল – লভন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণং ৫।২৫লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ ১১।৩০ লোকেঽস্মিন দ্বিবিধা ৩।৩, লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ ১৪।১২।

ব—বক্তুমর্হস্যশেষেণ ১০।১৬, বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা ১১।২৭ বহিরন্তশ্চ ভূতানাং ১৩।১৬, বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণ ১১।৩৯, বাসাংসি জীর্ণানি ২ ২২, বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা ৫।২১, বিদ্যাবিনয় সম্পন্নে ৫।১৮, বিধিহীনমসৃষ্টান্নং ১৭।১৩, বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী ১৮।৫২, বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে ২।৫৯, বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাৎ ১৮।৩৮, বিস্তরেণাত্মনো যোগং ১০।১৮, বিহায় কামান্ যঃ ২।৭১, বীজং মা সর্ব্বভূতানাং ৭।১০, বীতরাগভয়ক্রোধাঃ ৪।১০ বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি ১০।৩৭, বেদাবিনাশিনং নিত্যং ২।২১, বৃহৎ সাম তথা সাম্নাং ১০।৩৫, বেদানাং সামবেদোঽস্মি ১০,২২, বেদাহং সমতীতানি ৭।২৬, বেদেষু যজ্ঞেষু ৮।২৮, বেপথুশ্চ শরীরে মে ১।২৯, ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ, ২।৪১, ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন ৩।২, ব্যাসপ্রসাদাচ্ছ্রুতবান ১৮।৭৫।

শ—শক্নোতীহৈব যঃ ৫।২৩, শনৈঃ শনৈঃ ৬।২৫, শমোদমস্তপঃ ১৮।৪২, শরীরবাঙমনোভি ১৮।১৫, শরীরং যদবাপ্নোতি১৫।৮, শুক্লকৃষ্ণে গতী ৮।২৬, শুচৌ দেশে ৬।১১, শুভাশুভফলৈরেবং ৯।২৮, শৌর্যং তেজো ১৮।৪৩, শ্রদ্ধাবান্ লভতে ৪।৩৯, শ্রুতিবিপ্রতিপন্না ২।৫৩, শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ ৪।৩৩, শ্রেয়ান স্বধর্ম্মো .... ভয়াবহ ৩।৩৫ শ্রেয়ান স্বধর্ম্মো বিগুণঃ ১৮।৪৭, শ্রেয়ো হি ২।১২ শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে ৪।২৬, শ্রোত্রং চক্ষুঃ ১৫।৯ শ্রদ্ধয়া পরয়া ১৭।১৭।

স—স এবায়ং ময়া ৪।৩. সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো ৩।২৫, সখেতি মত্বা ১১।৪১ স ঘোষ ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং ১।১৯ সঙ্করো নরকায়ৈব ১।৪১, সঙ্কল্প প্রভবান ৬।২৪, সততং কীর্ত্তয়ন্তো ৯।১৪, স তয়া শ্রদ্ধয়া ৭।২২, সৎকারমানপূজার্থং ১৭।১৮, সত্ত্বং রজস্তম ইতি ১৪।৫, সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি ১৪।৯, সত্ত্বাৎ সংজায়তে ১৪।১৭, সত্ত্বানুরূপা ১৭।৩, সদৃশং চেষ্টতে ৩।৩৩, সদভাবে সাধুভাবে ১৭।২৬, সন্তুষ্ট সততং

১২।১৪, সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো ৫।৬, সন্ন্যাসস্য মহাবাহো ১৮।১, সন্ন্যাসং কর্ম্মণাং ৫।১, সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ ৫।২, সমদুঃখসুখ স্বস্থঃ ১৪।২৪, সমং কায়শিরোগ্রীবং ৬।১৩, সমং পশ্যন হি ১৩।২৯, সমং সর্ব্বেষু ১৩।২৮, সমঃ শত্রৌ চ ১২।১৮ সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ৯।২৯, সর্গাণামাদিরন্তশ্চ ১০।৩২, সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা ৫।১৩, সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা ১৮।৫৬,, সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ ১৮।৬৪ সর্ব্বতঃ পাণি পাদং ১৩।১৪, সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য ৮।১২, সর্ব্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন ১৪।১১, সর্ব্বধর্ম্মাণ পরিত্যজ্য ১৮।৬৬, সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং ৬।২৯, সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ৬।৩১, সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় ৯।৭, সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ১৮।২০, সর্ব্বমেতদৃতং মন্যে ১০।১৪, সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় ১৪।৪, সর্ব্বস্য চাহং হৃদি ১৫।১৫, সর্ব্বাণীন্দ্রিয় কর্ম্মাণি ৪।২৭, সর্ব্বেন্দ্রিয় গুণাভাসং ১৩।১৫, সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় ১৮।৪৮, সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্টবা ৩।১০, সহস্রযুগপর্যন্তম্ ৮।১৭, সংনিয়ম্যেন্দ্রিয় গ্রামং ১২।৪, সাধিভূতাধি দৈবং মাং ৭।৩০, সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্বালাঃ ৫।৪, সিদ্ধিং প্রাপ্তো ১৮।৫০, সুখদুঃখে সমে কৃত্বা ২।৩৮, সুখমাত্যন্তিকং যত্তৎ ৬।২১, সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধঃ ১৮।৩৬, সুদুর্দ্দর্শমিদং রূপং ১১।৫২, সুহৃন্মিত্রার্যুদাসীন ৬।৯, স্থানে হৃষিকেশ তব ১১।৩৬, স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা ২।৫৪, স্পর্শান্ কৃত্বা ৫।২৭, স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য ২।৩১, স্বভাবজেন কৌন্তেয় ১৮।৬০, স্বয়মেবাত্মনাত্মানং ১০।১৫, স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ ১৮।৪৫ ।

হ—হতো বা প্রাপ্স্যসি২।৩৭, হন্ত তে কথয়িষ্যামি ১০।১৯, হৃষিকেশং তদা বাক্যং ১।২১ ।

—□—

ধৃতরাষ্ট্র ও সঞ্জয়ের কথোপকথন

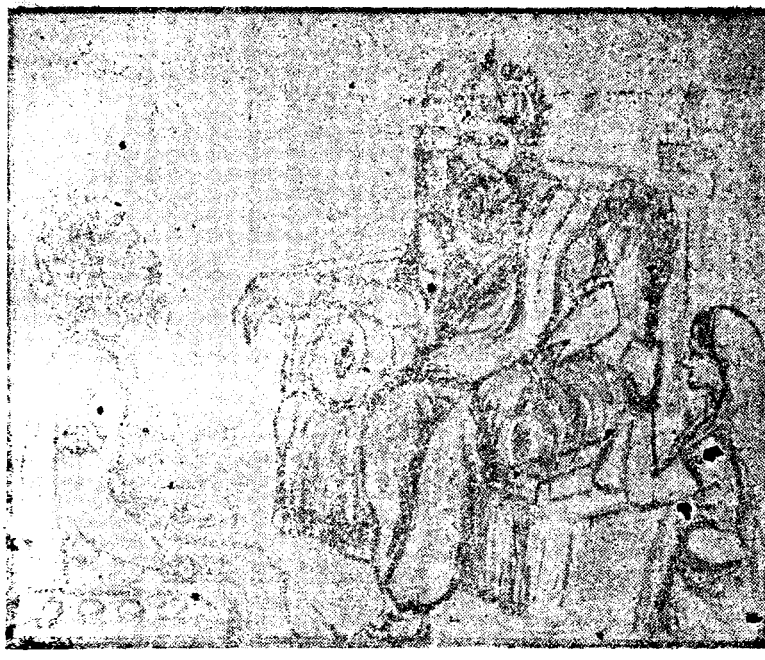

ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসেন সঞ্জয় সকাশে
কোন মহাবীর আছে মম পুত্র পাশে।

ধীরমতি সঞ্জয় দিল বিবরণ
বার্ত্তা শুনি অন্ধরাজ চিন্তার মগণ।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

প্রথম অধ্যায়

সমরাঙ্গণ দর্শন—বিষাদযোগ

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ—

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্ব্বত সঞ্জয় ॥১॥

অন্বয়—ধৃতরাষ্ট্র উবাচ (ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন),—[ভোঃ (হে)] সঞ্জয়! যুযুৎসবঃ (যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক) মামকাঃ (মৎ পুত্রগণ) পাণ্ডবাঃ চ (ও পাণ্ডুপুত্রগণ) ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে (ধর্ম্মভূমি কুরুক্ষেত্রে) সমবেতাঃ (উপস্থিত হইয়া) এব (তদনন্তর) কিম্ (কি) অকুর্ব্বত (করিয়াছিলেন ॥১॥

ধৃতরাষ্ট্র কহিলেন,—সঞ্জয়, ধর্ম্মভূমি কুরুক্ষেত্রে দুর্য্যোধনাদি আমার পুত্রগণ ও যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডবগণ যুদ্ধাভিলাষে সমবেত হইয়া কি করিলেন? ॥১॥

ধৃতরাষ্ট্র জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সঞ্জয় ✱ ধর্ম্মক্ষেত্র স্বরূপ কুরুক্ষেত্রে ● দুর্য্যোধনাদি আমার পুত্রগণ ও যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডুপুত্রগণ ✪ যুদ্ধাভিলাষে সমবেত হইয়া কি করিলেন?

তাৎপর্য্য—

* গলবগণ-নন্দন সূত সঞ্জয় অতি বিশ্বস্ত শাস্ত্রজ্ঞ, ধার্ম্মিক ও ঔদার্য চিত্ত রাজার মন্ত্রী ছিলেন। রাজা যুধিষ্ঠির সঞ্জয় সম্বন্ধে বলিয়াছেন "তুমি মিত ভাষী, শান্ত স্বভাব সন্তোষময় প্রণয়াস্পদ। তোমার বুদ্ধি কখনও বিচলিত হয় না এবং কোন প্রকার দুর্ব্যবহার তোমাকে উত্তেজিত ও অপ্রকৃতিস্থ করিতে পারে না। তুমি কখনও কাহাকেও অপ্রিয় অসংগত কটুবাক্য প্রয়োগ কর না। তোমার বাক্য সতত ধর্ম্ম সঙ্গত ও সহৃদয়তা যুক্ত। তুমি দ্বিতীয় বিদুর স্বরূপ এবং অর্জুনের প্রিয়তম সখা।"

এইরূপ সদগুণান্বিত মহাপুরুষ না হইলে মহর্ষি বেদব্যাসের কৃপাভাজন হইয়া অব্যাঘাত ও নিরাপদ ভাবে দূরদর্শন শক্তি যুক্ত হইয়া কুরুক্ষেত্র সমর সন্দর্শন করিয়া তাহার যথাযোগ্য বর্ণনা করিতে পারিতেন না এবং শ্রীভগবানের শ্রীমুখ বিগলিত যোগতত্ব কথা পরিপূর্ণ শ্রীমদ্ভগবদগীতা স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়া সেই চিন্তামনির চিন্তাতীত বিশ্বরূপ দর্শন করিয়া ধন্য পুলকিত ও মুক্ত হইতে পারিতেন না।

● সমন্ত পঞ্চক বা কুরুক্ষেত্র ভারতের অন্যতম প্রধান তীর্থ ও পরম পুণ্যভূমি। এতৎ সম্বন্ধে যাবাল উপনিষদে লিখিত আছে যে কৌরব ও পাণ্ডবগণের পূর্বপুরুষ সংবরণ তপতী নন্দন সুবিখ্যাত কুরুরাজের আবির্ভাবের পূর্বে এই ভূমি সমন্ত পঞ্চক নামে পরিচিত ছিল। এবং তখনও তীর্থরূপে

পরিগণিত হইত। পরশুরাম সবিক্রম প্রভাবে নিশেঃষে ক্ষত্রিয়কুল উৎসন্ন করিয়া সেই সমস্ত পঞ্চককে শোনিতময় পঞ্চ হ্রদ প্রস্তুত করেন। তিনি রোষ পরবশ হইয়া সেই হ্রদের রুধির দ্বারা পিতৃলোকের তর্পন করিয়াছিলেন। অনন্তর পিতৃগণ তথায় আগমন করিয়া পরশুরামকে কহিলেন, 'হে মহা ভাগ্যবান তোমার এইরূপ অবিচলিত পিতৃভক্তি ও অসাধারণ বিক্রম দর্শনে আমরা অত্যন্ত প্রীত হইয়াছি। এক্ষনি তোমার অভিলষিত বর প্রার্থনা কর।' রাম কহিলেন, 'যদি প্রসন্ন হইয়া ইচ্ছানুরূপ বর প্রদানে অনুগ্রহ করেন তবে, ক্রোধে অধীর হইয়া ক্ষত্রিয় বংশ ধ্বংশ করতঃ যে পাপরাশি সঞ্চয় করিয়াছি সেই সকল পাপ হইতে যাহাতে মুক্ত হই এবং ঐ শোনিতময় পঞ্চ হ্রদ অদ্য হইতে পৃথিবীতে তীর্থস্থান বলিয়া যাহাতে প্রখ্যাত হয় এইরূপ বর প্রদান করুন।' গিতৃগণ তথাস্তু বলিয়া পরশুরামের অভিলষিত বর প্রদান পূর্বক সেইরূপ অধ্যাবসায় হইতে তাহাকে ক্ষান্ত হইতে আদেশ করিলেন। সেই শোনিতময় পঞ্চ হ্রদের সন্নিধানে সমস্ত প্রদেশকে পরম পবিত্র সমস্ত পঞ্চক বলিয়া নির্দেশ করা হয়। ঐ সমস্ত পঞ্চক তীর্থে কলি ও দ্বাপরের অন্তরে কুরু ও পাণ্ডবগণের ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল। অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী সেনা যুদ্ধার্থে ভূদোষ বর্জিত সেই পুণ্যক্ষেত্রে সমাগত ও নিহত হয়। সেই তীর্থ অতি পবিত্র ও রমনীয় (মহাভারত আদি পর্ব)।

কুরুক্ষেত্র তীর্থের শ্রেষ্ঠত্ব ও পবিত্রতা সম্বন্ধে মহর্ষি

পুলস্ত বিজ্ঞতম ভীষ্মকে বলিয়াছিলেন সর্বপ্রকার প্রাণী এই তীর্থ দর্শনমাত্র পাপ হইতে মুক্ত হয়। যে ব্যক্তি সতত এইরূপ কহে, 'আমি কুরুক্ষেত্রে গমন করিব, কুরুক্ষেত্রে বাস করিব,' সে ব্যক্তিও সমুদয় পাপ হইতে পরিত্রাণ পায়। কুরুক্ষেত্রের বায়ুবিক্ষিপ্ত ধূলিও দুষ্কৃতকর্মাকে পরমপদ প্রদান করিতে পারে। উত্তরে সরস্বতী ও দক্ষিণে দৃষদ্বতী, কুরুক্ষেত্র এই দেব নদীদ্বয়ের মধ্যবর্তী। যাহারা এই কুরুক্ষেত্রে বাস করেন তাহাদিগের সুরলোকে বাস করার ফল লাভ হয়। (মহাভারত বনপর্ব)

কুরুক্ষেত্র সমন্ত পঞ্চক প্রজাপতির উত্তর বেদী বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। অসাধারণ ধী শক্তি সম্পন্ন অজিত তেজা কুরুরাজ এই স্থান কর্ষণ করিয়াছিলেন। তাই উহা কুরুক্ষেত্র নামে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। কুরুরাজ এই ক্ষেত্র কর্ষণ করিতে আরম্ভ করিলে দেবরাজ ইন্দ্র তাহার সমীপে সমুপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, রাজন! তুমি কি অভিপ্রায়ে পরমযত্ন সহকারে এই ভূমি কর্ষণ করিতেছ? কুরুরাজ কহিলেন, হে পুরন্দর যে সকল ব্যক্তি এই ক্ষেত্রে কলেবর পরিত্যাগ করিবে তাহারা অতি সুনির্মল স্বর্গলোকে গমন করিতে সক্ষম হইবে ; আমার ভূমি কর্ষণের এই উদ্দেশ্য। সুররাজ কুরুরাজের বাক্য শ্রবণে তাহাকে উপহাস করিয়া স্বর্গে গমন করিলেন। মহামতি কুরুরাজ ইন্দ্রের উপহাসে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া একান্ত মনে ভূমি কর্ষণ করিতে লাগিলেন। দেবরাজ ঐরূপে বারবার তৎ সমীপে

আগমন পূর্ব্বক তাহার অধ্যাবসায়ের উদ্দেশ্য শ্রবণ ও উপহাস করিয়া প্রস্থান করিতে লাগিলেন, কিন্তু কুরুরাজ কিছুতেই নিরস্ত হইলেন না। তখন ইন্দ্র দেবগণের বাক্যানুসারে কুরুরাজের সমীপে আগমন পূর্ব্বক কহিলেন, রাজর্ষে! আর তোমার কষ্ট করিবার প্রয়োজন নাই, আমি কহিতেছি যাহারা এই স্থানে আলস্যশূন্য হইয়া অনাহারে প্রাণ ত্যাগ করিবে অথবা যুদ্ধে বাণ পথবর্ত্তী হইয়া নিহত হইবে তাহারা নিশ্চয়ই স্বর্গে গমন করিবেন। সুরেরাজ ইন্দ্র ও ব্রহ্মাদি দেবগণ কহিয়াছেন ইহা অপেক্ষা পবিত্র স্থান হইবে না। ভূপতিগণ এই স্থানে রণক্ষেত্রে নিহত হইয়া নিশ্চয়ই অক্ষয় পবিত্রলোক লাভে সমর্থ হইবেন। (মহাভারত শল্যপর্ব)

✪ জ্ঞানচক্ষু ধৃতরাষ্ট্র বাহ্য চক্ষুর অভাব বশতঃ বিষয় সকল স্বয়ং সন্দর্শন করিতে অসমর্থ হইয়া সমীপবর্ত্তী সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সঞ্জয়! ধর্ম্মবুদ্ধির বৃদ্ধিকারী কুরুক্ষেত্রে দুর্য্যোধনাদি আমার পুত্রগণ এবং যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডু পুত্রগণ যুদ্ধাভিলাষে সমাগত হইয়া কি করিলেন?

মহামনা ধৃতরাষ্ট্র শৈশবাবধি দুর্য্যোধনের স্বভাব সম্যক-রূপে অবগত ছিলেন। পরম ধার্ম্মিক পাণ্ডবগণ পিতৃবিয়োগের পর হইতে ধার্ত্তরাষ্ট্র কর্ত্তৃক জতুগৃহ দাহ প্রভৃতি অত্যাচারে প্রপীড়িত ও তদনন্তর দ্যূত ক্রীড়ায় সর্ব্বস্বান্ত হইয়া দ্বাদশ বৎসর বনে বনে ভ্রমণ এবং বৎসরকাল মৎস্যদেশে বিরাট ভবনে দাসত্বছলে অজ্ঞাতবাস প্রভৃতি নানা দুঃখে জর্জ্জরিত হইয়াছিলেন তথাপি হিংসাপরবশ না হইয়া যথাসময়ে শান্তশীল

পাণ্ডু সন্তানেরা অপক্ষপাতী ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং ধর্ম্মপরায়ণ নীতিবিশারদ পিতৃব্য বিদুরকে পঞ্চগ্রাম মাত্র প্রাপ্তির জন্য দুর্য্যোধন সমীপে প্রেরণ করিয়াছিলেন। তৎকালে দুর্য্যোধন আস্ফালন সহকারে উত্তর করিয়াছিলেন—'আমি সত্যসত্য বলিতেছি তিলার্দ্ধ বা যবষড়ভাগ কিংবা সূচীর অগ্রভাগে যতটুকু ভূমি উত্তোলন করিতে পারা যায় তাহাও পাণ্ডুপুত্রগণকে বিনা যুদ্ধে প্রদান করিব না।' তখনই অন্ধরাজের ধারণা হইয়াছিল যে কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী - কোনমতেই এই সম্ভাবিত বিপদ হইতে নিস্তার লাভের সম্ভাবনা নাই। অন্তর্যামী শ্রীকৃষ্ণ সন্ধিস্থাপন চেষ্টায় বিফল মনোরথ হইয়া প্রত্যাগত হইলেন এবং দুর্য্যোধনের দুর্ব্ব্যবহারের বর্ণন করতঃ পাণ্ডবগণকে সমরায়োজন করিতে প্রোৎসাহিত করিলেন। শ্রীনারায়ণ স্বয়ং রশ্মি গ্রহণ পূর্ব্বক অর্জ্জুনের সারথী হইয়া রণভূমিতে অবতীর্ণ হইলেন। পাণ্ডবগণের অভ্যুদয়সূচক বিবিধ বর্ণনা সঞ্জয়ের মুখে পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র নিজ পুত্রগণের বিজয়ের কোন আশাই নাই ভাবিয়া কুণ্ঠিতভাবে আলোচ্য প্রশ্নের অবতারণা করিয়াছিলেন। যেখানে যুদ্ধ ভিন্ন আর অন্য কিছুর সম্ভাবনা হইতে পারে না। সেখানে মহাপ্রাজ্ঞ ধৃতরাষ্ট্র যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে কিনা বা কিরূপ হইতেছে ? ইত্যাকার পশ্ন না করিয়া "কিম কুর্ব্বত" অর্থাৎ কি করিতেছেন, এরূপ প্রশ্ন করিলেন কেন ?

স্থূল বুদ্ধিতে আপাততঃ ধৃতরাষ্ট্রের বাক্য অসঙ্গত

ও হাস্যজনক বোধ হইলেও মহাবুদ্ধিমান রাজা যে বৃথা প্রশ্ন করিয়াছিলেন ইহা কদাপি সম্ভবপর নহে। বিশেষতঃ ত্রিকাল-দর্শী বেদব্যাস বৃথা প্রশ্ন হইলে প্রকাশ করিতেন না।

সুতরাং অনুসন্ধান করিলে সুধীর ধৃতরাষ্ট্র কৃত প্রশ্নের লৌকিক ও অলৌকিক দ্বিবিধ তাৎপর্য্য পাওয়া যায়।

ধনগর্বিত অপরিণামদর্শী স্বয়ং প্রভু অভিমানী দুর্য্যোধনাদি আমার পুত্রগণ চিরাভ্যস্ত অহঙ্কারে উন্মত্ত পূর্ব্বোৎসাহে উৎসাহিত হইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন? অথবা জগদ্বিজয়ী বীরকেশরী ভীম-অর্জ্জুনাদির ভয়ে ভীত হইয়া সম্মুখ সমর হইতে বিরত হইলেন? ইহাই এই প্রশ্নের এক প্রকার লৌকিক তাৎপর্য্য। আবার আমার পুত্রগণ কৃত ভীষ্মাদি রণপণ্ডিতগণের সমরায়োজন ও সৈন্যাধিক্য দেখিয়া পাণ্ডবগণের হৃদয়ে ভয় জন্মিলেও জন্মিতে পারে এবং তাহাতে তাহারা পলায়ন পরায়ণ হইবে। সুতরাং যুদ্ধ হইবার আর আশা থাকিবে না। আমার পুত্রগণ নির্ব্বিঘ্নে রাজ্যভোগ করিবে। ইহাই ধৃতরাষ্ট্রের অন্যবিধ লৌকিক তাৎপর্য্য বলিয়া মনে হয়। আবার অলৌকিক তাৎপর্য্য দুই প্রকার— এবং প্রধানতঃ মূলান্তর্গত 'ধর্ম্মক্ষেত্র' এই পদ দ্বারা সূচীত। ধর্ম্মক্ষেত্র এই পদটী কুরুক্ষেত্রের বিশেষণ। সমরক্ষেত্রে এই বিশেষণ পদের প্রয়োগে এই গূঢ় অভিপ্রায় ব্যক্ত হইতেছে যে— যেস্থানে সমাগত হইলে তমোগুণাক্রান্ত অধার্ম্মিকগণের হৃদয়েও স্বতঃ সত্ত্বগুণের সঞ্চার হইয়া অতিশয় ধর্ম্মবুদ্ধি সমুৎপন্ন হয়। আবার প্রকৃত ধার্ম্মিকগণের হৃদয়ে ধর্ম্মপ্রবৃত্তি অতিশয়

বলবতী হয়। যেরূপ উর্ব্বরা ভূমিতে বীজ বপন করিলে সহজেই প্রচুর পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হয়, তদ্রূপ ধর্ম্মোৎপত্তির নিকেতন স্বরূপ কুরুক্ষেত্রে সমরাভিলাষে সমাগত হইলেও স্থান প্রভাবে স্বভাবতঃ ধর্ম্মশীল পাণ্ডবগণের হৃদয় সত্ত্বগুণের সম্যক বিকাশ বশতঃ পিতামহ গুরু ভ্রাতৃগণাদির হিংসাত্মক অধর্ম্ম হইতে বিরত হইয়া থাকে তবে অনায়াসে আমার পুত্রগণ বাঞ্ছিত রাজ্য অর্জন করিয়া পরম সুখে কালযাপন করিবে ইহাই মনিষী অন্ধরাজকৃত প্রশ্নের অলৌকিক তাৎপর্য্য। আর আমার পাপাত্মা পুত্রগণ যদি স্থান মাহাত্ম্যে উদার হৃদয় ও প্রসন্নচিত্ত হইয়া লব্ধরাজ্য পাণ্ডুপুত্রগণকে প্রত্যর্পন করে তবে বিনা যুদ্ধেই তাহারা রাজ্যভ্রষ্ট হইবে ইহা ধৃতরাষ্ট্র কৃত প্রশ্নের অলৌকিক তাৎপর্য্য।

এই প্রকার সন্দিগ্ধচিত্ত অপত্য স্নেহপরায়ণ ধৃতরাষ্ট্র নিজ সন্তানগণের রাজ্যলাভ বাসনায় বশবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "কিমকুর্ব্বত" অর্থাৎ তাহারা কি করিতেছে? যিনি রাগদ্বেষাদি সকল জয় করিয়াছেন অর্থাৎ সর্ব্বত্র সমদর্শী—তাঁহার নাম 'সঞ্জয়'। বৃথা প্রিয়বাক্যে প্রতারিত না করিয়া তাদৃশ ব্যক্তি নিশ্চয়ই অপক্ষপাতে যথাবৎ বৃত্তান্ত বর্ণনার দ্বারা প্রকৃত ঘটনা প্রকাশ করিবেন—মনোমধ্যে এইরূপ আশা করিয়া অন্ধরাজ সম্মুখবর্ত্তী অমাত্যকে 'সঞ্জয়' এই প্রশংসাসূচক নামে সম্বোধন পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন।

"মামকা" এই বাক্যদ্বারা নিজ তনয়দিগের উল্লেখ করায় তাহাদিগের প্রতি অতিশয় স্নেহভাব আর 'পাণ্ডবাশ্চ'

এই পদ দ্বারা পাণ্ডবগণের উল্লেখ করায় তাহাদের প্রতি মমতার অভাব এবং সঙ্গে সঙ্গে পুত্র স্নেহাবিষ্ট লৌকিক ব্যবহারের বোধ ধৃতরাষ্ট্রের হৃদয়গত গূঢ়াভিপ্রায়ও পরিব্যক্ত হইতেছে।

ধর্ম্মক্ষেত্র ও কুরুক্ষেত্র উভয় স্থানস্থ ক্ষেত্র পদের কর্ষণ ভূমি, এই প্রচলিত অর্থ অবলম্বন করিয়া কোন কোন মহাত্মা এইরূপ রূপক অর্থ করেন যে ধর্ম্মনন্দন যুধিষ্ঠির এই ক্ষেত্রের ধান্য স্থানীয়, তদীয় সহায় শ্রীকৃষ্ণ ঐ ক্ষেত্রের কৃষক স্থানীয়, শ্রীভগবানকৃত নানাবিধ সাহায্য জলসেচন ও সেতুবন্ধনাদি এবং শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক বিনাশই দুর্য্যোধনাদি ধান্যোৎপত্তি ও বৃদ্ধির প্রতিবন্ধক স্বরূপ ধান্যাকার অপর তৃণ স্থানীয়। প্রসঙ্গতঃ এস্থানে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে, তীর্থাদি পুণ্যস্থান সমূহের মাহাত্ম কদাচ নিষ্ফল হইবার নহে। সত্ত্বগুণ সমন্বিত ব্যক্তির হৃদয় স্থান মাহাত্ম্যে দ্রবীভূত ও অধিকতর সত্ত্বগুণ সম্পন্ন হইয়া মধুরতর হয়। পরে পূর্ব্ব হইতে তৃতীয় পাণ্ডব অর্জ্জুনের অন্তঃকরণে ধর্ম্মক্ষেত্রের প্রভাব বিশেষরূপে প্রকাশ হইয়াছিল এবং তিনি শোনিতপাতাদি হিংসাকার্য্যে এককালে বিমুখ হইয়াছিলেন। কেন তাঁহার তাদৃশ ভাবান্তর জন্মিয়াছিল তাহা আলোচনা করিবার উৎকৃষ্ট অবসর অচিরেই উপস্থিত হইবে। আমরা সম্প্রতি সেই ঘটনার উল্লেখ করিয়া এইমাত্র দেখাইতেছি যে, বিজ্ঞতম ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে প্রশ্নকরণকালে ধর্ম্মক্ষেত্র পদ দ্বারা তাহার যে মাহাত্ম ব্যক্ত করিয়াছিলেন তাহা নিষ্ফল হয় নাই ॥১॥

সঞ্জয় উবাচ—

দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্য্যোধনস্তদা।
আচার্য্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ ॥২॥

অন্বয়—সঞ্জয় উবাচ (সঞ্জয় বলিলেন),—তদা (তখন) তু রাজা দুর্য্যোধনঃ (রাজা দুর্য্যোধন) পাণ্ডবানীকম্ (পাণ্ডব-সৈন্যসমূহকে) ব্যূঢ়ম (ব্যূহাকারে সজ্জিত) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) আচার্য্যম্ উপসঙ্গম্য (দ্রোণাচার্য্যের নিকট উপস্থিত হইয়া) বচনং (নিম্নোদ্ধৃত বাক্য) অব্রবীৎ (বলিয়াছিলেন) ॥২॥

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ ! পাণ্ডবদিগের সৈন্যসামন্ত-সকলকে ব্যূহ নির্ম্মাণপূর্ব্বক অবস্থান করিতে অবলোকন করতঃ রাজা দুর্য্যোধন দ্রোণাচার্য্যের নিকট গমন করিয়া কহিলেন ॥২॥

তাৎপর্য্য—

দুর্য্যোধন—ধৃতরাষ্ট্রের মহিষী গান্ধারীর গর্ভজাত শতপুত্রের মধ্যে দুর্য্যোধন সর্বজ্যেষ্ঠ। কথিত আছে জন্ম-গ্রহণকালে নানা প্রকার অমঙ্গলসূচক দুর্লক্ষণ সমূহ প্রকাশিত হইয়াছিল এবং বিদুর প্রভৃতি সাধুজনেরা দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক কুরুকুল বিনষ্ট হইবে বলিয়া আশংকা করিয়াছিলেন। মহাভারতে লিখিত আছে, দুর্মতি দুর্য্যোধন কলি অংশে জন্ম-গ্রহণ করেন। তিনি অতি পাপাশয়, ক্রূর, কুরুকুলের কলংক স্বরূপ ছিলেন। কুরুরাট, গান্ধীরেয়—দুর্য্যোধনের এইসকল নামান্তর।

আচার্য্য দ্রোণ- কৌরবদিগের অস্ত্রাচার্য মহর্ষি ভরদ্বাজের পুত্র। ইনি একটি দ্রোণ অর্থাৎ কলসের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন বলিয়া দ্রোণ নাম প্রাপ্ত হন। দ্রোণ অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন এবং বেদ বেদাঙ্গ শাস্ত্রাদিতেও পারঙ্গত ছিলেন। শরখানের কন্যা কৃপীকে পত্নীরূপে লাভ করেন। পরশুরামকে প্রীত করিয়া তাহার যাবতীয় অস্ত্রসস্ত্র সরহস্য ধনুর্বেদ লাভ করেন। পৃষত রাজকুমার দ্রুপদ বাল্যকালে দ্রোণের সহাধ্যায়ী ও সুহৃদ ছিলেন। তিনি পাঞ্চাল রাজের অধীশ্বর হইলে দ্রোণকে অপমানিত ও উপেক্ষিত করেন, দ্রোণ তথা হইতে হস্তিনাপুরে আসিলে ভীষ্ম কর্ত্তৃক কৌরব এবং পাণ্ডবগণের আচার্য্য পদে নিয়োজিত হন। তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন দ্রোণাচার্য্যের প্রিয় শিষ্য ছিলেন। ভারত সমরে দ্রোণাচার্য্য কৌরব পক্ষের সেনাপতি পদ গ্রহণ করেন। পঞ্চশীতি বর্ষ বয়সে ভয়ানক ভারত যুদ্ধে দ্রুপদ রাজার পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নের হাতে নিহত হয়।

অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্নের উত্তর স্বরূপে সঞ্জয় যাহা অকপটে বলিয়াছিলেন ব্যাস শিষ্য বৈশম্পায়ণ জন্মেজয়কে তাহাই বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্নের উত্তরে বুদ্ধিমান সঞ্জয় প্রথমত পাণ্ডুপুত্রগণের কথা না বলিয়া দুষ্ট-বুদ্ধি দুর্য্যোধনের ব্যবহার বর্ণনে প্রবৃত্ত হইলেন। অমিত তেজা ভীষ্মাদি দর্শনে পাণ্ডবগণের হৃদয়ে ভয়ের সঞ্চার হয় নাই মূলান্তরর্গত 'তু' শব্দের দ্বারা ইহাই পরিব্যক্ত হইতেছে। কেবল সত্ত্বগুণ প্রধান বীরকেশরী অর্জুনের হৃদয়ে স্থান

মাহাত্ম্যে হিংসাদি নিমিত্ত অদৃষ্টভাবে সঞ্চার হইয়াছিল মাত্র কিন্তু ভূভার হরণার্থে অবতীর্ণ চতুর চূড়ামনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কৌশলে আধ্যাত্মিক উপদেশ দ্বারা ধনঞ্জয়ের সেই অবসাদ অচিরেই দূর করিয়াছিলেন।

'রাজা' দুর্য্যোধনের সর্বোতমুখী প্রভুত্ব বিজ্ঞাপিত হইতেছে। কিন্তু অন্য কোন উপযুক্ত ব্যক্তির দ্বারা অধীনস্থ সেনানায়ক দ্রোণাচার্য্যকে আহ্বান না করিয়া স্বয়ং তাহার নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। বিপুলবাহিনী দর্শনে ভয় ব্যাকুলতার এইমাত্র কারণ। রাজা ভয় ব্যাকুলিত অন্তরে আচার্য্য সমীপে গমন করিলেন। কিন্তু পাছে লোকে তাহাকে ভীতু ও কাপুরুষ বলিয়া অবজ্ঞা করেন এই আশংকায় আচার্য্য বলিয়া সম্বোধন করিয়া উহার মহত্ব প্রকাশ করিলেন, অথচ সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে জাত ভীত ভাব সঙ্গোপন করিলেন।

অব্রবীত অর্থাৎ বলিলেন, এই মাত্র বলিলে বাক্য সিদ্ধ হইতে তথাপি বচন পদ থাকায় দুর্য্যোধনের মুখ হইতে সংক্ষিপ্ত অথচ ভাব বহুল বাক্য বিনির্গত হইল ॥২॥

পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য্য মহতীং চমূম্।
ব্যূঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা ॥৩॥

অন্বয়—(হে) আচার্য্য! তব (আপনার) ধীমতা শিষ্যেণ দ্রুপদপুত্রেণ (বুদ্ধিমান শিষ্য দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্নদ্বারা) ব্যূঢ়াং (ব্যূহকারে অধিষ্ঠিতা) পাণ্ডুপুত্রাণাং

(পাণ্ডবদিগের) এতাম্ মহীতং (এই বিশাল) চুমূম্ (সপ্তাক্ষৌহিণী সৈন্যকে) পশ্য (দেখুন) ॥৩॥

আচার্য্য ! পাণ্ডবগণের মহতী সেনানী নিরীক্ষণ করুন। তাঁহারা আপনার শিষ্য দ্রুপদপুত্র ধীমান্ ধৃষ্টদ্যুম্নদ্বারা ব্যূহ-রচনা করিয়া অবস্থান করিতেছে ॥৩॥

তাৎপর্য্য—হে গুরুদেব আপনার সুচতুর অস্ত্রশিষ্য দ্রুপদ নন্দন ধৃষ্টদ্যুম্ন ✪ কর্ত্তৃক ব্যূহ রচনা, পাণ্ডুপুত্রগণের বিশাল সৈন্য সমাবেশ অবলোকন করুন।

✪ পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ ভরদ্বাজ নন্দন দ্রোণাচার্য্যের বিনাশ সাধন কামনায় পুত্রকামী হইয়া এক বিরাট যজ্ঞ সম্পন্ন করেন। সেই যজ্ঞীয় অগ্নি মধ্য হইতে বর্ম ও অস্ত্রধারী দেবকুমার তুল্য এক কুমার আবির্ভূত হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে এই আকাশবাণী হইল যে, 'এই দ্রুপদ নন্দন দ্রোণকে বধ করিবে'। অনতিকালের মধ্যে সেই যজ্ঞানল হইতে আর এক শ্যামকায়া অলৌকিক শ্রী সম্পন্না কামিনী সমুত্থিতা হইলেন। ব্রাহ্মণেরা সেই যজ্ঞভূত বীরের নাম ধৃষ্টদ্যুম্ন ও কুমারীর নাম কৃষ্ণা দ্রৌপদী নাম রক্ষণ করিলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন মহর্ষি দ্রোণাচার্য্যের নিকট অস্ত্রশিক্ষা করেন। দ্রোণাচার্য্য ধৃষ্টদ্যুম্নকে তাহার প্রাণান্তক জানিয়াও যত্ন পূর্ব্বক অস্ত্রশিক্ষা প্রদান করিয়া পৃথিবীতে তাহার অসাধারণ হৃদয়বল ও ধর্ম্মবুদ্ধির পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। আচার্য্য দ্রোণ এই শিষ্যের হস্তে নিহত হন।

এই শ্লোক হইতে নবম শ্লোক দ্বারা রাজা দুর্য্যোধন নিজ অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন। হে আচার্য্য, হে ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শীন, ঐ দেখুন পাণ্ডবগণের বুদ্ধিকৃত সৈন্য রচিত ব্যূহ মধ্যে সুরক্ষিত হইয়া যুদ্ধার্থ অবস্থান করিতেছে। দ্রোণাচার্য্য পাছে পাণ্ডুপুত্রগণকে দর্শনে স্নেহে অধীর হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক উদ্যম বিহীন হন এই ভয়ে রাজা দুর্য্যোধন আচার্য্যের ক্রোধদ্দীপনের নিমিত্ত বলিতেছে গুরুদেব আমি আপনার শিষ্য, বিনয় পূর্ব্বক প্রার্থনা করিতেছি কৃপাপূর্ব্বক সম্যকভাবে অবলোকন করুন—আপনি পাণ্ডুপুত্রগণকে যে চিরদিন অকৃত্রিম স্নেহ করিয়া আসিতেছেন আজ তাহারা অনেক অক্ষৌহিনী সৈন্য সংগ্রহ করিয়া আপনার মত দূরদর্শী সদুপদেষ্টা গুরুর প্রতি ভ্রূক্ষেপও না করিয়া সম্মুখে দণ্ডায়মান আছে। তাহাদের এই প্রকার ব্যবহার দেখিয়া আপনি নিশ্চিন্তে উদাসীন থাকা আপনার উচিৎ নহে। এখন আমার বোধহয় আপনি ঈষৎ কটাক্ষ করিলে ইহাদের গর্ব খর্ব হইবে। 'পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য' এই পদ দ্বারা হে পাণ্ডুপুত্রগণের আচার্য্য হে যুধিষ্ঠিরাদির গুরু তুমি আমার পক্ষাশ্রিত হইলেও আমার গুরু নও, তুমি চিরদিন পাণ্ডবগণের প্রতি স্নেহশীল। তাদের পক্ষের লোকের দুর্ব্যবহার তুমি উপেক্ষা কর। এখনও তাদের বিনাশার্থে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াও তোমার হৃদয় তাহাদের নিমিত্ত স্নেহার্দ্র হইয়া আছে। অতএব উভয় পক্ষের গুরু হইলেও পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য অর্থাৎ পাণ্ডবগণেরই গুরু বলিয়া সম্বোধন করাই সঙ্গত।

ধর্মক্ষেত্রে আসিয়াও দুর্মতি দুর্যোধন ছলে ও কৌশলে গুরুদেবকে এই প্রকার কটূক্তি দ্বারা ব্যথিত করিলেন ও অন্তরের পাপ পূর্ণভাবে প্রকাশ করিলেন। এইরূপ নিন্দনীয় যাহার ব্যবহার তাহার প্রকৃতিগত কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। স্থান মাহাত্ম্য পাপবুদ্ধি ব্যক্তির নিকট পরাভূত ॥৩॥

অত্র শূরা মহেষ্বাসা ভীমার্জ্জুনসমা যুধি।
যুযুধান বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ ॥৪॥
ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশীরাজশ্চ বীর্য্যবান্।
পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ ॥৫॥
যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্য্যবান্।
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্ব এব মহারথাঃ ॥৬॥

অন্বয়—অত্র (এই ব্যূহে) যুধি (যুদ্ধে) মহেষ্বাসাঃ (মহাধনুর্দ্ধারী) ভীমার্জ্জুনসমাঃ (ভীম ও অর্জ্জুনের সদৃশ) শূরা (বীরবৃন্দ) সন্তি (আছেন) [যথা] যুযুধানঃ (সাত্যকি), বিরাটঃ চ (বিরাটরাজ) মহারথঃ দ্রুপদঃ চ (এবং মহারথ দ্রুপদ) ধৃষ্টকেতুঃ (ধৃষ্টকেতু) চেকিতানঃ (চেকিতান) বীর্য্যবান্ কাশীরাজঃ চ (বলশালী কাশীরাজ) পুরুজিৎ, কুন্তিভোজঃ চ, নরপুঙ্গবঃ (নরশ্রেষ্ঠ) শৈব্যঃ চ, বিক্রান্তঃ (বিক্রমশালী) যুধামন্যুঃ চ, বীর্য্যবান্ উত্তমৌজা চ, সৌভদ্র (অভিমন্যু) দ্রৌপদেয়াঃ চ (ও দ্রৌপদী-তনয়গণ) সর্ব্ব এব মহারথাঃ (সকলেই মহারথ) ॥৪-৬॥

এই সেনা-নিচয়ের মধ্যে মহেষ্বাসা ভীমার্জ্জুন ও তৎ-সমকক্ষ বীরসমস্ত উপস্থিত ;—যুযুধান অর্থাৎ সাত্যকি, বিরাট ও মহারথ দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, বীর্য্যবান্ কাশীরাজ, পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ ও নরশ্রেষ্ঠ শৈব্য, বলবান্ যুধামন্যু, বীর উত্তমৌজা, সুভদ্রাপুত্র অভিমন্যু ও দ্রৌপদী গর্ভজাত পঞ্চপুত্র,—ইহারা সকলেই মহারথ ॥৪-৬॥

তাৎপর্য্য—

যুযুধান—বীর সাত্যকি নামে বিখ্যাত, ইনি কৃষ্ণের সারথি ছিলেন, কুরুক্ষেত্র সমরে পাণ্ডবপক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন। পারিজাত হরণকালে ইনি স্বর্গপুরে যুদ্ধার্থে গমন করিয়াছিলেন এবং দেব প্রতীদ্বন্দ্বী সমরে বিজয়ী হইয়াছিলেন।

বিরাটরাজ—পাণ্ডবের দ্বাদশ বর্ষকাল বনবাসান্তে মৎসরাজ বিরাটের ভবনে এক বৎসরকাল অজ্ঞাতবাস করেন। যুধিষ্ঠির কঙ্ক নামে ব্রাহ্মণ, ভীমসেন বল্লভ নামে সূপকার, অর্জ্জুন বৃহন্নলা নামে ক্লীব ও সঙ্গীত অধ্যাপক, নকুল গ্রন্থিক নামে অশ্বরক্ষক ও সহদেব তন্ত্রীপাল নামে গো-পালক এবং দ্রৌপদী সৈরিন্ধ্রী নামে এক পরিচারিকার ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া বিরাট রাজপুরে এক বৎসরকাল অতিবাহিত করেন। তথায় তাহারা যুদ্ধাদির দ্বারা বিরাটের প্রভুত ইষ্টাদি সাধন করিয়াছিলেন। এক বছর পূর্ণ হইলে বিরাটরাজ ও তার পুত্র উত্তর পান্ডবগণের পরিচয় জানিয়া তাহাদের সম্বর্ধনা করিয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণের ভগিনী অর্জ্জুন পত্নী সুভদ্রার গর্ভে অভিমন্যুর জন্ম হয়। বিরাটরাজের আগ্রহে তাহার কন্যা উত্তরার সহিত অভিমন্যুর বিবাহ হয়। সুতরাং বিরাট-রাজ পাণ্ডবগণের বৈবাহিক। বিরাটরাজ সৈন্যাদি সহ ভারত যুদ্ধে পাণ্ডবদের পক্ষ অবলম্বন করেন।

দ্রুপদ—তিনি পাঞ্চাল পতি, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দ্রৌপদীর পিতা ও পাণ্ডবগণের শ্বশুর।

কুন্তিভোজ—পাণ্ডব জননী কুন্তীদেবীর পিতা।

শিবি বংশ সম্ভূত রাজার নাম শৈব্য।

বিখ্যাত বীর চেকিতানের পুত্রের নাম চেকিতান। যাহার সন্দর্শনে অরাতিকুলের ভয় বিগলিত হয় তিনি ধৃষ্টকেতু।

যিনি বহু বিজয়ী অর্থাৎ পুনঃ পুনঃ শত্রু দমনশীল তিনি পুরজিৎ।

যুধামন্যু ও উত্তমৌজা পাঞ্চাল দেশীয় রাজা। ইহাদের নাম বীরত্বের পরিচায়ক। সমর সংবাদে যিনি ক্রোধোন্মত্ত হইয়া থাকেন তিনি যুধামন্যু এবং যাহার সাহস ও বিক্রম অপরিমেয় তিনি উত্তমৌজা।

অভিমন্যু—শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের ভগিনী সুভদ্রাদেবীকে রৈবতক পর্বত হইতে শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শ অনুসারে অর্জ্জুন হরণ করেন এবং তাহার পাণিগ্রহণ করেন। সেই সুভদ্রার গর্ভে অর্জ্জুনের ঔরসে অভিমন্যু নামে এক মহাবল পরাক্রান্ত পুত্র জন্মে। সেই পুত্র বয়সে বালক হইলেও যুদ্ধবিদ্যায়

বিশেষ নিপুন এবং সুপ্রবীণ বীরগণের সমকক্ষ। ভারত যুদ্ধে কৌরবপক্ষীয় সাতজন সুবিখ্যাত বীর সমবেত হইয়া অন্যায়রূপে অভিমন্যু বধ সাধন করেন। তিনি যখন মাতৃ-গর্ভে ছিলেন তখনই জনক জননীর বাক্য শ্রবণ করিয়া যুদ্ধ বিদ্যার অনেক তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়াছিলেন।

পাঞ্চালীর পুত্রগণ—দ্রৌপদীর গর্ভে পঞ্চপাণ্ডবদিগের পঞ্চপুত্র জন্মগ্রহণ করেন। যুধিষ্ঠিরের ঔরসে প্রতিবিন্ধ্য, ভীমের সুতসোম, অর্জ্জুনের শ্রুতকর্ম্মা, নকুলের সতানীক এবং সহদেবের ঔরসে শ্রুতসেনের জন্ম হয়। এই পঞ্চভ্রাতা অভিমন্যুও অর্জ্জুনের অস্ত্রশিষ্য ছিলেন এবং যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অবসান সময়ে পিতৃ বধের প্রতিশোধ লইবার জন্য দ্রোণনন্দন অশ্বত্থামা কৃতবর্ম্ম ও কৃপাচার্য্যের সহিত একযোগে সুসুপ্ত ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি পাঞ্চালগণকে ও সপরিবার দ্রৌপদীর পুত্রকে বিনষ্ট করিয়াছিলেন।

দুর্য্যোধন আরও বলিলেন—একমাত্র দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্ত্তৃক পাণ্ডবগণের ব্যূহ বিরচিত হইয়াছে। সুতরাং তাহাতে ভয়ের কিছু কারণ নাই। দ্রোণাচার্য্য স্বয়ং কিংবা আমাদের পক্ষের কোন বীর ইহাদিগকে অবহেলায় জয় করিবেন অতএব আমাদের চিন্তা আর আশঙ্কা অমূলক। পাশে দ্রোণাচার্য্য বিপক্ষের বল উপক্ষেনীয় বলিয়া মনে করেন এইরূপ আশঙ্কা করিয়া দুর্য্যোধন উপস্থিত সংগ্রামে দ্রোণাচার্য্যের বিশেষ মনো-নিবেশার্থে বলিতেছি, গুরুদেব, ইহাদের মধ্যে কেবল

ধৃষ্টদ্যুম্নই যে একমাত্র বীর তাহা নহে। বিপক্ষ পক্ষের ভীমার্জ্জুন তুল্য পরসৈন্য বিদারণক্ষম অনেক বীর বর্ত্তমান আছেন। অতএব ইহারা কদাপি উপেক্ষার যোগ্য নহে। দুর্য্যোধন একএকটি বিশেষণ দিয়ে নাম নির্দেশ করিয়া পাণ্ডব পক্ষীয় বীরদিগের দক্ষতা ও বল বীর্যাদি দেখাইতেছেন! এইরূপে দ্রুপদরাজ, বিরাটরাজ, অভিমন্যু, দ্রৌপদীর পঞ্চ-পুত্রাদির সপ্তদশ বীরের নাম উল্লেখ করিয়া 'চ' শব্দদ্বারা দুর্য্যোধন আরও অনেক বীরের বিদ্যমানতা ইঙ্গিতে ব্যক্ত করিলেন, যথা ভীমের ঔরসে হিড়িম্বা নাম্নী নিশাচরীর গর্ভে জাতক ঘটোৎকচ নামে মহাবীর। পাণ্ডবগণ অতি প্রসিদ্ধ এইজন্য স্বতন্ত্ররূপে তাদের নাম আর উল্লেখ করা হয় নাই।

মহারথ—যে বীর একাকী দশ সহস্র ধনুর্ধারীর সহিত যুদ্ধ করেন এবং অস্ত্র ও শাস্ত্রে প্রবীণ তিনি মহারথ। যে বীর একাকী অপরিমিত সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে পারেন তাকে অতিরথ বলে। যে বীর একজন প্রতিপক্ষের সহিত যুদ্ধ করেন তিনি রথী। আর তাহা হইতে নিকৃষ্ট বীরকে অর্দ্ধরথী বলে ॥৪-৬

অস্মাকন্তু বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্তম।
নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে ॥৭॥

অন্বয়—[হে] দ্বিজোত্তম! (হে দ্বিজোত্তম দ্রোণাচার্য্য!) অস্মাকং (আমাদের) [মধ্যে] তু যে বিশিষ্টাঃ (যে বিশিষ্ট

ব্যক্তিসকল) মম সৈন্যস্য (আমার সৈন্যগণের) নায়কাঃ (নায়কগণ) তান্ (তাঁহাদিগকে) নিবোধ (জানুন) তে সংজ্ঞার্থম্ (আপনার অবগতির জন্য) তান্ ব্রবীমি (তাঁহাদিগের নাম বলিতেছি) ॥৭॥

হে গুরো! আমাদের যে সমস্ত সেনানায়ক আছেন, আপনার জ্ঞাতার্থে তাঁহাদের নাম কীর্ত্তন করিতেছি ॥৭॥

হে ব্রাহ্মণসত্তম দ্রোণাচার্য্য! আমাদিগের পক্ষেও যে সুপ্রতিষ্ঠিত বীরগণ আমার সৈন্য সমূহের অধীন হইয়াছেন, আপনার সম্যক্ জ্ঞাতার্থ তাহাদিগের নাম উল্লেখ করিতেছি।

তাৎপর্য্য—

পাণ্ডবদিগের বীর বাহুল্যের বিবরণ সমাপ্ত করিয়া দুর্য্যোধন মনে করিলেন যে হয়ত গুরুদেব এই বর্ণনা শ্রবণে আমাকে ভীত মনে করিয়া বলিতে পারেন। 'প্রভূত বলশালী অসীম পাণ্ডব সৈন্য দর্শনে যদি তোমার ভয় হইয়া থাকে তবে পাণ্ডবগণের প্রাপ্য রাজ্য প্রদান করিয়া সন্ধি স্থাপন কর, কেন বৃথা যুদ্ধের জন্য এত আগ্রহ প্রকাশ করিতেছ?" দ্রোণাচার্য্যের এবংবিধ অন্তর ভাব কল্পনা করিয়া দুর্য্যোধন আপন সৈন্য মধ্যস্থ সমর দক্ষ প্রধান বীর পুরুষগণের নামোল্লেখ করিতেছেন ॥৭॥

ভবান ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তির্জয়দ্রথঃ ॥৮॥
অন্যে চ বহবঃ শূরাঃ মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ।
নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্ব্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥৯॥

অন্বয়—ভবান্ (আপনি) ভীষ্মঃ চ (ভীষ্ম) কর্ণঃ চ সমিতিঞ্জয় কৃপঃ চ (সংগ্রামজয়ী কর্ণ কৃপাচার্য্য) অশ্বত্থামা (দ্রোণপুত্র) বিকর্ণঃ চ (বিকর্ণ) সৌমদত্তিঃ (সোমদত্তপুত্র ভুরিশ্রবা) জয়দ্রথঃ চ (জয়দ্রথ) অন্যে চ বহবঃ শূরা (আরও অনেক বীর আছেন) সর্ব্বে (তাঁহারা সকলে) যুদ্ধবিশারদাঃ (যুদ্ধনিপুণ) মদর্থে (আমার জন্যে) ত্যক্ত জীবিতাঃ (প্রাণ-ত্যাগে কৃতসংকল্প) [ও] নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ (নানাশস্ত্র প্রহার-দক্ষ) ॥৮-৯॥

রণবিজয়ী আপনি, ভীষ্ম, কর্ণ, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, সোমদত্ত-পুত্র ভুরিশ্রবা ও জয়দ্রথ ; এতদ্ব্যতীত বিবিধ অস্ত্র-শস্ত্রসম্পন্ন অন্যান্য বহুতর যুদ্ধ-বিশারদ বীরপুরুষগণ আমার নিমিত্ত প্রাণ দিতে উদ্যত আছেন ॥৮-৯॥

ভীষ্ম—শান্তনু রাজার ঔরসে গঙ্গার গর্ভে ভীষ্মের জন্ম হয়। অষ্টবসু একদা বশিষ্ট মহর্ষির বিরাগভাজন হইয়া ভূলোকে নররূপে জন্মিবার নিমিত্ত অভিশপ্ত হন। সামান্য মানবীর গর্ভে জন্মগ্রহণ নিতান্ত কষ্টকর মনে করিয়া, বসুগণ পূতসলিলা জাহ্নবী দেবীকে গর্ভে স্থান দিতে এবং জন্মমাত্র তাঁহাদিগকে একে একে বিনষ্ট করিতে অনুরোধ করেন।

কেবল মহর্ষি বশিষ্টের প্রধান ক্রোধভাজন দ্যুনামক বসু, যাবজ্জীবন মানবরূপে বিদ্যমান থাকিবেন স্থির হয়। বসুগণের প্রস্তাবে সম্মত হইয়া সুরধনি সুরকন্যাতীত সুন্দরী বেশে সমাগতা হইলেন এবং রাজা শান্তনুর চিত্তাপহরণ করিয়া তাঁহার সহিত বিবাহ বন্ধনে বদ্ধ হইলেন। একে একে গঙ্গার গর্ভে সাত পুত্র জন্মিল এবং সকলেই মাতৃ কর্ত্তৃক জলে নিক্ষিপ্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিল। সুন্দরী শিরোমণি সুরধনির প্রেমান্ধ প্রতীপনন্দন শান্তনু পুত্রঘাতিনী পত্নীর হৃদয়হীনতা ও নিরতিশয় নিষ্ঠুরতার আলোচনা করিয়া আকুল হৃদয়ে কালপাত করিতে লাগিলেন, অবশেষে অষ্টম কুমার ভূমিষ্ট হইলে, রাজা শান্তনু সেই সন্তানের জীবন রক্ষার্থ কাতরভাবে প্রার্থনা করিলেন। পুণ্যতোয়া পতিতপাবনী তখন সকল কথা জানাইয়া রাজার হস্তে শেষ সন্তান সমর্পন করিলেন এবং আপনি চিরদিনের নিমিত্ত পতিসম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া রাজার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। এই অষ্টমনন্দন দেবব্রত ও শান্তনব নামে পরিচিত হইলেন। একদা রাজা শান্তনু যমুনা নদী সন্নিহিত অরণ্যে প্রবেশ করিয়া সত্যবতী নাম্নী এক সুন্দরী ধীবর তনয়ার রূপ দর্শনে তাঁহাকে পত্নীরূপে প্রাপ্তি কামনা করিলেন। কন্যার পিতা রাজপ্রস্তাবে সম্মত হইয়া কহিলেন যে, 'এই কন্যার গর্ভে যে পুত্র জন্মগ্রহণ করিবেন তিনি ভিন্ন অন্য কেহই কুরুরাজার সিংহাসন অধিকার করিতে পারিবেন না।' সর্ব্বগুণান্বিত পরম রূপবান পুত্র দেবব্রতকে বঞ্চিত করিয়া ধীবর কন্যার গর্ভজাত সন্তানকে সিংহাসন প্রদানের

অঙ্গীকার করা শান্তনু নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া জ্ঞান করিলেন। কিন্তু সেই সুন্দরীর রূপলাবণ্য অনুচিন্তনে নিরন্তর ব্যাপৃত থাকিয়া দিন দিন বিষয় ব্যাপারে উদাসীন হইতে থাকিলেন। উপযুক্ত পুত্র দেবব্রত পিতার চিত্তচাঞ্চল্যের কারণ অবগত হইয়া স্বয়ং ধীবর সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং প্রতিজ্ঞা করিলেন যে সত্যবতীর গর্ভে রাজা শান্তনুর যে সন্তান জন্মগ্রহণ করিবেন তিনি রাজসিংহাসন অধিকার করিবেন। যদি এবিষয়ে ভবিষ্যতে মতান্তর জন্মিবার আশঙ্কা হয় এই জন্য তিনি আরও প্রতিজ্ঞা করিলেন যে যাবজ্জীবন দারপরিগ্রহ করিবেন না। এইরূপে পিতার সন্তোষ সাধনার্থ মহাত্মা দেবব্রত সাম্রাজ্য পরিত্যাগ ও ব্রহ্মচর্য্য করিয়া ভূতলে অতুল কীর্ত্তি বিস্তার করিলেন। এই ভীষণ ব্যাপার সম্পন্ন করার পর হইতে তাঁহার নাম ভীষ্ম হইল। মহানুভব ভীষ্ম বিমাতৃতনয়দিগকে সিংহাসনাসীন করিয়া বিহিত প্রযত্নে তাঁহাদের রক্ষণাবেক্ষণ পরিপালন কল্যাণ কামনা এবং বৃদ্ধি সাধনে ব্যাপৃত রহিলেন। সম্বন্ধে ভীষ্ম যুধিষ্ঠির দুর্য্যোধনাদির জ্যেষ্ঠ পিতামহ ছিলেন।

কর্ণ পাণ্ডব জননী কুন্তীদেবীর এক কানীন পুত্র ছিলেন। কুন্তীর কৌমার্য্য অবস্থায় সূর্য্যের ঔরসে সেই সন্তানের জন্ম হয়, সেই মহাবল পরাক্রান্ত পুত্র কর্ণ নামে বিখ্যাত। লোকলজ্জা ভয়ে কুন্তী সেই সদ্যঃপ্রসূত শিশুকে সলিলে নিক্ষেপ করিলে অধিরথ নামে এক সূত সেই ভাসমান নন্দনকে গৃহে আনয়ন করে এবং রাধা নাম্নী পত্নীর হস্তে সেই

কুমারের লালন-পালন ভার সমর্পন করে। রাধা ঐ সুকুমার শিশুর বসুসেন নাম প্রদান করেন। রাধেয় ও সূতপুত্র নামেও কর্ণ অনেক স্থানে উল্লিখিত হইয়াছেন দেখা যায়। ইনি সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ অতিশয় দাতা ছিলেন। পরশুরামের নিকট অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিয়া কর্ণ অসাধারণ বীর হইয়া উঠেন। একদা ইন্দ্র ইহাঁর দাতৃত্বে বিমোহিত হইয়া ইহাঁকে এক পুরুষঘাতিনী শক্তি প্রদান করিয়াছিলেন। এই মহা-বীর্য্যশালী যোদ্ধাকে দুর্য্যোধন অঙ্গরাজ্যে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। ইনি দুর্য্যোধনের প্রধান সুহৃদ ও সখা এবং পাণ্ডবগণের প্রতিপক্ষ ছিলেন। দুর্য্যোধন ইহাঁর বাহুবলের উপর যথেষ্ট নির্ভর করিতেন। কিন্তু বীরকুলরবি ভীষ্ম কর্ণের বীরত্বে কখনও আস্থা প্রদান করিতেন না। তিনি কর্ণকে অর্দ্ধরথী জ্ঞান করিতেন এবং পাণ্ডবগণের ষোড়ষাংশেরও তুল্য নহে মনে করিতেন।

কৃপাচার্য্য—শরদ্বান্ নামক এক ধনুর্ব্বেদ বিদ্যাপারদর্শী তপস্বীর একসঙ্গে এক কন্যা ও এক পুত্র জন্মে। তপস্বী শরদ্বান্ পুত্র ও কন্যাকে নিঃসহায় অবস্থায় বনমধ্যে ফেলিয়া যান। মৃগয়ার্থী রাজা শান্তনু সেই সন্তানদ্বয়কে আনয়ন করিয়া পালন করেন। রাজার কৃপায় তাঁহারা পালিত হন বলিয়া বালকের নাম কৃপ এবং বালিকার নাম কৃপী নামকরণ হয়। কিছুকাল পরে একদা শরদ্বান্ শান্তনু রাজভবনে সমাগত হইয়া আপন পুত্রকে আত্মপরিচয় প্রদান এবং স্বকীয় শাস্ত্র ও অস্ত্রবিদ্যা সমস্ত সমর্পন করেন। পিতৃশিক্ষিত কৃপাচার্য্য

ক্রমশঃ যুদ্ধবিদ্যায় যশস্বী হইলেন। মহাত্মা দ্রোণাচার্য্য শরদ্বান তনয়া কৃপীর পানিগ্রহণ করেন। সুতরাং কৃপাচার্য্য দ্রোণাচার্য্যের শ্যালক।

অশ্বত্থামা—কৃপীর গর্ভে দ্রোণাচার্য্যের ঔরসে অশ্বত্থামার জন্ম হয়। ইনি জন্মকালে অশ্বের ন্যায় চিৎকার করিয়াছিলেন এই জন্য ইহার অশ্বত্থামা নাম হইয়াছিল।

বিকর্ণ—ধৃতরাষ্ট্রের শতপুত্রের অন্যতম।

সোমদত্তসুত—চন্দ্রবংশীয় সোমদত্ত নামক মহাবীর ও মহাযশা ভূরিশ্রবা। ইনি ভারত যুদ্ধে সাত্যকী কর্ত্তৃক নিহত হন। আর এক বীর সৌমদত্তি দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রের সহিত যুদ্ধ করিয়া শেষে সহদেবের হস্তে নিহত হইয়াছিলেন।

জয়দ্রথ—সিন্ধুরাজ বীরবর জয়দ্রথের সহিত দুর্যোধনের ভগিনী দুঃশীলার বিবাহ হয়। সুতরাং ইনি রাজা ধৃতরাষ্ট্রের জামাতা ছিলেন। জয়দ্রথ অন্য ছয় রথীর সহিত মিলিত হইয়া অর্জ্জুনের অপ্রাপ্ত যৌবন নন্দন অভিমন্যুকে নিহত করেন। ক্রোধান্ধ অর্জ্জুনের হস্তে বহু সৈন্যসহ জয়দ্রথ মানব-লীলা সংবরণ করেন।

তাৎপর্য্য—

শঠ শিরোমনি দুর্যোধন নিজ সৈন্যগণের নামোল্লেখ করিতে প্রবৃত্ত হইয়া ভীষ্ম, কর্ণ প্রভৃতি সমরদক্ষগণের নামের অগ্রে দ্রোণাচার্য্যের নাম ও একান্ত স্নেহপাত্র কনিষ্ঠ সহোদর বিকর্ণ ও সোমদত্তের পুত্র ভূরিশ্রবা নামের পূর্ব্বে গুরুপুত্র অশ্বত্থামার নামকীর্ত্তন করিয়া আচার্য্যের প্রীতিসম্পাদন

করিলেন। 'সমিতিঞ্জয়' অর্থাৎ সংগ্রামবিজয়ী এই শব্দ দ্রোণাচার্য্যের শ্যালক কৃপাচার্য্যের বিশেষণ রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে ॥৮॥

'মদর্থে ত্যক্তজীবিতা' এই বিশেষণ দ্বারা দুর্য্যোধনের প্রতি তৎপক্ষীয় সৈন্যগণের অনুরাগাধিক্য সূচিত হইল। বস্তুত 'ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন' (গীতা ১১ অধ্যায় ৩৩ শ্লোক) অর্থাৎ 'আমার দ্বারা ইহারা পূর্ব্ব হইতে নিহত হইয়াছে, হে অর্জ্জুন! তুমি কেবল নিমিত্ত কারণ মাত্র হও' ইত্যাদি ভগবদুক্তি দ্বারা 'মদর্থে ত্যক্ত জীবিতাঃ'—(আমার জন্য জীবন ত্যাগে সংকল্পবদ্ধ) দুর্য্যোধনের এই বাক্যটি যথার্থ বলিয়া প্রতীত হইতেছে এবং সার্থকরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। 'শূরা' এই পদ দ্বারা উভয়পক্ষীয় সৈন্য মধ্যে নিজ সৈন্যগণের প্রাধান্য প্রদর্শিত হইল। স্বপক্ষীয় সৈন্যগণ 'নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ' অর্থাৎ বহুশস্ত্রসম্পন্ন বলিয়া দুর্য্যোধন নির্দ্দেশ দিলেন। কিন্তু বহু অস্ত্রযুক্ত হইলেই যে যুদ্ধে জয়ী হওয়া যায় এমন নহে; অস্ত্রচালনা দক্ষতা আবশ্যক। এইজন্য দুর্য্যোধন সঙ্গে সঙ্গে বলিতেছেন 'সর্ব্বে যুদ্ধবিশারদাঃ' সকলে যুদ্ধ বিষয়ে সুপণ্ডিত অর্থাৎ অস্ত্রপ্রয়োগাদি যুদ্ধব্যাপারে পারদর্শী ॥৯॥

অপর্য্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্।
পর্য্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্ ॥১০॥

অন্বয়—ভীষ্মাভিরক্ষিতম্ (ভীষ্মাভিরক্ষিত) অস্মাকং তদ্ বলং (আমাদের তাদৃশ বল) অপর্য্যাপ্তং (যথেষ্ট নহে) ; তু (কিন্তু) ভীমাভিরক্ষিতম্ (ভীমদ্বারা রক্ষিত) এতেষাং ইহাদের) ইদম্ বলং (এই সৈন্যবল) পর্য্যাপ্তং (যথেষ্ট আছে) ॥১০॥

ভীষ্মকর্ত্তৃক পরিরক্ষিত আমাদের দলবল প্রচুর নহে, কিন্তু ভীমসেন-রক্ষিত পাণ্ডবসেনা প্রচুর ॥১০॥

তাৎপর্য্য—

এই শ্লোকে এইরূপ অর্থ উপলব্ধ হয় যে রাজা দুর্য্যোধন মুখে ভীতিবিহীনতা প্রদর্শন করিলেও অন্তরস্থ আশঙ্কা সঙ্গোপন করিতে অসমর্থ। তিনি বলিতেছেন 'আমাদের সৈন্য সংখ্যায় বিপুল হইলেও কার্য্যকালে অর্থাৎ শত্রুপরাভব সময়ে অসমর্থ হইয়া পড়িবে এবং পাণ্ডবগণের সৈন্য সংখ্যায় হীন হইলেও যথোপযুক্ত সময়ে শত্রুনিপাতে সমর্থ হইবে। ভীষ্ম অদ্বিতীয় বীর হইলেও উভয়পক্ষপাতী, সুতরাং তৎ-কর্ত্তৃক পরিচালিত সৈন্য সম্ভবতঃ সমরে সুদক্ষতার পরিচয় দিতে পারিবে না। কিন্তু ভীম বুদ্ধিহীন হইলেও আমাদিগের বদ্ধবৈরী, সুতরাং সমরে তদধীন সৈন্যসমূহ কৃতকার্য্য হইবে ॥১০॥

অয়নেষু চ সর্ব্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ।
ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্ব্ব এব হি ॥১১॥

অন্বয়—ভবন্ত (আপনারা) সর্ব্ব এব হি (সকলেই) সর্ব্বেষু অয়নেষু চ (সকল প্রবেশপথে) যথাভাগং (বিভাগানুযায়ী) অবস্থিতাঃ (অবস্থিত হইয়া) ভীষ্মং এব (ভীষ্মকেই) অভিরক্ষন্তু (সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করুন) ॥১১॥

এক্ষণে আপনারা সকলে স্ব-স্ব-বিভাগানুসারে ব্যূহদ্বারে অবস্থানপূর্ব্বক পিতামহ-ভীষ্মকে রক্ষা করুন ॥১১॥

তাৎপর্য্য—

অতএব আপনাকে ও মৎপক্ষীয় অন্যান্য বীরগণকে নিয়মিতরূপ সৈন্যাদি সহকারে সশস্ত্রে সমুপস্থিত থাকিয়া চতুর্দ্দিকাগত বিপদ হইতে ভীষ্মকে রক্ষা করিতে হইবে। ভীষ্ম আমাদের পিতামহ, আপনি আমাদের গুরু; সুতরাং আপনাদের ন্যায় হিতৈষী আর কে আছে? দুর্য্যোধনের এইরূপ ভাবযুক্ত উক্তির দ্বারা আচার্য্যের হৃদয় ঔদাসীন্য পরিহার করিয়া উৎসাহশীল ও যথেষ্ট উত্তেজনাপূর্ণ হইল এবং ভীষ্মের উপর ঐকান্তিকী নির্ভর করায় আচার্য্য যদি বা মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া থাকেন তাহাও নিরাকৃত হইল। মূলান্তর্গত 'তু' ও 'চ' দ্বারা কর্ত্তব্য বিশেষ দ্যোতিত হইতেছে ॥১১॥

তস্য সংজনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ।
সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্ ॥১২॥

অন্বয়—প্রতাপবান্ (পরাক্রমশালী) কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ (কুরুবংশ-পিতামহ ভীষ্ম) তস্য হর্ষম্ (তাঁহার অর্থাৎ

দুর্য্যোধনের আনন্দ) সংজনয়ন্ (উৎপাদন করিয়া) উচ্চৈঃ (উচ্চৈঃস্বরে) সিংহনাদং বিনদ্য (সিংহের ন্যায় গর্জ্জন করিয়া) শঙ্খং (শঙ্খ) দধ্মৌ (বাজাইলেন) ॥১২॥

অতঃপর প্রবলপ্রতাপ কুরুবৃদ্ধ পিতামহ-ভীষ্ম দুর্য্যোধনের হর্ষোৎপাদনের জন্য উচ্চৈঃস্বরে সিংহনাদ-পুরঃসর শঙ্খধ্বনি করিলেন ॥১২॥

তাৎপর্য্য—

তত্ত্বজ্ঞ ভীষ্ম এই সমরের পরিণাম পূর্ব্ব হইতেই পরিজ্ঞাত ছিলেন এবং নিয়তি যে অপরিহার্য্য তাহা তাঁহার অবিদিত ছিল না। সুতরাং যাহার তিনি আশ্রিত, যাহার বশ্যতা তিনি অবলম্বন করিয়াছেন, তাহার সন্তোষসাধন, কাল অবস্থা অনুসারে তৎকালে তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য তাই তিনি আনন্দ সংবিধান বাসনায় সিংহের ন্যায় ভীষণ গর্জ্জন পূর্ব্বক শঙ্খধ্বনি করিলেন। 'কুরুবৃদ্ধ ভীষ্ম সহজেই তাঁহাদের অন্তরের অবস্থা প্রনিধান করিলেন। তাদৃশ গুরু গম্ভীর আকারে সিংহ তুল্য গর্জ্জন করিয়া বিপক্ষের ভীতি উৎপাদনের চেষ্টা করা 'প্রতাপবান্' ভীষ্ম ভিন্ন আর কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে ॥১২॥

ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্য্যশ্চ পণবানকগোমুখাঃ।
সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ ॥১৩॥

অন্বয়—ততঃ (তাহার পর) শঙ্খাঃ চ ভের্য্যঃ (শঙ্খ ও ভেরীসকল) পণব-আনক-গোমুখাঃ (মাদল, ঢাক, রণশিঙ্গাসকল)

সহসা এব (তখনই) অভি-অহন্যন্ত (বাজিয়া উঠিল) সশব্দ (সেই শব্দ) তুমুল অভবৎ (প্রবল হইল ॥১৩॥

শঙ্খ, ভেরী, পণব অর্থাৎ মাদল এবং আনক অর্থাৎ পটহ ও গোমুখ-নামক বাদ্যযন্ত্রসকল সহসা বাদিত হইলে তুমুল শব্দ উদ্ভূত হইল ॥১৩॥

তাৎপর্য্য—

সেই ভীষ্মের উৎসাহ দেখিয়া অন্যান্য বীরগণ শঙ্খ, ভেরী, ঢাক, মৃদঙ্গ প্রভৃতি বাদন করিতে আরম্ভ করিলেন। নানাবিধ বাদ্যযন্ত্র একসঙ্গে বাদিত হওয়ায় তুমুল কোলাহল প্রকাশ পাইল। এই প্রকার ভীতি বিষয়ক কলরব হইলেও বিপক্ষ পাণ্ডবগণের হৃদয়ে অনুমাত্র ভয় জন্মিল না, বা তাঁহারা কিঞ্চিতমাত্র আকুলিত হইলেন না ॥১৩॥

ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ।
মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ ॥১৪॥

অন্বয়—ততঃ (অনন্তর) শ্বেতৈঃ হয়ৈঃ যুক্তে (শ্বেত অশ্বযুক্ত) মহতি স্যন্দনে (মহারথে) স্থিতৌ (অবস্থিত) মাধবঃ পাণ্ডবঃ চ (শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন) দিব্যৌ এব শঙ্খৌ (অলৌকিক শঙ্খ-দ্বয়) প্রদধ্মতুঃ (বাজাইলেন) ॥১৪॥

এদিকে শ্রীকৃষ্ণ এবং ধনঞ্জয় শ্বেতাশ্ব-সংযুক্ত পরমোৎকৃষ্ট রথে আরূঢ় হইয়া দিব্যশঙ্খধ্বনি করিলেন ॥১৪॥

তাৎপর্য্য—

দুর্য্যোধনকৃত সৈন্য বর্ণনা ও ভীষ্মাদিকৃত শঙ্খবাদনাদি ব্যাপার শেষ করিয়া সঞ্জয় পাণ্ডবসৈন্যগণের সমরোৎসাহ বর্ণন করিতেছেন। ভীষ্ম দ্রোণাদি মহাবীরগণের সেই ভীষণ শঙ্খধ্বনি ও অন্যান্য বাদ্য শ্রবণ করিয়া সর্ব্বেশ্বর পার্থ সারথি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও রথী অর্জ্জুন শ্বেতাশ্বযুক্ত অতি দুর্দ্ধর্ষ অসাধারণ দেবদত্ত রথের উপর অবস্থান করিয়া ত্রিলোক কম্পিত করতঃ সর্ব্ববিজয়ী শঙ্খধ্বনিদ্বারা গগনমণ্ডল পরিপূরিত করিলেন। যদিও শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুন ব্যতীত অপরাপর সৈন্যগণও রথারোহণ করিয়া সমরক্ষেত্রে আসিয়াছেন কিন্তু 'শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে' এই পদদ্বারা কেবলমাত্র অর্জ্জুনের রথ কীর্ত্তিত এবং অন্যান্য রথাপেক্ষা ইহার শ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বজেয়ত্ব সূচিত হইল ॥১৪॥

পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ।
পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্ম্মা বৃকোদরঃ ॥১৫॥
অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষ মণিপুষ্পকৌ ॥১৬॥
কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ ॥১৭॥
দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্বশঃ পৃথিবীপতে।
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দধ্মুঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥১৮॥

অন্বয়—হৃষীকেশ (শ্রীকৃষ্ণ) পাঞ্চজন্যং (পাঞ্চজন্য) ধনঞ্জয়ঃ (অর্জ্জুন) দেবদত্তং (দেবদত্ত) ভীমকর্ম্মা (ঘোর কর্ম্মকারী) বৃকোদরঃ (ভীমসেন) পৌণ্ড্রং (পৌণ্ড্র নামক) মহাশঙ্খং (বৃহৎ শঙ্খ) দধ্মৌ (বাজাইলেন) ॥১৫॥

কুন্তীপুত্রঃ রাজা যুধিষ্ঠিরঃ (কুন্তীসুত রাজা যুধিষ্ঠির) অনন্ত বিজয়ং (অনন্ত বিজয়) নকুলঃ সহদেব চ (নকুল ও সহদেব) সুঘোষ ও মণিপুষ্পকৌ (সুঘোষ ও মণিপুষ্প-নামক শঙ্খদ্বয়) [বাজাইলেন] ॥১৬॥

পৃথিবীপতে ! (হে পৃথিবীপতি ধৃতরাষ্ট্র !) পরমেষ্বাসঃ (মহাধনুর্দ্ধারী) কাশ্যঃ চ (কাশীরাজ) মহারথ শিখণ্ডী (মহারথ শিখণ্ডী) ধৃষ্টদ্যুম্ন বিরাটশ্চ (ধৃষ্টদ্যুম্ন ও বিরাট) অপরাজিত (বিজয়ী) সাত্যকি চ (সাত্যকি) দ্রুপদ (দ্রুপদরাজ) দ্রৌপদেয়াঃ চ (এবং দ্রৌপদীর পুত্রগণ) মহাবাহুঃ সৌভদ্রঃ চ (মহাবাহু সুভদ্রাতনয়) সর্ব্বশঃ (সকলেই) পৃথক্ পৃথক্ শঙ্খান্ (পৃথক্ পৃথক্ শঙ্খসকল) দধ্মুঃ (বাজাইলেন) ॥১৭-১৮॥

হৃষীকেশ 'পাঞ্চজন্য' শঙ্খ ও অর্জ্জুন 'দেবদত্ত' শঙ্খধ্বনি করিলেন এবং ভীমকর্ম্মা ভীমসেন 'পৌণ্ড্র' নামে মহাশঙ্খ বাজাইলেন। কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির 'অনন্তবিজয়', নকুল 'সুঘোষ' এবং সহদেব 'মণিপুষ্পক' নামক শঙ্খধ্বনি করিলেন। হে পৃথ্বিপতে ধৃতরাষ্ট্র! উৎকৃষ্ট ধনুর্দ্ধারী কাশীরাজ, মহারথ শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাট এবং অপরাজিত সাত্যকি, দ্রুপদ, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র এবং সুভদ্রাপুত্র মহাবাহু

অভিমন্যু ইঁহারা সকলেই পৃথক্ পৃথক্ শঙ্খধ্বনি করিলেন ॥১৫-১৮॥

তাৎপর্য্য—

পরপক্ষের উৎকর্ষ কথনার্থ সঞ্জয় এস্থলে প্রসিদ্ধ শঙ্খের নাম করিলেন। অর্থাৎ অন্ধরাজের পক্ষের যোদ্ধাদের একটিও স্বনাম-প্রসিদ্ধ শঙ্খ নাই। সর্ব্বেন্দ্রিয় প্রেরক অন্তর্য্যামী নারায়ণ পাণ্ডবগণের সহায় ইহাই প্রতিপাদন করিবার জন্য প্রথমতঃ হৃষীকেশ পদের উল্লেখ করিয়াছেন। যিনি দিগ্বিজয়ে সকল রাজাদিগকে জয় করিয়া ধনরাশি আহরণ করিয়াছেন তিনি সর্ব্বথাই অজেয়, 'ধনঞ্জয়' পদদ্বারা ইহা সূচিত হইল। যাহার হিড়িম্ববধাদিরূপ ভয়ানক কর্ম্ম, তিনিই 'ভীমকর্ম্মা'। উদ্দীপ্ত জঠরানল বিশিষ্ট উদর যাঁহার তাঁহার নাম 'বৃকোদর'। এই পদদ্বারা ভীমসেন বহু ভোজনক্ষম সুতরাং অতিশয় বলশালী কথিত হইল। কুন্তীদেবী মহতী তপস্যার দ্বারা ধর্ম্মের আরাধনা করিয়া যাঁহাকে লাভ করিয়াছিলেন, যিনি স্বয়ং রাজসূয় যজ্ঞ করিয়া মুখ্য রাজোপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, যিনি যুদ্ধে স্থির তিনিই উপস্থিত সমরে জয়লাভ করিবেন। আপনার পুত্রগণের কেবল দুরাশা মাত্র—ইহাই 'কুন্তীপুত্র, রাজা, যুধিষ্ঠির' এই পদত্রয় দ্বারা প্রকটিকৃত হইল ॥১৫-১৬॥

ভীষ্মাদি মহাবীরগণের ভীষণ শঙ্খধ্বনি বৃত্যান্ত শ্রবণে ধৃতরাষ্ট্রের মনে সপুত্রগণের রাজ্যলাভ বিষয়ে যে দুরাশা জন্মিয়াছিল, পাণ্ডবপক্ষের সৈন্যদিগের তুমল শঙ্খধ্বনি ও

পরস্পরের ঐক্যমত্য বিজ্ঞাপিত করিয়া সঞ্জয় ক্রমে তাহা নিরাকৃত করিবার জন্য বলিতে লাগিলেন,—হে পৃথিবীপতে! হে ধৃতরাষ্ট্র আপনি স্থির হইয়া শ্রবণ করুন, আরও পান্ডব-পক্ষীয় সমরদক্ষ বীরগণের নামকীর্ত্তন করিতেছি। মহা-ধনুর্দ্ধারী কাশীরাজ, মহারথ শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন, বিরাটরাজ, অপরাজিত অর্থাৎ নন্দনবন হইতে পারিজাত হরণ সময়ে দেব-বৃন্দের সহিত মহাসমরে জয়যুক্ত সাত্যকি। (কেহ কেহ চাপরাজিত অর্থে এরূপ ব্যাখ্যাও করেন। চাপশব্দে ধনু, তাহাতে রাজিত বা শোভিত) রণবিজয়ী দ্রুপদরাজ, দ্রৌপদীর পঞ্চ তনয়, সুভদ্রানন্দন মহাবাহু অভিমন্যু ইহারা সকলেই মহাসমরে উল্লসিত হইয়া পৃথক পৃথক স্ব স্ব শঙ্খধ্বনি করিয়াছিলেন ॥১৭-১৮॥

স ঘোষো ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ।
নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলোঽভ্যনুনাদয়ন্ ॥১৯॥

অন্বয়—তুমুল সঃ ঘোষ (সেই তুমুল ধ্বনি) নভশ্চ পৃথিবীং চ এব (আকাশ ও পৃথিবীকে) অভি-অনুনাদয়ন্ (প্রতিধ্বনিত করিয়া) ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং (ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের) হৃদয়ানি (হৃদয়সকলকে) ব্যদারয়ৎ (বিদীর্ণ করিল) ॥১৯॥

এই সকল শঙ্খের তুমুল শব্দ ধরাতল ও নভোমণ্ডল প্রতিধ্বনিত করিয়া ধার্ত্তরাষ্ট্রগণের হৃদয় বিদীর্ণ করিতে লাগিল ॥১৯॥

তাৎপর্য্য—

যখন ভীষ্ম প্রমুখ দুর্য্যোধন পক্ষীয় বীরগণ সিংহনাদ ও শঙ্খধ্বনি করিয়া প্রতিপক্ষগণের হৃদয়কন্দরে ত্রাস উৎপাদনের চেষ্টা করিয়াছিলেন তখন সেই শব্দে পাণ্ডবগণের বিন্দুমাত্র সন্ত্রাস হয় নাই; কিন্তু এখন পাণ্ডবগণের শঙ্খধ্বনি শ্রবণে কুরুপক্ষাশ্রিত বীরগণের হৃদয় অবসন্ন ও বিদীর্ণপ্রায় হইল এবং সেই তুমুল কোলাহলজনিত প্রতিধ্বনিতে বসুন্ধরা ও নভোমণ্ডল সম্পূরিত হইয়া উঠিল ॥১৯॥

অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ।
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ।
হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে ॥২০॥

অন্বয়—মহীপতে (হে রাজন্!), অথ (অনন্তর) শস্ত্র-সম্পাতে প্রবৃত্তে (শস্ত্রনিক্ষেপ আরম্ভ হইলে) কপিধ্বজঃ পাণ্ডবঃ (কপিধ্বজ অর্জ্জুন) ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ (ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণকে) ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা (যুদ্ধার্থ অবস্থিত দেখিয়া) ধনুঃ উদ্যম্য (ধনু উত্তোলন পূর্ব্বক) তদা (তখন) হৃষীকেশং (শ্রীকৃষ্ণকে) ইদং বাক্যং আহ (এই বাক্য কহিলেন) ॥২০॥

হে মহারাজ! তৎকালে শস্ত্র-নিক্ষেপে সমুদ্যত কপিধ্বজ-রথারূঢ় ধনঞ্জয়, ধৃতরাষ্ট্র-তনয়গণকে যুদ্ধযোগে অবস্থিত

দেখিয়া শরাসন উত্তোলন পূর্ব্বক শ্রীকৃষ্ণকে এই কথা কহিলেন ॥২০॥

তাৎপর্য্য—

সঞ্জয় অন্ধরাজ ধৃতরাষ্ট্রকে বলিতেছেন,—হে মহীপতে ধৃতরাষ্ট্র! যখন উভয় সৈন্যমধ্যে পরস্পর নিদারুণ বাক্যযুদ্ধ এবং অস্ত্র যুদ্ধের উপক্রম হইয়া উঠিল তখন বীরকেশরী অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে যাহা বিজ্ঞাপিত করিয়াছিলেন তাহাই কীর্ত্তন করিতেছি। রিপুগণের ভীষণ শঙ্খনাদ ও সিংহনাদ শ্রবণে সমরোৎসাহ ভঙ্গ হইলেও আপনার পুত্রগণ একমাত্র সাহসের উপর নির্ভর করিরা যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধাভিলাষে উপস্থিত হইয়াছেন, তাঁহাদের সেই অবস্থা দেখিয়া গাণ্ডীবধনু উত্তোলন পূর্ব্বক কপিধ্বজ অর্থাৎ কপিবর মহাবীর হনুমান কর্ত্তৃক ধ্বজরূপে অনুগৃহীত তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন ভয়লেশ-শূণ্য হইয়া হৃষীকেশ অর্থাৎ সর্ব্বেন্দ্রিয় প্রেরক ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে এই বাক্য বলিয়াছিলেন। 'মহীপতে'—এই সম্বোধনে ইহাই সূচিত হইতেছে যে সুবিবেচনা যুক্ত কার্য্যকরী আপনার বিপক্ষগণেরই নীতি নৈপুন্য ও ধর্ম পারতন্ত্র্য বশতঃ এই সমরে জয় হইবে আর নীতিধর্ম পরায়ন অবিমৃষ্যকারী আপনার পুত্রগণের জয়ের সম্ভাবনা কোথায় ॥২০॥

অর্জ্জুন উবাচ ঃ—

সেনয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত ॥২১॥
যাবদেতান্নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্।
কৈর্ম্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্ রণসমুদ্যমে ॥২২॥
যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহং য এতেঽত্র সমাগতাঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য দুর্ব্বুদ্ধের্যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ ॥২৩॥

অন্বয়—অর্জ্জুন উবাচ (অর্জ্জুন বলিলেন), —অচ্যুত (হে অচ্যুত !) উভয়ো সেনয়োমধ্যে (উভয় সেনার মধ্যে) মে রথং স্থাপয় (আমার রথ স্থাপন কর) ॥২১॥

যাবৎ (যে পর্যন্ত) অহম্ (আমি) অবস্থিতান্ যোদ্ধুকামান্ এতান্ (যুদ্ধেচ্ছু এই বীরগণকে) নিরীখে (ভাল করিয়া দেখি) অস্মিন্ রণসমুদ্যমে (এই যুদ্ধোদ্যমে) কৈঃ সহ (কাহাদিগের সহিত) ময়া যোদ্ধব্যং (আমাকে যুদ্ধ করিতে হইবে) অত্র যুদ্ধে (এই রণে) দুর্ব্বুদ্ধে (দুর্ম্মতি) ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য (দুর্যোধনের) প্রিয় চিকীর্ষবঃ (হিতৈষী) এতে যে (যাঁহারা) সমাগতাঃ সমাগত হইয়াছেন) [তান্ (সেই সকল)] যোৎস্যমানান্ (যোদ্ধেচ্ছুগণকে) অহম্ (আমি) অবেক্ষে (অবলোকন করি) তাবৎ সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে (সে-পর্যন্ত তুমি উভয়পক্ষীয় সেনার মধ্যে আমার রথ স্থাপন কর) ॥২২-২৩॥

অর্জ্জুন কহিলেন,—হে অচ্যুত ! উভয় পক্ষীয় সেনার মধ্যস্থলে আমার রথ স্থাপন কর। যতক্ষণ আমি যুদ্ধকামনায় অবস্থিত সেনাগণের মধ্যে এই রণসমুদ্যমে কাহার সহিত

সংগ্রাম করিব, নিরীক্ষণ করি ; এবং যতক্ষণ আমি দুর্য্যোধনের প্রিয়কামনায় যুদ্ধবাসনায় এইস্থানে সমাগত ব্যক্তিগণকে অবলোকন করি ॥২১-২৩॥

তাৎপর্য্য—

অর্জ্জুন বলিতেছেন 'হে অচ্যুত! আপনি স্বপক্ষ ও বিপক্ষ উভয় সৈন্যমধ্যস্থলে আমার রথ স্থাপন করুন। অর্জ্জুন এই-রূপে সর্ব্বনিয়ন্তা সর্ব্বেশ্বর হরিকে রথ স্থাপনার্থ আদেশ করিলেন। ভগবানের প্রেম-বশ্যত্ব অতি বিচিত্র। ভক্তগণ যখন যাহা ইচ্ছা করেন ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু হরি তাহাই সম্পন্ন করিয়া দেন, তখন নিজ ভৃত্য স্বরূপ অর্জ্জুনের আদেশ তিনি যে প্রতিপালন করিবেন ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? অসংখ্য শত্রুসৈন্য মধ্যে রথ স্থাপনকালে যদি একাকী দেখিয়া ভগবানকে বিপক্ষগণ আক্রমন করে তাঁহার এই আশঙ্কা পরি-হারের জন্য তাঁহাকে হে অচ্যুত! বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন. অর্থাৎ আপনি দেশকাল ও বস্তুদ্বারা অধিকৃত সুতরাং দেশ কালাদি দ্বারা আপনার স্বরূপের অন্যথা হয় না। অতএব এ জগতে কে আপনাকে আক্রমণ করিবে। এতদ্বারা ভগবানের সর্বাজেয়ত্ব প্রকটিত হইতেছে ॥২১॥

শ্রীঅর্জ্জুন বলিতেছেন, আমি যেখানে থাকিয়া বিপক্ষীয় বীরগণকে যাহাতে উত্তমরূপে দর্শন করিতে পারি আপনি আমার রথ সেইরূপ স্থানে স্থাপন করুন। ভগবান যদি বলেন 'তুমি এখানে যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইয়াছ যুদ্ধে যাহা কর্তব্য তাহাই কর ; ইহাদিগকে দর্শন করিয়া তোমার কি লাভ

হইবে ? এইরূপ কল্পিত প্রশ্নের উত্তরে অর্জ্জুন বলিতেছেন বন্ধুগণের পরস্পর উপস্থিত যুদ্ধের জন্য উদযোগে আমি কাহাদের সহিত যুদ্ধ করিব এবং আমার সহিত কোন বীর যুদ্ধ করিবেন ইহা জানিবার জন্য আমার অতিশয় ঔৎসুক্য জন্মিয়াছে। সেইজন্য আমি সানুনয়ে পার্থনা করিতেছি যে, যুদ্ধার্থী উভয় পক্ষীয় সৈন্যের মধ্যে রথ স্থাপন করতঃ আমার কৌতুহল নিবারণ করুন ॥২২॥

অর্জ্জুন বলিতেছেন, আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বীগণ দুর্ব্বুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্র পুত্র দুর্য্যোধনের প্রিয়কার্য্য সম্পন্ন করিতে অভিলাষী হইয়াছেন। পূর্ব্বের এই সব রাজগণের সহিত শত্রুতা না থাকিলেও উপস্থিত রণে আমাদের চিরবৈরী দুর্য্যোধনের সহায়তা করিতেছেন বলিয়াই ইহাঁরা আমাদের শত্রু হইয়াছেন। এইজন্যই উভয় সৈন্যের মাঝখানে রথ স্থাপনার্থ অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণকে আদেশ করিয়াছিলেন ॥২৩॥

সঞ্জয় উবাচ ঃ—

এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্ম্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্ ॥২৪॥
ভীষ্মদ্রোণ প্রমুখতঃ সর্ব্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাম্।
উবাচ পার্থ পশ্যৈতান সমবেতান্ কুরুনিতি ॥২৫॥

অন্বয়—সঞ্জয় উবাচ (সঞ্জয় কহিলেন).—ভারত (হে ভারত) গুড়াকেশেন (জিতনিদ্র অর্জ্জুনদ্বারা) এবং উক্তঃ (এইরূপে উক্ত হইয়া) হৃশীকেশঃ (শ্রীকৃষ্ণ) উভয়োঃ সেনয়োঃ মধ্যে (উভয় সেনার মধ্যে) সর্ব্বেষাং চ মহীক্ষিতাম্ (সমুদয় নৃপতিগণের ও) ভীষ্মদ্রোণ প্রমুখতা (ভীষ্মদ্রোণাদির সম্মুখে) রথোত্তমম্ (উত্তম রথ) স্থাপয়িত্বা (স্থাপনপূর্ব্বক) উবাচ (বলিলেন),—পার্থ (হে পার্থ !) সমবেতান্ এতান্ (এই সকল সমবেত) কুরূন্ (কুরুগণকে) পশ্য ইতি (দেখ) ॥২৪-২৫

সঞ্জয় বলিলেন,—হে ভারত! গুড়াকেশ পার্থ কৃষ্ণের নিকট এই কথা কহিলে, তিনি উভয় পক্ষীয় সৈন্যগণের মধ্য-স্থলে সেই উৎকৃষ্ট রথ স্থাপন করতঃ কহিলেন,—পার্থ ! যুদ্ধার্থ সমবেত ভীষ্ম ও দ্রোণ প্রভৃতি কৌরবগণকে নিরীক্ষণ কর ॥২৪-২৫॥

তাৎপর্য্য—

সঞ্জয় বলিলেন, হে ভরত কুলজাত ধৃতরাষ্ট্র ! তুমি ভরত বংশের মহিমা সর্ব্বদা স্মরণ করিয়া জ্ঞাতিগণের সহিত দ্রোহা-চরণ পরিত্যাগ কর। 'ভারত' এই সম্বোধন দ্বারা ইহা সূচিত হইল। গুড়কা শব্দে নিদ্রা তাহার ঈশ্বর অর্থাৎ জিতনিদ্র অর্জ্জুন কার্য্যকালে নিদ্রিত বা বিমুগ্ধ নহেন। তিনি অতিশয় সাবধান হইয়া কার্য্য করেন ; এজন্য লোকে তাঁহাকে 'গুড়াকেশ' বলিয়া নির্দ্দেশ করে। মায়ার নিয়ন্তা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে যিনি প্রেমদ্বারা বশীভূত করিয়াছেন সেই অর্জ্জুন মায়াবৃত্তিরূপা

নিদ্রাকে যে বশীভূত করিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? অর্জ্জুন কর্ত্তৃক এরূপ আদিষ্ট ভগবান্ 'আমার ভৃত্য আমাকে সারথ্য কার্য্যে নিযুক্ত করিতেছে' এই দোষ গ্রহণ করিয়া তাঁহার প্রতি কোপ করিলেন না। কিম্বা যুদ্ধ হইতে তাঁহাকে নিবৃত্তও করিলেন না। বরং তাঁহার আদেশ গ্রহণ করিয়া ভীষ্ম দ্রোণাদির সম্মুখে দিব্যরথ স্থাপন পূর্ব্বক বলিলেন, 'হে পার্থ! তুমি ইচ্ছামত সকলকে দর্শন কর'। ভীষ্ম ও দ্রোণ এই দুইজনের মাত্র নাম গ্রহণ করায় সর্ব্ব সৈন্যাপেক্ষা ইহাঁদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতীতি হইল। বন্ধুদিগের দর্শনে অর্জ্জুনের শোক ও মোহ উপস্থিত হইয়াছে বুঝিতে পারিয়া তাঁহার মাতৃ নাম দ্বারা উপহাস করিয়া তাঁহাকে বলিতেছেন হে পার্থ! হে পৃথাসুত! অর্থাৎ কুন্তী স্ত্রী স্বভাব বশতঃ শোক মোহগ্রস্তা, তুমি তাঁহারই পুত্র সুতরাং এই সম্মুখ সংগ্রামে বন্ধু বান্ধবদের দর্শন করিয়া তোমারও শোক মোহ উপস্থিত হইয়াছে। ইহা পার্থ সম্বোধনের তাৎপর্য্য। আবার পক্ষান্তরে পৃথা আমার পিসিমা তুমি তাহার পুত্র; আমি খুব সাবধানে তোমার সারথির কার্য্যে নিযুক্ত আছি, তুমি আমার পিসিমার পুত্র; এই সমরক্ষেত্রে নিশ্চিন্ত হইয়া বীরদিগকে দর্শন কর। অর্থাৎ আমি সারথিরূপে বর্ত্তমান থাকিতে এই ঘোরতর সংগ্রাম ক্ষেত্রে তোমার কোন বিপদের সম্ভাবনা নাই জানিবে ॥২৫॥

তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৄনথ পিতামহান্।
আচার্য্যান্ মাতুলান্ ভ্রাতৄন্ পুত্রান্ পৌত্রান্ সখীংস্তথা।
শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি ॥২৬॥

অন্বয়—অথঃ [অনন্তর] পার্থঃ অপি (অর্জ্জুনও) তত্র (তথা) উভয়োঃ সেনয়োঃ (উভয় সেনার মধ্যে) স্থিতান্ (অবস্থিত) পিতৄন (পিতৃব্যসকল) পিতামহান্ (পিতামহগণ) আচার্য্যান্ (আচার্য্যগণ) মাতুলান্ (মাতুলবর্গ) ভ্রাতৄন্ (ভ্রাতাসকল) পুত্রান্ (পুত্রগণ) পৌত্রান্ (পৌত্রসকল) সখীন্ (সখাগণ) তথা শ্বশুরান্ (শ্বশুরগণ) সুহৃদঃ চ এব (সুহৃৎগণকেই) অপশ্যৎ (দেখিলেন) ॥২৬॥

তখন অর্জ্জুন উভয়পক্ষীয় সৈন্যদলের মধ্যস্থলে পিতৃব্য, পিতামহ, আচার্য্য, মাতুল, ভ্রাতৃগণ, শ্বশুর, মিত্র ও উপকারী মানবসকল উপস্থিত আছেন, দেখিতে পাইলেন ॥২৬॥

তাৎপর্য্য—

অর্জ্জুন সেই সমরোদ্যত যোদ্ধৃবর্গের মধ্যে পিতৃপর্য্যায়স্থ ব্যক্তিগণ পিতামহ, আচার্য্য মাতুল ভ্রাতা পুত্রস্থানীয় কুমার সখা, শ্বশুর এবং সুহৃদ সমূহ দর্শন করিলেন। ইহারা সকলে প্রাণের মায়া উপেক্ষা করিয়া এই ঘোরতর সংগ্রামে উপস্থিত হইয়াছেন। 'সুহৃদ' শব্দদ্বারা যাহারা কৃতোপকারী এবং মাতামহ প্রভৃতি স্বজনগণ প্রতিপন্ন হইতেছে ॥২৬॥

তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্ব্বান্ বন্ধুনবস্থিতান্।
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ ॥২৭॥

অন্বয়—সঃ কৌন্তেয়ঃ (সেই কুন্তিনন্দন) [তত্র (যুদ্ধস্থলে)] অবস্থিতান্ (অবস্থিত) তান্ সর্ব্বান্ বন্ধূন্ (সেই সকল বন্ধুকে) সমীক্ষ্য (দেখিয়া) পরম কৃপয়া আবিষ্টঃ (অতিশয় কৃপাযুক্ত) বিষীদন্ (বিষণ্ণ হইয়া) ইদম্ অব্রবীৎ (ইহা বলিতে লাগিলেন) ॥২৭॥

কুন্তীপুত্র অর্জ্জুন বন্ধু-বান্ধব সকলকে রণস্থলে অবস্থিত দেখিয়া যৎপরোনাস্তি কৃপাবিষ্ট ও বিষণ্ণ হইয়া বলিলেন ॥২৭॥

তাৎপর্য্য—

পিতৃব্য পিতামহ আচার্য্যাদি পরমাত্মীয় ও অন্যান্য সুহৃদ-গণকে দর্শন করিয়া অর্জ্জুনের হৃদয় অতিশয় বিষণ্ণ ও কাতর হইয়া উঠিল। হৃদয় বিদারক দুর্ঘটনার পরিনামসমূহ স্মরণ করিয়া জ্ঞানবান্ ও সহৃদয় অর্জ্জুনের অন্তঃকরণ মথিতপ্রায় হইল। বীরকুলচূড়ামণি অর্জ্জুন এখন স্ত্রীজনোচিত কোমল হৃদয় হইয়াছেন বলিয়া তাঁহার মাতৃনামের পরিচয়ে এস্থলে তাঁহাকে কৌন্তেয়' বলিয়া উল্লেখ করা হইল।

পরম দয়াপ্রবণ বিশ্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ অমৃতময় উপদেশের দ্বারা বিশ্বসংসার উদ্ধার করিবার অভিপ্রায়ে যে পরম শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিবেন মনস্থ করিয়াছেন তাহার নিমিত্ত অর্জ্জুনের ন্যায় সর্ব্বগুণান্বিত শিষ্যের প্রয়োজন। এইজন্য ভগবান কৃত কৌশলেই অর্জ্জুনের এখন এই সম্মোহ উপস্থিত হইল এবং

আত্মীয় হননাভিপ্রায়ে সমরক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াও সম্প্রতি তাঁহার বিষম চিত্তবৈক্লব্য জন্মিল ॥২৭॥

অর্জ্জুন উবাচ ঃ—

দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ যুযুৎসূন্ সমুপস্থিতান্।
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি ॥২৮॥

অন্বয়—অর্জ্জুন উবাচ (অর্জ্জুন কহিলেন) —কৃষ্ণ (হে কৃষ্ণ!) যুযুৎসূন্ (যুযুৎসুগণ) ইমান্ (এই সকল) স্বজনান্ (স্বজনকে) সমবস্থিতান্ (সমবস্থিত) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) মম গাত্রাণি (আমার গাত্র) সীদন্তি (অবসাদগ্রস্ত হইতেছে) মুখং চ পরিশুষ্যতি (এবং মুখ শুষ্ক হইতেছে) ॥২৮॥

অর্জ্জুন কহিলেন,—হে কৃষ্ণ! এই সকল আত্মীয়-স্বজনকে যুদ্ধাভিলাষী হইয়া অবস্থান করিতে দেখিয়া আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসকল অবশ ও মুখ পরিশুষ্ক হইতেছে ॥২৮॥

তাৎপর্য্য—

সেই সংক্ষুব্ধ সাগরবৎ উৎসাহ ও উদ্দমপূর্ণ যুদ্ধক্ষেত্রে সমাগত উদ্যতায়ুধ বীরগণের বদনমণ্ডল নিরীক্ষণ করিয়া অর্জ্জুনের হৃদয় আলোড়িত হইয়া উঠিল। তিনি সমরক্ষেত্রে কেবল চিরপরিচিত পরমাত্মীয় সুহৃদগণের বদন অবলোকন

করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মক্ষেত্রের মাহাত্ম্য সৎস্বরূপ অর্জ্জুনের হৃদয়ে সত্ত্বগুণের প্রভাবে কাতর ও অবসন্ন হইয়া উঠিল। সেই ব্যথিত হৃদয় ব্যাকুলচিত্ত অর্জ্জুন তখন স্বীয় সখা ও সারথী নারায়ণকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন, হে ভবরোগ-বৈদ্য, হে হৃদয় বেদনাবিনাশক কৃষ্ণ! অদ্য এই সুহৃদ সমাকীর্ন সমরক্ষেত্র সন্দর্শন করিয়া আমার হৃদয় বিষাদভরে নিপীড়িত হইতেছে, আমার দেহ নিতান্ত অবসন্ন বোধ হইতেছে এবং আমার মুখ বিশুষ্ক হইয়াছে।'

এতক্ষণে প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা আরম্ভ হইল। ধনঞ্জয়ের এই প্রকার উদ্বেগই এই অমূল্য শাস্ত্রের বীজ। এই বীজ অচিরে অঙ্কুরিত হইয়া সেই পরম কবি একমাত্র দার্শনিক জগতের আশ্রয়, জীবের অনন্যশরণ পুরুষোত্তম শ্রীভগবানের যুক্তিতর্ক ও তত্ত্বকথারূপ পরম শোভাময় আকার ধারণ করিবে ॥২৮॥

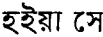

বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে।
গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে ॥২৯॥

অন্বয়—মে শরীরে (আমার শরীরে) বেপথুঃ চ রোমহর্ষঃ চ (কম্প ও রোমাঞ্চ) জায়তে (জন্মিতেছে) হস্তাৎ (হস্ত হইতে) গাণ্ডীবং (গান্ডীব) স্রংসতে (খসিয়া পড়িতেছে) ত্বক্ চ পরিদহ্যতে (এবং চর্ম্মও দগ্ধ হইতেছে) ॥২৯॥

আমার শরীর কম্পিত ও রোমাঞ্চিত হইতেছে ; হস্ত হইতে গাণ্ডীব নিপতিত হইতেছে এবং ত্বক্ পরিদগ্ধ হইতেছে ॥২৯॥

তাৎপর্য্য—

যে বীর সশরীরে স্বর্গালয়ে গমন করিয়া দেবগণের কৃপা-ভাজন হইয়াছিলেন, যে বীর ভূতনাথ ভবানীপতির সহিত সমরে ভীত বা কুণ্ঠিত হন নাই, যে বীরের রণপাণ্ডিত্য দর্শনে দেবগণ বিমোহিত হইয়া তাঁহাকে বহুবিধ দিব্যাস্ত্র পুরস্কার প্রদান করিয়াছিলেন, যে বীর দক্ষিণ ও বাম উভয় হস্তের তৎপরতাহেতু সব্যসাচী নামে অভিহিত, আজ স্থান মাহাত্ম্যে অভূতপূর্ব্ব সাত্ত্বিক ভাবের প্রকাশ হেতু সেই দৈব-শক্তি সম্পন্ন বীরবরের দেহ শিশুর ন্যায় বলহীন, হস্ত জরা-গ্রস্তের ন্যায় নিশ্চল, অঙ্গাদি বিকম্পিত ও শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল। যে গাণ্ডীব নামক মহাধনুঃ অর্জ্জুনের বাহুর অবিচ্ছিন্ন অলঙ্কার স্বরূপ আজ ধনঞ্জয়ের সেই বিশাল বাহু ভার বহনে অশক্ত হইল। তিনি সকাতরে স্বকীয় বিসদৃশ দশার বৃত্তান্ত সেই সনাতন পুরুষের নিকট নিবেদন করিতে লাগিলেন ॥২৯॥

ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ।
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব ॥৩০॥

অন্বয়—কেশব (হে কেশব !) [অহং (আমি)] অবস্থাতুং চ ন শক্নোমি (আর অবস্থান করিতে পারিতেছি না), মে মনঃ (আমার মন) ভ্রমতি ইব (যেন চঞ্চল হইতেছে) বিপরীতানি নিমিত্তানি চ (এবং কুলক্ষণসমূহ) পশ্যামি (দেখিতেছি) ॥৩০॥

আমার আর অবস্থান করিবার সামর্থ্য নাই, চিত্ত উদ্ভ্রান্ত হইতেছে ; হে কেশব ! আমি কেবল বিপরীতভাব-বিশিষ্ট দুর্নিমিত্তসকল নিরীক্ষণ করিতেছি ॥৩০॥

তাৎপর্য্য—

ভাবি অমঙ্গল ব্যাপার স্মরণ করিয়া অশ্রুসিক্ত অর্জ্জুন ভগবানের অনুকম্পালাভের নিমিত্ত ব্যাকুল হৃদয়ের প্রশমনার্থে উপর্য্যুপরি এই দুই শ্লোকে 'কৃষ্ণ' ও 'কেশব' এই দুই অল্পাক্ষর যুক্ত বহু অর্থ সম্বলিত ও অতি প্রিয় নামদ্বারা সম্বোধন করিলেন। অর্থাৎ হে কৃষ্ণ, তুমি শোক মোহাতীত পরমপুরুষ, দয়া করিয়া আত্মীয়হনন-কল্পনা-বিকল এ দাসকে তোমার ন্যায় শোক মোহশূণ্য করিয়া চরিতার্থ কর। হে কেশব ! তুমি যে এই মহোপকার সাধনে সমর্থ তাহাতে সন্দেহ নাই কারণ "ক" অর্থে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা, "ঈশ" অর্থে সংহারকারী রুদ্র তোমার বশে অবস্থিত, যেহেতু কেশী আদি দুষ্ট দমন পূর্ব্বক শিষ্ট পালন করিয়া তুমি চিরদিনই ভক্ত ও অনুগত জনের রক্ষা বিধান করিয়া আসিতেছ, অতএব শোক মোহ বিদূরিত করিয়া আমাকেও তোমায় রক্ষা করিতে হইবে ॥৩০॥

ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে।
ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ ॥৩১॥

অন্বয়—কৃষ্ণ (হে কৃষ্ণ!) আহবে স্বজনং হত্বা (রণে স্বজনকে হত্যা করিয়া) শ্রেয়ঃ চ (মঙ্গলও) ন অনুপশ্যামি (দেখিতেছি না) বিজয়ং ন কাঙ্ক্ষে চ (বিজয়-কামনাও করি না) রাজ্যং সুখানি চ ন (রাজ্য এবং সুখও আকাঙ্ক্ষা করিনা) ॥৩১॥

রণে স্বজনগণকে নিধন করা শ্রেয়স্কর দেখিতেছি না; হে শ্রীকৃষ্ণ! আমি আর বিজয় বাসনা ও রাজ্য-সুখ ইচ্ছা করি না ॥৩১॥

তাৎপর্য্য—

অর্জ্জুনের সামান্য ভাবী সৌভাগ্যের প্রত্যাশায় আপাততঃ এতাদৃশ হৃদয়হীন কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে প্রবৃত্ত হইল না। তিনি বিজয়লাভ ও রাজ্যভোগকে যৎসামান্য জ্ঞানে উপেক্ষা করিলেন, টীকাকার পূজ্যপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ এবং বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় এই শাস্ত্রীয় বচন ধৃত করিয়াছেন। 'দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে সূর্য্যমণ্ডল ভেদিনৌ। পরিব্রাড়্‌যোগযুক্তশ্চ রণে চাভিমুখে হত' ॥ অর্থাৎ দ্বিবিধ পুরুষ সূর্য্যমণ্ডলে অবস্থিতি করেন: যোগযুক্ত পরিব্রাজক এবং সংগ্রামে নিহত বীর। অর্জ্জুন বিচার করিয়া দেখিলেন, তিনি যোগযুক্ত পরিব্রাজক নহেন, সুতরাং তদ্ধেতু তাঁহার সূর্য্যলোকে বাসের আশা নাই আর তিনি জয়লাভার্থ যুদ্ধাভিলাষী; সম্মুখযুদ্ধে প্রাণত্যাগ

তাঁহার কামনা নহে। সুতরাং সেইজন্য তাঁহার পরকালে সূর্য্যলোকে নিবাসের সম্ভাবনা নাই। অতএব যাহাতে পারলৌকিক শ্রেয়োলাভের কোন সম্ভাবনা নাই তাদৃশক্ষণবিধ্বংসী, মরণকাল পর্য্যন্ত স্থায়ী, অতি তুচ্ছ জয়লাভ ও রাজ্যভোগ কামনায়, আত্মীয় নিপাতরূপ মহাপাপের অনুষ্ঠান যৎপরোনাস্তি অবৈধ। তিনি রাজ্য প্রাপ্তির আশা উপেক্ষার সহিত অন্তর হইতে বর্জ্জন করিলেন ॥৩১॥

কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা।
যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ ॥৩২॥

ত ইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ।
আচার্য্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ ॥৩৩॥

মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা।
এতান্ ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন ॥৩৪॥

অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিন্নু মহীকৃতে।
নিহত্য ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দ্দন ॥৩৫॥

অন্বয়—গোবিন্দ (হে গোবিন্দ!) যেষাম্ অর্থে (যাঁহাদের জন্য) নঃ (আমাদিগের) রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ (রাজ্যভোগ ও সুখসকল) কাঙ্ক্ষিতং (আকাঙ্ক্ষিত) তে ইমে আচার্য্যাঃ (সেই আচার্য্যগণ) পিতরঃ (পিতৃব্যসকল) পুত্রাঃ (পুত্রসকল) তথা এব চ পিতামহাঃ (এবং তদ্রূপ

পিতামহগণ) মাতুলাঃ (মাতুলগণ) শ্বশুরাঃ (শ্বশুরগণ) পৌত্রাঃ (পৌত্রগণ) শ্যালাঃ (শ্যালকগণ) তথা সম্বন্ধিনঃ (এবং কুটুম্ব-বর্গ) প্রাণান্ ধনানি চ (ধন ও প্রাণ) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) যুদ্ধে অবস্থিতাঃ (এই যুদ্ধে উপস্থিত হইয়াছে)। [অতএব] রাজ্যেন কিং (রাজ্যের কি প্রয়োজন) ভোগৈঃ জীবিতেন কিম (ভোগ এবং জীবনেরই বা কি প্রয়োজন ?) ; মধুসূদন (হে মধুসূদন !) ঘ্নতঃ অপি (তাহাদিগের দ্বারা হত হইলেও) এতান্ হন্তুম্ (ইহাদিগকে বধ করিতে) ন ইচ্ছামি (ইচ্ছা করি না ॥৩২-৩৪॥

[হে] জনার্দ্দন ! মহীকৃতে (ক্ষিতিলাভের জন্য) কিং নু ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ অপি (এমন কি জগতের রাজত্বের নিমিত্তও) ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ নিহত্য (ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণকে নিহত করিয়া) নঃ (আমাদিগের) কা প্রীতি স্যাৎ (কি সুখপ্রাপ্তি হইবে ?) ॥৩৫॥

হে গোবিন্দ ! আমাদের আর রাজ্যে কি প্রয়োজন ? ভোগ-সুখেরই বা আবশ্যকতা কি ? এবং জীবন-ধারণেরই বা কি ফল আছে ? কারণ যাঁহাদের জন্য রাজ্য ও ভোগসুখের কামনা করিতে হয়, তাঁহারা সকলেই এই সময়ে সংগ্রামে উপস্থিত। হে মধুসূদন ! যখন আচার্য্য, পিতা, পুত্র, মাতুল, শ্বশুর, পৌত্র, শ্যালক ও সম্বন্ধী অর্থাৎ আত্মীয়-স্বজন সকলেই জীবন-ধন-পরিত্যাগে কৃতসংকল্প হইয়া এই যুদ্ধে অবস্থান করিতেছেন, তখন ইঁহারা আমাদিগকে বধ করিলেও আমি কোনক্রমে ইঁহাদিগকে হনন করিতে ইচ্ছা করি না ॥৩২-৩৪॥

হে জনার্দ্দন! পৃথিবীর ত' কথাই নাই, ত্রৈলোক্যের আধিপত্য প্রাপ্ত হইলেও ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে নিধন করিয়া কি প্রীতি লাভ হইবে? ॥৩৫॥

তাৎপর্য্য—

মধুসূদনং—সূদনং মধু দৈত্যস্য যস্মাৎ সঃ মধুসূদন। মধুসূদন নামের মাহাত্ম্য যথা মহাবিপত্তৌ সংসারে যঃ স্মরেৎ মধুসূদনং, বিপত্তৌতস্য সম্পত্তি ভবেৎ ইত্যাহ শঙ্কর।

জনার্দ্দন—সমুদ্রবাসী 'জন' নামক অসুরকে যিনি অর্দ্দন অর্থাৎ বধ করেন অথবা যিনি 'জনের' অর্থাৎ লোক সমূহের পুরুষার্থ কামনা করেন অথবা যিনি জন্ম নাশ করেন অর্থাৎ ভক্তের মুক্তিদান করেন অথবা যিনি শিবরূপে লোক সমূহের সংহার করেন অথবা যিনি ব্রহ্মারূপে লোক সমূহের উৎপাদন করেন অথবা যিনি কালরূপে লোক সমূহকে আশ্রয় করেন। জনার্দ্দন শব্দের মাহাত্ম্যোক্তি যথাং—জোজনে চ জনার্দ্দনঃ।

গোবিন্দ—গোবিন্দ বেদনাদ গবাম্ গো-ভাষা বিন্দ—যিনি জানেন, অর্থাৎ যিনি বেদাদি ও সর্ব্ব শাস্ত্রে ও সর্ব্ব ভাষায় অভিজ্ঞ।

গাং বিন্দতা ভগবতা গোবিন্দেন নষ্টং ধরণী পূর্বম্ অবিন্দন্ বৈ গুহাগতাং। গোবিন্দ ইতি তনাহং দেবৈ বা গভি বভিশ্রুত॥

অর্থ—যিনি বরাহরূপ ধারণ করিয়াছিলেন অথবা যিনি গো অর্থে স্বর্গ প্রাপক অথবা যিনি গো রক্ষায় আনন্দিত। যিনি বিশ্ব সকলের তত্ত্বজ্ঞ। গোবিন্দ নাম অপরিসীম মাহাত্ম্য যুক্ত।

হে শ্রীকৃষ্ণ! যদি ইহাদের বধ্য বলিয়াই তোমার বোধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে তুমি ইচ্ছাময় ও প্রলয়কালে সকল জীবের ধ্বংস-সাধন তোমারই কার্য্য, তুমি অবহেলায় সকলকে বিনষ্ট করিয়া স্বকীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে পার। প্রলয়কালে মনুষ্য সংহার কর বলিয়াই তোমার নাম 'জনার্দ্দন', তুমি পাপাতীত পরম পুরুষ। সুতরাং এরূপ প্রাণীনাশে তোমার কোন সঙ্কোচের কারণ নাই ॥৩২-৩৫॥

পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ।
তস্মান্নার্হা বয়ং হন্তুং ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ সবান্ধবান্।
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব ॥৩৬॥

অন্বয়—মাধব (হে মাধব!) এতান্ (এই সকল) আততায়িনঃ (আততায়ীদিগকে) হত্বা (বধ করিয়া) অস্মান্ পাপম্ এব আশ্রয়েৎ (আমাদিগকে পাপই আশ্রয় করিবে)। তস্মাৎ (সেই-জন্য) বয়ম্ (আমরা) সবান্ধবান্ ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ (আত্মীয় ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণকে) হন্তুং ন অর্হাঃ (বধ করিতে পারি না); হি (যেহেতু) স্বজনং হত্বা (আত্মীয়গণকে বধ করিয়া) [বয়ং

(আমরা)] কথং (কি প্রকারে) সুখিনঃ স্যাম্ (সুখী হইব) ? ॥৩৬॥

আততায়িদিগকে বধ করা রাজনীতি-শাস্ত্রের অনুমোদিত হইলেও আচার্য্যাদি আততায়িদিগকে হত্যা করিলে ধর্ম্মশাস্ত্র-বিরুদ্ধ-হেতু পাপ হইবে বলিয়া আমরা ধার্ত্তরাষ্ট্রগণকে সবান্ধবে সংহার করিতে সমর্থ হইতেছি না ; হে মাধব ! আত্মীয়-স্বজনকে হনন করিয়া কি সুখ লাভ হইবে ॥৩৬॥

তাৎপর্য্য—

আততায়ী—স্মৃতি শাস্ত্রানুসারে অগ্নিদ্বারা গৃহদাহকারী, বিষপ্রদানকারী, বধার্থশস্ত্রধারী, ধনাপহারী, ভূসম্পত্তিহারী, স্ত্রীহরণকারী এই ছয়জন আততায়ী। আততায়ী বধ করিলে ধর্ম্মানুসারে পাপ স্পর্শ করে না।

অর্জ্জুন তখন পূর্ণপ্রাজ্ঞ ও সম্পূর্ণ সাধু। তিনি সেই পরম শত্রুর মূর্দ্ধজ কেশ সহিত মস্তকমণি ছেদন করিয়া তাঁহাকে শিবির হইতে বিদূরিত করিয়া দিলেন। (শ্রীমদ্ভাগবত ১ম স্কন্ধ ৭ম অধ্যায়)

মাধব—মা চ ব্রহ্মস্বরূপা যা মূল প্রকৃতিরীশ্বরী। নারায়ণীতি বিখ্যাতা বিষ্ণুমায়া সনাতনী ॥ মহালক্ষ্মী স্বরূপা চ বেদমাতা সরস্বতী। রাধা বসুন্ধরা গঙ্গা তাসাং স্বামী চ মাধবঃ ॥ ইতি ব্রহ্মবৈবর্ত্ত্য মাধব নামের মাহাত্ম বিস্তর।

যথা—ওমিত্যেকাক্ষর মন্ত্রে স্থিতঃ সর্ব্বগতো হরিঃ। মাধবায়েতি বৈ নাম ধর্ম্মকামার্থ মোক্ষদম্ ॥ (বহ্নিপুরাণ)

অর্জ্জুন একদা শ্রীকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, যে পুনঃ পুনঃ তোমার সহস্র নাম জপের প্রয়োজন কি ? তোমার কোন কোন নাম প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ তাহা আমাকে বল। তদুত্তরে শ্রীভগবান্ যে অষ্টাবিংশতি নামের উল্লেখ করেন তাহার মধ্যে মাধব নাম পরিদৃষ্ট হয়। যথা—গোবিন্দং পুণ্ডরীকাক্ষং মাধবং মধুসূদনম্ ॥ ইতি শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদ।

ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ আততায়ী হইলেও তাহাদিগের বধ করিলে পাপ স্পর্শ করিবে বলিয়া অর্জ্জুন বিবেচনা করিলেন। এই জন্যই তিনি সকাতরে বলিলেন- হে মাধব অর্থাৎ লক্ষ্মীপতে ! তুমি আমাকে লক্ষ্মীভ্রষ্ট পাপিষ্ঠ ঘৃণিত জনের ন্যায় হীন ও পাপ কার্য্যে প্রবৃত্ত করিও না। যখন কোনমাত্র ভূতের হিংসা করিলে পাপ স্পর্শ হয়, তখন এই গুরুজন ও স্বজন সমূহের অঙ্গে অস্ত্রক্ষেপ করিয়া হিংসা করিলে অবশ্যই মহাপাপগ্রস্থ হইতে হইবে। অতএব এই প্রকার জঘণ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবার আর প্রয়োজন নাই।

যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম ॥৩৭,
কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্ত্তিতুম্।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জনার্দ্দন ॥৩৮॥

অন্বয়— জনার্দ্দন (হে জনার্দ্দন !) যদ্যপি এতে (যদিও ইহারা) লোভোপহত চেতসাঃ (লোভদ্বারা নিবিষ্টচিত্ত হইয়া)

কুলক্ষয়কৃতং দোষং (কুলক্ষয়জনিত দোষ) মিত্রদ্রোহে চ (এবং স্বজনবিরোধ) পাতকং ন পশ্যন্তি (পাতক দেখিতেছে না) ; [তথাপি] কুলক্ষয়কৃতং দোষং (কুলক্ষয়জনিত দোষ) প্রপশ্যদ্ভিঃ (সম্যগ্দর্শন করিয়া) [অস্মাভি (আমরা)] অস্মাৎ পাপাৎ (এই পাপ হইতে) নিবর্ত্তিতুম কথং ন জ্ঞেয়ম্ (নিবৃত্ত কেন না হইব ?) ॥৩৭-৩৮॥

দুর্য্যোধন প্রভৃতি লোভদ্বারা হতবুদ্ধি হইয়া কুলক্ষয়-জনিত দোষ ও মিত্রদ্রোহ-জনিত পাতক অনুভব করিতে পারিতেছে না ; কিন্তু জনার্দ্দন ! আমরা কুলক্ষয়জনিত দোষ দৃষ্টি করিয়াও কি নিমিত্ত এই পাপকার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইব না ? ॥৩৭-৩৮॥

তাৎপর্য্য—

এস্থলে অর্জ্জুন যুদ্ধার্থ আহূত, সুতরাং যুদ্ধে প্রবৃত্ত হওয়াই তাঁহার পক্ষে উচিত। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া অর্জ্জুন বিচার করিতেছেন—ক্ষত্রিয়ের পক্ষে এই প্রকার ব্যবস্থা থাকিলেও সর্ব্বত্র তাহা পালনীয় হইতে পারে না। যেহেতু যে কর্ম্মের ফল দূষনীয় নহে, তাহাই শ্রেয়স্কর ও ধর্ম্মকর্ম্ম, ইহাই শাস্ত্র সঙ্গত বিধি। এই উপস্থিত যুদ্ধ ব্যাপারে পরিণাম নিতান্ত অমঙ্গলময়। সুতরাং এ কার্য্য অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

॥৩৭-৩৮॥

কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্ম্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্ম্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্ম্মোঽভিভবত্যুত ॥৩৯॥

অন্বয়—কুলক্ষয়ে (কুলক্ষয় হেতু) সনতনাঃ কুলধর্ম্মাঃ (সনাতন কুলধর্ম্ম) প্রণশ্যন্তি (বিনষ্ট হয়) ধর্ম্মে নষ্টে [সতি] (ধর্ম্ম নষ্ট হইলে) অধর্ম্মঃ (অধর্ম্ম) কৃৎস্নম্ উত কুলং (অবশিষ্ট সমস্ত কুলকে) অভিভবতি (অভিভূত করে ॥৩৯॥

কুলক্ষয় হইলে সনাতন কুলধর্ম্ম বিনষ্ট হইয়া থাকে ; কুলধর্ম্ম নষ্ট হইলে অবশিষ্ট কুল অধর্ম্মে অভিভূত হয় ॥৩৯॥

তাৎপর্য্য—

কুলক্ষয় ব্যাপারে অভিজ্ঞজনগণের জীবননাশের সম্ভাবনা আছে। সুবিজ্ঞজনগণের অভাবে বংশের অবশিষ্ট জনগণ সুশিক্ষালাভে বঞ্চিত হইবে এবং ক্রমশঃ বংশ অধর্ম্মাক্রান্ত হইয়া পতিত হইবে। বেদ বিহিত ধর্ম্মকর্ম্ম সমূহ কর্ত্তার অভাবে বিলুপ্ত হইয়া পড়িবে। এইরূপে ধর্ম্মাবলম্বী সাধুবংশ কালের প্রভাবে অধার্ম্মিক ও অসাধু হইয়া পড়িবে ॥৩৯॥

অধর্ম্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ ॥৪০॥

অন্বয়—কৃষ্ণ (হে কৃষ্ণ !) অধর্ম্মাভিভবাৎ (কুল অধর্ম্মে অভিভূত হইলে) কুলস্ত্রিয়ঃ (কুলস্ত্রীগণ) প্রদুষ্যন্তি (ব্যভিচারিণী হয়)। বার্ষ্ণেয় (হে বৃষ্ণিবংশধর) স্ত্রীষু

দুষ্টাষু (কুলস্ত্রীগণ ব্যভিচারিণী হইলে) বর্ণসঙ্করঃ (বর্ণ-সঙ্কর) জায়তে (জন্মে) ॥৪০॥

হে বৃষ্ণিবংশাবতংশ কৃষ্ণ ! অধর্ম্ম প্রবল হইলে কুলস্ত্রী-সকল ব্যভিচারিণী হয়, স্ত্রীগণ ব্যভিচারিণী হইলে বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥৪০॥

তাৎপর্য্য—

কুমার্গগামী স্বধর্ম্মত্যাগী স্বামী, ভ্রাতা, পিতা, প্রভৃতি স্বজনগণের কুদৃষ্টান্তের অনুকরণে কামিনীগণ অবশ্যই নানা-প্রকার পাপকার্য্যে লিপ্ত হইবে। কুলকামিনীগণ বিপথগামিনী হইলে নিশ্চয়ই জারজ সন্তানের আবির্ভাব হইবে, এবং বংশের মহিমা লুপ্ত হইয়া যাইবে ॥৪০॥

সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ ॥৪১॥

অন্বয়—সঙ্করঃ (বর্ণসঙ্কর) কুলস্য কুলাঘ্নানাং চ (কুল ও কুলনাশকগণের) নরকায় এব নরকপ্রাপ্তির কারণ হয়) এষাং লুপ্ত-পিণ্ডোদকক্রিয়াঃ (ইহাদিগের পিণ্ড তর্পণাদি বিলুপ্ত হওয়ায়) পিতরঃ (পিতৃগণ) পতন্তি হি (নিশ্চয়ই পতিত হয়) ॥৪১॥

বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন হইয়া কুল ও কুলঘাতকদিগকে নরক-গামী করিয়া থাকে। সেইকুলে পিণ্ড ও উদকক্রিয়া লোপ পাওয়ায় পিতৃলোক পতিত হয় ॥৪১॥

দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্ম্মা কুলধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ ॥৪২॥

অন্বয়—কুলঘ্নানাং (কুলনাশকগণের) এতৈঃ (এই সকল) বর্ণসংকরকারকৈঃ দোষৈঃ (বর্ণসংকর-কারকদোষে) শাশ্বতাঃ (সনাতন) জাতিধর্ম্মাঃ কুলধর্ম্মাঃ চ (জাতিধর্ম্ম, কুলধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্ম) উৎসাদ্যন্তে (উৎসন্ন হইয়া যায়) ॥৪২॥

বর্ণসংকরকারী পূর্ব্বোক্ত দোষ-দ্বারা কুলনাশকদিগের সনাতন কুলধর্ম্ম ও জাতিধর্ম্ম উৎসন্ন হইয়া যাইবে ॥৪৩॥

উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দ্দন।
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম ॥৪৩॥

অন্বয়—জনার্দ্দন (হে জনার্দ্দন!) উৎসন্নকুলধর্ম্মাণাং (কুলধর্ম্মরহিত) মনুষ্যাণাং (মনুষ্যসকলের) নরকে নিয়তং বাসঃ (চিরকালের নরকবাস) ভবতি (হয়) ইতি অনুশুশ্রুম (ইহা শুনিয়াছি) ॥৪৩॥

হে জনার্দন! শুনিয়াছি, যে সকল মনুষ্যের কুলধর্ম্ম উৎসন্ন হইয়া যায় তাহারা নিয়ত নরকে বাস করিয়া থাকে ॥৪৩॥

অহোবত মহৎপাপং কর্ত্তুং ব্যবসিতা বয়ম্।
যদ্রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ ॥৪৪॥

অন্বয়—অহোবত (হায়! কি দুঃখের বিষয়) বয়ম্ (আমরা) মহৎ পাপং (মহাপাপ) কর্ত্তুম (করিতে) ব্যবসিতাঃ (কৃতনিশ্চয় হইয়াছি) যৎ (যেহেতু) রাজ্যসুখলোভেন (রাজ্যসুখলোভে) [বয়ং (আমরা)] স্বজনং হন্তুং (স্বজন-বিনাশ করিতে) উদ্যতাঃ (উদ্যত হইয়াছি) ॥৪৪॥

হায়! কি দুঃখের বিষয়! আমরা রাজ্যসুখ-লোভে স্বজনবধে সমুদ্যত হইয়া মহাপাপ করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছি! ॥৪৪॥

যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ।
ধার্ত্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ ॥৪৫॥

অন্বয়—যদি শস্ত্রপাণয়ঃ (শস্ত্রধারী) ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ (ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ) অপ্রতীকারং (প্রতিকার রহিত) অশস্ত্রং (অস্ত্রশূন্য অবস্থায়) মাং (আমাকে) রণে (যুদ্ধে) হন্যুঃ (বধ করে) তৎ (তবে তাহা) মে (আমার পক্ষে) ক্ষেমতরং (অধিক মঙ্গলজনক) ভবেৎ (হইবে) ॥৪৫॥

আমি অস্ত্রহীন ও প্রতিকার-পরাঙ্মুখ হইলেও যদি অস্ত্রধারী ধার্ত্তরাষ্ট্রগণ আমাকে রণে নিহত করে, তাহাও আমার পক্ষে শ্রেয়স্কর হইবে ॥৪৫॥

এবমুক্ত্বার্জ্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ।
বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ ॥৪৬॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে সমরাঙ্গণদর্শনং তথা বিষাদযোগ নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়—সঞ্জয় উবাচ (সঞ্জয় কহিলেন),—অর্জ্জুনঃ (অর্জ্জুন) এবং উক্ত্বা (এইরূপ বলিয়া) সংখ্যে (যুদ্ধে) সশরং চাপং (শরযুক্ত ধনু) বিসৃজ্য (পরিত্যাগপূর্ব্বক) শোকসংবিগ্নমানসঃ (শোকে ব্যাকুলচিত্ত হইয়া) রথোপস্থঃ (রথোপরি) উপাবিশৎ (উপবিষ্ট হইলেন) ॥৪৬॥

॥ ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাশাস্ত্রে প্রথমাধ্যায়স্য অন্বয়ঃ ॥

এই কথা বলিয়া অর্জ্জুন সশর শরাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক শোকাকুলিতচিত্তে রথোপরি উপবেশন করিলেন ॥৪৬।

॥ **প্রথম অধ্যায় সমাপ্ত** ॥

ভীষ্মের শরশয্যা

গঙ্গাপুত্র ভীষ্ম হয় এক মহাজন
কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গণে করে মহারণ
সবংশে মরিল হায় কৌরবগণ
পঞ্চভ্রাতা ভীষ্ম পাশে বিষণ্ণ বদন।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়

সাংখ্যযোগঃ

সঞ্জয় উবাচ ঃ—

তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্।
বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ ॥১॥

অন্বয়—সঞ্জয় উবাচ (সঞ্জয় বলিলেন),—মধুসূদনঃ (মধুসূদন) তথা (তথাবিধ) কৃপয়া আবিষ্টম্ (কৃপাবিষ্ট) অশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণং (অশ্রুপূর্ণাকুলনেত্র) বিষীদন্তং (বিষণ্ণ) তং (তাহাকে) ইদং বাক্যং (এই বাক্য) উবাচ (বলিলেন) ॥১॥

সঞ্জয় বলিলেন, তখন কৃপা-পরবশ অশ্রুপূর্ণ-নয়ন বিষণ্ণ-বদন অর্জ্জুনকে অবলোকন করিয়া শ্রীমধুসূদন কহিলেন ॥১॥

তাৎপর্য্য—

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দ্বিতীয় অধ্যায়ে আত্মঅনাত্ম বিচারজনিত ব্রহ্মবিদ্যার দ্বারা অর্জ্জুনের শোক মোহরূপ তমোরাশিকে অপনোদন করতঃ স্থিতপ্রজ্ঞ মুক্তপুরুষের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সমরপ্রাঙ্গণে সমুপস্থিত পিতার ন্যায় প্রতিপালন কর্ত্তা পিতামহ ভীষ্ম সমর সন্ধানের শিক্ষা বিধানে সুদক্ষ পূজ্যাস্পদ গুরুদেব দ্রোণাচার্য্য ও ভ্রাতা দুর্য্যোধন প্রভৃতি আত্মীয়স্বজনগণকে দর্শন করিয়া ভক্তি ও স্নেহে অর্জ্জুন এতই বিগলিতচিত্ত হইয়া পড়িলেন যে আর অস্ত্রশস্ত্রাদির সহিত সমরক্ষেত্রে দণ্ডায়মান থাকিতে পারিলেন না, তিনি বিবেচনা করিলেন যে জ্ঞানদাতা গুরু অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ সম্পর্কিত জ্ঞাতি ও চিরপরিচিত পরম প্রেমাস্পদ বন্ধুগণের বিনাশসাধন

অপেক্ষা বনবাস কিম্বা ভিক্ষাশনই শ্রেয়স্কর। এই সিদ্ধান্ত করিয়া প্রতিপক্ষের উত্তেজনাজনিত কুলক্ষয়কর যুদ্ধ হইতে বিরত হইলেন। সুবক্তা সঞ্জয়ের মুখে এই সকল বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া দুরাশা কবলিত হৃদয়দুর্ম্মতি ধৃতরাষ্ট্র মনে মনে ভাবিলেন আমার পুত্রগণের চিরবাঞ্ছিত রাজৈশ্বর্য্য নিষ্কণ্টক হইল। শূরকেশরী অর্জ্জুনই যখন বৈরাগ্য হেতু সমর বিমুখ তখন মৎপুত্রগণের বিজয় বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। ধৃতরাষ্ট্রের এই প্রকার মনোভাব লক্ষ্য করিয়া বুদ্ধিমান সঞ্জয় 'তাহার পর কি হইল ?' পুত্রস্নেহপরায়ণ অন্ধরাজের এই প্রকার হৃদয়গত অনুসন্ধানেচ্ছা অনুমান করিয়া অঙ্কুরেই তার আশা-বৃক্ষের মূলোচ্ছেদ বাসনায় বলিতে লাগিলেন। শুক্রশোনিত সম্ভূত নশ্বর স্থূলদেহধারী ব্যক্তি বিশেষে—প্রতিপালনকর্ত্তা, পিতাময় শিক্ষাদাতা গুরু, প্রাণতুল্য ভ্রাতৃগণ ইত্যাদি রূপ মনোকল্পিত মমতাবশতঃ অর্জ্জুন কর্ত্তব্যবিমূঢ় কৃপাপরতন্ত্র ও সজ্জন বিচ্ছেদ ভয়ে বিষণ্ণ ভাবাপন্ন হইয়াছিলেন। সেই ধনঞ্জয়কে ভগবান মধুসূদন দর্শনশাস্ত্রের দ্বারা প্রমানীকৃত বাক্যবাণী সহকৃত উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। ভস্ম পুরীষ কৃমি যাহার পরিণাম, তাদৃশ নশ্বর দেহ হইতে আত্মা স্বতন্ত্র ও অবিনাশী। সেই প্রকার দেহবিশিষ্ট ব্যক্তিগণনকে অর্জ্জুন পিতামহাদিরূপে কল্পনা করিতেছেন এবং তাঁহাদের বিনাশ সম্ভাবনায় ভীতভাবনাপন্ন হইয়া আপনাকে কলুষিত বলিয়া তিরস্কৃত করিতেছেন। অর্জ্জুনের এই বুদ্ধি বিবেচনা আপাত মনোহর হইলেও নিতান্ত ভ্রমাত্মক বা অলীক কল্পনা

মাত্র। যিনি মধুনামক দৈত্যকে সূদন অর্থাৎ বিনাশ করিয়াছিলেন সেই মধুসূদন বৈষ্ণবীমায়ায় বিমোহিত বিকলমতি অর্জ্জুনের আত্মবিস্মৃতিকারী মহামোহরূপ দুরন্ত মধুদৈত্যকে দূরীকৃত করিয়া কর্ত্তব্য কার্য্যে তাহাকে নিযুক্ত করিলেন। এই বাক্য দ্বারা সঞ্জয় স্বপুত্র গণের কল্যাণাকাঙ্ক্ষী রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে সঙ্কেতে ইহাই বলিলেন যে দুষ্ট দমনকারী ভগবান হরি নরকেশরী অর্জ্জুনের দ্বারা কুরুকুলকলঙ্ক তোমার পুত্রদিগকে নিহত করিয়া ভূমণ্ডলে অশেষ যশো-রাশি প্রতিষ্ঠিত করিবেন ॥১॥

শ্রীভগবান্ উবাচ ঃ—

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।
অনার্য্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্ত্তিকরমর্জ্জুন ॥২॥

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ বলিলেন),—অর্জ্জুন (হে অর্জ্জুন!) কুতঃ (কি হেতু) বিষমে (এই সঙ্কটকালে) অনার্য্যজুষ্টম্ (আর্য্যসকলের অযোগ্য) অস্বর্গ্যম্ (স্বর্গের প্রতিবন্ধক) অকীর্ত্তিকরং (অযশস্কর) ইদং কশ্মলং (এই মোহ) সমুপস্থিতম্ (সমুপস্থিত হইল?) ॥২॥

ভগবান্ বলিলেন,—অর্জ্জুন! এই বিষম সময়ে কি জন্য তোমার ঈদৃশ অনার্য্য-জনোচিত স্বর্গ-প্রতিষেধক অকীর্তিকর মোহ উপস্থিত হইল ॥২॥

তাৎপর্য্য—

অতঃপর মধুসূদন কি বাক্য বলিয়াছিলেন সন্দেহসমাকুল ধৃতরাষ্ট্রের এইরূপ কল্পিত প্রশ্নের উত্তরে সর্ব্বজ্ঞ সঞ্জয় ভাবসংযুক্ত বাক্য কহিতে লাগিলেন, প্রাণিগণের উৎপত্তিবিনাশ তদুভয়ের কারণ, ভবিষ্যৎ সম্পদ, বিপদ, বিদ্যা অবিদ্যাকে যিনি উত্তমরূপে বিদিত আছেন, সেই সর্ব্বদর্শী মহাপুরুষই ভগবান শব্দের একমাত্র লক্ষ্য। ঈদৃশ-ভগবান বাসুদেব স্বয়ং স্বকীয় সখাকে 'অর্জ্জুন' নামে সম্বোধন করিতেছেন। যিনি সসাগরা বসুন্ধরা মধ্যে নির্ম্মল কর্ম্ম করিয়া থাকেন তিনিই অর্জ্জুন। বিষণ্ণ স্বধর্ম্ম অর্জ্জুনকে শ্রীভগবান বলিতেছেন, —হে পার্থ নামধারিণ ক্ষত্রিয়কুলধুরন্ধর! এই বিষম সংকট স্থানে সমাগত হইয়া কি হেতু তোমার অন্তরে স্বধর্ম্ম বিরুদ্ধ শিষ্টগণ বিনিন্দিত কুপ্রবৃত্তি উপস্থিত হইল? তোমার হৃদয়ে সহসা এই যে দুরন্ত মোহ সমুপস্থিত হইয়াছে দেখিতেছি, তাহা কি মুক্তির নিমিত্ত, কিম্বা স্বর্গের অথবা কীর্ত্তিলাভ কামনায় সঞ্জাত হইয়াছ বুঝিতে পারিতেছি না। তোমার ন্যায় জগদ্বিখ্যাত যশস্বী ও সর্ব্ব সদ্গুণ সম্পন্ন পুরুষ যুক্তি স্বর্গ কিম্বা কীর্ত্তির অভিলাষে নিন্দনীয় নীতির অনুবর্ত্তী হইয়া এতাদৃশ লোকবিগর্হিত কার্য্য কখনই অবলম্বন করেন না। অতএব এই বিপত্তি পরিপূরিত বিষমস্থলে তোমার এইরূপ বিপরীত বুদ্ধি নিতান্ত অনুচিত ও ক্ষত্রিয়কুলের অযশস্কর বোধ হইতেছে ॥২॥

ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ৩॥

অন্বয়—পার্থ (হে পার্থ!) ক্লৈব্যং মাস্ম গমঃ (কাতর হইও না), এতৎ (এই কাতরতা) ত্বয়ি (তোমাতে) ন উপপদ্যতে (শোভা পায় না)। পরন্তপ (হে শত্রুনিপীড়ক!) ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্ব্বল্যং (ক্ষুদ্র হৃদয়-দৌর্ব্বল্য) ত্যক্ত্বা (পরিত্যাগ করিয়া) উত্তিষ্ঠ (উঠ) ॥৩॥

হে কুন্তীপুত্র! তুমি ঈদৃশ ক্লীবধর্ম্ম অবলম্বন করিও না। ইহা তোমার উপযুক্ত নহে। হে পরন্তপ! তুমি এই ক্ষুদ্র হৃদয়দৌর্ব্বল্য পরিত্যাগপূর্ব্বক যুদ্ধার্থ উত্থান কর ॥৩॥

তাৎপর্য্য—

অর্জ্জুনের হৃদয় দৌর্ব্বল্য লক্ষ্য করিয়া শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—হে পরন্তপ! হে শত্রুদলনকারীন্। তুমি চিরদিন শত্রুবিজয়ী, অধুনা শত্রুগণের উপহাসাস্পদ হইও না। তুমি মনে করিতেছ ভক্তিভাজন গুরুজন ও স্নেহস্পদ ভ্রাতৃগণকে দর্শনে তোমার হৃদয়ে বিবেক ও দয়ার উৎপত্তি হইয়াছে, বাস্তবিক তাহা নহে। তোমার বর্ত্তমান বিহ্বলতা কেবল শোক-মোহজনিত। যেহেতু বিবেকীগণ কখনও নশ্বর স্থূল দেহতে বন্ধু বান্ধবাদিরূপে কল্পনা করিয়া তাহার দর্শনে আনন্দিত, অদর্শনে অত্যন্ত বিষণ্ণ হন না এবং ক্ষণবিধ্বংশি দেহধারী আত্মীয়স্বজনের মরণাশঙ্কায় ব্যাকুল হৃদয় হইয়া তোমার ন্যায় কর্ত্তব্যবিমূঢ় হন না। অতএব স্পষ্টই প্রতীয়মান

হইতেছে যে সম্প্রতি সাধারণের ন্যায় তোমারও শোক মোহ-জনিত ক্ষুদ্র হৃদয় দুর্ব্বলতা উপস্থিত হইয়াছে। এই হেয় হৃদয় দৌর্ব্বল্য সমাগত বীরবৃন্দ সমাকীর্ন সমরক্ষেত্রে তোমার ক্ষুদ্রতাই প্রতিপাদন করিবে। তোমার দৈহিক সামর্থ্য ও সমুচিত সাহসের কোনই অভাব দেখিতেছি না। সুতরাং তোমার এবম্বিধ ভাবান্তর কেবল মমতানিবন্ধন হৃদয়জাত দুর্ব্বলতা। তুমি অবিলম্বে বিবেক বলে হৃদয়কে বলীয়ান এই ঘৃণিত জড়তা অপনোদন পূর্ব্বক যুদ্ধার্থ উত্তিষ্ঠ ও সঞ্জীভূত হও ॥৩॥

অর্জ্জুন উবাচ—

কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন।
ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন ॥৪॥

অন্বয়—অর্জ্জুন উবাচ (অর্জ্জুন বলিলেন)—অরিসূদন মধুসূদন (হে শত্রুদমনকারী মধুসূদন!) অহং (আমি) পূজার্হৌ (পূজনীয়) ভীষ্মং দ্রোণং চ (ভীষ্ম ও দ্রোণের প্রতি) কথং (কিরূপে) সংখ্যে (যুদ্ধে) ইষুভিঃ (শরসকল-দ্বারা) প্রতিযোৎস্যামি (প্রতিযুদ্ধ করিব?) ॥৪॥

অর্জ্জুন কহিলেন! হে অরিনিসূদন! আমি কি প্রকারে রণে প্রবৃত্ত হইয়া পূজনীয় ভীষ্ম ও দ্রোণ গুরুর প্রতি বাণ যোজনা করিব ॥৪॥

তাৎপর্য্য—

অর্জ্জুন বলিতেছেন 'আমি শোক-মোহাদি নিমিত্ত কিম্বা কাতরতা বশতঃ স্বধর্ম্ম সম্মত যুদ্ধ হইতে উপরত হই নাই। গুরুজনের সহিত যুদ্ধ অনুচিত ও অধর্ম্মজনক মনে করিয়াই এই নিদারুণ যুদ্ধ ব্যাপার হইতে বিরত হইতেছি।' জ্ঞানযুক্তি-গর্ভ ভগবানের বাক্য অহিতকর বিবেচনা করিয়া অর্জ্জুন পুনর্ব্বার স্বকীয় অভিপ্রায় পরিব্যক্ত করিতেছেন। 'হে মধুসূদন! হে অরিসূদন অর্থাৎ শত্রুদর্পদলন। রণভূমিতে সুতীক্ষ্ণ বাণদ্বারা পতিতপাবনী গঙ্গাদেবীর গর্ভজাত পিতামহ ভীষ্মদেব ও বিপ্রকুলবর্য্য দ্রোণের সহিত কিরূপে প্রতিযুদ্ধ করিব। যাঁহাদের চরণকমলে ভক্তিসহকারে একাগ্রভাবে চন্দন-কুসুম-জলাদি সমর্পন করাই কর্ত্তব্য এবং যাঁহাদের সহিত ক্রীড়াচ্ছলে বা কৌতুকের নিমিত্ত বাক্য দ্বারা লীলাযুক্ত করাও অনুচিৎ। যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণসংহারের নিমিত্ত তাঁহাদের প্রতিকুলে সুতীক্ষ্ণ শস্ত্রপ্রহার কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? হে অভিন্নহৃদয় বান্ধব কৃষ্ণ! তোমার অনিন্দনীয় পরম পবিত্র জীবন বৃত্তান্ত স্মরণ ও পর্য্যালোচনা করিয়া কোন বিগর্হিত অনুষ্ঠান আমার জ্ঞানপথে সমুদিত হইতেছে না। তুমিও সমরক্ষেত্রে শত্রুদিগকে নিহত করিয়াছ। উপদেষ্টা ও ভক্তি-ভাজন সান্দীপনি মুনি কিংবা পূজ্যপাদ উগ্রসেন বা স্ববন্ধু যাদবদিগকে কখনও বাণপথবর্ত্তী কর নাই। বরং ভক্তিসহকারে বিহিত স্তবাদি দ্বারায় এবং স্নেহসম্ভাষণাদির দ্বারায় যথোচিত সমাদরই করিয়াছ।' এইরূপ যুক্তির বশবর্ত্তী হইয়া অর্জ্জুন

এই নৃশংস যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইতেছেন। হে দুষ্ট-দলনকারী। হে শত্রুতাপন তুমি চিরদিন দুষ্ট ও শত্রু সংহার করিয়া থাক। অধুনা শিষ্ট ও গুরু ভীষ্ম দ্রোণের নিধন সাধনে কেন আমাকে প্রবৃত্ত করিতেছ? তোমার এই সকল উপদেশ কোনমতেই যুক্তিযুক্ত বলিয়া আমার বোধ হইতেছে না ॥৪॥

গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্
শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে।
হত্বার্থকামাংস্তু গুরূনিহৈব
ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধিরপ্রদিগ্ধান্ ॥৫॥

অন্বয়—মহানুভাবান্ গুরূন্ (মহানুভব গুরুদিগকে) অহত্বা হি (হত্যা না করিয়া) ইহলোকে (ইহজগতে) ভৈক্ষ্যম্ অপি ভোক্তুং (ভিক্ষালব্ধ অন্ন ভক্ষণ করাও) শ্রেয় (ভাল)। তু (পক্ষান্তরে) গুরূন্ (গুরুদিগকে) হত্বা (বিনাশ করিয়া) ইহ এব (ইহ লোকেই) রুধির প্রদিগ্ধান্ (শোণিতলিপ্ত) অর্থ-কামান্ ভোগান্ (অর্থ ও কামাদি ভোগ্যবস্তুসকল) ভুঞ্জীয় (আমাকে ভোগ করিতে হইবে) ॥৫॥

মহানুভব গুরুজনকে বধ না করিয়া ইহলোকে ভিক্ষাদ্বারা জীবনধারণ করা ভাল। অর্থকামী গুরুগণকে হত্যা করিলে ইহলোকেই রুধিরাক্ত ভোগ্যসকল উপভোগ করিতে হইবে ॥৫॥

তাৎপর্য্য—

যখন ভীষ্মাদি মহোদয়গণ অন্যের সন্তোষার্থে সমর প্রবৃত্ত এবং অর্থের নিমিত্ত দুরাত্মা দুর্য্যোধনের নিকট আত্ম-বিক্রীত, তখন আর তাঁহাদের চরিত্রে পূর্ব্বোক্তরূপ মহানুভবতা কোথায় থাকিতেছে? ভীষ্ম স্বয়ং যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছেন, মহারাজ! সম্বন্ধে উভয় পক্ষ আমার সমান হইলেও দুর্যোধনের অন্নে আমি চিরদিন প্রতিপালিত; পুরুষগণ অর্থেরই দাস, অর্থ কাহারও দাস নহে ইহা সত্য। আমি কৌরবগণের অর্থে নিতান্ত বদ্ধ হইয়াছি। ভীষ্মদেবের স্বমুখোচ্চারিত এই বাক্য দ্বারা অনুমিত হইতেছে ভীষ্মাদি ব্যক্তিগণ অতিশয় অর্থ-লোভী ও পরাধীন; সুতরাং ইহাদিগকে বধ করিলে কোন প্রকার পাপে পরিলিপ্ত হইবে না এই আশঙ্কা নিরাসার্থ অর্জ্জুন বলিতেছেন, 'ভীষ্মাদি মহাত্মাগণ অর্থানুচর অর্থাৎ অর্থলোভে অন্যের দাসত্ব স্বীকার করিলেও আমার পক্ষে চিরদিনই গুরুই আছেন। শাস্ত্রেও অর্জ্জুনোক্তির সমর্থন দৃষ্ট হইতেছে। 'অবিদ্যো বা সবিদ্যো বা গুরুরেব চ দৈবতম। অমার্গস্থোঽপি মার্গস্থো গুরুরেব সদাগতি॥ অর্থাৎ বিদ্বান বা মূর্খই হউন, গুরুই দেবতা; এবং কুপথাবলম্বী বা সুপথা-বলম্বী হউন গুরুই আশ্রয়। সুতরাং অর্জ্জুন যে বলিতেছেন 'পরম পূজ্য গুরু দেবতা'। একথা অসঙ্গত নহে। এইরূপ গুরুদিগকে বধ করিয়া ইহলোকে কেবল অযশঃ ও তাদৃশ পুণ্যাত্মাগণের রুধির লিপ্ত অর্থাৎ গর্হিত ধর্ম্ম ও পরম-পুরুষার্থ অর্থাৎ মোক্ষপ্রাপ্তি কখনই হইবে না। অতএব হে

ভগবান্! ইহলোকে নিন্দনীয় ও পরলৌকিক অধোগতির হেতুভূত এই নৃশংস কার্য্য অপেক্ষা ভিক্ষাশনই আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ ॥৫॥

ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ো
যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ।
যানেব হত্বা ন জিজীবিষাম-
স্তেঽবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ ॥৬॥

অন্বয়—যদ্বা (যদিই) [বয়ম্ (আমরা)] জয়েম (জয় করি) যদি বা (কিম্বা) [এতে (ইহারা)] নঃ (আমাদিগকে) জয়েয়ুঃ (জয় করুক); নঃ (আমাদের পক্ষে) এতৎ কতরৎ (ইহার মধ্যে কোন্‌টি) গরীয়ঃ (অধিক শ্রেয়স্কর) ন চ বিদ্মঃ (তাহা বুঝিতে পারিতেছি না) যান্ এব (যাহাদিগকেই) হত্বা (বধ করিয়া) ন জিজীবিষামঃ (আমরা জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করি না) তে (সেই) ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ (ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ) প্রমুখে (যুদ্ধার্থ সম্মুখে) অবস্থিতাঃ (উপস্থিত) ॥৬॥

ভিক্ষা-ভোজন ও যুদ্ধের মধ্যে আমার পক্ষে কোন্‌টী অধিকতর প্রশস্ত, তাহা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না, কেন না জয়ই হউক বা পরাজয়ই হউক, যাঁহাদিগকে বধ করিয়া আমরা জীবিত থাকিতেও ইচ্ছা করি না, সেই ধার্ত্তরাষ্ট্রগণই সম্মুখে যুদ্ধার্থে অবস্থান করিতেছেন ॥৬॥

তাৎপর্য্য—

শাস্ত্রকারগণ ক্ষত্রিয়কুলের পক্ষে ভিক্ষাশন নিষেধ করিয়াছেন, আর যুদ্ধ স্বধর্ম বলিয়া কর্ত্তব্যরূপে নির্দ্দেশ দিয়াছেন। অতএব ভিক্ষা অপেক্ষা যুদ্ধই তোমার পক্ষে শ্রেয়স্কর। এইরূপ ভগবদাশংকা পরিহরণ মানসে অর্জ্জুন বলিতেছেন 'যুদ্ধে গুরুদ্রোহাদিরূপ অধর্ম্মানুষ্ঠানে বদ্ধ-পরিকর হইলেও, সমরে পরিণামে আমাদের জয় বা পরাজয় হইবে তাহার নিশ্চয়তা নাই। আমি ইহাও বুঝিতে পারিতেছি না ভিক্ষা ও যুদ্ধের মধ্যে কোনটী আমার শ্রেষ্ঠ। অহিংসা-মূলক ভিক্ষাই পরিগ্রহণীয় না স্বধর্ম্ম সঙ্গত যুদ্ধই অব-লম্বনীয়? এই প্রকার অনিশ্চয়তা হেতু আমি যুদ্ধে সন্দিগ্ধ হইয়াছি। পক্ষান্তরে আরব্ধ যুদ্ধে আমরাই কুরুকুল জয় করিব কিম্বা আমাদিগকে তাঁহারা জয় করিবেন ইহাও আমি স্থির করিতে পারিতেছি না। আপনি যদি বলেন 'তোমরা মহাবিক্রমশালী পরম ধার্ম্মিক; সুতরাং তোমাদের বিজয় বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ইহার উত্তরে আমি বলি আমাদের জয় হইলেও ফলতঃ তাহা পরাজয়রূপেই পরিগণিত করিতে হইবে। যে সকল পরম গুরু ও স্নেহভাজন স্বজনের মরণ দর্শনে আমাদের জীবিত প্রয়োজন পর্য্যবসিত হইবে ও স্বতঃই দেহ হইতে প্রাণত্যাগ ঘটিবে। তাদৃশ আত্মীয়গণকে বিনষ্ট করিয়া বিজয়লাভ পরাজয়েরই তুল্য ও আত্মনাশের কারণ স্বরূপ। ভীষ্ম দ্রোণাদি পরমার্চনীয় মহাপুরুষগণই দুর্য্যোধনের পক্ষে সম্মুখ সংগ্রামে জীবনদান করিবার

অভিপ্রায়ে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। সমরে প্রবৃত্ত হইলে ইহাদিগকে শমনসদনে প্রেরণ করা আবশ্যক হইবে। ইহাদের বধসাধন অপেক্ষা ভিক্ষাশ্রম গ্রহণ করাই সর্ব্বথা শ্রেষ্ঠ বলিয়া আমার প্রতীতি হইতেছে। ॥৬॥

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্মসংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্ ॥৭॥

অন্বয়—কার্পণ্য-দোষ-উপহত-স্বভাবঃ (চিত্তের দীনতা ও কুলক্ষয় জনিত দোষকর্ত্তৃক অভিভূত স্বভাব) [তথা (এবং)] ধর্ম্ম-সংমূঢ়চেতাঃ (ধর্ম্মাধর্ম্ম বিষয়ে সংশয়াপন্নচিত্ত) [অহং (আমি)]ত্বাং (আপনাকে) পৃচ্ছামি (জিজ্ঞাসা করিতেছি) মে (আমার পক্ষে) যৎ (যাহা) নিশ্চিতং (নিশ্চিত) শ্রেয়ঃ (শ্রেয়স্কর) তং (তাহা) ব্রূহি (আপনি বলুন), অহং (আমি) তে (আপনার) শিষ্য (শাসনযোগ্য) [অতঃ (অতএব)] ত্বাং প্রপন্নং (আপনার শরণাগত), মাং (আমাকে) শাধি (শিক্ষা দিন) ॥৭॥

এক্ষণে আমি ধর্ম্মবিমূঢ়চিত্ত এবং স্বাভাবিক বীরভাব পরিত্যাগরূপকার্পণ্য-দোষে অভিভূত হইয়া আপনাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, আমার পক্ষে যাহা শ্রেয়স্কর, তাহাই আপনি নিশ্চয় করিয়া উপদেশ দিন। আমি আপনার শিষ্য,

আপনারই শরণাপন্ন হইলাম, এক্ষণে আপনি আমাকে শিক্ষা প্রদান করুন ॥৭॥

তাৎপর্য্য—

আলোচ্য শ্লোকে সৌভাগ্যবান্ অর্জ্জুনের সদ্গুরুলাভ ও শিষ্যত্ব স্বীকারের বিবরণ বিবৃত হইতেছে।

অর্জ্জুন স্বকীয় হৃদয়ের দীনতা আলোচনা করিয়া আপনাকে 'কার্পণ্য দোষোপহত স্বভাব' এবং 'ধর্ম্মসংমূঢ়চেতা' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যে পুরুষ কিঞ্চিৎ মাত্রও আত্মক্ষতি সহ্য করিতে পারে না সেই কৃপণ; কৃপণ শব্দের ইহাই লৌকিক অর্থ। শ্রুতি বলিয়াছেন—হে গার্গি! শরীরধারী যে ব্যক্তি অক্ষর ব্রহ্মকে বিদিত না হইয়া পরলোক গমন করেন, তিনিই কৃপণ; ইহাই শব্দের বেদোক্ত অর্থ। কৃপণের ভাব অর্থাৎ ধর্ম্মই কার্পণ্য, আত্মাতিরিক্ত জড় দেহাদিতে আত্মরূপে কল্পনা এবং তন্নিমিত্ত ইহারা আমার আত্মীয়, ইহাদের অভাবে আমার জীবনে কি প্রয়োজন? এতাদৃশ অভিনিবেশরূপ মমতাদোষ দ্বারা উপহত স্বভাব অর্থাৎ মোহাচ্ছন্ন প্রকৃতি।

ক্ষাত্র কুলোচিত যুদ্ধোদ্যোগে নিরুৎসাহ, সুতরাং ধর্ম্ম বিষয় সংমূঢ়, অর্থাৎ ইহাদের বধাদিরূপ কার্য্যের দ্বারা রাজ্য-পরিচালনাই ক্ষত্রিয়গণের ধর্ম্ম। কিম্বা ইহাদিগকে প্রতিপালন অথবা অরণ্যবাসাদি স্বীকার পূর্ব্বক ভিক্ষাটনই ধর্ম্ম, তৎসম্বন্ধে সন্দিহান। বিজ্ঞানজনিত উপায় ভিন্ন

বৈদিক বা লৌকিক অন্য কোন উপায়ের দ্বারা এবংবিধ মুক্তি সাধিত হইতে পারে না। অতএব তাপত্রয়ের অবশ্য নিবৃত্তি এবং দুঃখত্রয়ের পুনরাবির্ভাব নিবারণার্থ গুরুসমীপে তদুপায় অবশ্যই জিজ্ঞাসা বোধে শ্রীনারায়ণকে গুরুপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়া অর্জ্জুন বিনীতভাবে স্বকীয় দুঃখনিবৃত্তির উপায় জিজ্ঞাসা করিতেছেন। যদি শ্রীকৃষ্ণ বলেন উপদেশ লাভ করিতে হইলে গুরু সমীপে গমন করা আবশ্যক। আমি চিরদিনই তোমার সহিত সখ্যতাসূত্রে আবদ্ধ। কখনই তোমার গুরুপদবী গ্রহণ করি নাই। সম্প্রতি তুমি কেন আমার নিকট তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ লাভের প্রার্থনা করিতেছ। তুমি যাহা বলিতেছ তাহাই যদি তোমার অভিপ্রেত হয় তাহা হইলে উপদেশ লাভের নিমিত্ত যথোপযুক্ত অন্য গুরু সমীপে তোমার গমন করা উচিত। অথবা স্বয়ং তুমি পণ্ডিতাভিমানী হইয়া আমার বাক্যসকল খণ্ডন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ তখন আমি কেন তোমাকে উপদেশ প্রদান করিব? এইরূপ ভগবদাশঙ্কা পরিহারার্থ অর্জ্জুন বলিতেছেন, হে জনম-মরণ নাশন নারায়ণ! এ অধমকে আপনি অতঃপর আর সখা বলিয়া মনে করিবেন না। আমি আপনার পবিত্র পাদপদ্মাশ্রিত দীনহীন শিষ্য. হে পরম করুণাময় আর্ত্তজনবান্ধব! আমি শোক-মোহাচ্ছন্ন ও হিতাহিতবোধ বিরহিত এতাবৎকাল নানাবিধ প্রলাপ বাক্যে আপনাকে উত্তক্ত করিয়াছি। স্বকীয় স্বভাব-সিদ্ধ ঔদার্য্য ও ভক্তবৎসলতাগুণে আমার অপরাধ ক্ষমা করিয়া এই কাতর ও বোধবিহীনজনকে শিষ্যরূপে চরণতলে স্থান প্রদান

করিয়া চরিতার্থ করুন। এবং যথোপযুক্ত সদুপদেশ প্রদান করিয়াআমাকে তাপোত্রয় ইতে বিমুক্ত করুন। হে পুরুষোত্তম! আপনি কর্ত্তব্যপরায়ণগুণের শীর্ষ স্থানীয় এবং জ্ঞানীগণের অগ্রগণ্য, এই মর-নরলোকে ভাগ্যবান অর্জ্জুন আপনাকে গুরু-রূপে লাভ করিয়া চিরদিনের নিমিত্ত অবনীমণ্ডলে ধন্য ও গৌরবান্বিত হইয়া থাকিল। হে বিভো! হে গুরো! হে সর্ব্বদুখ বিনাশন! তোমার এই কাতর ও ব্যথিত শিষ্যকে চিরানন্দময়ী মুক্তির পথ দেখাইয়া দিতে হইবে। ভক্তের প্রার্থনা পূরণই তোমার চিরপ্রিয় ব্রত। এবং ভক্ত নিতান্ত অধম হইলেও কখনই তোমার উপেক্ষণীয় নহে। সুতরাং হে নারায়ণ! অধীন অর্জ্জুনের সকাতর আবেদন অগ্রাহ্য করা তোমার কোন ক্রমেই উচিত নহে ॥৭॥

ন হি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাদ্
যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্।
অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধং
রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম্ ॥৮॥

অন্বয়—ভূমৌ (ভূমণ্ডলে) অসপত্নম্ (নিষ্কণ্টক) ঋদ্ধং (সমৃদ্ধ) রাজ্যং (রাজ্য) সুরানাম আধিপত্যং চ (এবং দেবগণের উপর আধিপত্য) অপি অবাপ্য (প্রাপ্ত হইয়াও) যৎ (যে কর্ম্ম) ইন্দ্রিয়াণাম্ (ইন্দ্রিয়গণের) উৎশোষণম্ (অতি শোষণকারী) মম শোকং (আমার শোক) অপনুদ্যাৎ (অপনোদন

করিবে) [অহং (আমি)] ন হি প্রপশ্যামি (প্রকৃষ্টরূপে দেখিতেছি না) ॥৮॥

পৃথিবীর নিষ্কণ্টক সমৃদ্ধ রাজ্য ও দেবাধিপত্য প্রাপ্ত হইলেও এই যে শোক আমার ইন্দ্রিয়গণকে পরিশোষণ করিবে, তাহা অপনোদনের আমি কোন উপায় দেখিতে পাই না ॥৮॥

তাৎপর্য্য—

অর্জ্জুন মনে করিলেন যে ভগবান্ যেন বলিতেছেন—তুমিই স্বয়ং সুপণ্ডিত ও শাস্ত্রজ্ঞ ; অতএব বিবেচনা করিয়া যাহা যুক্তিযুক্ত হয় তাহাই অনুষ্ঠান কর, আমার শিষ্য হইতে ইচ্ছুক হইতেছ কেন ? ভগবানের এইরূপ অভিপ্রায়ের সম্ভাবনা করিয়া অর্জ্জুন বিনীত ভাবে বলিতেছেন—হে ভববন্ধো দয়াময় হরে ! অধুনা ঐরূপ ব্যঙ্গ করিয়া আমাকে অধিকতর ক্লিষ্ট ও সন্তাপিত করিবেন না। সমরোদ্যত উভয় পক্ষীয় বন্ধুগণের অবশ্যম্ভাবী বিপদ স্মরণ করিয়া আমার শোকানল প্রবল হইয়া উঠিতেছে এবং দুশ্চিন্তারূপ ঈন্ধন সাহায্যে অতিশয় প্রজ্জ্বলিত হইয়া ইন্দ্রিয়দিগকে প্রতপ্ত ও নিশ্চল করিতেছে। ভগবন্ ! আপনি সানুগ্রহে একবার আমার অতীত জীবনের বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া দেখুন। আমি দুর্গম তুষারময় হিমালয় পর্ব্বতে কঠোর ব্রতাবলম্বী হইয়াও সেই ইন্দ্রিয় গ্রামের সহায়তায় কিরাতরূপী গৌরীকান্তকে রণে পরাজিত করিয়া ভূমণ্ডলে যশোরাশি পরিব্যক্ত করিয়াছি ও স্বর্গপুরে সুরপতির চিরবৈরী অসুররাজ নিবাতকবচকে

নিপাতিত করিয়া অতুল কীর্ত্তি স্থাপন করিয়াছি। এবং সম্প্রতি তাহাদের রণবাদ্য শ্রবণমাত্র হুঙ্কারে গর্জ্জন করিয়া ধাবমান হইয়াছি, আজ আমার সেই সকল ত্রিলোক বিজয়ী ও চির বশীভূত ইন্দ্রিয় সম্মুখ সংগ্রামে শত্রুগণের আস্ফালন সন্দর্শনেও নিরুদ্যম নিস্তব্ধ ও মৃতকল্প হইয়া রহিয়াছে। আমি এখন জগতে এরূপ কোন উপায় দেখিতেছি না যাহা দ্বারা এই দারুণ শোকসমূহকে অনায়াসে অপনোদন করিতে পারি। তুমি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বশক্তিমান, দয়া করিয়া আমার দুঃসহ শোক নাশার্থ যুদ্ধভিন্ন যদি অন্য কোন উপায়ান্তর থাকে, তবে এই শারণাগত অধম শিষ্যকে তাহারই উপদেশ প্রদান করুন ॥৮॥

সঞ্জয় উবাচ—

এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপঃ।
ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তুষ্ণীংবভূব হ ॥৯॥

অন্বয়—সঞ্জয় উবাচ (সঞ্জয় বলিলেন),—পরন্তপঃ (শত্রুতাপন) গুড়াকেশঃ (জিতনিদ্র অর্জ্জুন) হৃষীকেশং (হৃষীকেশকে) এবম্ উক্ত্বা (এইরূপ বলিয়া) [অহম্ (আমি)] ন যোৎস্যে (যুদ্ধকরিব না) ইতি (ইহা) গোবিন্দং (গোবিন্দকে) উক্ত্বা (বলিয়া) তুষ্ণীং (মৌনী) বভূব হ (হইলেন) ॥৯॥

সঞ্জয় কহিলেন,—অনন্তর শত্রুতাপন গুড়াকেশ অর্জ্জুন "গোবিন্দ! আমি যুদ্ধ করিব না"। হৃষীকেশকে এই কথা বলিয়া তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিলেন ॥৯॥

তাৎপর্য্য—

হে সঞ্জয়! অতঃপর নির্ব্বেদপ্রাপ্ত অর্জ্জুন কি করিলেন? স্বপুত্রগণের কল্যাণাকাঙ্ক্ষী রাজ্যপ্রাপ্তি লালসা পরতন্ত্র ধৃতরাষ্ট্রের এবংবিধ আকাঙ্ক্ষা অনুমান করিয়া সঞ্জয় বলিতেছেন—শত্রু সন্তাপকারী অনলস অর্জ্জুন সর্ব্বেন্দ্রিয় প্রবর্ত্তক শ্রীভগবানকে বলিলেন,—হে অন্তর্য্যামি নারায়ণ! অত্যন্ত অসহ্য শোকপ্রদ বন্ধুগণের বিনাশকর যুদ্ধ আমি করিব না। সর্ব্বজ্ঞ গোবিন্দকে সকাতরে এইরূপ নিবেদন করিয়া অর্জ্জুন নীরব হইয়া রহিলেন। অর্থাৎ রাজ্যনাশ ও বনবাসাদি রূপ পূর্ব্বদুঃখ প্রতীকারের বাসনায় প্রথমতঃ বাহ্যেন্দ্রিয়-দিগকে উত্তেজিত করিয়া সমরে বিজয় লাভার্থ উৎসুক হইয়াছিলেন; পরে যুদ্ধে কুলক্ষয়াদিজনিত দোষের পর্য্যা-লোচনা করিয়া শোক মোহ প্রাবল্যে ত্রিলোক বিজয়ী স্বকীয় ইন্দ্রিয়াদিগকে নিশ্চেষ্ট করিলেন। যিনি স্বভাবতঃ আলস্য-বিহীন ও শত্রুদমনকারী তাহাকে যে আগন্তুক আলস্য ও উপতাপাদি আশ্রয় করিবে তাহা কখনও সম্ভবপর নহে। ইহা মূলোক্ত 'হ' শব্দের দ্বারা সূচিত হইল। অর্জ্জুনের উপস্থিত শোকমোহাদি ভগবান্ অনায়াসেই অপনোদন করিবেন ইহা প্রকটীকরণার্থ এই শ্লোকে তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্ব সর্ব্বশক্তি সম্পন্নত্ব ব্যঞ্জক 'গোবিন্দ' এবং 'হৃষীকেশ' এই দুই নাম প্রযুক্ত হইয়াছে। পুত্র স্নেহান্ধ ধৃতরাষ্ট্রকে সঞ্জয় সংকেতে ইহাও বলিলেন যে হে রাজন! শোকাভিভূত অর্জ্জুনকে নিশ্চেষ্ট দেখিয়া আপনি মনে করিবেন না আপনার দুর্ব্বিনীত

ছলাপহৃতরাজ্য অনায়াসেই ভোগ করিবেন। সর্ব্বজ্ঞ সনাতন পুরুষ নানা যুক্তিতর্ক ও মীমাংসা দ্বারা অর্জ্জুনের অতি অকিঞ্চিৎকর শোকমোহাদি অচিরেই দূরীকৃত করিবেন। অর্জ্জুন ভগবৎ প্রদত্ত আধ্যাত্মিকোপদেশে বিগত শোকমোহ হইয়া ভীষণ গাণ্ডীব ধারণ পূর্ব্বক দুরন্ত পাপাত্মগণ কলুষিতা ধরণীকে, তাহাদের শোণিতে প্রক্ষালিত করিয়া রাজসিংহাসন পুনর্ব্বার গ্রহণ ও শাসন করিবেন ইহাতে আর সন্দেহ নাই ॥৯॥

তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ ॥১০॥

অন্বয়—ভারত (হে ভারত!) হৃষীকেশঃ (শ্রীকৃষ্ণ) প্রহসন্ ইব (প্রসন্নবদন হইয়া) উভয়োঃ-সেনয়োঃ মধ্যে (উভয় সেনার মধ্যে) বিষীদন্তম্ (বিষাদগ্রস্ত) তম্ (তাহাকে) ইদং বচঃ (এই কথা) উবাচ (বলিলেন) ॥১০॥

হে ধৃতরাষ্ট্র! তখন উভয় পক্ষীয় সেনাগণের মধ্যে অবস্থিত বিষাদগ্রস্ত পার্থকে হৃষীকেশ সহাস্যে এই কথা বলিলেন ॥১০॥

তাৎপর্য্য—

পুত্রগণের নিমিত্ত রাজ্যলোলুপ ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে যেন জিজ্ঞাসা করিলেন, সঞ্জয়! অর্জ্জুন এইরূপ যুদ্ধবিমুখ হইলে ভগবান কি তাহাকে উপেক্ষা করিলেন না যুদ্ধার্থ পুনরায়

উত্তেজিত করিলেন? ধৃতরাষ্ট্রের এইরূপ প্রশ্নের উত্তর স্বরূপে সঞ্জয় পশ্চাল্লিখিতরূপ বাক্য কহিয়াছিলেন। উভয় বাহিনীর মধ্যে উদ্যম সহকারে যুদ্ধার্থ সমাগত কিন্তু অধুনা ক্ষত্রিয় কুলবিরোধী শোকমোহদ্বারা অভিভূত এবং স্বধর্ম্ম হইতে পরিভ্রষ্টপ্রায় অর্জ্জুনের তাদৃশ অনুচিত আচরণ দেখিয়া ভগবান যেন তাঁহাকে লজ্জাসাগরে নিমগ্ন করতঃ উপহাস করিতে লাগিলেন এবং "অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বম্" ইত্যাদি বাক্য দ্বারা যুদ্ধার্থ সম্মুখস্থিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ-বিমুখতারূপ অনুচিত আচরণ প্রদর্শন করিয়া তাহাকে আশ্বস্ত করিবার নিমিত্ত বলিলেন—হে অর্জ্জুন! এই সমরারম্ভের পূর্ব্বে গৃহাবস্থানকালে যুদ্ধে ঔদাসীন্য অবলম্বন করা তোমার উচিত ছিল। অধুনা নানাদিক দেশ হইতে যুদ্ধার্থ আহূত রাজমণ্ডলীর মধ্যে মহাসমারোহে প্রভূত সমরায়োজন সহকারে যুদ্ধে সমাগত হইয়া অবলম্বিত কার্য্যে উপেক্ষা করা নিতান্ত অনুচিত, অতীব ঘৃণাস্পদ, অতিশয় লজ্জাজনক। হে স্বজন-নিধন কাতর সখে অর্জ্জুন! তুমি সুপবিত্র মহামহিমান্বিত চন্দ্রবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ। রাজগণের সমক্ষে সাধারণ ব্যক্তির ন্যায় যুদ্ধ হইতে বিরত হওয়া তোমার কখনই কর্ত্তব্য নহে। তোমার বিসদৃশ ব্যবহার দেখিয়া আমিই হাস্য সংবরণ করিতে পারিতেছিনা, না জানি অন্যান্য লোকে তোমার নিন্দনীয় আচরণ আলোচনা করিয়া তোমাকে কতই বিকৃত ও লজ্জিত করিবে। এক্ষণে তুমি স্থির হও এবং যুক্তি ও অর্থ সহকৃত আমার বাক্যসকল শ্রবণ কর ॥১০॥

শ্রীভগবান্ উবাচ,—

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥১১॥

অন্বয়—শ্রীভগবানুবাচ (শ্রীভগবান্ বলিলেন),—ত্বং (তুমি) অশোচ্যান্ (শোকের অযোগ্য লোকগণের জন্য) অন্বশোচঃ (শোক করিতেছ), প্রজ্ঞাবাদান্ চ ভাষসে (বিজ্ঞগণের ন্যায় কথা বলিতেছ) [কিন্তু] পণ্ডিতাঃ (পণ্ডিতগণ) গতাসূন্ অগতাসূন্ চ (মৃত ও জীবিত বন্ধুদিগের জন্য) ন অনুশোচন্তি (শোক করেন না) ॥১১॥

শোকাদি-জনিত ক্ষণিক বৈরাগ্যে সন্ন্যাসাধিকার জন্মে না, ইহা দেখাইবার জন্য ভগবান্ বলিলেন,—অর্জ্জুন! তুমি জ্ঞানবান্দের ন্যায় বাক্য বলিয়াও অশোচ্যবিষয়ে শোক করিতেছ; পণ্ডিতগণ কি মৃত, কি জীবিত কাহারও নিমিত্ত শোক করেন না ॥১১॥

তাৎপর্য্য—

অর্জ্জুন যুদ্ধ করিব না বলিয়া নীরব হইলে, শ্রীভগবান্ ঈষৎ হাস্য সহকৃত যে সকল মধুর বাক্য স্বকীয় সৌভাগ্যবান্ সখার ভ্রমোপনোদন করিয়াছিলেন— আলোচ্য শ্লোক সেই জ্ঞানসৌধের প্রথম সোপান। যে পরম তত্ত্বজ্ঞান গীতাশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য, তাহার শুভানুষ্ঠান এই স্থান হইতে সূচিত হইতেছে। শ্রীভগবান্ এই শ্লোকে অর্জ্জুনকে বলিতেছেন, হে সখে! যাঁহারা কখনই শোকের বিষয়ীভূত নহেন, তুমি অনর্থক তাহাদের জন্য শোকে কাতর ও অবসন্নহৃদয় হইয়াছ। এবং

সেই সকল যুদ্ধার্থী আত্মীয়গণকে দেখিয়া আমার অঙ্গ প্রতপ্ত হইতেছে ইত্যাদি (প্রথম অধ্যায় ২৮ শ্লোক) বাক্যে অন্তর্জাত দুঃসহ শোক পরিব্যক্ত করিতেছ। "কোথা হইতে এই দারুণ সময় তোমার মোহ উপস্থিত হইল?" ইত্যাদি (২য় অধ্যায় ২ শ্লোক) নানাবাক্যে আমি তোমাকে কর্ত্তব্যপথে আকৃষ্টচিত্ত করিতেছি। তথাপি তুমি কিরূপে ভীষ্মাদির অঙ্গে 'যুদ্ধক্ষেত্রে অস্ত্র নিক্ষেপ করিব।' ইত্যাদি (২য় অধ্যায় ৪ শ্লোক) পণ্ডিত-জনোচিত বাক্য ব্যয় করিয়া আমাকে নিরস্ত করিবার প্রয়াস করিতেছ কিন্তু তুমি কদাপি পণ্ডিত পদবাচ্য নহ এবং যে পরম প্রজ্ঞা হৃদয়োন্নতির নিদর্শন তাহার লেশমাত্র তোমাতে নাই। যেহেতু প্রাজ্ঞ ব্যক্তিগণ কখনই বিগতজীব সুহৃদগণের বিয়োগ বা সজীব বন্ধুগণের বিয়োগাশঙ্কায় ব্যাকুল হইয়া তোমার ন্যায় চলচিত্ত ও কর্ত্তব্যবিমুখ হন না। তুমি সুপণ্ডিত হইলেও তোমার বর্ত্তমান ব্যবহার দেখিয়া তোমাকে মূঢ় বলাই সঙ্গত। তোমার পরম প্রজ্ঞার পরিচয় কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। ফলতঃ তোমার ন্যায় পণ্ডিত ব্যক্তির এরূপ তর্ক ও ব্যবহার কখনই শোভা পায় না। ভাবিয়া দেখ এই অখণ্ড বিশ্বের যাবতীয় জড় পদার্থ পরিবর্ত্তনশীল ও পরিণতিপ্রবণ। কিন্তু যাবতীয় আত্মা বা পরমাত্মা অবিনশ্বর ও চিরস্থায়ী। তুমি যাহাকে মৃত্যু বলিয়া জ্ঞান করিতেছ এবং যে ঘটনা নিতান্ত শোক-সন্তাপকর বিবেচনায় কাতর হইতেছ, বস্তুতঃ তাহা জড় দেহের পরিণতি ও অবস্থানান্তর মাত্র। দেহাধিষ্ঠিত অথচ দেহা-তিরিক্ত দেহচৈতন্যের কারণ অথচ কেবল উপাধিরূপে দেহের

সহিত সম্বন্ধ যে পরমাত্মা তাহার নাশ নাই, ধ্বংশ নাই, রূপান্তর নাই, মৃত্যু তাহার অন্ত বিধানে বা অবস্থান্তর সাধনে অক্ষম। অবিবেকী মানবগণ দেহের অবস্থানান্তর দেখিয়া, আত্মার নাশ হইল মনে করিয়া শোকসন্তপ্ত হইয়া থাকে, বিবেকী ব্যক্তিবর্গ মৃত্যুকে কেবলমাত্র দেহের অবস্থানান্তর জানিয়া তজ্জন্য কদাপি শোক মোহে অভিভূত হন না। সম্মুখস্থ সমরক্ষেত্রে সমাগত বীরবৃন্দকে দর্শন করিয়া ও তাঁহাদের অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর কথা আলোচনা করিয়া তুমি নিতান্ত কাতর ও ব্যাকুল হইতেছ, ইহাতে পরমাত্ম বিষয়ে তোমার জ্ঞানের একান্ত অভাবই প্রতিপাদিত হইতেছে, তুমি পঞ্চভূতময় রূপান্তরসহ দেহকেই আত্মীয় ও পরমধন বলিয়া জ্ঞান করিতেছ, দেহাতীত সেই যে চৈতন্যস্বরূপ জনন-মরণ-বিরহিত আত্মা ; তাহার কথা তুমি মনেই করিতেছ না। হে ভ্রান্ত! হে মরণভীতি ব্যাকুল চিত্ত সখে! তুচ্ছ লজ্জাজনক ও মূর্খজন সম্ভব ভ্রান্তি পরিহার করিয়া এই ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপারে পর্য্যালোচনায় হৃদয়কে একবার বিনিবিষ্ট কর। কে তুমি, কে ভীষ্ম, কে দ্রোণ, কে দুর্য্যোধন, কে আমি ইত্যাদি বিষয় চিন্তা করিয়া দেখ। জ্ঞানালোকে অন্তরস্থ অন্ধকার অপগত হইলে দেখিতে পাইবে, এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ বিশাল পারিনিধির বক্ষে তোমার ঐ ভীষ্মাদি গুরুজন, যুধিষ্ঠিরাদি সহোদরবর্গ, দুর্য্যোধনাদি জ্ঞাতিগণ এবং অন্যান্য আত্মীয় কুটুম্বসহ সুহৃদগণ ক্ষুদ্র জল-বুদবুদের ন্যায় ভাসমান রহিয়াছে। তুমি বায়ু প্রক্ষেপে সেই জলবুদবুদ বিচ্ছিন্ন করিয়া না দিলেও তাহা অচিরেই বিলীন হইয়া যাইবে।

মানবদেহও সলিলোপরি নর্ত্তনশীল ঐ অতি সামান্য বুদবুদের ন্যায় ক্ষণবিধ্বংশী জড় পদার্থ, তাহাকে চির স্থায়ী ও পরম আত্মীয় জ্ঞান করিয়া শোককাতর ও ব্যাকুল হওয়া তোমার ন্যায় সুপণ্ডিত ব্যক্তির কদাচ উচিত হয় না ॥১১॥

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্ব্বে বয়মতঃপরম্ ॥১২॥

অন্বয়—অহম্ (আমি) জাতু (কদাচিৎ) ন আসম্ (ছিলাম না) [ইতি (ইহা)] তু ন এব (কিন্তু নহে) ত্বং ন (তুমিই যে ছিলে না) [ইতি (ইহাও)] ন (নহে), ইমে (এই) জনাধিপাঃ (নরপতিগণ) ন (ছিলেন না) [ইতি ন (তাহা নহে)] অতঃপরং চ (এবং অতঃপর) সর্ব্বে বয়ম্ (আমরা সকলে) ন ভবিষ্যামঃ (থাকিব না) [ইতি (ইহাও)] ন ইব (ইহাও নহে) ॥১২॥

আত্মা ও অনাত্মার জ্ঞান বুঝাইবার জন্য আদৌ আত্মজাতীয় পরমাত্মতত্ত্বের ও জীবাত্মতত্ত্বের একধর্ম্মত্ব উদ্দেশপূর্ব্বক বলিলেন,—আত্মা অবিনাশী, অতএব শোকের কোন কারণ নাই। আত্মা দ্বিবিধ—পরমাত্মা ও জীবাত্মা। আমি, পরমাত্মা; তুমি ও এই সকল নৃপতিবর্গ সকলেই জীবাত্মা। আমি, তুমি ও এই সকল রাজগণ পূর্ব্বে ছিল না এমন নয়; পরে থাকিবে না তাহাও নয়, অর্থাৎ আমরা সকলেই এখন আছি, পূর্ব্বেও ছিলাম এবং পরেও থাকিব ॥১২॥

তাৎপর্য্য—

এই দ্বাদশ শ্লোকে আমার স্বভাব নিরূপণদ্বারা পরমাত্মা ও জীবাত্মার নিত্যতা ও পার্থক্য দেখাইতেছেন, ভীষ্ম দ্রোণাদি বিনাশাশঙ্কায় ব্যাকুলচিত্ত অর্জ্জুনকে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন। 'হে অজ্ঞান মুক্ত অর্জ্জুন! সর্ব্বেশ্বর পরমাত্মা আমি যেমন নিত্য, ইহাতে কোন সংশয় নাই তদ্রূপ ক্ষেত্রজ্ঞ জীবাত্মা স্বরূপ তোমরা সব রাজন্যবর্গও নিত্য ইহা তুমি নিশ্চয় জানিবে।" অতএব সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বনিয়ন্তা পরমাত্মাস্বরূপ ভগবান্, পরমাত্মা ও অর্জ্জুন প্রভৃতি জীবাত্মাগণের যে পরস্পর ভেদের বিষয় পরিব্যক্ত করিয়াছেন তাহা সর্ব্বথা সত্য এবং অজ্ঞান মোহিত জনের অজ্ঞান নিবৃত্তির নিমিত্ত পরমাত্মার ন্যায় জীবাত্মার নিত্যত্ব বিষয়ক যে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে তাহাও অভ্রান্ত সত্য। তাই শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—অতএব তোমার এই ভ্রম নিতান্ত অমূলক। তুমি যদি সামান্য বিবেচনা করিয়া দেখ তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবে আত্মা জন্ম মরণ বিরহিত নিত্য পদার্থ। লীলাচ্ছলে আমি স্বয়ং কখনও কখনও অবনীধামে আবির্ভূত হই। এবং লীলা সমাপ্তির পর আবার তিরোহিত হই। কিন্তু আমি বিশ্বশ্রষ্টা, বিশ্বদাতা, বিশ্বেশ্বর, জন্ম মরণ রহিত প্রথম নিত্য পুরুষ। সুতরাং আমার আবির্ভাব দেখিয়া তৎপূর্ব্বে আমি ছিলাম না। বা আমার তিরোভাব দেখিয়া তৎপরে আমি আর থাকিব না, এরূপ মীমাংসা করা নিতান্ত অসংঙ্গত। সকল জীবই সেই পরমাত্মার অংশ, এই মানব দেহাশ্রিত আত্মার দেহনাশে বিলয়

হয় না তাহা যে জীবাত্মা ; সেই জীবাত্মাই থাকে ! সুতরাং তুমিও ছিলে না বা থাকিবে না একথা নিতান্ত ভ্রমাত্মক এবং এই স্থলে এই নরপতিগণ ছিলেন না বা থাকিবেন না একথাও তদ্রূপ ভ্রমাত্মক। অতএব হে শোকমুগ্ধ সখে ! তোমার এই শোক মোহ নিতান্ত অকারণ সম্ভূত। নাশ রহিত আত্মার বিনাশ ভয়ে অবসন্ন হইয়া তুমি কেবল পণ্ডিত সমাজে হাস্যাস্পদ হইতেছ মাত্র ॥১২॥

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥১৩॥

অন্বয়—যথা (যেমন) দেহিনঃ (দেহাভিমানী জীবের) অস্মিন্ দেহে (এই স্থূল দেহে) কৌমারং (কুমার) যৌবনং (যৌবন) জরা (বার্দ্ধক্য) [ভবতি (ঘটে)] তথা (তেমন) দেহান্তর প্রাপ্তিঃ (দেহান্তর-প্রাপ্তিও) [ভবতি (ঘটে)] ধীরঃ (প্রাজ্ঞ ব্যক্তি) ন মুহ্যতি (মোহপ্রাপ্ত হন না) ॥১৩॥

এখন কেবল জড়বদ্ধ জীবাত্মাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, যেমন দেহ ধারণ করিয়া এই দেহেই ক্রমান্বয়ে কৌমার, যৌবন ও জরা প্রাপ্ত হইতে হয়, অথচ দেহীর অস্তিত্ব থাকে : তেমনই দেহান্তর হইলেও তাহার অস্তিত্বের লোপ হয় না ; সুতরাং জবদ্ধীবের দেহনাশে ধীর ব্যক্তিরা শোক করেন না ॥১৩॥

তাৎপর্য্য—

আত্মা পূর্ব্ব দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপূর্ব্ব দেহ পরিগ্রহ করে বলিয়া আত্মাকে বিকারী বলিতে এবং তাহাতে উৎপত্তি ও বিনাশত্ব দেহে আরোপ করিতে পার না। কারণ আত্মা নিত্য, আত্মা দেহী। দেহ এবং দেহী উভয়ে এক পদার্থ নহে। যাহার দেহ আছে তিনিই দেহী, দেহ পরিণাম-শীল, দেহী পরিণাম বিহীন। বাল্য, যৌবন এবং বার্দ্ধক্য দশারূপ পরিণামত্রয় দেহরই হইয়া থাকে। আরও দেখ, দেহীর এই বর্ত্তমান দেহে যেমন বাল্য অবস্থার নাশে যৌবন অবস্থার সমাগম, যৌবনের অপগমে বার্ধক্যের সমাগম। সেই-রূপ এক দেহ নাশের অনন্তর আত্মার দেহান্তর প্রাপ্তি। দেহী আত্মার দেহ প্রাপ্তিই বা কি? অজ্ঞান বশতঃ নশ্বর 'দেহে আমি আমার' ইত্যাকার অভিমান ভাব ব্যতীত অপর কিছুই ত নহে। দেহ নাশ পায় অতএব অনিত্য। দেহী নাশ পায় না, অথচ আবার দেহ আশ্রয় করে অতএব নিত্য। শ্রুতিস্মৃতি প্রমাণ ছাড়াও এক সদ্যঃপ্রসূত শিশুর স্তনপান জন্য প্রবৃত্তিও এ বিষয়ে বিশেষ সাক্ষ্য প্রদান করে। নবজাত শিশুকে কেহ স্তনপান করিতে শিখায় না। সে পূর্ব্বজন্ম সংস্কার বশতঃ আপনি-আপনিই স্তনপানে প্রবৃত্ত হয়। অতএব এ সমস্ত বিষয় ঠিক বুঝিতে পারিলে কোন বুদ্ধিমানেরই আত্মা জাত ও মৃত এইরূপ মোহ প্রকাশ করা ভাল দেখায় না ॥১৩॥

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ।
আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাং স্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥১৪॥

অন্বয়—কৌন্তেয় (হে কুন্তীনন্দন !) মাত্রাস্পর্শাঃ তু (বিষয়ের সহিত মিলিত ইন্দ্রিয়বৃত্তিসকল) শীতোষ্ণ সুখ-দুঃখদাঃ (শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখাদির জ্ঞান দান করে) [তে (তাহারা)] আগমাপায়িনঃ (উৎপত্তি-বিনাশশীল) অনিত্যাঃ (অনিত্য) ; ভারত (হে ভারত !) তান্ (তাহাদিগকে) তিতিক্ষস্ব (সহ্য কর) ॥১৪॥

মাত্রা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বৃত্তি। তদ্দ্বারা বিষয়ানুভবই স্পর্শ ; সেই মাত্রাস্পর্শই শীত-গ্রীষ্ম ; সুখদুঃখদায়ক শীত ও উষ্ণ ইত্যাদি। উহারা আইসে যায় মাত্র, অতএব অনিত্য। হে কুন্তীপুত্র ! এই সকল সহ্য করা শাস্ত্রবিহিত ধর্ম্ম ॥১৪॥

তাৎপর্য্য—

অর্জ্জুন যেন বলিতেছেন, হে ভগবন্ ! আত্মা লিঙ্গ-শরীর হইতে স্বতন্ত্র ইহা আমি জানিলাম। কিন্তু 'আমি দুঃখী,' ইত্যাকার অনুভব আত্মাতে যখন স্বতঃই উৎপন্ন হয় তখন আত্মাকে দুঃখাদি ধর্ম্মের আশ্রয়রূপে কেন স্বীকার করিব ? ভীষ্মাদি বন্ধুবর্গের নাশে শোক মোহাদি অনিবার্য্য। অর্জ্জুনের এইরূপ মনোগতভাব কল্পনা করিয়া শ্রীভগবান বলিতেছেন,—হে কুন্তীপুত্র অর্জ্জুন, 'আমি দুঃখী' এই অনুভব দ্বারা আত্মাতে যে দুঃখানুভবের কথা বলিতেছ তাহা

ভ্রান্তি মাত্র, বাস্তবিক আত্মাতে সুখ দুঃখের প্রসঙ্গও নাই। বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের পরস্পর সম্বন্ধবশতঃ অন্তঃকরণে যে একপ্রকার বৃত্তি বা পরিণাম হয় তাহাই সুখদুঃখাদিপ্রদ এবং শীতোষ্ণাদির ন্যায় উৎপত্তি বিনাশশীল এবং অনিত্য, চিরস্থায়ী নহে। কালভেদে বিষয় সকল কখনও সুখময় কখনও দুঃখময় হইয়া উঠে। "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ" অর্থাৎ সুখ দুঃখ চক্রের ন্যায় সর্ব্বদা পরিবর্ত্তনশীল, তাহা চিরস্থায়ী নহে। নিত্যশুদ্ধ-বদ্ধ-মুক্ত স্বরূপ আত্মা কখনও অনিত্য সুখদুঃখাদির আশ্রয় নহেন। সুখদুঃখাদির আশ্রয় অন্তঃকরণ মাত্র। আনন্দময় আত্মা তৎপ্রকাশকে জানিবে। আরও বিবেচনা করিয়া দেখ, সুখদুঃখাদি জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় অনুভূত হয় যদি তাহা আত্মারই স্বধর্ম্ম এরূপ স্থির সিদ্ধান্ত হয় তবে সুষুপ্তি ও সমাধিকালে তাহার অনুভব হয় না কেন? অতএব উপস্থিত শোক আশঙ্কায় ব্যাকুল না হইয়া তাহা সহ্য করাই তোমার কর্ত্তব্য। তুমি প্রাতঃস্মরণীয়া শান্তস্বভাবা কুন্তীদেবীর গর্ভজাত এবং চন্দ্রবংশাবতংস মহামনাঃ ভরতের বংশ সম্ভূত। তুমি কুলপরম্পরাগত ধীরতা বিসর্জ্জন করিয়া সাধারণের ন্যায় শোকে অধীর হইও না। ধর্ম্মসঙ্গতকার্য্য দুস্তর হইলেও অবশ্য করণীয়। মাঘ মাসের কঠোর শীতে প্রাতঃস্নান নিতান্ত কষ্টকর হইলেও ধর্ম্মার্থ তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য। ভীষ্মাদি তোমার পরমাত্মীয় গুরুজন, তাদৃশ ব্যক্তির সঙ্গে অস্ত্রক্ষেপ করিয়া তাহাদের প্রাণসংহার করা তোমার পক্ষে নিতান্ত ক্লেশকর সন্দেহ নাই। কিন্তু স্বধর্ম্ম পালনার্থ সমরে

বিপক্ষ নাশ তোমার পক্ষে অবশ্য করণীয়। সুতরাং ভীষ্মাদি আত্মীয় হনন নিতান্ত যন্ত্রণাপ্রদ হইলে, হৃদয়বেদনা জন্মিলেও ধর্ম্মসিদ্ধির জন্য তাহা তোমার অবশ্য সহনীয়। অনুজ অপত্যাদি জন্মকালে ও ধনোপার্জনাদি সময়ে নিরতিশয় আনন্দবর্দ্ধক ও প্রীতিবিধায়ক হইয়া থাকে; কিন্তু মরণকালে সেই সন্তোষনিকেতন প্রেমাস্পদগণ যৎসরোনাস্তি যন্ত্রণা ও অন্তর্দাহের কারণ হইয়া পড়ে। সুতরাং যাহাতে আনন্দ আছে তাহাতেই নিরানন্দ আছে। অতএব সুখ ও দুঃখ নিতান্ত অনিত্য। এতাদৃশ অনিত্য ব্যাপারের নিমিত্ত অভিভূত হইয়া কর্ত্তব্য সেবায় বিমুখ হইও না ॥১৪॥

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে ॥১৫॥

অন্বয়—পুরুষর্ষভ (হে পুরুষশ্রেষ্ঠ!) এতে (এই সকল মাত্রাস্পর্শ অর্থাৎ বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়গণের মিলন-জনিত জ্ঞান) সমদুঃখ সুখং (সুখ-দুঃখে সমভাবাপন্ন) যং ধীরং (যে ধীর) পুরুষং (ব্যক্তিকে) ন ব্যথয়ন্তি (বিচলিত করিতে পারে না) সঃ (তিনি) অমৃতত্বায় কল্পতে (অমৃতত্ব প্রাপ্তির যোগ্য হন) ॥১৫॥

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! যে-পুরুষ শীতোষ্ণাদি-দ্বারা ব্যথিত না হন, সুখ ও দুঃখকে সমান জ্ঞান করেন, সেই ধীর ব্যক্তি

অমৃতত্বে অর্থাৎ আত্ম-যাথাত্ম্যসিদ্ধিরূপ মোক্ষে নীত হইবার যোগ্য ॥১৫॥

তাৎপর্য্য—

টীকাকার পূজ্যপাদ শ্রীধরস্বামী, ভাষ্যকার, পূজনীয় শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ এবং রসিক কুলচূড়ামণি শ্রীমৎ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর লিখিয়াছেন—শীতোষ্ণাদি সুখদুঃখপ্রদ ও অচিরস্থায়ী। তাহার প্রতীকারের চেষ্টা না করিয়া ধীরভাবে ও অবিকৃতচিত্তে তৎসমস্ত সহ্য করিতে অভ্যাস করাই শ্রেয়স্কর এবং তাদৃশ অভ্যাস মোক্ষরূপ মহাফলপ্রদ। কষ্টসাধ্য ধর্ম্মানুষ্ঠানজনিত দুঃখ এবং আত্মীয় কুটুম্বাদি প্রিয়জনবর্গের সঙ্গজনিত সুখ উভয়ই যিনি তুল্য বলিয়া জ্ঞান করেন; অর্থাৎ দুঃখের আবির্ভাবে যাঁহার বদন বিশুষ্ক হয় না অথবা সুখের সমাগমে যাহার মুখমণ্ডল আনন্দোৎফুল্ল হয় না সেই ধর্ম্মনিষ্ঠ পুরুষই মোক্ষ পদের যথোপযুক্ত পাত্র ॥১৫॥

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥১৬॥

অন্বয়—অসতঃ (অনিত্য বস্তুর) ভাব (বিদ্যমানতা) ন বিদ্যতে (নাই), সতঃ (নিত্যবস্তুর) অভাবঃ (বিনাশ) ন বিদ্যতে (নাই)। তত্ত্বদর্শিভিঃ (তত্ত্ব-জ্ঞান-সম্পন্ন ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক) অনয়োঃ উভয়োঃ অপি (এই দুইয়েরই) তু (কিন্তু) অন্তঃ (শেষ) দৃষ্টঃ (পর্য্যালোচিত) ॥১৬॥

জড়দেহ অসৎ, সুতরাং পরিণামী, অতএব অনিত্য; যিনি জীবাত্মা, তিনি সৎ অর্থাৎ অপরিণামী, অতএব নিত্য; সৎস্বরূপ জীবের নাশ হইতে পারে না। অতএব তত্ত্বদর্শিগণ সৎ ও অসৎকে এইরূপ পৃথক্ করিয়া ইহাদের তত্ত্ব বিচার করিয়াছেন ॥১৬॥

তাৎপর্য্য—

হে অনিত্যাশঙ্কাকুলচিত ভ্রাত! শীতোষ্ণাদি জনিত সুখদুঃখের ভোক্তা যে দেহ তাহা নশ্বর, কিন্তু সেই দেহমধ্যস্থ সুখদুঃখাতীত আত্মা অবিনাশী। বিনাশশীল বস্তুর সত্ত্বা কখনই বিনাশবিহীন আত্মাতে থাকিতে পারে না। যাঁহারা জ্ঞানরাজ্যে অগ্রসর হইয়া বস্তুর যথার্থ তত্ত্ব অবধারণে সক্ষম হইয়াছেন সেই তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ অনিত্য ও নিত্য বস্তুর প্রকৃত তথ্য অবধারণ করিয়াছেন। তাদৃশ মহাজনেরা যে জ্ঞানবলে সৎ ও অসৎ বস্তুর পার্থক্য স্থিরীকৃত করিয়াছেন, তুমিও সেই জ্ঞানবলে মোহান্ধকার বিদূরিত কর এবং তাঁহাদের প্রদর্শিত পথে বিচরণ করিয়া নিত্যানিত্য নির্ণয় কর। তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে যে সুখদুঃখ কেবলমাত্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অচিরস্থায়ী পদার্থ। দেহের সহিতই তাহার সম্বন্ধ। দেহাতীত আত্মার সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। তখন ইহাও বুঝিতে পারিবে যে, যে ভীষ্মাদি আত্মীয়গণের বিয়োগাশঙ্কায় তুমি ব্যাকুল হইতেছে, চিরস্থায়ী দেহনাশে তাহাদের নাশ হইবে না। কেহই তাহাদের সদাত্মার বিনাশ

সাধনে সক্ষম নহে। সুতরাং তজ্জন্য শোক বা উৎকণ্ঠার কোনই কারণ নাই ॥১৬॥

অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি ॥১৭॥

অন্বয়—যেন (যাহাদ্বারা) ইদং সর্ব্বং (এই সকল) ততম্ (ব্যাপ্ত) তৎ (সেই পরমাত্মাকে) তু অবিনাশি (বিনাশ রহিত) বিদ্ধি (জানিবে)। কশ্চিৎ (কেহই) অব্যয়স্য অস্য (এই অব্যয় আত্মার) বিনাশং কর্ত্তুম্ (বিনাশ করিতে) ন অর্হতি (সক্ষম হয় না) ॥১৭॥

যিনি অবিনাশী জীব, তিনি আত্মা-রূপে মনুষ্যের সকল শরীর ব্যাপিয়া আছেন, এবং অতি সূক্ষ্ম পরমাণু হইলেও সম্পূর্ণ দেহপুষ্টিকারক মহৌষধের ন্যায় তাঁহার সর্ব্ব শরীর-ব্যাপকতা-শক্তি আছে। তিনি অব্যয় অর্থাৎ নিত্য, তাঁহাকে কেহ বিনাশ করিতে পারে না ॥১৭॥

তাৎপর্য্য—

তৎশব্দ জীবাত্মার প্রতিপাদক। এই জীবাত্মা মধ্যম-পরিমাণ ভগবদ্ভক্তি অনুসারে অতিসূক্ষ্ম অনু পরিমাণ। তথাপি জীবাত্মা সর্ব্বদেহ পরিব্যাপক। যেমন মহামণি বা মহৌষধ মস্তক বা বক্ষপ্রদেশে ধারণ করিলে সমস্ত দেহের পুষ্টি সাধন হইয়া থাকে তদ্রূপ জীবাত্মা সূক্ষ্ম ও অনুপরিমাণ

হইলেও তাহার সমস্ত শরীর ব্যাপকত্ব শক্তির কোনই ব্যতিক্রম হইবার সম্ভাবনা নাই। হে মোহান্ধবন্ধো! তুমি অলীক মোহের বশবর্ত্তী হইয়াও নাশশীল দেহের সহিত বিনাশবিহীন আত্মার সমত্ব কল্পনা করিয়া শোকাচ্ছন্ন এবং স্বকীয় অবলম্বিত ব্রত পালনে স্খলিত পদ হইতেছ। ভীষ্মাদি আত্মীয়গণের দেহ বিনাশশীল সত্য কিন্তু তাঁহাদের দেহস্থিত অথচ দেহাতীত আত্মা মরণধর্ম্ম পরিশূণ্য। দেহনাশে আত্মানাশ কখনই সংঘটিত হয় না। অতএব ভ্রাত! কেন তুমি মূঢ় জনের ন্যায় আত্মানাত্মজ্ঞান শূণ্য হইয়া চলচিত্ত ও স্বধর্ম্ম পালনে বিমুখ হইতেছ ॥১৭॥

অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত ১৮॥

অন্বয়—নিত্যস্য (নিত্য) অনাশিনঃ (নাশরহিত) অপ্রমেয়স্য (পরিচ্ছেদশূন্য) শরীরিণঃ (আত্মার) ইমে দেহাঃ (এই দেহসকল) অন্তবন্তঃ (বিনাশশীল) উক্তাঃ (কথিত হয়)। ভারত (হে ভারত!) তস্মাৎ (সেই নিমিত্ত) যুধ্যস্ব (যুদ্ধ কর) ॥১৮॥

অপ্রমেয় অবিনাশী নিত্য ও শরীরী যে জীব, তাঁহার দেহসকল অন্তবিশিষ্ট। অতএব দেহবিষয়ে শোক না করিয়া মোক্ষের হেতুরূপ ধর্ম্ম আচরণ করত যুদ্ধ কর ॥১৮॥

তাৎপর্য্য—

হে সখে অর্জ্জুন! আগমাদি শাস্ত্র অপৌরষেয় (পুরুষ বিরচিত নহে) অতএব দোষ বিহীন, এই নিমিত্তই শাস্ত্র প্রমাণরূপে পরিগৃহীত হয়। একবার শাস্ত্রসাগর মন্থন করিয়া দেখ দেখি, তাহার সার কি? দেখিবে উপনিষদ শ্রুতি সমূহ হিতৈষিনী স্নেহময়ী জননীর ন্যায় তাহার অবোধ, আময় প্রপীড়িত কুপথ্য-সেবী সন্তানগণের রোগনাশ বাসনায় সুখসেব্য সুরস ঔষধ প্রয়োগ করিতেছেন। দুর্বৃত্ত পুত্র ব্যাধি প্রপীড়িত হইলে জননী তাঁহার মধুর রসাচ্ছাদিত কটুতিক্তাদি ঔষধ প্রয়োগ করেন। তাহাতেই তাহার রোগ নাশ হয়। তাই বলি তুমি যখন জানিতেই পারিতেছ যে, আত্মা অপ্রমেয় বলিয়া তাহার বিনাশ নাই। তখন তোমার আর কিছু না হউক স্বধর্ম্ম (ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম) হইতে নিবৃত্ত হওয়া একান্ত অনুচিত। যুদ্ধ হইতে উপরত হইও না। হে প্রাণাধিক সখে অর্জ্জুন! তুমি পুনর্ব্বার কর্ত্তব্যকার্য্যে প্রোৎসাহিত হইয়া তোমার পক্ষীয় ব্যক্তিগণ যাহারা তোমার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া রহিয়াছেন যুদ্ধকার্য্যে দৃঢ়তাযুক্ত হইয়া তাঁহাদিগের চির মনোরথ পূর্ণ কর ॥১৮॥

য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥১৯॥

অন্বয়—যঃ (যে ব্যক্তি) এনং (এই আত্মাকে) হন্তারং (হন্তা) বেত্তি (বলিয়া জানে), যঃ চ (এবং যে) এনং (ইহাকে) হতং (হত) মন্যতে (মনে করে), তৌ উভৌ (সেই উভয়ই) ন বিজানীতঃ (বিশেষভাবে জ্ঞাত নহে) ; [যস্মাৎ (যেহেতু)] অয়ং (এই আত্মা) হন্তি (কাহাকেও হত্যা করে না) ন হন্যতে (এবং নিহতও হয় না) ॥১৯॥

যিনি জানেন যে, এক জীব অন্য জীবাত্মাকে হনন করেন ; এবং যিনি জানেন যে, এক জীব অন্য জীবাত্মা কর্ত্তৃক হত হন, তিনি কিছুই জানেন না ; জীবাত্মা কাহাকেও হনন করেন না এবং কাহারও কর্ত্তৃক হত হন না। বয়স্য অর্জ্জুন ! তুমি আত্মা, তুমি হননকর্ত্তা নও এবং হতও হইতে পার না ॥১৯॥

তাৎপর্য্য—

যেহেতু আত্মা নিষ্ক্রিয় ও অবিকারী, সুতরাং তাদৃশ আত্মা হনন ক্রিয়ার কর্ত্তা নহেন এবং কর্ম্মও নহেন। হে বীরাগ্রগণ্য অর্জ্জুন ! আত্মার অবিনশ্বর আত্মস্বরূপ ভীষ্মাদি বীরগণ তোমার বধ্য এবং তুমি তাহাদের হন্তা ইহা তোমার নিশ্চয়ই ভ্রম। তুমি বিবেকবলে তাদৃশ ভ্রমকে দূরীভূত করিয়া কর্ত্তব্য কার্য্যে একান্ত অনুরক্ত হও। স্থূল কথা যাঁহারা এই নশ্বর দেহের উপর 'আমিত্ব' রাজ্যের স্থাপন করেন, তাঁহারাই 'আমি অন্যের হন্তা' 'আমি অন্য কর্ত্তৃক হত।' আত্মার উপর ইত্যাদিরূপ কর্ত্তৃকর্ম্মাদি কারকের আরোপ করিয়া থাকেন। বস্তুতঃ শাস্ত্র বিচার করিলে দেখা যায় আত্মা বা

প্রকৃত আমি এই স্থূলদেহের ন্যায় দৃশ্য পদার্থ নহেন। বিকারী বা নশ্বর নহেন সুতরাং প্রকৃত 'আমি' (দেহী বা আত্মা) কাহাকেও বধ করেন না এবং কাহা কর্ত্তৃক হত হন না, অতএব তাহাতে পাপ স্পর্শ কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? ॥১৯॥

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি-
ন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥২০॥

অন্বয়—অয়ং (এই আত্মা) কদাচিৎ (কখনও) ন জায়তে (জন্মে না) বা ম্রিয়তে (মরে না) ভূত্বা বা (অথবা উৎপন্ন হইয়া) ভূয়ঃ (পুনরায়) ন ভবিতা (উৎপন্ন হইবে না) অয়ং (এই আত্মা) অজঃ (জন্মশূন্য) নিত্যঃ (সর্ব্বদা একরূপে স্থিত) শাশ্বতঃ (অপক্ষয়হীন) পুরাণঃ (রূপান্তরবিহীন) [অপি চ (অধিকন্তু)] শরীরে হন্যমানে (শরীর বিনষ্ট হইলেও) ন হন্যতে (এই আত্মা বিনষ্ট হয় না) ॥২০॥

ষড়্বিকাররহিত জীবাত্মা অজ অর্থাৎ জন্মরহিত, নিত্য অর্থাৎ সকল কালেই বর্ত্তমান; তাঁহার জন্ম-মৃত্যু নাই অথবা পুনঃপুনঃ তাঁহার উৎপত্তি কি বৃদ্ধি আদি হয় না। তিনি পুরাতন অথচ নিত্য নবীন; জন্ম-মরণশীল শরীরের বিয়োগে তিনি হত হন না ॥২০॥

তাৎপর্য্য—

হে সখে! কি হেতু আত্মা হনন ক্রিয়ার কর্ত্তা ও কর্ম্ম হইতে পারেন না তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর। বেদ বলিতেছেন —আত্মা অবিক্রিয়। অর্থাৎ নাই বিকার যাহার, আত্মার বিকার নাই। 'বিকার' ছয় প্রকার (১) জন্ম, (২) অস্তিত্ব, (৩) বৃদ্ধি (৪) বিপরিণাম, (৫) অপক্ষয়, (৬) বিনাশ। এখন দেখ, আত্মা এই ছয় প্রকার বিকার রহিত। শ্রুতি বলিতেছেন 'ন জায়তে' অর্থাৎ আত্মা জন্ম পরিগ্রহ করে না। নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ' অর্থাৎ ঘটপটাদি যখন সৃষ্টি হয় তখন তাহার অস্তিত্ব হয়। সৃষ্টির পূর্ব্বে তাহাদের কোন অস্তিত্ব থাকে না, আত্মা বস্তু সেরূপ নহেন, তাহার সত্ত্বা পূর্ব্ব হইতেই আছে। যাহার সত্ত্বা পূর্ব্ব হইতেই আছে তাহার আবার জন্ম হইবে কি প্রকারে? এইজন্য শ্রুতি আত্মার আর একটি বিশেষ নাম দিয়াছেন— 'অজ'—'ন জায়তে ইতি অজ' অর্থাৎ আত্মার জন্ম নাই। দ্বিতীয় বিকার অস্তিত্বও এই প্রথম বিকারের অন্তর্গত। যাহার পৃষ্ঠে অস্তিত্ব না থাকিয়া পরে নূতন অস্তিত্ব হয় তাহাকে অস্তিত্ব বিকার কহে। যেরূপ ঘটপটাদি। ষষ্ঠ বিকার বিনাশ। আত্মা এই বিকারের অধীন নহেন। কারণ শ্রুতি বলিয়াছেন, ন 'ম্রিয়তে' অর্থাৎ আত্মা মরেন না। সুতরাং বিনাশ নাই। চতুর্থ বিকার বিপরিণামও এই ষষ্ঠ বিকারেরই অন্তর্ভূত। অতএব তাহার বিস্তারিত বিবরণ নিষ্প্রয়োজন। আত্মার অস্তিত্ব যেরূপ পূর্ব্বে ছিল, বর্ত্তমানে আছে; পরেও থাকিবে। সুতরাং তাহার নাশ নাই। এইজন্যই শ্রুতি তাহার আর একটি বিশেষণ

দিয়াছেন 'নিত্য' অর্থাৎ সর্ব্বদা সমভাবাপন্ন। পঞ্চম বিকার অপক্ষয় অর্থাৎ অপচয় বা হ্রাসপ্রাপ্তি। ঘটপটাদি উক্ত বিকারের অধীন আত্মা নহেন। এই নিমিত্ত শ্রুতি আত্মার আর একটি বিশেষণ দিয়াছেন 'শাশ্বত' অর্থাৎ আত্মা কি ভূত, কি ভবিষ্যৎ কি বর্ত্তমান; ত্রিকালেই অবিকৃত ভাবে বর্ত্তমান আছেন। তৃতীয় বিকার বৃদ্ধি, যদি কোন পদার্থ পূর্ব্বাবস্থা অপেক্ষা উপচয় (বৃদ্ধি) অবস্থা প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ বাড়িয়া উঠে তাহারই উপর বৃদ্ধিত্বের আরোপ হয়। কিন্তু আত্মা সেরূপ নহেন, সে সর্ব্বদাই একরূপ, এই নিমিত্তই শ্রুতি আর একটি বিশেষণ দিয়াছেন 'পুরাণ' অর্থাৎ আত্মার পূর্ব্বের ন্যায় চিরকালই নবভাবে বিদ্যমান। অন্য কোন নূতন ভাব আসিয়া যোগদান করিতে পারে না, এই নিমিত্তই শ্রুতি বলিয়াছেন 'ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে' অর্থাৎ শরীর নাশেও হত হন না। অর্থাৎ হনন ক্রিয়ার কর্ম্ম হন না ॥২০॥

বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্।
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্ ॥২১॥

অন্বয়—পার্থ! (হে অর্জ্জুন!) যঃ যে ব্যক্তি) এনং (এই আত্মাকে) নিত্যং (সর্ব্বদা একরূপ), অজম্ (জন্মাদি-শূন্য) অব্যয়ম্ (ক্ষয়হীন) অবিনাশিনং (এবং ধ্বংশ রহিত) বেদ (জানেন) স পুরুষঃ (সেই ব্যক্তি) কথং (কিরূপে) কং (কাহাকে) ঘাতয়তি (হত্যা করান?) [বা] কং (কাহাকে) হন্তি (হত্যা করেন?) ॥২১॥

জীবকে যিনি অবিনাশী, অজ ও অব্যয় বলিয়া নিত্য জানেন, হে পার্থ! সে পুরুষ কি কাহাকেও কোনরূপ হত্যা করেন! বা হত্যা করান? ॥২১॥

তাৎপর্য্য—

হে মোহান্ধ বান্ধব! যে ব্যক্তি আমার অজয়ত্ব, অমরত্ব, নিত্যার্থাদি বিষয়ে সন্দেহ শূন্য হইয়াছে সে সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বুঝিয়াছে যে উৎসাহপূর্ণ বাক্য বা উপদেশদ্বারা কাহাকেও স্বধর্ম্ম সঙ্গত যুদ্ধে বিনিযুক্ত করিলে বা স্বহস্তে শস্ত্র চালনা করিয়া অরাতি নিপাত করিলেও কখনও আত্মার বিনাশ করা যায় না। হে অর্জ্জুন! তোমাকে যুদ্ধে সমুত্তেজিত করিতেছি, কিন্তু সেজন্য আমার অনুমাত্র পাপ স্পর্শ হইতেছে বলিয়া মনে করি না কারণ এই অপরিহার্য্য সমরে আমার বাক্য পরতন্ত্র হইয়া তুমি যাহাদিগকে বিনাশ করিবে তাহাদের দেহ ভিন্ন আত্মপুরুষের বিনাশ সাধনে কখনই সক্ষম হইবে না। সুতরাং তজ্জন্য ইতস্তত করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। হে ভ্রাত! তুমি সমর সজ্জাসম্পন্ন ধৃতায়ুধরথী আর আমি রণবিমুখ অশ্ব-বল্গাধারী সারথী। এই সমরস্থলে সমাগত হইয়াও অমূলক মোহবশে অভিভূত হইয়া কর্ত্তব্য পালনে বিমুখ হইতেছ; সুতরাং বিহিত উপদেশদ্বারা তোমার ভ্রমান্ধ বিদূরিত করিয়া জ্ঞানালোক সমুদ্ভাসিত প্রকৃষ্ট পন্থা প্রদর্শন করাই আমার পক্ষে সর্ব্বতোভাবে বিধেয়। এক্ষণে তুমি সম্মুখস্থ শূরগণের শরীর নাশ করিলে, তাঁহাদের আত্মনাশ কখনই সংঘটিত হইবে না, সেজন্য তুমি বা আমি কখনই মুখ্য বা গৌণ কারণরূপে দোষ-

ভাগী হইব না। আমার উপদেশ বাক্য সমূহের সমর্থনার্থ সনাতন ও অপৌরুষেয় বেদবাক্য এবং শাস্ত্রোক্তিসমূহ প্রদর্শন করিয়াছি। জ্ঞান ও যুক্তির ভাণ্ডার হইতে আমার অভিপ্রায় পরিপোষক নানাবাক্য পরিব্যক্ত করিয়াছি। সুতরাং এ সম্বন্ধে তোমার অন্য মত করিবার কোনই কারণ নাই ॥২১॥

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥২২॥

অন্বয়—নরঃ (মনুষ্য) যথা (যেরূপ) জীর্ণানি (ছিন্ন) বাসাংসি (বস্ত্রসমূহ) বিহায় (পরিত্যাগ করিয়া) অপরাণি (অন্য) নবানি (নূতন বস্ত্রসকল) গৃহ্ণাতি (পরিধান করে) তথা (সেইরূপ) দেহী (আত্মা) জীর্ণানি (জরাযুক্ত) শরীরাণি (দেহসকল) বিহায় (পরিত্যাগ করিয়া) অন্যানি (অন্য) নবানি (নূতন দেহসমূহ) সংযাতি (সম্যগ্‌রূপে গ্রহণ করে) ॥২২॥

জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নরগণ যেমন অপর নব বসন পরিধান করে, দেহীও তেমনি জীর্ণ শরীর ত্যাগ করত অভিনব দেহ ধারণ করিয়া থাকেন ॥২২॥

তাৎপর্য্য—

মৃত্যু যে আত্মার বিনাশ সাধনে সক্ষম নহে এবং দেহ যে অতি অকিঞ্চিৎকর পদার্থ ইহা প্রতিপাদন করা এই শ্লোকের

অভিপ্রায়। যাহাকে আমরা মৃত্যু বলিয়া জ্ঞান করি এবং ঘটনা নিরতিশয় শোকজনক মনে করিয়া উৎকণ্ঠিত ও আকুল হই, বস্তুতঃ তাহা দেহের নাশ মাত্র। আত্মার সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। এই দেহ আত্মার পরিচ্ছদ স্বরূপ। পরিচ্ছদ পুরাতন শোকহীন বিগলিত হইলে, মনুষ্যগণ তাহা পরিত্যাগ করিয়া সানন্দে অভিনব যথোপযুক্ত ও শোভাসম্পন্ন পরিচ্ছদ দ্বারা দেহ আবৃত করে। তাদৃশ পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন করিতে হইলে শোকাকুল না হইয়া মানবগণের অন্তরে অতিশয় আনন্দ প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই শরীররূপ পরিচ্ছদ গলিত কৃশ ও অসমর্থ হইলে, আত্মাও তাহা পরিত্যাগ করিয়া অভিনব কর্ম্মক্ষম সুকান্তি সম্পন্ন কলেবর ধারণ করেন। সুতরাং ইহাতে শোক বা কাতরতার কোনই কারণ নাই ॥২২॥

নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥২৩॥

অন্বয়—শস্ত্রাণি (অস্ত্রসমূহ) এনম্ (এই আত্মাকে) ন ছিন্দন্তি (ছিন্ন করিতে পারে না) পাবকঃ (অগ্নি) এনং (আত্মাকে ন দহতি (দগ্ধ করিতে পারে না) আপঃ (জল) এনং (আত্মাকে) ন ক্লেদয়ন্তি (সিক্ত করিতে পারে না) চ (এবং) মারুতঃ (বায়ু) ন শোষয়তি (শুষ্ক করিতে পারে না) ॥২৩॥

জীবাত্মা অস্ত্র-শস্ত্রাদিতে ছিন্ন হন না, অগ্নিতে দগ্ধ হন না জলে ক্লেদিত হন না এবং বায়ুদ্বারাও শুষ্ক হন না ॥২৩॥

তাৎপর্য্য—

আত্মা নিরবয়ব সুতরাং জগতের কোন পদার্থের দ্বারা তাহার বিকার সাধিত হইবার সম্ভাবনা নাই। যদিও অর্জ্জুন মনে করেন যে গৃহদাহ হইলে তন্মধ্যবর্ত্তী মানবও দগ্ধ হইয়া যায় তদ্রূপ শরীর নাশ হইলে তদভ্যন্তরস্থ আত্মা কেন নাশ হইবে না? এই আশঙ্কার পরিহার্যার্থ শ্রীভগবান্ এই শ্লোকের অবতারণা করিয়া আত্মার সর্ব্বথা অবিক্রিয়ত্ব পরিব্যক্ত করিলেন। যুদ্ধকালে খড়্গাদি আগ্নেয়াস্ত্র, পার্জ্জন্যাস্ত্র, বায়ব্যাস্ত্র সহকারে বিপক্ষ সংহার আবশ্যক; কিন্তু অর্জ্জুনের হস্তত্যক্ত অস্ত্রাদিত দূরের কথা বিস্ময়াবহ ক্রিয়াশালী ভৌতিক পদার্থপুঞ্জ ও আত্মার বিনাশ বা রূপান্তর সাধনে সক্ষম নহে। অতএব হে অর্জ্জুন! তোমার অস্ত্রাঘাতে কদাপি আত্মনাশ হইবে না জানিয়া নিশ্চিন্ত হও ॥২৩॥

অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ ॥২৪॥
অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি ॥২৫॥

অন্বয়—অয়ম্ (এই আত্মা) অচ্ছেদ্যঃ (ছিন্ন হইবার অযোগ্য) অয়ম্ (আত্মা) অদাহ্য (দগ্ধ হইবার অযোগ্য) অয়ং (আত্মা) অক্লেদ্যঃ (ক্লেদযুক্ত হইবার যোগ্য নহে) অশোষ্য এব চ (এবং অশোষণীয়)। অয়ং (এই আত্মা)

নিত্যঃ (নিত্য) সর্ব্বগতঃ (সর্ব্বব্যাপী) স্থাণুঃ (স্থির স্বভাব) অচলঃ (অচল) সনাতনঃ (চিরন্তন)। অয়ম্ (আত্মা) অব্যক্তঃ (ইন্দ্রিয়াতীত) অয়ম্ (এই আত্মা) অচিন্ত্যঃ (অচিন্তনীয়) অয়ম্ (আত্মা) অবিকার্য্যঃ (বিকার শূন্য) উচ্যতে (বলিয়া কথিত হন)। তস্মাৎ (অতএব) এনম্ (ইহাকে) এবং (এইরূপ) বিদিত্বা (জানিয়া) অনুশোচিতুং ন অর্হসি (তাহার জন্য শোক প্রকাশ করা অনুচিত) ॥২৪-২৫॥

এই জীবাত্মা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অক্লেদ্য ও অশোষ্য। ইনি নিত্য, সর্ব্বগত অর্থাৎ সর্ব্বযোনিভ্রমী, স্থানু ও অচল। ইনি সনাতন অর্থাৎ সদা বিদ্যমান ॥২৪॥

ইনি অব্যক্ত, অচিন্ত্য ও অবিকার্য্য বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। জীবাত্মাকে এই প্রকার অবগত হইয়া তোমার শোক পরিত্যাগ করা উচিত ॥২৫॥

তাৎপর্য্য—

সেই ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রিয়তম সুহৃদ প্রপন্ন শিষ্য অর্জ্জুনের হৃদয়গত ভ্রমান্ধকার বিহিত বিধানে নির্ম্মূল করিবার বাসনায় এবং তদীয় অন্তর প্রদেশে সত্যের মন্দির সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার অভিপ্রায়ে বারংবার বিভিন্ন ভঙ্গিতে বিভিন্ন বাক্যদ্বারা স্বকীয় উপদেশ পরিব্যক্ত করিয়াছেন। ত্রয়োবিংশ শ্লোকে ভগবান্ আত্মতত্ত্ব বিষয়ে যে মহদুপদেশ ব্যক্ত করিয়াছেন চতুর্বিংশ শ্লোকের প্রথমে তাহারই পরিণামসমূহ প্রকটিত করিয়াছেন। ত্রয়োবিংশে শ্রীভগবানের মুখপদ্ম হইতে যে তত্ত্বসুধা ক্ষরিত হইয়াছে, চতুর্বিংশে সেই

বদন কমল হইতে এই বাক্য বিনির্গত হইতেছে যে 'অচ্ছেদ্যঃ' সুতরাং প্রথমটি ক্রিয়া। দ্বিতীয়টি তাহারই পরিণাম মাত্র। অর্থাৎ শস্ত্রসমূহ যাহাকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারে না। তাহাই অচ্ছেদ্য। এইরূপ নৈনং দহতি পাবকঃ"। সুতরাং 'অদাহ্যঃ' 'ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপঃ' সুতরাং 'অক্লেদ্যঃ' এবং 'ন শোষয়তি মারুতঃ' সুতরাং 'অশোষ্যঃ'। বিংশ শ্লোকে যে সকল প্রসঙ্গ আছে সমালোচ্য শ্লোকে অপরাংশে বিভিন্ন শ্লোকে তাহারই সমর্থন রহিয়াছে। আত্মা স্বকীয় কর্ম্ম হেতু দেব-মানব-পশু-পক্ষ্যাদি শরীর প্রাপ্ত হন। শ্রুতি বলিয়াছেন 'আত্মা উচ্ছেদধর্ম্মাত্মক নহেন' সুতরাং নিত্য সনাতন শাশ্বত সর্ব্ব-ব্যাপক অতি সূক্ষ্ম এবং অন্য পদার্থ হইতে ব্যপ্ত হইবার অনুপযোগী, সুতরাং ছেদন, দহন, ক্লেদন, শোষণ ক্রিয়ার অতীত ॥২৪॥

আত্মার নিত্যত্বাদি ধর্ম্মসমূহ সবিশেষরূপে পরিস্ফুট করিয়া ভগবান্ এক্ষণে উপসংহার স্বরূপ বলিতেছেন, হে সখে, যাহা জন্ম মরণ বিরহিত, নিত্য পদার্থ তাহার বিয়োগাশঙ্কায় অভিভূত হওয়া কদাপি শ্রেয়ঃ নহে। এখন এরূপ শোক মোহের বশবর্ত্তী থাকা তোমার ন্যায় ব্যক্তির কখনও শোভা পায় না। অপূর্ব্ব যুক্তি বিচার ও প্রমাণাদির পর এই স্থানে তাহা অতি সুন্দররূপ উপসংহার করিলেন। অতঃপর অন্যরূপ বিচার অবতারিত হইতেছে ॥২৫॥

অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্।
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং শোচিতুমর্হসি ॥২৬॥

অন্বয়– মহাবাহো! (হে বীরশ্রেষ্ঠ!) অথ চ (এবং যদিও) এনং (এই আত্মাকে) নিত্যজাতং (সর্ব্বদা উৎপন্ন) বা (অথবা) নিত্যং মৃতং (সতত মরণশীল) মন্যসে (মনে কর), তথাপি ত্বং (তথাপি তুমি) এনং (ইঁহার জন্য) শোচিতুং ন অর্হসি (শোক করিবার যোগ্য নহে) ॥২৬॥

হে মহাবাহো! লোকায়তিক ও বৈভাষিকদিগের ন্যায় জীবকে যদি নিত্যজাত ও নিত্যমৃত বলিয়াই মান, তাহা হইলেও ত তোমার আর শোক করিবার কারণ নাই; শোক করিলে হীনমতবাদী অপেক্ষাও তুমি হীন হইবে ॥২৬॥

তাৎপর্য্য—

আত্মার অজত্ব ও নিত্যত্বাদি সম্বন্ধে বিবিধ জ্ঞানগর্ভ উপদেশ এবং যুক্তি ও প্রমাণাদি প্রয়োগ করিয়া অধুনা শ্রীভগবান্ অন্যরূপ যুক্তিপথে যুদ্ধের বৈধতা ও হনন ক্রিয়ার নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণ করিবার প্রয়াস করিতেছেন। আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে যেরূপ সাধারণ বিশ্বাস প্রচলিত আছে, এস্থলে ভগবান্ তাহাই উদ্ঘাটিত করিতেছেন। সাধারণতঃ লোকে মনে করে, দেহের সহিত আত্মা জন্মপরিগ্রহ করে এবং সেই দেহ নাশেই আত্মনাশ সংঘটিত হয়, ভগবান্ বলিতেছেন, হে বিপুল বাহু বলসম্পন্ন বীরোত্তম অর্জ্জুন! যদি তুমিও সাধারণ লোকের ন্যায় উল্লিখিত ভ্রমাত্মক বিশ্বাসের বশবর্ত্তী এবং শোকাচ্ছন্ন

হইয়া সমরে পশ্চাৎপদ হও, তাহা হইলে তোমার সর্ব্বজন সমাদৃত বীরত্ব লোকসমাজে নিন্দস্পদ হইয়া উঠিবে। অতএব তাদৃশ ব্যবহার তোমার পক্ষে কখনই উচিত নহে। তুমি মহাবাহু ক্ষত্রিয় যুদ্ধই তোমার প্রিয় কার্য্য। অনর্থক শোকোচ্ছ্বাস তোমার ধর্ম্ম বিরুদ্ধ ॥২৬॥

জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥২৭॥

অন্বয়—হি (যেহেতু) জাতস্য (জাতব্যক্তির) মৃত্যুঃ (মৃত্যু) ধ্রুবঃ (নিশ্চিত), মৃতস্য চ (মৃত ব্যক্তিরও) জন্ম (জন্ম) ধ্রুবম্ (নিশ্চিত)। তস্মাৎ (অতএব) ত্বং (তুমি) অপরিহার্য্যে (অবশ্যম্ভাবী) অর্থে (বিষয়ে) শোচিতুং ন অর্হসি (শোক করিবার যোগ্য নহে) ॥২৭॥

এখন তার্কিকদিগের মতও বিচার কর। যদি জন্ম হইলেই কর্ম্মক্ষয়ে নিশ্চয় মরিতে হয় ও মরণ হইলে কর্ম্মফল ভোগ করিবার কারণ আবার নিশ্চিত জন্ম গ্রহণ করিতে হয়; তবে এমত অপরিহার্য্য বিষয়ে শোকাকুলিত হওয়া তোমার কর্ত্তব্য নহে। শোকদ্বারা চালিত হইলে তার্কিক অপেক্ষাও তুমি হীন হইবে ॥২৭॥

তাৎপর্য্য—

সংসারের যে কেহ একবার জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছে, অখণ্ডনীয় নিয়ম প্রভাবে তাহাকে নিশ্চয়ই কালগ্রাসে পতিত

হইতে হইবে এবং পুনরায় রূপান্তর ধারণ করিয়া আবির্ভূত হইতে হইবে। শীঘ্র বা বিলম্বে অদ্য হউক বা দশদিন পরেই হউক, জাত জীব মাত্রেরই মরণ নামক অপ্রতিবিদেহ ধর্ম্মের অধীন হইতে হইবে। এবং মরণান্তে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিবে। মরণ হইবে না মনে করিয়া আশ্বস্ত হৃদয়ে নিরুদ্বিগ্নচিত্তে কালপাত কর বা মরণ অবশ্যম্ভাবী জানিয়া প্রতিনিয়ত তাহার নিমিত্ত প্রস্তুত থাক, যথাকালে মৃত্যু তোমাকে অবশ্যই গ্রহণ করিবে। কিন্তু মৃত্যুই চরম গতি নহে। কর্ম্মফল অনুসারে মরণান্তে আবার নবরূপ ধারণ করিয়া জীবমাত্রকেই ভবরঙ্গভূমিতে প্রবেশ করিতে হইবে। দিবার পর রাত্রি এবং রাত্রির পর দিবা যেরূপ অব্যাহত ভাবে বিশ্বরাজ্যে বিচরণ করিতেছে, জন্মের পর মৃত্যু ও মৃত্যুর পর জন্মও তদ্রূপ অবিসংবাদিত ভাবে পৃথ্বীরাজ্যে প্রতিনিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে। অতএব হে শোকবিমুগ্ধ সখে! জন্ম ও মরণ কদাপি শোকজনক নহে। তুমি এই অপ্রতিবিধেয় বিষয়ের নিমিত্ত শোকাচ্ছন্ন হইয়া মূঢ়জনোচিত ব্যবহার করিতেছ মাত্র। আত্মীয়পক্ষে শরীরাদি যোগজনিত জন্ম এবং বিয়োগজনিত মৃত্যু মুখ্য এবং শরীরের পক্ষে তদুভয় গৌণ। তুমি যুদ্ধে বিরত হইলেও তোমার প্রতিযোগিবর্গ স্ব স্ব আরব্ধ কর্ম্মফলের অবসানে নিশ্চয়ই মৃত্যুগ্রামে পতিত হইবে। সুতরাং যুদ্ধ না করিলে কেবল অনর্থক তোমার স্বধর্ম্মচ্যুতি সংঘটিত হইবে মাত্র ॥২৭॥

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিবেদনা ॥২৮॥

অন্বয়—ভারত! (হে ভরতবংশাবতংস!) ভূতানি (প্রাণিগণের) অব্যক্তাদীনি (জন্মের পূর্ব্বাবস্থা অজ্ঞাত) ব্যক্তমধ্যানি (জন্মবধি মৃত্যুপর্য্যন্ত মধ্যকাল জ্ঞাত) অব্যক্তনিধনানি এব (আর মৃত্যুর পরবর্ত্তীকালও অজ্ঞাত) তত্র (তদ্বিষয়ে) কা পরিবেদনা (শোকের হেতু কি আছে?) ॥২৮॥

হে ভারত! অপ্রকাশিত ভূতসকল উৎপন্ন হইয়া ব্যক্ত হয় জন্ম ও মরণ এই দুয়ের মধ্যে ব্যক্ত হইয়া আবার নিধনপ্রাপ্ত হইলে অব্যক্ত হইয়া যায়, তবে তজ্জন্য পরিবেদনা কেন? যদিও উক্ত মত সাধুসম্মত নয়, তথাপি বিচার স্থলে স্বীকার করিলেও তোমার পক্ষে ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম রক্ষার জন্য যুদ্ধ করাই কর্ত্তব্য ॥২৮॥

তাৎপর্য্য—

হে বিয়োগাশঙ্কা ব্যাকুলিত সখে! মানবকুলের মোহের বিষয় আলোচনা করিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। মনুষ্য নারীপ্রেমে উন্মত্ত হইয়া তাহাকে আপনার হৃদয়সর্ব্বস্ব বোধ করিতেছে। স্বকীয় জীবন ও মন অকপটচিত্তে তাহার চরণতলে উৎসর্গীকৃত করিতেছে। তাহার সন্তোষ সাধন ও প্রসাদন জীবনের একান্ত ব্রতরূপে পরিণত করিয়াছে। তাহার সহিত নিজের সম্বন্ধ অবিচ্ছেদ্য জ্ঞান করিয়া পরমানন্দ উপভোগ করিতেছে এবং তাহার বিরহে পলকে প্রলয় জ্ঞান করিয়া মর্ম্মা-

হত ও অবসন্ন হইতেছে। কিন্তু সেই প্রেমান্ধকে একবার জিজ্ঞাসা কর দেখি, 'এই রমনী পূর্ব্বজন্মে তোমার কে ছিল? কোথায় ছিল'? এ প্রশ্নের সে কোন উত্তর দিতে পারিবে না। কেবল বর্ত্তমানেই আমরা দেখিতে পাই এবং পুত্র, কন্যা, জনক, জননী, মিত্র, কলত্রাদি সম্বন্ধ সংস্থাপন করিয়া পরস্পরকে চিরাত্মীয় জ্ঞান করি। কিন্তু যাহার আদি জানি না, অবসান জানি না, তাহার বিয়োগে শোকোচ্ছ্বাস নিতান্ত উন্মত্ত-প্রলাপবৎ অনর্থক। ক্ষণিক সম্বন্ধে আকৃষ্ট অত্যল্পকালস্থায়ী প্রেমে বিমুগ্ধ এবং বর্ত্তমান সুখে বিমোহিত হইয়া আমরা চিরদিনের অপরিচিত অজ্ঞাতপূর্ব্ব এবং অনিশ্চিত-দোষ ব্যক্তিবর্গকে আমার আমার করিয়া মৃতকল্প হই। তাহাদের কণ্ঠহার তুল্য করিয়া হৃদয়ে ধারণ করি। এতদপেক্ষা ভ্রান্তি ও মূঢ়তা কি হইতে পারে? যাহা পূর্ব্বে অদৃষ্ট ছিল পুনরায় দৃষ্ট হইয়াছে এবং পরবর্ত্তীকালে প্রনষ্ট হইবে এরূপ ভ্রান্তি-জনক ঘূর্ন্যমান প্রাণীর নিমিত্ত শোকের কোন কারণ নাই ॥২৮॥

আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেন-
মাশ্চর্য্যবদ্ বদতি তথৈব চান্যঃ ॥
আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ ॥২৯॥

অন্বয়—কশ্চিৎ (কেহ) এনং (এই আত্মাকে) আশ্চর্য্যবৎ (বিস্মিতভাবে) পশ্যতি (দর্শন করেন) তথা এব (সেইরূপই)

অন্যঃ (অপরে) এনং (এতদ্বিষয়ে) আশ্চর্য্যবৎ (বিস্ময়জনক-রূপে) বদতি (আলোচনা করেন) অন্যঃ চ (অন্য ব্যক্তি) এনং (ইঁহাকে) আশ্চর্য্যবৎ (বিস্মিতভাবে) শৃণোতি (শ্রবণ করেন) কশ্চিৎ চ (কেহও) শ্রুত্বা অপি (শ্রবণ করিয়াও) এনং (এই আত্মাকে) ন বেদ (জ্ঞাত নহেন) ॥২৯॥

জীবাত্মাকে কেহ কেহ আশ্চর্য্যবৎ দর্শন করেন, কেহ বা আশ্চর্য্যভাবে বর্ণনা করেন এবং কেহ কেহ আশ্চর্য্যজ্ঞানে তত্ত্বত শ্রবণ করেন, আর অনেকেই শুনিয়াও তাঁহাকে বুঝিতে পারেন না। জীবাত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে এই প্রকার ভ্রম হইতে জড়বাদ, অনিত্যচৈতন্যবাদ ও কেবলাদ্বৈতবাদ-রূপ অনর্থ প্রসূত হইয়াছে ॥২৯॥

তাৎপর্য্য—

হে ভ্রাতঃ অর্জ্জুন! কেবল তুমিই দুরগম্য রহস্যপূর্ণ আত্মতত্ত্ব বিষয়ক বিবিধ তত্ত্বকথা ও উপদেশ বাক্য শ্রবণ করিয়া আত্মার যথার্থভাব সম্যকরূপে প্রণিধান করিতে অক্ষম হইতেছে এবং মদীয় বাক্যাবলী নিরতিশয় অসম্ভব জ্ঞান করিয়া বিস্ময় স্তিমিত নেত্রে আমার প্রতি চাহিয়া রহিয়াছ এরূপ নহে। এই আত্মতত্ত্ব এরূপ রহস্যজালে বিজড়িত যে কেহই তাহার মর্ম্ম সহসা ধারণ করিতে সক্ষম হন না। গুরোপদেশে যাহার হৃদয়কন্দরস্থ অন্ধকাররাশি বিগত হইয়াছে এবং আত্ম-দর্শনরূপ অপরিসীম সৌভাগ্য হইয়াছে তিনিও বিস্ময়পরি-প্লুতভাবে আত্মাকে দর্শন করেন। যে ব্যক্তি আত্মতত্ত্ব

পর্য্যালোচনারূপ প্রসঙ্গে নিমগ্ন থাকেন, তিনিও ইহাকে অদ্ভুতের একশেষ বলিয়া বর্ণনার উপসংহার করেন। যে ব্যক্তি আত্মতত্ত্ববিষয়ক অসম্ভববৎ বৃত্তান্তসমূহ শ্রবণ করিতে প্রবৃত্ত হন তিনিও সকলই অলৌকিক কথা মনে করিয়া অভিভূত হন এবং কোনমতেই ইহাকে হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া অবসন্ন হৃদয়ে নিবৃত্ত হন। ফলতঃ এতদপেক্ষা অত্যদ্ভুত তত্ত্ব আর কিছুই দেখা যায় না। যিনি সংসারের সমস্ত বস্তুতে অনুস্যূত রহিয়াছেন, যিনি স্থাবর জঙ্গমাদি যাবতীয় ভৌতিক পদার্থে বিনিবিষ্ট রহিয়াছেন যিনি আমাদের অন্তরে বাহ্যে নিরন্তর বিরাজ করিতেছেন এবং যাহার অপ্রতিহত প্রভাব পরতন্ত্র হইয়া বিশ্বব্যাপারে নির্ব্বাহিত হইতেছে; সেই সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, মঙ্গলময় আত্মাকে লোকে দেখিয়াও দেখিতে পায় না, শুনিয়াও কথা ধারণ করিতে পারে না। এতদপেক্ষা অদ্ভুততর প্রহেলিকা আর কিছুই নাই। হে সখে অর্জ্জুন! যদি বল যে আমি ত আমি, কতশত বিদ্বান ব্যক্তিও ত শোক প্রকাশ করিয়া থাকেন, তবে কেন বৃথা আমাকে তিরস্কার করিতেছ, আর আমি তোমার কথার কিছু অর্থ বুঝিতে পারিতেছি না। তাহাতে আমার অনুমাত্র দোষ নাই, দোষ তোমারই, কারণ শাস্ত্রে কথিত আছে—'যেখানে শ্রোতা বুঝিতে না পারে সেখানে বক্তারই দোষ' এই কল্পিত বাক্যের উত্তর-স্বরূপে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন'—তোমার এই দুইটি আশঙ্কাই অমূলক কারণ তুমি যাহাদের বিদ্বান বলিয়া মনে করিতেছ তাহারা তোমারই মত আত্মতত্ত্বজ্ঞান দরিদ্র বলিয়াই

শোক করিয়া থাকেন। আরও দেখ, ক্ষেত্র উত্তম না হইলে তাহাতে রোপিত বীজ কোনরূপ ফলদায়ক হয় না। সেইরূপ অন্তঃকরণ সুনির্ম্মল না হইলে তাহাতে শাস্ত্রোপদেশ স্বরূপ বীজও ফলদায়ক হয় না। যে ব্যক্তির অন্তঃকরণ মলিন, সে ব্যক্তি আত্মপ্রতিপাদক শাস্ত্রের সারমর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হয় না। তোমার বিদ্বানবর্গের যেরূপ অন্তঃকরণ তোমার নিজেরও তদ্রূপ; সুতরাং আত্মপ্রতিপাদক শাস্ত্রের মর্ম্মও সেইরূপ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছ। হে অসূক্ষ্ম দর্শিন! আত্মপদার্থ সহজে জানা যায় না। আত্মা দুর্ব্বিজ্ঞেয়। কেন যে আত্মা দুর্ব্বিজ্ঞেয় বলিতেছি শ্রবণ কর। যেরূপ বহুরূপী নামক সরীসৃপ বিশেষের রূপ নির্ণয় করা সমস্যা বিশেষ। আত্ম-স্বরূপ বিনির্ণয়ও তদ্রূপ। আত্মা সর্ব্বাশ্চর্য্যময়। যে আত্মাকে দর্শন করিতে হইবে সেই দর্শন ক্রিয়ার কর্ম্ম স্বরূপ আত্মা আশ্চর্য্যময়। আত্মাকে দর্শনরূপ ক্রিয়াও আশ্চর্য্যময়। আত্মবিষয়ক সকলই আশ্চর্য্যময়। আত্মসাক্ষাৎকার সকলের অদৃষ্টে সংঘটিত হয় না। শম-দমাদি সাধনসম্পন্ন সন্ন্যাসী-বর্গের মধ্যেও কোন কোন ভাগ্যবানের ভাগ্যেই ইহা সংঘটিত হয়, তাদৃশ পরমানন্দ লাভ করাও সহজসাধ্য নহে। আত্ম-তত্ত্বজিজ্ঞাসুকে প্রথমতঃ অধিকারী হইতে হইবে। দীর্ঘকাল এইরূপ করিতে করিতে অন্তঃকরণ সুনির্ম্মল হয়। যেমন নির্ম্মলি ফল সংযোগে জলের মালিন্য নিবৃত্ত হইয়া সচ্ছতা আসিয়া উপস্থিত হয় তদ্রূপ ব্রহ্মবিদ্যা প্রভাবে অবিদ্যাদি ভাব অপগত হয়। অতএব হে বয়স্য অর্জ্জুন! আত্মতত্ত্ব

অতিশয় দুরবিগম্য বলিয়া তুমি নিরুৎসাহ হইও না। তত্ত্ব-জ্ঞানার্থ যত্ন করিলে তুমি আত্মসাক্ষাৎকার করিবে এবং ক্রমে এই দুস্তর শোকসাগর উত্তীর্ণ হইবে ॥২৯॥

দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্ব্বস্য ভারত।
তস্মাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥৩০॥

অন্বয়—ভারত! (হে ভরতবংশীয় অর্জ্জুন!) অয়ং দেহী (এই আত্মা) সর্ব্বস্য (সকল প্রাণীর) দেহে (শরীরে) নিত্যম্ (নিত্য) অবধ্যঃ (বধের অযোগ্য)। তস্মাৎ (অতএব) ত্বং (তুমি) সর্ব্বাণি ভূতানি (সকল প্রাণীর জন্য) শোচিতুং ন অর্হসি (শোক করিবার যোগ্য নহ) ॥৩০॥

বস্তুত দেহ বিগত হইলেও দেহধারী এই জীবাত্মা নিত্য অবধ্যরূপে বিরাজিত থাকেন, অতএব ভূতগণের জন্য তোমার শোক করা অকর্ত্তব্য ॥৩০॥

তাৎপর্য্য—

হে ভরতকুলোত্তম অর্জ্জুন! দেহী অর্থাৎ আত্মা নিরবয়বত্বহেতু নিত্য এবং সর্ব্বপদার্থে অনুস্যূত, এজন্য অবধ্য অতএব ভীষ্ম দ্রোণাদি আত্মীয়গণের বিয়োগাশঙ্কায় ব্যাকুল হওয়া তোমার পক্ষে কখনও উচিত হয় না। স্থূলদেহের নিমিত্ত শোকের কোন কারণ নাই। কারণ তাহা অনিত্য বিনশশীল, সুতরাং তহার ধ্বংস অপরিহার্য্য। কিন্তু লিঙ্গ

দেহ আত্মার ন্যায় অবধ্য। অতএব তুমি কাহার নিমিত্ত শোক করিবে ? ॥৩০॥

স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।
ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে ॥৩১॥

অন্বয়—অপি (এমন কি) স্বধর্ম্মং চ (আত্মধর্ম্ম ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম) অবেক্ষ্য (বিশেষভাবে আলোচনা করিয়াও) [ত্বং (তুমি)] বিকম্পিতুং ন অর্হসি (উদ্বিগ্ন হওয়ার যোগ্য নহ)। ক্ষত্রিয়স্য (ক্ষত্রিয়ের পক্ষে) ধর্ম্ম্যাৎ (ন্যায্য) যুদ্ধাৎ (যুদ্ধ অপেক্ষা) অন্যৎ (অন্য) শ্রেয়ঃ (মঙ্গলজনক কার্য্য) ন বিদ্যতে (আর নাই ॥৩১॥

স্বধর্ম্ম আলোচনা করিলেও তুমি এ প্রকার ভীত হইতে পার না ; কেন না ধর্ম্মযুদ্ধ ব্যতীত ক্ষত্রিয়ের পক্ষে শ্রেয়স্কর কর্ম্ম আর নাই ; যেহেতু তদ্দ্বারা প্রজারক্ষণ, দুষ্টদমন ও ধর্ম্মের সহিত ক্ষিতিপালন হয়। মুক্ত ও বদ্ধ-দশাদ্বয় ভেদে জীবের স্বধর্ম্ম দ্বিবিধ। মুক্ত অবস্থায় জীবের স্বধর্ম্ম উপাধি-রহিত ; পরন্তু জীব জড়বদ্ধ হইলে সেই স্বধর্ম্ম কিয়ৎপরিমাণে উপাধিযুক্ত হয়। বদ্ধ অবস্থায় জীবের নানাবিধ অবান্তর অবস্থা আছে। সেই অবান্তর অবস্থায় স্বধর্ম্মেরও আকারভেদ অপরিহার্য্য। জীব জড়বদ্ধ অবস্থায় মানবশরীরে অবস্থিত, সেই অবস্থায় তাঁহার স্বধর্ম্মটি বর্ণাশ্রমধর্ম্মরূপী হইলেই সুষ্ঠু হয়। অতএব বর্ণাশ্রম ধর্ম্মেরই অন্য নাম 'স্বধর্ম্ম'। ক্ষত্রিয়-

স্বভাবপ্রাপ্ত ব্যক্তির পক্ষে যুদ্ধ অপেক্ষা আর কি শ্রেয়ঃ হইতে পারে ? ॥৩১॥

তাৎপর্য্য—

পরমার্থ তত্ত্বমূলক যুক্তি ও বিচারদ্বারা তোমার শোক-মোহের অযৌক্তিকতা প্রতিপাদন করা হইল। কিন্তু তুমি যদি পরমার্থতত্ত্ব বিচার না করিয়া স্বধর্ম্মের প্রতি লক্ষ্য কর তাহা হইলেও বুঝিতে পারিবে উপস্থিত বিষয়ে শোক মোহ যুক্তি যুক্ত নহে। তুমি ক্ষত্রিয়, যুদ্ধই তোমার ধর্ম্ম। তুমি যে 'বেপথুশ্চ শরীরে মে' ইত্যাদি বাক্যে কাতরতা প্রকাশ করিয়াছ তাহা তোমার পক্ষে কখনই সুসঙ্গত নহে। তুমি যে 'যদ্যপ্যেতে ন পশ্যাতি' ইত্যাদি হইতে 'নরকে নিয়তং বাসো ভবতি' এই পর্য্যন্ত বাক্যে পাপের আশঙ্কা ব্যক্ত করিয়াছ। এবং 'কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে' ইত্যাদি বাক্যে গুরুজন বধের যে আশঙ্কা ব্যক্ত করিয়াছ তৎসমস্তই ধর্ম্মশাস্ত্র বিরুদ্ধ। কারণ ধর্ম্ম যুদ্ধ অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের জীবনে অধিকতর শ্রেয়স্কর কার্য্য আর কিছুই নাই। চিকিৎসক রোগীর হিতার্থে তাহার শরীরে অস্ত্রপ্রয়োগ করিয়া তাহাকে আপাততঃ অশেষ যন্ত্রণা প্রদান করিলেও পরিণামে সেই রোগী ব্যাধি মুক্তিজনিত পরম সুখ সম্ভোগ করে। তদ্রূপ যুদ্ধে শত্রুসংহার আপাততঃ যন্ত্রণা-জনক ও ক্লেশপ্রদ হইলেও শত্রুগণের পক্ষে পরিণাম নিরতিশয় সুখময়। সুতরাং ইহাতে দুঃখের বিষয় কিছুই নাই ॥৩১॥

যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্ ॥৩২॥

অন্বয়—পার্থ! (হে অর্জ্জুন!) সুখিনঃ (সৌভাগ্যবান্) ক্ষত্রিয়াঃ (ক্ষত্রিয়গণ) যদৃচ্ছয়া (দৈবক্রমে) উপপন্নং (উপস্থিত) অপাবৃতং স্বর্গদ্বারং চ (এবং উন্মুক্ত স্বর্গদ্বারস্বরূপ) ঈদৃশং (এরূপ) যুদ্ধং (যুদ্ধ) লভন্তে (লাভ করে) ॥৩২॥

হে পার্থ! যদৃচ্ছাক্রমে উপস্থিত অনাবৃত স্বর্গদ্বার-রূপ ঈদৃশ যুদ্ধ যে-সকল ক্ষত্রিয়গণ লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সৌভাগ্যবান্ ॥৩২॥

তাৎপর্য্য—

যদি এমন মনে কর, যে যুদ্ধ কর্ত্তব্যকর্ম্ম হইলেও ভীষ্ম-দ্রোণাদি গুরুজনগণের সহিত যুদ্ধ কখনও সম্ভব নহে। তাহা হইলে বুঝিয়ে দেখ, এই যুদ্ধ তোমার উত্তেজনা বা চেষ্টা দ্বারা উপস্থিত হয় নাই। এবং ভীষ্ম দ্রোণাদি বীরপুরুষকে প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে সমর ক্ষেত্রে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত তুমি অনুরোধ কর নাই। এরূপ অনায়াসলব্ধ যে ক্ষত্রিয়ের অদৃষ্টে সঙ্ঘটিত হয় তাহাকে পরম ভাগ্যবান জ্ঞান করা উচিত। কেননা যুদ্ধে জয়লাভ করিলে বিপুল যশ ও রাজ্য করায়ত্ত হইবে এবং পরাজিত হইলে স্বর্গের দ্বার উন্মুক্ত হইবে। ভীষ্ম, দ্রোণাদি গুরু ব্রাহ্মণ হইলেও তাঁহাদের বধজন্য পাপ স্পর্শ করিবে না। যেহেতু তাহারা আততায়ী। অতএব তোমার ভাগ্যবলেই এই সুখস্বর্গপদ যুদ্ধ প্রযত্ন ব্যতীত উপস্থিত

হইয়াছে। তুমি এই যুদ্ধে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিও না, বুঝিয়া দেখ, তোমার কথিত 'স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ শ্যাম মাধবঃ' ইত্যাদি বাক্য নিতান্ত অমূলক, কারণ যুদ্ধ সুখেরই সাধন ॥৩২॥

অথ চেত্ত্বমিমং ধর্ম্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।
ততঃ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি ॥৩৩॥

অন্বয়—অথ (পক্ষান্তরে) চেৎ (যদি) ত্বম্ (তুমি) ইমং (এই আরব্ধ) ধর্ম্ম্যং (ধর্ম্ম-সঙ্গত) সংগ্রামং (যুদ্ধ) ন করিষ্যসি (না কর) ততঃ (তাহা হইলে) স্বধর্ম্মং (ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম) কীর্ত্তিং চ (ও কীর্ত্তি) হিত্বা (ত্যাগ করিয়া) পাপং (পাপ) অবাপ্স্যসি (প্রাপ্ত হইবে) ॥৩৩॥

তুমি এই ধর্ম্মযুদ্ধ না করিলে স্বীয় ধর্ম্ম ও কীর্ত্তি হইতে ভ্রষ্ট হইয়া স্বধর্ম্মত্যাগ-লক্ষণ পাপভাগী হইবে ॥৩৩॥

তাৎপর্য্য—

তুমি পূর্ব্বেই বলিয়াছ 'ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ'। এখনও যদি সেই বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া বল যে আমি যুদ্ধের ফল কামনা করি না। সুতরাং যুদ্ধ আমার পক্ষে কর্ত্তব্য নহে। এই আশঙ্কার উত্তর স্বরূপ শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, উপস্থিত যুদ্ধ সম্পূর্ণরূপ ধর্ম্মসঙ্গত এবং হিংসাদি দোষ বিরহিত। তুমি এই ন্যায়সঙ্গত যুদ্ধে অপর

কর্ত্তৃক আহূত হইয়া যদি ধর্ম্মভয়ে বিরত হও তাহা হইলে স্বধর্ম্ম পরিত্যাগজনিত পাপে তোমাকে অবশ্যই পাপী হইতে হইবে। বর্ত্তমান পাপ পর্য্যন্ত যাবজ্জীবন স্বর্গে অমরবৃন্দের সমীপে এবং বসুন্ধরায় মানবকুলের সমক্ষে যে কীর্ত্তিরাশি অর্জ্জন করিয়াছ, তৎসমস্ত পরিত্যাগ করিয়া কলঙ্ক ও দুষ্কৃতির আস্পদ হইতে হইবে। সুতরাং তুমি যদি রণক্ষেত্র পরিত্যাগ করিতে উন্মুখ হও তাহা হইলে দুষ্ট দুর্য্যোধনাদি তোমার শত্রুবর্গ অবশ্যই তোমাকে তৎকালে হনন করিবে সুতরাং তোমার বীরোপার্জ্জিত পুণ্য দুর্য্যোধনাদি পাপীগণকে আশ্রয় করিবে এবং তাহাদের পাপরাশি তোমাকে গ্রহণ করিতে হইবে। অতএব হে অর্জ্জুন তুমি যে বলিয়াছ 'পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ' এবং 'এতান্ ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদনঃ' ইত্যাদি বাক্য, ধর্ম্ম ও যুক্তিশাস্ত্র বিরুদ্ধ ॥৩৩॥

অকীর্ত্তিঞ্চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেঽব্যয়াম্।
সম্ভাবিতস্য চাকীর্ত্তির্মরণাদতিরিচ্যতে ॥৩৪॥

অন্বয়—ভূতানি চ (লোকসকলও) তে (তোমার) অব্যয়াং (চিরস্থায়িনী) অকীর্ত্তিম্ অপি (অকীর্ত্তিও) কথয়িষ্যন্তি (বলিবে)। চ (আরও) সম্ভাবিতস্য (সম্মানিত ব্যক্তির) অকীর্ত্তিঃ (অপযশ) মরণাৎ (মরণাপেক্ষা) অতিরিচ্যতে (অধিক হয়) ॥৩৪॥

তাহা হইলে লোকে চিরকাল তোমার অকীর্ত্তির কথা ঘোষণা করিবে। অতি প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির অকীর্ত্তি মৃত্যু অপেক্ষা অধিক ॥৩৪॥

তাৎপর্য্য—

এই যুদ্ধে বিরত হইলে কেবল যে স্বধর্ম্ম এবং কীর্ত্তি পরিত্যাগ করিয়া পাপভাগী হইবে এমন নহে, অধিকন্তু দেব, ঋষি, সকলে তোমার অনন্তকালব্যাপী অকীর্ত্তি ঘোষণা করিতে থাকিবে। যেখানেই তোমার কথা উঠিবে সেই স্থানেই প্রসঙ্গতঃ তাঁহারা তোমাকে ধর্ম্মহীন ও শূরত্বশূন্য বলিয়া উল্লেখ করিবে। অতএব যুদ্ধত্যাগজনিত কেবল পারলৌকিক পাপ নহে, ইহলোকেও তোমার নাম অপরিসীম কলঙ্কের আশ্রয় হইবে। তুমি ভূতনাথ ভবানীপতি কর্ত্তৃক সমাদৃত, দেবরাজ ইন্দ্র কর্ত্তৃক আদৃত, ভূলোকবিজয়ী মহাযশস্বী বীর পুরুষ। তোমার ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে অকীর্ত্তি মরণের অপেক্ষাও বিগর্হিত। অতএব অকীর্ত্তি বিড়ম্বনাভাজন হওয়া তোমার পক্ষে কখনও বিধেয় নহে ॥৩৪॥

ভয়াদ্রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ।
যেষাঞ্চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম্ ॥৩৫॥

অন্বয়—মহারথাঃ (দুর্য্যোধনাদি মহারথগণ) ত্বাং (তোমাকে) ভয়াৎ (ভয়নিমিত্ত) রণাৎ (যুদ্ধ হইতে) উপরতং (বিরত)

মংস্যন্তে (মনে করিবে)। চ (আরও) ত্বং (তুমি) যেষাং (যাহাদিগের) বহুমতঃ ভূত্বা (অতিশয় সম্মানের পাত্র হইয়া) [তেষাং (তাহাদের নিকট)] লাঘবং যাস্যসি (লঘুতা বা অখ্যাতি লাভ করিবে) ॥৩৫॥

যে সকল মহারথ তোমাকে বহুমানন করিয়া থাকেন, তাঁহারা তোমাকে লঘুজ্ঞান করিবেন। তাঁহারা মনে করিবেন তুমি ভয়প্রযুক্ত যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইয়াছ ॥৩৫॥

তাৎপর্য্য

যদি মনে কর, ভীষ্ম-দ্রোণাদি গুরুজনগণ আমার বীরত্ব-হেতু চিরদিনই আমাকে সমাদর করিতেছেন, সুতরাং অদ্য যুদ্ধক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলেও আমার বিশেষ অকীর্ত্তির সম্ভাবনা নাই। তদুত্তরে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, হে ভ্রমান্ধ-চিত্ত সখে! চিরদিন বীরত্বহেতু সমাদৃত হইলেও, তুমি রণ-ক্ষেত্র হইতে প্রস্থান করিবামাত্র ভীষ্ম, দ্রোণ, দুর্য্যোধনাদি মহা-রথগণ নিশ্চয়ই মনে করিবেন যে কর্ণাদি ভুজবল পরাক্রান্ত প্রতিদ্বন্দ্বী বীর পুরুষগণের ভয়েই অদ্য তুমি সমর বিমুখ হইয়াছ। অমূলক এবং অসম্ভব করুণা প্রাবল্যে তুমি যে যুদ্ধে বিরত হইয়াছ তাহা কেহই মনে করিবে না। অতএব যাহাদের নিকট অধুনা তুমি সর্ব্বসদ্গুণের আস্পদ বলিয়া আদৃত হইতেছ সেই ভীষ্মাদি মহারথগণের নিকট অতঃপর ভীত কাপুরুষ ইত্যাদি বহুবিধ বাক্যে ধিক্কৃত হইতে থাকিবে ॥৩৫॥

অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ।
নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিম্ ? ॥৩৬॥

অন্বয়—তব (তোমার) অহিতাঃ (শত্রুসকল) তব (তোমার) সামর্থ্যং (সামর্থ্যের) নিন্দন্তঃ (নিন্দাকরতঃ) বহূন্ (নানা প্রকার) অবাচ্যবাদান্ চ (অকথ্য বাক্যসকলও) বদিষ্যন্তি (বলিবে)। নু (ওহে!) ততঃ (তাহা অপেক্ষা) দুঃখতরং (অধিক দুঃখ) কিম্ (কি হইতে পারে ?) ॥৩৬॥

তোমার বৈরীবর্গ তোমাকে কত অবক্তব্য কটু কথা কহিবে, তোমার সামর্থ্যের নিন্দা করিবে। তোমার পক্ষে ইহা অপেক্ষা অধিকতর দুঃখের বিষয় আর কি আছে ?

তাৎপর্য্য—

কেবল যে মহারথগণের নিকটই তোমার লঘুতা প্রতিপাদিত হইবে এমন নহে। দুর্য্যোধনাদি তোমার চিরন্তন বৈরীগণ তোমার নানা প্রকার কুৎসা কীর্ত্তন করিবে। তোমার লোকপ্রসিদ্ধ অলৌকিক সামর্থ্যজনিত কীর্ত্তিচন্দ্রিমা কলঙ্করূপ রাহুর কবলগত হইবে এবং দুর্য্যোধনাদি দুরন্ত অরিকুল তোমাকে হীনক্লীবাদিরূপ কুৎসিত শব্দে সম্ভাষিত করিতে থাকিবে। এইরূপ নিন্দাভাজন হওয়া অপেক্ষা অধিকতর দুঃখের বিষয় আর কিছুই নাই। অতএব তুমি সমর-বিমুখ হইলে যাহাদের অশেষ কল্যাণ সম্ভব, তোমার সেই শত্রুগণও বিবিধবিধানে তোমার নিন্দাই করিতে থাকিবে। সুতরাং কি ভীষ্মাদি গুরুজনগণ সমীপে অথবা দুর্য্যোধনাদি শত্রুগণের

নিকটে সর্ব্বত্রই তোমাকে নিদারুণ দুঃখপ্রদ নিন্দাভাজন হইতে হইবে। হে সখে! এতদপেক্ষা দুরবস্থা আর কি হইতে পারে? ॥৩৬॥

হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।
তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥৩৭॥

অন্বয়—হতঃ বা (যদি হত হও) স্বর্গং (স্বর্গ) প্রাপ্স্যাসি (লাভ করিবে) জিত্বা বা (কিংবা জয় করিয়া) মহীং (পৃথিবী) ভোক্ষ্যসে (ভোগ করিবে)। কৌন্তেয়! (হে কুন্তীপুত্র!) তস্মাৎ (অতএব) যুদ্ধায় (যুদ্ধনিমিত্ত) কৃতনিশ্চয়ঃ (নিশ্চয় করিয়া) উত্তিষ্ঠ (উত্থান কর) ॥৩৭॥

হে কুন্তীনন্দন! তুমি যুদ্ধে হত হইলে স্বর্গলাভ করিবে, জয়ী হইলে পৃথিবী ভোগ করিবে। অতএব কৃতনিশ্চয় হইয়া যুদ্ধ করিবার জন্য উত্থান কর ॥৩৭॥

তাৎপর্য্য—

অর্জ্জুন যদি মনে করেন, যুদ্ধে গুরুজনাদি বধজনিত নিন্দা এবং সমর বিরতি জনিত শত্রুজনকৃত কলঙ্ক এতদুভয়ের মধ্যে কোনটী অবলম্বনীয়। তৎসম্বন্ধে অর্জ্জুন সন্দিহান হইতেছেন মনে করিয়া শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, হে অর্জ্জুন এই সমরে তোমার জয় বা পরাজয় যাহাই কেন হউক না, তোমার অপরিসীম লাভ বিষয়ক কোনই সন্দেহ নাই। যদি তুমি শত্রুর শস্ত্রাঘাতে বিগতজীব হও, তাহা হইলেও অক্ষয় স্বর্গভোগরূপ পরম সৌভাগ্যদ্বার তোমার নিমিত্ত উন্মুক্ত থাকিবে।

যদি তুমি বিজয়ী হও, তাহা হইলেও মহীমণ্ডলের আধিপত্য-রূপ বাঞ্ছনীয় সুখভোগ তোমার অধীন হইবে। যখন উভয়বিধ পরিণামেই যথেষ্টলাভ পরিদৃষ্ট হইতেছে, তখন হয় সমরে শত্রুকুল বিনাশ করিব অথবা তাহাদের হতে বিগতজীব হইব এইরূপ সংকল্পবদ্ধ হইয়া যুদ্ধের নিমিত্ত সমুত্থিত হও। অর্জ্জুনকৃত 'ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ো' ইত্যাদি বাক্যের উত্তর এই স্থলে প্রদত্ত হইবে। অর্থাৎ এতদ্দ্বারা বিবৃত হইল যে জয় ও পরাজয় উভয়ই প্রভূত ফলপ্রদ ॥৩৭॥

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি ॥৩৮॥

অন্বয়—ততঃ (তাহ হইলে) সুখ-দুঃখ (সুখ ও দুঃখকে) লাভালাভৌ (লাভ ও অলাভকে) জয়াজয়ৌ চ (এবং জয় ও পরাজয়কে) সমে (সমান) কৃত্বা (করিয়া অর্থাৎ সমান দৃষ্টিতে দেখিয়া) যুদ্ধায় (যুদ্ধের জন্য) যুজ্যস্ব (উদ্যোগী হও) এবং (এইরূপে) পাপং (পাপ) ন অবাপ্স্যসি (প্রাপ্ত হইবে না) ॥৩৮॥

সুখ দুঃখ, লাভালাভ ও জয় পরাজয়কে সমান জ্ঞান করত মুমুক্ষুমার্গস্থ হইয়া যুদ্ধ করিলে পাপভাগী হইতে হইবে না ॥৩৮॥

তাৎপর্য্য—

অর্জ্জুন যদি মনে করেন স্বর্গপ্রাপ্তি কামনায় যুদ্ধ করিলে যুদ্ধের নিত্যত্ব ধর্ম্মের ব্যাঘাত উপস্থিত হয়, তদুত্তরে

বলিতেছেন—দুঃখের বিনিবৃত্তি এবং কামনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক, যুদ্ধ অবশ্য করণীয় স্বধর্ম্ম বোধে যুধ্যমান গুরু-ব্রাহ্মণাদি বধ নিত্যকর্ম্ম জ্ঞান করিয়া যুদ্ধ কর, পাপ তোমাকে আশ্রয় করিবে না। যে ব্যক্তি ফল কামনায় গুরু-ব্রাহ্মণাদির নিপাতসাধন করে, সে অবশ্যই পাপগ্রস্ত হয় এবং যে ব্যক্তি তাহা অবশ্য করণীয় নিত্যকর্ম্ম জানিয়াও তাহাতে প্রবৃত্ত না হয় সেও অবশ্যই পাপগ্রস্ত হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি ফলকামনা অন্তর হইতে বিসর্জ্জন দিয়া, গুরু-ব্রাহ্মণাদি বধে প্রবৃত্ত হইতে পারে তাহাকে কখনও পাপ স্পর্শ করিতে পারে না। এই যুদ্ধে জয়ী হইলে অবনীমণ্ডলে আধিপত্যলাভ করিয়া সুখসৌভাগ্য সম্ভোগ করিব, অথবা পরাজিত হইলে দীন-হীন হইয়া অশেষ ক্লেশভারে প্রপীড়িত হইব। জয়-পরাজয় জনিত এবংবিধ লাভ এবং অলাভ, সুখ এবং দুঃখ হৃদয় হইতে বিদূরিত করিয়া যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও ; কখনই তোমাকে পাপ স্পর্শ, করিতে পারিবে না। আমি তোমাকে পূর্ব্বে যে 'হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্' বলিয়াছি, তাহা তুমি যুদ্ধের আনুষঙ্গিক ফলমাত্র বলিয়া জ্ঞান করিবে। অর্থাৎ জয়-পরাজয় উভয়কে সমজ্ঞান করিয়া যুদ্ধে বিনিযুক্ত হইবে ; যদি তাহাতে আনুষঙ্গিক অন্য কোন ফলের উদ্ভব হয়, তাহাতেও ক্ষতিবোধ করিবে না ॥৩৮॥

এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু।
বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি ॥৩৯॥

অন্বয়—পার্থ ! (হে অর্জ্জুন !) সাংখ্যে (আত্মজ্ঞান-বিষয়ে) এষা বুদ্ধিঃ (এই জ্ঞান) তে অভিহিতা (তোমাকে কথিত হইল)। যোগে তু (পরমেশ্বরার্পণরূপ কর্ম্মযোগে) ইমাং (এই বুদ্ধি) শৃণু (শ্রবণ কর)—যয়া (যেই) বুদ্ধ্যা যুক্তঃ (বুদ্ধিতে যুক্ত হইলে) কর্ম্মবন্ধং (কর্ম্মরূপ বন্ধন হইতে) প্রহাস্যসি (প্রকৃষ্টরূপে মুক্ত হইবে) ॥৩৯॥

সাংখ্য অর্থাৎ জ্ঞান ও স্বধর্ম্মরূপ পৃথক্ পৃথক্ তত্ত্ব-সম্বন্ধিনী বুদ্ধির কথা কথিত হইল। এক্ষণে তদুভয়ের যোগ-সম্বন্ধিনী বুদ্ধির কথা শ্রবণ কর। হে পার্থ ! তুমি যোগ-বুদ্ধিযুক্ত হইলে সংসার ক্ষয়করণে সমর্থ হইবে। পরে প্রদর্শিত হইবে যে, কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তিসংযোজক যোগ একটি মাত্র। যখন সেই যোগ কর্ম্মের অবধিকে সীমা করিয়া লক্ষিত হয়, তখন তাহাকে কর্ম্মযোগ বলে। যখন কর্ম্মসীমাকে অতিক্রম করিয়া জ্ঞানসীমার অবধি পর্য্যন্ত ব্যাপ্তি লাভ করে, তখন তাহাকে জ্ঞানযোগ বা সাংখ্যযোগ বলে। যখন তদুভয় সীমা অতিক্রম করত ভক্তিকে স্পর্শ করে, তখন তাহাকে ভক্তিযোগ, বুদ্ধিযোগ বা সম্পূর্ণ যোগ বলে। সাংখ্যজ্ঞান-দ্বারা তত্ত্বসকল পৃথগ্-রূপে সম্যক্ বর্ণিত হয়। ১২ শ্লোক হইতে ৩০ শ্লোক পর্য্যন্ত আত্মতত্ত্ব ও ৩১ শ্লোক হইতে ৩৮ শ্লোক পর্য্যন্ত অনাত্মতত্ত্ব স্বধর্ম্মাকারে নিরূপিত হইয়াছে। অগ্রে

তদুভয়ের যোগ কথিত হইবে এবং তদুভয়-যোগদ্বারা আত্ম-যাথাত্ম্য-সিদ্ধি চরমে কথিত হইবে ॥৩৯॥

তাৎপর্য্য—

এই শ্লোকে ভগবান্ অর্জ্জুনকে ভক্তি সহকৃত ক্রিয়া-যোগের উপদেশ প্রদান করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি বলিতেছেন, হে বয়স্য অর্জ্জুন! তোমাকে শোক মোহরূপ সংসার দুঃখের কারণভূত অজ্ঞানের নিবৃত্তির নিমিত্ত পরমার্থ বস্তুজ্ঞান বিষয়ে জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিয়াছি। এখন সেই জ্ঞান প্রাপ্তির উপায় স্বরূপ কর্ম্মযোগের অর্থাৎ আসক্তি ও ফল কামনায় শূন্য হইয়া জয়পরাজয়ের ফলস্বরূপ সুখ-দুঃখ-দ্বন্দ্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক। কেবল ঈশ্বরারাধনার্থ অনুষ্ঠানের বিষয় বলিতেছি শ্রবণ কর। হে পার্থ! তুমি সেই নিষ্কাম ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিলে ভগবৎ প্রসাদে জ্ঞানলাভ করিয়া ধর্ম্মাধর্ম্ম-রূপ কর্ম্মবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইবে ॥৩৯॥

নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপস্য ধর্ম্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥৪০॥
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধোয়োঽব্যবসায়িনাম্ ॥৪১॥

অন্বয় - ইহ (এই নিষ্কাম কর্ম্মযোগে) অভিক্রমনাশঃ (আরম্ভের নাশ) ন অস্তি (নাই) প্রত্যবায়ঃ ন বিদ্যতে (প্রত্যবায় নাই) অস্য ধর্ম্মস্য (এই ধর্ম্মের অর্থাৎ ভাগবদ্ধর্ম্মের) স্বল্পম্

অপি (অত্যল্পমাত্র অনুষ্ঠানও) মহতঃ ভয়াৎ (মহাভয় অর্থাৎ সংসাররূপ মহাভয় হইতে) ত্রায়তে (রক্ষা করিয়া থাকে) ॥৪০॥

কুরুনন্দন ! (হে কুরুকুলধর অর্জ্জুন !) ইহ (ঈশ্বরারাধনরূপ নিষ্কাম কর্ম্মযোগে) ব্যবসায়াত্মিকা (নিশ্চয়াত্মিকা) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) একা (ঐকান্তিকী) [কিন্তু] অব্যবসায়িনাং (কামিদিগের) বুদ্ধয়ঃ (বুদ্ধিসকল) অনন্তাঃ (সীমাহীনা) বহুশাখাঃ চ (এবং বহুশাখাবিশিষ্টা) ॥৪১॥

এই যোগের অভিক্রম ব্যর্থ হয় না ও তাহাতে প্রত্যবায়ও নাই। তাহার স্বল্পানুষ্ঠানও অনুষ্ঠাতাকে সংসাররূপ মহাভয় হইতে পরিত্রাণ করে। আত্মযাথাত্ম্য-সিদ্ধিকে লক্ষ করিয়া জ্ঞানযোগসাধক কর্ম্মযোগে যে বুদ্ধি তাহা এক, তাহার নাম ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি। অব্যবসায়ী লোকের বুদ্ধি কাম্যকর্ম্ম-বিষয়িণী তাহা অনেক বিষয়-নিষ্ট বলিয়া বহুশাখাময়ী ও অনন্ত-কামনা-লক্ষিণী। তাহাতে কর্ম্মনাশ ও প্রত্যবায়ের আশঙ্কা আছে ॥৪০ ৪১॥

তাৎপর্য্য—

যোগ দ্বিবিধ। শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্তিরূপ এবং ভগবদুদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত নিষ্কাম কর্ম্মরূপ 'কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে' ইত্যাদি (২য় অঃ ৪৭ শ্লোকের) দ্বারা শ্রীভগবান্ ভক্তিযোগেরই নিরূপণ করিলেন। আর 'নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন' ইত্যাদি (২য় অঃ ৪৫ শ্লোকের) দ্বারা ভক্তিকেই তিনি ত্রিগুণাতীতরূপে বর্ণনা করিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতে ১১শ স্কন্ধে উক্ত হইয়াছে

'পুরুষ ভক্তির দ্বারাই ত্রিগুণাতীত হয়' অতএব কেবল ভক্তিই পুরুষের নিস্ত্রৈগুণ্যের মূল কারণ। সত্ত্ব ও রজগুণের প্রাবল্যহেতু জ্ঞান এবং কর্ম্ম হইতে পুরুষ নিস্ত্রৈগুণ্য লাভ করিতে সমর্থ হয় না। ভগবদুদ্দেশ্যে শ্রবণ কীর্ত্তনাদি লক্ষণাভক্তি নিষ্কাম কর্ম্মে বৈগুণ্যাভাব মাত্র প্রতিপাদিত করে, অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম্মের আপাততঃ কোন ফল দৃষ্ট হয় না। হইলেও শ্রবণ কীর্ত্তনাদি লক্ষণাভক্তি উক্ত কর্ম্মের ফলরূপ। সুতরাং তাহা নিষ্কাম কর্ম্মের পরিপোষক, স্বপ্রধান নহে। যে কর্ম্ম ভগবদর্পিত হয় তাহার নাম ভক্তি এবং যাহা ঈশ্বরে অনর্পিত তাহাই কর্ম্ম। কারণ শ্রীমদ্ভাগবতে (১ম স্কন্ধে ৫ম অধ্যায়ে) নারদ বলিয়াছেন 'নিষ্কাম কর্ম্মও নিরঞ্জন জ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানও ভগবদ্ভক্তি বর্জ্জিত হইলে শোভা পায় না'। তণ্ডুলাকাঙ্ক্ষী হইয়া তুষে আঘাত করা যেরূপ নিষ্ফল, ভগবদ্ভক্তিশূন্য হইয়া কর্ম্মের জন্য প্রয়াস করাও তদ্রূপ নিষ্ফল। অতএব ভগবচ্চরণ মাধুর্য্য উপভোগার্থ কেবল শ্রবণ কীর্ত্তন লক্ষণাদি ভক্তিরই উপাসনা করা কর্ত্তব্য। এই গ্রন্থে শ্রীভগবান্ নিষ্কাম কর্ম্মযোগের ন্যায় শ্রবণ কীর্ত্তনাদি লক্ষণ ভক্তিযোগেরও বর্ণন করিবেন। সাধকগণের একান্ত প্রবৃত্তির নিমিত্ত শ্রীভগবান্ প্রথমতঃ ভক্তিযোগের মাহাত্ম্য বর্ণন করিতেছেন। হে অর্জ্জুন! কর্ম্মযোগ আরম্ভ করিয়া তাহার অনুষ্ঠান না করিলে কর্ম্মের নাশ হয় ও তন্নিমিত্ত প্রত্যবায় জন্মে। কিন্তু এই ভক্তিযোগ আরম্ভ করিয়া তাহা যদি সম্পন্ন করিতে না পার তাহাতে আরব্ধের নাশ হইবে না, এবং প্রত্যবায় জন্মিবে না।

অর্থাৎ ঈদৃশ ভক্তিযোগের যতটুকু সম্পাদন করিবে তাহাতেই চরিতার্থ হইবে। কারণ এই ভক্তিযোগের কিঞ্চিন্মাত্র সাধিত হইলেও বিস্তৃত সংসারসাগর হইতে পরিত্রাণ লাভ হইবে। শাস্ত্রে আছে 'অতি নিকৃষ্ট পুক্কস অর্থাৎ চণ্ডালও শ্রীভগবানের নাম একবার মাত্র উচ্চারণ করিয়া ভবসাগর হইতে বিমুক্ত হইয়াছে'। অতি পাষণ্ড অজামিলও শ্রীভগবানের নাম কীর্ত্তন করিয়া দুর্দ্দান্ত যমকিঙ্করগণের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছে। অগ্নি কর্ত্তৃক কাষ্ঠরাশি যেমন ভস্মীভূত হয়, তদ্রূপ কোনরূপে শ্রীভগবানের নাম করিলেই পাপরাশি বিনষ্ট হয়। অতিপ্রিয় উদ্ধবকে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন 'হে উদ্ধব! কোনরূপ অঙ্গহীন হইলে এই ভগবদ্ধর্ম্মের অর্থাৎ বৈষ্ণবধর্ম্মের অনুমাত্রও বিনষ্ট হয় না। আমি ইহা নিশ্চয় জানিয়াছি যেহেতু এই ধর্ম্ম নির্গুণ। নির্গুণবস্তু কখনও বিনষ্ট হয় না। সগুণই নাশ প্রাপ্ত হয়'। যদি বল নিষ্কাম কর্ম্ম ভগবানে অর্পিত হয় বলিয়া তাহাও নির্গুণ। কেবল ভক্তিযোগই গুণাতীত বলিয়া কিরূপে নিশ্চয় করিব? তাহাও বলিতে পার না। কারণ 'আমাকে অর্পিত ও ফলকামনাশূন্য যে কর্ম্ম তাহা সত্ত্বগুণযুক্ত' ইত্যাদি ভগবদ্বাক্যদ্বারা কর্ম্মের সগুণত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব ভক্তিযোগই নির্গুণ ও অবিনাশী। শ্রেয়ঃকামী সাধকগণ তাদৃশ ভক্তিযোগেরই উপাসনা করিবে। তাহা হইলে আর ভবযন্ত্রণা প্রাপ্ত হইতে হইবে না ॥৪০॥

জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি এই ত্রিবিধা বুদ্ধির মধ্যে ভক্তিযোগ বিষয়িনী বুদ্ধিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কারণ ভক্তিযোগ বিষয়ে বুদ্ধি

একপ্রকারই হইয়া থাকে। যথা শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—'ভগবৎ কীর্ত্তন, স্মরণ, চরণসেবনাদিই আমার পরম সাধন, ইহাই আমার সাধ্য অর্থাৎ উপাসনার ফলস্বরূপ, ইহাই এই জীবনের অপরিত্যাজ্য, ইহাই কামনার বিষয়, ইহাই আমার কার্য্য, তদ্ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে স্বপ্নেও আমার অভিলাষ নাই। ইহাতে সুখ হউক, বা দুঃখই হউক সংসার বিনাশ হউক বা থাকুক তাহাতে আমার কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই'। এইরূপ নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি অকৃত্রিম ভক্তিতেই সম্ভব, কর্ম্ম ও জ্ঞানে সম্ভব নহে। যেহেতু কর্ম্মযোগে কামনাও অনন্ত, তদ্বুদ্ধিও অনন্ত এবং শাখাপ্রশাখাভেদে তদসাধনকর্ম্মও অনন্ত। যথা জ্ঞানযোগে প্রথমে অন্তঃকরণ শুদ্ধির নিমিত্ত নিষ্কাম কর্ম্মে বুদ্ধি; অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে কর্ম্ম পরিত্যাগ বুদ্ধি, জ্ঞান সাধিত হইলে তৎপরিচয়ার্থ ভক্তিতে বুদ্ধি, এইরূপ বিশুদ্ধ জ্ঞান হইলে জ্ঞান সন্ন্যাসে অর্থাৎ জ্ঞানপরিত্যাগে বুদ্ধি করিবে। ভগবান্ বলিয়াছেন, 'জ্ঞানও আমাতে অর্পন করিবে'। অতএব জ্ঞান-যোগেও বুদ্ধি অনন্তা সুতরাং সর্ব্বসাধন অপেক্ষা ভক্তিই শ্রেষ্ঠা ॥৪১॥

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ ॥৪২॥
কামাত্মানঃ স্বর্গপরাঃ জন্মকর্ম্মফলপ্রদাম্।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি ॥৪৩॥
ভোগৈশ্বর্য্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে ॥৪৪॥

পার্থ ! (হে অর্জ্জুন !) যে অবিপশ্চিতঃ (যে বিমূঢ়গণ) বেদবাদরতাঃ (বেদের অর্থবাদে রত) অন্যৎ নাস্তি (জগৎ ব্যতীত কোন ঈশ্বরতত্ত্ব নাই) ইতি-বাদিনঃ (এইরূপ উক্তিকারী) কামাত্মানঃ (কামাক্ষিপ্তচিত্ত) স্বর্গপরাঃ (স্বর্গপর) জন্ম-কর্ম্মফলপ্রদাং (জন্মকর্ম্মফলপ্রদা) ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি (ভোগৈশ্বর্য্যপ্রাপ্তির সাধনরূপ) ক্রিয়াবিশেষবহুলাং (ক্রিয়া-বাহুল্যযুক্তা) যাম্ ইমাং (যে সকল) পুষ্পিতাং বাচং (আপাতরমণীয় বাক্য) প্রবদন্তি (প্রকৃষ্টরূপে বলে) তয়া (তদ্দ্বারা) অপহৃতচেতসাং (বিমোহিত চিত্ত) ভোগৈশ্বর্য্য-প্রসক্তানাং (ভোগৈশ্বর্য্যে আসক্ত ব্যক্তিগণের) ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ (নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি) সমাধৌ (সমাধিতে—ঈশ্বরে) ন বিধীয়তে (নিবিষ্ট হয় না) ॥৪২ ৪৪॥

সেই অব্যবসায়ী লোকেরা অনভিজ্ঞ, অতএব জড়াতিরিক্ত তত্ত্ব নাই, এরূপ সিদ্ধান্তকারক, সর্ব্বদা বেদবাদে রত (অর্থাৎ বেদের মুখ্য তাৎপর্য্য না জানিয়া অর্থবাদে রত), কাম্য-কর্ম্ম-ফলাকাঙ্ক্ষী, স্বর্গপ্রার্থী ও জন্ম-কর্ম্মফলপ্রদ ক্রিয়া বাহুল্য দ্বারা ভোগ ও ঐশ্বর্য্য সুখলাভের সাধনীভূত আপাত-মনোরম শ্রবণরমণীয় (পরিণামে বিষময়) পুষ্পিত বাক্যে অনুরক্ত হইয়া পুনঃ পুনঃ ঐ সকল বাক্য বলিয়া থাকে ॥৪২-৩৩॥

যাহারা ভোগ ও ঐশ্বর্য্য-সুখে একান্ত আসক্ত, সমাধি অভাবে সেই অবিবেক মূঢ়জনগণের ভগবানে একনিষ্ঠতা-বুদ্ধি বিহিত হয় না, যেহেতু তাহাদের চিত্ত ঐ সকল পুষ্পিত বাক্য-দ্বারা অপহৃত ॥৪৪॥

তাৎপর্য্য—

অর্জ্জুন যদি মনে করেন, সকামকর্ম্মপরায়ণ মানবের হৃদয়ে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির কেন উদ্ভব হয় না? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, হে সখে! সংসারে মনুষ্যগণ প্রায়শঃ আপাত মনোহর বিষয়েই সহসা আকৃষ্টচিত্ত হইয়া থাকে, বেদে যে সকল ক্রিয়াকলাপের ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা সৌরভশূন্য পলাশকুলের ন্যায় শোভা মাত্র। অজ্ঞব্যক্তি বাহ্য শোভায় বিমোহিত হইয়া পলাশকেই পুষ্পশ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করে এবং তাহার অনুরাগী হয়। বেদবিহিত ক্রিয়াকলাপ অনিত্য ফলপ্রদ হইলেও খুবই লোভজনক। সুতরাং হিতাহিতবোধ-বিহীন মানবগণ সহসা তদনুসরণে প্রবৃত্ত হয়। বেদে অগ্নিহোত্র, দর্শ-পৌর্ণমাস, জ্যোতিষ্টোম প্রভৃতি যে সকল কর্ম্মের ব্যবস্থা নিরূপিত হইয়াছে, মরণান্তে স্বর্গপুর গমন, স্বর্গীয়সুধা সেবন, উর্ব্বশী প্রভৃতি সুর-সুন্দরীগণের সঙ্গসুখ সম্ভোগ, নন্দনকাননজাত পারিজাত কুসুমের সৌরভ সেবন, ইত্যাকার ভোগৈশ্বর্য্য সমূহ উপভোগই তাহার ফল। এইরূপ ভোগাত্মক নশ্বর ফলপ্রসূ কর্ম্মসমূহ বেদে বাহুল্যরূপে বিহিত হইয়াছে। সকাম কর্ম্মানুষ্ঠানরত মূঢ় ব্যক্তিগণের বুদ্ধি কখনই পরমাত্মবিষয়ে একান্ত নিষ্ঠা কখনই তাহাদের হৃদয়ে সমুদিত হইতে পারে না। নিষ্কাম-কর্ম্ম চিত্তকে বিশুদ্ধ করিয়া জ্ঞানালোকে তাহা সমুদ্ভাসিত করে। সকামকর্ম্ম চিত্তকে বিমলিন করিয়া তাহাকে অজ্ঞান-সাগরে নিমজ্জিত করে ॥৪২-৪৪॥

ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্ ॥৪৫॥

অন্বয়—অর্জ্জুন! (হে অর্জ্জুন!) বেদাঃ (বেদসমূহ) ত্রৈগুণ্যবিষয়াঃ (ত্রিগুণাত্মক); [ত্বং (তুমি)] নির্দ্বন্দ্বঃ (সুখ-দুঃখাদিদ্বন্দ্ববিহীন) নিত্যসত্ত্বস্থঃ (নিত্য ধৈর্য্যশীল) নির্যোগক্ষেমঃ অপ্রাপ্তবস্তুর প্রাপ্তি-স্বীকার ও প্রাপ্তবস্তুর সংরক্ষণ শূন্য) আত্মবান্ চ (এবং অপ্রমত্ত হইয়া) নিস্ত্রৈগুণ্য (নিষ্কাম) ভব (হও) ॥৪৫॥

শাস্ত্রসমূহের দুই প্রকার বিষয় অর্থাৎ উদ্দিষ্ট বিষয় ও নির্দ্দিষ্ট বিষয়। যে বিষয়টি যে-শাস্ত্রের চরম উদ্দেশ্য তাহাই তাহার উদ্দিষ্ট বিষয়; আর যাহার নির্দ্দেশে উদ্দিষ্ট বিষয় লক্ষিত হয়, সেই বিষয়ের নাম নির্দ্দিষ্ট বিষয়। অরুন্ধতী যে-স্থলে উদ্দিষ্ট বিষয়, সে-স্থলে তাহার নিকটে প্রথমে লক্ষিত যে-স্থূল তারকা, তাহাই নির্দ্দিষ্ট বিষয় হয়। বেদসমূহ নির্গুণ তত্ত্বকে উদ্দিষ্ট বলিয়া লক্ষ্য করেন। নির্গুণ তত্ত্ব সহসা লক্ষিত হয় না বলিয়া প্রথমে কোন সগুণ তত্ত্বকে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। সেই জন্যই সত্ত্ব, রজঃ ও তমোরূপ ত্রিগুণময়ী মায়াকেই প্রথম দৃষ্টিক্রমে বেদসকলের বিষয় বলিয়া বোধ হয়। হে অর্জ্জুন! তুমি সেই নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে আবদ্ধ না থাকিয়া নির্গুণ তত্ত্বরূপ উদ্দিষ্ট তত্ত্ব লাভ করত নিস্ত্রৈগুণ্য স্বীকার কর। বেদশাস্ত্রে কোন স্থলে রজস্তমো-গুণাত্মক কর্ম্ম, কোন স্থলে সত্ত্বগুণাত্মক জ্ঞান এবং বিশেষ

বিশেষ স্থলে নির্গুণা ভক্তি উপদিষ্ট হইয়াছে। গুণময়-মানাপমানাদি-দ্বন্দ্বভাব হইতে রহিত হইয়া নিত্যসত্ত্বস্থ অর্থাৎ শুদ্ধ আত্মস্বভাবে অবস্থিতিপূর্ব্বক যোগ ও ক্ষেমানুসন্ধান পরিত্যাগ করত বুদ্ধিযোগসহকারে নিস্ত্রৈগুণ্য লাভ কর ॥৪৫॥

তাৎপর্য্য—

হে অর্জ্জুন! বেদ সকল পিতামাতার ন্যায় বাৎসল্যভাবে গুণ প্রধান পুরুষের হিতের জন্য কাম্য কর্ম্মের কর্ত্তব্যত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। বেদে সকামী ত্রিগুণাত্মক পুরুষের হিতার্থ, নিত্য-নৈমিত্তিক ও কাম্য ক্রিয়ার অধিকারিভেদে বিধি নিষেধ উক্ত হইয়াছে। তুমি গুণময় বেদোক্তক্রিয়া পরিত্যাগ কর, অর্থাৎ বেদোক্ত বিধি-নিষেধের বশীভূত হইও না। যেহেতু তুমি সত্ত্বগুণ-প্রবণ, অতএব সত্ত্বগুণেরই বৃদ্ধি করিতে থাক। ত্রিগুণময় ক্রিয়াতে প্রবৃত্ত হইও না। কারণ কর্ম্মকাণ্ডাত্মক বেদ সুখদুঃময়, সংসারের মূলীভূত কর্ম্মের প্রতিপাদক, অর্থাৎ যিনি যে ফলের কামনা করেন বেদে তাঁহার নিমিত্ত সেই ফলপ্রদ ত্রিগুণময় কর্ম্মের বিধি নির্ব্বাচিত হইয়াছে। অতএব কামনা সহকৃত অনুষ্ঠিত কর্ম্ম হইতে ফল উৎপন্ন হয়। কামনারহিত অনুষ্ঠিত কর্ম্মের দ্বারা কোন ফল হয় না।

হে অর্জ্জুন! হে বিশুদ্ধ হৃদয়! অধুনা তুমি নিস্ত্রৈগুণ্য অর্থাৎ নিষ্কাম হও। তোমাকে কোন ফলই বদ্ধ করিতে পারিবে না। যখন মনুষ্যের শীতউষ্ণাদি দ্বন্দ্ব নিবারণের জন্য

বস্ত্র ও শীতল দ্রব্যাদির আবশ্যক, তখন তাহারা কিরূপে নিষ্কাম হইবে? এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, তুমি নির্দ্বন্দ্ব হও অর্থাৎ শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বসহিষ্ণু হও। তুমি রজস্তমগুণকে জয় করিয়া কৈবল্যমাত্র সত্ত্বগুণাবলম্বী হও, তাহা হইলে সকল দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইবে। যদি বল শীতোষ্ণাদি সহ্য করিলেও ক্ষুৎপিপাসাদি নিবারণের জন্য অলব্ধ বস্তুর লাভ ও লব্ধ বস্তু রক্ষণে যত্ন করিতে হইবে। তবে মানব কিরূপে নিজে সত্ত্বগুণাবলম্বী হইবে? ইহার উত্তরে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, তুমি যোগ ও ক্ষেম পরিত্যাগ কর। অলব্ধ বস্তু লাভের নাম যোগ, লব্ধ বস্তু পরিরক্ষণের নাম ক্ষেম। তুমি এই উভয় পরিশূন্য হও। যদি বল আমি সকল পরিত্যাগ করিয়া কিরূপে জীবনধারণ করিব? তাহাও বলিতে পার না, কারণ সর্ব্বান্তর্য্যামী ভগবান্ পরমেশ্বরই তোমার সকল প্রকার যোগ ক্ষেম নির্ব্বাহ করিবেন। তোমাকে জীবিকার্থ কোন প্রয়াস করিতে হইবে না। তুমি আত্মবান হও। অর্থাৎ সকল কামনাশূন্য হইয়া পরমেশ্বরের আরাধনা কর। তাহা হইলেই সকল বিষয় সম্পন্ন হইবে। এইরূপ নিশ্চয় করিয়া নিশ্চিন্ত হও। তোমাকে কোন বিষয়ে কষ্ট করিতে হইবে না ॥৪৫॥

যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ ॥৪৬॥

অন্বয় - উদপানে (ক্ষুদ্র জলাশয়ে) যাবান্ (যে যে) অর্থঃ (প্রয়োজন) [সিদ্ধ হয়] সর্ব্বতঃ (সর্ব্বতোভাবে) সংপ্লুতোদকে (মহাহ্রদে) তাবান্ (সেই সকলই) [সিদ্ধ হয়]। [তদ্বৎ (তদ্রূপ)] সর্ব্বেষু বেদেষু (সমস্ত বেদে) [যাবান্ অর্থঃ (যে প্রয়োজন লাভ হয়) তাবান্ অর্থঃ (যে সমুদয় প্রয়োজন) বিজানতঃ (ব্যবসায়াত্মিকাবুদ্ধিযুক্ত, একশাখাবলম্বী) ব্রাহ্মণস্য (ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষের) [লাভ হয়] ॥৪৬॥

কূপাদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলাশয়কে 'উদপান' বলে, এবং অতি বৃহৎ জলাশয়কে সংপ্লুতোদক বলে ; সংপ্লুতোদকে যেরূপ স্নান-পানাদি কার্য্য হয়, উদপানেও তদ্রূপ হয়। সেইরূপ বেদ-তাৎপর্য্যবিৎ ব্রাহ্মণের সর্ব্ববেদে যে কার্য্য হয়, স্বীয় শাখা ও উপনিষদাশ্রয়েও সেই আত্মযাথাত্ম্যলাভরূপ কার্য্য হয় ॥৪৬॥

তাৎপর্য্য—

কর্ম্মসম্পাদনে যে অবশ্যম্ভাবী আনন্দ উপজাত হয় সর্ব্বকামনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিলে সে আনন্দ সম্ভোগ হইতে বঞ্চিত হইতে হইবে। অর্জ্জুন যদি এইরূপ আশঙ্কা করেন ইহাই মনে করিয়া শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, ওহে ভ্রান্ত সখে ! পৃথিবীর যেদিকে দৃষ্টিপাত কর সেইদিকেই কূপ সরোবরাদি জলাশয় পরিদৃষ্ট হয়। এবং তত্রত্য সলিলে স্নানপানাদি নানাপ্রকার প্রয়োজন সাধিত হয় কিন্তু দিগন্তব্যাপী অনন্ত সলিলাধার স্বরূপ মহাহ্রদে যাহার বারিরাশি তুলনায় কূপ তড়াগাদি মুষ্টিমেয় বলিয়া প্রতীত হয়। সেই মহা-

জলাশয়ে অবশ্যই মানবের যাবতীয় জলপ্রয়োজন সুনির্ব্বাহিত হইতে পারে। সেইপ্রকার বেদতাৎপর্য্যবিৎ ভক্তি বিশেষে অনুজ্ঞাতা তীব্র ভক্তিযোগের প্রভাবে সহজেই সর্ব্বকার্য্য সিদ্ধ করিতে পারেন। যেমন মেঘশূন্য আকাশে সূর্য্য কিরণ যেপ্রকার তীব্রত্ব প্রকাশ পায় সেই প্রকার জ্ঞানকর্ম্মাদিশূন্য ভক্তি-যোগের প্রভাবে সমস্ত বিষয়ের অনুভব সিদ্ধ হয়। সুতরাং তুমি নিষ্কাম ভক্তিযোগের অনুষ্ঠান কর তাহা হইলে পরমানন্দ স্বরূপ ভগবান্ তোমার বশীভূত হইবেন। ক্ষুদ্রানন্দ বিষয়ের জন্য আর তোমার কোন ভাবনার আগ্রহ থাকিবে না ॥৪৬॥

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূর্ম্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি ॥৪৭॥

অন্বয়—তব (তোমার) কর্ম্মণি (কর্ম্মেই) অধিকারঃ (অধিকার) কদাচন (কদাপি) ফলেষু (কর্ম্মফলে) অধিকারঃ (অধিকার) মা (না হউক)! [ত্বং (তুমি)] কর্ম্মফলহেতুঃ (কর্ম্মফলের হেতু) মা ভূঃ (হইও না)। অকর্ম্মণি (অকর্ম্মে) তে (তোমার) সঙ্গঃ (আসক্তি) মা অস্তু (না থাকুক) ॥৪৭॥

কর্ম্ম, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম এই তিন প্রকার কর্ম্মসম্বন্ধীয় বিচার। তন্মধ্যে বিকর্ম্ম অর্থাৎ পাপাচারণ এবং অকর্ম্ম অর্থাৎ স্বধর্ম্মোত্তেজিত কর্ম্ম না করা, এই দুইটী নিতান্ত অমঙ্গলজনক। তোমার যেন অকর্ম্মে সঙ্গ অর্থাৎ প্রীতি না

হয়। অকর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তুমি কর্ম্মকে সাবধানপূর্ব্বক আচরণ করিবে। কর্ম্ম তিন প্রকার অর্থাৎ নিত্যকর্ম্ম, নৈমিত্তিক-কর্ম্ম ও কাম্যকর্ম্ম। তন্মধ্যে কাম্যকর্ম্ম অমঙ্গলজনক। যাঁহারা কাম্যকর্ম্ম করিয়া থাকেন, তাঁহারা কর্ম্মফলের হেতু হন। অতএব আমি তোমার মঙ্গলের জন্য বলিতেছি যে, তুমি কর্ম্মাশ্রয় করত কর্ম্মফলের হেতু হইও না। স্বধর্ম্মবিহিত কর্ম্ম করিতে তোমার অধিকার আছে, কিন্তু কোন কর্ম্মফলে তোমার অধিকার নাই। যাঁহারা যোগ অবলম্বন করেন, তাঁহাদের পক্ষে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্ম স্বীকৃত হয় ॥৪৭॥

তাৎপর্য্য—

অর্জ্জুন যদি মনে করেন যে প্রথমতঃ নিষ্কাম কর্ম্মের সাধন করিয়া আত্মজ্ঞান লাভ করিতে হইবে এবং তাহার ফল-স্বরূপ ভগবৎপ্রাপ্তি হইবে। কিন্তু কর্ম্মতো বহিরঙ্গসাধনভূত মাত্র, তাহার অনুকরণ করিবার আবশ্যকতা কি? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া শ্রীভগবান্ বলিতেছেন হে অর্জ্জুন! কর্ম্মের ফলকামনা বিবর্জ্জিত হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে ফলোৎপত্তি হয় না। ফলকামনার বশবর্ত্তী হইয়া কর্ম্মের অনুসরণ করিলেই ফলপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। অতএব তুমি নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর। তাহা হইলে কর্ম্মের ফল কখনই তোমাকে আশ্রয় করিতে পারিবে না। আবার কর্ম্মের অনুষ্ঠানে যদি কোন ফল প্রাপ্তি না হয়, তাহা হইলে অনর্থক বিবিধ আয়াস-সাধ্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা কেবল বিড়ম্বনা মনে করিয়া তুমি কর্ম্মে বিরত হইও না। অথবা কর্ম্মানুষ্ঠান করিলেই তাহা

ফলপ্রদ হইবে মনে করিয়া তুমি কর্ম্মে উদাসীন হইও না। নিষ্কামভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করিলে ফলভাগী হইবে না, একথা তোমাকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি ফলতঃ তুমি কখনই কর্ম্মে অনুরাগী হইও না। কারণ কর্ম্মানুষ্ঠান না করিলে আত্মজ্ঞান-লাভ ও তাহার ফল স্বরূপ ভগবৎপ্রাপ্তির আর উপায়ান্তর নাই ॥৪৭॥

যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয় ॥
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে॥৪৮॥

অন্বয়—ধনঞ্জয়! (হে অর্জ্জুন!) যোগস্থঃ (পরমেশ্বরৈকপরতায় অবস্থিত হইয়া) সঙ্গং (আসক্তি) ত্যক্ত্বা (পরিত্যাগ করিয়া) সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ (কর্ম ও জ্ঞানফলের সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে) সমঃ (সমভাব) ভূত্বা (হইয়া) কর্ম্মাণি (কর্মসমূহ) কুরু (কর) [যতঃ (যেহেতু)] সমত্বং (সমত্বই যোগঃ (চিত্ত সমাধানরূপ যোগ বলিয়া) উচ্যতে (কথিত হয়) ॥৪৮॥

ফলকামনা পরিত্যাগপূর্ব্বক যোগস্থ হইয়া স্বধর্ম-বিহিত কর্মাচরণ কর। কর্মফলের সিদ্ধি ও তাহার অসিদ্ধি এতদ্বিষয়ে যে সমবুদ্ধি অর্থাৎ চিত্তসমাধান তাহাকে যোগ বলে ॥৪৮॥

তাৎপর্য্য

যদি ফলপ্রাপ্তির আশায় কর্মকরণীয় না হয়, তাহা হইলে বহুক্লেশসাধ্য কর্মসম্পাদনের প্রয়োজনীয়তা কি?

অর্জ্জুনের এবম্বিধ আশঙ্কার অনুমান করিয়া শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, হে ধনঞ্জয়! কর্মানুষ্ঠান আয়াসসাধ্য হইলেও কেবল পরমেশ্বরকে লক্ষ্য রাখিয়া ও তাহারই উদ্দেশ্যে সমর্পন করিয়া কর্ম অবশ্য করণীয় এবং অনুষ্ঠেয়মান কর্মদ্বারা চিত্ত-শুদ্ধিজনিত জ্ঞানপ্রাপ্তিরূপ সিদ্ধিলাভ বা জ্ঞান অপ্রাপ্তিজনিত অসিদ্ধিলাভ ইহাই সংঘটিত হউক, উভয়ই তুল্য জ্ঞান করিয়া আসক্তি পরিশূন্য হৃদয়ে কর্ম সম্পাদন কর। এইরূপ সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে সমজ্ঞানই যোগ। 'সুখেদুঃখে সমকৃত্বা' (গীতা ২য় অধ্যায় ৩৮ শ্লোক) ইত্যাদি শ্লোকে সমত্ববোধের বিষয় শ্রীভগবান্ বিশেষরূপে প্রকাশিত করিয়াছেন। তথায় জয় ও পরাজয় এবং তজ্জনিত সুখ ও দুঃখকে সমজ্ঞান করিয়া অর্জ্জুনকে কেবলমাত্র যুদ্ধকার্য্যে উত্তেজিত করিয়াছেন। উপস্থিত শ্লোকে কর্ম ও তাহার ফল উভয়েরই সীমা সম্পূর্ণ-মাত্রায় বর্দ্ধিত করিয়া দিতেছেন। অর্থাৎ যাবতীয় কর্ম দৃষ্টাদৃষ্ট সর্ব্বপ্রকার ফলকামনা বিবর্জ্জিতভাবে অবশ্য সম্পাদনীয়। ইহাই এই শ্লোকে পরিব্যক্ত করিলেন ॥৪৮॥

দূরেণ হ্যবরং কর্ম্ম বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥৪৯॥

অন্বয়—ধনঞ্জয় (হে অর্জ্জুন!) হি (যেহেতু) বুদ্ধি-যোগাৎ (নিষ্কাম কর্ম্মযোগ হইতে) কর্ম্ম (কাম্যকর্ম্ম) দূরেণ (অত্যন্ত) অবরম্ (অপকৃষ্ট)। [অতঃ (অতএব)] বুদ্ধৌ

(বুদ্ধিযোগে) শরণম্ (আশ্রয়) অন্বিচ্ছ (লও)। ফলহেতবঃ (ফলাকাঙ্ক্ষীগণ) কৃপণাঃ (দীন অর্থাৎ অব্রহ্মবিৎ) ॥৪৯॥

হে ধনঞ্জয়! বুদ্ধিযোগ হইতে অতি নিকৃষ্ট যে কাম্য-কর্ম্ম, তাহা দূর করিয়া আত্মযাথাত্ম্যসাধক কর্মযোগলক্ষণা বুদ্ধিকে আশ্রয় কর; যেহেতু ফলকামনায় যাঁহারা কাম্যকর্ম্ম করেন, তাঁহারা কৃপণ অর্থাৎ জন্মকর্মপ্রবাহপরবশ ও দীন ॥৪৯॥

তাৎপর্য্য—

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন যে, হে অর্জ্জুন! ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির বশবর্তী হইয়া যে সকল কর্ম সম্পাদিত হয়, তাহা ভিন্ন যাবতীয় ফল কামনা পরিপূর্ণ কর্ম্ম যৎপরোনাস্তি নিকৃষ্ট, কারণ তৎ সমস্ত জন্ম-মরণরূপ সংসারবন্ধনের হেতুভূত অতএব তুমি তাদৃশ হীন পথের পথিক না হইয়া ভগবৎ বিষয়ক জ্ঞান-মার্গে বিচরণ কর এবং সর্ব্ববিঘ্ন বিনাশক ঈশ্বরের শরণাপন্ন হও। যাহারা ফলকাম, তাহারা নিকৃষ্ট কর্মের অনুষ্ঠান করে। এই পৃথিবীতে তাহারা নিতান্ত দীন। শ্রুতি বলিয়াছেন, 'হে গার্গী, এই অক্ষর পরব্রহ্মকে না জানিয়া যে ব্যক্তি এইলোক হইতে প্রস্থান করে, সেই কৃপণ'। তুমি কর্মদোষে তাহাদের অনুগামী হইয়া তাদৃশ নিন্দনীয় পদটি গ্রহণ করিও না। সকল অনর্থের নিবর্ত্তক, সর্ব্বশান্তিপ্রদ আত্মজ্ঞানের উৎপাদক নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠানে তুমি নিরত হও। কৃপণ জনগণ অতি অকিঞ্চিৎকর সুখের লোভে দানাদি সৎকর্মসাধন-জনিত পরমানন্দ উপভোগার্থ ধন ব্যয় না করিয়া প্রতিনিয়ত

আত্মবঞ্চনা করে, তদ্রূপ জ্ঞানহীন মানবেরা নিরতিশয় ক্লেশ-সহকারে অনুষ্ঠিত কর্মের সহিত অতি তুচ্ছ ফলকামনা বিমিশ্রিত করিয়া পূর্ণানন্দ প্রাপ্তির উপায় প্রতিরুদ্ধ করে। এই দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিবার অভিপ্রায়েই এস্থলে কৃপণ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে ॥৪৯॥

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে।
তস্মাৎ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্ ॥৫০॥
কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্মবন্ধবিনির্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্ ॥৫১॥

অন্বয়—বুদ্ধিযুক্তঃ (বুদ্ধিযোগযুক্ত ব্যক্তি) সুকৃত-দুষ্কৃতে (সুকৃত ও দুষ্কৃত) ইহ (এই জন্মেই) জহাতি (পরিত্যাগ করে) তস্মাৎ (অতএব) যোগায় (নিষ্কাম কর্মযোগের জন্য) যুজাস্ব (যত্ন কর)। যোগঃ (বুদ্ধিযোগই) কর্মসু (কর্ম-সমূহের মধ্যে) কৌশলম্ (কৌশল) ॥৫০॥

হি (যেহেতু) বুদ্ধিযুক্তাঃ (সমত্ববুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তিগণ) কর্মজং (কর্মজাত) ফলং (ফল) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) [অতএব] মনীষিণঃ (জ্ঞানী) [ভূত্বা (হইয়া)] জন্মবন্ধবিনির্মুক্তাঃ (জন্মবন্ধ হইতে বিমুক্ত হইয়া) অনাময়ং (সর্ব্বোপদ্রবশূন্য) পদং (বিষ্ণুপদ) গচ্ছন্তি (প্রাপ্ত হন) ॥৫১॥

বুদ্ধিযোগই কর্মের কৌশল। অতএব বুদ্ধিযুক্ত হইয়া সুকৃত-দুষ্কৃত অর্থাৎ পুণ্য-পাপকে এই সংসার অবস্থায় দূর কর। বুদ্ধিযুক্ত হইয়া পণ্ডিতসকল কর্মজাত ফলসমূহকে

ত্যাগ করত জন্মবন্ধ হইতে মুক্ত হন এবং অনাময়পদ অর্থাৎ ভক্তদিগের প্রাপ্য অবস্থা লাভ করেন ॥৫০-৫১॥

তাৎপর্য্য—

যে ব্যক্তি সর্ব্বকামনা পরিত্যাগ করিয়াছেন, সুখদুঃখকে অভিন্নভাবে আলিঙ্গন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, উর্দ্ধগতি বা অধোগতি উভয়কে তুল্যজ্ঞান করিতে অভ্যস্ত হইয়াছে সেই সমত্ববুদ্ধিযুক্ত মহাপুরুষ সুকৃতি বা দুষ্কৃতি এতদুভয়কেই অতিক্রম করিয়াছেন। অতএব হে অভিন্নহৃদয় সখে! তুমিও সমত্ববুদ্ধি সম্পন্ন হইয়া কর্মে প্রবৃত্ত হও। ঈশ্বরার্পিত হৃদয়ে সমত্ববুদ্ধি সহকারে অনুষ্ঠেয়মান কর্মের যে কৌশল অর্থাৎ ঈশ্বরারাধনা দ্বারা এই বিষম সংসারবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইবার নিমিত্ত মোক্ষপ্রাপ্তি বিষয়ক যে কর্মরূপ চাতুর্য্য তাহারই নাম যোগ। যেভাবে কর্ম অনুসরণ করিলে চরমকালে মোক্ষরূপ পরমফলে পর্য্যবসিত হয়, তাহা কৌশলের একশেষ সন্দেহ নাই ॥৫০॥

অতি নিষ্কামভাবে কর্মানুষ্ঠান করিলে অতি তুচ্ছ ও নশ্বর ফলের পরিবর্ত্তে পরম পুরুষার্থরূপ অতি প্রার্থনীয় ফলপ্রাপ্তি যে অবশ্যম্ভাবী শ্রীভগবান্ এই শ্লোকে তাহাই প্রদর্শন করিতেছেন। যাহারা কর্মজনিত ফলের আকাঙ্ক্ষা পরিশূন্য হইয়া এবং তাদৃশ মহাত্মাগণ জন্মমরণরূপ সংসারে বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া রোগ-শোক-বিপদ বিরহিত বৈকুণ্ঠরূপা পরমানন্দ পুরুষার্থের অধিকারী হইয়া থাকেন। অর্জ্জুন

পূর্ব্বে 'যৎশ্রেয়স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে' (২ অঃ ৭ শ্লোক) ইত্যাদি বাক্যে যে শ্রেয়ঃ পন্থা জিজ্ঞাসু হইয়াছিলেন, এই শ্লোকে ভগবান্ সেই প্রকৃষ্ট পন্থা অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন ॥৫১॥

যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ ॥৫২॥

অন্বয়—যদা (যখন) তে (তোমার) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) মোহকলিলং (দেহাত্মবোধরূপগহন দুর্গ) ব্যতিতরিষ্যতি (অতিক্রম করিবে)। তদা (তখন) [ত্বং (তুমি)] শ্রোতব্যস্য (শ্রবণযোগ্যের) শ্রুতস্য চ (এবং শ্রুত বিষয়ের) নির্ব্বেদং (বৈরাগ্য) গন্তাসি (প্রাপ্ত হইবে ॥৫২॥

এই প্রকার পরমেশ্বরার্পিত নিষ্কাম কর্ম অভ্যাস করিতে করিতে যখন মোহরূপ-গহনকে তোমার বুদ্ধি সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিবে, তখন তুমি সমস্ত শ্রোতব্য ও শ্রুতফলে নির্ব্বেদ লাভ করিবে ॥৫২॥

তাৎপর্য্য—

এইরূপে কর্মানুষ্ঠান নিরত থাকিলে কোন সময় আমার চিত্তশুদ্ধির সঞ্জাত হইবে? অর্জ্জুনের এই আকাঙ্ক্ষিত প্রশ্নের উত্তর স্বরূপে শ্রীভগবান বলিতেছেন, হে ভ্রাত! এতদিনে চিত্তশুদ্ধি হইবে, কাল বিষয়ক এরূপ কোন নির্দ্ধারিত নিয়ম নাই। তবে পূর্ব্বোক্তরূপে পরমেশ্বরার্পিত নিষ্কাম কর্মের

অভ্যাস করিতে করিতে যখন তোমার মোহরূপ অজ্ঞানান্ধকার অর্থাৎ 'আমি' 'আমার' রূপ অজ্ঞানযুক্ত অবিবেকাত্মক কলুষ-রাশি তিরোহিত হইবে। তখন তোমার যে শাস্ত্রে অধ্যাত্মতত্ত্ব নাই, যাহা কর্ম ও তজ্জনিত ফলাফলের কীর্ত্তন করে, তাহা নিতান্ত নিষ্ফল ও সর্ব্বথা অনাবশ্যক বলিয়া তোমার প্রতীতি জন্মিবে। তাদৃশ প্রসঙ্গ একান্ত অনুপাদেয় বোধে তৎসম্বন্ধে কোন কথাই জিজ্ঞাসা করিতে তোমার আর প্রয়োজন হইবে না। শ্রুতি বলিয়াছেন 'স্বর্গাদি পরলোককে কর্মের ফলস্বরূপ জানিয়া ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তিগণ বৈরাগ্যকে আশ্রয় করেন'। এইরূপ নির্ব্বেদ অর্থাৎ বৈরাগ্য উপস্থিত হইলেই তাহার ফলস্বরূপ অন্তঃকরণশুদ্ধি অবশ্যই জন্মিবে ॥৫২॥

শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি ॥৫৩॥

অন্বয়—যদা (যখন) তে (তোমার) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) শ্রুতিবিপ্রতিপন্না (বেদের নানা অর্থবাদদ্বারা অবিক্ষিপ্তা হইয়া) সমাধৌ (সমাধিতে অর্থাৎ পরমেশ্বরে) নিশ্চলা (অবিচলিতা) স্থাস্যতি (থাকিবে) তদা (তখন) যোগং (বুদ্ধিযোগ) প্রাপ্স্যসি (প্রাপ্ত হইবে ॥৫৩॥

যে সময়ে তোমার বুদ্ধি বেদের নানাপ্রকার অর্থবাদদ্বারা আর বিচলিত হইবে না, তখন বেদার্থ-বিনিশ্চিত সমাধিতে অচলা হইয়া বিশুদ্ধ যোগ; অর্থাৎ নিষ্কাম কর্ম, শুদ্ধজ্ঞান

ও ভগবদ্ভক্তি, এই তত্ত্বত্রয়ের সংযোজকরূপ বুদ্ধিযোগ লাভ করিবে ॥৫৩॥

তাৎপর্য্য—

অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইয়া নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইলে যথার্থ জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যাইবে কি না অর্জ্জুনের এবম্বিধ সন্দেহাশঙ্কা করিয়া শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, হে সখে! নিরন্তর লৌকিক ও বৈদিক নানাবিধ কর্ম্মকাণ্ড ঘটিত বিষয়ের বাদানুবাদ শ্রবণে ও তৎসমূহের আলোচনায় তোমার বুদ্ধি বহুপথগামিনী ও অনেক সংশয় কলুষিতা হইয়াছে। কর্ম্মানুষ্ঠান জনিত চিত্ত-শুদ্ধিদ্বারা যখন তুমি বিবেকবলে বলীয়ান হইয়া সেই বহু-বিষয়াসক্ত চিত্তকে পরমাত্মরূপ পরমবস্তুতে নিরবচ্ছিন্নভাবে নিশ্চলা অর্থাৎ নির্ব্বাত প্রদীপের ন্যায় যখন তোমার বুদ্ধি স্থিরভাবে ভগবৎ চিন্তনে নিরত হইবে তখনই তুমি স্থিতপ্রজ্ঞ হইয়া ধন্য হইবে সন্দেহ নাই ॥৫৩॥

অর্জ্জুন উবাচ—

স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্ ॥৫৪॥

অন্বয়—অর্জ্জুনঃ (অর্জ্জুন) উবাচ (বলিলেন)—কেশব! (হে কেশব!) স্থিতপ্রজ্ঞস্য (স্থিতপ্রজ্ঞ) সমাধিস্থস্য (সমাধিস্থ ব্যক্তির) কা ভাষা (লক্ষণ কি?) স্থিতধীঃ (স্থিতধী) কিং প্রভাষেত (কিভাব প্রকাশ করেন?) কিম্ আসীত (কিরূপে

অবস্থান করেন ?) [এবং] কিং ব্রজেত (কি প্রকারে বিচরণ করেন ?) ॥৫৪॥

এতাবৎ শ্রবণ করত অর্জ্জুন মহাশয় কহিলেন, হে কেশব ! স্থিতপ্রজ্ঞ অর্থাৎ অচলাবুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তিদিগের লক্ষণ কি ? এবং সেই স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষগণ মানাপমান স্তুতি-নিন্দা স্নেহ-দ্বেষ উপস্থিত হইলে কি ভাবনা করেন বা প্রকাশ করিয়া বলেন এবং বাহ্য বিষয়সম্বন্ধে নিবৃত্তি ও প্রবৃত্তিকালে কিরূপ আচরণ করেন, সে সমুদয় জানিতে ইচ্ছা করি ॥৫৪॥

তাৎপর্য্য—

পূর্ব্বশ্লোকে শ্রীভগবান্ সমাধিতে অচলাবুদ্ধি সম্পন্ন মহাপুরুষের উল্লেখ করিয়াছেন। সেই স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ জানিবার অভিপ্রায়ে শ্রীঅর্জ্জুন নিম্নলিখিত প্রশ্নসমূহ উত্থাপন করিতেছেন। সাধারণ ধর্মভ্রষ্ট অজ্ঞজনগণের বচন, আসন, বিচরণ অপেক্ষা তাদৃশ স্থিতপ্রজ্ঞ মহাপুরুষের তত্তদ্বিষয়ে অবশ্যই সাতিশয় বিভিন্ন ; তুমি আমাকে সেই বিভিন্নতা বিশেষরূপে বুঝাইয়া দাও। অর্জ্জুন চারিটি প্রশ্ন উত্থাপিত করিয়াছেন। সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞ সম্বন্ধে একটি এবং ব্যুত্থিত স্থিতপ্রজ্ঞ সম্বন্ধে তিনটি। যাহার বুদ্ধি স্থির তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ ; তাদৃশ স্থিতপ্রজ্ঞ মহাত্মার দ্বিবিধ অবস্থা পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। এক সমাধিস্থ, দুই ব্যুত্থিতচিত্ত। অর্জ্জুন প্রথমতঃ সমাধিস্থ স্থিত-প্রজ্ঞের লক্ষণ জানিবার বাসনায় জিজ্ঞাসা করিতেছেন হে শ্রীকৃষ্ণ ! লক্ষণের দ্বারা সেই মহাপুরুষ অন্যের নিকট পরিজ্ঞাত হইয়া থাকেন। তাহা তুমি আমাকে বুঝাইয়া দাও আর তিনি

যখন ব্যুত্থিতচিত্ত হন তখন তিনি স্বয়ং স্তুতি নিন্দা আদর বা অভিনন্দন দ্বেষাদিরূপ কি কি ভাষায় ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাহাও আমাকে বল, আর সেই ব্যুত্থিতচিত্ত ব্যক্তি চিত্তনিগ্রহের নিমিত্ত কিরূপে মন বা বাহ্যেন্দ্রিয়ের নিগ্রহ করেন এবং যখন তাদৃশ ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহ না করেন তখনই বা কি বিষয়ান্তরে বিনিবিষ্ট থাকেন তাহাও আমাকে বল। সাধারণ ধর্মভ্রষ্ট অজ্ঞজনের বচন, আসন, বিচরণ অপেক্ষা তাদৃশ স্থিতপ্রজ্ঞ মহাপুরুষের তত্ত্বদ্বিষয় অবশ্যই বিভিন্ন; তুমি সেই বিভিন্নতা আমাকে বিশেষরূপে বুঝাইয়া দাও। এই শ্লোকে 'কেশব' এই সম্বোধন পদে ইহাই সূচিত হইতেছে যে তুমি সর্ব্বান্তর্যামী। সুতরাং এতাদৃশ রহস্য ব্যক্ত করিতে তুমিই সমর্থ ॥৫৪॥

শ্রীভগবানুবাচ—

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্ব্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥৫৫॥

অন্বয়—শ্রীভগবান্ (শ্রীকৃষ্ণ) উবাচ (বলিলেন)—পার্থ! (হে পার্থ!) [জীবঃ (জীব)] যদা (যখন) সর্ব্বান (সমস্ত) মনোগতান্ (মনোগত) কামান্ (কাম) প্রজহাতি (পরিত্যাগ করেন) আত্মনি এব (আত্মাতেই) আত্মনা (নিজেই) তুষ্টঃ (সন্তুষ্ট) তদা (তখন) [সঃ (তিনি)] স্থিতপ্রজ্ঞ (স্থিতপ্রজ্ঞ বলিয়া) উচ্যতে (কথিত হন) ॥৫৫॥

ভগবান্ কহিলেন,—হে পার্থ! যে-সময় জীব সমস্ত মনোগত কাম পরিত্যাগ করেন এবং আত্মায় অর্থাৎ প্রত্যাহৃত মনে আনন্দ স্বরূপ আত্মার স্বরূপ-দর্শনে পরিতুষ্ট হন, তখন তাঁহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলে ॥৫৫॥

তাৎপর্য্য—

অর্জ্জুনকৃত প্রশ্নের উত্তরস্বরূপে শ্রীভগবান্ এই স্থান হইতে অধ্যায় সমাপ্তি পর্য্যন্ত বিভিন্নভাবে স্থিতপ্রজ্ঞের লক্ষণ নির্দ্দেশ করিতেছেন, সাধক যখন প্রমাণ, বিকল্প, বিপর্য্যয়, নিদ্রা ও স্মৃতি এই পঞ্চবিধ কামনাকে পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্ব-মনোবৃত্তি-বিহীন হন তখনই তাঁহাকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলা যায়। কামনা কখনই আত্মার ধর্ম্ম নহে, তাহা মনেরই ধর্ম্ম। সুতরাং তাহা পরিত্যাগেরই যোগ্য। যদি কাম আত্মার ধর্ম্ম হইত তাহা হইলে তাহা কখনই পরিত্যাগ করা যাইত না। অগ্নির উষ্ণতা স্বাভাবিক, সুতরাং অপরিহার্য্য। কামনাসমূহ তদ্রূপ আত্মার স্বাভাবিক ধর্ম্ম হইলে অবশ্যই অপরিহার্য্য হইত। তাহা মনেরই ধর্ম্ম, সুতরাং তাহা বর্জ্জন করিলে সহজেই বর্জ্জন করিতে পারা যায়। কিন্তু সর্ব্বকামনা পরিত্যক্ত স্থিতপ্রজ্ঞ মহাপুরুষের বদনমণ্ডল নিরন্তর পরমানন্দে সমুদ্ভাসিত বলিয়া প্রতীত হয়। তিনি সর্ব্বকামনা পরিশূন্য হইলে কখনই এরূপ সম্ভব হয় না; এই আশঙ্কার উত্তরস্বরূপে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, যাঁহার পরমাত্মজ্ঞান হইয়াছে তিনিই পরম-পুরুষার্থলাভের অধিকারী হইয়াছেন। পরমার্থদর্শনামৃত উপভোগজনিত পরমানন্দে তিনি নিরন্তর আত্মারাম। পরিত্যক্ত

পুত্র-কলত্র-বিত্তাদি-বাহ্য-সুখ-সাধক যাবতীয় পদার্থই তদীয় অলৌকিক প্রসন্নতার তুলনায় অতিশয় তুচ্ছ। শ্রুতি বলিতেছেন 'যখন হৃদয়স্থিত সকল কামনা বিমুক্ত হয়, তখন পুরুষ মর্ত্ত্যধামে অমরত্ব লাভ করিয়া ব্রহ্মকে উপভোগ করে'। এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত মহাত্মাকেই সমাধিস্থ স্থিতপ্রজ্ঞ বলা যায়। এতদ্দ্বারা অর্জ্জুনের প্রথম প্রশ্নের উত্তর প্রদত্ত হইল ॥৫৫॥

দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে ॥৫৬॥

অন্বয়—দুঃখেষু (দুঃখে) অনুদ্বিগ্নমনাঃ (অক্ষুব্ধচিত্ত) সুখেষু (সুখে) বিগতস্পৃহঃ (স্পৃহাশূন্য) [চ (এবং)] বীতরাগ ভয়ক্রোধঃ (অনুরাগ, ভয় ও ক্রোধ হইতে মুক্ত) [জীবঃ (জীব)] স্থিতধীঃ (স্থিতপ্রজ্ঞ) মুনিঃ (মুনি বলিয়া) উচ্যতে (কথিত হন) ॥৫৬॥

শারীরিক মানসিক ও সামাজিক ক্লেশ উপস্থিত হইলেও যাঁহার মন উদ্বিগ্ন হয় না, তত্তদ্বিষয়ে সুখ উপস্থিত হইলেও যাঁহার স্পৃহা হয় না, এবং যিনি স্বকৃতকার্য্যে অনুরাগ ভয় ও ক্রোধ হইতে বিমুক্ত, তিনিই স্থিতধী মুনি অর্থাৎ স্থিতপ্রজ্ঞ॥৫৬॥

তাৎপর্য্য—

এক্ষণে শ্রীভগবান্ ব্যুত্থিত স্থিতপ্রজ্ঞের প্রসঙ্গ অবতারিত করিতেছেন। ভাষণ, উপবেশন এবং গমনাগমন সমাধিস্থ

যোগীর পক্ষে কখনই পম্ভবপর নহে। তাহার ব্যুত্থিত দশাতেই এসকল ঘটিতে পারে, এই শ্লোকে এবং ইহার পরবর্ত্তী শ্লোকে তাহারই বিবৃত হইতেছে।

দুঃখ ত্রিবিধ। শোক-মোহাদির জন্য এবং ক্ষুৎপিপাসায় জ্বর শিরোরোগাদি জন্য শারীরিক বিকারকে আধ্যাত্মিক দুঃখ বলে; ব্যাঘ্রসর্পাদি প্রযুক্ত দুঃখকে আধিভৌতিক বলে, এবং অতিবৃষ্টাদিহেতুক দুঃখকে আধিদৈবিক বলে। রজোগুণের পরিণাম স্বরূপ সন্তাপপ্রদ দুঃখসমূহ কেবল চিত্তবৃত্তি বিশেষ মাত্র। যাঁহারা জ্ঞানী তাঁহারা সম্যকরূপে অবগত আছেন যে প্রারব্ধ পাপকর্ম্মের ফলস্বরূপে এই দুঃখের ভার মানুষকে বহন করিতে হয়। ইহা পরিহার করিবার ক্ষমতা নাই জানিয়া তাঁহারা কখনই তজ্জন্য ব্যাকুল বা উদ্বিগ্ন হন না। যাঁহারা অবিবেকী তাঁহারা দুঃখ উপস্থিত হইলে আপনাকে দুঃখভাগী জানিয়া শতশত ধিক্কার প্রদান করিতে থাকে এবং কে আমার এই দুঃখ নিরাকৃত করিবে ইত্যাদি ভ্রান্তির বশবর্ত্তী হইয়া উদ্বেগরূপ তামস চিত্তবৃত্তির অধীন হয়। বিবেকিগণ মনে করেন যদি পাপানুষ্ঠানকালে এতাদৃশ চিন্তা উপস্থিত হইত তাহা হইলে সেই পাপপ্রবৃত্তির প্রতিবন্ধক হইত। কিন্তু যথাসময়ে অনুতাপ উপস্থিত না হইয়া অধুনা সেই অনুষ্ঠিত পাপের পরিণাম স্বরূপ দুঃখ ভোগকালে কৃতকর্ম্মের উচ্ছেদ সম্পূর্ণ অসম্ভব। সুতরাং বিবেক জন্য ভ্রমান্তক উদ্বেগ সর্ব্বদা নিষ্প্রয়োজন। দুঃখ মাত্রেই এই প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল স্বরূপে উপস্থিত হইয়া থাকে। স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি ভ্রমের উপাদান স্বরূপ

অজ্ঞাননাশ হেতু ভ্রান্তি সম্ভাবনা বিরহিত। সুতরাং তজ্জন্য দুঃখবিধায়ক প্রারব্ধ পরিশূন্য সত্ত্বগুণের পরিণাম স্বরূপ প্রীতিপ্রদ চিত্তবৃত্তি বিশেষকে সুখ বলে। তাহাও ত্রিবিধ। দুঃখ যেমন প্রারব্ধ পাপকর্ম্মের পরিণাম, সুখও সেইরূপ প্রারব্ধ পুণ্যকর্ম্মের পরিণাম। যোগিগণ সুখ বিষয়ে স্পৃহা রহিত। সুখভোগকালে অধিক সুখপ্রাপ্তির আশঙ্কায় অবিবেকীগণের হৃদয়ে ধর্ম্মানুষ্ঠানে ব্যাপৃত হইবার নিমিত্ত তৃষ্ণা বা স্পৃহারূপা তামসী চিত্তবৃত্তির উদ্ভব হয়। কিন্তু বিবেকীগণের হৃদয়ে এইপ্রকার বৃথাকাঙ্ক্ষারূপ তৃষ্ণাত্মিকা স্পৃহা কখনই স্থান পায় না। অহো! আমি ধন্য আমার এইরূপ অসুলভ সুখ উপস্থিত হইয়াছে। ত্রিভুবনে আমার সমান কে আছে ইত্যাকার আত্মোৎফুল্লতারূপা তামসী চিত্তবৃত্তি কেবল ভ্রান্তিময়ী। যোগীব্যক্তি এইপ্রকার সুখস্পৃহা পরিশূন্য। শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে 'প্রিয় প্রাপ্তি জনিত হর্ষ বিরহিত, এবং অপ্রিয় প্রাপ্তি জনিত উদ্বেগশূন্য' যোগীপুরুষ রাগ, ভয় বা ক্রোধের বশীভূত নহেন। বিষয়বিশেষে চিত্তবৃত্তির যে অভিনিবেশ তাহারই নাম রাগ, রাগের বিষয়ীভূত বস্তুর বিনাশকাল উপস্থিত হইলে তন্নিবারণে আপনার অক্ষমবোধ-জনিত যে দীনতাপূর্ণ চিত্তবৃত্তির উদয় হয় তাহার নাম ভয়, এবং সেই রাগে বশীভূত বস্তুর বিনাশকাল সমুপস্থিত হইলে তন্নিবারণে স্বকীয় সামর্থের সদ্ভাবজ্ঞান জনিত যে জ্বলনাত্মক চিত্তবৃত্তি বিশেষের উদ্ভব হয় তাহাই ক্রোধ। যাঁহার রাগেরই কোন পাত্র নাই তাঁহার ভয় বা ক্রোধ কখনই জন্মিতে পারে না।

এইরূপ মননশীল সন্ন্যাসীকে স্থিতপ্রজ্ঞ বলে। এইরূপ লক্ষণাক্রান্ত স্থিতধী মহাপুরুষ, শিষ্যকে শিক্ষাপ্রদানকালে স্বকীয় স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্মানুসারে অনুদ্বেগ অনিস্পৃহত্বাদি বিষয়ক বাক্য বলিয়া থাকেন। অতএব হে অর্জ্জুন! দুঃখে উদ্বিগ্ন হইও না, সুখে উৎফুল্ল হইও না। রাগ, ভয়, ক্রোধ বিরহিত হও। ইহাই ভগবদুক্ত শ্লোকের অভিপ্রায় ॥৫৬॥

যঃ সর্ব্বত্রানভিস্নেহস্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশুভং।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥৫৭॥

অন্বয়—যঃ (যিনি) সর্ব্বত্র (সমস্ত জড়বিষয়ে) অনভিস্নেহঃ (স্নেহশূন্য) তত্তৎ (সেই সেই) শুভাশুভং (মঙ্গলামঙ্গলজনক বিষয়) প্রাপ্য (লাভ করিয়া) ন অভিনন্দতি (আনন্দিত হন না) ন দ্বেষ্টি (দ্বেষ করেন না) তস্য (তাঁহার) প্রজ্ঞা (বুদ্ধি) প্রতিষ্ঠিতা (স্থিরা অর্থাৎ তিনি স্থিরপ্রজ্ঞ) ॥৫৭॥

তাঁহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হয়, যিনি সমস্ত জড়বিষয়ে স্নেহশূন্য ও জড়ীয় শুভাশুভ লাভ করিয়াও তাহাতে রাগ, দ্বেষ করেন না। শরীর যে পর্য্যন্ত থাকিবে, সে পর্য্যন্ত জড় ও জড় সম্বন্ধীয় লাভালাভ অনিবার্য্য, কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ সেই সকল লাভালাভে অনুরাগ বা বিদ্বেষ করেন না, যেহেতু তাঁহার প্রজ্ঞা সমাধিতে স্থিত হইয়া থাকে ॥৫৭॥

তাৎপর্য্য—

অন্যের প্রতি প্রেমাত্মক তামসিক বৃত্তিবিশেষের নাম স্নেহ। যে মুনি পরমাত্মরূপ পরমপদার্থে সর্ব্বপ্রকারে স্নেহবান্ হইয়াছেন, সর্ব্বসুখের আস্পদস্বরূপ দেহ ও জীবন, পরম প্রেমের নিকেতন স্বরূপ পুত্র ও মিত্রাদি যাবতীয় অনাত্মীয় বস্তু নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ও আসক্তির একান্ত অযোগ্য বলিয়া তাহার প্রতীত হয়। তত্তৎপদার্থসমূহের প্রারব্ধ কর্ম্মজনিত সুখের হেতুভূত শুভসংঘটন দর্শনে তিনি প্রীতিবিশিষ্ট হন না বা দুঃখের হেতু অশুভ ঘটনায় অবসন্ন হইয়া পড়েন না। এই প্রকার ভ্রান্তিরূপ তামসিক হর্ষ-দ্বেষ, শুদ্ধসত্ত্ব স্থিতপ্রজ্ঞ মহাপুরুষের হৃদয়ে কখনই স্থান পায় না, অতএব যাঁহার হর্ষ বিষাদ অবগত হইয়াও বুদ্ধিবৃত্তি অবিচলিত থাকে তাঁহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। স্থিতধী পুরুষ শুভ উপস্থিত হইলে প্রশংসা এবং অশুভ উপস্থিত হইলে নিন্দা করেন না। ইহাই এই শ্লোকের অভিপ্রায় ॥৫৭॥

যদা সংহরতে চায়ং কূর্ম্মোঽঙ্গানীব সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥৫৮॥

অন্বয়—যদা চ (যখন) অয়ং (এই যোগী) কূর্ম্ম ইব (কচ্ছপসদৃশ) অঙ্গানি (অঙ্গসমূহ প্রত্যাহার করে) [তদ্রূপ] ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ (ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহ হইতে) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়সকলকে) সংহরতে (সম্যগ্‌রূপে প্রত্যাহার করেন)

[তদা (তখন)] তস্য (তাঁহার) প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা (প্রজ্ঞা স্থিরা) ॥৫৮॥

ইন্দ্রিয়সকল বাহ্য বিষয়ে স্বাধীন হইয়া বিচরণ করিতে চাহে, কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষের ইন্দ্রিয়সকল বুদ্ধির অধীন হইয়া শব্দাদি ইন্দ্রিয়ার্থে স্বাধীনরূপে বিচরণ করিতে পারে না, বুদ্ধির অনুজ্ঞামত কার্য্য করে। কূর্ম্ম যেরূপ অঙ্গসকল ইচ্ছা-পূর্ব্বক স্বান্তরে গ্রহণ করে, তদ্রূপ স্থিতপ্রজ্ঞের ইন্দ্রিয়সকল বুদ্ধির ইচ্ছামত কখন স্থির হইয়া থাকে, কখন বা উপযুক্ত বিষয়ে চালিত হয় ॥৫৮॥

তাৎপর্য্য—

অর্জ্জুনকৃত 'কিমাসীত' এই প্রশ্নের উত্তরার্থ শ্রীভগবান্ ছয়টি শ্লোকের অবতারণা করিয়াছেন। প্রারব্ধ কর্ম্মবশে ব্যুত্থিতচিত্ত যোগী বিষয়ানুরক্ত ইন্দ্রিয়গ্রামকে আকর্ষণ করিবার যে ক্ষমতা তাহাই স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষের উপবেশন। এই প্রসঙ্গ পরিস্ফুট করিবার অভিপ্রায়ে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কূর্ম্মজলজন্তুর অঙ্গ সংকোচন বিষয়ক দৃষ্টান্ত প্রকাশ করিয়াছেন। সকলেই জানেন কূর্ম্ম অনায়াসে স্বকীয় মুখ, চরণাদি অঙ্গ সম্পূর্ণ সংকোচ করিতে সমর্থ। তদ্রূপ স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তি ইন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত বিষয়সমূহ হইতে যখন নিজের বিক্ষিপ্ত ইন্দ্রিয়সকলকে সহজেই প্রত্যাহার করিতে সক্ষম হন, তখন তাহার বুদ্ধি স্থিতভাবাপন্ন হয়। স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষকে কেবল বিষয় ব্যাপারে আকৃষ্টচিত্ত করিতে পারে না ॥৫৮॥

বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে ॥৫৯॥

অন্বয়—নিরাহারস্য (অভুক্ত) দেহিনঃ (দেহাভিমানী অজ্ঞ ব্যক্তির) বিষয়াঃ (বিষয় সমূহ) বিনিবর্ত্তন্তে (নিবৃত্ত হয় বটে) [কিন্তু] রসবর্জ্জং (বিষয়রাগ ত্যাগ করেন না)। অস্য (স্থিত-প্রজ্ঞ ব্যক্তির) রসঃ অপি (জড়ানুরাগও) পরং (পরমাত্মাকে) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) নিবর্ত্ততে (নিবৃত্ত হয়) ॥৫৯॥

দেহবিশিষ্ট জীবের নিরাহার দ্বারা বিষয়া নিবৃত্তির যে বিধান দেখা যায়, সে অত্যন্ত মূঢ়লোক সম্বন্ধীয় বিধান। অষ্টাঙ্গ-যোগে যে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম দ্বারা নিবৃত্তি অভ্যাস ব্যবস্থাপিত হইয়াছে, তাহা ঐপ্রকার লোক-সম্বন্ধীয় বিধি। কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষগণ সম্বন্ধে সে-বিধি স্বীকৃত হয় না। স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষেরা পরমতত্ত্বের সৌন্দর্য্য সন্দর্শন-পূর্ব্বক তাহাতে আকৃষ্ট হইয়া সামান্য জড়ীয় বিষয়-রাগ ত্যাগ করেন। অতি মূঢ় ব্যক্তিগণের জন্য ইন্দ্রিয়ার্থ হইতে ইন্দ্রিয়-গণকে নিরাহার-দ্বারা সংযমিত করিবার ব্যবস্থা থাকিলেও জীবের পরমাত্মরাগমার্গ ব্যতীত নিত্য মঙ্গল লাভ হয় না। উৎকৃষ্ট বিষয় প্রাপ্ত হইলেই রাগ স্বভাবতঃ নিকৃষ্ট বিষয়কে পরিত্যাগ করে ॥৫৯॥

তাৎপর্য্য—

অর্জ্জুন যদি মনে করেন, ব্যাধিগ্রস্ত আতুরব্যক্তির ইন্দ্রিয়-সমূহ কূর্ম্মাঙ্গের ন্যায় বিষয়ব্যাপার হইতে প্রত্যাহত হন,

সুতরাং তাদৃশ ব্যক্তিকেও কি স্থিতপ্রজ্ঞ বলা যাইতে পারে? এই আশঙ্কার উত্তরস্বরূপে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, যে সকল ব্যক্তি ব্যাধিবশে ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয়ভোগে অসমর্থ বা সাংসারিক ক্লেশ সহ্য করা আবশ্যকবোধে তাপসব্রত অবলম্বন করিয়াছে তথাপি তাহাদের ভোগবাসনা কখনও নিবৃত্তি হয় না। ব্যাধি-বিমুক্ত হইলেও এবং সুখসাধন সামর্থ্য প্রাপ্ত হইলে তাহারা তাহাদের সুখাকাঙ্ক্ষা নিবারণের জন্য নিরন্তর লোলুপ থাকে। সুতরাং নিরাহারীর অর্থাৎ উপবাসপর ব্যক্তির ক্ষুধার সন্তাপে স্পর্শাদিশক্তি প্রায়ই বিনিবৃত্ত থাকে, কিন্তু যে ব্যক্তি আশঙ্কা পরিত্যাগ করিয়া অনুরাগবিহীন হয় না, তাই তাহার পরিদৃশ্যমান বিষয়ানুরাগহীনভাব আন্তরিক নহে ॥৫৯॥

যততোহ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ ॥৬০॥

অন্বয়—কৌন্তেয়! (হে কুন্তীপুত্র অর্জ্জুন!) হি যেহেতু) যততঃ (মোক্ষের জন্য যত্নশীল) বিপশ্চিতঃ অপি পুরুষস্য (জ্ঞানী ব্যক্তিরও) প্রমাথিনী (প্রকৃষ্টরূপে মথনশীল) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়সমূহ) প্রসভং (বলপূর্ব্বক) মনঃ (মন) হরন্তি (হরন করে) ॥৬০॥

শুষ্কজ্ঞানমার্গী পণ্ডিতগণ জড়োপরতিমার্গদ্বারা চিত্তকে রাগরহিত করিবার যত্ন করেন, কিন্তু তাঁহাদের অভ্যস্ত ক্ষোভ-কারী ইন্দ্রিয়সকল মনকে জড়-বিষয়ে সময়ে-সময়ে নিক্ষিপ্ত

করে। কিন্তু পরমাত্ম রাজমার্গে সেরূপ পতনের আশঙ্কা নাই ॥৬০॥

তাৎপর্য্য—

হে পার্থ! বিশেষজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তির মনও সামান্যমাত্র অবসর পাইলে ইন্দ্রিয়গণ কর্ত্তৃক অধিকৃত ও বিকৃত হইয়া পড়ে। এই ইন্দ্রিয়গ্রাম এতই প্রবল ও প্রমথনশীল যে তাহারা বিবেকীগণের চিত্তকেও সবলে পরাভূত ও আয়ত্তীকৃত করিয়া থাকে। সুতরাং অবিবেকী ব্যক্তিগণের কথা আর কি বলিতে হইবে? অতএব এই ইন্দ্রিয়গণকে অত্যন্ত বলবান্ বলিয়া জানিবে। প্রজ্ঞার স্থৈর্য্য সাধনার্থ বাহ্যেন্দ্রিয় ও মনের নিগ্রহ নিতান্ত আবশ্যক। তজ্জন্য প্রথমতঃ ইন্দ্রিয়সমূহকে আত্মবশে স্থাপিত করার বিশেষ প্রয়োজন। ইন্দ্রিয় বশীভূত না হইলে যে অতিশয় অনিষ্ট হয় তাহাই এই শ্লোকে প্রদর্শিত হইতেছে ॥৬০॥

তানি সর্ব্বানি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥৬১॥

অন্বয়—যুক্তঃ (ভক্তিযোগী) তানি (সেই) সর্ব্বাণি (সমস্ত ইন্দ্রিয়কে) সংযম্য (সংযত করিয়া) মৎপরঃ (মৎপরায়ণ) [সন্ (হইয়া)] আসীত (অবস্থান করিবে)। হি (যেহেতু) যস্য (যাঁহার) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়সমূহ) বশে (বশীভূত আছে) তস্য (তাঁহার) প্রজ্ঞা (বুদ্ধি) প্রতিষ্ঠিতা (স্থিরা) ॥৬১॥

অতএব পূর্ব্বোক্ত যুক্তবৈরাগ্যরূপ যোগমার্গস্থিত যে পুরুষ আমার প্রতি শুদ্ধা ভক্তির উদ্দেশে কর্ম্মযোগ আচরণ করত ইন্দ্রিয়সকলকে যথাস্থানে নিয়মিত করেন, তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত ॥৬১॥

তাৎপর্য্য—

ইন্দ্রিয়সমূহ যখন এইরূপ বলবান্ তখন তাহাদের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার উপায় কি ? অর্জ্জুনের এবংবিধ আশঙ্কা পরিহারার্থ শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, যিনি বুঝিয়াছেন আমিই সর্ব্বাত্মা ও সর্ব্বত্রানুস্যূত বাসুদেব, আমার অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ও উপাদেয়তর বস্তু জগতে আর কিছুই নাই ; আমার সেই একান্ত ভক্তকে ইন্দ্রিয়গ্রাম তো দূরের কথা সংসারের কোন বিপদই কখনও স্পর্শ করিতে পারে না। শাস্ত্রেও কথিত হইয়াছে 'বাসুদেব ভক্তের কুত্রাপি অশুভ নাই'। যেরূপ লোকে প্রবল পরাক্রান্ত নরপতির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া দস্যুগণকে নিগৃহীত করিয়া থাকে। দস্যুগণও সেই লোককে বলবিক্রম সম্পন্ন রাজাশ্রিত জানিয়া আপনারাই তাহার বশীভূত হয়, সেইরূপ সর্ব্বান্তর্য্যামী শ্রীভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া তাঁহারই প্রভাবে দুরন্ত ইন্দ্রিয়সমূহকে নিগৃহীত করা আবশ্যক। যে ব্যক্তি মৎপরায়ণ হইয়া এইরূপে ইন্দ্রিয়সমূহকে বশীভূত করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। অর্থাৎ সেই ব্যক্তি স্থিতপ্রজ্ঞ হইয়াছেন ॥৬১॥

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে ॥৬২॥
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥৬৩॥

অন্বয়—বিষয়ান্ (বিষয় সমূহ) ধ্যায়তঃ (চিন্তা করিতে করিতে) পুংসঃ (পুরুষের) তেষু (ঐ সমস্ত বিষয়ে) সঙ্গঃ (আসক্তি) উপজায়তে (জন্মে)। সঙ্গাৎ (আসক্তি হইতে) কামঃ (কামনা) সংজায়তে (সমুৎপন্ন হয়) : কামাৎ (কাম হইতে) ক্রোধঃ (ক্রোধ) অভিজায়তে (উৎপন্ন হয়) ॥৬২॥

ক্রোধাৎ (ক্রোধ হইতে) সম্মোহঃ (কার্য্যাকার্য্য-বিবেকাভাব) ভবতি (উপস্থিত হয়)। সম্মোহাৎ (সম্মোহ হইতে) স্মৃতিবিভ্রমঃ (স্মৃতিলোপ) [ভবতি (হয়)]। স্মৃতিভ্রংশাৎ (স্মৃতিভ্রংশ হইতে) বুদ্ধিনাশঃ (বুদ্ধিনাশ) [ততঃ (তাহার পর)] বুদ্ধিনাশাৎ (বুদ্ধিনাশ হইতে) [পুমান্ (মনুষ্য)] প্রণশ্যতি (প্রণষ্ট হয়) ॥৬৩॥

পক্ষান্তরে ভক্তিশূন্য বৈরাগ্যযোগের অনর্থ আলোচনা কর। বৈরাগ্য চেষ্টা করিতে করিতেও যে-সময় বিষয়ধ্যান উপস্থিত হয়, তখন ক্রমশঃ বিষয়ে সঙ্গ অর্থাৎ স্পৃহা জন্মে, সঙ্গ হইতে কাম উৎপন্ন হয় এবং কাম হইতে ক্রোধ আসিয়া উপস্থিত হয়। ক্রোধ হইতে মোহ, মোহ হইতে স্মৃতিবিভ্রম ; স্মৃতিবিভ্রম হইতে বুদ্ধিনাশ, এবং বুদ্ধিনাশ হইতে সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। ফল্গু বৈরাগ্যযোগের অনেক স্থলে এইরূপ গতি, অতএব ঐ যোগ সর্ব্ব বিঘ্নযুক্ত ॥৬২-৬৩॥

তাৎপর্য্য—

যে ব্যক্তি বাহ্যেন্দ্রিয় সমূহের নিগ্রহ সাধনে সমর্থ হইয়াছেন তাঁহার অন্তঃকরণও যদি পুনঃ পুনঃ বিষয় বিশেষের অনুধ্যানে নিরত হয়, তাহা হইলে সেই পুরুষের বিষয় সম্বন্ধে আসক্তি জন্মে, তখনই সেই অনুরাগের পরিণাম স্বরূপে সেই প্রীতিজনক পদার্থ লাভার্থ বলবতী তৃষ্ণা সমুৎপন্ন হয়, এবং কোন কারণ বিষেশে সেই কল্পনা সিদ্ধির ব্যঘাত ঘটিলে ক্রোধের আবির্ভাব হয় ॥৬২॥

পূর্ব্ব শ্লোকে ক্রোধাবির্ভাবের কারন উক্ত হইয়াছে। সেই ক্রোধ হইতে বিবেকাভাবরূপ সম্মোহ, সম্মোহ হইতে স্মৃতি ভ্রংশ, অর্থাৎ শাস্ত্রালোচনা ও গুরুমুখ প্রাপ্ত জ্ঞানের বিভ্রম, স্মৃতিভ্রংশ হইতে বুদ্ধিনাশ, অর্থাৎ কার্যাকার্য্য বিষয়ে অন্তঃ-করণের বিবেকযোগ্যতা এবং বুদ্ধিনাশ হইতে মৃত্যুতুল্য পুরুষার্থের অযোগ্যতা জন্মে। অতএব বাহ্যেন্দ্রিয়সমূহের নিগ্রহ সাধিত হইলেও মনের নিগ্রহ অভাবে মহা অনর্থের উৎপত্তি হইয়া থাকে। তজ্জন্য প্রযত্ন সহকারে মনের নিগ্রহ সাধিত কর। ইহাই এই শ্লোকের অভিপ্রায় ॥৬৩॥

রাগদ্বেষবিমুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥৬৪॥
প্রসাদে সর্ব্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে ॥৬৫॥

অন্বয়—রাগদ্বেষবিমুক্তৈঃ (রাগদ্বেষশূন্য) আত্মবশ্যৈঃ (আত্মবশীভূত) ইন্দ্রিয়ৈঃ (ইন্দ্রিয়সমূহদ্বারা) বিষয়া (বিষয় সকল) চরন্ (ভোগ করিয়াও) বিধেয়াত্মা তু (কিন্তু বশবর্ত্তী আত্মা) প্রসাদং (চিত্তপ্রসন্নতা) অধিগচ্ছতি (লাভ করে) ॥৬৪॥

প্রসাদে [সতি] (চিত্ত প্রসন্নতা লাভ হইলে) অস্য (ইঁহার, বশীভূতচিত্ত ব্যক্তির) সর্ব্বদুঃখানাং (সমস্ত দুঃখের) হানিঃ (নাশ) উপজায়তে (হয়)। হি (যেহেতু) প্রসন্নচেতসঃ (প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তির) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) আশু (শীঘ্রই) পর্য্যবতিষ্ঠতে (প্রতিষ্ঠিত হয়) ॥৬৫॥

যুক্তবৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া রাগ-দ্বেষ ত্যাগপূর্ব্বক আত্মাধীন ইন্দ্রিয়দিগকে যথাযোগ্য সমস্ত জড়বিষয়ে চালিত করিয়াও বিধেয়াত্ম-পুরুষ অর্থাৎ স্বতন্ত্র ব্যক্তি চিত্তপ্রসাদ লাভ করেন। চিত্তপ্রসাদ উপস্থিত হইলে সমস্ত দুঃখের হানি হয়। প্রসন্নচিত্ত পুরুষের বুদ্ধি সর্ব্বতোভাবে স্বীয় অভীষ্টের প্রতি শীঘ্রই স্থিরা হয় ॥৬৪-৬৫॥

তাৎপর্য্য—

পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে বিষয় চিন্তাই সর্ব্বনাশের মূলীভূত। এখন বলিতেছেন যে সম্পূর্ণরূপে মনোনিগ্রহ সংসাধিত হইলে বাহ্যেন্দ্রিয়ের নিগ্রহ না হইলেও দোষ হয় না। যে ব্যক্তি অসমাহিত চিত্ত, সে বাহ্যেন্দ্রিয়ের নিগ্রহ করিলেও রাগ দ্বেষ প্রভৃতি মনোবৃত্তির উত্তেজনায় বিষয় লালসায় প্রমত্ত হইয়া পুরুষার্থ ভ্রষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু যাঁহার অন্তঃকরণ

সর্ব্বতোভাবে বশীভূত হইয়াছে এবং যিনি অনুরাগ ও বিদ্বেষের অতীত হইয়া চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা চর্ম্মাদির ইন্দ্রিয় সমূহের দ্বারা শব্দ স্পর্শাদি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বিষয় সমূহ সম্ভোগ করেন তিনি সর্ব্বপ্রকার প্রসন্নতা ও চিত্তস্বাস্থ্যের অধিকারী হইয়া ভগবৎ সাক্ষাৎকাররূপ পরম সুখলাভের যোগ্য হন। যে বিষয়ের স্মরণ মাত্রই চিত্তমলিনতা উৎপাদন করে, অনাসক্ত ভাবে সেই বিষয়ের উপভোগও চিত্তকে বিমলিন করিতে পারে ইহাই এই শ্লোকে প্রতিপাদিত হইল। অর্জ্জুন কৃত "কিং ব্রজেত" (২য় অঃ ৫৪ শ্লোক) এই প্রশ্নের উত্তর এই শ্লোকে প্রদত্ত হইল ॥৬৪॥

পূর্ব্ব শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যাঁহার অন্তঃকরণ বশীভূত তিনি "প্রসাদমধিগচ্ছতি" অর্থাৎ প্রসন্নতার অধিকারী হন, অর্জ্জুন যদি জিজ্ঞাসা করেন, এই প্রসন্নতার অধিকারী হইলে কি লাভ হয়? এই কল্পিত প্রশ্নের উত্তর স্বরূপে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন। চিত্তের প্রসন্নতারূপ সচ্ছতা ও স্বাস্থ্য উপস্থিত হইলে সেই সন্ন্যাসী মহাপুরুষের আধ্যাত্মিকাদি সর্ব্বপ্রকার দুঃখ নির্ম্মূলিত হইয়া যায়। চিত্তের প্রসন্নতা জন্মিলে বুদ্ধি বিচলিত হইবার কোন কারণ থাকে না। অতএব দেখা যাইতেছে যে বুদ্ধির প্রসন্নতা জন্মিলে বুদ্ধির স্থিরতা হয়। তাহা হইতে অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়। তাহা হইতে যাবতীয় দুঃখের বিনাশ হয়। যেরূপ বেদান্ত শাস্ত্র প্রকাশ করিয়াও ব্যাসদেব চিত্তের অপ্রসন্নতা হইতে মুক্ত হন নাই

কিন্তু দেবর্ষি নারদ গোস্বামীর ভক্তি উপদেশের প্রভাবে চিত্তের প্রসন্নতা লাভ সম্ভব হইল ॥৬৫॥

নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্ ॥৬৬॥

অন্বয়— অযুক্তস্য (অজিতেন্দ্রিয় পুরুষের) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) ন অস্তি (নাই) অযুক্তস্য চ (এবং অজিতেন্দ্রিয়ের) ভাবনা (ভাবনা) [ন অস্তি (নাই)] অভাবয়তঃ (আত্মচিন্তাশূন্য ব্যক্তির) শান্তিঃ (শান্তি) [ন অস্তি (নাই)] অশান্তস্য (অশান্ত-ব্যক্তির) সুখং (সুখ) কুতঃ (কোথায়?) ॥৬৬

যিনি যোগযুক্ত ন'ন, তাঁহার রসভাবনা সম্ভব নয়। পরম-রস-ভাবনা ব্যতীত জড়রস হইতে শান্তি হইতে পারে না; শান্ত না হইলে আত্মানন্দরূপ পরম সুখ কিরূপে হয়? ॥৬৬

তাৎপর্য—

যাঁহার ইন্দ্রিয়সমূহ বশীকৃত নহে, তাহার শাস্ত্রলব্ধ বা গুরূপদেশ প্রাপ্ত শ্রবণ-মননরূপ আত্মবিধায়িনী বুদ্ধি কখনই জন্মে না। বিষয় তৃষ্ণা বিনিবৃত্ত না হইলে কখনই সুখ জন্মিতে পারে না। বিষয়-বিষয়িনী চিন্তাকে অনেকে সুখ বলিয়া মনে করে বটে কিন্তু তাহা দুঃখেরই কারণ। তাদৃশ বিষয় তৃষ্ণায় প্রকৃত সুখের লেশমাত্রও নাই। অতএব ইন্দ্রিয় নিগ্রহ না হইলে পরমেশ্বর ধ্যান অসম্ভব এবং তাহাতে সুখময়ী

শান্তি ও তাহার পরিণাম স্বরূপ অতুলনীয় আত্মানন্দ কখনই আয়ত্তীকৃত হইতে পারে না ॥৬৬॥

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্ণাবমিবাম্ভসি ॥৬৭॥

অন্বয়—হি (যেহেতু) বায়ুঃ (বায়ু) অম্ভসি (সমুদ্রে) নাবম ইব (যেমন কর্ণধারশূন্য নৌকাকে) [হরতি (বিচলিত করে)] [তদ্বৎ (সেইরূপ)] চরতাম্ (স্বেচ্ছাচারী) ইন্দ্রিয়াণাম্ (ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে) যৎ (যে ইন্দ্রিয়টি) মনঃ (মনকে) অনুবিধীয়তে (অনুগমন করে) তৎ (সেই ইন্দ্রিয়ই) অস্য (অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির) প্রজ্ঞাং (বুদ্ধি) হরতি (হরণ করে) ॥৬৭॥

প্রতিকূল বায়ু জলের উপর নৌকাকে যেরূপ অস্থির করে, সেইরূপ ইন্দ্রিয়দিগের মধ্যে যে ইন্দ্রিয়ের অনুবর্ত্তী হইয়া অযুক্ত ব্যক্তির মন বিচরণ করে, সেই এক ইন্দ্রিয়ই তাহার প্রজ্ঞাকে হরণ করে ॥৬৭॥

তাৎপর্য্য—

অজিতচিত্ত ব্যক্তির বুদ্ধি নাই কেন তাহারই হেতু প্রদর্শনার্থ এই শ্লোক অবতারিত হইয়াছে। অবশীকৃত ইন্দ্রিয় সমূহ স্বাধীনভাবে বিষয় রাজ্যে বিচরণ করে যদি মন অবশীভূত হইয়া ইন্দ্রিয়ের অনুগামী হয়, তাহা হইলে সেই উন্নতিকাম সাধনপথাবলম্বিত পুরুষের আত্মবিষয়িনী

বুদ্ধিকে বিনষ্ট করিয়া দেয়। যেরূপ প্রমত্ত কর্ণধার পরিচালিত নৌকা সমুদ্রবক্ষে আন্দোলিত হইতে হইতে নানাদিকে পরিভ্রমণ করে তদ্রূপ অজিতচিত্ত ইন্দ্রিয়পরায়ণ পুরুষের প্রজ্ঞা কাণ্ডজ্ঞানহীন কাণ্ডারীচালিত নৌকার ন্যায় বিষয় সাগরে প্রতিকূল বায়ুর দ্বারা পরিভ্রমণ করায় ॥৬৭॥

তস্মাদ্ যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্ব্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥৬৮॥

অন্বয়—হে মহাবাহো! (হে অর্জ্জুন!) তস্মাৎ (অতএব) যস্য (যাঁহার) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়সকল) ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ (ইন্দ্রিয়-সমূহের বিষয় হইতে) সর্ব্বশঃ (সর্ব্বপ্রকারে) নিগৃহীতানি (নিগৃহীত হইয়াছে) তস্য (তাঁহার) প্রজ্ঞা (বুদ্ধি) প্রতিষ্ঠিতা (নিশ্চলা) ॥৬৮॥

অতএব হে মহাবাহো! যাঁহার ইন্দ্রিয় সমস্ত ইন্দ্রিয়ার্থ হইতে যুক্তবৈরাগ্য-দ্বারা নিগৃহীত হইয়াছে, তাঁহারই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥৬৮॥

তাৎপর্য্য—

'যততোহ্যপি কৌন্তেয়' ইত্যাদি (২য় অঃ, ৬০ শ্লোক) হইতে ইন্দ্রিয় সংযম বিষয়ক বিবিধ উপদেশ প্রদান করিয়া এক্ষণে শ্রীভগবান্ কথিত বাক্যের ভাবার্থ প্রকাশ করিয়া উপসংহার করিতেছেন। ইন্দ্রিয়সমূহ অবশীভূত ও উচ্ছৃঙ্খল

হইলে অশেষ অনর্থপাতের সম্ভাবনা। অতএব হে সখে! যে পুরুষ সর্ব্বতোভাবে স্বকীয় ইন্দ্রিয় নিচয়কে আয়ত্বীকৃত করিয়া ইন্দ্রিয়োপভোগ্য বিষয় ব্যাপার হইতে তাহাদিগকে নিগ্রহ সহকারে নিবৃত্ত হইয়াছেন, অর্থাৎ কোন ভোগ লালসাতেই যাঁহার ইন্দ্রিয়সমূহ কখনই বিচলিত হয় না, সেই পুরুষের বুদ্ধি যথার্থ স্থিরভাবাপন্ন হইয়াছে। মূলোক্ত 'মহাবাহো' এই সম্বোধন পদদ্বারা ইহাই সূচীত হইতেছে যে তুমি সর্ব্বশত্রু নিগ্রহে সমর্থ, ইন্দ্রিয়রূপ পরম শত্রুগণকেও নিগ্রহ কর! মূলোক্ত 'তস্য' অর্থাৎ তাঁহার এই পদদ্বারা সিদ্ধ এবং সাধক উভয়েই লক্ষিত হইতেছে। স্থিতপ্রজ্ঞ সিদ্ধপুরুষের সম্বন্ধে ইন্দ্রিয়সংযমরূপ লক্ষণদ্বারা তিনি স্বাভিলষিত স্থানে উপনীত হইয়াছেন, ইহাই সমর্থিত হইল, এবং সাধকের সম্বন্ধে প্রজ্ঞার স্থিতীকরণার্থ ইন্দ্রিয় নিগ্রহের প্রয়োজনীয়তা সমর্থিত হইল। এইরূপ সিদ্ধ ও সাধক উভয়ের পক্ষেই ইন্দ্রিয় সংযমের অপরিহার্য্যতা প্রতিপাদিত করিয়া শ্রীভগবান্ এই প্রসঙ্গের উপসংহার করিলেন ॥৬৮॥

যা নিশা সর্ব্বভূতানাং তস্যাং জাগর্ত্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ ॥৬৯॥

অন্বয়—যা (যেই আত্মনিষ্ঠা) সর্ব্বভূতানাং (সর্ব্বজীবের পক্ষে) নিশা (রাত্রিস্বরূপ) তস্যাং (সেই আত্মনিষ্ঠাতে) সংযমী (নিগৃহীতেন্দ্রিয় ব্যক্তি) জাগর্ত্তি (জাগরিত থাকেন); যস্যাং

(যেই বিষয়নিষ্ঠাতে) ভূতানি (প্রাণিগণ) জাগ্রতি (জাগরিত থাকে) সা (তাহাই) পশ্যতঃ (আত্মতত্ত্বদর্শী) মুনেঃ (মুনির নিকট) নিশা (রাত্রিস্বরূপ) ॥৬৯॥

হে অর্জ্জুন ! বুদ্ধি দুই প্রকার অর্থাৎ আত্মপ্রবণা ও বিষয়প্রবণা। আত্মপ্রবণা বুদ্ধি সর্ব্বভূতের অর্থাৎ জড়মুগ্ধ সাধারণ জীবের পক্ষে রাত্রি-বিশেষ. জড়মুগ্ধ জীবসকল ঐ রাত্রিতে নিদ্রিত থাকায় তাহাতে প্রাপ্যমাণ আত্মজ্ঞান লাভ করিতে পারে না। কিন্তু স্থিতপ্রজ্ঞ সেই রাত্রিতে জাগরিত থাকিয়া আত্মবুদ্ধিনিষ্ঠ আনন্দকে সাক্ষাৎ অনুভব করেন। বিষয়প্রবণা বুদ্ধিতে জড়মুগ্ধ জীব জাগ্রত থাকিয়া তন্নিষ্ঠবিষয়-শোকমোহাদি অনুভব করে। কিন্তু তাহাই স্থিতপ্রজ্ঞ মুনির সম্বন্ধে রাত্রিবিশেষ। তিনি তাহাতে সংসারী-লোকের সুখ-দুঃখপ্রদ প্রারব্ধাকৃষ্ট বিষয়সকল ঔদাসীন্যভাবে ও যথোচিত নির্লেপভাবে স্বীকার করেন ॥৬৯॥

তাৎপর্য্য—

বুদ্ধি দ্বিবিধা—আত্মনিষ্ঠা ও বিষয়নিষ্ঠা। আত্মনিষ্ঠা বা আত্মপ্রবণা বুদ্ধি অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন জ্ঞানের পক্ষে নিশা স্বরূপ। নিশায় কি কি ঘটে তাহা যেমন স্বাপ্নাবিষ্ট ব্যক্তি জানিতে পারে না, সেইরূপ আত্মপ্রবণা বুদ্ধিতে বিষয়কজ্ঞান অজ্ঞানী ব্যক্তির হইতে পারে না। কিন্তু সংযমী স্থিতপ্রজ্ঞ ব্যক্তির তাদৃশ বুদ্ধির প্রভাবে স্বপ্নাবিষ্ট ব্যক্তির ন্যায় মোহাচ্ছন্ন না থাকিয়া আত্মজ্ঞানরূপ আনন্দ অনুভব করেন। বিষয় প্রবণা বুদ্ধি সম্পন্ন অজ্ঞগণ বিষয় ব্যাপারে শোকমোহাদি

জনিত সুখ-দুঃখাদি সাক্ষাৎ অনুভব করে কিন্তু তাহা স্থিতপ্রজ্ঞ মুনির পক্ষে নিশা স্বরূপ সুতরাং তিনি তাঁহার কিছুই অনুভব করেন না। সুখ-দুঃখপ্রদ সাংসারিক বিষয় ব্যাপারে উদাসীনভাবে অবলোকন করিতে করিতে তিনি স্বভোগ্য বিষয়ও নির্লিপ্ত ভাবে অনুভব করেন ॥৬৯॥

আপূর্য্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ॥৭০॥

অন্বয়—আপূর্য্যমানম্ (নদ-নদীদ্বারা নিয়ত পরিপূর্ণ হইলেও) অচলপ্রতিষ্ঠং (অচলভাবে অবস্থিত) সমুদ্রম্ (সমুদ্রমধ্যে) যদ্বৎ (যেমন) আপঃ (অন্য জলরাশি) [প্রবিশন্তি (প্রবেশ করে)] তদ্বৎ (তেমন) সর্ব্বে কামাঃ (সমস্ত কাম্য-বিষয়সকল) যং (যেই মুনিতে) প্রবিশন্তি (প্রবেশ করে) সঃ (তিনি) শান্তিম্ (শান্তি) আপ্নোতি (প্রাপ্ত হন), কামকামী (ভুক্তিকামীগণ) [তং (তাহা)] ন [আপ্নোতি] (প্রাপ্ত) হন না ॥৭০॥

কামকামী কখনই শান্তি লাভ করে না। অন্যান্য জল যেরূপ আপূর্য্যমাণ সমুদ্রেতে প্রবেশ করিয়াও তাহাকে ক্ষোভিত করিতে পারে না, সেইরূপ কামসকল স্থিতপ্রজ্ঞে প্রবিষ্ট হইয়াও তাঁহার ক্ষোভ জন্মাইতে পারে না। অতএব তিনিই শান্তিলাভ করেন ॥৭০॥

তাৎপর্য্য—

যাঁহার হৃদয় হইতে বাসনাসমূহ নির্ম্মূলিত হইয়াছে তাদৃশ স্থিতপ্রজ্ঞ যতি পুরুষই জ্ঞানরূপ পরমধনের অধিকারী কিন্তু ভোগকামনা পরায়ন সন্ন্যাসী ব্যক্তির পক্ষে তাদৃশ সৌভাগ্য কখনই হইতে পারে না। ইহাই এই শ্লোকে দৃষ্টান্ত সহকারে পরিপুষ্ট হইতেছে। অচল ও অটল সিন্ধুবর অবিকৃতভাবে অসংখ্য নদনদীর বারিরাশির প্রভাবে স্ফীত বা উদ্বেলিত না হইয়া অবিচলিত ভাবে বক্ষে ধারণ করে। ঠিক সেই প্রকার যে নির্ব্বিকার স্থিতপ্রজ্ঞ পুরুষ শব্দাদি ব্যাপারে দৃক্‌পাত করেন না, অজ্ঞগণের কাম্যমান বিষয়সমূহ অন্তর প্রদেশে প্রবেশ করিলেও অনুমাত্র আসক্ত বা বিচলিত করিতে সমর্থ হয় না, সেই মহাসমুদ্রস্বরূপ জ্ঞানবলে বলীয়ান্ স্থিতপ্রজ্ঞ মহাপুরুষ শান্তিরূপ পরমধন লাভ করেন। প্রারব্ধ কর্ম্মবশে বিষয়বর্জ্জন করা অসম্ভব হইলেও সেই জ্ঞান গৌরবান্বিত পুরুষ সিংহ অনাসক্ত ও অবিচলিতভাবে বিষয়োপভোগ করেন মাত্র। কিন্তু কাম্য বিষয়সমূহের কামনাই যাহার হৃদয়ের নিয়ামক সেই ভোগবাসনাপরায়ণ পুরুষ কদাপি জ্ঞানের অধিকারী হইতে পারে না। অধিকিন্তু নিরন্তর লৌকিক ও অলৌকিক ফলকামনাপূর্ণ কর্ম্মসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া ক্লেশসাগরে নিমগ্ন হয় ও উত্তরোত্তর অধোগতির পথ নির্ম্মুক্ত করে ॥৭০॥

বিহায় কামান্ যঃ সর্ব্বান্ পুমাংশ্চরতি নিস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥৭১॥

অন্বয়—যঃ পুমান্ (যে পুরুষ) সর্ব্বান্ কামান্ (সমস্ত কামনা) বিহায় (পরিত্যাগ করিয়া) নিস্পৃহঃ (স্পৃহাহীন), নিরহঙ্কারঃ (গর্ব্বশূন্য), নির্ম্মমঃ (মমতাহীন হইয়া) চরতি (বিচরণ করেন) সঃ (তিনিই) শান্তিম্ (শান্তি) অধিগচ্ছতি (লাভ করেন) ॥৭১॥

কামসকল পরিত্যাগপূর্ব্বক যিনি সমস্ত বিষয়ে নিস্পৃহ হইয়া নিরহঙ্কার ও মমতাশূন্যভাবে বিচরণ করেন, তিনিই শান্তি লাভ করেন ॥৭১॥

তাৎপর্য্য—

যে সন্ন্যাসী পুরুষ কামনার বশীভূত যাবতীয় পদার্থকে তুচ্ছবোধে উপেক্ষা করিয়া স্বকীয় দেহ ও জীবনের স্পৃহা শূন্য হইতে পারিয়াছেন, তাদৃশ জ্ঞানবলসম্পন্ন মহাপুরুষ প্রারব্ধ কর্ম্মবশে যে কোন বিষয়ই উপভোগ করুন না কেন নিশ্চয়ই তিনি মুক্তির অধিকারী হন। কারণ সর্ব্ব সংসার দুঃখ নিবৃত্তিরূপা শান্তিকে প্রাপ্ত হইবার তিনিই অধিকারী ॥৭১॥

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বা স্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি ॥৭২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদগীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে সাংখ্যযোগ নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়—পার্থ! (হে অর্জ্জুন!) ব্রাহ্মী-স্থিতিঃ এষা (ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠা এই প্রকার) এনাং (ইহাকে) প্রাপ্য (প্রাপ্ত হইয়া) [নরঃ (মানব)] ন বিমুহ্যতি (মোহপ্রাপ্ত হয় না)। অন্তকালে অপি (মৃত্যুসময়েও) অস্যাং (ইহাতে) স্থিত্বা (অবস্থিত হইয়া) ব্রহ্মনির্ব্বাণম্ (ব্রহ্মনির্ব্বাণ বা জড়মুক্তি) ঋচ্ছতি (লাভ করেন) ॥৭২॥

এই প্রকার ব্রহ্মপ্রাপিকা স্থিতিকেই 'ব্রাহ্মী স্থিতি' বলে। হে পার্থ! যিনি ঐ স্থিতি লাভ করেন, তিনি মোহপ্রাপ্ত হন না। খট্বাঙ্গ রাজার ন্যায় অন্তকালে ঐ স্থিতি লাভ করিলেও ব্রহ্মনির্ব্বাণ লব্ধ হয়। ব্রহ্মপ্রাপক জড়মুক্তিকে ব্রহ্মনির্ব্বাণ বলে। জড়ের বিলক্ষণ তত্ত্বের নাম ব্রহ্ম; সেই তত্ত্বে অবস্থিত হইলে 'অপ্রাকৃত রস' লাভ হয় ॥৭২॥

॥ ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাশাস্ত্রে দ্বিতীয়াধ্যায়স্য অন্বয়ঃ ॥

তাৎপর্য্য—

অর্জ্জুন কৃত প্রশ্ন চতুষ্টয়ের উত্তরচ্ছলে শ্রীভগবান্ স্থিতপ্রজ্ঞের সর্ব্ববিধ লক্ষণ এবং মুক্তিকাম পুরুষের কর্ত্তব্য নির্ণয় করিয়াছেন, এক্ষণে প্রস্তাবের উপসংহার করিতেছেন। হে কৌন্তেয়! যাঁহার বুদ্ধি এইরূপ ব্রহ্ম বিষয়ে স্থিরভাবাপন্ন হইয়াছে তাঁহার জ্ঞান কখনই অজ্ঞান তিমিরজালে সমাচ্ছন্ন হয় না। সুতরাং তিনি কখনই মোহরূপে নিপতিত হন না। জীবন প্রয়াণে কিঞ্চিৎ পূর্ব্বেও যদি কাহারও হৃদয়কন্দর এই ব্রহ্মজ্ঞানে আলোকিত হইয়া স্থিরভাব প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তিনি মুক্তি পদবী লাভ করিয়া পরম ধন্য হন ॥৭২॥

॥ দ্বিতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ

কর্ম্মযোগ

অর্জ্জুন উবাচ—

জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জনার্দ্দন।
তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিযোজয়সি কেশব ॥১॥

অন্বয়—অর্জ্জুন উবাচ (অর্জ্জুন বলিলেন)—জনার্দ্দন! (হে জনার্দ্দন!) কেশব! (হে কেশব!) কর্ম্মণঃ (কর্ম্ম হইতে) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধিযোগ) জ্যায়সী (শ্রেষ্ঠ বলিয়া) তে (তোমার) মতা চেৎ (যদি অভিমত হয়), তৎ (তবে) কিং (কিহেতু) ঘোরে (হিংসাকে) কর্ম্মণি (কর্ম্মে) মাং (আমাকে) নিযোজয়সি (নিযুক্ত করিতেছ?) ॥১॥

হে জনার্দ্দন! হে কেশব! কর্ম্ম অপেক্ষা ব্যবসায়াত্মিকা গুণাতীতা বুদ্ধি যদি তোমার মতে শ্রেষ্ঠ হয়, তবে সেই বুদ্ধি প্রাপ্তির জন্য আমাকে ঘোর যুদ্ধরূপ কর্ম্মে কেন নিযুক্ত হইবার অনুমতি প্রদান করিতেছ? ॥১॥

তাৎপর্য্য—

পরাপরদর্শী তত্ত্ববিদ ভগবান্ বাসুদেব মোহাচ্ছন্ন অর্জ্জুনের মানস-সন্তাপ সত্বর নিরাশ কামনায় দ্বিতীয় অধ্যায়ে সমগ্র গীতা শাস্ত্রের সার সংকলন করিয়া পরম তত্ত্বোপদেশ প্রদান করিয়াছেন। শোকাকুলচিত্ত তত্ত্বজিজ্ঞাসু অর্জ্জুন পূর্ব্বোক্ত ভগবৎ বাক্যে সন্দিহান হইয়া ভাবিতেছেন, হিতোপদেষ্টা পরমগুরু শ্রীভগবান্ নারায়ণ আমাকে প্রকৃত তত্ত্বোপদেশই প্রদান করিতেছেন, না বৃথা বাক্য বিস্তার করিয়া আমাকে পরীক্ষা করিতেছেন? তিনি একবার বলিতেছেন, স্বার্থ রক্ষার নিমিত্ত হিংসাজনক যুদ্ধাদি ক্রিয়া ক্ষত্রিয়গণের অবশ্য কর্ত্তব্য আবার বলিতেছেন যিনি রাগ দ্বেষাদি পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইন্দ্রিয়

বর্গকে স্বায়ত্ব করিবার সুখ-দুঃখাদিতে সমভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন তিনিই মুক্তি পথের প্রকৃত অধিকারী। এই প্রকার বাক্যে কখনও কর্ম্মের প্রাধান্য কখনও জ্ঞানের প্রাধান্য দেখাইতেছেন। এইরূপ পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিয়া অর্জ্জুন বলিতেছেন হে জনার্দ্দন। যদি কর্ম্ম হইতে জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ ইহাই আপনার অভিপ্রায় হয় তবে 'তস্মাৎ যুধ্যস্ব', 'তস্মাদুত্তিষ্ঠ' ইত্যাদি বাক্য বার বার বলিয়া কেন আমাকে হিংসাত্মক ক্রূর কর্ম্মে নিয়োজিত করিতেছেন। মূলে 'জনার্দ্দন' ও 'কেশব' এই দুইটি সম্বোধন পদ প্রযুক্ত হইয়াছে। যাঁহার নিকট সর্ব্বজন সর্ব্বাভিলষিত সিদ্ধি প্রার্থনা করে তিনিই জনার্দ্দন। কেশব শব্দ সর্ব্বেশ্বর প্রতিপাদক, কি অর্থে ব্রহ্ম, 'ঈশা' অর্থে মহাদেব যাঁহার বশীভূত এমন প্রভুর আজ্ঞা কে অন্যথা করিতে সমর্থ? আমি পূর্ব্বেই 'শিষ্যস্তেঽহং' ইত্যাদি বাক্যে বিনীত ও শরণাগত শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছি। আমাকে নিশ্চয় আপনি বঞ্চনা করিবেন না ॥১॥

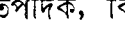

ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্ ॥২॥

অন্বয়—ব্যামিশ্রেণ ইব (সন্দেহজনকের মত) বাক্যেন (বাক্যদ্বারা) মে (আমার) বুদ্ধিং (বুদ্ধিকে) মোহয়সি ইব (বিমোহিতপ্রায় করিতেছ); [অতঃ (অতএব)] যেন (যাহাদ্বারা) অহং (আমি) শ্রেয়ঃ (মঙ্গল) আপ্নুয়াং (লাভ করিতে পারি) তৎ একং (সেই একটি) নিশ্চিত্য বদ (তুমি নিশ্চয় করিয়া বল) ॥২॥

তুমি যে-সকল উপদেশ প্রদান করিলে, তাহা শ্রবণ করিবামাত্র পরস্পর অমিলিতার্থ-বোধক বলিয়া বোধ হয়। কোন স্থলে তুমি আত্মযাথাত্ম্যসাধক জ্ঞানের উপদেশ করিলে, এবং স্থানান্তরে আমার কর্ম্মাধিকার প্রকাশ করত আমাকে কর্ম্মানুষ্ঠানের অনুজ্ঞা করিলে। এই দুটির মধ্যে কোন্‌টি আমার পক্ষে শ্রেয়ঃ তাহা নিশ্চয় করিয়া বল ॥২॥

তাৎপর্য্য—

হে হৃদয় সখে অর্জ্জুন! সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই ত্রিগুণাতীত ভক্তিই যে সর্ব্বোৎকৃষ্টা তাহার কোনই সন্দেহ নাই কিন্তু তাদৃশী ভক্তি আমার কোন একান্ত ভক্ত জনের কৃপা হইলে লব্ধ হইতে পারে নতুবা পুরুষ স্বকীয় উদ্দম দ্বারা তাহা কদাপি লাভ করিতে পারে না। অতএব আমার প্রতি গুণাতীত ভক্তিযুক্ত হইয়া তুমি ত্রিগুণাতীত হও। এই অভিপ্রায়ে তোমাকে 'নিস্ত্রৈগুণ্য ভব' এই আশীর্ব্বাদ করিয়াছি। আমার এই শুভাশীর্ব্বাদ যখন ফলবান হইবে তখন আমার কোন ঐকান্তিক ভক্তের কৃপায় তুমি ভক্তি ধনের অধিকারী হইবে। ভগবদুক্ত এই বাক্যের প্রতিবাক্য স্বরূপে অর্জ্জুন বলিতেছেন, যতদিন তাদৃশ কোন পরম ভক্ত মহাপুরুষের কৃপায় ভক্তির আলোকে আমার হৃদয়ান্তকার অবগত না হইবে ততদিন যদি কর্ম্মই আমার অবশ্য করণীয় হয় তাহা হইলে হে নারায়ণ! আমাকে তৎ সম্বন্ধে নিশ্চিত উপদেশ না করিয়া কেন তুমি সন্দেহ সাগরে নিমজ্জিত করিয়া দিতেছ? একথা সত্য তুমি 'কর্ম্মন্যেবাধিকারস্তে' ইত্যাদি বাক্যে আমার প্রতি কর্ম্মের অনুষ্ঠান নির্দ্দেশ করিয়াছ তথাপি স্থানান্তরে

'বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃতদুষ্কৃতে। তস্মাৎ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্'। 'সিদ্ধাসিদ্ধো সমোভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে'। ইত্যাদি বাক্যে জ্ঞানেরই মহিমা প্রতিপাদন করিয়াছ। এবং 'যদা তে মোহকলিলং' ইত্যাদি বাক্যে কেবল জ্ঞানের কথাই বলিয়াছ। তোমার ন্যায় কৃপালু পুরুষের আমার ন্যায় ব্যক্তিকে মোহাচ্ছন্ন করিবার বাসনা কদাচি সম্ভব নহে এবং তোমার বাক্যবশতঃ কখনই নানার্থ মিশ্রণ জন্য জটিল হইতে পারে না। তথাপি আমি যখন তোমার বাক্যের গূঢ়াভিপ্রায় হৃদয়ঙ্গম করিতে অক্ষম হইয়াছি তখন সুস্পষ্টরূপেই উপদেশ প্রদান করা তোমার উচিত। রাজস কর্ম্মাপেক্ষা সাত্ত্বিক কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ, তাহা অপেক্ষাও জ্ঞান শ্রেষ্ঠ। কিন্তু সাত্ত্বিক গুণাতীতা ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেই প্রকার ভক্তিযোগ যদি আমার পক্ষে সম্ভবপর নহে বলিয়া বিবেচনা কর তাহা হইলে আমাকে কেবল সাত্ত্বিক জ্ঞানেরই উপদেশ প্রদান কর। তাহাতে আমি এই দুঃখময় সংসার বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া চরিতার্থতা লাভ করিব ॥২॥

শ্রীভগবানুবাচ—

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্ম্মযোগেন যোগিনাম্ ॥৩॥

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ বলিলেন)—অনঘ! (হে নিষ্পাপ!), অস্মিন্ লোকে (ইহলোকে) দ্বিবিধা নিষ্ঠা (দুই প্রকার নিষ্ঠা) ময়া (আমাকর্ত্তৃক) পুরা প্রোক্তা (পূর্ব্বে বিশেষভাবে কথিত হইয়াছে)।

সাংখ্যানাং (সাংখ্যবাদিগণের) জ্ঞানযোগেন (জ্ঞানযোগ-দ্বারা) যোগিনাং (এবং যোগিগণের) কর্ম্মযোগেন (কর্ম্মযোগদ্বারা) [নিষ্ঠা ভবতি (নিষ্ঠা হয়)] ॥৩॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন—আমি যাহা পূর্ব্বাধ্যায়ে বলিয়াছি, তাহাতে আমার এরূপ উপদেশ নয় যে, সাংখ্যযোগ ও কর্ম্মযোগ পরস্পর নিরপেক্ষ মোক্ষসাধনোপায়। আত্মযাথাত্ম্যযোগ সাধন-বিষয়ে নিষ্ঠা দুই প্রকার। যে-সকল ব্যক্তি শুদ্ধান্তঃকরণ, তাঁহারা জ্ঞানভূমিতে অধিরূঢ়; তাঁহাদের সাংখ্যজ্ঞান-যোগাশ্রয়ী নিষ্ঠা। অন্তঃকরণ শুদ্ধ করিবার জন্য যে কর্ম্মযোগনিষ্ঠা, তাহা তাঁহাদের আদরণীয় নয়। তাঁহারা সাংখ্যযোগনিষ্ঠা-দ্বারাই আত্মযাথাত্ম্য-যোগে অধিরূঢ় হন। যাহাদের অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয় নাই, তাহারা নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ-দ্বারা জ্ঞানভূমিতে আরোহণপূর্ব্বক অবশেষে আত্মযাথাত্মরূপ মোক্ষ লাভ করে। বস্তুতঃ সেই ভূমি লাভ করিবার যে সোপান, তাহা একই মাত্র। আরোহীদিগের অবস্থাক্রমে একই নিষ্ঠা দুই প্রকার হয় ॥৩॥

তাৎপর্য্য—

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, বয়স্য অর্জ্জুন! যদি পরাপর নিরপেক্ষভাবে কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানযোগ উভয়ই মোক্ষের সাধন বলিয়া পূর্ব্বাধ্যায়ে উপদিষ্ট হইত তাহা হইলে উভয়ের মধ্যে কোনটি শ্রেষ্ঠ তোমার এই প্রশ্ন সঙ্গত হইত। আমি ত তাহা বলি নাই (পূর্ব্বাধ্যায়ে কর্ম্মনিষ্ঠা ও জ্ঞাননিষ্ঠার কীর্ত্তন করিয়াছি। তাহাতে সাধকের সাধ্যসাধনরূপ অবস্থাভেদ মাত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। বস্তুতঃ 'তানি সর্ব্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ' ইত্যাদি শ্লোকে জ্ঞান ভূমিকা আরূঢ় বিশুদ্ধহৃদয় সাংখ্যগণের নিমিত্ত জ্ঞাননিষ্ঠা ও জ্ঞানভূমিকা আরোহণে অসমর্থ অশুদ্ধহৃদয় যোগিগণের নিমিত্ত 'ধর্ম্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে' ইত্যাদি শ্লোকদ্বারা নিষ্কাম কর্ম্মনিষ্ঠার

কীর্ত্তন করিয়াছি। অতএব জ্ঞানী এবং কর্ম্মীর কেবল নাম মাত্রই ভেদ। ফলতঃ কর্ম্মীপুরুষই কর্ম্মদ্বারা বিশুদ্ধচিত্ত হইলে লোকে তাঁহাকে জ্ঞানী বলে। সুতরাং যিনি কর্ম্মী, কালে আবার তিনিই জ্ঞানী। জ্ঞানী ও কর্ম্মীর অবস্থারই ভেদ, প্রকৃত ভেদ নাই। সাধকগণ জন্মান্তরীণ সাধনদ্বারা জ্ঞানভূমিসমারূঢ় হইয়া ভগবৎ কৃপায় একান্ত ভক্তিলাভ করতঃ সংসার ক্লেশ হইতে মুক্ত হন, ইহাই পূর্ব্বোক্ত ভগবৎ বাক্যের সারার্থ ॥৩॥

ন কর্ম্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সন্ন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥৪॥

অন্বয়—পুরুষঃ (পুরুষ) কর্ম্মণাম্ অনারম্ভাৎ (কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান ব্যতীত) নৈষ্কর্ম্মং (নৈষ্কর্ম্ম) ন অশ্নুতে (লাভ করিতে পারে না ; সন্ন্যসনাৎ এব (কেবল সন্ন্যাসদ্বারা) সিদ্ধিং চ (সিদ্ধিও) ন সমধিগচ্ছতি (লাভ করিতে পারে না) ॥৪॥

বিহিত কর্ম্ম অনুষ্ঠান না করিলে নৈষ্কর্ম্ম্য অর্থাৎ জ্ঞাননিষ্ঠ হয় না। বিহিত কর্ম্ম ত্যাগ করিলে অশুদ্ধচিত্ত পুরুষ সিদ্ধিলাভ করিতে পারে না ॥৪॥

তাৎপর্য্য—

অর্জ্জুনের আশঙ্কা যখন কর্ম্ম হইতে জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ তখন আমাকে জ্ঞানানুষ্ঠানে নিয়োজিত না করিয়া 'কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে' ইত্যাদি বাক্যদ্বারা কেবল কর্ম্মানুষ্ঠানে নিয়োজিত করিতেছ কেন ? অর্জ্জুনকে ইত্যাকার চিন্তাকুল দেখিয়া ভগবান্ এই

শ্লোক অবতারিত করিতেছেন। শ্রীভগবান্ বলিতেছেন ইহজন্মে বা জন্মান্তরে অনুষ্ঠিত যজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপ পূর্ব্ব-সঞ্চিত দুরিতরাশি বিদূরিত করিয়া চিত্তশুদ্ধির দ্বারা জ্ঞান নিষ্ঠা সম্পাদন করে। জ্ঞানোৎপত্তির হেতুভূত ঈদৃশ কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলে নৈষ্কর্ম্ম্য অর্থাৎ জ্ঞাননিষ্ঠা সম্পাদিত হইতে পারে না। যেহেতু ক্রিয়ারম্ভেই নিষ্ক্রিয়তালাভের উপায় স্বরূপ। উপায় ব্যতীত উপেয় বস্তুর উৎপত্তি কখনও সম্ভবপর হইতে পারে না, যদি বল সন্ন্যাস হইতেই মোক্ষ হইবে কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রয়োজন কি? তাহাও বলিতে পার না কারণ চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগরূপ নৈষ্কর্ম্ম্য সন্ন্যাসধর্ম্ম হইতে সিদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞাননিষ্ঠা সমসাধিত হইতে পারে না। অতএব প্রথমতঃ যজ্ঞাদি দ্বারায় চিত্তশুদ্ধি সম্পাদিত করিবে। তৎপরে সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগরূপ সন্ন্যাসাত্মক জ্ঞাননিষ্ঠা আশ্রয় করিবে। সুতরাং কর্ম্ম ও জ্ঞাননিষ্ঠা উভয়েই পরস্পর মুক্তির প্রয়োজক কেবল কর্ম্ম নহে ॥৪॥

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ॥৫॥

অন্বয়—জাতু (কদাচিৎ) ক্ষণম্ অপি (ক্ষণকালমাত্রও) কশ্চিৎ (কেহ) অকর্ম্মকৃৎ (কর্ম্ম না করিয়া) ন হি তিষ্ঠতি (অবস্থান করিতেই পারে না)। সর্ব্বঃ হি (সকলেই) প্রকৃতিজৈঃগুণৈঃ (প্রকৃতিজাত গুণসমূহদ্বারা অবশঃ) (বাধ্য হইয়া) কর্ম্ম কার্য্যতে (কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়) ॥৫॥

অশুদ্ধচিত্ত পুরুষ শাস্ত্রীয়-কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াও প্রকৃতিসিদ্ধগুণদ্বারা উত্তেজিত হইয়া অস্বতন্ত্ররূপে ব্যবহারিক কর্ম্মসকল করিতে থাকে; অতএব তাহাদের পক্ষে শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট চিত্তশোধক কর্ম্ম ত্যাগ করা কর্ত্তব্য নয় ॥৫॥

তাৎপর্য্য—

অর্জ্জুন যেন বলিতেছেন হে ভগবান্! জ্ঞানযোগ বিরহিত হইয়া কেবল সর্ব্বকর্ম্ম পরিত্যাগরূপ সন্ন্যাসদ্বারা নৈষ্কর্ম্ম্য লক্ষণমুক্তি কেন হয় না? এই আশঙ্কা পরিহারার্থ শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, হে অর্জ্জুন! জ্ঞানই হউক, অজ্ঞানই হউক, কোন ব্যক্তি কিঞ্চিৎকালও কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া অবস্থিতি করিতে পারে না। যেহেতু সত্ত্ব, রজ, তম প্রভৃতির কার্য্যস্বরূপ রাগদ্বেষাদি প্রাণীমাত্রকেই বশীভূত করিয়া কার্য্যে ব্যাপৃত করে। কিন্তু যিনি কর্ম্ম করিতে করিতে বিশুদ্ধচিত্ত হইয়াছেন তিনি স্বাভাবিক গুণদ্বারায় কর্ম্ম করিলেও তাহাতে আসক্তি-শূন্য, তাঁহার কর্ম্মও অকর্ম্মতুল্য। আর যাহার চিত্তশুদ্ধি হয় নাই তাদৃশ অজ্ঞ পুরুষের কর্ম্ম অনিবার্য্য। সুতরাং তাহার কর্ম্ম অবশ্য কর্ত্তব্য ॥৫॥

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥৬॥

অন্বয়—যঃ (যে-ব্যক্তি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি (কর্ম্মেন্দ্রিয়সমূহকে) সংযম্য (সংযত করিয়া) মনসা (মনে মনে) ইন্দ্রিয়ার্থান্ (ইন্দ্রিয়ের বিষয়গুলিকে) স্মরন্ আস্তে (স্মরণ পূর্ব্বক অস্থান করে), সঃ বিমূঢ়াত্মা (সেই বিমূঢ়চিত্ত ব্যক্তি) মিথ্যাচার (কপটাচার বলিয়া) কথ্যতে (কথিত হয়) ॥৬॥

চিত্ত যাহার শোধিত হয় নাই, তাহার কর্ম্মেন্দ্রিয় সংযম করিলে কি হইবে? সেই ব্যক্তি কর্ম্মেন্দ্রিয়-সমুদয় সংযম করিয়া মনে মনে ইন্দ্রিয়ার্থের আলোচনা করিতে থাকিবে; অতএব সেই মূঢ়কে মিথ্যাচারী বলা যায় ॥৬॥

তাৎপর্য্য—

যদি অর্জ্জুন এইরূপ আশংকা করেন যে সন্ন্যাস গ্রহণ পূর্ব্বক কেবল ধ্যানের দ্বারা চিত্তশুদ্ধি লাভ করিব। সুতরাং অনর্থক কর্ম্মের অধীনতা স্বীকার করিবার আবশ্যতা কি? এই আশংকার উত্তর স্বরূপে শ্রীভগবান বলিতেছেন, রাগাদি মনোবৃত্তিনিচয় কর্ত্তৃক আক্রান্ত হৃদয় পুরুষ বাক্‌পানি পাদ-পায়ু-উপস্থ এই কর্ম্মেন্দ্রিয় পর্ব্বকে নিগ্রহ করিয়া একান্তে সন্ন্যাসীর ন্যায় ধ্যানোপবিষ্ট হইয়া থাকে তাহার যাবতীয় আচরণ ভদ্র ও কপটরাজ্যে প্রকীর্ত্তিত হয়। কারণ তাহার অন্তঃইন্দ্রিয়সমূহ বল্গাবিহীন অশ্বের ন্যায় স্বাধীনভাবে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বিষয় ব্যাপারে বিচরণ করে। সুতরাং তাদৃশ ছদ্মবেশধর অসংযত চিত্ত পুরুষ সন্ন্যাসীর করণীয় যাবতীয় অনুষ্ঠান সাধন করিলেও তৎসমস্ত অনুষ্ঠান নিষ্ফল হয়। অতএব, কর্ম্ম ব্যতীত চিত্তশুদ্ধির উপায়ান্তর নাই। 'আমি সন্ন্যাসী হইয়াছি' এই অহংকারে স্ফীত হৃদয় অথচ বাহ্যতঃ কর্ম্মশূন্য ব্যক্তি। কপটাচারীরূপে সর্ব্বত্র নিন্দিত ও ধিকৃত হইয়া থাকে। জ্ঞানবলে যাঁহার হৃদয় বলীয়ান হয় নাই, যাঁহার অন্তঃকরণ সাংসারিক বিষয়মলে বিচরণ করিতেছে সেই পাপাত্মা যখন পরম পুণ্যশীল যতিকুলচূড়ামণি পুরুষের ন্যায় মুদ্রিত নয়নে উপবিষ্ট থাকে তখন হয়ত তাহার দুষ্ক্রিয়াসক্ত হৃদয়

পূর্ব্বদৃষ্টা কোন যুবতীর অঙ্গসুখসঙ্গ লালসায় নিতান্ত ব্যাকুল হইয়া থাকে, অথবা কোন ভাগ্যবান্ জনের অসামান্য সুখ-সৌভাগ্য স্মরণ করিয়া নিতান্ত ম্রিয়মাণ হইয়া থাকে। সুতরাং এই প্রকার ব্যক্তি স্বীয় কপট ব্যবহারে জনসমাজে কিয়ৎকাল প্রতিষ্ঠাভাজন ও গুরুতুল্য সম্মানিত হইলেও কালে তাহার ভণ্ড ব্যবহার সমস্ত লোকের গোচরীভূত হইবে। এবং পারলৌকিক উন্নতি'ত দূরের কথা জনসমাজে অনন্ত নিগ্রহ ও বিজাতীয় কলঙ্ক তাহার পুরস্কার হইবে ॥৬॥

যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥৭॥

অন্বয়—অর্জ্জুন! (হে অর্জ্জুন!) যঃ তু (কিন্তু যে ব্যক্তি) মনসা (মনদ্বারা) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়সমূহকে) নিয়ম্য (সংযত করিয়া) অসক্তঃ (অনাসক্ত) [সন্ (হইয়া)] কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ (কর্ম্মেন্দ্রিয়-সমূহদ্বারা) কর্ম্মযোগম্ (কর্ম্মযোগ) আরভতে (অনুষ্ঠান করে) সঃ (সেই ব্যক্তি) বিশিষ্যতে (বিশিষ্ট অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ হন) ॥৭॥

যিনি মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়সকলকে নিয়মিত করিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয়দ্বারা গৃহস্থ-ধর্ম্মে কর্ম্মযোগ অনাসক্তরূপে আরম্ভ করিয়াছেন, তিনি পূর্ব্বোক্ত মিথ্যাচারী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ॥৭॥

তাৎপর্য্য—

পূর্ব্ব শ্লোকে বাহ্যত বিষয় ব্যাপারে উদাসীন অথচ অন্তরে বিষয়চিন্তাপরায়ণ ভব্যদিগের কথা উল্লেখ করিয়া অধুনা শ্রীভগবান্ তদ্বিপরীত ধর্ম্মাক্রান্ত মহাত্মদিগের প্রসঙ্গ কীর্ত্তন

করিতেছেন। হে অর্জ্জুন! যে মহাপুরুষ আপন আন্তরিক শক্তি প্রভাবে শ্রোত্র নেত্র, নাসিকা প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয় গ্রামকে সম্পূর্ণরূপে সংযত করিয়া ফলাভিসন্ধি বিবর্জিত হৃদয়ে বাকপানি-পাদ প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয় দ্বারা কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করেন। সেই বিবেকী মহাত্মাই শ্রেষ্ঠ। চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত কর্ম্মযোগ আবশ্যক। যিনি বাহ্যতঃ বিষয়রাজ্যে বিচরণশীল হইলেও অন্তরে তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে উদাসীন সেই সাধু পুরুষ মিথ্যাচার নিরত ভ্রষ্টমতি পুরুষদিগের অপেক্ষা সর্ব্বাংশেই শ্রেষ্ঠ। দেখ সখে, কি আশ্চর্য্যের বিষয় একদিকে এক ব্যক্তি কর্ম্মেন্দ্রিয়সমূহকে নিগ্রহ করিয়া অথচ জ্ঞানেন্দ্রিয় সহকারে বিষয় পরায়ণ হইয়া পুরুষার্থ ভ্রষ্ট হইতেছে অপর-দিকে আর এক ব্যক্তি জ্ঞানেন্দ্রিয় সমূহকে নিগৃহীত করিয়া কর্ম্মেন্দ্রিয় সহকারে বিষয় ভোগ করিয়া পুরুষার্থের অধিকারী হইতেছে ॥৭॥

নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্মণঃ ॥৮॥

অন্বয়—ত্বং (তুমি) নিয়তং কর্ম্ম (নিত্যকর্ম্ম) কুরু (কর); হি (যেহেতু) অকর্ম্মণঃ (অকর্ম্ম হইতে) কর্ম্ম জ্যায়ঃ (কর্ম্ম শ্রেষ্ঠ)। অকর্ম্মণ চঃ (এমন কি, অকর্ম্ম অর্থাৎ কর্ম্মরহিত হইলে) তে (তোমার) শরীরযাত্রাপি (দেহযাত্রাও) ন প্রসিদ্ধেৎ (নির্ব্বাহ হইবে না) ॥৮॥

অনধিকারী ব্যক্তির কর্ম্মত্যাগ অপেক্ষা কর্ম্মই শ্রেষ্ঠ। তোমার কর্ম্ম-ত্যাগদ্বারা যখন শরীরযাত্রা-নির্ব্বাহ হয় না, তখন কর্ম্মত্যাগ কিরূপে সম্ভব

হয়? অতএব কাম্যকর্ম্ম ত্যাগপূর্ব্বক যুদ্ধ, প্রজাপালন, সন্ধ্যা-উপাসনাদি নিত্যকর্ম্ম করিতে করিতে চিত্ত শুদ্ধ হইলে জ্ঞানভূমি প্রাপ্ত হইয়া আত্মযাথাত্ম্য লাভ কর ॥৮॥

তাৎপর্য্য—

হে অর্জ্জুন! তোমার কর্ম্মবিষয়ে ঔদাসীন্য পরিত্যাগ করা বিধেয়। তুমি ফলকামনা বিরহিত হইয়া এবং মনের দ্বারা জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহকে নিগ্রহ করিয়া শ্রুতি-স্মৃতি অনুমোদিত কর্ম্মানুষ্ঠান কর। তোমার চিত্তশুদ্ধির অভাব না থাকিলেও কর্ম্ম অবশ্য করণীয়। কেননা কর্ম্মহীনতা অপেক্ষা কর্ম্মই প্রশস্ততর। কর্ম্মানুষ্ঠান ব্যতীত কেবল যে তোমার চিত্তশুদ্ধির ব্যাঘাত ঘটিবে এমন নহে। বুঝিয়া দেখ, যুদ্ধাদিরূপ স্বধর্ম্ম-বিহিত কর্মানুষ্ঠান না করিলে তোমার জীবনযাত্রা সুনির্ব্বাহিত হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই ॥৮॥

যজ্ঞার্থাৎ কর্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচার ॥৯॥

অন্বয়—কৌন্তেয়! (হে কুন্তীপুত্র!) যজ্ঞার্থাৎ (যজ্ঞেশ্বর বিষ্ণুর জন্য) কর্ম্মণঃ অন্যত্র (কর্ম্ম ব্যতীত) অয়ঃ লোকঃ (এই জীবলোক) কর্ম্মবন্ধনঃ (কর্ম্মবন্ধ); [অতঃ (অতএব)] তদর্থং (বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে) মুক্তসঙ্গঃ (নিষ্কাম হইয়া) কর্ম্ম সমাচার (কর্ম্মের সম্যক্ আচরণ কর) ॥৯॥

হরিতোষণার্থ নিষ্কাম-কর্ম্মকে 'যজ্ঞ' বলে। সেই যজ্ঞের উদ্দেশ্যে যে কর্ম্ম করা যায়, তদ্ব্যতীত অন্য যত কর্ম্ম, সে সমুদয়ই কর্ম্মবন্ধন বলিয়া

জানিবে। তুমি যজ্ঞার্থ সমুদয় কর্ম্মাচরণ কর। কামনার উদ্দেশে হরিতোষণার্থ কর্ম্মও বন্ধন-হেতু হয়, অতএব কর্ম্মফলাকাঙ্ক্ষা-রহিত হইয়া ভগবত্তুষ্টির জন্য কর্ম্ম কর ॥৯॥

তাৎপর্য্য—

অর্জ্জুন যদি মনে করেন যে সাংখ্য অর্থাৎ জ্ঞানীদিগের পক্ষে সর্ব্বপ্রকার কর্ম্মই অননুষ্ঠেয় অথবা যদি 'কর্ম্মণা বধ্যতে জন্তুঃ' এই স্মার্ত্ত বচন স্মরণ করিয়া সকল কর্ম্মই বন্ধনের হেতুভূত সুতরাং মুমুক্ষুগণের অকর্ত্তব্য বলিয়া বিবেচনা করেন। এইরূপ আশঙ্কার উত্তর স্বরূপে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, যজ্ঞই পরমেশ্বর শ্রুতিও এই কথার সমর্থন করিয়াছেন। সেই যজ্ঞার্থ অর্থাৎ বিষ্ণুপ্রীতির নিমিত্ত অনুষ্ঠিত কর্ম্ম ভিন্ন অন্যান্য যাবতীয় কামনামূলক কর্ম্ম লোকের সংসার বন্ধনের কারণ স্বরূপ হইয়া থাকে এবং তদ্দ্বারা মনুষ্যের অধোগতির পথই উত্তরোত্তর প্রশস্ততর হয়। কিন্তু ঈশ্বরারাধনার নিমিত্ত অনুষ্ঠিত কর্ম্ম মানবের মোক্ষ বিধান করে কেননা নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত কর্ম্মের লক্ষীভূত ঈশ্বর সাধকের অনাদিকাল প্রবৃত্ত কর্ম্মবাসনার উচ্ছেদ করিয়া তাহাকে তাত্ত্ব-দর্শনে সক্ষম করেন। অতএব হে সখে! তুমি আসক্তি ও কামনাবিরহিত হইয়া বিহিত শ্রদ্ধাদি সহকারে ভগবদারাধনার নিমিত্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর ॥৯॥

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্ ॥১০॥

অন্বয়—পুরা (সৃষ্টির প্রারম্ভে) প্রজাপতিঃ (ব্রহ্মা) সহযজ্ঞাঃ (ব্রাহ্মণাদি যজ্ঞাধিকারী) প্রজাঃ (প্রজাসমূহ) সৃষ্ট্বা (সৃষ্টি করিয়া) উবাচ (বলিয়াছিলেন)—অনেন (এই যজ্ঞদ্বারা) প্রসবিষ্যধ্বম (তোমরা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি লাভ কর), এষঃ (এইযজ্ঞ) বঃ (তোমাদিগের) ইষ্টকামধুক্ (অভীষ্ট ভোগপ্রদ) অস্তু (হউক) ॥১০॥

আদি সর্গে প্রজাপতি যজ্ঞের সহিত প্রজাগণকে সৃষ্টি করিয়া এইরূপ আদেশ করিয়াছেন যে, তোমরা এই যজ্ঞরূপ ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ হও। এই যজ্ঞই তোমাদের সমস্ত ইষ্টকাম অর্থাৎ হৃদ্বিশুদ্ধিরূপ আত্মজ্ঞান ও দেহযাত্রাদ্বারা মোক্ষপ্রদ হউন ॥১০॥

তাৎপর্য্য—

'প্রজাপতিঃ সর্ব্বেশ্বরো বিষ্ণুঃ', 'পতিং বিশ্বস্যাত্মেশ্বরম', ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য এবং 'ব্রহ্ম প্রজানাং পতির চ্যুতোঽসৌ', ইত্যাদি স্মৃতিবাক্য পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, সেই সর্ব্বেশ্বর, বিশ্বস্রষ্টা, বিশ্বাত্মা, অখিল বিশ্বের পরমাশ্রয় নারায়ণই প্রজাপতি। সেই পরমকারুণিক ভগবান প্রজাপতি সৃষ্টিকালে দেখিলেন যে অনাদিপ্রবৃত্ত, দেবমানবাদি প্রজাসমূহ স্বীয় চৈতন্যস্বরূপ না বুঝিয়া বিবশভাবে অবস্থান করিতেছে। তাহারা পুরুষার্থ সাধনে অক্ষম হইয়া অচেতনবৎ অবস্থান করিতেছে, তাহাদিগকে পুনরায় পুরুষার্থ সাধনে সক্ষম করিবার জন্য তাহাদিগকে সৃষ্টি করিলেন। প্রজাপতি কেবলমাত্র প্রজাবর্গকে সৃষ্টি করিলেন তাহাই নহে পরন্তু পুরুষার্থ সাধক যে আরাধনারূপ যজ্ঞ এবং তন্নিরূপক যে বেদ তাহাও আদৌ প্রকাশ করিলেন ও প্রজাবর্গকে বলিলেন এই

মদীয়ারাধনারূপ তোমাদের পরম পুরুষার্থরূপ মোক্ষ এবং তদানুষঙ্গিক সর্ব্ববিধ কামনা পূরণ কর ॥১০॥

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥১১॥

অন্বয়—অনেন (এই যজ্ঞদ্বারা) [যূয়ং (তোমরা)] দেবান্ (দেবগণকে), ভাবয়ত (ঘৃতাহুতিদ্বারা প্রসন্ন কর) তে দেবাঃ (সেই দেবগণও) বঃ (তোমাদিগকে) ভাবয়ন্তু (সংবর্দ্ধন করুন); [এবং (এইরূপে)] পরস্পরং (পরস্পর) ভাবয়ন্তঃ (সংবর্দ্ধয়ন্ত) পরং শ্রেয়ঃ (পরম মঙ্গল) অবাপ্স্যথ (লাভ করিবে) ॥১১॥

এই যজ্ঞদ্বারা মদঙ্গভূত ইন্দ্রাদি দেবতাসকলকে প্রীত কর। দেবতাসকল প্রীত হইয়া তোমাদিগকে ইষ্টফল দান-দ্বারা প্রীতি প্রদান করুন। এইরূপ পরস্পর ভাবিত হইয়া পরম শ্রেয়োরূপ আত্মযাথাত্ম লাভ কর ॥১১॥

তাৎপর্য্য—

যজ্ঞানুষ্ঠানদ্বারা কিরূপে মনুষ্যের হিতসাধিত হইতে পারে এবং কেনই বা প্রজাপতি যজ্ঞকার্য্যকে কামধুক্ শব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহাই এস্থলে বিবৃত হইতেছে। বেদ বিহিত যজ্ঞ ক্রিয়ার যজমান্ হরি ও সোমরসাদি দ্বারা ইন্দ্র, মরুৎ অশ্বিনীকুমার, সবিতা প্রভৃতি দেবগণকে সংবর্দ্ধিত ও পরিতুষ্ট করিয়া থাকেন। এইরূপে আপ্যায়িত হইয়া দেবগণ প্রার্থনানুরূপ বৃষ্ট্যাদির দ্বারা বসুধরাকে শস্যশালিনী করিয়া মানবগণের প্রভূত কল্যাণসাধন করিয়া থাকেন। যজ্ঞানুষ্ঠান

দ্বারা ইত্যাকার দেব ও মানব পরস্পরের সংবর্দ্ধন সূত্র অবিচ্ছিন্ন থাকিলে কালক্রমে মনুষ্যসকল মঙ্গলের সারভূত মোক্ষলাভের উপায় স্বরূপ জ্ঞানধনের অধিকারী হইতে পারিবে : অথবা অভীষ্টলাভ করিয়া চরিতার্থ হইবে ॥১১॥

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এবঃ সঃ ॥১২॥

অন্বয়—দেবাঃ (দেবগণ) যজ্ঞভাবিতাঃ (যজ্ঞে সংবর্দ্ধিত হইয়া) বঃ (তোমাদিগকে) ইষ্টান্ ভোগান্ (বাঞ্ছিত ভোগ্যপদার্থসকল) দাস্যন্তে (প্রদান করিবেন)। হি (অতএব) তৈঃ দত্তান্ (তাঁহাদের প্রদত্ত বস্তুসকল) এভ্যঃ (তাঁহাদিগকে) অপ্রদায় (প্রদান না করিয়া) যঃ (যে-ব্যক্তি) ভুঙ্‌ক্তে (স্বয়ং ভোগ করে) সঃ (সেই ব্যক্তি) স্তেনঃএব (চোরমাত্র) ॥১২॥

পঞ্চমহাযজ্ঞাদি-দ্বারা সেই দেবতাদিগকে তাঁহাদের দত্ত বৃষ্ট্যাদি-দ্বারা উৎপন্ন অন্নাদি যিনি প্রদান না করিয়া ভোগ করেন, তিনি চৌরস্বরূপ দোষভাক্ হইয়া থাকেন ॥১২॥

তাৎপর্য্য—

যজ্ঞানুষ্ঠান না করিলে যে দোষ ঘটে তাহাই এস্থলে বিবৃত হইতেছে। যজ্ঞীয় হরিঃ সোমরস ও স্তুতিবাক্যাদি দ্বারা পরিতুষ্ট দেবগণ তোমাদিগকে স্ত্রী, পশু, অন্ন, পুত্রাদি বহুবিধ ভোগ্য পদার্থ প্রদান করিবেন তজ্জন্য তোমরা দেবতাগণের নিকট ঋণী। যে ব্যক্তি দেবতাদিগের অনুগ্রহ প্রদত্ত ভোগ্য পদার্থসমূহ পুনরায় পঞ্চমহাযজ্ঞাদি বিহিত

ক্রিয়ার দ্বারা দেবোদ্দেশ্যে আহুতি প্রদান না করিয়া স্বকীয় পদার্থ বোধে তৎসমস্তদ্বারা আত্মেন্দ্রিয়াদির পরিতৃপ্ত সাধন করে, সেই ব্যক্তি দেবাস্বপহারী তস্কর। চোরেরা যেরূপ রাজদণ্ডে দণ্ডিত হয় তদ্রূপ সেইসকল লোকও যমদণ্ড ভোগ করিবে অর্থাৎ পুরুষার্থ লাভ না করিয়া নিরয়গামী হইবে ॥১২॥

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্ব্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥১৩॥

অন্বয়—যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ (যজ্ঞাবশিষ্টভোজী) সন্তঃ (সাধুগণ) সর্ব্বকিল্বিষৈঃ (সর্ব্ববিধ পাপ হইতে) মুচ্যন্তে (মুক্ত হন)। যে তু (কিন্তু, যাহারা) আত্মকারণাৎ (নিজের ভোগের জন্য) পচন্তি (পাক করে), তে পাপা (সেই পাপিষ্টগণ) অঘং (পাপই) ভুঞ্জতে (ভোজন করে) ॥১৩॥

যজ্ঞাবশিষ্ট অন্নাদি যাঁহারা গ্রহণ করেন, তাঁহারা উদ্যমজন্য অপরিহার্য্য সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হন। যাহারা কেবল স্বার্থপর হইয়া অন্নাদি ভোগ করে, সেই পাপীসকল সমস্ত পাপ ভোগ করে ॥১৩॥

তাৎপর্য্য—

নিত্য যজ্ঞানুষ্ঠান নিরত মানবের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন এই শ্লোকের তাৎপর্য্য। যাঁহারা প্রতিদিন অবশ্য করণীয় বৈশ্বদেবাদি যজ্ঞ দ্বারা ভোজ্য পদার্থ সমূহ দেবোদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত করিয়া তৎশেষ ভোজনদ্বারা দেহযাত্রা সম্পাদন করেন তাঁহারাই পুরুষ, এবং সেই সর্ব্বেশ্বর যজ্ঞ পুরুষের ভক্ত। কারণ র বেদোক্ত বিধানের অনুগামী তাদৃশ ব্যক্তি বিহিত

কর্ম্মের অকরণ নিমিত্ত অথবা পঞ্চসূনা জনিত আত্মজ্ঞানের প্রতিবন্ধক স্বরূপ যাবতীয় ভূত ও ভবিষ্যৎ পাপ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন। আর যাহারা দেবোদ্দেশ্যে ভোজ্যায়োজন না করিয়া কেবল আত্মোদর পূরণার্থ ভোক্ষ্য প্রস্তুত করে তাঁহারা পাপই উদরস্থ করিতে থাকে। স্মৃতি শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে 'উদূখল, যাঁতা, চুল্লী, জলকলস, এবং সম্মার্জনী গৃহস্থের গৃহে এই পঞ্চসূনা, অর্থাৎ প্রাণীহিংসার স্থান, বিদ্যমান আছে তাহার জন্য স্বর্গলাভের ব্যাঘাত হয়'। পঞ্চসূনা পাপকৃত পাপের বিনাশ হয়। শ্রুতিও বলিয়াছেন অন্নে দেব ও মনুষ্যের সাধারণ অধিকার। যে মানব দেবতাকে নিবেদন না করিয়া উহা আপনি ভোগ করে সে পাপভাগী হয় ॥১৩॥

অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্মসমুদ্ভবঃ ॥১৪॥

কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম নিতং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥১৫॥

অন্বয়—ভূতানি (প্রাণিগণ) অন্নাৎ (অন্ন হইতে) ভবতি উৎপন্ন হয়), পর্জ্জন্যাৎ (বৃষ্টি হইতে) অন্নসম্ভবঃ (অন্নের উৎপত্তি হয়), পর্জ্জন্যঃ যজ্ঞাৎ ভবতি (যজ্ঞ হইতে বৃষ্টি হয়) যজ্ঞঃ চ (এবং যজ্ঞ) কর্ম্মসমুদ্ভবঃ (কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হয়) ॥১৪॥

অন্বয়—কর্ম্ম (কর্ম্ম) ব্রহ্মোদ্ভবং (বেদ হইতে উৎপন্ন) বিদ্ধি (জানিও), ব্রহ্ম (বেদ) অক্ষরসমুদ্ভবম্ (পরব্রহ্ম হইতে সমুৎপন্ন) তস্মাৎ (অতএব) সর্ব্বগতং

(সর্ব্বব্যাপী) ব্রহ্ম (পরব্রহ্ম) নিত্যং (সর্ব্বদা) যজ্ঞে (যজ্ঞে) প্রতিষ্ঠিতম্ (প্রতিষ্ঠিত আছেন) ॥১৫॥

অন্ন হইতেই ভূতসকল উৎপন্ন হয়। বৃষ্টিদ্বারা অন্ন উৎপন্ন হয়; যজ্ঞদ্বারাই পর্জ্জন্য অর্থাৎ বৃষ্টি উৎপন্ন হয়। কর্ম্ম হইতে যজ্ঞ উৎপন্ন। ব্রহ্ম হইতে কর্ম্ম উদ্ভূত; অক্ষর অর্থাৎ অচ্যুত হইতে. ব্রহ্ম যে বেদ, তাহা উৎপন্ন। অতএব জগচ্চক্র প্রবৃত্তির হেতু যে যজ্ঞ, তাহা অনুষ্ঠান করা তদধিকারীদিগের পক্ষে নিতান্ত কর্ত্তব্য। তাহাতে সর্ব্বগত ব্রহ্ম নিত্য প্রতিষ্ঠিত হন ॥১৪-১৫॥

তাৎপর্য্য—

কেবল প্রজাপতির আদেশানুসারেই যে কর্ম্ম কর্ত্তব্য এবং শ্রুতি স্মৃতির শাসনানুসারেই যে পঞ্চ যজ্ঞাদি কর্ম্ম অবশ্য অনুষ্ঠেয় এমন নহে। এই জগতে জীবগণ চক্রবৎ ঘূর্ণিত হইতেছে সেই ঘূর্ণ্যমান জগৎচক্রের গতি অব্যাহত রাখিবার জন্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান একান্ত আবশ্যক। অতঃপর শ্লোকত্রয়ে এই সত্য প্রতিপাদিত হইতেছে। জীবের ভুক্ত দ্রব্য শুক্রশোনিতে রূপান্তরিত হইয়া অদ্ভুত উপায়ে অদ্ভুত প্রায় শরীর সংগঠিত করে। সেই ভোজ্য অন্ন বৃষ্টির সাহায্যে সমুৎপন্ন হয়। ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। অর্থাৎ বৃষ্টিপাত হেতু পৃথিবী রসশালিনী হয়। অগ্নিহোত্র যজ্ঞক্রিয়ার ফল স্বরূপে বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে অতএব পরস্পর সূত্রে বিহিত কর্ম্মই যজ্ঞের কারণ স্বরূপ ॥১৪॥

এবং প্রবর্ত্তিতং চক্রং নানুবর্ত্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি ॥১৬॥

অন্বয়— পার্থ ! (হে অর্জ্জুন !) এবং প্রবর্ত্তিত (এইরূপ প্রবর্ত্তিত) চক্রং (চক্রকে) যঃ (যে-ব্যক্তি) ইহ (এই জীবনে) ন অনুবর্ত্তয়তি (অনুবর্ত্তন করে না) সঃ (সেই) অঘায়ুঃ (পাপাত্মা) ইন্দ্রিয়ারামঃ (ইন্দ্রিয়াসক্ত ব্যক্তি) মোঘং (বৃথা) জীবতি (জীবন ধারণ করে) ॥১৬॥

হে পার্থ ! কর্ম্মাধিকারী ব্যক্তিদিগের মধ্যে যিনি এই জগচ্চক্র প্রবর্ত্তকরূপ যজ্ঞ অনুষ্ঠান না করেন তিনি পাপ-জীবনযুক্ত ইন্দ্রিয়সেবক হইয়া বৃথা জীবন ধারণ করেন। তাৎপর্য্য এই যে, আত্মযাথাত্মরূপ ভগবদ্ভক্তিযোগে পাপ-পুণ্যের অধিকার নাই। কেন না, সেই পন্থা নির্গুণ ভক্তিলাভের প্রশস্ত পন্থা বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত আছে। সেই পন্থাশ্রয়ী ব্যক্তির পক্ষে কষায়-নাশরূপ চিত্তশুদ্ধি অনায়াসলভ্য। যে-সকল ব্যক্তি সেই ভক্তিযোগের অধিকার লাভ করে নাই, তাহারা সর্ব্বদা কামনা ও ইন্দ্রিয়তৃপ্তির বশীভূত, অতএব পাপরত। তাহাদের পাপপ্রবৃত্তি সঙ্কোচ করিবার জন্য পুণ্যকর্ম্মই একমাত্র উপায়; পাপ উপস্থিত হইলে প্রায়শ্চিত্তই অবলম্বনীয়। যজ্ঞব্যবস্থাই ধর্ম্ম অথবা পুণ্যকর্ম্ম; যাহাতে সমষ্টি-জীবের শুভ এবং জগচ্চক্রের গতি সুষ্ঠুরূপে সাধিত হয় তাহাই 'পুণ্য'। পুণ্যাবস্থা-দ্বারা পঞ্চসূনা প্রভৃতি অপরিহার্য্য পাপসকল নষ্ট হইয়া পড়ে। অনুষ্ঠাতার স্বীয় সুখ ও ইন্দ্রিয়তৃপ্তি যতটুকু জগন্মঙ্গল রক্ষাপূর্ব্বক স্বীকার করা যাইতে পারে, তাহা যজ্ঞাবশেষ হইয়া পুণ্য-মধ্যে পরিগণিত হয়। যে সকল অলক্ষিত বিধিদ্বারা জগন্মঙ্গলরূপ ফলের উৎপত্তি হয়, তাহারা ভগবচ্ছক্তি জাত দেবতাবিশেষ। সেই বিধিরূপ দেবতাদিগকে প্রীত করিয়া তাঁহাদের অনুকম্পা দত্ত প্রীতি লাভ করিলে আর কোন পাপ থাকে না; ইহাকেই 'কর্ম্মচক্র' বলে। এইরূপ দেবতাপূজার দ্বারা যে-কর্ম্ম স্বীকার, তাহাকে ভগবদর্পিত কর্ম্ম বলে। সেই বিধিসকলকে প্রাকৃতিক বিধি বলিয়া যাহারা কার্য্য করে তাহারা কেবল নৈতিক, বিষ্ণ্বর্পিত-কর্ম্মাচারী নয়। অতএব সেরূপ না হইয়া ভগবদর্পিত-কর্ম্মাচারণই তদধিকারী জীবের পক্ষে মঙ্গলজনক ॥১৬॥

তাৎপর্য্য—

সর্ব্বকামনা সিদ্ধি ফলপ্রদ কর্ম্ম কোথা হইতে আবির্ভূত হইয়াছে? তাহাই এই শ্লোকে বিবৃত হইতেছে। ব্রহ্ম শব্দে বেদকে বুঝায়। ঋত্বিক ও যজমানাদি শ্রাদ্ধ, কর্ম্মকাণ্ডে সেই বেদদ্বারা প্রবর্ত্তিত ও তাহারই অনুমোদিত। যদি বল কর্ম্ম বেদ বিহিত হইলেই বা তাহার প্রাধান্য স্বীকার করিবার কারণ কি? এই কথার উত্তর স্বরূপ কথিত হইতেছে যে বেদ পরমাত্মা হইতে সমুদ্ভূত। অপৌরুষেয় এবং সমস্ত দোষসঙ্গ বিবর্জ্জিত। শ্রুতি বলিয়াছেন এই মহাভূতের (পরব্রহ্মের) নিঃশ্বাসে ঋক্ যজু সাম বেদ ইত্যাদি উদ্ধৃত হইয়াছে। লৌকিক শাস্ত্রে বা পাষণ্ড বাক্যে যে ভ্রম, প্রমাদ, করণাপাটব, বিপ্রলিপ্সাদি দোষ দৃষ্ট হইতে পারে বেদে তাহার কোন সম্ভাবনা নাই। সেই সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম সমুদ্ভূত সর্ব্বপ্রকাশক। অবিনাশী, বেদাখ্য ব্রহ্মপুরুষ যজ্ঞরূপ ধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত আছেন। অতএব পাষণ্ড প্রতিপাদিত অপধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তুমি বেদ প্রতিপাদিত কর্ম্মরূপ ধর্ম্মের অনুষ্ঠান কর ॥১৫॥

তাৎপর্য্য—

প্রাণিগণের পুরুষার্থ সিদ্ধির জন্য পরমেশ্বর কর্ম্মাদি চক্র প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। পরমেশ্বর বাক্যভূত বেদ হইতে কর্ম্মের প্রবৃত্তি, কর্ম্ম নিষ্পত্তি হইতে ধর্ম্ম, তাহা হইতে পর্জ্জন্য, পর্জ্জন্য হইতে অন্ন, অন্ন হইতে জীব পুনরায় জীবের কর্ম্ম প্রবৃত্তি। এই প্রকার ঈশ্বর প্রতিষ্ঠিত জগচ্চক্রের যে ব্যক্তি

অনুবর্ত্তন না করে অর্থাৎ এই প্রকার প্রণালী ক্রমে কর্ম্মানুষ্ঠান না করে তাহার জীবন পাপময়। সেই বিষয়ভোগপরায়ণ ব্যক্তির দংশমশকাদির ন্যায় জীবনধারণ অনর্থক, তাহার মরণই মঙ্গল। কেননা মৃত্যু হইতে জন্মান্তরে পুনরায় তাহার ধর্ম্মানুষ্ঠানের সুযোগ উপস্থিত হইতে পারে ॥১৬॥

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাৎ আত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ ॥
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে ॥১৭॥

অন্বয়—যঃ তু মানবঃ (কিন্তু যে নর) আত্মরতিঃ (পরমাত্মাতে প্রীতিযুক্ত) আত্মতৃপ্তঃ এব চ (ও আত্মানন্দানুভবদ্বারা সুখী), আত্মনি এব (আত্মাতেই) সন্তুষ্টঃ (সন্তুষ্ট) স্যাৎ (থাকেন), তস্য (তাঁহার) কার্য্যং (কোন কর্ত্তব্যকর্ম্ম) ন বিদ্যতে (নাই) ॥১৭॥

এবম্ভূত কর্ম্মচক্রে বর্ত্তমান জীবসকল কর্ত্তব্য বলিয়াই কর্ম্মানুষ্ঠান করেন। কিন্তু যিনি আত্মরত অর্থাৎ অনাত্ম ও আত্ম-তত্ত্বকে পৃথগ্‌রূপে অবলোকন করিয়াছেন, তিনি আত্মাতেই রত, তিনি আত্মতৃপ্ত এবং আত্মবস্তুতেই সন্তুষ্ট। তিনি কর্ত্তব্য বলিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করেন না; কেবল শরীরযাত্রা-নির্ব্বাহের জন্য কর্ম্মচক্র হইতে নিবৃত্তিরূপা শান্তিকে অনুসন্ধান করেন। অতএব সমস্ত কর্ম্ম করিয়াও তিনি নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য কর্ম্ম অনুষ্ঠান করেন না। এই জন্য তাঁহার কর্ম্মকে 'কর্ম্ম' নামে অভিহিত করা যায় না; তাঁহার কর্ম্মসকলকে অবস্থা-ভেদে—হয় 'জ্ঞানযোগ' নয় 'ভক্তিযোগ' বলা যায় ॥১৭॥

তাৎপর্য্য—

অজ্ঞ ও অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির পক্ষে কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠেয়ত্ব বিষয়ক প্রসঙ্গ পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে। এক্ষণে দুই শ্লোকে

শুদ্ধান্তঃকরণ জ্ঞানী ব্যক্তির কর্ম্মের আবশ্যকতা কীর্ত্তিত হইতেছে। যাঁহারা ইন্দ্রিয়ারামী নহেন সেই পরমার্থদর্শী কৃতকৃত্য পুরুষেরা পূর্ব্বোক্তরূপ জগচ্চক্রের হেতুভূত কর্ম্মের অনুশীলন করিলেও কখনই বিষয় বিলাসী হন না। ইন্দ্রিয়ারাম ব্যক্তিগণ স্রক্-চন্দন-বনিতাদি বিষয়ে রতি মনোজ্ঞ অন্নপানাদিতে তৃপ্তি, পশু-পুত্র-স্বর্ণ-স্বাস্থ্যাদি লাভ হেতু তুষ্টি অনুভব করিয়া থাকেন। যাহারা বিষয়ানুরাগী সেই সকল বিষয়ে অভাব ঘটিলে তাহাদের অতৃপ্তি, অতুষ্টি অপরিসীম হইয়া উঠে; কিন্তু যাঁহারা পরমানন্দের অধিকারী হইয়াছেন অর্থাৎ আত্মাকেই পরমানন্দ স্বরূপ এবং অদ্বয়রূপে উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইয়াছেন তাহার সকল রতি, সকল তৃপ্তি, এবং সকল সন্তোষ আত্মাতেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। তাদৃশ মহাত্মগণ বিষয় সুখের কামনা করেন না। মূলে মানব শব্দ প্রয়োগ করিবার তাৎপর্য্য এই যে কোন বর্ণোদ্ভব ব্যক্তি যদি আত্মসন্তোষ লাভ করেন, তিনি পরম ধন্য ও কৃতকৃত্য হন। কেবল ব্রাহ্মণাদি শ্রেষ্ঠ বর্ণেরই এইরূপ সৌভাগ্য সমুপস্থিত হইবে এমন নহে। যে ব্যক্তি এইরূপ উন্নত জ্ঞানের অধিকারী হইয়াছেন—কি লৌকিক, কি বৈদিক কোন কার্য্যেই তাঁহার প্রয়োজন নাই। যাঁহার তৃষ্ণা নাই, জলে তাহার কি আবশ্যক? ॥১৭॥

নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন ॥
ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ ॥১৮॥

অন্বয়—ইহ (ইহলোকে) কৃতেন (কৃত কর্ম্মদ্বারা) তস্য (তাঁহার) অর্থঃ ন-এব (পুণ্য হয় না) ন চ অকৃতেন কশ্চন (কর্ম্মের অকরণদ্বারাও কোন পাপ হয় না), সর্ব্বভূতেষু চ (সর্ব্বপ্রাণীতেও) অস্য (ইঁহার কশ্চিৎ অর্থব্যপাশ্রয়ঃ (মোক্ষ বা পরাভক্তি লাভের জন্য কোন আশ্রয়নীয় বস্তু) ন [বিদ্যতে] (নাই) ॥১৮॥

আত্মানন্দানুভবী ব্যক্তির কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে কোন অর্থ এবং কর্ত্তব্য-কর্ম্মের অনুষ্ঠান-জন্য কোন অনর্থ সম্ভব হয় না। আত্মানন্দতৃপ্ত পুরুষের দেব মানবাদির মধ্যে কেহই অর্থব্যপাশ্রয় হয় না, অর্থাৎ অর্থসাধনের জন্য কেহই আশ্রয়নীয় নন; যেহেতু তাঁহার আত্মানুভবরূপ পরমার্থ-লাভ হইয়াছে। তিনি স্বভাবতঃ যাহা করেন বা যাহা না করেন, সমস্তই মঙ্গলময়; এরূপ অবস্থাতেও তাঁহার কিছু কর্ম্মাচরণ ও তদকরণ লক্ষিত হয় ॥১৮॥

তাৎপর্য্য—

পূর্ব্ব শ্লোকে আত্মতুষ্ট ব্যক্তির পক্ষে কর্ম্মের অনাবশ্যকতা উক্ত হইয়াছে। এই শ্লোকে তাহার হেতু প্রদর্শিত হইতেছে। আত্মরত পুরুষের অনুষ্ঠিত কর্ম্মের দ্বারা মুক্তিরূপ সদ্গতি লাভে প্রয়োজন নাই। শ্রুতি বলিয়াছেন, 'জ্ঞান-সম্পন্ন ব্রাহ্মণ কর্ম্মলভ্য স্বর্গাদিলোকের মায়াময়তা পরীক্ষা করিয়া কর্ম্মসাধনে অনাসক্ত হইয়া থাকেন।' কর্ম্মে অনাসক্ত ব্যক্তির পক্ষে নিত্য মোক্ষ স্থিরীকৃত আছে কিন্তু তাহা অনুষ্ঠিত কর্ম্মের দ্বারা লভ্য নহে। আত্মজ্ঞানরূপ মুক্তির, অজ্ঞানই একমাত্র প্রতিবন্ধক। তত্ত্বজ্ঞান সমুৎপন্ন হইলে সেই অজ্ঞান বিদূরিত হয়। যাঁহার হৃদয়ে তাদৃশ জ্ঞান সমুদিত হইয়াছে তাঁহার আর কর্ম্মসাধ্য বা জ্ঞানসাধ্য কোন ফলেরই প্রয়োজন নাই। এতাদৃশ ব্যক্তির

পক্ষে প্রত্যবায় পরিহারার্থ কর্ম্মানুষ্ঠানের কোনই প্রয়োজন নাই। নিত্যকর্ম্ম না করিলে ইহলোকে গর্হিতত্বরূপ প্রত্যবায় হয় বটে কিন্তু কর্ম্মাতীত জ্ঞানীপুরুষের পক্ষে তাদৃশ কোন প্রত্যবায় ঘটিতে পারে না। যেহেতু আত্মজ্ঞ ব্যক্তির ব্রহ্মা হইতে বৃক্ষাদি পর্যন্ত কোন পদার্থের সহিত কোনই সম্বন্ধ নাই। শ্রুতি বলিয়াছেন, 'এইরূপ প্রয়োজনবিহীন মহাত্মার মোক্ষের প্রতিকূলাচরণে দেবতারাও সমর্থ সুতরাং সর্ব্বপ্রকার বিঘ্ন সম্ভাবনা শূন্যতাহেতু দেবতারা সমর্থ নহেন'। সুতরাং সর্ব্ব-প্রকার বিঘ্নসম্ভাবনা শূন্যতাহেতু দেবতারাধনরূপ কর্ম্ম তাহার অনুষ্ঠেয় নহে ॥১৮॥

তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ ॥১৯॥

অন্বয়—তস্মাৎ (অতএব) অসক্তঃ (কর্ম্মফলে অনাসক্ত) [সন্ (হইয়া)] সততং (সর্ব্বদা) কার্য্যং কর্ম্ম (কর্ত্তব্য কর্ম্ম) সমাচর (সম্যগ্‌রূপে আচরণ কর), হি (যেহেতু) অসক্তঃ [সন্] (অনাসক্ত হইয়া) কর্ম্ম (কর্ম্ম) আচরন্ (সম্পন্ন করিলে) পুরুষঃ (জীব) পরং (মোক্ষ, পরমভক্তি) আপ্নোতি (প্রাপ্ত হন) ॥১৯॥

অতএব কর্ম্মফলে অনাসক্ত হইয়া তুমি সর্ব্বদা কর্ম্মানুষ্ঠান কর, যেহেতু অনাসক্ত ভাবে কর্ম্ম করিতে করিতে জীবের আত্মসাক্ষাৎকার রূপ পরতত্ত্ব লাভ হয় ॥১৯॥

তাৎপর্য্য—

ফলাকাঙ্ক্ষা বিরহিতভাবে কেবল ভগবদুদ্দেশে কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে করিতে ক্রমশঃ চিত্তশুদ্ধি ও তজ্জনিত

জ্ঞানলাভ হইলে পুরুষ মোক্ষপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। কর্ম্ম-সকলের চরম পরিপাকাবস্থায় যে পরমাভক্তি, তাহাই মোক্ষ বলিয়া বুঝিবে ॥১৯॥

কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্ কর্ত্তুমর্হসি ॥২০॥

অন্বয়—জনকাদয়ঃ (জনকাদি মহাত্মগণ) কর্ম্মণা এব হি (কর্ম্মদ্বারাই) সংসিদ্ধিং (সম্যগ্ জ্ঞান) আস্থিতা (লাভ করিয়াছিলেন)। লোকসংগ্রহম্ অপি (লোকশিক্ষার্থে) সংপশ্যন্ (লক্ষ্য রাখিয়া) [কর্ম্ম] কর্ত্তুম্ এব (করাই) অর্হসি (তোমার উচিত) ॥২০॥

জনক প্রভৃতি জ্ঞানাধিকারী ব্যক্তিগণ কর্ম্মদ্বারা আত্মযাথাত্মসংসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আরও বলি, লোকশিক্ষার্থেও তুমি কর্ম্ম করিতে যোগ্য হও ॥২০॥

তাৎপর্য্য—

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, হে অর্জ্জুন! তুমি যখন ক্ষত্রিয় বংশে জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছ এবং ইহাও জানিয়াছ যে প্রারব্ধ কর্ম্মবশেই এই শরীর প্রাপ্ত হইয়াছ। তখন জনকাদি মহাত্মগণের দৃষ্টান্তানুসরণে মানবসমাজের হিতার্থে কর্ম্ম করাই তোমার পক্ষে বিহিত ব্যবস্থা। তুমি যদি আপনাকে সম্যক জ্ঞানী বলিয়া বিবেচনা কর, তাহা হইলে লোকহিতার্থ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা তোমার আবশ্যক ॥২০॥

যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥২১॥

অন্বয়—শ্রেষ্ঠঃ (শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি) যৎ যৎ (যাহা যাহা) আচরতি (আচরণ করেন), ইতরঃ জনঃ (প্রাকৃত বা অজ্ঞজন) তৎ তৎ এব (সেই সেই কর্ম্ম) [আচরতি (আচরণ করে)]। সঃ (শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি) যৎ (যাহা) প্রমাণং (প্রমাণ বলিয়া) কুরুতে (মনে করেন), লোকঃ (সাধারণ লোকও) তৎ (তাহাই) অনুবর্ত্ততে (অনুসরণ করে) ॥২১॥

শ্রেষ্ঠলোক যেরূপ আচরণ করিতে থাকেন, অশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ তদনুকরণ করেন। তিনি যাহা প্রমাণ বলিয়া স্বীকার করেন, লোক তাহাতে অনুবর্ত্তী হয় ॥২১॥

তাৎপর্য্য—

অর্জ্জুন যদি মনে করেন আমি নিষ্কাম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে, জনসমাজের কিরূপে কল্যাণ সাধিত হইবে? এইরূপ আশঙ্কার উত্তর এই শ্লোকে প্রদত্ত হইতেছে। সমাজমধ্যে রাজাদিপদে প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ব্যক্তি শুভাশুভ যেরূপ কর্ম্মাচরণই করুন না কেন, তদনুগত প্রাকৃতজনেরা সেই সেই ব্যবহারের অনুকরণে কর্ম্মাচরণ করে, স্বতন্ত্রভাবে নূতনবিধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান কখনই করেন না। তুমিও রাজা এবং সমাজের প্রধান ও সম্মানিত ব্যক্তি অতএব লোকসমক্ষে যথাবিহিত দৃষ্টান্ত সংস্থাপন ও তাহাদের কল্যাণ সাধনার্থ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা তোমার পক্ষে সর্ব্বথা বিধেয় ॥২১॥

ন মে পার্থাস্তি কর্ত্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত্ত এব চ কর্ম্মণি ॥২২॥

অন্বয়—পার্থ (হে পার্থ) মে (আমার) কর্ত্তব্যং ন অস্তি (কোন কর্ত্তব্য নাই); [যতঃ (যেহেতু)] ত্রিষু লোকেষু (ত্রিলোকে) অনবাপ্তম্ (অপ্রাপ্ত) [বা] অবাপ্তব্যং (পাইবার যোগ্য) কিঞ্চন (কোন বস্তু) ন [অস্তি] (নাই) [তথাপি] কর্ম্মণি (কর্ম্মে) বর্ত্তে এব চ (আমি প্রবৃত্ত হইয়া আছি) ॥২২॥

পার্থ! আমি পরমেশ্বর, এই ত্রিলোক মধ্যে আমার কিছু কর্ত্তব্য নাই এবং যাহা কিছু প্রাপ্তব্য আছে, তাহা আমার পক্ষে অলব্ধ নয়। তথাপি আমি কর্ম্মাচরণ করিতেছি ॥২২॥

তাৎপর্য্য—

কেবল যে জনকাদি স্থলীভূত এমন নহে। সেইসব ভব-সিন্ধু কর্ণধার ভক্তাভীষ্ট ফলপ্রদ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্মানুষ্ঠানের অদ্বিতীয় উদাহরণ। অতঃপর শ্লোকত্রয়ে তাহাই প্রতিপাদিত হইতেছে। হে পার্থ! বিবেচনা করিয়া দেখ আমি সত্য-সংকল্প ও সত্যকাম এবং নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বেশ্বর। ত্রিলোকে আমার অপ্রাপ্ত বা প্রাপ্তব্য বস্তু কিছুই নাই। সুতরাং আমার কোন বিষয়ে কোন কর্ত্তব্য নাই। তথাপি আমি কর্ম্মানুষ্ঠান করিতেছি ॥২২॥

যদি হ্যহং ন বর্ত্তেয়ং জাতু কর্ম্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥২৩॥

অন্বয়—পার্থ! (হে অর্জ্জুন!) যদি অহং (যদি আমি) জাতু (কখনও) অতন্দ্রিত [সন্] (নিরলস হইয়া) কর্ম্মণি ন বর্ত্তেয়ং (কর্ম্মানুষ্ঠান না করি)

[তর্হি (তবে)] হি (নিশ্চয়ই) মনুষ্যাঃ (মনুষ্যগণ) সর্ব্বশঃ (সর্ব্ব প্রকারে) মম (আমার) বর্ত্ম (পথ) অনুবর্ত্তন্তে (অনুকরণ করিবে) ॥২৩॥

অতন্দ্রিত হইয়া যদি আমি কর্ম্ম ত্যাগ করি, তবে আমার অনুবর্ত্তী হইয়া সকল মনুষ্যই কর্ম্ম ত্যাগ করিবে ॥২৩॥

তাৎপর্য্য—

হে সখে! যদিও আমি ত্রিলোকেশ্বর সর্ব্ববিধ পদার্থের অদ্বিতীয় অধিকারী আমার বাসনায় সৃষ্টি-স্থিতি ও প্রলয় সংঘটিত হয় এবং যদিও আমি লোকহিতার্থ নররূপ পরিগ্রহ করিয়া অবনীমণ্ডলে শিষ্টজনচূড়ামণি বসুদেবগৃহে অবতীর্ণ হইয়াছি। তথাপি আমারও মানবোচিত কর্ম্মানুষ্ঠানে কোন সময়েই ঔদাসীন্য প্রদর্শন করা বিধেয় নহে। কারণ যদি আমি কখনও ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় কর্ম্মানুষ্ঠানে অবহেলা করি, তাহা হইলে পৃথিবীর কর্ম্মাধিকারীগণ সর্ব্বতোভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান পরিত্যাগ করিবে। আমি সর্ব্বার্থসিদ্ধ ও অতি সম্মানিত যদুবংশে অবতীর্ণ। জনসমাজ আমাকে সতের শিরোমণি বলিয়া জানে, সুতরাং আচারানুরূপ ব্যবহার করিতে তাহাদের বাসনা জন্মিবে ॥২৩॥

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্য্যাং কর্ম্ম চেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্ত্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥২৪॥

অন্বয়—চেৎ (যদি) অহং (আমি) কর্ম্ম (কর্ম্ম) ন কুর্য্যাং (না করি) [তর্হি (তবে)] ইমে লোকাঃ (এই সমস্ত লোক) উৎসীদেয়ুঃ (বিনষ্ট হইবে)

চ (এবং) [অহং (আমি)] সঙ্করস্য বর্ণসঙ্করের) কর্ত্তা (কর্ত্তা) স্যাম (হইব) [এবং অহমেব (এরূপে)] ইমাঃ প্রজাঃ (এই সকল প্রজা) উপহন্যাম্ (বিনষ্ট করিব) ।।২৪।।

আমি কর্ম্ম না করিলে কর্ম্ম ত্যাগপূর্ব্বক সমস্ত লোক উৎসন্ন হইবে এবং আমার দ্বারা বিধিসাঙ্কর্য্য উৎপত্তি হইলে সমস্ত প্রজাঃ বিনষ্ট হইবে ।।২৪।।

তাৎপর্য্য—

অর্জ্জুন যদি বলেন, হে শ্রীকৃষ্ণ! তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুরুষোত্তম, তোমার ব্যবহারের অনুসরণ করাই মনুষ্যের পক্ষে বিহিত ব্যবস্থা। অতএব তোমার অনুসরণক্রমে তাহারা যদি কর্মে বিরত হয় তবে দোষ কোথায়? এই শ্লোকে উল্লিখিত আশঙ্কার উত্তর প্রদত্ত হইতেছে। আমি ঈশ্বর কিন্তু স্বেচ্ছায় কর্মানুষ্ঠান করিয়া থাকি। কেন না আমি ক্রমে বিরত হইলে আমার অনুবর্ত্তী মনুআদি শাস্ত্রকারগণ আর কর্মের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিবেন না। তখন পৃথিবী হইতে যজ্ঞ, ব্রত, নিয়মাদি ধর্মকর্মসমূহ বিলুপ্ত হইবে। মানবকূল উন্মার্গগামী ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উৎসন্ন দশায় উপনীত হইবে এবং ধর্ম ও নিয়ম বিহীনতাহেতু ব্যাভিচারস্রোতে সমাজে বর্ণসঙ্করের উদ্ভব হইবে। আমারই কর্মত্যাগজনিত এই অশুভ পরিণামের ফলে অনিষ্টের মূলীভূতরূপে পরিগণিত হইব। আমি ঈশ্বর, জীবকুলের কল্যাণসাধনে প্রবৃত্ত। তাহাদের বিনাশের উপায় বিধান করা কদাচ আমার পক্ষে বিধেয় নহে, এই শ্লোকত্রয়ে ইহাই প্রতিপাদিত হইল যে, আমি শ্রেষ্ঠ পুরুষ,

আমার যেরূপ আচার আমার অনুবর্তি তোমারও সেরূপ আচার হওয়া আবশ্যক ॥২৪॥

সক্তাঃ কর্ম্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্ব্বন্তি ভারত।
কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্ ॥২৫॥

অন্বয়—ভারত! (হে ভরতবংশধর!) কর্ম্মণি সক্তাঃ (কর্ম্মে আসক্ত) অবিদ্বাংসঃ (অজ্ঞ ব্যক্তিগণ) যথা (যেরূপ) কর্ম্মণি (কর্ম্ম) কুর্ব্বন্তি (করিয়া থাকে) বিদ্বান্ (জ্ঞানী ব্যক্তিও) অসক্তঃ (অনাসক্ত) [সন্ (হইয়া)] লোক-সংগ্রহং (লোকসংগ্রহ) চিকীর্ষুঃ (করিতে ইচ্ছুক হইয়া) তথা (সেইরূপ কার্য্য) কুর্য্যাৎ (করিবেন) ॥২৫॥

অতএব লোকসংগ্রহের জন্য বিদ্বান্ ব্যক্তি অনাসক্তভাবে (বাহ্যতঃ) সেইরূপ কর্ম্ম করুন,—যেমন অবিদ্বান্ ব্যক্তি (ফলতঃ) আসক্ত হইয়া করেন। অতএব বিদ্বান্ ও অবিদ্বানের কর্ম্মের প্রকার পৃথক নয়, কেবল তাঁহাদের আসক্তি ও অনাসক্তি-সম্বন্ধীয় নিষ্ঠা পৃথক্, ইহাই জানিবে ॥২৫॥

তাৎপর্য্য—

অর্জ্জুন বলিতে পারেন, তুমি সর্ব্বেশ্বর ভগবান, লোক-সংগ্রহের নিমিত্ত কর্মানুষ্ঠান করিলে কর্ত্তৃত্বাভিমানের বিহীনতা হেতু তোমার কোন ক্ষতি নাই। কিন্তু আমার ন্যায় জীবের তাদৃশ অভিপ্রায়ে কর্মানুষ্ঠান করিলেও কর্ত্তৃত্বাভিমান হইবে। এই আশংকার উত্তর যথা : অজ্ঞ জীবগণ কর্ত্তৃত্বাভিমান ও ফল-কামনাযুক্ত হইয়া যেরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে মানবসমাজের কল্যাণ সাধনাভিলাষী আত্মজ্ঞানসম্পন্ন পুরুষগণেরও সেইরূপ

কর্ত্তৃত্বাভিমানাদি ভাব বিবর্জ্জিত হৃদয়ে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা আবশ্যক ॥২৫॥

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্ম্মসঙ্গিনাম্
যোষয়েৎ সর্ব্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ ॥২৬॥

অন্বয়—অজ্ঞানাং (অজ্ঞ) কর্ম্মসঙ্গিনাং (কর্ম্মাসক্ত ব্যক্তিদিগের) বুদ্ধিভেদং (বুদ্ধিবিচালন) ন জনয়েৎ (উৎপাদন করিবে না)। [অপিতু (পরন্তু)] বিদ্বান্ (তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি) যুক্তঃ (অনাসক্ত) [সন্ (হইয়া)] সর্ব্বকর্ম্মাণি (সমস্ত কর্ম্ম) সমাচরন্ (সম্যগ্ আচরণ করিয়া) [অজ্ঞান্ (অজ্ঞ ব্যক্তিগণকে)] যোষয়েৎ (কর্ম্ম করাইবেন) ॥২৬॥

কর্ম্মের তাৎপর্য্য যে ভক্ত্যুৎপাদক জ্ঞান, তাহা যিনি না জানেন, তিনি অজ্ঞ। সেই অজ্ঞতাবশতঃ কর্ম্মে যাহার আসক্তি, তিনি কর্ম্মসঙ্গী। কর্ম্মসঙ্গী অজ্ঞপুরুষকে ভক্ত্যুৎপাদক জ্ঞানের তাৎপর্য্য বলিলে শ্রদ্ধার সহিত উহাতে তিনি আগ্রহ প্রকাশ করেন না। অতএব তাহাকে কর্ম্মজড়তা ত্যাগ করিবার উপদেশ সহসা না দিয়া বিদ্বান্ লোক নিষ্কাম কর্ম্মযোগ-সহকারে স্বয়ং কর্ম্মাচরণ-পূর্ব্বক তাহাকে চিত্তশুদ্ধির জন্য কর্ম্মের উপদেশ দিবেদন। সহসা তাহার বুদ্ধিভেদ জন্মাইতে চেষ্টা করিলে তাহার মঙ্গল হইবে না,—জ্ঞানোপদেষ্টাদিগের প্রতি আমার এই উপদেশ জানিবে। যাঁহারা ভক্তি উপদেশ করেন, তাঁহাদের পক্ষে এ উপদেশ নয় ; যেহেতু ভক্তি সম্বন্ধে অন্তঃকরণশুদ্ধি পর্য্যন্ত অপেক্ষা নাই। ইহা পরে বিশেষরূপে বিচারিত হইবে। ইহাই এই শ্লোকের তাৎপর্য্য ॥২৬॥

তাৎপর্য্য—

কর্ম্মের তাৎপর্য্য যে ভক্ত্যুপদেশ জ্ঞান তাহা যিনি না জানেন তিনি 'অজ্ঞ'। সেই অজ্ঞতাবশতঃ তিনি কর্ম্মের

অবান্তর ফলরূপে ইতরকামকে স্বীকার করেন। অতএব তিনি কর্ম্মসঙ্গী। 'অজ্ঞ' ও 'কর্ম্মসঙ্গী' পুরুষকে তত্ত্বজ্ঞান তাৎপর্য্য বলিলে শ্রদ্ধার সহিত তাহাতে আগ্রহতা প্রকাশ করে না। অতএব তাহাকে কর্মজড়তা ত্যাগ করিবার উপদেশ সহসা না দিয়া বিদ্বানলোক নিষ্কাম কর্মযোগ সহকারে স্বয়ং কর্মাচরণ পূর্ব্বক তাহাকে চিত্তশুদ্ধির জন্য কর্ম্মের উপদেশ দিবেন। সহসা তাহার বুদ্ধিভেদ জন্মাইতে চেষ্টা করিলে তাহার মঙ্গল হইবে না। জ্ঞানোপদেষ্টৃদিগের প্রতি আমার এই উপদেশ জানিবে। যাঁহারা ভক্তির উপদেশ করেন, তাঁহাদের পক্ষে এই উপদেশ নহে। যেহেতু ভক্তিসম্বন্ধে অন্তঃকরণ শুদ্ধির পর্য্যন্ত অপেক্ষা নাই। ইহা পরে বিশেষরূপে বিচার করিব ॥২৬॥

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥২৭॥

অন্বয়—প্রকৃতেঃ (প্রকৃতির) গুণৈঃ (গুণসকল-দ্বারা) সর্ব্বশঃ (সর্ব্ব-প্রকারে) কর্ম্মাণি (কর্ম্মসমূহ) ক্রিয়মাণানি (সম্পাদিত হয়) [কিন্তু] অহঙ্কার বিমূঢ়াত্মা (অহঙ্কার দ্বারা বিমুগ্ধচিত্ত ব্যক্তি) অহং কর্ত্তা (আমিই কর্ত্তা) ইতি (এইরূপ) মন্যতে (মনে করে) ॥২৭॥

বিদ্বান্ ও অবিদ্বানের কর্ম্মাচারণে ঐক্য হইলেও তাহাদের ভেদ বলি, শ্রবণ কর। অবিদ্যাদ্বারা জড়া প্রকৃতিতে আবদ্ধ হইয়া জীব প্রাকৃত-অহঙ্কার-বিমূঢ়-স্বরূপে প্রকৃতির গুণ ও ঈশ্বরের অধ্যক্ষতা দ্বারা ক্রিয়মাণ সমস্ত কার্য্য আমিই একা করি, এই জ্ঞানে আমি কর্ত্তা, এইরূপ মনে করেন। ইহাই অবিদ্বানের লক্ষণ ॥২৭॥

তাৎপর্য্য—

বিদ্বান ও অবিদ্বানের ভেদ বলি, শ্রবণ কর। অবিদ্যাদ্বারা জড় প্রকৃতিতে আবদ্ধ হইয়া জীব প্রাকৃত অহংকারবশতঃ প্রকৃতির গুণদ্বারা ক্রিয়মাণ সমস্ত কার্য্যকে স্বীয়কার্য্য মনে করিয়া 'আমি কর্ত্তা' এইরূপ অভিমান করেন, ইহাই অবিদ্বানের লক্ষণ ॥২৭॥

তত্ত্ববিত্তু মহাবাহো গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে ॥২৮॥

অন্বয়—মহাবাহো! (হে মহাবীর অর্জ্জুন!) গুণকর্ম্ম বিভাগয়োঃ (গুণ ও কর্ম্ম হইতে আত্মার পার্থক্য) তত্ত্ববিৎ (যিনি তত্ত্ব জানেন তিনি) গুণাঃ (ইন্দ্রিয়সমূহ) গুণেষু (বিষয়সকলে) বর্ত্তন্তে (প্রবৃত্ত হইয়া থাকে) ইতি (ইহা) মত্বা (জানিয়া) তু ন সজ্জতে (কর্ত্তৃত্বাভিমান করেন না) ॥২৮॥

হে মহাবাহো! যে পুরুষ গুণকর্ম্ম-বিষয়ে তত্ত্ববিৎ, তিনি সমস্ত প্রাকৃত-কার্য্যে এই বলিয়া আসক্ত হন না যে, আমি বিজ্ঞানানন্দস্বরূপ আত্মা, আমি স্ব-স্বরূপভ্রমে প্রাকৃত অহংকারবদ্ধ হইয়া জড়কার্য্য স্বীকার করিতেছি। বস্তুত শুদ্ধাত্ম-স্বরূপ আমি সেরূপ কার্য্য করি না, কিন্তু আমার উপাধি প্রাকৃত অহংকার ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয়-কার্য্য করে; তাহাতে আমি একা কর্ত্তা নই। সমস্ত প্রাকৃত-কার্য্যে জীবের দেহাত্মাভিমান, প্রকৃতি ও সর্ব্বনিয়ন্তা পরমাত্মা—তিনেরই কর্ত্তৃত্ব ॥২৮॥

তাৎপর্য্য—

হে মহাবাহো, তত্ত্ববিৎ বিদ্বান পুরুষ প্রাকৃত গুণকর্ম্মকে 'আত্মা' হইতে পৃথক জানিয়া তাহার সঙ্গ করেন না। এইমাত্র

মনে করেন যে আমি পৃথক ঘটনাবশতঃ প্রকৃতিতে আবদ্ধ হইয়া প্রকৃতির গুণ কর্মের দ্বারা কার্য্য করিতেছি ॥২৮॥

প্রকৃতের্গুণসংমূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্ম্মসু !
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ ॥২৯॥

অন্বয়—প্রকৃতেঃ (প্রকৃতির) গুণসংমূঢ়াঃ (গুণদ্বারা বিশেষভাবে মূঢ় ব্যক্তিগণ) গুণকর্ম্মসু (ইন্দ্রিয় ও তদ্বিষয়ক কর্ম্মসমূহে) সজ্জন্তে (আসক্ত হয়) ; কৃৎস্নবিৎ (সর্ব্বজ্ঞ ব্যক্তি) তান্ (সেই সমস্ত) অকৃৎস্নবিদঃ (অজ্ঞ) মন্দান্ (মন্দমতিগণকে) ন বিচালয়েৎ (বিচলিত করিবেন না) ॥২৯॥

মূঢ় ব্যক্তিগণ সেরূপ বুদ্ধি না করিয়া 'প্রাকৃত' বলিয়া আপনাকে বোধ করেন এবং প্রকৃতির গুণকর্ম্মে স্বীয় সম্বন্ধ যোজনা করেন ; সেই অল্পজ্ঞান-বিশিষ্ট মন্দ ব্যক্তিদিগকে তত্ত্বজ্ঞ পুরুষেরা নিরর্থক বিচালিত করিবেন না। তাহাদিগকে ক্রমশঃ বৈদিক কর্ম্মযোগ-দ্বারা অধিকারী করিয়া উচ্চাধিকারস্থ তত্ত্বজ্ঞান প্রদান করিবেন ॥২৯॥

তাৎপর্য্য—

বিজ্ঞ ও অবিজ্ঞের কর্মানুষ্ঠান সমান হইলেও বিদ্বান ব্যক্তির অবিদ্বানের বুদ্ধি ভেদ করা উচিৎ নহে। ইহাই ব্যক্ত করিয়া শ্রীভগবান এই প্রস্তাবের উপসংহার করিতেছেন। কর্মাসক্ত অনভিজ্ঞ দেহাত্মাভিমানপূর্ণ অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিবর্গকে কর্মবিষয়িনী শ্রদ্ধা হইতে বিপথগামী করা আত্মজ্ঞ পুরুষের কখনই উচিৎ নহে। যাঁহারা শুদ্ধান্তঃকরণ অন্তরজাত বিবেকবান তাঁহাদের বুদ্ধি কখনই বিচলিত হওয়া সম্ভব নহে। সুতরাং

কেবল অজ্ঞজনগণের নিমিত্ত এইরূপ সতর্কতা বিধান আবশ্যক ॥২৯॥

ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥৩০॥

অন্বয়—সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি (সমস্ত কর্ম্ম) ময়ি (আমাতে) সংন্যস্য (সমর্পণ করিয়া) অধ্যাত্মচেতসা (অধ্যাত্মচিত্ত-দ্বারা অর্থাৎ 'পরমাত্মার অধীনে কর্ম্ম করিতেছি' এরূপবুদ্ধিদ্বারা) নিরাশীঃ (নিষ্কাম) নির্ম্মমঃ (মমতাহীন হইয়া) বিগতজ্বরঃ ভূত্বা (শোকবিহীন হইয়া) যুধ্যস্ব (যুদ্ধ কর) ॥৩০॥

অতএব, হে অর্জ্জুন ! তুমি তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন অধ্যাত্মচেতা হইয়া প্রাকৃত অহংকার ও ফলকামনা পরিত্যাগপূর্ব্বক সমস্ত কর্ম্ম আমাতে অর্পণ কর, এবং সন্তাপ পরিত্যাগপূর্ব্বক তোমার স্বধর্ম্ম যে যুদ্ধ, তাহা অবলম্বন কর ॥৩০॥

তাৎপর্য্য—

কেবল আমার আরাধনা সম্বন্ধে ফল কামনাশূন্য হইলেই নিষ্কামতার শেষ হইল এমন নহে, কর্ম্মমাত্রেই মমতারহিত এবং সন্তাপশূন্য হইয়া যুদ্ধাদির অনুষ্ঠান কর। আপনাকে বা আপনার ইন্দ্রিয়নিচয়কে কোন কার্য্যের কর্ত্তা বলিয়া জ্ঞান করিও না। যদি বল, অনাদি প্রাচীনকাল হইতে আমার বহু পাপ সঞ্চিত আছে। আমি সহসা কিরূপে এইরূপ নির্লিপ্ততা লাভ করিব ? জীবসকল পরমপুরুষের কৃপায় পাপজনিত সন্তাপজ্বর নির্ম্মুক্ত হয়। 'কর্ম্মদ্বারা আরাধিত ভগবান্ পাপ ক্ষয় করিয়া তাহাদিগের ভববন্ধন বিমোচন করেন' এই কথা স্মরণ করিয়া ভগবদর্পিত কর্ম্মযোগে তৎপর হও ॥৩০॥

যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্ম্মভিঃ ॥৩১॥

অন্বয়—যে (যে-সকল) মানবাঃ (মনুষ্য) শ্রদ্ধাবন্তঃ (শ্রদ্ধাযুক্ত) অনসূয়ন্তঃ (অসূয়ারহিত হইয়া) মে (আমার) ইদং (এই) মতং (মতের) অনুতিষ্ঠন্তি (অনুবর্ত্তন করেন) তে অপি (তাঁহারাও) কর্ম্মভিঃ (কর্ম্মবন্ধন) মুচ্যন্তে (মুক্ত হন) ॥৩১॥

এই নিষ্কাম ভগবদর্পিত কর্ম্মযোগ যাঁহারা সর্ব্বদা অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারা কর্ম্মবন্ধ হইতে মুক্তি লাভ করেন ; এবং যাঁহারা অনুষ্ঠানে অশক্ত অথচ এই মতে অসূয়াশূন্য ও শ্রদ্ধাবান্ হন, তাঁহারাও ঐ ফল লাভ করেন ॥৩১॥

তাৎপর্য্য—

এই নিষ্কাম ভগবদর্পিত কর্ম্মযোগ যিনি সর্ব্বদা অনুষ্ঠান করেন এবং অসূয়াশূন্য হইয়া আমার প্রতি শ্রদ্ধা করেন তিনি কর্ম্মবন্ধ হইতে মুক্তিলাভ করেন ॥৩১॥

যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্।
সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ॥৩২॥

অন্বয়—যে তু (কিন্তু, যাহারা) মে এতৎ মতম্ (আমার এই মত) অভ্যসূয়ন্তঃ (দ্বেষবশতঃ) ন অনুতিষ্ঠন্তি (অনুষ্ঠান করে না) তান্ (সেই) অচেতসঃ (বিবেকহীন ব্যক্তিগণকে) সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়ান্ (সমস্ত জ্ঞানে বঞ্চিত) নষ্টান্ (পুরুষার্থ বিভ্রষ্ট বলিয়া) বিদ্ধি (জানিও) ॥৩২॥

যিনি এই উপদেশের প্রতি অসূয়া প্রকাশপূর্ব্বক পালন না করেন, তাহাঁকে সমস্ত জ্ঞান হইতে বঞ্চিত, নষ্ট ও নির্ব্বোধ বলিয়া জানিবে ॥৩২॥

তাৎপর্য্য—

যাঁহারা এই উপদেশের প্রতি অসূয়া প্রকাশপূর্ব্বক আমার এই উপদেশ পালন করেন না ; তাহাদিগকে সমস্ত জ্ঞান হইতে বঞ্চিত, নষ্ট ও নির্ব্বোধ বলিয়া জানিবে ॥৩২॥

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥৩৩॥

অন্বয়—জ্ঞানবান্ অপি (জ্ঞানীও) স্বস্যাঃ প্রকৃতেঃ (নিজ স্বভাবের) সদৃশং (অনুরূপ) চেষ্টতে (কার্য করে), ভূতানি (প্রাণী সমূহ) প্রকৃতিং যান্তি (প্রকৃতি বা স্বভাবের অনুসরণ করে), নিগ্রহঃ (ইন্দ্রিয়ের দমন) কিং করিষ্যতি (কি করিবে ?) ॥৩৩॥

এরূপ মনে করিবে না যে, বিদ্বান্ পুরুষ অনাত্মা ও আত্মা বিচারপূর্ব্বক প্রাকৃত গুণ কর্ম্মকে সহসা ত্যাগ করতঃ সন্ন্যাসধর্ম্ম আশ্রয় করিলে তাহার মঙ্গল হইবে। জ্ঞানবান্ হইলেও দ্ধজীব স্বীয় বহুকালাদৃত প্রকৃতির সদৃশ চেষ্টা করিবে। সহসা নিগ্রহ অবলম্বন করিলে যে প্রকৃত-পরিত্যাগ হয়, তাহা নয়। বদ্ধজীবসকল সহজেই বহুকাল অভ্যস্ত চেষ্টারূপা প্রকৃতিকে অবলম্বন করে। সেই প্রকৃতি-ত্যাগের উপায় এই যে, সেই প্রকৃতিতে অবস্থিত থাকিয়া তদনুযায়ী কর্ম্মসকল একটু সতর্কতার সহিত করিতে থাকিবে। ভক্তিযোগলক্ষণ যুক্ত-বৈরাগ্য যে-পর্যন্ত হৃদ্গত না হয় সে-পর্য্যন্ত নিষ্কাম ভগবদর্পিত কর্ম্মযোগই একমাত্র শ্রেয়ঃ পন্থা, যেহেতু তাহাতে স্বধর্ম্মপালন ও স্বধর্ম্মসংস্কার উভয় ফলই যুগপৎ সম্ভব। স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিলে উৎপথে গমনই চরম ফল হয়। যে-স্থলে মৎকৃপা বা ভক্তকৃপা-দ্বারা ভক্তিযোগ হৃদগত হয়, সে-স্থলে নিষ্কাম মদর্পিত কর্ম্মযোগ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পন্থার লাভ-নিবন্ধন এরূপ স্বধর্ম্মপালন-

বিধি অবসর পায় না। তদ্ব্যতীত সর্ব্বত্রই এই নিষ্কাম মদর্পিত কর্ম্মযোগই শ্রেয়ঃ ॥৩৩॥

তাৎপর্য্য—

ভৃত্য যেমন প্রভুর আজ্ঞাধীন এবং প্রজাগণ যেমন ভূপতির আদেশ-বশবর্ত্তী হইয়া সভয়ে কার্য্য করে, মানবগণ সেইভাবে তোমার অপ্রতিহত শাসনের ভয়ে কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে। পূর্ব্বজন্মানুষ্ঠিত ধর্ম্মাধর্ম্মজ্ঞানেচ্ছা জনিত যে সংস্কার বর্ত্তমান জন্মেও মনুষ্যের হৃদয়ে জাগরূক থাকে তাহার নাম প্রকৃতি। এই প্রাকৃতিক সংস্কার অতিশয় বলবান্। যখন ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তিগণও এই পুরুষার্থ ভ্রংশের কারণীভূতা প্রাচীন সংস্কাররূপা প্রকৃতির শাসন অতিক্রম করিতে পারে না, তখন মূর্খ জনসাধারণ যে সর্ব্বতোভাবে অধীন থাকিবে তাহাতে সন্দেহ কি? কেবলমাত্র সৎসঙ্গ বা ভগবৎকৃপালব্ধ ভক্তিযোগই এই অতি প্রবলা প্রকৃতির হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভের অমোঘ উপায়। স্কন্দ পুরাণে দৃষ্ট হয় 'হে দেবর্ষে! অহো তুমি ধন্য। তোমার কৃপায় গুণীজনও প্রেমে পুলকিতকায় হয় এবং ঘৃণিত ব্যাধও মুক্তিলাভ করে'। নরহন্তা ও দুরন্ত দস্যু রত্নাকর এইরূপ সৎসঙ্গজনিত ভগবদ্ভক্তি লাভ করিয়া চিরন্তন সংস্কারের পাশ ছিন্ন করিয়া ভক্তচূড়ামণি বাল্মীকি নামে জগতে চির সম্পূজিত হইয়া রহিয়াছেন। এইরূপ সৎসঙ্গ না ঘটিলে দুর্ব্বাসনার হাত হইতে অব্যাহতি লাভের উপান্তর নাই ॥৩৩॥

ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেত্তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ ॥৩৪॥

অন্বয়—ইন্দ্রিয়স্য (প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের) ইন্দ্রিয়স্য অর্থে (সেই সেই ইন্দ্রিয়ের বিষয়ে) রাগদ্বেষৌ (অনুরাগ ও বিরাগ) ব্যবস্থিতৌ (অবশ্যম্ভাবী) [তথাপি] তয়োঃ (তাহাদের অর্থাৎ রাগ ও দ্বেষের বশং ন আগচ্ছেৎ (বশীভূত হইবে না)। হি (যেহেতু) তৌ (তাহারা) অস্য (মুক্তিকামীর পক্ষে) পরিপন্থিনৌ (প্রতিকূল বা শত্রু) ॥৩৪॥

যদি বল,—ইন্দ্রিয়ার্থরূপ বিষয় স্বীকার করিলে জীবের অধিকতর বিষয়বন্ধনই সম্ভব, কর্ম্মমুক্তি সম্ভব হইবে না, তবে শ্রবণ কর। বিষয়-সকলই যে জীবের বিরোধী তাহা নয়। বিষয়ে যে রাগ-দ্বেষ তাহাই জীবের পরম শত্রু। অতএব বিষয় স্বীকার করিবার সময় রাগদ্বেষকে বশীভূত করিবে। তাহা হইলে সমস্ত বিষয় স্বীকার করিয়াও তুমি বিষয়ে আবদ্ধ হইবে না। যে-পর্য্যন্ত প্রাকৃত দেহ আছে, সে-পর্য্যন্ত বিষয় স্বীকার অবশ্যই করিতে হইবে। কিন্তু সেই সেই কার্য্যে দেহাত্মাভিমান বশতঃ যে রাগদ্বেষ ঘটিয়া থাকে, তাহা খর্ব্ব করিতে করিতে তুমি বিষয়বৈরাগ্য লাভ করিবে। বিষয়-সম্বন্ধে যে ভগবৎসম্বন্ধি রাগ বা দ্বেষ অর্থাৎ ভক্ত্যুদ্দীপক বস্তুতে বা কার্য্যে রাগ ও ভক্তিবিঘাতক বস্তু বা কার্য্যে যে-দ্বেষ তাহা দমন করিতে উপদেশ দিলাম না, কিন্তু আত্মসুখসম্বন্ধি রাগ ও দ্বেষকেই বশীভূত করিবার উপদেশ করিলাম, জানিবে ॥৩৪॥

তাৎপর্য্য—

যদি বল ইন্দ্রিয়ার্থরূপ বিষয় স্বীকার করিলে জীবের অধিকতর বিষয়বন্ধনই সম্ভব, কর্ম্মমুক্তি সম্ভব হইবে না। তবে শ্রবণ কর, বিষয়সকলই যে জীবের বিরোধী তাহা নহে।

বিষয়ে যে রাগ দ্বেষ তাহাই জীবের পরম শত্রু। অতএব বিষয় স্বীকার করিবার সময় রাগ দ্বেষকে বশীভূত করিবে, তাহা হইলে সমস্ত বিষয় স্বীকার করিয়াও তুমি বিষয়ে আবদ্ধ হইবে না। যে পর্য্যন্ত প্রাকৃত দেহ আছে, সে পর্য্যন্ত বিষয় স্বীকার অবশ্যই করিতে হইবে। কিন্তু সেই সেই কার্য্যে দেহাত্মাভিমানবশতঃ যে সকল রাগ দ্বেষ ঘটিয়া থাকে তাহা খর্ব্ব করিতে করিতে তুমি বিষয়বৈরাগ্য লাভ করিবে। বিষয় সম্বন্ধে যে ভগবৎসম্বন্ধী রাগ বা দ্বেষ অর্থাৎ ভক্ত্যুদ্দীপক বস্তুতে বা কার্য্যে রাগ ভক্তিবিঘাতক বস্তুকার্য্যে যে দ্বেষ তাহা দমন করিতে উপদেশ দিলাম না। কিন্তু আত্মসুখ সম্বন্ধী রাগ ও দ্বেষকে বশীভূত করিবার উপদেশ করিলাম মাত্র ॥৩৪॥

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ ॥৩৫॥

অন্বয়—স্বনুষ্ঠিতাৎ (সুষ্ঠুরূপে অনুষ্ঠিত) পরধর্ম্মাৎ (পরধর্ম্মাপেক্ষা) বিগুণ (কিঞ্চিৎ অঙ্গহীন হইলেও) স্বধর্ম্মঃ (নিজধর্ম্ম) শ্রেয়ান্ (শ্রেষ্ঠ)। স্বধর্ম্মে (যুদ্ধাদি নিজধর্ম্মে) নিধনং (বিনাশও) শ্রেয়ঃ (মঙ্গলজনক) পরধর্ম্মঃ (পরধর্ম্ম) ভয়াবহঃ (ভয়ঙ্কর) ॥৩৫॥

অতএব নিষ্কাম মদর্পিত কর্ম্মযোগ-বিচারে বদ্ধজীবের পক্ষে বিগুণ স্বধর্ম্মও ভাল, আর উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত হইলেও পরধর্ম্ম ভাল নয়। স্বধর্ম্ম পালন করিতে করিতে উচ্চ ধর্ম্ম লাভ করিবার পূর্ব্বেই যদি মরণ হয় তাহাও মঙ্গলজনক, যেহেতু পরধর্ম্ম কোন অবস্থাতেই নির্ভয় হয় না। তবে নির্গুণ-

ভক্তি উপস্থিত হইলে আর স্বধর্ম্ম ত্যাগে কোন আপত্তি হয় না ; যেহেতু তখন জীবের নিত্যধর্ম্মই স্বধর্ম্মরূপে প্রকাশ পায়, ঔপাধিক স্বধর্ম্ম তখন পরধর্ম্ম হইয়া পড়ে ॥৩৫॥

তাৎপর্য্য—

যদি বল হিংসাত্মক যুদ্ধাদির অপেক্ষা শিলোঞ্ছ বৃত্তির দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করা শ্রেয়স্কর, একথাও অসঙ্গত। কেননা স্বধর্ম্ম ত্যাগ কখনই বিধেয় নহে। পরশুরাম ব্রাহ্মণ-বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ক্ষত্রিয়বৎ কার্য্য করিয়াছিলেন এবং বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণবৎ ব্যবহার করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অপরিসীম শক্তি ও তেজঃপ্রভাবে তাহারা তাদৃশ কার্য্যে সক্ষম হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু তজ্জন্য তাঁহাদের যথেষ্ট অপযশ ও ক্লেশ ভোগ করিতে হইয়াছিল। দ্রোণাদি ব্রাহ্মণের ক্ষত্রিয় ব্যবহার সর্ব্বত্র পুনঃ পুনঃ নিন্দিত হইয়া থাকে। অতএব স্বধর্ম্মে থাকিয়া যাহাতে পাপক্ষয় হয় তাহাই উপায় কর। (বলদেব) অতএব মদর্পিত নিষ্কাম কর্ম্মযোগ বিচারে বদ্ধজীবের পক্ষে বিগুণ স্বধর্ম্মও ভাল, উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত হইলেও পরধর্ম্ম ভাল নহে। স্বধর্ম্ম পালন করিতে করিতে উচ্চধর্ম্ম লাভ করিবার পূর্ব্বেই যদি মরণ হয় ; তাহাও মঙ্গলজনক। যেহেতু পরধর্ম্ম কোন অবস্থাতেই নির্ভয় হয় না। তবে নির্গুণ ভক্তি উপস্থিত হইলে আর স্বধর্ম্ম ত্যাগে কোন আপত্তি হয় না। যেহেতু তখন জীবের নিত্যধর্ম্মই স্বধর্ম্মরূপে প্রকাশ পায়। ঔপাধিক স্বধর্ম্ম তখন পরধর্ম্ম হইয়া পড়ে ॥৩৫॥ (ঠাকুর ভক্তিবিনোদ)

অর্জ্জুন উবাচ—

অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপঞ্চরতি পুরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ ॥৩৬॥

অন্বয়—অর্জ্জুন উবাচ (অর্জ্জুন বলিলেন)—অথ (অনন্তর) বার্ষ্ণেয় ! (হে বৃষ্ণিবংশাবতংস কৃষ্ণ !) অনিচ্ছন্ অপি (অনিচ্ছুক হইলেও) কেন (কাহা-দ্বারা) প্রযুক্তঃ [সন্] (প্রেরিত হইয়া) অয়ং পুরুষঃ) বলাৎ (বলপূর্ব্বক) নিয়োজিতঃ ইব (নিয়োজিত ব্যক্তির ন্যায়) পাপং চরতি (পাপ আচরণ করিয়া থাকে ॥৩৬॥

এতাবৎ শ্রবণ করতঃ অর্জ্জুন কহিলেন,—হে বার্ষ্ণেয় ! কাহা কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া, জীব স্বীয় ইচ্ছার বিপরীত হইলেও বাধ্যরূপে পাপ আচরণ করে ? আপনি কহিয়াছেন যে, জীব নিত্যশুদ্ধ চিৎস্বরূপ, সমস্ত জড়গুণ ও জড়সম্বন্ধ হইতে পৃথক্। তবে জড়-জগতে পাপাচরণ করা জীবের স্বীয় স্বভাব নয়। কিন্তু দেখা যায় যে, সর্ব্বদাই জীবগণ পাপাচরণ করিতেছে। অতএব আপনি আমাকে স্পষ্টরূপে বলুন যে, কে জীবকে পাপে রত করে ॥৩৬॥

তাৎপর্য্য—

এতাবৎ শ্রবণ করতঃ অর্জ্জুন কহিলেন, হে বার্ষ্ণেয় ! কাহা কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া জীব স্বীয় ইচ্ছার বিপরীত হইলেও বাধ্য হইয়া পাপাচরণ করে ? আপনি কহিয়াছেন যে, জীব নিত্যশুদ্ধচিৎস্বরূপ সমস্ত জড়গুণ ও জড় সম্বন্ধ হইতে পৃথক। তবে জড়-জগতে পাপাচরণ করা জীবের স্বীয় স্বভাব নহে। কিন্তু দেখা যায় সর্ব্বদাই জীবগণ পাপাচরণ করিতেছে, অতএব আপনি আমাকে স্পষ্টরূপে বলুন যে, কে জীবকে পাপরত করে ? ॥৩৬॥

শ্রীভগবানুবাচ—

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্ ॥৩৭॥

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান বলিলেন)—রজোগুণসমুদ্ভবঃ (রজোগুণ হইতে উদ্ভূত) মহাশনঃ (দুষ্পূরণীয়) মহাপাপ্মা (অত্যুগ্র) এষঃ কামঃ (এই কাম), এষঃ ক্রোধঃ (এই ক্রোধ) [হেতুঃ (ইহার কারণ)], ইহ (এই মোক্ষপথে) এনং ইহাকে বৈরিণং বিধি (রিপু বলিয়া জানিও) ॥৩৭॥

এই প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া ভগবান্ কহিলেন অর্জ্জুন ! রজোগুণসমুদ্ভূত কামই পুরুষকে পাপে প্রবৃত্তি দেয়। 'কাম' প্রাক্তন-বাসনাহেতুক বিষয়াভিলাষ ; কামই অবস্থা ভেদ রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া 'কোধ' হয়। কাম রাজোগুণকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয় এবং যখন অভিলাষসিদ্ধির ব্যাঘাত হয়, তখন তমোগুণকে আশ্রয় করিয়া ক্রোধ হইয়া পড়ে। কাম—অতিশয় উগ্র এবং সর্ব্বভুক্ জ্ঞানযোগে কামকেই জীবের শত্রু বলিয়া জানিবে ॥৩৭॥

তাৎপর্য্য—

এই প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া শ্রীভগবান্ কহিলেন, অর্জ্জুন ! রজোগুণ সমুদ্ভূত কামই পুরুষকে পাপে প্রবৃত্তি দেয়। 'কাম'—বিষয়াভিলাষ স্বরূপ। কামই অবস্থাভেদে রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া 'ক্রোধ' হয়। কাম রজোগুণকে আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয়। এবং যখন অভিলাষ সিদ্ধির ব্যাঘাত হয় তখন তমোগুণ আশ্রয় করিয়া তাহাই 'ক্রোধ' হইয়া পড়ে। এই কাম প্রবৃত্তি এতই প্রবল যে কিছুতেই ইহার তৃপ্তি হয় না। ঘৃত-দ্বারা অগ্নি অতিশয় বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। 'বসুন্ধরা যাবতীয় ব্রীহি, যব, স্বর্ণ পশু ও স্ত্রী লাভ করিয়াও এক কাম প্রবৃত্তির

পর্য্যাপ্ত হয় না, বুঝিয়া শান্তিকে অবলম্বন কর।' কাম অতিশয় উগ্র এবং সর্ব্বভুক্। কামকেই জীবের প্রধান শত্রু বলিয়া জানিবে ॥৩৭॥

ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্ ॥৩৮॥

অন্বয়—যথা (যেরূপ) বহ্নিঃ (অগ্নি) ধূমেন (ধূমকর্ত্তৃক) আব্রিয়তে (আচ্ছাদিত থাকে) যথা (যেরূপ) আদর্শঃ (দর্পণ) মলেন (মলাকর্ত্তৃক) আব্রিয়তে (আবৃত থাকে) যথা চ (এবং যেমন) গর্ভঃ (গর্ভ) উল্বেন (গর্ভবেষ্টন চর্ম্মদ্বারা) আবৃতঃ (আচ্ছাদিত থাকে) তথা (সেইরূপ) তেন (সেই কামদ্বারা) ইদং (এই জ্ঞান) আবৃতম্ (আবৃত থাকে) ॥৩৮॥

সেই কামই এই জগৎকে কোনস্থলে কিঞ্চিৎ শিথিলরূপে, কোনস্থলে গাঢ়রূপে এবং কোনস্থলে অত্যন্ত গাঢ়রূপে আবৃত করিয়াছে। উদাহরণ-স্থল দিয়া বলি শ্রবণ কর। ধূমাবৃত বহ্নির ন্যায় জীবচৈতন্য কামকর্ত্তৃক কিয়ৎ-পরিমাণে শিথিলরূপে আবৃত থাকায় ভগবৎস্মরণাদি-কার্য্য করিতে পারে। এ-স্থলে মুকুলিত-চেতনরূপে নিষ্কাম কর্ম্মযোগাশ্রিত জীবের অবস্থিতি। মলাচ্ছন্ন আদর্শের ন্যায় জীবচৈতন্য কামকর্ত্তৃক গাঢ়রূপে আবৃত হইয়া নররূপে অবস্থিতি করিয়াও পরমেশ্বরকে স্মরণ করিতে পারে না। এস্থলে সঙ্কোচিত চেতনস্বরূপে নিতান্ত নৈতিক ও নাস্তিকাদি জীবগণের অবস্থিতি; তাহারা পশুপক্ষি তুল্য। উল্বনদ্বারা আবৃত গর্ভের ন্যায় জীবচৈতন্য কামকর্ত্তৃক অতি গাঢ়রূপে আচ্ছাদিত-চেতন বৃক্ষাদিরূপে অবস্থিতি করে ॥৩৮॥

তাৎপর্য্য—

সেই কামই এই জগতকে কোনস্থলে কিঞ্চিৎ শিথিলরূপে কোনস্থলে গাঢ়রূপে, কোনস্থলে অত্যন্ত গাঢ়রূপে আবৃত

করিয়াছে। উদাহরণ স্থল দিয়া বলি শ্রবণ কর। ধূমাবৃত বহ্নির ন্যায় জীবচৈতন্য কামকর্ত্তৃক কিঞ্চিৎ পরিমাণে শিথিল-রূপে আবৃত্ত থাকায় ভগবৎ স্মরণাদি কার্য্য করিতে পারে। এস্থলে মুকুলিত চৈতন্যরূপে নিষ্কাম কর্মযোগাশ্রিত জীবের অবস্থিতি ময়লাচ্ছন্ন আদর্শের ন্যায় জীবচৈতন্য কামকর্ত্তৃক গাঢ়রূপে আবৃত্ত হইয়া নররূপে অবস্থিতিকালেও পরমেশ্বরকে স্মরণ করিতে পারে না। এস্থলে সংকোচিত চেতন স্বরূপে নিতান্ত নৈতিক ও নাস্তিকাদি জীবগণের অবস্থিতি। তাহারা পশুপক্ষীর তুল্য। উল্বনদ্বারা আবৃত গর্ভের ন্যায় জীবচৈতন্য কামকর্ত্তৃক অতি গাঢ়রূপে আবৃত হইয়া আচ্ছাদিত চেতন বৃক্ষাদিভাবে অবস্থিতি করে ॥৩৮॥

আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ ॥৩৯॥

অন্বয়—কৌন্তেয়! (হে কুন্তীসুত অর্জ্জুন!) জ্ঞানিনঃ (জ্ঞানিব্যক্তির) নিত্যবৈরিণা (চিরশত্রু) এতেন (এই) দুষ্পূরেণ (দুষ্পূরণীয়) কামরূপেন চ (এবং কামরূপ) অনলেন (অগ্নিদ্বারা) জ্ঞানম্ (জ্ঞান) আবৃতম্ (আচ্ছাদিত হয় ॥৩৯॥

সেই কামই জীবের অবিদ্যা; তাহাই জীবের দুর্ব্বার অগ্নিপ্রায় নিত্যবৈরী। সেই কামই জীবচৈতন্যকে আবৃত করে। আমি ভগবান্ যেমন চিৎপদার্থ, জীবও তদ্রূপ চিৎপদার্থ। আমাতে ও জীবেতে স্বরূপভেদ এই যে, আমি পূর্ণরূপ সর্ব্বশক্তিমান্, আর জীব অনুচৈতন্য এবং মদ্দত্ত শক্তিদ্বারাই সমর্থ

হয়। আমার নিত্যদাস্যই জীবের নিত্যধর্ম্ম ; তাহারই নাম 'প্রেম' বা নিষ্কাম জৈবধর্ম্ম। চেতনপদার্থমাত্রই স্বভাবতঃ স্বতন্ত্র ; সুতরাং শুদ্ধজীব স্বভাবতঃ স্বতন্ত্র। অতএব স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আমার নিত্যদাস। কাম বা অবিদ্যা যাহাকে বলি, তাহা সেই বিশুদ্ধ স্বতন্ত্র ইচ্ছার অপগতি। যে সকল জীব স্বতন্ত্র ইচ্ছাদ্বারা আমার দাস্য অঙ্গীকার না করে, সুতরাং তাহারা সেই পবিত্রতত্ত্বের অপগত ভাবরূপ কামকে বরণ করে। তদ্দ্বারা ক্রমশঃ আবৃত হইতে হইতে আচ্ছাদিত চেতনস্বরূপ জড়বৎ হইয়া পড়ে। ইহারই নাম জীবে কর্ম্মবন্ধ বা সংসার-যাতনা ॥৩৯॥

তাৎপর্য্য—

সেই কামই জীবের অবিদ্যা, তাহাই জীবের নিত্যবৈরী। তাহা দুর্ব্বারিত অগ্নির ন্যায় জীবচৈতন্যকে আবরণ করে। আমি ভগবান্ যেমন চিৎপদার্থ ; জীব ও তদ্রূপ চিৎপদার্থ। আমাতে ও জীবেতে স্বরূপভেদ হইলে আমি পূর্ণস্বরূপ সর্ব্বশক্তিমান, জীব অনুচৈতন্য এবং মদ্দত্ত শক্তির দ্বারা ক্রিয়া সমর্থ হয়। আমার নিত্য দাস্যই জীবের নিত্যধর্ম ; তাহারই নাম 'প্রেম' বা 'নিষ্কাম জৈবধর্ম'। চৈতন্যপদার্থমাত্রই স্বতন্ত্র। শুদ্ধ জীবও স্বভাবতঃ স্বতন্ত্র, অতএব স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আমার নিত্যদাস। 'কাম' বা 'অবিদ্যা' যাহাকে বলি তাহা হইল সেই বিশুদ্ধ স্বতন্ত্র ইচ্ছার অপগতি। যেসকল জীব স্বতন্ত্র ইচ্ছা-দ্বারা আমার দাস্য অঙ্গীকার না করে তাহারা সেই পবিত্র তত্ত্বের অপগত ভাবরূপ কামকেই বরণ করে। তদ্দ্বারা ক্রমশঃ আকৃষ্ট হইতে হইতে আচ্ছাদিত চেতনস্বরূপ জড়বৎ হইয়া পড়ে। ইহারই নাম জীবের কর্ম্মবন্ধ বা সংসার যাতনা ॥৩৯॥

ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।
এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্ ॥৪০॥

অন্বয়—ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়সমূহ) মনঃ বুদ্ধিঃ (মন ও বুদ্ধি) অস্য (এই কামের) অধিষ্ঠানম্ (অশ্রয়স্থল বলিয়া) উচ্যতে (কথিত হয়)। এষঃ (এই কাম) এতৈঃ (দর্শনাদি ব্যাপারযুক্ত ইন্দ্রিয়দ্বারা) জ্ঞানম্ (জ্ঞানকে) আবৃত্য (আচ্ছাদিত করিয়া) দেহিনং (জীবকে) বিমোহয়তি (বিমুগ্ধ করিয়া থাকে) ॥৪০॥

বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ জীব দেহধারণপূর্ব্বক 'দেহী' নামে বিখ্যাত। সেই কাম তাহার ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিরূপ অধিষ্ঠানদ্বারা জৈবজ্ঞানকে আবৃত করিয়া জীবকে বিমোহিত করে। বিশুদ্ধ অহঙ্কারস্বরূপ অনুচৈতন্য জীবকে কামের সূক্ষ্মতত্ত্ব যে অবিদ্যা প্রথমে প্রাকৃত অহঙ্কাররূপ প্রথম আবরণ প্রদান করিলে প্রাকৃতবুদ্ধিই অধিষ্ঠানরূপে কার্য্য করে। পরে প্রাকৃত অহঙ্কার পরিপক্ক হইয়া মনোরূপী দ্বিতীয়াধিষ্ঠান প্রদান করে। মম বিষয়াভিমুখ হইয়া ইন্দ্রিয়-রূপ তৃতীয়াধিষ্ঠান প্রস্তুত করে। এই অধিষ্ঠানত্রয়কে আশ্রয় করত কাম জীবকে জড়বিষয়ে নিক্ষেপ করে। স্বতন্ত্র ইচ্ছাদ্বারা আমার সাম্মুখ্যই বিদ্যা বলিয়া উক্ত হয়, স্বতন্ত্র ইচ্ছাদ্বারা আমার বৈমুখ্যকে অবিদ্যা বলা যায় ॥৪০॥

তাৎপর্য্য—

শত্রুর আশ্রয় ও অবলম্বনসমূহ পরিজ্ঞাত হইলে তাহাকে পরাভূত করা অনায়াস সাধ্য হইবে বিবেচনায় সেই দুর্ব্বার বৈরী কামের অধিষ্ঠানসমূহের বিষয় কীর্ত্তিত হইতেছে। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধের গ্রাহকস্বরূপ কর্ণাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহ ও বচন, আদান, গমন, বিমর্ষ এবং আনন্দ-জনক কর্ম্মেন্দ্রিয়সমূহ সংকল্পাত্মক মন এবং অধ্যবসায়াত্মিকা

বুদ্ধি, এই কামের অধিষ্ঠান ও আশ্রয়স্বরূপ। মানবের জ্ঞান বলবান ও সতেজ থাকিলে তাহার পাপপ্রবৃত্তি জন্মে না; এই জন্য ইন্দ্রিয়াদির আশ্রয়ে কাম প্রথমতঃ জ্ঞানকে আবৃত করিয়া মানবকে সম্পূর্ণরূপে অধীন, আয়ত্ব ও আত্মজ্ঞানবিমুখ ও বিষয়রসপ্রবণ করে। কামকে প্রবল প্রতাপান্বিত নরপতিরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। ইন্দ্রিয় মনোবুদ্ধি সেই ভূপতির প্রাকার ও পরিখা সমন্বিত মহাদুর্গসংবেষ্টিত রাজধানীস্বরূপ এবং বিষয়সমূহ প্রত্যেকটি সেই ভুজবল পরাক্রান্ত ভূপতির শাসনাধীন ও কর্ত্তৃত্বাধীন একটি জনপদস্বরূপ ॥৪০॥

তস্মাত্ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞান-বিজ্ঞান নাশনম্ ॥৪১॥

অন্বয়—তস্মাৎ (অতএব) ভরতর্ষভ! (হে ভারতশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন!) ত্বম্ (তুমি) আদৌ (অগ্রে) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়সমূহকে) নিয়ম্য (বশীভূত করিয়া) জ্ঞান-বিজ্ঞান-নাশনম্ (আত্মজ্ঞান ও শাস্ত্রজ্ঞান-নাশক) পাপ্মানং (পাপরূপ) এনং (এই কামকে) প্রজহি (পরিত্যাগ বা নাশ কর) ॥৪১॥

অতএব হে ভরতর্ষভ! তুমি জ্ঞান বিজ্ঞান-ধ্বংসকারী মহাপাপরূপ কামকে প্রথমে নিষ্কাম-কর্ম্মযোগে ইন্দ্রিয়াদি নিয়মিত করিয়া জয় কর; অর্থাৎ তাহার অপগত ভাবকে নাশ করত তাহাকে স্ব-স্বভাবে আনয়নপূর্ব্বক তাহার প্রেমাত্মক-স্বরূপকে অবলম্বন কর। জড়বদ্ধ জীবের প্রশস্ত কর্ত্তব্য এই যে, প্রথমে কর্ম্মযোগে স্বধর্ম্ম পালন করত ক্রমে সাধনভক্তি লাভপূর্ব্বক প্রেমভক্তি অর্জ্জন করিবে ॥৪১॥

তাৎপর্য্য—

অতএব হে ভরতর্ষভ! তুমি জ্ঞান বিজ্ঞান ধ্বংসকারী মহাপাপরূপ কামকে নিয়মিত করিয়া জয় কর। প্রথমতঃ ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করিবার হেতু এই যে, পরস্ত্রী বা পরদ্রব্য হরণের নিমিত্ত অতিশয় চঞ্চল হইয়া উঠে। তথাপি তত্তৎ বিষয়ের নিমিত্ত চক্ষু, কর্ণ, হস্ত, পদাদি ইন্দ্রিয়সমূহ যেন ব্যাকুল না হয় এবং মনের কোনই সহায়তা না করে। বাস্তবিক ইন্দ্রিয়সমূহকে শান্ত ও বশ্যতাপন্ন করাই কামকে বিজিত করার সম্বন্ধে প্রথম ও প্রধান অনুষ্ঠান। এইভাবে অপগত ভাবকে নাশ করিয়া তাহাকে স্ব-স্বভাবে আনয়নপূর্ব্বক তাহার প্রেমাত্মক স্বরূপকে অবলম্বন কর। জড়বদ্ধ জীবের প্রশস্ত কর্ত্তব্য এই যে, প্রথমে মুক্ত বৈরাগ্য ও স্বধর্ম্মপালন ক্রমে সাধনভক্তি লাভ করত প্রেমভক্তি সাধন করিবে। মৎকৃপা বা ভক্তকৃপাদ্বারা যে নিরপেক্ষ ভক্তিলাভ তাহা নিতান্ত বিরল ও কোন কোন স্থলে আকস্মিকী প্রথারূপে উদিত হয় ॥৪১॥

ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্বুদ্ধের্যঃ পরতস্তু সঃ ॥৪২॥

অন্বয়—ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়সমূহকে) পরাণি (শ্রেষ্ঠ) আহুঃ (বলা হয়) ইন্দ্রিয়েভ্যঃ (ইন্দ্রিয়গণ হইতে) মনঃ (মন) পরং (শ্রেষ্ঠ) মনসঃ তু (মন অপেক্ষাও) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) পরা (শ্রেষ্ঠা)। যঃ তু (আর যিনি) বুদ্ধেঃ (বুদ্ধি অপেক্ষা) পরতঃ (শ্রেষ্ঠ) সঃ [এব আত্মা] (তিনিই আত্মা) ॥৪২॥

সংক্ষেপতঃ বলি,—তুমি যে জীব, তোমার নিজতত্ত্ব এই ; আপাততঃ জড়বদ্ধ হইয়া ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিকে আত্মা বলিয়া মনে করিতেছ, তাহা অবিদ্যাজনিত ভ্রম। 'জড়' হইতে ইন্দ্রিয়সকল সূক্ষ্ম ও শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মন সূক্ষ্ম ও শ্রেষ্ঠ, মন হইতে বুদ্ধি সূক্ষ্ম ও শ্রেষ্ঠ। যিনি জীবাত্মা তিনি বুদ্ধি হইতেও শ্রেষ্ঠ ॥৪২॥

তাৎপর্য্য—

এই পাঞ্চভৌতিক দেহের অপেক্ষা ইন্দ্রিয়সমূহ পর কারণ ইন্দ্রিয়গণ অতি সূক্ষ্ম ও তাহার পরিচালক ইন্দ্রিয় অপেক্ষা মন পর, কারণ জাগরণকালে ইন্দ্রিয়কে পরিচালনা করে এবং নিদ্রাকালে ইন্দ্রিয় নিষ্ক্রিয় হইলেও মন স্বপ্ন-স্রষ্টারূপে জাগরিত ও ক্রিয়াশীল থাকে। মনের অপেক্ষা বুদ্ধি প্রবল কারণ সুসুপ্তিকালে মন ক্রিয়াশূন্য ও নষ্টপ্রায় হইলেও বুদ্ধি সম্পূর্ণভাবে সংজ্ঞাশূন্য বা বিনষ্ট হয় না। বুদ্ধি অপেক্ষা যিনি শ্রেষ্ঠ তিনি জীবাত্মা। সে জীবাত্মা চিৎস্বরূপ এবং দেহ ইন্দ্রিয় মন ও বুদ্ধির সহিত নিতান্ত নির্লিপ্ত। সুতরাং সেই প্রসিদ্ধ জীবাত্মা কামজয়ে সমর্থ ॥৪২॥

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধ্বা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্ ॥৪৩॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদগীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াংযোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে কর্ম্মযোগো নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

অন্বয়—মহাবাহো ! (হে মহাবলশালী অর্জ্জুন !) এবং (এইরূপে) বুদ্ধেঃ পরং (বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পরমাত্মাকে) বুদ্ধ্বা (জানিয়া) আত্মনা (নিশ্চয়াত্মিকা-বুদ্ধিদ্বারা) আত্মানম্ (মনকে) সংস্তভ্য (নিশ্চল করিয়া) কামরূপং (কামরূপ) দুরাসদং (দুরধিগম্য) শত্রুং (শত্রুকে) জহি (বিনাশ কর) ॥৪৩॥

এইরূপ আপনার অপ্রাকৃত তত্ত্ব জানিয়া এবং সমস্ত জড়ীয় সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ চিন্তা হইতে আপনাকে বিশুদ্ধ ভগবদ্দাসরূপ শ্রেষ্ঠতত্ত্ব জানিয়া আপনাকে আত্মশক্তিদ্বারা নিশ্চল করত চিত্তত্ত্বের বিরুদ্ধ এই অবিদ্যারূপ দুর্জ্জয় কামকে ক্রম-মার্গ অবলম্বনপূর্ব্বক নাশ কর ॥৪৩॥

॥ ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাশাস্ত্রে তৃতীয়োধ্যায়স্য অন্বয় ॥

তাৎপর্য্য—

এইরূপ আপনার অপ্রাকৃত তত্ত্ব জানিয়া এবং সমস্ত জড়ীয় সবিশেষ ও নির্ব্বিশেষ চিন্তা হইতে আপনাকে বিশুদ্ধ ভগবদ্দাসরূপ শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব জানিয়া আপনাকে চিৎশক্তির দ্বারা নিশ্চল করত দুর্জ্জয় কামকে ক্রমমার্গ অবলম্বনপূর্ব্বক নাশ কর। এই অধ্যায়ে নিষ্কাম কর্ম্ম মুখ্যরূপে এবং তাহার ফল-স্বরূপ জ্ঞান গৌণরূপে নির্ণীত ও জীবে আত্মদৃষ্টির প্রণালী উপদিষ্ট হইয়াছে ॥৪৩॥

॥ তৃতীয় অধ্যায় সমাপ্ত ॥

চতুর্থোঽধ্যায়

জ্ঞানযোগ

শ্রীভগবান্ উবাচ,—

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্ মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ ॥১॥

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ বলিলেন)—অহম্ (আমি) ইদং (এই) অব্যয়ং যোগং (অব্যয়যোগ) বিবস্বতে (সূর্য্যকে) প্রোক্তবান্ (বলিয়াছিলাম) বিবস্বান্ (সূর্য্য) মনবে (নিজপুত্র মনুকে) প্রাহ (বলিয়াছিলেন)। মনুঃ (মনু) ইক্ষ্বাকবে (স্বীয় পুত্র ইক্ষ্বাকুকে) অব্রবীৎ (বলিয়াছিলেন) ॥১॥

ভগবান্ কহিলেন,—আমি পূর্ব্বে সূর্য্যকে এই অব্যয় নিষ্কাম কর্ম্মসাধ্য জ্ঞানযোগ বলিয়াছিলাম ; সূর্য্য তাহাই মনুকে বলেন এবং মনুও তাহাই ইক্ষ্বাকুকে বলিয়াছিলেন ॥১॥

তাৎপর্য্য—

যদিও প্রতি মন্বন্তরে স্বায়ম্ভুবাদি মনুর আবির্ভাব হয়, তথাপি ইদানীন্তনকালে বৈবস্বত মন্বন্তর বলিয়া তজ্জনক সূর্য্য এই যোগতত্ত্বের প্রথম উপদেশ পাত্র। এতদ্দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, এই যোগ নবোদ্ভাষিত বা আধুনিক অনুষ্ঠান নহে। ইহা সৃষ্টির আদিকাল হইতে প্রচলিত রহিয়াছে, সুতরাং ইহার সনাতনত্ব সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নাই। কাহাকেও কোন অপরিজ্ঞাত উপদেশ প্রদান করিতে হইলে তাহার তদ্বিষয়ে প্রাচীনত্ব, স্থায়ীত্ব ও মহত্ত্বাদিবিষয়ক সমর্থন-সূচক প্রমাণ প্রয়োগ করিলে, সেই বিষয়ে সেই ব্যক্তির ভক্তি ও

শ্রদ্ধা সমাকৃষ্ট হইয়া থাকে। এই অক্ষয় ফলপ্রদ যোগোপদেশের বীজ প্রথমতঃ ক্ষত্রিয়কুলের আদি পুরুষ ভগবান্ ভাস্করের হৃদয়ে উপ্ত হইয়াছিল এবং বংশ পরম্পরাক্রমে ইহা ক্ষত্রিয়কুলে প্রবর্ত্তিত ছিল জানিতে পারিলে নিশ্চয়ই অর্জ্জুন তৎ সম্বন্ধে অধিকতর শ্রদ্ধাবান্ ও ভক্তিমান হইবেন ॥১॥

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ ॥২॥

অন্বয়—এবং (এইরূপে) পরম্পরাপ্রাপ্তম্ (পরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত) ইমং (এই জ্ঞানযোগ) রাজর্ষয়ঃ (রাজর্ষিগণ) বিদুঃ (অবগত হইয়াছিলেন)। পরন্তপ! (হে শত্রুতাপন!) ইহ (ইহলোকে) স যোগঃ (সেই জ্ঞানযোগ) মহতা কালেন (মহা কালপ্রবাহে) নষ্টঃ (বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে) ॥২॥

এই প্রকার পরম্পরাপ্রাপ্ত জ্ঞানযোগ রাজর্ষিসকল অবগত ছিলেন। হে পরন্তপ! সেই যোগ অনেককাল গত হওয়ায় ইহলোকে আপাততঃ ইহা নষ্টপ্রায় হইয়াছে ॥২॥

তাৎপর্য্য—

'পরন্তপ' এই সম্বোধন বাক্যে ইহাই প্রকটিত হইতেছে যে, সূর্য্য যেমন প্রচণ্ড তাপে সকল পদার্থ প্রতপ্ত করেন; তদ্রূপ তুমিও স্বকীয় সৌর্য্য, শক্তি, বিবেক এবং তপস্যার দ্বারা কাম-ক্রোধাদি দুর্জ্জয় শত্রুকুলকে বিজিত ও নির্জ্জিত করিয়াছ। সুরপুরে সুরসুন্দরী শিরোমণিস্বরূপা উর্ব্বশী, অপ্সরা ব্যাপারে অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া তুমি তোমার

জিতেন্দ্রিয়ত্বের প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছ। সুতরাং ইন্দ্রিয়বিজয় হেতু তুমি এই যোগের যোগ্যাধিকারী ব্যক্তি ইহাই সূচীত হইতেছে। বংশ বিবেচনায় তুমি ইহার যোগ্যপাত্র ও অধিকারী অতএব ইহা তোমার অবলম্বনীয়। কারণ অলৌকিক বিবিধ কর্ম্মানুষ্ঠান হেতু তুমিও বিশিষ্টগণের শিরোভূষণ এবং ইন্দ্রিয়বিজয় বিষয়ে ঋষিদিগেরও বরণীয়। দ্বিতীয় শ্লোকে ইঙ্গিতে এই ভাব বিজ্ঞাপিত হইল ॥২॥

স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্ ॥৩॥

অন্বয়—[ত্বং (তুমি)] মে (আমার) ভক্তঃ সখা চ (ভক্ত ও সখা) ; ইতি [হেতোঃ (এইজন্য)] অয়ং স এব (এই সেই) পুরাতনঃ (পুরাতন) যোগঃ (যোগ) অদ্য (অদ্য) ময়া (আমাকর্ত্তৃক) তে (তোমার নিকট) প্রোক্তঃ (কথিত হইল) হি (যেহেতু) এতৎ (ইহা) উত্তমম্ (উত্তম) রহস্যম্ (রহস্য) ॥৩॥

সেই সনাতন যোগ আমি অদ্য তোমাকে বলিলাম, যেহেতু তুমি আমার ভক্ত ও সখা ; অতএব এই উত্তম-যোগ অত্যন্ত রহস্য হইলেও তোমাকে আমি উপদেশ করিলাম ॥৩॥

তাৎপর্য্য—

যদিও এই যোগ প্রথমে আমার দ্বারা উপদিষ্ট হইয়া পুরুষপরম্পরাক্রমে সুচারুরূপে চলিয়া আসিতেছিল। তথাপি কালসহকারে উপযুক্ত অধিকারীর অভাবে এবং মানবকুলের

পাপপ্রবৃত্তির প্রাবল্যে ক্রমশঃ বিচ্ছিন্ন সম্প্রদায় হইয়া নষ্ট হইয়াছে। এই সময় আমি স্নেহাভিষিক্ত হৃদয় হইয়া তোমার নিকট সেই যোগ পরিব্যক্ত করিলাম। তুমি আমার পরম ভক্ত, আমাতে একান্ত অনুরক্ত, বিপদ ও সম্পদে আমারই অনুগত এবং সর্ব্বতোভাবে আমার শরণাগত। আর তুমি অকৃত্রিম সখা, আমার সমবয়স্ক, আমার সহিত সমানাকার, সর্ব্বদা আমার স্নেহময় স্বহায় এবং আমার নিত্য সহচর। তোমাকে যথাযোগ্য পাত্র বিবেচনায় এই পরম তত্ত্বের দ্বার অদ্য প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে তোমার নিকট উদ্ঘাটন করিলাম। এই যোগ এতই গূঢ়, এতই রহস্যজালে সমাচ্ছন্ন যে, প্রকৃষ্ট পাত্র ও সুযোগ্য অধিকারী ব্যতীত আর কারও নিকট ইহা ব্যক্ত করা উচিত নহে ॥৩॥

অর্জ্জুন উবাচ,—

অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ।
কথমেতদ্বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি ॥৪॥

অন্বয়—অর্জ্জুন উবাচ (অর্জ্জুন বলিলেন)—ভবতঃ (তোমার) জন্ম (জন্ম) অপরং (পরবর্ত্তী) বিবস্বতঃ (সূর্য্যের) জন্ম (জন্ম) পরং (পূর্ব্ববর্ত্তী) তস্মাৎ (অতএব) ত্বম্ (তুমি) আদৌ (পুরাকালে) [ইনং যোগং (এই যোগ)] প্রোক্তবান্ (বলিয়াছিলে) ইতি (এই কথা) এতৎ (ইহা) [অহং (আমি)] কথং (কিরূপে) বিজানীয়াং (জানিতে পারি ?) ॥৪॥

অর্জ্জুন কহিলেন,—বিবস্বান্ পূর্ব্বকালে জন্মিয়াছিলেন এবং তুমি ইদানীন্তন জন্মগ্রহণ করিয়াছ। তুমি যে এই যোগ পূর্ব্বে বিবস্বান্ অর্থাৎ সূর্য্যকে উপদেশ করিয়াছিলে, একথা কি প্রকারে বিশ্বাস করা যায় ? ॥৪॥

তাৎপর্য্য—

অর্জ্জুন যে শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বেশ্বরত্ব জানিতেন না ইহা সম্ভব নহে ; তাঁহারা নরনারায়ণ ঋষিরূপে অবতীর্ণ হইয়া একত্র বহুবিধ লীলা করিয়াছিলেন। সুতরাং সেই পরব্রহ্মের বৃত্তান্ত তাঁহার অপরিজ্ঞাত থাকা অসঙ্গত। কিন্তু সম্প্রতি যিনি দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া, মনুষ্যরূপে বিরাজমান, তাঁহার সর্ব্বজ্ঞত্ব ও সনাতনত্ব কিরূপে সঙ্গত হইবে তদ্বিষয়ে সন্দিহান হইয়া অর্জ্জুন এই প্রশ্ন করিয়াছেন। সেই সর্ব্বেশ্বর স্বকীয়তত্ত্ব স্বয়ং যেরূপ জ্ঞাত আছেন, অপর কেহই সেরূপ জ্ঞাত থাকিতে পারে না। তাঁহার সেই শ্রীমুখপঙ্কজ হইতে তদীয় জন্ম ও রূপাদি প্রসঙ্গশ্রুত হইলে জগতের জীবের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইত। এইজন্যই পরম দয়ালু শ্রীভগবান্ নিজমুখে নিজমহিমা কীর্ত্তন করিয়া আমাদের অনন্ত স্তবের পাত্র হইয়াছেন। বিজ্ঞ অর্জ্জুনের এই অজ্ঞ প্রশ্ন জীবের পক্ষে পরম মঙ্গলময় হইয়াছে ॥৪॥

শ্রীভগবান্ উবাচ,—

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জ্জুন।
তান্যহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ ॥৫॥

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ বলিলেন),—পরন্তপ! (হে শত্রুতাপন!) মে তব চ (আমার ও তোমার) বহূনি জন্মাণি (বহু জন্ম)

ব্যতীতানি (বিগত হইয়াছে) ; অহং (আমি) তানি (সেই) সর্ব্বাণি (সমস্তই) বেদ (জ্ঞাত আছি) ত্বং (তুমি) [তানি (সে-সকল)] ন বেত্থ (জান না) ॥৫॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—হে পরন্তপ অর্জ্জুন ! আমার এবং তোমার অনেক জন্ম বিগত হইয়াছে। পরমেশ্বরত্ব-হেতু আমি সে সমুদায় স্মরণ করিতে পারি ; আর তুমি অণুচৈতন্য জীব, সে-সমুদায় স্মরণ করিতে পার না। আমি যখন যখনই জগতে অবতীর্ণ হই, তোমরা সিদ্ধভক্ত, আমার লীলাপুষ্টির জন্য তখনই আমার সহিত জন্মলাভ কর, কিন্তু আমি একমাত্র সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ বলিয়া সমস্ত অবগত আছি ॥৫॥

তাৎপর্য্য—

হে পরন্তপ অর্জ্জুন, আমার এবং তোমার অনেক জন্ম বিগত হইয়াছে। পরমেশ্বরত্ব হেতু আমি সে সমুদয় স্মরণ করিতে পারি। তুমি অনুচৈতন্য জীব সে সমুদয় স্মরণ করিতে পার না। আমি যখন যখন জগতে অবতীর্ণ হই, তোমরা সিদ্ধভক্ত আমার লীলাপুষ্টির জন্য আমার সহিত জন্মলাভ কর। কিন্তু আমি একমাত্র সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ বলিয়া সমস্ত অবগত আছি। পরন্তপ শব্দদ্বারা এস্থলে ইহাই সূচীত হইতেছে যে, ভেদদৃষ্টি বশতঃ তুমি পর অর্থাৎ শত্রুকে বিপরীত দর্শন হেতু তাহাদিগকে হনন করিতে আসিয়াও ভ্রান্ত হইতেছ। অর্জ্জুন ও পরন্তপ এই দুই সম্বোধনদ্বারা অর্জ্জুনের অজ্ঞানাচ্ছন্নতা কথিত হইল ॥৫॥

অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥৬॥

অন্বয়—[অহং (আমি)], অজঃ (জন্মহীন) সন্ অপি (হইয়াও) অব্যয়াত্মা (অব্যয়স্বরূপ) [সন্ অপি (হইয়াও)] ভূতানাম্ ঈশ্বরঃ (সর্ব্বভূতের ঈশ্বর) সন্ অপি (হইয়াও) স্বাং প্রকৃতিম্ (স্বীয় বিশুদ্ধা প্রকৃতিকে) অধিষ্ঠায় (আশ্রয়পূর্ব্বক) আত্মমায়য়া (অন্তরঙ্গা স্বরূপশক্তিদ্বারা) সম্ভবামি (সম্ভূত হইয়া থাকি ॥৬॥

যদিও তোমরা সকলেই এবং আমি পুনঃপুনঃ জগতে আগত হই, তথাপি আমার আগমন ও তোমাদের আগমনে বিশেষ ভেদ আছে। আমি সমস্ত ভূতের ঈশ্বর, অজ অর্থাৎ জন্মরহিত এবং অব্যয়স্বরূপ ; স্বীয় চিচ্ছক্তি আশ্রয়পূর্ব্বক তদ্দ্বারা স্ব-স্বরূপে জীবের প্রতি কৃপা করিয়া সম্ভূত হই। কিন্তু জীবসকল আমার মায়াশক্তি-প্রভাবে বশীভূত হইয়া জগতে জন্ম গ্রহণ করে, তাহাতে তাহাদের পূর্ব্বজন্মস্মৃতি থাকে না। জীবের কর্ম্মবশতঃ লিঙ্গশরীর বলিয়া যে-শরীর আছে, তাহাকে আশ্রয় করিয়া জীব পুনর্জ্জন্ম লাভ করে। আমার যে-দেবতির্য্যগাদিরূপে আবির্ভাব, সে কেবল আমার স্বাধীন ইচ্ছাবশতঃই হইয়া থাকে। আমার বিশুদ্ধ চিচ্ছরীর, জীবের ন্যায় লিঙ্গ ও স্থূলশরীরদ্বারা আবৃত হয় না। বৈকুণ্ঠ-অবস্থায় আমার যে নিত্যস্বরূপ, তাহাই আমি প্রাপঞ্চিক জগতে অবলীলাক্রমে প্রকাশ করি। যদি বল, প্রপঞ্চে চিত্তত্ত্বের কিরূপে প্রকাশ করতে পারে? তবে শ্রবণ কর। আমার শক্তি অবিতর্ক্য ও সমস্ত চিন্তার অতীত ; অতএব তদ্দ্বারা যাহা যাহা হইতে পারে, তাহা তোমার যুক্তি-দ্বারা নির্ণয় করিতে পারিবে না। সহজজ্ঞান-দ্বারা এইমাত্র তোমাদের জানা কর্ত্তব্য যে, অবিচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন ভগবান্ কোন প্রাপঞ্চিক বিধির বাধ্য হন না। তিনি ইচ্ছা করিলে সমস্ত বৈকুণ্ঠতত্ত্ব অনায়াসে বিশুদ্ধরূপে জড়-জগতে প্রকাশ করিতে পারেন। অথবা সমস্ত জড়কে পরিবর্ত্তন করিয়া চিৎস্বরূপ প্রদান করিতে পারেন। সুতরাং সে স্থলে আমার এই সচ্চিদানন্দবিগ্রহ যে-সমস্ত প্রপঞ্চবিধির

অতীত এবং প্রপঞ্চে উদিত হইয়াও সে পূর্ণরূপে শুদ্ধ, তাহাতে সন্দেহ কি? যে মায়াদ্বারা জীব চালিত হয়, তাহাও আমার 'প্রকৃতি' বটে. কিন্তু আমার স্বীয়-প্রকৃতি বলিলে চিৎশক্তিকেই বুঝিতে হইবে। আমার শক্তি—এক, কিন্তু তাহা আমার নিকট চিৎশক্তি এবং কর্ম্মবন্ধ জীবের নিকট মায়াশক্তি, এইরূপ নানাবিধ প্রভাবযুক্ত ॥৬॥

তাৎপর্য্য—

শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিপ্রায়—যদিও আমি এবং তোমরা সকলেই পুনঃপুনঃ জগতে আগত হই, তথাপি আমার আগমন ও তোমাদের আগমনে বিশেষ ভেদ আছে। আমি সমস্ত ভূতের ঈশ্বর, অজ অর্থাৎ জন্ম রহিত এবং অব্যয় স্বরূপ। স্বীয় চিৎশক্তি আশ্রয় পূর্ব্বক তদ্বারা সম্ভূত হই। কিন্তু জীবসকল আমার মায়াশক্তির প্রভাবে বশীভূত হইয়া জগতে জন্মগ্রহণ করেন, তাহাতে তাঁহাদের পূর্ব্বজন্মস্মৃতি থাকে না। জীবের কর্ম্মবশতঃ লিঙ্গশরীর বলিয়া যে শরীর আছে তাহাকে আশ্রয় করিয়া পুনর্জন্ম লাভ করে। আমার যে দেবতির্য্যগাদি রূপে আবির্ভাব, সে কেবল আমার স্বাধীন ইচ্ছা বশতঃই হইয়া থাকে। জীবের ন্যায় আমার বিশুদ্ধ চিৎশরীর লিঙ্গ ও স্থূলশরীর দ্বারায় আবৃত হয় না। বৈকুন্ঠ অবস্থায় আমার যে নিত্যশরীর তাহাই আমি প্রপঞ্চ জগতে অবলীলাক্রমে প্রকাশ করি। যদি বল প্রপঞ্চে চিত্তত্ত্বের কিরূপে প্রকাশ হইতে পারে? তবে শ্রবণ কর, আমার শক্তি অবিতর্ক্য ও সমস্ত চিন্তার অতীত। অতএব তদ্বারা যাহা যাহা হইতে পারে তাহা তোমরা বুদ্ধির দ্বারা নির্ণয় করিতে পারিবে না।

সহজ জ্ঞানদ্বারা এইমাত্র তোমার জানা কর্ত্তব্য যে অবিচিন্ত্য শক্তিসম্পন্ন ভগবান কোন প্রাপঞ্চিক বিধির বাধ্য হন না। তিনি ইচ্ছা করিলে সমস্ত বৈকুণ্ঠতত্ত্ব অনায়াসে বিশুদ্ধরূপে জড় জগতে প্রকাশ করিতে পারেন, অথবা সমস্ত জড়কে পরিবর্ত্তন করিয়া চিৎস্বরূপ প্রদান করিতে পারেন। সেই স্থলে আমার এই সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ যে সমস্ত প্রপঞ্চ বিধির অতীত এবং প্রপঞ্চে উদিত হইয়াও পূর্ণরূপে শুদ্ধ, তাহাতে সন্দেহ কি? যে মায়াদ্বারা জীব চালিত হয় তাহাও আমার প্রকৃতি বটে। কিন্তু আমার স্বীয় প্রকৃতি বলিলে চিৎশক্তিকেই বুঝিতে হইবে। আমার শক্তি এক কিন্তু তাহা আমার নিকট চিৎশক্তি এবং কর্ম্মবদ্ধজীবের নিকট মায়াশক্তি এবং প্রকার নানাবিধ প্রভাবযুক্ত ॥৬॥

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ ৭ ॥

অন্বয়—ভারত! (হে ভরতবংশধর অর্জ্জুন!) যদা যদা হি (যখন যখনই) ধর্ম্মস্য (ধর্ম্মের) গ্লানি (হানি) অধর্ম্মস্য চ (এবং অধর্ম্মের) অভ্যুত্থানং (আধিক্য) ভবতি (হয়) তদা (তখন) আত্মানং সৃজামি (আমি আবির্ভূত হই) ॥৭॥

আমার আবির্ভাবের এই মাত্র নিয়ম যে, আমি ইচ্ছাময়। আমার ইচ্ছা হইলেই আমি অবতীর্ণ হই। যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয় তখনই আমি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আবির্ভূত হই। আমার জগদ্ব্যাপার-নির্ব্বাহক

বিধিসকল অনাদি ; কিন্তু কালক্রমে যখন ঐ সকল বিধি কোন অনির্দ্দেশ্য কারণবশতঃ বিগুণ হইয়া পড়ে, তখনই কালদোষক্রমে অধর্ম্ম প্রবল হইয়া উঠে। সেই দোষ নিবারণ করিতে আমি ব্যতীত আর কেহ সমর্থ হয় না। অতএব আমি স্বীয় চিচ্ছক্তি-সহকারে প্রপঞ্চে উদিত হইয়া ঐ ধর্ম্ম-গ্লানি নিবৃত করি। এই ভারত ভূমিতেই যে আমার উদয় দেখিতে পাও তাহা নয় ; আমি দেবতির্য্যগাদি সমস্ত জগতেই (রাজ্যেই) আবশ্যকমত ইচ্ছাপূর্ব্বক উদিত হই ; অতএব ম্লেচ্ছ ও অন্ত্যজদিগের রাজ্যে উদিত হই না, তাহা মনে করিও না। সেই সকল শোচ্য পুরুষ যতটুকু ধর্ম্মকে 'স্বধর্ম্ম' বলিয়া স্বীকার করে, তাহার গ্লানি হইলেও তাহাদের মধ্যে শক্ত্যাবেশ অবতাররূপে আমি তাহাদের ধর্ম্ম রক্ষা করি। কিন্তু ভারতভূমিতে বর্ণাশ্রমধর্ম্মরূপে সাম্বন্ধিক স্বধর্ম সুষ্ঠু আচরিত হয় বলিয়াই এতদ্দেশবাসী আমার প্রজাসকলের ধর্ম্মসংস্থাপন করণার্থে আমি অধিকতর যত্ন করি। অতএব যুগাবতার ও অংশাবতার প্রভৃতি যত রমণীয় অবতার, তাহা ভারতভূমিতেই লক্ষ্য করিবে। যেখানে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম নাই, সেখানে নিষ্কাম কর্ম্মযোগ ও তৎসাধ্য জ্ঞানযোগ ও চরমফলরূপ ভক্তিযোগ সুষ্ঠুরূপে আচরিত হয় না। তবে যে অন্ত্যজগণের মধ্যে কিয়ৎ পরিমাণে ভক্তি উদিত হইতে দেখা যায়, তাহা ভক্তকৃপাজনিত 'আকস্মিকী' বলিয়া জানিবে ॥৭॥

তাৎপর্য্য—

শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের অভিপ্রায়—আমার আবির্ভাবের এইমাত্র নিয়ম যে আমি ইচ্ছাময়, আমার ইচ্ছা হইলেই আমি অবতীর্ণ হই। আমার জগদ্ব্যাপার নির্ব্বাহক বিধিসকল অজেয়। কিন্তু কালক্রমে যখন ঐ সকল বিধি কোন অনির্দ্দেশ্য কারণবশতঃ বিগুণ হইয়া পড়ে তখনই কালদোষ-ক্রমে অধর্ম্ম প্রবল হয়। সেই দোষ নিবারণ করিতে আমি

ব্যাতীত আর কেউ সমর্থ হয় না। অতএব আমি স্বীয় চিচ্ছক্তি সহকারে প্রপঞ্চে উদিত হইয়া ঐ ধর্ম্মগ্লানি নিবৃত্ত করি। এই ভারতভূমিতে যে আমার উদয় দেখিতে পাও তাহা নহে, আমি দেবতির্য্যকাদি সমস্ত রাজ্যেই আবশ্যকমত ইচ্ছাপূর্ব্বক উদিত হই। অতএব ম্লেচ্ছ ও অশুদ্ধাদিগের রাজ্যে উদিত হই না ইহা মনে করিও না। সেই সকল শোচ্য-পুরুষগণ যতটুকু ধর্মকে স্বধর্ম বলিয়া স্বীকার করে; ততটুকু ধর্মের গ্লানি হইলেও তাহাদের মধ্যে শক্ত্যাবেশ অবতাররূপে আমি তাহাদের ধর্ম রক্ষা করি। কিন্তু ভারতভূমিতে বর্ণাশ্রম ধর্মরূপে সাম্বন্ধিক স্বধর্ম সুষ্ঠুরূপে আচরিত হয় বলিয়াই তদ্দেশবাসী আমার প্রজাসকলের ধর্ম সংস্থাপন করণার্থে আমি অধিকতর যত্ন করি। অতএব যুগাবতার অংশাবতার প্রভৃতি যত রমনীয় অবতার তাহা এই ভারতভূমিতেই। লক্ষ্য করিবে যেখানে বর্ণাশ্রম ধর্ম নাই সেখানে নিষ্কাম কর্মযোগ ও তৎসাধ্য জ্ঞানযোগ ও চরম ফলপ্রদ ভক্তিযোগ সুষ্ঠুরূপে আচরিত হয় না। তবে যে অন্ত্যজগণ মধ্যে কিয়ৎপরিমাণে ভক্তি উদিত হইতে দেখা যায় তাহা ভক্তকৃপাজনিত আকস্মিকী প্রথা সম্বন্ধীয় বলিয়া জানিবে ॥৭॥

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্ম সংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৮ ॥

অন্বয়—সাধূনাং (সাধুগণের) পরিত্রাণায় (রক্ষার জন্য) দুষ্কৃতাং (দুর্জ্জনদিগের) বিনাশায় (বিনাশের জন্য) ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় চ (এবং ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য) অহং [(আমি)] যুগে যুগে (প্রতি যুগে) সম্ভবামি (আবির্ভূত হইয়া থাকি) ॥৮॥

রাজর্ষি ব্রহ্মর্ষি প্রভৃতি আমার যে সকল ভক্ত তাঁহাদের সত্তায় আমি শক্ত্যাবেশ করত বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সংস্থাপন করি, কিন্তু পরমভক্ত সাধুগণের মদ্দর্শন-লালসোত্থ দুঃখ হইতে তাঁহাদের পরিত্রাণের জন্য স্বীয় অবতারের আবশ্যকতা। অতএব যুগাবতার হইয়া আমি সাধুদিগকে দুঃখ হইতে পরিত্রাণ করি, দুষ্কৃত রাবন কংসাদিকে বধ করত উদ্ধার করি এবং শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভক্তি প্রচার করিয়া জীবের নিত্য স্বধর্ম্ম সংস্থাপন করি। 'আমি যুগে যুগে অবতীর্ণ হই'—এইকথা-দ্বারা 'কলিকালেও আমার অবতার হয়' ইহা স্বীকার করিবে। কলিকালের অবতার কেবল কীর্ত্তনাদিদ্বারা পরমদুর্ল্লভ প্রেম সংস্থাপন করিবেন, তাহাতে অন্যতাৎপর্য্য না থাকায়, সেই অবতার সর্ব্বাবতারশ্রেষ্ঠ হইলেও, সাধারণের নিকট গোপনীয়। আমার পরমভক্তগণ স্বভাবতঃ সেই অবতার কর্ত্তৃক বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইবেন, তাহা তুমিও তৎসাহচর্য্যে অবতীর্ণ হইয়া দেখিতে পাইবে। কলিজন-নিস্তারকাবতার কর্ত্তৃক দুষ্কৃতজনের দুষ্কৃতি বিনাশ ব্যতীত অসুর বিনাশ কার্য্য নাই, ইহাই সেই গুহ্য অবতারের পরম রহস্য ॥৮॥

তাৎপর্য্য—

শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিপ্রায়—'রাজর্ষি ব্রহ্মর্ষি প্রভৃতি আমার যে সকল ভক্ত তাঁহাদের সত্তায় আমি শক্ত্যাবেশ করত বর্ণাশ্রম ধর্ম সংস্থাপন করি। কিন্তু পরম ভক্ত সাধুগণের ও অভক্ত ব্যক্তিগণ সংরক্ষণার্থ আমার স্বীয় অবতারের আবশ্যকতা। অতএব যুগাবতার হইয়া আমি সাধুদিগকে

রক্ষা করি। অসাধুদিগকে পৃথক নাশ্যধর্মের ব্যবস্থাপিত করি এবং শ্রবণ কীর্ত্তনাদি ভক্তি প্রচার করিয়া জীবের নিত্য-স্বধর্ম সংস্থাপন করি। যুগে যুগে অবতীর্ণ হই—এই কথা-দ্বারা কলিকালেও আমার অবতার হয় ইহা স্বীকার করিবে। কলিকালের অবতার কেবল কীর্ত্তনাদিদ্বারা দুর্লভ প্রেম সংস্থাপন করিবেন। তাহাতে অন্য তাৎপর্য্য না থাকায় সেই অবতার সর্বাবতার শ্রেষ্ঠ হইলেও সাধারণের নিকট গোপনীয়। আমার পরম ভক্তগণ স্বভাবতঃ সেই অবতার কর্ত্তৃক বিশেষ-রূপে আকৃষ্ট হইবে। তাহা তুমিও তৎসহচর্য্যে অবতীর্ণ হইয়া দেখিতে পাইবে। কলিজন-নিস্তারকাবতার কর্ত্তৃক দুষ্কৃতজনের দুষ্কৃতি বিনাশ ব্যতীত অসুর বিনাশ কার্য্য নাই। ইহাই সেই গুহ্য অবতারের পরম রহস্য।

মূলোক্ত 'যুগে যুগে' শব্দে প্রত্যেক যুগে একটিমাত্র অবতারের আবির্ভাব হয় এরূপ অর্থ নহে। ভগবানের অবতার অনন্ত এবং একই যুগে বহুবার প্রয়োজন হইলে বহুবারই সেই কৃপাসিন্ধু দীনবন্ধু হরি আবির্ভূত হন। শ্রীমৎ শ্রীধর স্বামীর অভিপ্রায় এই যে, পুনঃ পুনঃ সেই পরমেশ্বর অবতীর্ণ হইয়া দুষ্টগণকে বিনাশ করেন কিন্তু ইহাতে তাঁহার উপর নিষ্কারুণ্যরূপ নিন্দা কখনই আরোপ করা যাইতে পারে না। স্নেহময় জনক-জননী সন্তানের হিতার্থে কখনও বা তাহাকে আদর সহকারে ক্রোড়ে ধারণ করেন, কখনও বা তাহার কঠোর তাড়না বা প্রহাররূপ দণ্ডের ব্যবস্থা করেন। সন্তানের প্রতি এবংবিধ ব্যবহারে পিতা-মাতার স্নেহহীনতা বা নির্দ্দয়তা

কখনই প্রতিপন্ন হয় না। তদ্রূপ সেই সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরের কোন কার্য্যেই গুণ-দোষের সম্ভাবনা নাই ॥৮॥

জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন ॥৯॥

অন্বয়—অর্জ্জুন! (হে অর্জ্জুন!) যঃ (যিনি) মে (আমার) এবং (এইরূপ) দিব্যং (অলৌকিক) জন্ম কর্ম্ম চ (জন্ম ও কর্ম্ম) তত্ত্বতঃ (তত্ত্ব বিচারপূর্ব্বক) বেত্তি (জানেন) সঃ (তিনি) দেহং (শরীর) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ দেহাবসানে) পুনঃ (পুনরায়) জন্ম (জন্ম) ন এতি (প্রাপ্ত হন না) [কিন্তু] মাম্ (আমাকে) এতি (লাভ করেন) ॥৯॥

অচিন্ত্যচিৎশক্তি-দ্বারা যে দিব্য জন্ম ও কর্ম্ম আমি স্বীকার করি, তাহা পূর্ব্বোক্ত তত্ত্ববিচারক্রমে যিনি অবগত হন, তিনি জড়দেহ ত্যাগপূর্ব্বক পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন না। কিন্তু আমার চিচ্ছক্তিপ্রকাশরূপ হ্লাদিনীশক্তির প্রকাশ-বিশেষ আমার নিত্য সেবাপ্রাপ্ত হন। যাহারা তত্ত্বজ্ঞানের অভাবে আমার জন্ম, কর্ম্ম ও প্রপঞ্চে প্রকাশিত দেহকে অনিত্য ও প্রাপঞ্চিক বলিয়া সিদ্ধান্ত করে, তাহারা অবিদ্যাবশতঃ সংসার লাভ করে। কর্ম্মজড় পুরুষের প্রায় ঐরূপ সিদ্ধান্তদ্বারা কর্ম্মজড়তাতে আবদ্ধ থাকে। সাধুকৃপা ব্যতীত তাহাদের বিমল জ্ঞান উদিত হয় না ॥৯

তাৎপর্য্য—

এবংবিধ জন্মকর্ম্মের বৃত্তান্ত জানিলে কি লাভের সম্ভাবনা তাহাই এই শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে। নিত্যস্বরূপ আনন্দঘন ভগবানের জন্ম কেবল লীলা প্রকাশের নিমিত্ত। ধর্ম্মসংস্থাপন-

রূপ জগৎ পরিচালনই তাঁহার কর্ম্ম। তাঁহার এই কর্মানুষ্ঠান কেবল তাঁহার পক্ষেই সম্ভব। অর্থাৎ তিনি অজ সৎ এবং নিত্য স্বরূপ। যাহারা মূঢ় ও ঈশ্বর মহিমাজ্ঞানে বঞ্চিত তাহারা মনে করে যে শ্রীকৃষ্ণ মনুষ্যভিন্ন আর কিছুই নহেন। তাঁহাকে সাধারণ মানবের ন্যায় গর্ভবাসাদি স্বীকার করিয়া কর্মফল ভোগ করিবার জন্য দেহ ধারণ করিতে হইয়াছে এবং তিনি রাগদ্বেষাদির বশীভূত হইয়া লঘুচেতা মনুষ্যের ন্যায় কাহারও সহিত সত্রুতা ঘটাইয়া তাহাকে লাঞ্ছিত করিতেছেন, কাহারও প্রতি মিত্রতা স্থাপন করিয়া তাহার প্রভুত মঙ্গলসাধন করিতেছেন। সেই হতভাগ্য নরাধমেরা অজ্ঞের একশেষ, তাহাদের দুঃখদুর্গতি অবিচ্ছিন্নভাবে তাহাদের সহিত বিচরণ করিবে এবং তাহাদের বার বার জন্মমরণরূপ অশেষ ক্লেশ ভোগ করিতে হইবে। কিন্তু যাঁহারা ভগবানের জন্ম কর্ম ঘটিত উল্লিখিত সমস্ত বৃত্তান্ত নিঃসন্দিগ্ধরূপে পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, তাঁহারা লীলা ও মহিমা সম্যকরূপে হৃদয়ে ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন তাঁহারা এই দেহ নাশের পর পুনরায় শরীরধারণরূপ সংসারাধীন কখনই হইবেন না। সেই ভাগ্যবানেরা ভগবানের দর্শন এবং নিকটাবস্থান আদি সুখ সৌভাগ্যের অধিকারী হইয়া জন্ম-মরণরূপ সংসার বন্ধন হইতে চিরমুক্তি লাভপূর্ব্বক চরিতার্থ হইবেন। ভগবানের দিব্যজন্ম ও কার্য্যাদির যাথাত্ম্য পরিজ্ঞান দ্বারা সমস্ত পাপ বিধ্বস্ত হওয়ায় এই বিহিত বিধানে তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং তাহাকেই একমাত্র পরম প্রিয় জ্ঞানে তাঁহাকেই চিত্তসমর্পন করিয়া চরমে তাঁহাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥৯॥

বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ ॥১০॥

অন্বয়—বীতরাগভয়ক্রোধাঃ (আসক্তি, ভয় ও ক্রোধরহিত) মন্ময়া (মদেকচিত্ত) মাম্ উপাশ্রিতাঃ (আমাকে সম্যগ্ আশ্রয়কারী) জ্ঞান তপসা (সম্বন্ধজ্ঞান ও অভ্যাসরূপ-তপস্যাদ্বারা) পূতাঃ (পবিত্র) [সন্ত (হইয়া)] বহবঃ (অনেকেই) মদ্ভাবম্ (আমার ভাব) আগতাঃ (প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥১০॥

আমার জন্মকর্ম্ম ও শরীরের চিন্ময়ত্ব ও বিশুদ্ধতত্ত্ব বিচার সম্বন্ধে মূঢ় লোকেরা তিনটি প্রবৃত্তিদ্বারা চালিত হয়; যথা ইতর রাগ, ভয় ও ক্রোধ। যাহাদের বুদ্ধি নিতান্ত জড়বদ্ধ, তাহারা জড়তত্ত্বে এতদূর অনুরাগ প্রকাশ করে যে, চিত্তত্ত্ব বলিয়া কোন নিত্য বস্তু আছে, তাহা স্বীকার করে না। ইহারা স্বভাবকেই পরমতত্ত্ব বলে, ইহাদের মধ্যে কেহ বা জড়কেই নিত্যকারণ বলিয়া চিত্তত্ত্বের জনকরূপে নির্দিষ্ট করে। ঐ সমস্ত জড়বাদী, স্বভাববাদী বা চৈতন্যহীন বিধিবাদিগণ ইতর রাগদ্বারা চালিত হইয়া পরমতত্ত্বরূপ চিদ্রাগ হইতে কাজে কাজেই বঞ্চিত হয়। কোন কোন বিচারক চিত্তত্ত্বকে একটি নিত্যপদার্থ বলিয়া স্বীকার করেন বটে, কিন্তু সহজ জ্ঞানকে পরিত্যাগ করত সর্ব্বদা যুক্তিকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। তাহাতে জড়ে যতপ্রকার গুণ ও কর্ম্ম দৃষ্টি করেন, সে সকলকে সতর্কতার সহিত অসৎ বলিয়া পরিত্যাগ করত অস্ফুট জড়াতীত পদার্থ বলিয়া একটি অনির্দ্দেশ্য ব্রহ্মকে কল্পনা করেন। তাহা আর কিছুই নয় কেবল আমার মায়ার ব্যতিরেক প্রকাশমাত্র। তাহা আমার নিত্যস্বরূপ নয়। পাছে আমার ধ্যান ও চিন্তায় কোনপ্রকার জড়ধর্ম্ম আশ্রয় করে, এই ভয়ে আমার স্বরূপধ্যান ও স্বরূপপূজা হইতে বিরত হন। সেই ভয়-দ্বারা তাঁহারা পরমতত্ত্বের স্বরূপ হইতে বঞ্চিত। কেহ বা জড়াতীত কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া ক্রোধাবিষ্টচিত্তে শূন্য ও নির্ব্বাণকেই পরমতত্ত্ব বলিয়া স্থির করেন। এই প্রকার রাগ, ভয়, ক্রোধ পরিত্যাগপূর্ব্বক আমাকেই

সর্ব্বত্র দর্শন ও আমাকে সম্যক্ আশ্রয়, মৎসম্বন্ধজ্ঞান ও তদভ্যাসরূপ তপদ্বারা পূত হইয়া আমার পবিত্র প্রেম অনেকেই লাভ করিয়াছেন ।।১০।।

তাৎপর্য্য—

শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিপ্রায়—আমর জন্ম কর্ম্ম এবং শরীরে চিন্ময়ত্ব ও বিশুদ্ধত্ব বিচার সম্বন্ধে মূঢ় লোকেরা তিনটি প্রবৃত্তির দ্বারা চালিত হয়। যথা—ইতররাগ, ভয় ও ক্রোধ। যাহাদের বুদ্ধি নিতান্ত জড়বদ্ধ, তাহারা জড়তত্ত্বে এতদূর অনুরাগ প্রকাশ করে যে, চিত্তত্ত্ব বলিয়া কোন নিত্য-বস্তু আছে তাহা স্বীকার করে না। ইহারা স্বভাবকেই পরম তত্ত্ব বলে। ইহাদের মধ্যে কেহ বা জড়কেই নিত্য কারণ বলিয়া চিত্তত্ত্বের জনকরূপে নির্দ্দিষ্ট করে। এই জড়বাদী স্বভাববাদী বা চৈতন্যহীন বিধিবাদীগণ ইতররাগদ্বারা চালিত হইয়া পরম তত্ত্বরূপ চিদ্রাগ হইতে কাজে কাজেই বঞ্চিত হয়। কোন কোন বিচারক চিত্তত্ত্বকে একটি নিত্য পদার্থ বলিয়া স্বীকার করেন। কিন্তু সহজ জ্ঞানকে পরিত্যাগ করতঃ সর্বদা যুক্তিকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। তাহাতে জড়ে যত প্রকার গুণ ও কর্ম্ম দৃষ্ট হয়, সে সকলকে সতর্কতার সহিত অসৎ বলিয়া পরিত্যাগ করতঃ অস্ফুট জড় বিপরীত বলিয়া কল্পিত একটি অনির্দিষ্ট ব্রহ্মকে কল্পনা করেন। তাহা আর কিছুই নহে কেবল মায়ার ব্যতিরেক প্রকাশ মাত্র। তাহা আমার নিত্য স্বরূপ নহে। পাছে আমার ধ্যান ও চিন্তার কোন প্রকার জড়ধর্ম্ম আশ্রয় করে এই ভয়ে আমার স্বরূপ ধ্যান ও স্বরূপ লিঙ্গ পূজা হইতে বিরত হয়। সেই ভয় দ্বারা তাঁহারা পরম তত্ত্বের স্বরূপ

হইতে বঞ্চিত। কেহ বা জড়াতীত কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া ক্রোধাবিষ্ট চিত্তে শূন্য ও নির্বাণকেই পরম তত্ত্ব বলিয়া স্থির করেন। বৌদ্ধ, জৈনাদি মত তাহা হইতেই হয়। এই প্রকার রাগ, ভয় ও ক্রোধ শূন্য হইয়া আমাকে সর্ব্বত্র দর্শন ও আমাকে সম্যক আশ্রয় পূর্ব্বক পূর্ব্বোক্ত জ্ঞান অঙ্গীকার করতঃ এবং পূর্ব্বোক্ত কুযুক্তি বিষদাহ সহনরূপ তাপ দ্বারা পূত হইয়া আমার পবিত্র প্রেম অনেকেই লাভ করিয়াছেন ॥১০॥

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ ॥১১॥

অন্বয়—যে (যাহারা) যথা (যেরূপে) মাং (আমার প্রতি) প্রপদ্যন্তে (প্রপন্ন বা শরণাগত হয়) অহং (আমি) তান্ (তাহাদিগকে) তথৈব (সেইরূপেই) ভজামি (ভজন অর্থাৎ অনুগ্রহ করি)। পার্থ! (হে অর্জ্জুন!) মনুষ্যাঃ (মনুষ্যগণ) সর্ব্বশঃ (সর্ব্বপ্রকারে) মম (আমার) বর্ত্ম (ভজনপথ) অনুবর্ত্তন্তে (অনুসরণ করে) ॥১১॥

যে ব্যক্তি আমার প্রতি যে-ভাবে প্রপত্তি স্বীকার করেন, আমি তাঁহাকে সেই ভাবেই ভজনা করি। সকল মতেরই চরম উদ্দেশ্য স্বরূপ আমি সকলেরই প্রাপ্য। যাঁহারা শুদ্ধভক্ত তাঁহারা পরমধামে আমার সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহকে নিত্যকাল সেবা করিয়া পরমানন্দ লাভ করেন। যাঁহারা নির্ব্বিশেষবাদী, তাঁহাদের আত্মবিনাশদ্বারা আমি নির্ব্বিশেষব্রহ্মরূপে নির্ব্বাণমুক্তি প্রদান করি। তাঁহারা আমার সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তির নিত্যত্ব স্বীকার না করায়, তাঁহাদের চিদানন্দস্বরূপের লোপ হয়; তন্মধ্যে নিষ্ঠাদোষানুসারে তাঁহাদিগের মধ্যে কাহাকেও বা নশ্বর জন্ম প্রদান করি। যাঁহারা শূন্যবাদী, আমি শূন্যস্বরূপ

হইয়া তাঁহাদের সত্তাকে শূন্যগত করিয়া ফেলি। যাঁহারা জড়, জড়কর্ম্ম বা জড়বিধিবাদী, তাহাদের আত্মাকে আচ্ছাদিত-চেতনরূপে জড়প্রায় করিয়া জড়রূপে আমি তাহাদের প্রাপ্ত হই। যাঁহারা কর্ম্মী, তাঁহাদিগের নিকট কর্ম্মফলদাতা ঈশ্বর রূপে প্রাপ্য হই। যাহারা যোগী, তাহাদিগের নিকট আমি ঈশ্বররূপে বিভূতি প্রদান করি, অথবা কৈবল্য দান করি। এই প্রকার সমস্ত মনুষ্যই আমার প্রাপ্তির বিবিধ বর্ত্মে অনুবর্ত্তমান। বস্তুতঃ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ যে আমিই সকলের চরম প্রাপ্য। ঈশভজন অঙ্গুষ্ঠমাত্রপুরুষধ্যান, ব্রহ্মজ্ঞান ও যজ্ঞেশ্বরাদি যজন, এ সমুদায়ই আমার প্রাপ্তির বিবিধবর্ত্ম অর্থাৎ পথস্বরূপ। সুবোধ ও ভাগ্যবান্ ব্যক্তি তত্তদুপাসনাকে উপায় করিয়া মৎস্বরূপ 'উপেয়' লাভ করেন। যাঁহারা সেই সেই তত্ত্বে আবদ্ধ হইয়া উন্নতি না করেন, তাঁহাদের লাভ অসম্পূর্ণ, ইহাই ভাগবদ্বাক্যে গূঢ় তাৎপর্য্য ॥১১॥

তাৎপর্য্য—

শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিপ্রায়— যে ব্যক্তি আমার প্রতি যে ভাবে প্রপত্তি স্বীকার করেন আমি তাঁহাকে সেই ভাবেই ভজনা করি। সমস্ত মতেরই চরম উদ্দেশ্য স্বরূপ আমি সকলেরই প্রাপ্য। যাঁহারা শুদ্ধ ভক্ত তাঁহারাই পরম ধামে আমার সচ্চিদানন্দ বিগ্রহকেই নিত্যকাল সেবা করিয়া পরমানন্দ লাভ করেন। যাঁহারা নির্বিশেষবাদী তাঁহাদের আত্মবিনাশ দ্বারা নির্বিশেষ ব্রহ্ম স্বরূপ আমি নির্ব্বাণ মুক্তি প্রদান করি। আমার সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তির নিত্যত্ব স্বীকার না করায় তাঁহাদের চিদানন্দ স্বরূপের লোপ হয়, তন্মধ্যে নিষ্ঠা দোষানুসারে তাহাদিগের মধ্যে কাহাকেও নশ্বর জন্ম প্রদান করি। যাহারা শূন্যবাদী আমি শূন্য স্বরূপ হইয়া তাহাদের সত্বাকে শূন্য-গত করিয়া ফেলি। যাহারা জড়, জড়কর্ম্ম বা জড় বিধিবাদী

তাহাদের আত্মাকে আচ্ছাদিত চেতনরূপে জড়প্রায় করিয়া জড়-রূপে আমি তাহাদের প্রাপ্য হই। যাহারা কর্ম্মী তাহাদিগের নিকট কর্ম্মফলদাতা ঈশ্বররূপে প্রাপ্য হই। যাহারা যোগী তাহাদিগের নিকট ঈশ্বররূপে বিভূতি প্রদান করি অথবা কৈবল্য দান করি। এই প্রকার সর্ব্বস্বরূপ হইয়া আমি সর্ব্ববাদীর পক্ষে প্রাপ্য হইয়া থাকি। এই সমুদয় প্রাপ্তির মধ্যে আমার সেবা প্রাপ্তিই সর্ব্বপ্রধান বলিয়া জানিবে। সমস্ত মনুষ্যই আমার বিবিধ বর্ত্ম-অনুবর্ত্তমান ॥

যিনি যেভাবে যেরূপ ফলাভিসন্ধিৎসু অথবা যাদৃশ প্রয়োজনানুরোধে সর্ব্বফল বিধাতা পরমেশ্বরের পরিচর্য্যা করেন, ভক্ত বাঞ্ছা-কল্পতরু ভগবান তাঁহাকে তাঁহার বাঞ্ছিত ফল প্রদানে অনুগৃহীত করিয়া থকেন। জ্ঞানী বা অজ্ঞানী, সকাম বা নিষ্কাম কোন ব্যক্তি বাসনা নিবেদিত করিয়া বিফল মনোরথ হন না। সেই পক্ষপাত-বিবর্জ্জিত সেবক বৎসল বিশ্বপতির পরিমাণাতীত কৃপাভাণ্ডারের সম্মুখীন হইলে কোন যাচককে রিক্ত হস্তে বা ক্ষুণ্ণ মনে প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয় না। যে যেভাবে যে বাসনায় তাঁহার শরণাগত হয় সেই মুক্ত হস্তে পূর্ণ-পুরষ তৎক্ষণাৎ তাহার সেই কামনাই পূর্ণ করেন। সেই সুশীতল সলিল রাশির উৎস স্বরূপ সর্ব্বেশ্বরের সমীপগত হইলে সকলের সকল পিপাসাই প্রশমিত হইয়া যায়। যিনি তত্ত্বজিজ্ঞাসুরূপে ভগবানের ভজনা করেন, ভগবান তাঁহাকে জ্ঞানরূপ অমৃত পান করাইয়া তাঁহার হৃদয় তৃষ্ণা নিবারণ করেন। আমি যে কেবল দেব মানুষ্যাদি আকারে অবতীর্ণ

হইয়া আমার শরণাগত জনকে পরিত্রাণ করি এরূপ নহে। যে যেপ্রকারে যেরূপ সংকল্প করিয়া শরণাগত হয় আমি তাহাকে সেই ভাবেই দর্শন দিয়া থাকি। সকল মনুষ্যই আমার অনুবর্ত্তন করে। (শ্রীমদ্রামানুজাচার্য্য) ॥১১॥

কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্ম্মজা ॥১২॥

অন্বয়—কর্ম্মণাং (কর্ম্মসমূহের) সিদ্ধিং কাঙ্ক্ষন্তঃ (ফলকামিগণ) ইহ (এই বিনশ্বর) মানুষে লোকে (মর্ত্ত্যলোকে) দেবতাঃ (দেবগণকে) যজন্তে (পূজা করিয়া থাকে ; হি (যেহেতু) ক্ষিপ্রং (শীঘ্রই) কর্ম্মজা (কর্ম্মজাত) সিদ্ধিঃ (ফল) ভবতি (হইয়া থাকে) ॥১২॥

অর্জ্জুনের প্রশ্নোত্তরে স্বীয় স্বরূপ সাম্বন্ধিক তত্ত্ব স্পষ্টরূপে বলিয়া ভগবান্ পুনরায় পূর্ব্বপ্রস্তাবিত ক্রমানুসারে কর্ম্মতত্ত্বের বিচার উপদেশ করিতে লাগিলেন। হে অর্জ্জুন! আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, কর্ম্মতত্ত্ব ভালরূপে বুঝিতে পারিলে কর্ম্মবন্ধ দূর হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম পরিত্যাজ্য। কর্ম্মই কেবল অবস্থানুসারে গ্রাহ্য। সেই কর্ম্ম তিন প্রকার,—নিত্য, নৈমিত্তিক ও কাম্য। অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম অপেক্ষা কাম্যকর্ম্ম ভাল ; তাহাতে কর্ম্মসিদ্ধির জন্য ভোগবাসনা-দ্বারা বিনষ্টবিবেক মানবগণ ফলকামী হইয়া বহুদেবতা উপাসনা করেন। তদ্দ্বারা মনুষ্যলোকে কর্ম্মজ-ফল অতি শীঘ্র সিদ্ধ হয়। এই নশ্বর সংসারের উন্নতি-কামনায় মনুষ্যগণ যে সকল কর্ম্ম করেন, তাহাতে সেই সেই কর্ম্মফলদাতা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবতাগণ সন্তুষ্ট হইয়া শীঘ্রই ফল প্রদান করেন। সে-সকল দেবতা কে, তাহা ক্রমশঃ তোমাকে বলিব ॥১২॥

তাৎপর্য্য

তুমি যদি রাগাদি দোষ বিরহিত সর্ব্বেশ্বর ভগবান্ এবং সকল জীবের প্রতি কৃপাসহকারে তুল্য ফল প্রদান করাই তোমার ব্যবস্থা তখন সকলই তোমার উপাসনা করে না কেন? এরূপ আশঙ্কিত প্রশ্নের উত্তর এই শ্লোকে প্রদত্ত হইয়াছে। যাহারা ফলাকাঙ্ক্ষী হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করে এবং এই লোকে অন্য দেবতার আরাধনা করে তাহারা অতি সত্বর কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করিয়া থাকে। শাস্ত্রে নানা ফল লাভার্থ নানা দেবতা পূজার ব্যবস্থা আছে। কেহ ধন কামনায় কেহ পুত্র লাভার্থ কেহ স্বর্গ লাভ বাসনায়, কেহ বা তাদৃশ অন্য কোন ফল প্রার্থনায় ইন্দ্র, অগ্নি সূর্য্য, বরুণাদি দেবতার অর্চ্চনা করে। তাহারা সেই সকল তুচ্ছ ফলের লোভে মোহাচ্ছন্ন হইয়া সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আমার উপাসনা না করিয়া অন্যান্য দেবতার সাধনা করে। বলদগুলি যে প্রকার হল বহনাদি নানা কার্য্যের দ্বারা কৃষিজীবি মনুষ্যগণের বিবিধ উপকার করে অজ্ঞ জনেরা তদ্রূপ নানা প্রকার কর্ম্ম, যজ্ঞ, পূজা প্রভৃতির দ্বারা দেবতাগণের সেবা ও পরিচর্য্যা করে। মনুষ্য যেমন পশুগণকে যৎসামান্য তৃণজল মাত্র প্রদান করে, দেবতারাও মনুষ্যগণকে তদ্রূপ যৎসামান্য ফল প্রদান করেন মাত্র। মানব প্রদত্ত তৃণজল পশু প্রদত্ত উপকারের তুলনায় অতীব সামান্য। দেবতা প্রদত্ত ধন পুত্রাদি ফলও মানবপ্রদত্ত যজ্ঞাদির তুলনায় অতীব সামান্য, ফলতঃ নিস্কাম কর্ম্মপরায়ণ ভগবৎ ভক্তের সংখ্যা সংসারে নিতান্ত বিরল। ভোগ বাসনাগ্রস্থ মানবেরা অতি শীঘ্র ফল লাভের বাসনায় সৎ অসৎ

বিবেক বিরহিত হইয়া সৎভৃত্ত স্বরূপ দেবতাদিগের ভজনা করে, কিন্তু সংসারের অনিত্যতা ও অশেষ দুঃখ সন্দর্শনে বিদ্ধস্থ হৃদয় হইয়াও সেই অনর্থরাশির হস্ত হইতে চির নিষ্কৃতি লাভ বাসনায় সদাসৎ বিবেক সহকারে নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানের দ্বারা সর্ব্ব দেবতার মূলে যে আমি সেই আমার ভজনা কেহই করিতে চাহে না ॥১২॥

চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্ত্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্ত্তারমব্যয়ম্ ॥১৩॥

অন্বয় - ময়া (আমাকর্ত্তৃক) গুণকর্ম্মবিভাগশঃ (গুণ ও কর্ম্ম বিভাগানুসারে) চাতুর্ব্বর্ণ্যং (চারিবর্ণ) সৃষ্টং (সৃষ্ট হইয়াছে)। তস্য (সেই বর্ণধর্ম্মের) কর্ত্তারম্ অপি (কর্ত্তা হইলেও) অব্যয়ম্ (অব্যয়, সনাতন) মাং (আমাকে) অকর্ত্তারং (অকর্ত্তা বলিয়া) বিদ্ধি (জানিও) ॥১৩॥

গুণকর্ম্ম বিধানপূর্ব্বক বর্ণচতুষ্টয় আমিই সৃজন করিয়াছি। জগতে আমি বই আর কেহ কর্ত্তা নাই, অতএব বর্ণধর্ম্মের ও বর্ণসকলের কর্ত্তা আমি বই আর কেহই নয়। কিন্তু আমাকে বর্ণধর্ম্মের কর্ত্তা বলিয়াও অকর্ত্তা ও অব্যয় বলিয়া জানিতে হইবে। জীবের অদৃষ্টবশতঃ আমার মায়াশক্তি-দ্বারা আমি এই বর্ণধর্ম্ম সৃষ্টি করিয়াছি। বস্তুতঃ চিচ্ছক্তির অধীশ্বর—আমি, আমার কর্ম্মমার্গ সৃষ্টির দ্বারা বৈষম্য হয় না। জীবের অদৃষ্টই অর্থাৎ স্বাতন্ত্র্যধর্ম্মের অপব্যয়ই ইহার কারণ ॥১৩॥

তাৎপর্য—

শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিপ্রায়—গুণকর্ম্ম বিভাগ পূর্ব্বক বর্ণচতুষ্টয় আমিই সৃজন করিয়াছি। জগতে আমি

বৈ আর কেহ কর্ত্তা নাই। অতএব বর্ণ ধর্ম্মের ও বর্ণ সকলের কর্ত্তা আমি বৈ আর কেহই নহে। কিন্তু আমাকে বর্ণধর্ম্মের কর্ত্তা ও অব্যয় বলিয়া জানিতে হইবে। জীবের অদৃষ্ট বশতঃ আমার মায়াশক্তি দ্বারা আমি এই বর্ণধর্ম্ম সৃষ্টি করিয়াছি। বস্তুতঃ চিচ্ছক্তির অধীশ্বর যে আমি—আমার কর্ম্মমার্গ সৃষ্টির দ্বারা বৈষম্য হয় না। জীবের অদৃষ্টই অর্থাৎ স্বতন্ত্র ধর্ম্মের অপব্যবহারই ইহার কারণ।

শ্রীভগবান্ চতুর্বর্ণাত্মক মনুষ্য সৃষ্টি করিয়াছেন। দেহপ্রাপ্তি আরম্ভকালে বর্ণগত বৈষম্যহেতু মনুষ্যেরা সমান স্বভাবসম্পন্ন হয় নাই। সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ গুণের বিভাগানুসারে শম দম, শৌর্য্য, বীর্য্য শুশ্রূষা, পরিচর্য্যা ইত্যাদি কর্ম্ম বিভাগ ক্রমে মনুষ্যেরা বিভিন্ন প্রকৃতিশালী হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণাদি বর্ণের উত্তম মধ্যমাদি বিভাগ যেমন স্বাভাবিক। সকাম ভাবে ও নিষ্কাম ভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান প্রবৃত্তিও সেইরূপ স্বাভাবিক। শ্রুতি বলিয়াছেন "সৃষ্ট বর্ণ সমূহের মধ্যে ব্রাহ্মণই সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ"। ব্রাহ্মণেরা সত্ত্বগুণ প্রধান এবং শমদম, তপঃ প্রভৃতি তাহাদের কর্ম্ম। সত্ত্বমিশ্রিত রজোগুণ প্রধান ক্ষত্রিয়গণের শৌর্য্য, তেজঃ প্রভৃতিই কর্ম্ম। তমঃ সহকৃত রজোগুণ প্রধান বৈশ্য দিগের। গো-পালন কৃষি বাণিজ্যাদিই কর্ম্ম। তমোগুণ প্রধান শূদ্রগণের উল্লিখিত বর্ণগণের শুশ্রূষা ও পরিচর্য্যাই কর্ম্ম। এইরূপ গুণ এবং কর্ম্ম বিভাগ ক্রমে ভগবানের দ্বারা বর্ণচতুষ্টয় সৃষ্টি হইয়াছে। এই চাতুর্ব্বর্ণ ভগবান্ কর্ত্তৃক সৃষ্ট যখন তখন তজ্জন্য তাহারই উপর কর্ত্তৃত্বের ও ফলের

আরোপ করিতে হইবে। সেই জন্য ভগবান্ বলিতেছেন "কর্ত্তা হইলেও আমাকে অকর্ত্তা ও অব্যয় বলিয়া জানিবে"। কারণ তিনি অহংকার ও আসক্তি বিরহিত সুতরাং কর্ত্তৃত্বাভিমান না থাকায় কোন কর্ম্মের কর্ত্তৃত্ব তাঁহাতে আরোপ হইতে পারে না। অতএব কর্ত্তা হইলেও তিনি অকর্ত্তা এবং মূল হইলেও তিনি সম্বন্ধশূন্য ॥১৩॥

ন মাং কর্ম্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্ম্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্ম্মভির্ন স বধ্যতে ॥১৪॥

অন্বয়—কর্ম্মাণি (কর্ম্মসমূহ) মাং (আমাকে) ন লিম্পন্তি (লিপ্ত করিতে পারে না), কর্ম্মফলে (কর্ম্মফলেও) মে (আমার) স্পৃহা (আকাঙ্ক্ষা) ন [অস্তি] (নাই) ইতি (এইরূপে) যঃ (যিনি) মাম্ (আমাকে) অভিজানাতি (সম্যক্‌রূপে জানেন) সঃ (তিনি) কর্ম্মভিঃ (কর্ম্মসমূহদ্বারা) ন বধ্যতে (বদ্ধ হন না) ॥১৪॥

জীবের অদৃষ্টবশতঃ যে কর্ম্মতত্ত্ব আমি সৃষ্টি করিয়াছি, তাহা আমাকে লিপ্ত করিতে পারে না। এবং কর্ম্মফলেও আমার স্পৃহা নাই, যেহেতু আমি ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্, আমার পক্ষে অতিতুচ্ছ কর্ম্মফল নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। জীবের কর্ম্মমার্গ ও আমার স্বতন্ত্রতা বিচারপূর্ব্বক যিনি আমার অব্যয়তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন, তিনি কর্ম্মদ্বারা বদ্ধ হন না। শুদ্ধভক্তি আচরণ করতঃ আমাকেই লাভ করেন ॥১৪॥

তাৎপর্য—

শ্রীলভক্তি বিনোদ ঠাকুরের অভিপ্রায়—জীবের অদৃষ্ট বশতঃ যে কর্ম্মতত্ত্ব আমি সৃষ্টি করিয়াছি তাহা আমাকে লিপ্ত

করিতে পারে না। কর্ম্মফলেও আমার স্পৃহা নাই। যেহেতু অতি তুচ্ছ কর্ম্মফল আমি যে ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ আমার পক্ষে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। জীবের কর্ম্মমার্গ ও আমার স্বতন্ত্রতা বিচার পূর্ব্বক যিনি আমার অব্যয় তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন তিনি কখনই কর্ম্মদ্বারা অবদ্ধ হন না। শুদ্ধভক্তি আচরণ করতঃ আমাকেই লাভ করেন ॥

পূর্ব্বশ্লোকের ভাব এই শ্লোকে আরও বিশদীকৃত হইতেছে। ভগবান্ কর্ত্তৃত্ব অভিমান বিহীন। এই জন্য কোন কর্ম্মেই তিনি আসক্ত নহেন। তাঁহার কর্ম্মজনিত ফল লাভের কখনই লালসা নাই। যাহার অহংকার ও অভিমান নাই তাহার কোন কর্ম্মে আসক্তি বা ফললাভার্থ স্পৃহা থাকিতে পারে না। তেল ও জল এক পাত্রস্থ হইলেও উভয়ে যেমন স্বতন্ত্র থাকে ভগবানও কর্ম্মের সহিত তদ্রূপ সংযুক্ত থাকিলেও তিনি কর্ম্ম হইতে স্বতন্ত্র। পদ্মপত্র জলে ভাসমান থাকিলেও তাহা যেমন জলের প্রলেপ যুক্ত হয় না, তদ্রূপ ভগবান সর্ব্বদা কর্ম্মপরায়ণ হইলেও তিনি কর্ম্মলেপ রহিত। এই জন্যই তিনি বিশ্বের স্রষ্টা হইলেও তদবিষয়ে উদাসীন। সকল কার্য্যের কর্ত্তা হইলেও কর্ত্তৃত্ব বিহীন। সকল ব্যাপারের মূল স্বরূপ হইলেও নিঃসম্পর্কিত। এই কারণেই ভগাবান্ বলিতেছেন, যে ব্যক্তি আমার এই ভাব সম্যকরূপে অবগত হইয়াছে তাহার আর কর্ম্ম বন্ধন থাকে না। যে মানব আমার এই অকর্ত্তৃত্ব অভোক্তৃত্বাদি স্বভাব বিহিতরূপে পরিজ্ঞাত হইয়াছে সেও অহংকার ও স্পৃহাশূন্য হইয়া জন্ম-মরণরূপ ভববন্ধন বিনি-

ম্মুক্ত হয়। আমার প্রকৃতি উপলব্ধি করায় তাহারও আত্মজ্ঞান জন্মে এবং আত্মজ্ঞানের ফলস্বরূপ মুক্তি তাহার আয়ত্ব হয়। মেঘ যেমন প্রকৃতির নিয়মে অবনীমণ্ডল হইতে বাষ্প আকর্ষণ করিয়া বারি বর্ষণ করে এবং সেই কার্য্য মেঘের যেমন ইচ্ছা-সহকারে বা কোন ফল কামনায় প্রবৃত্ত হয় না। আমিও তদ্রূপ এই বিশ্ব রচনা ব্যাপারে নির্লিপ্ত ভাবে বিনিযুক্ত রহিয়াছি। জগতের যে বৈষম্য পরিদৃষ্ট হয় আমি তাহার কারণ নহি। আমার একের প্রতি দয়া অপরের প্রতি ঘৃণা নাই। সৃষ্টি ব্যাপারে আমি কেবল নিমিত্ত কারণ মাত্র। সকলেই স্ব-স্ব কর্ম্মানুসারে উন্নতি ও অবনতি লাভ করিয়া থাকে। অতএব প্রাচীন কর্ম্মই তাহাদের একমাত্র কারণ। আমি পরমপুরুষ পরেশ সৃষ্টির ব্যাপারে কর্ত্তা হইলেও বস্তুতঃ তৎসম্বন্ধে অকর্ত্তৃত্ব এবং কর্মফলের সঙ্গহীন। এই রহস্য যিনি অবগত হইতে সক্ষম তিনি ফলকাঙ্ক্ষাহীন এবং কর্ম্মযোগে প্রতিকূল ফল কামনা শূন্য হইয়া পূর্ব্বজন্মার্জিত কর্ম্মফলাদি নির্ম্মুক্ত হন এবং মোক্ষলাভ করেন ॥১৪॥

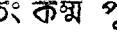

এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম্ম পূর্ব্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ।
কুরু কর্ম্মৈব তস্মাত্ত্বং পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরং কৃতম্ ॥১৫॥

অন্বয়—পূর্ব্বৈঃ (পূর্ব্বে পূর্ব্বে) মুমুক্ষুভিঃ অপি (মুক্তিকামিগণও) এবং (এই তত্ত্ব) জ্ঞাত্বা (অবগত হইয়া) কর্ম্ম (মদর্পিত কর্ম্ম) কৃতম্ (করিয়াছেন) তস্মাৎ (অতএব) ত্বং (তুমি) পূর্ব্বৈঃ (পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাজনকর্ত্তৃক)

পূর্ব্বতরং (যুগান্তরে) কৃতং (অনুষ্ঠিত) কর্ম্ম এব (নিষ্কাম কর্ম্মযোগই) কুরু (অনুষ্ঠান কর) ॥১৫॥

পূর্ব্ব পূর্ব্ব মুমুক্ষুগণ এই তত্ত্ব অবগত হইয়া সকাম কর্ম্ম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক নিষ্কাম মদর্পিত কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াছেন। অতএব তুমিও বিবস্বান্-জনকাদি পূর্ব্ব-পূর্ব্ব মহাজনের অনুষ্ঠিত সনাতন নিষ্কাম কর্ম্মযোগ অবলম্বন কর ॥১৫॥

তাৎপর্য্য –

এইরূপ আত্মাকে কর্ম্মের কর্ত্তৃত্ব বিহীন এবং কর্ম্ম প্রলেপ-রহিত জানিয়া দ্বাপর যুগে যযাতি, যদু প্রভৃতি রাজগণ এবং তৎপূর্ব্বে জনকাদি ঋষিগণ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। তাহাদিগের দৃষ্টান্ত দর্শন করিয়া তোমারও কর্ম্মসম্বন্ধে ঔদাসীন্য অবলম্বন করা বা নিস্ক্রিয় ও নির্ব্বাক হওয়া অথবা সন্ন্যাস গ্রহণ করা কখনই শোভা পায় না। অতত্ত্ববিদেরা চিত্ত শুদ্ধির নিমিত্ত ও তত্ত্ববিদেরা লোকহিতার্থ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন। অতএব তুমিও উক্ত প্রকার মদ্বিষয় পরিজ্ঞান জনিত বিধৌত পাপ হইয়া এইরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর ॥১৫॥

কিং কর্ম্ম কিমকর্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।
তত্তে কর্ম্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥১৬॥

অন্বয়—কিং কর্ম্ম (কর্ম্ম কি ?) কিম্ অকর্ম্ম (অকর্ম্মই বা কি ?) ইতি (ইহা নিরূপণে) কবয়ঃ (জ্ঞানিগণও) মোহিতাঃ (মোহপ্রাপ্ত হন) [অতঃ (অতএব)] যৎ (যে বিষয়) জ্ঞাত্বা (অবগত হইয়াও) অশুভাৎ (অশুভ

হইতে) মোক্ষ্যসে (মুক্তিলাভ করিতে পার) তৎ কর্ম্ম (সেই কর্ম্ম) তে (তোমার নিকট) প্রবক্ষ্যামি (প্রকৃষ্টরূপে বলিব ।।১৬।।

কাহাকে 'কর্ম্ম' ও কাহাকে 'অকর্ম্ম' বলে, তাহা স্থিরকরণ সম্বন্ধে কবিদিগেরও মোহ হয়। আমি সেই বিষয় তোমাকে উপদেশ দিতেছি। তুমি অবগত হইয়া সমস্ত অশুভ হইতে মোক্ষলাভ কর ।।১৬।।

তাৎপর্য্য—

কাহাকে কর্ম এবং কাহাকে অকর্ম বলে তাহা স্থিরীকরণ সম্বন্ধে কবিগণেরও মোহ হয়। আমি সেই বিষয় তোমাকে উপদেশ দিতেছি তুমি অবগত হইয়া সমস্ত অশুভ হইতে মোক্ষ লাভ কর ।।১৬।।

কর্ম্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্ম্মণঃ।
অকর্ম্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্ম্মণো গতিঃ ।।১৭।।

অন্বয়—কর্ম্মণঃ অপি (কর্ম্মেরও) বোদ্ধব্যং (জ্ঞাতব্য-বিষয়) বিকর্ম্মণঃ চ (নিষিদ্ধ বা পাপকর্ম্মেরও) বোদ্ধব্যম্ (জ্ঞাতব্য-বিষয়) অকর্ম্মণ চ (অকর্ম্মেরও) বোদ্ধব্যং (জ্ঞাতব্যতত্ত্ব) [অস্তি (আছে)] ; হি (যেহেতু) কর্ম্মণঃ (কর্ম্মের) গতিঃ (স্বরূপ) গহনা (অতিশয় দুর্বিজ্ঞেয়) ।।১৭।।

কর্ম্মের গতি, বিকর্ম্মের গতি ও অকর্ম্মের গতি পৃথক্ পৃথক্ বিচার করিয়া জানা কর্ত্তব্য। কর্ম্মের নিগূঢ়তত্ত্ব অতিশয় দুর্গম। কর্ত্তব্যাচরণই কর্ম্ম, তাহাই নিষ্কাম কর্ম্মযোগ। নিষিদ্ধাচরণই বিকর্ম্ম, কাম্যকর্ম্ম তদন্তর্গত। কর্ম্মের অকরণই অকর্ম্ম ; তদ্দ্বারা সন্ন্যাসীদিগের কিরূপ নিঃশ্রেয় লাভ হয়, এবং কর্ম্মাধিকারীর কিরূপ দোষ হয় ইহার তত্ত্ব জানা উচিত ।।১৭।।

তাৎপর্য—

নিষ্কাম ভাবে মুমুক্ষুগণ কর্ত্তৃক যাহা অনুষ্ঠিত হয় তাহাই কর্ম্ম। যাহা জ্ঞান বিরুদ্ধ ও কামনা সহকারে অনুষ্ঠিত তাহাই বিকর্ম্ম। এবং কর্ম্ম বিহীন যে জ্ঞান তাহাই অকর্ম্ম। এই তিনের স্বরূপ জানা দরকার। যাহারা কর্ম্ম, বিকর্ম্ম ও অকর্ম্মের স্বরূপবিৎ তাহাদের সহিত বিচার দ্বারা এই তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যায়। ইহাদের স্বরূপ নিতান্ত দুর্জ্ঞেয় বলিয়াই কবিজনেরা তন্নিরূপণে অক্ষম হন ॥১৭॥

কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃকৃৎস্নকর্মকৃৎ ॥১৮॥

অন্বয়—যঃ (যিনি কর্ম্মণি (কর্মে) অকর্ম্ম (অকর্ম্ম), অকর্ম্মণি চ (এবং অকর্ম্মে) কর্ম্ম (কর্ম্ম) পশ্যেৎ (দর্শন করেন), সঃ (তিনিই) মনুষ্যেষু (মানবগণের মধ্যে) বুদ্ধিমান (নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিহেতু শ্রেষ্ঠ), সঃ (তিনিই) যুক্তঃ (যুক্ত) [চ (ও)] কৃৎস্নকর্ম্মকৃৎ (সমগ্র কর্ম্মের অনুষ্ঠানকারী) ॥১৮॥

যিনি কর্ম্মে অকর্ম্ম ও অকর্ম্মে কর্ম্ম দর্শন করেন, তিনিই মনুষ্যাদিগের মধ্যে বুদ্ধিমান, যুক্ত এবং সম্পূর্ণ কর্ম্মানুষ্ঠাতা। তাৎপর্য এই যে, নিষ্কাম কর্ম্মযোগীর সমস্ত কর্ম্মই আত্মযাথাত্ম্যপ্রাপক। তিনি কর্ম্মকে অকর্ম্মাকারে দর্শন করেন। অকর্ম্ম ও কর্ম্ম তাঁহার নিকট একই আকার ধারণ করে ॥১৮॥

তাৎপর্য—

রাজর্ষি জনকাদির ন্যায় যে শুদ্ধ অন্তঃকরণও জ্ঞানবান্ পুরুষ কর্ম্মত্যাগী না হইয়াও নিষ্কাম ভাবে সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন এবং কর্ম্মযোগে প্রবৃত্ত হইয়াও তাহা মুক্তির প্রতিবন্ধক হইবে না জানিয়া কর্ম্ম করা হইতেছে না বলিয়া বোধ করেন। আর যিনি জ্ঞান বিহীন শুদ্ধান্তঃকরণ হইলেও জ্ঞানাভিমানী ভক্ত সন্ন্যাসীগণের ন্যায় কর্ম্ম ত্যাগ করাকে শাস্ত্রজ্ঞান প্রভাবে দুর্গতি প্রাপক বন্ধনরূপ কর্ম্ম বলিয়াই উপলব্ধি করেন তাহারাই বুদ্ধিমান এবং তাহারাই যাবতীয় কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন। তাহারা সেই জ্ঞান বাচাল জ্ঞানাভিমানীর সঙ্গে থাকিয়াও এবং তাহার বাক্যানুরোধ শ্রবণ করিয়াও কখনই সন্ন্যাস ব্রত অবলম্বন করিয়া কর্মত্যাগ করেন না ইহাই ভাবার্থ। ভগবান্ বলিয়াছেন 'যে ব্যক্তি ষড়েন্দ্রিয় অসংযত এবং ইন্দ্রিয়গণের সারথি মন স্বরূপ মনও যাহার প্রচন্ড সেই জ্ঞান বৈরাগ্যরহিত ব্যক্তি ত্রিদণ্ড (বাকদণ্ড, মনোদণ্ড ও কায়দণ্ড) অর্থাৎ সন্ন্যাস আশ্রম কেবল জীবনোপায় স্বরূপ। সেই ধর্মঘাতী ব্যক্তি দেবতাদিগকে আপনার আত্মাকে এবং আমাকেও বঞ্চনা করে তাহার অকালধৃত সন্ন্যাসী বেশ তাহাকে ইহলোক ও পরলোক পবিভ্রষ্ট করে মাত্র" ॥১৮॥

যস্য সর্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসংকল্পবর্জ্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥১৯॥

অন্বয়—যস্য (যাঁহার) সর্ব্বে (সমস্ত) সমারম্ভাঃ (কর্ম্ম) কামসঙ্কল্প-বর্জিতাঃ (কামসঙ্কল্পরহিত) বুধাঃ (জ্ঞানিগণ) জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মাণং (জ্ঞান-রূপ অগ্নিদ্বারা দগ্ধকর্ম্ম) তং (তাঁহাকে) পণ্ডিতং (পণ্ডিত) আহুঃ (বলিয়া থাকেন) ॥১৯॥

যাঁহারা কামসংকল্পশূন্য সমস্ত কর্ম্ম সম্যক্ আরব্ধ হয়, তিনি জ্ঞানাগ্নি-দ্বারা দগ্ধকর্ম্মা 'পণ্ডিত' বলিয়া উক্ত হন ; তখন তাঁহার কর্ম্ম জ্ঞানাকারতা লাভ করে ॥১৯॥

তাৎপর্য—

পূর্ব্বোক্ত বাক্য এক্ষণে পঞ্চশ্লোকের দ্বারা বিশদীকৃত হইতেছে। যাহার জ্ঞানরূপ অগ্নিদ্বারা ক্রিয়মান বিহিত ও নিষিদ্ধ কর্মসমূহ দগ্ধ হইয়াছে তিনিই পণ্ডিত পদবাচ্য। এতাদৃশ জ্ঞানাধিকারী যেমন কর্মে অকর্ম দর্শন করেন সেইরূপ বিকর্মেও অকর্ম দর্শন করিয়া থাকেন ॥১৯॥

ত্যক্ত্বা কর্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ।
কর্ম্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ ॥২০॥

অন্বয়—[য (যিনি)] কর্ম্মফলাসঙ্গং (কর্ম্মফলাসক্তি) ত্যক্ত্বা (পরিত্যাগ করিয়া) নিত্যতৃপ্তঃ (নিজানন্দে তৃপ্ত) [অতএব] নিরাশ্রয়ঃ [সন্] (যোগক্ষেম রহিত হইয়া) সঃ (তিনি) কর্ম্মণি (কর্ম্মে) অভিপ্রবৃত্তঃ অপি (সর্ব্বপ্রকারে প্রবৃত্ত হইলেও) কিঞ্চিত এব (কিছুই) ন করোতি (করেন না) ॥২০॥

যোগ ও ক্ষেমলাভের আশ্রয়শূন্য ও নিজানন্দে পরিতৃপ্ত হইয়া যিনি কর্ম্ম-ফলাসঙ্গ ত্যাগপূর্ব্বক সমস্ত কর্ম্মে অভিপ্রবৃত্ত হন, তিনি সমস্ত কর্ম্ম করিয়াও কিছুই করেন না অর্থাৎ তাঁহার কর্ম্মই নৈষ্কর্ম্ম ॥২০॥

তাৎপর্য—

যিনি ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ করিয়া কর্মের অনুষ্ঠান করেন তিনিই প্রকৃত প্রস্তাবে মুক্তির অধিকারী এবং তাহার অনুষ্ঠিত কর্ম অকর্ম স্বরূপ, অর্থাৎ তিনি কর্মানুষ্ঠানের ছলে জ্ঞান-নিষ্ঠাই সম্পাদিত করেন। এতদ্বারা "বিকর্ম অর্থাৎ কর্মাকর্ম বন্ধক স্বরূপ ইহা বোদ্ধব্য" এই গূঢ়ার্থ প্রস্ফুটিত হইল ॥২০॥

নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্ব্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥২১॥

অন্বয়—[সঃ (তিনি)] নিরাশীঃ (কামনাশূন্য), যতচিত্তাত্মা (সংযত-চিত্তাত্মা) সর্ব্বপরিগ্রহঃ (সর্ব্বপরিগ্রহশূন্য) কেবলং (কেবল) শারীরং (শারীরযাত্রা নিষ্পাদ্য) কর্ম্ম (কর্ম্ম) কুর্ব্বন্ অপি (করিয়াও) কিল্বিষং (পাপ অথবা বন্ধন) ন আপ্নোতি (প্রাপ্ত হন না) ॥২১॥

তিনি স্বীয় শরীর ও চিত্তকে বুদ্ধির অধীন রাখিয়া ফলাশা ও সমস্ত পরিগ্রহশূন্য হইয়া অর্থাৎ প্রাপ্তবস্তুতে মমতা ত্যাগ করত কেবল শরীরযাত্রা-নির্ব্বাহের জন্য কর্ম্ম করিয়া থাকেন, তাহাতে কর্ম্মজনিত পাপ বা পুণ্য তাঁহার কিছুই হয় না ॥২১॥

তাৎপর্য—

যাঁহার হৃদয় হইতে সকল কামনা বিনির্গত হইয়াছে যাঁহার অন্তঃকরণ ও শরীর সংযত অর্থাৎ বশীভূত হইয়াছে যিনি সর্ব্ব প্রকার পরিগ্রহ পরিত্যাগ করিয়াছেন তাদৃশ ব্যক্তি শরীর নির্বাহ মাত্র উদ্দেশে কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশ বিরহিত ভাবে কর্মানুষ্ঠান

করিলেও তাহা বন্ধরূপ হয় না। যোগারূঢ় ব্যক্তির পক্ষে কেবল শরীর নির্ব্বাহ উপযোগী স্বাভাবিক ভিক্ষাটনাদিরূপ কর্ম্মানুষ্ঠান করিলেও ক্রিয়াবিহীনতারূপ অবস্থোচিত বিহিত কর্ম্মের অকরণ জন্য দোষ সংঘটিত হয় না ॥২১॥

যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে ॥২২॥

অন্বয়—যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টঃ (অপ্রার্থিতলব্ধদ্রব্যে সন্তুষ্ট), দ্বন্দ্বাতীতঃ (সুখ-দুঃখ ইত্যাদি দ্বন্দ্বের অতীত), বিমৎসরঃ (মাৎসর্যশূন্য), সিদ্ধৌ অসিদ্ধৌ চ (কার্যের সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে (সমঃ) সমবুদ্ধিবিশিষ্ট) [জনঃ (ব্যক্তি)] [কর্ম] কৃত্বা অপি (কর্ম অনুষ্ঠান করিয়াও) ন নিবধ্যতে (বন্ধনদশা প্রাপ্ত হন না ॥২২॥

তিনি অনায়াসে যাহা প্রাপ্ত হন, তাহাতে সন্তুষ্ট হন ; সুখ-দুঃখ, রাগ-দ্বেষ ইত্যাদি দ্বন্দ্বের বশীভূত হন না ; মাৎসর্যাকে দূর করেন এবং কার্য্যসিদ্ধি ও কার্য্য অসিদ্ধিতে সমবুদ্ধি লাভ করেন ; অতএব তিনি যে কর্মই করুন, তাহাতে স্বয়ং বদ্ধ হন না ॥২২॥

তাৎপর্য্য—

তিনি অনায়াসে যাহা প্রাপ্ত হন তাহাতে সন্তুষ্ট হন। সুখ দুঃখ রাগ স্নেহ ইত্যাদি দ্বন্দ্বের বশীভূত হন না, মাৎসর্যাকে দূর করেন। কর্মের সিদ্ধি অসিদ্ধিতে সমবুদ্ধি লাভ করেন। অতএব যে কর্মই করুন তাহাতে স্বয়ং বদ্ধ হন না ॥২২॥

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিত চেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥২৩॥

অন্বয়– গতসঙ্গস্য (সঙ্গহীন), মুক্তস্য (মুক্ত), জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ (জ্ঞানে অবস্থিতচিত্ত ব্যক্তির) যজ্ঞায় (যজ্ঞেশ্বরের প্রীত্যর্থে) কর্ম (কর্ম) আচারতঃ (আচরণকারীর) সমগ্রং (সমস্ত) কর্ম (কর্ম) প্রবিলীয়তে (প্রকৃষ্টরূপে লীন হয়) ।।২৩।।

নিঃসঙ্গ, মুক্ত, জ্ঞানাবস্থিতচিত্ত পুরুষের যজ্ঞের জন্য যে-কর্ম আচরিত হয়, তাহা প্রকৃষ্টরূপে লয় হইয়া যায়। কর্ম-মীমাংসকেরা যাহাকে অপূর্ব্ব বলেন, নিষ্কাম কর্মযোগীর কর্মসকল সেই অপূর্ব্বতা লাভ করে না। কর্ম-মীমাংসক জৈমিনির মত এই যে পুরুষের কৃতকর্ম অপূর্ব্ব স্বরূপ লাভ করত জন্ম জন্মান্তরে ফলদান করে। কিন্তু নিষ্কাম-যোগীর সম্বন্ধে তাহা অসম্ভব ।।২৩।।

তাৎপর্য—

গতসঙ্গ অর্থাৎ নিষ্কাম মুক্ত অর্থাৎ রাগ দ্বেষ বিহীন, আত্মবিষয়ক জ্ঞানে নিবিষ্টচিত্ত পুরুষ যজ্ঞার্থ অর্থাৎ বিষ্ণুপ্রসাদ লাভার্থ তৎচিন্তনাদি আচরণ করিলেও বন্ধনরূপ প্রাচীন কর্ম সমূহ বিলয় হয়। (বলদেব) ॥২৩॥

ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্মহবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা ॥২৪॥

অন্বয়—অর্পণং ব্রহ্ম (অর্পণ ব্রহ্ম) হবি ব্রহ্ম (ঘৃতাদিও ব্রহ্ম) ব্রহ্মণা (যজ্ঞকর্ত্তা হোতাদ্বারা) ব্রহ্মাগ্নৌ (ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে) হুতং (হোমও) ব্রহ্ম

(ব্রহ্ম) তেন (সেই ব্যক্তিদ্বারা) ব্রহ্মকর্মসমাধিনা (কর্মাত্মক ব্রহ্মে একাগ্রচিত্ত-বিশিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক) ব্রহ্ম এব (ব্রহ্মই) গন্তব্যং (প্রাপ্য) ।।

যজ্ঞরূপী কর্ম কিরূপে জ্ঞানোৎপত্তি করে তাহা শ্রবণ কর। যজ্ঞ যতপ্রকার হয় তাহা পরে বলিতেছি। সম্প্রতি যজ্ঞের মূল তত্ত্ব বলি শুন। সমস্ত জড়জগৎ হইতে চিত্তত্ত্ব বিলক্ষণ। জড়বদ্ধজীবের জড়কার্য্য প্রযত্নও অনিবার্য্য। সেই জড়কার্য্যে যতটুকু চিদালোচনা হইতে পারে, তাহা সুষ্ঠুরূপে করার নাম যজ্ঞ। চিদ্ভাব জড়ে আবির্ভূত হইলে তাহাকে ব্রহ্ম বলি; সেই ব্রহ্মই আমার জ্যোতি বা কিরণ। অর্পণ, হবি, অগ্নি, হোতা ও ফল—এই পাঁচটি যজ্ঞের অঙ্গ এবং এই পাঁচটি যখন ব্রহ্মাধিষ্ঠান হয়, তখন যথার্থ যজ্ঞ হয়। কর্মকে ব্রহ্মাত্মক করত তাহাতে যাঁহার চিত্তৈকাগ্ররূপ সমাধি হয়, তিনি স্বীয় সমস্ত কর্মকে যজ্ঞরূপে অনুষ্ঠান করেন; তাঁহার অর্পণ, হবিঃ, অগ্নি, হোতা অর্থাৎ স্বসত্তাই সমুদায়-ব্রহ্মাত্মক। অতএব তাঁহার গতিও ব্রহ্ম ।।২৪।।

তাৎপর্য্য—

যজ্ঞরূপী কর্মের দ্বারা কিরূপে জ্ঞানোৎপত্তি হয় তাহা শ্রবণ কর। যজ্ঞ যত প্রকার হয় তাহা পরে বলিতেছি। সম্প্রতি যজ্ঞের মূলতত্ত্ব বলি শুন। জড়বদ্ধ জীবের জড়কার্য্য অনিবার্য্য। সেই জড়কার্য্যে যতটুকু চিদালোচনা হইতে পারে তাহাই সুষ্ঠুরূপে করার নাম যজ্ঞ। চিৎভাব জড়ে অভিভূত হইলে তাহাকে ব্রহ্ম বলে। সেই ব্রহ্ম আমারই জ্যোতি বা কিরণ। সমস্ত জড় জগৎ হইতে চিৎতত্ত্ব বিলক্ষণ। অর্পণ, হবিঃ, অগ্নি, হোতা ও ফল এই পাঁচটা যখন ব্রহ্মাধিষ্ঠান হয় তখনই যথার্থ যজ্ঞ হয়। কর্মকে ব্রহ্মাত্মক করতঃ তাহাতে যাহার চিত্তৈকাগ্ররূপ সমাধি হয় তিনি স্বীয় সমস্ত কর্মকে যজ্ঞ-

রূপে অনুষ্ঠান করেন। তাঁহার অর্পণ, হবি, অগ্নি, হোতা ও সত্ত্বা সমুদায়ই 'ব্রহ্মাত্মক' অতএব তাহার গতিও ব্রহ্ম ॥২৪॥

দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্য্যুপাসতে।
ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি ॥২৫॥

অন্বয়—অপরে (অন্য) যোগিনঃ (কর্মযোগিগণ) দৈবম্ এব যজ্ঞং (দৈবযজ্ঞই) পর্যুপাসতে (শ্রদ্ধাপূর্ব্বক করিয়া থাকেন); অপরে [যোগিনঃ] (অন্য জ্ঞানযোগিগণ) ব্রহ্মাগ্নৌ এব (ব্রহ্মরূপ অগ্নিতেই) যজ্ঞেন এব (যজ্ঞরূপ উপায়দ্বারাই) যজ্ঞম্ উপজুহ্বতি (যজ্ঞাদি সর্ব্বকর্মের বিলয় সাধন করেন) ॥২৫॥

যিনি এবম্ভূত যজ্ঞে ব্রতী হন, তিনি যোগী। যজ্ঞসকলের প্রকারভেদে যোগিসকলেরও প্রকারভেদ আছে। অতএব যজ্ঞ যতপ্রকার, যোগীও তত-প্রকার। এরূপ ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখিতে গেলে যজ্ঞ ও যোগী অনেক প্রকার হয়। বিজ্ঞান-সহকারে বিভাগ করিলে সমস্ত যজ্ঞই কর্মযজ্ঞ অর্থাৎ দ্রব্যময় যজ্ঞ এবং জ্ঞানযজ্ঞ বা চিদালোচনরূপ যজ্ঞ, এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়, তাহা পরে দেখাইব। এক্ষণে কতকগুলি যজ্ঞের প্রকার বলি শুন। কর্মযোগীরা দৈবযজ্ঞকে উপাসনা করেন, তাহাতেই ইন্দ্র-বরুণাদিরূপ আমার মায়িক সামর্থ্য-বিশিষ্ট অধিকৃত পুরুষদিগের যজন হইয়া থাকে। তদ্দ্বারাও তাঁহারা ক্রমশঃ নিষ্কাম কর্মযোগ প্রাপ্ত হন। জ্ঞানযোগিসকল 'তত্ত্বমসি' মহাবাক্য অবলম্বন-পূর্ব্বক 'ত্বং'-পদার্থ জীবকে প্রণবরূপ মন্ত্রের দ্বারা 'তৎ'-পদার্থ যে ব্রহ্ম তাহাতে হোম করেন। ইহার শ্রেষ্ঠতা পরে কথিত হইবে ॥২৫॥

তাৎপর্য—

শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্মানুবাদ দ্রষ্টব্য—যজ্ঞ নানা প্রকার অধুনা অষ্টশ্লোকে তাহার বৃত্তান্ত কথিত হইতেছে। ইন্দ্র বরুণাদি দেবতার অর্চ্চনাই দেবযজ্ঞ, তাদৃশ যজ্ঞনিরত ব্যক্তিগণ কর্মযোগী। তৎপদার্থরূপ ব্রহ্মাগ্নিতে ত্বম পদার্থরূপ জীব হবিঃ প্রণবরূপ মন্ত্র দ্বারা হোম করার নাম জ্ঞানযজ্ঞ। পরে এই জ্ঞানযজ্ঞের প্রশংসা সবিশেষ কীর্ত্তিত হইবে। (শ্রীলবলদেব ও শ্রীলবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের অভিপ্রায়) ॥২৫॥

শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি।
শব্দাদীন্ বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি ॥২৬॥

অন্বয়—অন্যে (অন্য কেহ কেহ—নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিগণ) সংযমাগ্নিষু (সংযমরূপ অগ্নিতে) শ্রোত্রাদীনি (চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণকে) জুহ্বতি (হোম করেন); অন্যে, অপর কেহ—স্বধর্মপরায়ণ গৃহস্থগণ, ইন্দ্রিয়াগ্নিষু (ইন্দ্রিয়-রূপ অগ্নিতে) শব্দাদিন্ (শব্দাদী) বিষয়ান্ (বিষয়সমূহকে) জুহ্বতি (আহুতি দান করিয়া থাকেন) ॥২৬॥

নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিগণ মনঃসংযমরূপ অগ্নিতে শ্রোত্রাদি-ইন্দ্রিয়-সকলকে হোম করেন। স্বধর্মপরায়ণ গৃহিসকল শব্দাদি বিষয়-সকলকে ইন্দ্রিয়রূপ অগ্নিতে হোম করেন। ॥২৬॥

তাৎপর্য—

(মর্মানুবাদ দ্রষ্টব্য)

সর্বাণীন্দ্রিয়কর্মাণি প্রাণকর্মাণি চাপরে।
আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে ॥২৭॥

অন্বয়—অপরে (অন্যে কেহ কেহ—ধ্যানযোগিগণ) জ্ঞানদীপিতে (জ্ঞানবিষয়কদ্বারা প্রজ্জ্বলিত) আত্মসংযমযোগাগ্নৌ (পরমাত্মধ্যানরূপ যোগাদিতে) সর্ব্বাণি (সমস্ত) ইন্দ্রিয়কর্মাণি (ইন্দ্রিয়কর্ম) প্রাণকর্মাণি চ (এবং প্রাণকর্ম) জুহ্বতি (হোম করেন) ॥২৭॥

প্রত্যগাত্মার অনুসন্ধানকারী কৈবল্যবাদী পাতঞ্জলযোগিসকল সমস্ত ইন্দ্রিয়কর্ম্ম ও দশবিধ প্রাণের কর্ম্মসমূহ ত্বং-পদার্থস্বরূপ শুদ্ধ জীবাত্মরূপ অগ্নিতে হোম করিয়া থাকেন। বিষয়াভিমুখী আত্মার নাম 'পরাগাত্মা' এবং বিষয়ত্যাগী আত্মার নাম 'প্রত্যগাত্মা'। 'তাঁহারা এক প্রত্যগাত্মা ব্যতীত মন প্রভৃতি কিছুই নাই বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন ॥২৭॥

তাৎপর্য –

শ্রোত্রাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের মর্ম্ম শ্রবণ দর্শনাদি বাকপানি প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয় সমূহের কর্ম্ম বচন, গ্রহণ ইত্যাদি প্রাণাদি দশবায়ুর-কর্ম্ম ; প্রাণের কর্ম্ম বহির্নয়ন, অপানের কর্ম্ম অধোনয়ন, ব্যানের কর্ম্ম আকুঞ্চন ও প্রসারণ,সমানের কর্ম ভুক্ত ও পীত পদার্থের পরিপাক করণ। উদানের কর্ম উদ্ধনয়ন, নাগবায়ুর কর্ম উদ্গার কূর্মবায়ুর কর্ম বিজৃম্ভন (হাইতুলা) ধনঞ্জয় বায়ু সর্ব্বব্যাপী, মরণান্তেও তাহা দেহত্যাগ করে না। ধ্যাননিষ্ঠ ব্যক্তিগণ জ্ঞানেন্দ্রিয় কর্মেন্দ্রিয় ও প্রাণের উল্লিখিতরূপ কর্মসমূহকে হোম করেন। আত্মার সংযম অর্থাৎ ধ্যান দ্বারা একাগ্রতা সমুৎ-পাদিত হইলে যোগ বলা যায়। তাদৃশ আত্মসংযম অগ্নি-

স্বরূপ। যোগিগণ জ্ঞানের দ্বারা প্রজ্জ্বলিত সেই আত্মসংযম-অগ্নিতে সকল কর্ম সমর্পণ করেন। ধ্যেয় পদার্থকে সম্পূর্ণ-রূপে পরিজ্ঞাত হইয়া তাঁহারা সংযতচিত্ত হন এবং সমস্ত কর্মের উপরম করেন ॥২৭॥

দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে।
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥২৮॥

অন্বয়—[কেচিৎ—কেহ কেহ] দ্রব্যযজ্ঞাঃ (দ্রব্যদানরূপ যজ্ঞশীল) [কেচিৎ—কেহ কেহ] তপোযজ্ঞা (তপোরূপ যজ্ঞশীল) [কেচিৎ—কেহ কেহ] যোগযজ্ঞাঃ (যোগরূপ যজ্ঞকারী) তথা (এবং) অপরে (অন্য কেহ কেহ) স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাঃ চ (বেদার্থজ্ঞানরূপ যজ্ঞপরায়ণ) [এতে (এই চতুর্ব্বিধ)] যতয়ঃ (যতিগণ) সংশিতব্রতাঃ (কঠোরব্রত যাহাদের তাহারা) ॥২৮॥

এই সকল যজ্ঞকে দ্রব্যযজ্ঞ, তপোযজ্ঞ, যোগযজ্ঞ ও স্বাধ্যায়রূপ জ্ঞানযজ্ঞ বলিয়া চারিভাগেও বিভক্ত করা যাইতে পারে। দ্রব্যময় যজ্ঞকে দ্রব্যযজ্ঞ, কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ, চাতুর্ম্মাস্য প্রভৃতি তপোযজ্ঞ, অষ্টাঙ্গযোগকে যোগযজ্ঞ, বেদার্থ-বিচার-পূর্ব্বক চিদচিৎ-বিচারকে জ্ঞানযজ্ঞ বলা যায়। এই চারিপ্রকার যজ্ঞে যত্নপর ব্যক্তিগণকে 'তীক্ষ্ণব্রত যতি' বলা যায় ॥২৮॥

তাৎপর্য—

কোন কোন কর্ম্মযোগী ন্যায়ার্জিত দ্রব্যদ্বারা দেবার্চ্চনা প্রযত্ন করেন ; এই সকল ব্যক্তিই দেবযজ্ঞ। কেহ কেহ কৃচ্ছ্রসাধন চান্দ্রায়ণাদির অনুষ্ঠান করেন তাহাদিগকে তপোযজ্ঞ বলে। পুন্যস্থান ও তীর্থক্ষেত্র প্রাপ্তি এস্থলে যোগ শব্দে লক্ষিত ;

যাঁহারা তীর্থাদি সঙ্গমপরায়ণ, তাঁহারাই তপোযজ্ঞ। কেহ কেহ স্বাধ্যায় পরায়ণ, কেহ কেহ স্বাধ্যায়ভ্যাস পরায়ণ, কেহ কেহ তদর্থ জ্ঞানাভ্যাস পরায়ণ ॥২৮॥

অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে।
প্রাণাপানগতী রুদ্ধ্বা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ।
অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি ॥২৯॥

অন্বয়—তথা (সেইরূপ) অপরে (অপর কেহ কেহ) অপানে (অপান বায়ুতে) [পূরকেন (পূরককালে)] প্রাণং (প্রাণবায়ুকে) জুহবতি (হোম করেন) প্রাণাপানগতী (প্রাণ ও অপানের গতি) [কুম্ভকেন (কুম্ভকদ্বারা)] রুদ্ধ্বা (অবরোধ করিয়া) অপানং (অপানবায়ুকে) প্রাণে (প্রাণবায়ুতে) জুহবতি (হোম করেন) [অনেন (এই রূপে)] প্রাণায়ামপরায়ণাঃ (প্রাণায়াম-পরায়ণ হইয়া থাকেন) অপরে (আর কেহ কেহ) নিয়তাহারাঃ (আহার সংযত করিয়া) প্রাণেষু (প্রাণবায়ুতে) প্রাণান্ (প্রাণসমূহকে) জুহবতি (আহুতি দেন) ॥২৯॥

বেদশাস্ত্রে এবং তদনুগত স্মৃতি-শাস্ত্রে এই চারিপ্রকার যজ্ঞ লক্ষিত হয়। সময়োচিত বেদার্থ-বিস্তৃতিরূপ তন্ত্রাদি শাস্ত্রে হঠযোগ ও নানাবিধ সংযম ব্রতরূপ যজ্ঞসকল উপদিষ্ট হইয়াছে। তদনুগত ব্যক্তিগণ প্রাণায়ামনিষ্ঠ হইয়া অপান বায়ুতে প্রাণ-বায়ুকে রোধ এবং প্রাণ-বায়ুতে অপান বায়ুকে নির্গত এবং ক্রমশঃ প্রাণাপান গতিরোধদ্বারা 'কুম্ভক' অভ্যাস করেন। কেহ কেহ আহার খর্ব করত প্রাণসকলকে প্রাণেই হোম করেন ॥২৯॥

তাৎপর্য—

(মূলে শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ তাৎপর্যই যথেষ্ট। এই জন্য অন্য কোন তাৎপর্য লিখিত হইল না।)

সর্ব্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ।
যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্ ॥৩০॥

অন্বয়—এতে সর্ব্বে অপি (ইঁহারা সকলেই) যজ্ঞবিদঃ (যজ্ঞতত্ত্ববেত্তা) যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ (যজ্ঞকর্ত্তৃক ক্ষীণপাপ) যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজঃ (এবং যজ্ঞাবশিষ্ট অমৃত ভক্ষণ করত) সনাতনং (সনাতন) ব্রহ্ম (ব্রহ্মকে) যান্তি (লাভ করেন) ॥৩০॥

ইঁহারা সকলেই যজ্ঞতত্ত্ববিৎ ও যজ্ঞদ্বারা ক্ষীণপাপ। যজ্ঞাবশিষ্ট অমৃত ভোজন করত অবশেষে পূর্ব্বোক্ত সনাতন ব্রহ্মকেই লাভ করেন ॥৩০॥

নায়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোঽন্যঃকুরুসত্তম ॥৩১॥

অন্বয়—কুরুসত্তম! (হে কুরুশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন!) অযজ্ঞস্য (যজ্ঞানুষ্ঠান-রহিত ব্যক্তির) অয়ং (ইহ) লোকঃ (লোক) ন [অস্তি [(নাই); অন্যঃ [লোকঃ] (অপর স্বর্গলোক) কুতঃ (কোথায় প্রাপ্ত হইবে?) ॥৩১॥

অতএব, হে কুরুসত্তম অর্জ্জুন! অযজ্ঞকৃৎ ব্যক্তির পক্ষে ইহলোক প্রাপ্তিই সম্ভব হয় না, তখন পরলোক প্রাপ্তি কিরূপে সম্ভব হইবে? অতএব যজ্ঞই কর্ত্তব্য-কর্ম্ম; ইহাতে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, স্মার্ত্তবর্ণাশ্রম ধর্ম্ম,

অষ্টাঙ্গযোগ এবং বৈদিক-যাগাদি সমস্তই 'যজ্ঞ' এবং ব্রহ্মজ্ঞানও যজ্ঞবিশেষ। যজ্ঞ ব্যতীত জগতে অন্য কর্ম্ম নাই ; যাহা আছে, তাহা—বিকর্ম্ম ।।৩১।।

তাৎপর্য—

যজ্ঞপরায়ণগণের শুভ কীর্ত্তন করিয়া এক্ষণে ব্যতিরেকে তদ্বিরহিত ব্যক্তিগণের দোষ ঘোষিত করিতেছেন। উল্লিখিত যজ্ঞ সমূহের জন্য কোন যজ্ঞই যাহার দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় না, হে কৌরব শ্রেষ্ঠ! সেই সর্ব্বত্র নিন্দাভাজন অধম ব্যক্তি এই অকিঞ্চিৎকর সুখসম্পদ পূর্ণ মনুষ্য লোকেই বঞ্চিত। এই নরলোকে যজ্ঞ ভিন্ন আর কিছুই নাই। এতাদৃশ যজ্ঞও যাহার পক্ষে নাই তাহার পক্ষে এ লোকও নাই। এইরূপ সুখস্বরূপ যজ্ঞ বিমুখ হইয়া, এই নরলোকেই যে ব্যক্তি বঞ্চিত হয়, উত্তম পরলোক প্রাপ্তির আশা তাহার আর কোথায় আছে? অতএব এই নরলোকে মনুষ্যরূপে আবির্ভূত হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করা সকলের পক্ষেই নিতান্ত আবশ্যক ।।৩০-৩১।।

এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে।
কর্ম্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্ব্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে ।।৩২।।

অন্বয়—ব্রহ্মণঃ মুখে (বেদমুখে) এবং (এই প্রকার) বহুবিধাঃ (বহুবিধ) যজ্ঞাঃ (যজ্ঞ) বিততাঃ (বর্ণিত হইয়াছে); [ত্বং (তুমি)] তান্ সর্ব্বান্ (সেই সমস্ত) কর্ম্মজান্ (কর্ম্মজাত বলিয়া) বিদ্ধি (জানিও) এবং (এইরূপ) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) বিমোক্ষ্যসে (কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্তি পাইবে) ।।৩২।।

এই সমস্ত প্রকার যজ্ঞই বেদোক্ত বা বেদানুগত শাস্ত্রোক্ত। ইহারা সকলেই বাক্য মন ও কায়-কর্ম্মজনিত। অতএব কর্ম্মজ। এইরূপে কর্ম্মতত্ত্ব বিচার করিতে পারিলে কর্ম্মবন্ধ হইতে মুক্তিলাভ করিতে পার ॥৩২॥

তাৎপর্য—

বেদে এতদ্বিষয়ক বিস্তর প্রমাণ আছে। কোন যজ্ঞই আত্মার দ্বারা অনুষ্ঠিত হয় নাই, কারণ আত্মা নির্ব্যাপার। সুতরাং আত্মা তদ্বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন ও নির্লিপ্ত। এইরূপ জ্ঞানকে হৃদয়ে স্থাপিত করিলে সম্যক দর্শন সিদ্ধ হইবে এবং অশুভ সংসার বন্ধন হইতে বিনির্ম্মুক্ত হইবে ॥৩২॥

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্‌যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থজ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥৩৩॥

অন্বয়—পরন্তপ পার্থ! (হে শত্রুপীড়নকারিণ অর্জ্জুন!) দ্রব্যময়াৎ (দ্রব্যময়) যজ্ঞাৎ (যজ্ঞ হইতে) জ্ঞানযজ্ঞ (জ্ঞানযজ্ঞ) শ্রেয়ান্ (শ্রেষ্ঠ)। [যতঃ (যেহেতু)] অখিলং (ফল সহিত) সর্ব্বং কর্ম্ম (সমস্ত কর্ম্ম) জ্ঞানে (জ্ঞানে) পরিসমাপ্যতে (অন্তর্ভুক্ত হয়) ॥৩৩॥

যদিও এই সকল যজ্ঞদ্বারা ক্রমশঃ জ্ঞানলাভ, পরে শান্তিলাভ এবং অবশেষে মদ্ভক্তিলাভরূপ জীবের মঙ্গল উদিত হয়, তথাপি এই যজ্ঞসমুদায় সম্বন্ধে একটি নিগূঢ় বিচার আছে, তাহা জ্ঞাতব্য। নিষ্ঠাভেদে উক্ত সমুদায় যজ্ঞই কোন সময় কেবল 'দ্রব্যময় যজ্ঞ' হয়, কখনও বা 'জ্ঞানময় যজ্ঞ' হয়। দ্রব্যময় যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানময় যজ্ঞ অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ; কেন না, হে পার্থ! সমস্ত কর্ম্মই জ্ঞানে পরিসমাপ্তি লাভ করে। যজ্ঞসকল অনুষ্ঠিত হইতে হইতে যখন চিদালোচন রহিত হয়, তখনই ব্যাপার-সমুদায় কেবল দ্রব্যময় হয়। যখন

চিদালোচনক্রম চলিতে থাকে, তখন বস্তুত দ্রব্যময় হইয়াও চিন্ময় বা জ্ঞানময় হইয়া পড়ে। যজ্ঞের কেবল দ্রব্যময় অবস্থাকে কর্ম্মকাণ্ড বলে এবং জ্ঞানময় অবস্থাকে জ্ঞানকাণ্ড বলে। যজ্ঞকার্য্য অনুষ্ঠান করিতে হোতাকে বিশেষ সতর্ক হইতে হয় ॥৩৩॥

তাৎপর্য—

শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিপ্রায়—মূলানুবাদে দ্রষ্টব্য। যদিও এই সকল যজ্ঞদ্বারা ক্রমশঃ জ্ঞানলাভ পরে শান্তিলাভ এবং অবশেষে ভক্তিলাভরূপ জীবের মঙ্গল উদিত হয় তথাপি এই যজ্ঞ সমুদয় সম্বন্ধে একটা নিগূঢ় বিচার আছে, তাহাই জ্ঞাতব্য। ...

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥৩৪॥

অন্বয়—প্রণিপাতেন (তত্ত্বজ্ঞ গুরুর নিকট প্রণতিদ্বারা), পরিপ্রশ্নেন (পরিপ্রশ্ন দ্বারা), সেবয়া (ও সেবাদ্বারা) তৎ (সেই তত্ত্বজ্ঞান) বিদ্ধি (জানিও, তত্ত্বদর্শিনঃ (তত্ত্বদর্শী) জ্ঞানিনঃ (জ্ঞানিগণ) তে (তোমাকে) জ্ঞানম্ (জ্ঞান) উপদেক্ষ্যন্তি (উপদেশ প্রদান করিবেন) ॥৩৪॥

যদি বল, দ্রব্যময় ও জ্ঞানময় যজ্ঞের ভেদ-বিচার তোমার পক্ষে কঠিন, তাহা হইলে আমার উপদেশ এই যে, তুমি এই ভেদ বিচারপূর্ব্বক জ্ঞান লাভের জন্য তত্ত্বদর্শী গুরুদিগের আশ্রয় গ্রহণ কর। তুমি তত্ত্বদর্শী গুরুকে প্রণিপাতপূর্ব্বক ও অকৃত্রিম সেবা করত সন্তুষ্ট করিয়া এই তত্ত্ববিষয়ক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর; তিনি তোমাকে জ্ঞান উপদেশ করিবেন ॥৩৪॥

তাৎপর্য্য—

শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিপ্রায়—মূলানুবাদে দ্রষ্টব্য। আচার্য্যের সমীপেগত হইয়া তাহাকে দণ্ডবৎ প্রণাম ও ভৃত্যবৎ সেবা করিবে। আত্মবস্তুর স্বরূপ, তাহার গুণ ও বিভূতি বিষয়ক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবে। যাহার জ্ঞান বিষয়ে আগ্রহ নাই, তাহাকে তাঁহারা কোন উপদেশ প্রদান করেন না। তোমাকে প্রণিপাত ও শুশ্রূষাদি পরায়ণ দেখিলে তাঁহারা জ্ঞানোপদেশ প্রদান করিবেন। সেই তত্ত্বদর্শী জ্ঞানাচার্য্যগণ করুণাপ্রবণ হৃদয়; এখানে 'তৎ' পদ দ্বারা জীবজ্ঞান কথিত হইয়াছে, এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না। কারণ তাহা হইলে পরবর্ত্তী শ্লোকের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। সূত্রাকার ও 'তৎ' শব্দে পরমাত্মজ্ঞান এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। প্রস্তাব অনুসারে জীবজ্ঞান সঙ্গত মনে হইতে পারে বটে, কিন্তু পূর্ব্বে বহু শ্লোকে পরমাত্ম বিষয়ক প্রস্তাব বিধিবদ্ধ হইয়াছে। অতএব তাহা প্রস্তাব বহির্ভূত নহে ॥৩৪॥

যজ্জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি ॥৩৫॥

অন্বয়—পাণ্ডব! (হে পাণ্ডব!) যৎ (যে জ্ঞান) জ্ঞাত্বা (জানিলে) পুনঃ (পুনর্ব্বার) এবং (এরূপ) মোহং (মোহ) ন যাস্যসি (প্রাপ্ত হইবেন না); যেন (যাহাদ্বারা) অশেষেণ (অত্যন্ত) ভূতানি (প্রাণিগণকে) আত্মনি

(স্বকীয় আত্মাতে) অথ (অনন্তর) ময়ি (আমাতে, পরমাত্মাতে) দ্রক্ষ্যসি (দর্শন করিবে) ॥৩৫॥

অদ্য তুমি মোহবশতঃ যুদ্ধরূপ স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিতে উদ্যোগী হইয়াছে। এরূপ মোহ গুরূপদিষ্ট তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিলে এরূপ মোহ আর তোমাকে আশ্রয় করিবে না। সেই তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা তুমি জানিতে পারিবে যে, মনুষ্য-তির্য্যগাদি ভূতসকল বস্তুতঃ জীবাত্মারূপ চিন্ময় তত্ত্ব ; উপাধি-দ্বারা তাহাদের তারতম্য ঘটিয়াছে। এই সমুদায়ই পরমকারণরূপী ভগবৎস্বরূপ আমাতে মদীয় শক্তি কার্য্যরূপে অবস্থিতি করে ॥৩৫॥

তাৎপর্য—

জীবজ্ঞান দ্বারা পরমাত্মা সম্বন্ধি জ্ঞান উপজাত হইলে বন্ধুবধাদি জনিত মোহ আর উপস্থিত হইবে না। সেই জ্ঞান দ্বারা দেব-মানবাদি সর্ব্বপ্রকার শরীর উপাধিরূপে অবস্থিত বোধে তৎসমস্ত পৃথকরূপে দর্শন করিবে এবং আমি সর্ব্বেশ্বর ভগবান্ সকলের হেতুরূপে অবস্থিত এইরূপ উপলব্ধি করিবে। শ্রীহরির মায়া স্বরূপ দেহ ও দেহীতে তখন আর মমতা থাকিবে না। এবং হন্তৃ ও হন্তব্য ভাবও আর থাকিবে না ॥৩৫॥

অপি চেদসি পাপিভ্যঃ সর্ব্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি ॥৩৬॥

অন্বয়—চেত (যদি) সর্ব্বেভ্যঃ অপি পাপেভ্যঃ (সমস্ত পাপী হইতেও) পাপকৃত্তমঃ (অধিকতর পাপী) অসি (হও) [তথাপি] সর্ব্বং (সমস্ত) বৃজিনং (পাপরূপ-সমুদ্র) জ্ঞানপ্লবেন এব (জ্ঞানরূপ নৌকাদ্বারা) সন্তরিষ্যসি (সম্যগ্‌রূপে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে) ॥৩৬॥

যদিও তুমি অত্যন্ত পাপাচরণ করিয়া থাক, তাহা হইলেও জ্ঞানপোত আরোহণপূর্ব্বক সমস্ত দুঃখ-সমুদ্র পার হইয়া যাইবে ॥৩৬॥

তাৎপর্য্য—

জ্ঞানের আরও মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইতেছে। তোমার পক্ষে তাহা সম্ভপর না হইলেও যদি তুমি বিশ্বের যাবতীয় পাপ পরায়ণগণের অগ্রগণ্য হও তথাপি অতি দুস্তর সমুদ্রোপম পাপরাশি জ্ঞানরূপ তরণীর সহায়তায় অনায়াসেই অতিক্রম করিতে পারিবে। পাপ অতীব দুস্তর, এইজন্যই তাহা সমুদ্রের সহিত সাদৃশ সংস্থাপিত হইল। জ্ঞানপোতের দ্বারা পাপ পারাবারের পরপারে গমন করিলে আর পুনরাগমনের সম্ভাবনা থাকিবে না ॥৩৬॥

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জ্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥৩৭॥

অন্বয়—অর্জ্জুন! (হে অর্জ্জুন!) যথা (যেরূপ) সমিদ্ধঃ (প্রদীপ্ত) অগ্নিঃ (বহ্নি) এধাংসি (কাষ্ঠসমূহ) ভস্মসাৎ (ভস্মীভূত) কুরুতে (করে), তথা (সেইরূপ) জ্ঞানাগ্নিঃ (জ্ঞানরূপ অগ্নি) সর্ব্বকর্ম্মাণি (সমস্ত কর্ম্মকে) ভস্মসাৎ কুরুতে (ভস্মীভূত করিয়া থাকে) ॥৩৭॥

প্রবলরূপে জ্বালিত অগ্নি যেমত কাষ্ঠাদিকে ভস্মসাৎ করে; হে অর্জ্জুন! সেই সমস্ত কর্ম্মকে জ্ঞানাগ্নি দগ্ধ করিয়া ফেলে অর্থাৎ অপ্রারব্ধক্ষয়ক্রিয়মাণ-কর্ম্ম বিশ্লেষ ও প্রারব্ধকর্ম্মকে দুর্ব্বল করে ॥৩৭॥

তাৎপর্য্য—

প্রজ্বলিত অগ্নি যেমন কাষ্ঠসমূহ ভস্মসাৎ করে জ্ঞানাগ্নিও তদ্রূপ প্রারব্ধ ভিন্ন সমস্ত পাপ-পুণ্যের বিনাশ করে। প্রারব্ধ ব্যতীত অন্য যত সঞ্চিত কর্ম্ম ব্রহ্মবিদ্যার দ্বারা তৎসমস্ত তৃণ ও তুলার ন্যায় দগ্ধ হইয়া যায় ॥৩৭॥

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥৩৮॥

অন্বয়—ইহ (ইহলোকে) জ্ঞানেন সদৃশং (জ্ঞানের মত) পবিত্রং (শুদ্ধ) ন হি বিদ্যতে (আর কিছুই নাই)। তৎ (সেই তত্ত্বজ্ঞান) কালেন (কালবশে) যোগসংসিদ্ধঃ (কর্ম্মযোগে সিদ্ধপুরুষ) আত্মনি (নিজ অন্তঃকরণে) স্বয়ং (নিজেই) বিন্দতি (লাভ করেন) ॥৩৮॥

জ্ঞান অর্থাৎ চিন্ময়-তত্ত্বের ন্যায় পবিত্র পদার্থ এই জগতে আর নাই। তুমি স্বীয় আত্মায় নিষ্কাম কর্ম্মযোগ ফলস্বরূপ সেই জ্ঞানকে কালক্রমে লাভ করিবে। এই বাক্যদ্বারা ইহাই বুঝিতে হইবে যে, জ্ঞানাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব যে 'শান্তি', তাহাই জ্ঞানের ফল। ভগবচ্চরণাশ্রয়ই শান্তির আর একটি নাম, ইহা চরমে কথিত হইবে ॥৩৮॥

তাৎপর্য্য—

তীর্থ পর্য্যটনাদি কোন কার্য্যই জ্ঞানের ন্যায় শুদ্ধিকর নহে। কিন্তু এই জ্ঞান সর্ব্বসাধারণের পক্ষে সুলভ নহে। নিষ্কাম কর্ম্মযোগদ্বারা বহুকালের পরিপক্ক হইলে ইহা লাভ করা যায়। সদ্য প্রাপ্তির কোন সম্ভাবনা নাই। কেবল পারিব্রাজ্য

গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাসী হইলেই জ্ঞান হয় না। ইহা কালে নিষ্কাম কর্ম্মদ্বারা আত্মাতে স্বয়ং উদিত হয় ॥৩৮॥

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥৩৯॥

অন্বয়—তৎপরঃ (তদেকনিষ্ঠ) সংযতেন্দ্রিয়ঃ (সম্যগ্‌ভাবে জিতেন্দ্রিয়) শ্রদ্ধাবান (শ্রদ্ধালু ব্যক্তি) জ্ঞানং (জ্ঞান) লভতে (লাভ করেন)। জ্ঞানং (জ্ঞান) লব্ধ্বা (লাভ করিয়া) অচিরেণ (অচিরকাল মধ্যে) পরাং শান্তিং (পরা শান্তি) অধিগচ্ছতি (প্রাপ্ত হন) ॥৩৯॥

সংযতেন্দ্রিয় ও তৎপর হইয়া শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি জ্ঞান লাভ করেন। নিষ্কাম কর্ম্মযোগে যাহাদের শ্রদ্ধা হয় নাই, তাহারা তাহার অধিকারী নয়। শ্রদ্ধা সহকারে নিষ্কাম কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠান পূর্ব্বক অতিশীঘ্রই 'পরাশান্তি' লাভ করেন ॥৩৯॥

তাৎপর্য্য —

জ্ঞান লাভার্থ পূর্ব্বোক্ত প্রণিপাতাদি অপেক্ষা আসন্নতর উপায় কথিত হইতেছে। গুরূপ্রদত্ত উপদেশ ও বেদান্ত মহাকাব্যে সুদৃঢ় বিশ্বাস এবং তাহাতেই প্রমাণরূপ আস্তিক্য বুদ্ধির নাম শ্রদ্ধা। এইরূপ শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি জ্ঞানলাভ করিয়া থাকেন। কিন্তু এতাদৃশ শ্রদ্ধালু হইলেও, কেহ হয়ত আলস্য পরবশ হইয়া বিপথগামী ও ভ্রষ্টাচার হইতে পারে এই জন্য 'তৎপর' এই শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। অর্থাৎ গুরুবাক্য সঙ্গত উপাসনাদি ও শ্রুতিবিহিত ক্রিয়াকাণ্ডে অত্যন্ত নিবিষ্ট ও একান্ত নিষ্ঠাবান

হইতে হইবে। কিন্তু এইরূপ শ্রদ্ধাবান্ ও তৎপর হইলেও হয়ত কেহ অজিতেন্দ্রিয় হইতে পারে এই জন্যই 'সংযতেন্দ্রিয়' এই শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। যাবতীয় বিষয় ব্যাপার হইতে ইন্দ্রিয় সমূহকে নিবর্ত্তিত করিতে হইবে। যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাবান্, তৎপর, সংযতেন্দ্রিয়, এই বিশেষণ ত্রয় যুক্ত তিনিই জ্ঞানলাভের অধিকারী। পূর্ব্বকথিত প্রণিপাতাদি বাহ্য মায়াবৃত্তাদি পরিচায়ক কার্য্যে যিনি ঐকান্তিক নহেন তহার পক্ষে শ্রদ্ধাত্বাদি ঐকান্তিক উপায় বিহিত হইল। এইরূপ উপায়ে জ্ঞানলাভ করিয়া পুরুষ অবিদ্যা ও তৎকার্য্য সমূহের নিবৃত্তিরূপ চরম মুক্তি, অনতিকালমধ্যে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। যেরূপ প্রদীপ প্রজ্বলিত হইবামাত্র অন্ধকার বিদূরিত করে তজ্জন্য সহকারী পদার্থান্তরের অপেক্ষা করে না; তদ্রূপ জ্ঞান উৎপত্তি মাত্রই অজ্ঞানকে দূরীভূত করে। তজ্জন্য আর কোন অনুষ্ঠানের অপেক্ষা করে না। জ্ঞানের এই প্রকার মোক্ষ প্রদান ক্ষমতা সর্ব্বশাস্ত্র সম্মত ও সুনিশ্চিত ॥৩৯॥

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ ॥৪০॥

অন্বয়—অজ্ঞঃ (তত্ত্বানভিজ্ঞ) অশ্রদ্দধানঃ (অশ্রদ্ধালু), সংশয়াত্মা চ (ও সন্দিগ্ধ ব্যক্তি) বিনশ্যতি (বিনষ্ট হয়)। সংশয়াত্মনঃ (সংশয়াপন্ন ব্যক্তির) অয়ং লোকঃ (ইহলোক) ন [অস্তি] (নাই), ন চ পরঃ (পরলোকও নাই), ন চ সুখম্ অস্তি (বৈষয়িক সুখও নাই) ॥৪০॥

অজ্ঞ অশ্রদ্দধান ও সংশয়াত্মা পুরুষের মঙ্গল হয় না। তাহাদের মধ্যে সংশয়াত্মার ইহলোকে বা পরলোকে সুখ লাভ হয় না, যেহেতু সংশয়রূপ দুঃখই তাহাদিগের শান্তি নাশ করে ॥৪০॥

তাৎপর্য্য—

সংশয়াত্মা ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা পাপিষ্ঠ, সর্ব্ব প্রকারে তাহার সর্ব্বনাশ ঘটিয়া থাকে। সর্ব্বসাধারণ ভোগ্য এই মনুষ্য-লোকও তাহার পক্ষে নাই। কারণ তাদৃশ সন্দিগ্ধচিত্ত ব্যক্তি ধনোপার্জ্জন বিবাহাদি করিয়া মানবোচিত কোন ব্যবহার করিতে পারে না। তাহার পক্ষে পরলোকও নাই কারণ আজীবন সন্দেহ প্রযুক্ত সে ধর্ম্মসম্বন্ধে কোন মীমাংসায় উপনীত হইয়া তদনুষ্ঠানে অক্ষম। তাহার সুখও নাই কারণ ধন উপার্জ্জন করিয়া পুত্রকলত্রাদি পরিবৃত হইয়া লোকে ঐহিক সুখভোগ করে, তাহার অদৃষ্টে সেই সুখও ঘটে নাই অপিচ অবিরত সন্দেহ প্রযুক্ত নির্বিঘ্ন মনে ভোজনাদি কোন ভোগ উপভোগ করিতে পারে না যাঁহারা অজ্ঞ ও অশ্রদ্ধাবান্ তাহাদের পক্ষে পরলোক না থাকিলেও মনুষ্যলোকের ভোগ-সুখ সমস্তই আছে। কিন্তু হতভাগ্য সংশয়াত্মার কোন দিকই নাই। অতএব সংশয়ী ব্যক্তি সকলের অপেক্ষা পাপিষ্ঠ। এজন্য সংশয় করা কদাপি বিধেয় নহে ॥৪০॥

যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্।
আত্মবন্তং ন কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয় ॥৪১॥

অন্বয়—ধনঞ্জয় ! (হে অর্জ্জুন !) যোগসংন্যস্তকর্ম্মাণং (যিনি যোগকর্ত্তৃক কর্ম্ম পরমেশ্বরকে অর্পণ করিয়াছেন তাঁহাকে), জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্ (এবং আত্মজ্ঞান-দ্বারা যাঁহার সর্ব্বসংশয় ছিন্ন হইয়াছে তাঁহাকে), আত্মবন্তং (এরূপ আত্মবান্—অপ্রমত্ত ব্যক্তিকে) কর্ম্মানি (কর্ম্মসমূহ) ন নিবধ্নন্তি। আবদ্ধ করিতে পারে না) ॥৪১॥

অতএব, হে ধনঞ্জয় ! যিনি নিষ্কামকর্ম্মযোগ-দ্বারা কর্ম্মসন্ন্যাস করেন, জ্ঞানদ্বারা সংশয় নাশ করেন এবং আত্মার চিন্ময়-স্বরূপ অবগত হন, তাঁহাকে কোন কর্ম্মই বদ্ধ করে না।।৩১।।

তাৎপর্য্য –

বিষয়াসক্তিরূপ ভ্রান্তি পরিহার করিয়া যিনি আপনাকে স্থির করিয়াছেন তিনিই আত্মবন্ত। এতাদৃশ মহাত্মাকে কোন কর্ম্মেই বদ্ধ করিতে পারে না। যিনি বিষয়ানুরাগরূপ প্রমাদ পরিশূন্য তিনিই আত্মবন্ত। যিনি জ্ঞানবান্ তিনিই সন্দেহ বিহীন, যিনি সন্দেহশূন্য তিনিই যোগ সন্ন্যস্ত কর্ম্মা। পরস্পরের এইরূপ কার্য্য কারণ সম্বন্ধ। এবম্ভূত পুরুষ লোক সংগ্রহার্থ হিতকর বা শরীর রক্ষার্থ স্বাভাবিক ইষ্টানিষ্ট ফলপ্রদ কোন কার্য্যেই প্রবৃত্ত হন না ॥৪১॥

তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত ॥৪২॥

অন্বয়—ভারত ! (হে ভরতবংশাবতংস অর্জ্জুন !) তস্মাৎ (অতএব) আত্মনঃ (আত্মার) অজ্ঞানসম্ভূতং (অজ্ঞানকর্ত্তৃক সঞ্জাত) হৃৎস্থং (হৃদয়স্থিত)

এনং (এই) সংশয়ং (সন্দেহকে) জ্ঞানাসিনা (জ্ঞানরূপ খড়্গদ্বারা) ছিত্ত্বা (ছেদন করিয়া) যোগম্ (নিষ্কাম কর্ম্মযোগ) আতিষ্ঠ (আশ্রয় কর), উত্তিষ্ঠ চ (এবং যুদ্ধের নিমিত্ত উত্থিত হও) ।।৪২।।

অতএব হে ভারত, তোমার এই যে নিষ্কাম কর্ম্মযোগ-বিষয়ে সংশয় হইয়াছে তাহা অজ্ঞানসম্ভূত ; তাহাকে জ্ঞান-খড়্গদ্বারা ছেদন কর এবং নিষ্কাম-কর্ম্ম-যোগাশ্রয়পূর্ব্বক যুদ্ধ কর ।।৪২।।

॥ ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাশাস্ত্রে চতুর্থোঽধ্যায়স্য অন্বয় ॥

তাৎপর্য্য —

শোক মোহাদি নাশক জ্ঞানরূপ শানিত তরবারি দ্বারা অবিবেক জনিত তোমার সংশয় ছেদন কর। একের সংশয় অপরে ছেদন করিতে পারে না। তোমার সংশয় তোমারই ছেদন করা উচিত। বিনাশের হেতুভূত সংশয়ের আক্রমণ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানে তৎপর হও। তুমি যুদ্ধার্থে প্রস্তুত হও। ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধই ধর্ম্ম। তোমার যুদ্ধোদ্যম কখনই নিষ্ফল হইবে না ॥৪২॥

॥ চতুর্থ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

কর্ম্ম-সন্ন্যাসযোগ

শ্রীঅর্জ্জুন উবাচ,—

সন্ন্যাসং কর্ম্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগঞ্চ শংসসি।
যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্ ॥১॥

অন্বয়—অর্জ্জুন উবাচ (অর্জ্জুন বলিলেন),—কৃষ্ণ ! (হে কৃষ্ণ !) [ত্বং (তুমি) কর্ম্মনাং (কর্ম্মসমূহের) সন্ন্যাসং (সন্ন্যাস) পুনঃ (পুনরায়) যোগঞ্চ (কর্ম্মযোগ) শংসসি (কহিতেছ) ; এতয়োঃ (এতদুভয়ের মধ্যে) যৎ (যাহা) শ্রেয়ঃ (মঙ্গলজনক), তৎ (সেই) একং (একটি) সুনিশ্চিতং (সুনিশ্চিত) মে (আমাকে) ব্রূহি (বল) ॥১॥

অর্জ্জুন কহিলেন,—হে কৃষ্ণ ! তুমি কর্ম্মত্যাগের প্রশংসা এবং পুনরায় কর্ম্মযোগের প্রশংসা করিলে ; অতএব আমাকে নিশ্চয়রূপে বল, কর্ম্মত্যাগ ও কর্ম্মযোগের মধ্যে কি (কোন্‌টি) করিব ॥১॥

তাৎপর্য্য—

দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রত্যেক আত্মার পার্থক্য বোধরূপ অজ্ঞান বিনাশের উপায় স্বরূপ জ্ঞান লাভার্থ নিষ্কাম কর্ম্মের কর্ত্তব্য তা বিহিত হইয়াছে। যাঁহার জ্ঞানলাভ হইয়াছে, তাঁহার আর কোন কর্ম্মেরই প্রয়োজন নাই। কারণ কর্ম্মযোগ জ্ঞানযোগের অন্তর্ভূত, তৃতীয় অধ্যায়ে ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। চতুর্থ অধ্যায়ে কর্ম্মের জ্ঞানাকারতা নির্দ্দেশ করিয়া জ্ঞান ও কর্ম্ম বিষয়ক ভেদ বুদ্ধি কেবল অজ্ঞানেরই কার্য্য ইহা সমর্থিত হইয়াছে ; এবং উপসংহারকালে পুনরায় আত্মপ্রাপ্তির সাধনভূত জ্ঞাননিষ্ঠা লাভের উপায় স্বরূপ কর্ম্মযোগানুষ্ঠান

বিহিত হইয়াছে। তাই অর্জ্জুন সন্দেহযুক্ত হইয়া প্রশ্ন করিতেছেন, হে কৃষ্ণ! জ্ঞানযোগের বিষয় তুমি পূর্ব্বে কীর্ত্তন করিয়াছ। আবার সর্ব্বেন্দ্রিয়ের ব্যাপাররূপ কর্ম্মযোগের বিধেয়তা নির্দ্দেশ করিতেছ। একইসময়ে উভয়ের অনুষ্ঠান অসম্ভব। অতএব এই উভয়ের মধ্যে যেটি তুমি শ্রেয় বলিয়া বিবেচনা কর তাহাই আমাকে বল ॥১॥

শ্রীভগবান্ উবাচ,—

সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে ॥২॥

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ বলিলেন),—সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ (সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ) উভৌ (উভয়ই) নিঃশ্রেয়করৌ (পরম মঙ্গলজনক)। তু (কিন্তু) তয়োঃ (সেই উভয়ের মধ্যে) কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ (কর্ম্মসন্ন্যাস হইতে) কর্ম্মযোগঃ (কর্ম্মযোগই) বিশিষ্যতে (অধিকতর বিশিষ্ট হয়) ॥২॥

ভগবান্ কহিলেন,—সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ উভয়ই মঙ্গল জনক, তন্মধ্যে কর্ম্মত্যাগ অপেক্ষা নিষ্কাম কর্ম্মযোগ শ্রেষ্ঠ। কর্ম্মে আসক্তি-ত্যাগকেই 'সন্ন্যাস' বলা যায়। প্রকৃত প্রস্তাবে কর্ম্মত্যাগ উপদিষ্ট হয় নাই ॥২॥

তাৎপর্য্য—

শ্রীভগবান্ বলিলেন, হে সখে! তুমি দেহাত্ম বিবেক জনিত জ্ঞান খড়্গে এই ভ্রান্তিপাশ ছেদন করিয়া পরমাত্মজ্ঞানের উপায় স্বরূপ কর্ম্মযোগ অবলম্বন কর, ইহাই আমার বক্তব্য। কর্ম্মযোগ দ্বারা চিত্তশুদ্ধ ব্যক্তির আত্মজ্ঞান জন্মিলে, তাহার

পরিপাকার্থ জ্ঞান নিষ্ঠার অঙ্গ স্বরূপ সন্ন্যাসের ব্যবস্থা পূর্ব্বেই নির্দ্দেশ করিয়াছি। ভূমিকা ভেদে উভয়ই মুক্তি-দায়ক; তথাপি কর্ম্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কার্য বিশিষ্ট। অনধিকারী ব্যক্তির অনুষ্ঠিত কর্ম্মসন্ন্যাস অপেক্ষা অধিকারী ব্যক্তির অনুষ্ঠিত কর্ম্মযোগ শ্রেয়স্কর ॥২॥

জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥৩॥

অন্বয়—মহাবহো! (হে মহাবলশালিন্!) যঃ (যিনি) ন দ্বেষ্টি (দ্বেষ করেন না), ন কাঙ্ক্ষিত (আকাঙ্ক্ষাও করেন না) সঃ (তিনি) নিত্যসন্ন্যাসী (নিত্যসন্ন্যাসী বলিয়া) জ্ঞেয়ঃ (জানিতে হইবে)। হি (যেহেতু) নির্দ্বন্দ্বঃ (রাগ দ্বেষাদিশূন্য ব্যক্তি) বন্ধাৎ (সংসারবন্ধন হইতে) প্রমুচ্যতে (প্রকৃষ্টরূপে মুক্ত হইয়া থাকেন) ॥৩॥

যিনি কর্ম্মফলের প্রতি আকাঙ্ক্ষা বা দ্বেষ করেন না, তিনিই নিত্য সন্ন্যাসী। সেই নির্দ্বন্দ্ব পুরুষ পরমসুখে কর্ম্মবন্ধ হইতে মুক্তিলাভ করেন ॥৩॥

তাৎপর্য্য—

যাঁহার কোন বিষয়ে দ্বেষ নাই, অর্থাৎ বিষয়বিশেষে অনুরাগাধিক্য থাকিলেই প্রতিকূলবিষয়ে স্বভাবতই দ্বেষ জন্মে। যাঁহার কোন বিষয়ে দ্বেষ নাই তাঁহার কোন বিষয়ে অনুরাগও নাই। যাঁহার কোন বিষয়ে আকাঙ্ক্ষা নাই অর্থাৎ ভগবৎঅর্পণ বুদ্ধি সহকারে যাহার সমস্ত কর্ম্ম অনুষ্ঠিত

হওয়ায় স্বর্গাদি কোন ফলেরই কামনা নাই, তাদৃশ ব্যক্তিই নিত্য সন্ন্যাসী অর্থাৎ কর্ম্মানুষ্ঠানে সম্প্রবৃত্ত থাকিলেও তাহার হৃদয়গত সন্ন্যাসের কখনই ব্যাঘাত হয় না। বিশুদ্ধচিত্ত পুরুষ কর্ম্মযোগ পরায়ণ হইলেও বস্তুতঃ সন্ন্যাসী। এবম্বিধ সুখ-দঃখ- রাগ-দ্বেষ বিহীন পুরুষ নিত্যানিত্য বস্তুর সম্যক পরিজ্ঞান হেতু সংসারপাশ ছিন্ন করিয়া মুক্তি লাভ করেন ॥৩॥

সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্ ॥৪॥

অন্বয় - বালাঃ (অজ্ঞ ব্যক্তিগণ) সাংখ্যযোগৌ (সাংখ্য ও কর্ম্মযোগকে) পৃথক্ (স্বতন্ত্র) প্রবদন্তি (বলিয়া থাকে , তু (কিন্তু) পণ্ডিতাঃ (জ্ঞানিগণ) ন (বলেন না) একম্ অপি (একটিও) সম্যক্ আস্থিতঃ (সম্যগ্রূপে আশ্রয়কারী ব্যক্তি) উভয়োঃ (তদুভয়ের) ফলম্ (ফল) বিন্দতে (প্রাপ্ত হন) ॥৪॥

তোমাকে সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগের মূল তত্ত্ব বলি, শ্রবণ কর। মীমাংসকেরাই সাংখ্যযোগ ও কর্ম্মযোগকে পৃথক পৃথক পদ্ধতি বলিয়া প্রকাশ করে, কিন্তু পণ্ডিতগণ তাহা বলেন না। সাংখ্যযোগ বা কর্ম্মযোগ যাহা সুষ্ঠুরূপে আচরণ করে, তাহাতেই উভয়ের ফললাভ করিবে ॥৪॥

তাৎপর্য্য—

ভগবান্ সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ সম্বন্ধে অর্জ্জুনের সন্দেহ বিদূরিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়া এবং সন্ন্যাস শব্দে প্রস্তাব আরব্ধ করিয়া সহসা সাংখ্যযোগ শব্দ ব্যবহার করায় কোন দোষ হয়

নাই। অর্জ্জুন কৃত প্রশ্নের অভিপ্রায় স্থির রাখিয়া, অধিকন্তু স্বকীয় অভিপ্রায় যুক্ত করিয়া, ভগবান্ সন্ন্যাসের ও কর্ম্মের প্রতিবাক্য স্বরূপে সাংখ্যযোগ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। ॥৪॥

যৎ সাঙ্খ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাঙ্খ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥৫॥

অন্বয়—সাংখ্যৈঃ (জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসিগণ) যৎ (যেই) স্থানং (স্থান) প্রাপ্যতে (প্রাপ্ত হন), যোগৈঃ অপি (কর্ম্মযোগিগণও) তৎ (সেই স্থান) গম্যতে (লাভ করেন)। যঃ (যিনি) সাংখ্যং যোগং চ (সাংখ্য ও যোগকে) একং (অভিন্ন) পশ্যতি (দর্শন করেন), সঃ (তিনিই) পশ্যতি সম্যগ্‌রূপে দর্শন করেন) ॥৫॥

যেহেতু প্রবৃত্তিনিবৃত্তিরূপ নিষ্ঠাভেদ থাকিলেও উভয় পদ্ধতিই এক। লিঙ্গভঙ্গ পর্যান্ত যিনি সাংখ্য ও যোগকে এক বলিয়া জানেন, তিনিই তাহাদের তত্ত্ব জানেন ॥৫॥

তাৎপর্য্য—

যাঁহাদের বর্ত্তমান জন্মে সন্ন্যাস জনিত জ্ঞাননিষ্ঠা দৃষ্ট হয়, তাঁহারা পূর্ব্ব জন্মে ভগবদর্পণ বুদ্ধি সহকারে নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াছেন ইহা অনুমান করিতে হইবে। যেহেতু কারণ ব্যতীত কার্য্যের উৎপত্তি অসম্ভব। আর যাহাদের বর্ত্তমান জন্মে ভগবদর্পণ বুদ্ধি সহকৃত নিষ্কাম কর্ম্মনিষ্ঠা দৃষ্ট হয় তাহাদের সন্ন্যাস জনিত জ্ঞান নিষ্ঠা পরে সমুৎপন্ন হইবে ইহাই অনুমান করা আবশ্যক। অতএব

মুক্তিকাম অজ্ঞ ব্যক্তির চিত্তশুদ্ধির নিমিত্ত প্রথমেই কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠান করা বিধেয়। সন্ন্যাস জীবন তাহার অবলম্বনীয় নহে। তীব্র বৈরাগ্য প্রভাবে আপনিই সন্ন্যাস উপজাত হইবে ॥৫॥

সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম ন চিরেণাধিগচ্ছতি ॥৬॥

অন্বয়—মহাবাহো! (হে মহাবাহো!) অযোগতঃ (কর্ম্মযোগ ব্যতীত) সন্ন্যাসঃ (সন্ন্যাস) আপ্তুং (পাইতে) দুঃখং (কষ্টকর) তু (কিন্তু) যোগযুক্তঃ (কর্ম্মযোগযুক্ত) মুনিঃ (মুনি) ন চিরেণ (অত্যল্পকাল মধ্যে) ব্রহ্ম (ব্রহ্মকে) অধিগচ্ছতি (প্রাপ্ত হন) ॥৬॥

কর্ম্মযোগ ব্যতীত কেবল কর্ম্মত্যাগরূপ সন্ন্যাস দুঃখজনক। যোগযুক্ত মুনি অক্লেশেই ব্রহ্মলাভ করেন ॥৬॥

তাৎপর্য্য—

অশুদ্ধান্তঃকরণ পুরুষ প্রথমে সন্ন্যাস অবলম্বন করিলে কখনই সফল মনোরথ হন না। অন্তঃকরণের শুদ্ধিকারক শাস্ত্র বিহিত কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠান না করিয়া সহসা সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে তাহা দুঃখেরই কারণীভূত হইয়া থাকে। তাদৃশ সন্ন্যাসী কূল ভ্রষ্ট হয়। কর্ম্মানুষ্ঠান না করায় তাহার চিত্তের মলিনতা বিদূরিত হয় না। সুতরাং সেই অবস্থায় জ্ঞাননিষ্ঠা লাভের কোন সম্ভাবনা থাকে না। আর সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া কর্ম্মাধিকার বিরহিত হওয়ায় ভবিষ্যতে জ্ঞানলাভেরও কোন

আশা থাকে না। সুতরাং তিনি কর্ম্ম ও ব্রহ্ম উভয় পরিভ্রষ্ট হইয়া সংকট সংকুল বিষম দশায় সংস্থাপিত হন। যিনি কর্ম্মযোগের সুবিহিত পন্থা অবলম্বন করিয়া নিঃশ্রেয়স লাভের প্রয়াস করেন, তিনি কর্ম্মজনিত চিত্তশুদ্ধি অর্জ্জন করিয়া শ্রবণ মননাদি সহকারে সর্ব্বকর্ম্মত্যাগী সন্ন্যাসী হন। সর্ব্বপ্রকার প্রতিবন্ধক পরিশূন্য হইয়া অনতিকাল মধ্যে সত্ত্বজ্ঞানাদি লক্ষণাত্বক পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া কৃত কৃতার্থ হন। শ্রুতি বলিয়াছেন, "ব্রহ্মই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ"। অতএব এই ব্রহ্ম শব্দ দ্বারা পরমাত্মাই লক্ষিত হইয়াছেন ॥৬॥

যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্ব্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥৭॥

অন্বয়—যোগযুক্ত (কর্ম্মযোগী), বিশুদ্ধাত্মা (বিশুদ্ধচিত্ত , বিজিতাত্মা (সংযতদেহ), জিতেন্দ্রিয়ঃ (যিনি ইন্দ্রিয়জয়ী) সর্ব্বভূতাত্মভূতাত্মা [চ] (এবং সর্ব্বপ্রাণীর আত্মাই যাঁহার আত্মা ঈদৃশ ব্যক্তি) কুর্ব্বন্ অপি (কর্ম্ম করিয়াও) ন লিপ্যতে (তাহাতে লিপ্ত হন না) ॥৭॥

যোগযুক্ত জ্ঞানী বিশুদ্ধবুদ্ধি, বিশুদ্ধচিত্ত, জিতেন্দ্রিয় ও সর্ব্বজীবের অনুরাগ-ভাজন হইয়া সমস্ত কর্ম্ম করিয়াও কর্ম্মে লিপ্ত হন না ॥৭॥

তাৎপর্য্য—

শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিপ্রায় দ্রষ্টব্য।

নৈব কিঞ্চিত্ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্ ॥৮॥

প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্ত্তন্ত ইতি ধারয়ন্ ॥৯॥

অন্বয়—যুক্তঃ (কর্ম্মযোগযুক্ত ব্যক্তি) পশ্যন্ (দর্শন) শৃণ্বন্ (শ্রাবণ) স্পৃশন্ (স্পর্শ), জিঘ্রন্ (ঘ্রাণ) অশ্নন্ (আহার), গচ্ছন্ (গমন), স্বপন্ (শয়ন), শ্বসন্ (নিশ্বাস গ্রহণ) প্রলপন্ (কথন), বিসৃজন্ (ত্যাগ), গৃহ্ণন্ (গ্রহণ), উন্মিষন্ (উন্মেষ), নিমিষন্ অপি (ও নিমেষ করিয়াও) ইন্দ্রিয়াণি (ইন্দ্রিয়সমূহ ইন্দ্রিয়ার্থেষু (স্ব স্ব বিষয়ে) বর্ত্তন্তে (প্রবর্ত্তিত আছে), ইতি (ইহা) ধারয়ন্ (ধারণাপূর্ব্বক) কিঞ্চিৎ (কিছুই) নৈব (করোমি (আমি করি না) ইতি (এইরূপ) মন্যেত (মনে করেন) ॥৮-৯॥

কর্ম্মযোগী দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, ঘ্রাণ, ভোজন, গমন, নিদ্রা ও শ্বাসাদি-কার্য্য করিয়াও তত্ত্বজ্ঞান-বশতঃ 'আমি কিছুই করি নাই'—এরূপ মনে করেন। প্রলাপ, দ্রব্যত্যাগ, দ্রব্যগ্রহণ, উন্মিষণ ও নিমিষণ-কার্য্যকালে মনে করেন যে,—জড়-দেহে আছি তাহাই এ সকল করিতেছি। আত্মযাথাত্ম্য সিদ্ধ হইলে প্রাকৃত বস্তুতে আমার এরূপ সম্বন্ধ নিঃশেষ হইবে ॥৮ ৯॥

তাৎপর্য্য—

এই শ্লোকদ্বয়ে যে যে কর্ম্মের উল্লেখ হইয়াছে তাহার কোনটি কাহার কার্য্য তাহা প্রদর্শিত হইতেছে। চক্ষুর দর্শন, কর্ণের শ্রবণ, নাসার ঘ্রাণ, ত্বকের স্পর্শ, রসনায় স্বাদগ্রহণ পদের গমন, বুদ্ধির নিদ্রা, প্রাণবায়ুর শ্বাস, বাগেন্দ্রিয়ের বচন, পায়ু ও উপস্থের ত্যাগ, হস্তের গ্রহণ, নাসাকূর্ম্মাবায়ুর উন্মেষণ

ও নিমেষণ। এই সকল কার্য্যের তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তির আমি করিতেছি এরূপ অভিমান নাই এইজন্য কোন কর্ম্ম তাহাকে আবদ্ধ করিতে পারে না ॥৮-৯॥

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥১০॥

অন্বয়—যঃ (যিনি) ব্রহ্মণি (পরমেশ্বরে) আধায় (সমর্পণ করিয়া) সঙ্গং (ফল কামনা) তক্ত্বা (পরিত্যাগ করিয়া) কর্ম্মানি (কর্ম্মসমূহ) করোতি (অনুষ্ঠান করেন), সঃ (তিনি) অম্ভসা (জলদ্বারা) পদ্মপত্রমিব (পদ্মপত্রের মত) পাপেন (পাপদ্বারা) ন লিপ্যতে (লিপ্ত হন না) ॥১০॥

ব্রহ্মে কর্ম্মার্পণপূর্ব্বক ফলাসক্তি ত্যাগ করত যিনি কর্ম্ম করেন, পদ্মপত্র যেমত জলে থাকিয়া জলে লিপ্ত হয় না, তিনিও তদ্রূপ কর্ম্মপাপে লিপ্ত হন না ॥১০॥

তাৎপর্য্য—

শ্রীভগবান বলিতেছেন—যে ব্যক্তি পরমেশ্বরে সমস্ত কর্ম্মার্পণ করিয়া কর্ম্মজনিত ফলকামনা হৃদয় হইতে বিসর্জন দিয়া দাস যেমন প্রভুর কর্ম্ম নির্ব্বাহিত করে এবং তজ্জন্য ফলাফলের প্রত্যাশা করে না, তদ্রূপ ভগবানের নিমিত্ত লৌকিক বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড সম্পন্ন করেন তিনি পাপে লিপ্ত হন না। যেমন জলোপরি ভাসমান পদ্মপত্রে জল লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ ভগবদর্পণ বুদ্ধিসহকারে নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত কার্য্যসমূহ অনুষ্ঠাতাকে কখনই লিপ্ত করিতে পারে না ॥১০॥

কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি ।
যোগিনঃ কর্ম্ম কুর্ব্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে ॥১১॥

অন্বয় - যোগিনঃ (কর্ম্মযোগিগণ) সঙ্গং (কর্ম্মফলে আসক্তি) ত্যক্ত্বা ত্যাগ করিয়া) কায়েন (কায়) মনসা (মন) বুদ্ধ্যা (বুদ্ধিকর্ত্তৃক) কবলৈঃ (আসক্তিশূন্য) ইন্দ্রিয়ৈঃ অপি (ইন্দ্রিয়গণদ্বারাও) আত্মশুদ্ধয়ে (চিত্তশুদ্ধির জন্য) কর্ম্ম (কর্ম্ম) কুর্ব্বন্তি (করিয়া থাকেন) ॥১১॥

আত্মশুদ্ধির জন্য যোগিসকল, কর্ম্মফলাসক্তি ত্যাগ করত কায়মনোবুদ্ধি-দ্বারা ও বিশুদ্ধ ইন্দ্রিয়দ্বারা কর্ম্মাচরণ করেন ॥১১॥

তাৎপর্য্য—

এখানে 'কেবল' শব্দ কায়াদি প্রত্যেকেরই বিশেষণ। কি শারীরিক, কি মানসিক, কি বুদ্ধিসাধ্য, কি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সকল ব্যাপারেই মমতাহীনতা প্রদর্শনার্থ 'কেবল' শব্দপ্রযুক্ত হইয়াছে ॥১১॥

যুক্তঃ কর্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্ ।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে ॥১২॥

অন্বয়—যুক্ত (পরমেশ্বরৈকনিষ্ঠ কর্ম্মযোগী) কর্ম্মফলং (কর্ম্মফল) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) নৈষ্ঠিকীং (ঐকান্তিকী) শান্তিং (শান্তি অর্থাৎ মোক্ষ) আপ্নোতি (প্রাপ্ত হন) [কিন্তু] অযুক্তঃ (বহির্ম্মুখ) কামকারেণ (কামজাত প্রবৃত্তিবশত) ফলে সক্তঃ (ফলে আসক্ত হইয়া) নিবধ্যতে (নিতান্ত বন্ধনপ্রাপ্ত হয়) ॥১২॥

যোগী কর্ম্মফল ত্যাগপূর্ব্বক নৈষ্ঠিক শান্তি অর্থাৎ কর্ম্মমোক্ষ লাভ করেন। পক্ষান্তরে অযুক্ত পুরুষ অর্থাৎ সকামকর্ম্মী কামপ্রবৃত্তিদ্বারা ফলাসক্তি-সহকারে কর্ম্মবদ্ধ হন ॥১২॥

তাৎপর্য্য —

কর্ত্তৃত্ব এক হইলেও, কর্ম্ম কাহারও বা মুক্তির কারণ স্বরূপ হয়, আবার কাহাকেও বা সংসার বন্ধনে আবদ্ধ করে; কেবল কামই এই বৈষম্যের হেতু। ইহাই এস্থলে প্রদর্শিত হইতেছে। যিনি সকল কর্ম্মই ঈশ্বরের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত হইতেছে জানিয়া স্বয়ং কোনই ফলপ্রাপ্তির কামনা করেন না, তিনি চিত্তশুদ্ধি নিত্য ও অনিত্য বস্তুবিবেক, সন্ন্যাস এবং জ্ঞাননিষ্ঠার দ্বারা মোক্ষের অধিকারী হইয়া থাকেন। কিন্তু যিনি কর্ম্মফলের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত হইতেছে জানিয়া কর্ম্ম করেন তিনি সংসার বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া থাকেন। অতএব হে অর্জ্জুন! তুমি নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ পরায়ণ হইয়া কর্ম্মানুষ্ঠান কর ॥১২॥

সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী।
নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্ব্বন্ন কারয়ন্ ॥১৩॥

অন্বয়—বশী (জিতচিত্ত) দেহী (দেহধারী জীব) মনসা (বিবেকযুক্ত মনদ্বারা) সর্ব্বকর্ম্মাণি (সমস্ত কর্ম্ম) সংন্যস্য (সম্যক্ ত্যাগ করিয়া) নবদ্বারে (নবদ্বারযুক্ত) পুরে (পুরবৎ মোহে) ন এব কুর্ব্বন্ (স্বয়ং কার্য্য না করিয়া) [এবং] ন কারয়ন্ (অন্যকেও কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত না করাইয়া) সুখং (সুখে) আস্তে (অবস্থান করেন) ॥১৩॥

বাহ্যে সমস্ত কার্য্য করিয়াও মনের দ্বারা সমস্ত কর্ম্ম পূর্ব্বোক্ত রীতিক্রমে সন্ন্যাস করত নবদ্বার-বিশিষ্ট দেহরূপ-গৃহে জীব পরমসুখে বাস করিতে থাকেন ; তিনি নিজে কিছুই করেন না এবং কাহাকেও কিছু করান না ॥১৩॥

তাৎপর্য্য—

প্রাচীন কর্ম্মহেতু, অর্থাৎ প্রারব্ধ কর্ম্ম বশেই, আত্মার এই দেহের সহিত সম্বন্ধ হইয়াছে। সুতরাং কর্ম্মের কর্ত্তৃত্ব তাঁহার স্বরূপ নহে। বিবেক বলে এইরূপ স্থির করিয়া সকল কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক, দেহী এই নবদ্বার সমন্বিতপুরে, স্বয়ং সর্ব্ব-প্রযত্নবিরহিত ভাবে সুখে অবস্থান করেন ॥১৩॥

ন কর্ত্তৃত্বং ন কর্ম্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্ম্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ত্ততে ॥১৪॥

অন্বয়—প্রভুঃ (ঈশ্বর) লোকস্য (জীবসমূহের) কর্ত্তৃত্বং (কর্ত্তৃত্ব) ন সৃজতি (সৃষ্টি করেন না) কর্ম্মাণি (কর্ম্ম সকল) ন সৃজতি (উৎপাদন করেন না) কর্ম্মফল-সংযোগং (কর্ম্মফল-সংযোগও) ন [সৃজতি (সৃষ্টি করেন না)] ; তু (কিন্তু) স্বভাবঃ (স্বভাব—অবিদ্যাই) প্রবর্ত্ততে (কর্ত্তা-রূপে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে ॥১৪॥

দেহেন্দ্রিয়ের স্বামী যে জীব, তিনি নিজের কর্ত্তৃত্ব ও করয়িতৃত্ব সৃজন করেন না ও আপনাতে কর্ম্মফলের সংযোগও করান না। তাঁহার অবিদ্যাকৃত স্বভাবেই ঐ সকলের হেতু। 'জীবের কর্ত্তৃত্ব নাই বলিলে এমত মনে করিও না যে, পরমেশ্বরকর্ত্তৃক সমস্ত কর্ম্মপ্রবৃত্তি হইতেছে। লোকের কর্ত্তৃত্ব ও কর্ম্ম পরমেশ্বর কর্ত্তৃক বলিলে তাঁহার বৈষম্য ও নির্ঘৃণ্য স্বীকার করিতে হয়।

কর্ম্মফলসংযোগও তৎকর্ত্তৃক নয় ;—এ সকল জীবের অনাদি 'অবিদ্যারূপ স্বভাব' হইতেই হয় ।।১৪।।

তাৎপর্য্য —

জীবাত্মাই এই দেহেন্দ্রিয়াদির স্বামী। সেই জীবাত্মা মনুষ্যের কর্ত্তৃত্ব সৃষ্টি করেন না। অথবা তাহার চক্ষের আনন্দদায়ক বসন ভূষণাদিরও সৃষ্টি করেন না। অথবা সেই কর্মজনিত ফলের সহিত দুঃখস্বরূপ সম্বন্ধও সৃষ্টি করেন না। স্বভাবই এই সমস্তের প্রবর্তক। অনাদি প্রবৃত্ত প্রধান বাসনা এস্থলে স্বভাব শব্দে লক্ষিত ।।১৪।।

নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ ।।১৫।।

অন্বয়—বিভুঃ (প্রযোজক কর্ত্তা ঈশ্বর) কস্যচিৎ (কাহারও) পাপং সুকৃতং চ এব (পাপ ও পুণ্য কোনটিই) ন আদত্তে (গ্রহণ করেন না) ; অজ্ঞানেন (অজ্ঞান কর্ত্তৃক) জ্ঞানং (জ্ঞান) আবৃতং (আচ্ছাদিত) তেন (সেজন্য) জন্তবঃ (জীবগণ) মুহ্যন্তি (মোহগ্রস্ত হয়) ।।১৫।।

জীবের সুকৃতি ও দুষ্কৃতি ঈশ্বর গ্রহণ করেন না। জীব স্বাভাবিক জ্ঞান-স্বরূপ, অবিদ্যাশক্তি কর্ত্তৃক সেই স্বরূপ আবৃত হওয়ায় জীবের বদ্ধদশা-প্রযুক্তই জীব দেহাত্মাভিমানরূপ মোহলাভ করত আপনাকে 'কর্ম্মকর্ত্তা' বলিয়া অভিমান করে ।।১৫।।

তাৎপর্য্য—

যদি বিশুদ্ধচিত্ত জীবের কর্ম কর্ত্তৃত্বাদি নাই বলিয়াই সিদ্ধান্ত হয়, তবে কি পরমাত্মা কৌতূহল পরবশ হইয়া প্রকৃতির স্কন্ধে দায়িত্ব দিয়া প্রকৃতির পরিণামভূত এই দেহেন্দ্রিয়াদি-বিশিষ্ট জীবগণের নির্ব্বাণ করিয়াছেন? শ্রুতি স্মৃতি সকলই বলিতেছেন, ঈশ্বরই পাপপুণ্যের প্রযোজক। তিনি যখন এই বৈষম্যের প্রযোজক, তখন অবশ্যই তজ্জন্য তাহাকেও পাপপুণ্যভাগী হইতে হইয়াছে। এইরূপ আশঙ্কা অপনোদিত হইতেছে। ঈশ্বর অপরিমিত বিজ্ঞানানন্দ পূর্ণ ও অনন্ত শক্তি সম্পন্ন। তিনি নিরন্তর নিজ পূর্ণানন্দসাগরে ভাসমান, সুতরাং অন্যত্র উদাসীন। জীবগণ অনাদি প্রকৃতি হইতে দেহ লাভ করিয়া তদীয় বাসনা ক্রমেই কর্মে প্রবৃত্ত হয়। ঈশ্বর কোন জীবেরই পাপপুণ্যের বিধান করেন না। তিনি কাহারও প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া তাহাকে পুত্র সুখৈশ্বর্য্যাদি প্রদান করেন না বা কাহারও প্রতি বিরক্ত হইয়া তাহাকে ক্লেশ প্রদান করেন না। জীবের অধোগতি বিধায়ক পাপ এবং ঊর্দ্ধগতি বিধায়ক পুণ্য কিছুই তিনি বিধান করেন না, সকলই জীবের প্রাচীন বাসনা সম্ভূত। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে জীবের এই বিষম অবস্থা কি কারণে ঘটিয়াছে? তাহার উত্তর এই যে অজ্ঞানের দ্বারা জীবের নিত্যজ্ঞান তিরোহিত হইয়া যায় এবং আত্মাভিমানরূপ মোহ সমুৎপন্ন হয়, সঙ্গে সঙ্গে পাপ-পুণ্যাত্মক কর্মেরও আরম্ভ হয়। তখন অজ্ঞানাচ্ছন্ন মানবগণ সেই সমদর্শী ভগবানের উপর বৈষম্য দোষ আরোপিত করিয়া নিন্দাবাদ করে ॥১৫॥

জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।
তেষামাদিত্যবজ্জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্ ॥১৬॥

অন্বয়—তু (কিন্তু) আত্মনঃ (ভগবানের জ্ঞানেন (জ্ঞানকর্ত্তৃক) যেষাং (যাঁহাদের) তৎ (সেই বৈষম্যজনক) তজ্জ্ঞানং (তজ্জ্ঞান) নাশিতং (বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে) তেষাং (তাঁহাদের) জ্ঞানং (জ্ঞান) আদিত্যবৎ (তমোনাশকারী সূর্যের ন্যায়) তৎপরম্ (পরিপূর্ণ ঈশ্বরস্বরূপ) প্রকাশয়তি (প্রকাশ করে)॥১৬॥

জ্ঞান দুই প্রকার,—প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত। যাহাকে প্রাকৃত বা জড়প্রকৃতি-সম্বন্ধীয় জ্ঞান বলি, তাহাই জীবের 'অজ্ঞান' বা অবিদ্যা; অপ্রাকৃত জ্ঞানই 'বিদ্যা'। যে-সকল জীবের অপ্রাকৃত জ্ঞানোদয়ে প্রাকৃত জ্ঞান নষ্ট হয়, তাহাদের নিকট পরমজ্ঞানরূপ অপ্রাকৃত জ্ঞান উদিত হইয়া অপ্রাকৃত পরতত্ত্বকে প্রকাশ করে ॥১৬॥

তাৎপর্য্য—

শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিপ্রায় দ্রষ্টব্য।

তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্দ্ধূতকল্মষাঃ ॥১৭॥

অন্বয়—[যাঁহাদের] তদ্বুদ্ধয় (তাহাতেই নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি) তদাত্মনঃ (তাঁহাতেই যাহাদের মন) তন্নিষ্ঠাঃ (যাঁহারা তাঁহাতেই নিষ্ঠাবিশিষ্ট) তৎপরায়ণাঃ (যাঁহাদের তিনিই একমাত্র শ্রেষ্ঠ গতি) জ্ঞান-নির্ধূত-কল্মষা (জ্ঞানদ্বারা যাঁহারা পাপ বা অনর্থমুক্ত) [তাঁহারা] অপুনরাবৃত্তিং (মোক্ষ) গচ্ছন্তি (লাভ করেন) ॥১৭॥

সেই অপ্রাকৃতস্বরূপবিশিষ্ট পরমেশ্বরে যাঁহাদের বুদ্ধি, মন ও নিষ্ঠা গতি লাভ করে, তাঁহারা অবিদ্যারূপ কল্মষ বিদ্যার দ্বারা ধৌত করত অপুনরাবৃত্তি-

রূপ মোক্ষ লাভ করেন। আমাতেই যাহাদের অপ্রাকৃত রতি, তাহাদের আর জড়রতি হয় না। তখন তাহারা আমারই শ্রবণকীর্ত্তনের প্রিয় হইয়া পড়ে।।১৭।।

তাৎপর্য্য—

বিদ্যাদ্বারা জীবাত্মা জ্ঞানই সমুদ্ভাসিত হয়। পরমাত্মা জ্ঞান তাহাতে প্রকাশিত হয় না। ভক্তিই ভগবজ্জ্ঞানের একমাত্র সম্বল। অতএব পরমার্থ জ্ঞানলাভার্থ জ্ঞানীজনেরও সবিশেষরূপে ভক্তিপথের পথিক হওয়া আবশ্যক ইহাই এই শ্লোকে কথিত হইতেছে। এই শ্লোকস্থ "তৎ" পদদ্বারা পূর্ব্বোক্ত বিভুই লক্ষিত। তাঁহাতে যাঁহাদের বুদ্ধি সংস্থাপিত এবং যাঁহারা তন্মনন পরায়ণ, কেবল তাঁহারই ধ্যানে যাহারা নিমগ্ন, যাহাদের জ্ঞানও সেই ব্রহ্মে পর্য্যবসিত যাঁহারা কেবল তাঁহারই শ্রবণ কীর্ত্তনপরায়ণ, তাঁহাদের জ্ঞান দ্বারা পূর্ব্বকালীন অদৃষ্ট বিনষ্ট হইয়া যায়। তাদৃশ ব্যক্তির আর পুনর্জ্জন্ম হয় না ॥১৭॥

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥১৮॥

অন্বয়—বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে (বিদ্যাবিনয়যুক্ত) ব্রাহ্মণে (ব্রাহ্মণে) [ও] শ্বপাকে (চণ্ডালে) গবি (গো) হস্তিনি (হস্তী) শুনি চ (ও কুকুরে) পণ্ডিতাঃ (জ্ঞানিগণ) সমদর্শিনঃ (সমদর্শী) ।।১৮।।

অপ্রাকৃতগুণলব্ধ জ্ঞানীসকল প্রাকৃতগুণকৃত উত্তম, মধ্যম ও অধমরূপ যে বৈষম্য তাহা পরিত্যাগপূর্ব্বক বিদ্যা বিনয় সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গরু, হস্তী, কুকুর ও

চণ্ডাল সকলের প্রতি সমদর্শন-প্রযুক্ত, তজ্জন্য তাঁহারা পণ্ডিত সংজ্ঞা লাভ করেন ॥১৮॥

তাৎপর্য্য—

শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিপ্রায় দ্রষ্টব্য।

ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দ্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ ॥১৯॥

অন্বয়—যেষাং (যাঁহাদের) মনঃ (মন) সাম্যে (সমতায়) স্থিতং (অবস্থিত) ইহ এব (ইহলোকেই) তৈঃ (তাঁহাদের দ্বারা) সর্গঃ (সংসার) জিতং (জিত হইয়াছে) হি (যেহেতু) ব্রহ্ম সমং (সমভাবাপন্ন) নির্দ্দোষং চ (ও নির্দ্দোষ); তস্মাৎ (অতএব) তে (তাঁহারা) ব্রহ্মণি (ব্রহ্মেই) স্থিতাঃ (অবস্থিত আছেন) ॥১৯॥

যাঁহাদের মন সাম্যে স্থিত হইয়াছে, তাঁহারা ইহলোকেই 'সর্গ' অর্থাৎ সংসার জয় করিয়াছেন। তাঁহারা ব্রহ্মসমত্ব-প্রযুক্ত নির্দ্দোষ; অতএব তাঁহারা ব্রহ্মেই অবস্থিত ॥১৯॥

তাৎপর্য্য—

শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিপ্রায় দ্রষ্টব্য।

ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্।
স্থিরবুদ্ধিরসংমূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ব্রহ্মণি স্থিতঃ ॥২০॥

অন্বয়—ব্রহ্মবিৎ (ব্রহ্মজ্ঞ হইয়া) ব্রহ্মণি এব (ব্রহ্মেই) [যঃ (যিনি)] স্থিতঃ (অবস্থিত) স্থিরবুদ্ধিঃ (নিশ্চলমতি) অসম্মূঢ় (মোহহীন) [সঃ (তিনি)] প্রিয়ং প্রাপ্য (প্রিয় বস্তু প্রাপ্ত হইয়া) প্রহৃষ্যেৎ (অতিশয় হৃষ্ট হন না) অপ্রিয়ং প্রাপ্য চ (এবং অপ্রিয় বস্তু লাভ করিয়াও) ন উদ্বিজেৎ হৃষ্ট (উদ্বিগ্ন হন না) ॥২০॥

ব্রহ্মবিৎ পুরুষ ব্রহ্মে অবস্থিতি লাভ করত বাহ্যে অনাশক্ত-মনা হইয়া স্থিরবুদ্ধি হন ; জড়জগতের প্রিয়বস্তু-লাভে হর্ষ এবং অপ্রিয় লাভে উদ্বেগ স্বীকার করেন না ॥২০॥

তাৎপর্য্য—

শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিপ্রায় দ্রষ্টব্য

বাহ্যস্পর্শেষ্বসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্ ।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে ॥২১॥

অন্বয়—বাহ্যস্পর্শেষু (বাহ্যবিষয়সমূহে) অসক্তাত্মা (অনাসক্তচিত্ত ব্যক্তি) আত্মনি (অন্তঃকরণে) যৎ সুখম্ (যে-সুখ) বিন্দতি (প্রাপ্ত হন) ব্রহ্মযোগ-যুক্তাত্মা (যোগ-দ্বারা ব্রহ্মে যুক্তচিত্ত হইয়া) সঃ (তিনি) অক্ষয়ং সুখং (অক্ষয়সুখ) অশ্নুতে (ভোগ করেন) ॥২১॥

তিনি চিদ্গত সুখ লাভ করেন ; তিনি ব্রহ্মযোগযুক্ত হইয়া অক্ষয় সুখ ভোগ করেন ॥২১॥

তাৎপর্য্য—

শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিপ্রায় দ্রষ্টব্য ।

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ ॥২২॥

অন্বয়—কৌন্তেয়! (হে কুন্তীপুত্র!) যে ভোগাঃ (যে সব সুখ। সংস্পর্শজাঃ বিষয় সম্বন্ধজাত) তে হি (তাহারা) দুঃখযোনয় এব (দুঃখেরই কারণমাত্র) আদ্যন্তবন্তঃ (এবং আদি ও অন্তযুক্ত অর্থাৎ অনিত্য); বুধঃ (বিবেকবান্ ব্যক্তি) তেষু (ঐ সকলে) ন রমতে (আনন্দ লাভ করেন না) ॥২২॥

এরূপ বিবেকবান্ পুরুষ ইন্দ্রিয়ার্থরূপ বিষয়-সুখে আবদ্ধ হন না। ইন্দ্রিয়ার্থ-জনিত সুখসকল দুঃখকেই প্রসব করে; তাহা কেবল সংস্পর্শ হইতে জাত হয়, অতএব আদি ও অন্তবিশিষ্ট বলিয়া 'নিত্য' নয়। হে কৌন্তেয়! সেইসকল অনিত্য-সুখে পূর্ব্বোক্ত পণ্ডিত ব্যক্তি কোনক্রমেই রতি লাভ করেন না; দেহযাত্রার জন্য কেবল তৎসম্বন্ধিয়-কর্ম্মসকল নিষ্কামরূপে স্বীকার করেন ॥২২॥

তাৎপর্য্য—

মনুষ্যেরা জ্ঞানরূপ পরমধন লাভ করিয়া পশ্বাদি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠত্ব সম্ভোগ করিতেছেন। পশুগণ আহার নিদ্রা মৈথুনাদি সকল ব্যাপারই নির্ব্বাহিত করে। কিন্তু জ্ঞানবলে যে পরমতত্ত্ব লাভ করা যায় তাহা লাভ করা তাহাদের সাধ্যাতীত। জ্ঞানবান্ মনুষ্যেরা পরমার্থতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া, কেবল বাহ্য ভোগে উন্মত্ত থাকিয়া এই জ্ঞানময় মানবজীবন কখনই বৃথা অতিবাহিত করেন না ॥২২॥

শক্নোতীহৈব যঃ সোঢ়ুং প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ ॥২৩॥

অন্বয়—যঃ (যিনি) শরীরবিমোক্ষণাৎ প্রাক্ (দেহাবসানের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত) ইহ (এই লোকে অবস্থানকালে) কামক্রোধোদ্ভবং (কাম ক্রোধজনিত) বেগং (বেগ) সোঢ়ুং (সহ্য করিতে) শক্নোতি (সমর্থ হন) স (তিনি) যুক্তঃ (সমাহিত) সঃ নরঃ (সেই নরই) সুখী (যথার্থ সুখী) ॥২৩॥

জড়শরীর ত্যাগপর্য্যন্ত বিষয়-স্বীকার অবশ্য করিতে হইবে জানিয়া যিনি নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ-দ্বারা কাম ও ক্রোধের বেগ সহ্য করিতে সক্ষম হন, তিনিই আত্মসমাধিযুক্ত ও প্রকৃত সুখী.॥২৩॥

তাৎপর্য্য—

শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিপ্রায় দ্রষ্টব্য।

যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।
স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি ॥২৪॥

অন্বয়—যঃ অন্তঃসুখঃ (যিনি অন্তরাত্মায় সুখী) অন্তরামঃ (আত্মাতেই প্রীত) তথা (এবং) যঃ (যিনি) অন্তর্জ্যোতিঃ (আত্মাতেই দৃষ্টিযুক্ত) সঃ যোগী (সেই যোগী) ব্রহ্মভূতঃ (ব্রহ্মে স্থিত হইয়া) ব্রহ্মনির্ব্বাণম্ (ব্রহ্মলয়) অধিগচ্ছতি (প্রাপ্ত হন) ॥২৪॥

যিনি বাহ্য জগতের সুখ, আরাম ও জ্যোতিকে 'অনিত্য'-জ্ঞানে অন্তর্জগতের সুখ, ক্রীড়া ও জ্যোতিযুক্ত হইয়া ব্রহ্মভূত

অর্থাৎ শুদ্ধ-জীবস্বরূপ প্রাপ্ত হন, তিনিই যোগী এবং তিনি 'ব্রহ্মনির্ব্বাণ' লাভ করেন ॥২৪॥

তাৎপর্য্য—

শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিপ্রায় দ্রষ্টব্য।

লভন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ॥২৫॥

অন্বয়—ক্ষীণকল্মষাঃ (নিষ্পাপ) ছিন্নদ্বৈধাঃ (সংশয়শূন্য) যতাত্মানঃ (সংযতাত্মা) সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ (সর্ব্বপ্রাণীর হিতে রত) ঋষয়ঃ (মুনিগণ) ব্রহ্মনির্ব্বাণং (ব্রহ্মলয় বা মোক্ষ) লভন্তে (লাভ করেন) ॥২৫॥

যতচিত্ত, সর্ব্বভূত-হিতকার্য্যে রত এবং সংশয়-রহিত ক্ষীণপাপ ঋষিসকল ব্রহ্মনির্ব্বাণ লাভ করেন ॥২৫॥

তাৎপর্য্য—

শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিপ্রায় দ্রষ্টব্য।

কামক্রোধবিমুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্।
অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বাণং বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাম্ ॥২৬॥

অন্বয়—কামক্রোধবিযুক্তানাং (কাম-ক্রোধ-রহিত) যতচেতসাং (সংযতচিত্ত) বিদিতাত্মনাং (আত্মতত্ত্বজ্ঞগণের) যতীনাং (সন্ন্যাসীদিগের) অভিতঃ (কি জীবন্ত কি মৃত অবস্থায়) ব্রহ্মনির্ব্বাণং (ব্রহ্মলয়) বর্ত্ততে (হইয়া থাকে) ॥২৬॥

কামক্রোধহীন, যতচিত্ত, আত্মতত্ত্বজ্ঞ যতিদিগের সম্বন্ধে ব্রহ্মনির্ব্বাণসর্ব্বতোভাবে অনতিবিলম্বে উপস্থিত হয়। সংসার স্থিত নিষ্কাম-কর্ম্মযোগী সদসৎ বিচারপূর্ব্বক প্রকৃতির অতীত সদ্বস্তু ব্রহ্মে অবস্থান করেন; তাহাতে জড়দুঃখরূপ ক্লেশ-নির্ব্বাণ হয়; ইহাকেই 'ব্রহ্মনির্ব্বাণ' বলে ॥২৬॥

তাৎপর্য্য—

শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিপ্রায় দ্রষ্টব্য।

স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্ব্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ ॥২৭॥

যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ ॥২৮॥

অন্বয়—বাহ্যান্ (বাহ্য) স্পর্শান্ (বিষয়সমূহকে) বহিঃ (মন হইতে বাহিরে) চক্ষুঃ চ এব (চক্ষুকেও) ভ্রুবোঃ (ভ্রূদ্বয়ের) অন্তরে (মধ্যে) কৃত্বা (করিয়া) নাসাভ্যন্তরচারিণৌ (প্রাণ ও অপান বায়ুকে সমান করিয়া) যতেন্দ্রিয়-মনোবুদ্ধিঃ (ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধিসংযত) মোক্ষপরায়ণঃ (মোক্ষপরায়ণ) বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধঃ (ইচ্ছাভয়ক্রোধবিমুক্ত) যঃ মুনিঃ যে মুনি) সঃ (তিনি) সদা (সর্ব্বদা) মুক্তিঃ এব (মুক্ত হন) ॥২৭-২৮॥

হে অর্জ্জুন! ঈশ্বরার্পিত-কর্ম্মযোগ দ্বারা অন্তঃকরণ-শুদ্ধি; সেইশুদ্ধিহইতে 'ত্বং'পদার্থ-নিরূপক জ্ঞান। সেই জ্ঞান-জনিত 'তৎ,পদার্থ জ্ঞান-স্বরূপা ভক্তি এবং ভক্তিজনিত গুণাতীত জ্ঞান-

দ্বারা ব্রহ্মানুভব লাভ ঘটে,—এইসকল ক্রম তোমাকে বলিলাম। সম্প্রতি শুদ্ধান্তঃকরণ ব্যক্তির ব্রহ্মানুভব সাধনরূপ অষ্টাঙ্গ যোগ বলিব। তাহার অভ্যাসরূপ কয়েকটি কথা বলিতেছি, শ্রবণ কর। শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ প্রভৃতি বাহ্য স্পর্শসকলকে মন হইতে বহিষ্কৃত করিয়া অর্থাৎ প্রত্যাহার সাধন করত চক্ষুকে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী রাখিয়া নাসিকার অগ্রভাগে দৃষ্টি করিতে থাকিবে। সম্পূর্ণ নিমীলন দ্বারা নিদ্রার আশঙ্কা এবং সম্পূর্ণ উন্মীলন দ্বারা বহির্দৃষ্টির আশঙ্কা থাকায় অর্দ্ধনিমীলন পূর্ব্বক নেত্রদ্বয়কে এরূপ নিয়মিত করিবে যেন, নাসাগ্রে দৃষ্টিপাত হয়। উচ্ছ্বাস-নিশ্বাসরূপে উভয় নাসিকার অভ্যন্তরে প্রাণবায়ু ও অপানবায়ু চালিত করিয়া ঊর্দ্ধাধোগতি নিরোধপূর্ব্বক তাহাদের সমতা সাধন করিবে। এইপ্রকারে আসীন ও মুদ্রাযুক্ত হইয়া জিতেন্দ্রিয়, জিতমনা, জিতবুদ্ধি ও মোক্ষপরায়ণ মুনি ইচ্ছা, ভয় ও ক্রোধ ত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মানুভব অভ্যাস করিলে গুণাতীত ধর্ম্মরূপা জড়মুক্তি লাভ করিতে পারেন। অতএব নিষ্কাম-কর্মযোগ-সাধনকালে অষ্টাঙ্গযোগকেও 'তদঙ্গ' বলিয়া সাধন করিতে হয় ॥২৭-২৮॥

তাৎপর্য্য

শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিপ্রায় দ্রষ্টব্য।

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্ব্বলোকমহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥২৯॥

অন্বয়—যজ্ঞতপসাং (যজ্ঞ ও তপস্যাসমূহের) ভোক্তারং (ভোক্তা) সর্ব্বলোকমহেশ্বরং (সর্ব্বলোকের মহান্ ঈশ্বর) সর্ব্বভূতানাং (সর্ব্বপ্রাণীর) সুহৃদং (উপকারক) মাং (আমাকে) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) [মানবাঃ (মনুষ্য)] শান্তিম্ (মোক্ষ) ঋচ্ছন্তি (লাভ করেন)॥২৯॥

এবম্ভূত কর্ম্মযোগিগণ আমাকে সকল যজ্ঞের ও তপস্যার পালয়িতা এবং সর্ব্বলোক-মহেশ্বর ও সর্ব্বভূতের সুহৃদ্ জানিয়া অন্তে সাধুসঙ্গদ্বারা ভক্তিযোগ প্রাপ্ত হইয়া মোক্ষ লাভ করেন ॥২৯।

॥ ইতি শ্রীমদ্ভগদ্গীতাশাস্ত্রে পঞ্চমোঽধ্যায়স্য অন্বয় ॥

তাৎপর্য্য—

শ্রীলবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের অভিপ্রায়—উল্লিখিতরূপ যোগাশ্রয় করিয়া জ্ঞানলাভ করিলেও কেবল মাত্র ভক্তিজাত পরমাত্ম জ্ঞান দ্বারাই মোক্ষ লাভ করা যায় ইহাই এই শ্লোকে প্রতিপাদিত হইতেছে। কর্ম্মীদিগের অনুষ্ঠিত যজ্ঞাদি এবং জ্ঞানীদিগের অনুষ্ঠিত তপস্যাদি উভয়েরই আমি ভোক্তা ও পালয়িতা। সুতরাং কর্ম্মী ও জ্ঞানী উভয়েরই আমি উপাস্য। সর্ব্বলোকের আমি মহানিয়ন্তা ও অন্তর্য্যামী। সুতরাং যোগীদিগেরও আমি উপাস্য। সকল ভূতকে আমি কৃপা-সহকারে স্বকীয় ভক্তদ্বারা স্বকীয় ভক্তি সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান

করিয়া তাহাদের হিতসাধন করি—সুতরাং আমি ভক্তদিগের উপাস্য। সাধকেরা সত্ত্বগুণময় জ্ঞানের দ্বারা ভক্তের ভগবান্-স্বরূপ আমাকে জানিয়াও অপরোক্ষানুভবদ্বারা গোচরীভূত করিয়া মোক্ষপ্রাপ্ত হন। এই অধ্যায়ে ইহাই নিরূপিত হইয়াছে যে, নিষ্কাম কর্ম্ম দ্বারা জীবাত্মা ও পরমাত্মার জ্ঞান লাভ করিয়া যোগী ও জ্ঞানীগণ মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন ॥২৯॥

॥ পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ॥

ষষ্ঠোঽধ্যায়

ধ্যানযোগ

শ্রীভগবান্ উবাচ :—

অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ ॥১॥

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ বলিলেন) যঃ (যিনি) কর্ম্মফলং (কর্ম্মফলকে) অনাশ্রিতঃ (আশ্রয় না করিয়া) কার্য্যং (কর্ত্তব্য) কর্ম্ম (কর্ম্ম) করোতি (সম্পাদন করেন) সঃ (তিনিই) সন্ন্যাসী চ (সন্ন্যাসী) যোগী চ (এবং তিনিই যোগী) ; ন নিরগ্নিঃ (অগ্নিদ্বারা সাধ্য ইষ্টকর্ম্মত্যাগী) ন চ অক্রিয়ঃ (অথবা পূর্ণকর্ম্মত্যাগী কেহই সন্ন্যাসী বা যোগী নহেন) ॥১॥

নিরগ্নি অর্থাৎ অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মত্যাগ করিলেই যে সন্ন্যাসী হয়, এরূপ মনে করিবে না এবং অর্দ্ধ-নিমীলিতনেত্র হইয়া দৈহিক চেষ্টাশূন্য হইলেই যে অষ্টাঙ্গযোগী হয় তাহাও নয়। কিন্তু কর্ম্মফল ত্যাগ পূর্ব্বক যিনি কর্ত্তব্য-কর্ম্মসকল আচরণ করেন, তাঁহাকেই 'সন্ন্যাসী' বা 'যোগী' উভয় নাম প্রয়োগ করা যাইতে পারে ॥১॥

তাৎপর্য্য —

অষ্টাঙ্গ যোগ সমন্বিত কর্ম্মযোগের উপদেশ প্রদান করিবার অভিপ্রায়ে শ্রীভগবান্ প্রথমে দুই শ্লোকে তাহার উপায় স্বরূপ কর্ম্মযোগের প্রশংসা করিতেছেন। কর্ম্মের ফলস্বরূপ পশু, অন্ন, পুত্র স্বর্গ প্রভৃতির কোন বিষয়ে যাহার কামনা নাই, কার্য্য অবশ্য কর্ত্তব্য জানিয়া যিনি ফলাসঙ্গ রহিত হইয়া তাহার অনুষ্ঠান করেন। তিনি জ্ঞানযোগনিষ্ঠ সন্ন্যাসী এবং অষ্টাঙ্গ যোগনিষ্ঠ যোগী। কেবল কর্ম্মযোগ দ্বারাই

তাহার উভয় ফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। অগ্নিহোত্রাদি ও অগ্নিসাধ্য কর্ম্মত্যাগ করিয়া যতিবেশ পরিগ্রাহ্য করিলেই যে সন্ন্যাসী হওয়া যায় এমন নহে এবং শারীরিক চেষ্টাদিরূপ ক্রিয়া ত্যাগ করিয়া অর্দ্ধনিমিলিত নেত্রে উপবিষ্ট থাকিলেই যে যোগী হওয়া যায় এমন নহে। এতদ্বারা ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে যে যাহারা যোগমার্গে আরোহণ করিবার অভিলাষী সহসা কর্ম্মত্যাগ করা তাহাদের পক্ষে উচিত নহে ॥১॥

শ্রীমদ্বলদেব ও শ্রীমদ্বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে জিতেন্দ্রিয় যোগিদিগের যোগের প্রকার এবং চঞ্চল চিত্তগণের অচঞ্চল লাভের উপায় কথিত হইতেছে ॥১॥

যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।
ন হ্যসংন্যস্তসংকল্পো যোগী ভবতি কশ্চন ॥২॥

অন্বয়—পাণ্ডব! (হে পাণ্ডুপুত্র অর্জ্জুন) [পণ্ডিতগণ] যং (যাঁহাকে) সন্ন্যাসম্ ইতি (সন্ন্যাস বলিয়া) প্রাহুঃ (কহিয়া থাকেন) তং (তাহাই) যোগং (যোগ বলিয়া) বিদ্ধি (জানিও) অসংন্যস্তসংকল্পঃ (অপরিত্যক্তসংকল্প) কশ্চন (কোনও ব্যক্তি) যোগী (যোগী) ন হি ভবতি (হইতে পারে না) ॥২॥

হে পাণ্ডব! যাহাকে 'সন্ন্যাস' বলা যায়, তাহাকেই যোগ বলা যায় এবং কাম-সংকল্প পরিত্যাগ না করিলে জীব কখনও যোগিপদবাচ্য হয় না। পূর্ব্বে আমি তোমাকে সাংখ্য ও কর্ম্মযোগের যেরূপ একতা দেখাইয়াছি, সেইরূপ অষ্টাঙ্গযোগ ও কর্ম্মযোগের একতা এখন দেখাইব। বাস্তব বিচারে সাংখ্যযোগ, কর্ম্মযোগ ও অষ্টাঙ্গযোগ ইহারা কেহ পৃথক্ নয়। মূর্খেরাই ইহাদিগকে পৃথক পৃথক্ পদ্ধতি বলিয়া জানে ॥২॥

তাৎপর্য্য —

কর্ম্মযোগ পরায়ণ অসন্ন্যাসী ব্যক্তিকেও কেন সন্ন্যাসী শব্দে অভিহিত করা হইল তাহারই হেতু প্রদর্শিত হইতেছে। সকল কর্ম্ম ও তাহার ফলত্যাগকেই সন্ন্যাস বলে। "পুত্রাভিলাষ, ধনাভিলাষ, স্বর্গাদি স্থানপ্রাপ্তি অভিলাষ পরিবর্জন পূর্ব্বক ভিক্ষাচর্য্য অবলম্বন করাই সন্ন্যাস"। ফলতৃষ্ণা ও কর্ত্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানকে কর্ম্মযোগ বলে। হে পান্ডুকুলপ্রদীপ! এতাদৃশ কর্ম্মযোগকেই সন্ন্যাস বলিয়া জানিবে। যিনি সংকল্পের সন্ন্যাস করিতে অর্থাৎ কর্ম্মসম্বন্ধে ফল সংকল্প পরিহার করিতে পারেন নাই তিনি কখনই যোগী শব্দ বাচ্য হইতে পারেন না। যোগী হইলেও তাহাকে ফলসংকল্প পরিশূন্য হইতে হইবে। চিত্তবৃত্তি নিরোধের নাম যোগ। সুতরাং যিনি তৃষ্ণারূপা চিত্তবৃত্তি নিরোধহেতু কর্ম্ম বিষয়ে ফলতৃষ্ণা ও কর্ত্তৃত্বাভিমান পরিশূন্য তিনি গৌণবৃত্তির-দ্বারা সন্ন্যাসী শব্দ বাচ্য। ফলতঃ সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ উভয়েই একার্থবাচক। উভয় অবস্থাতেই ফলত্যাগ ও তৃষ্ণারূপা চিত্তবৃত্তি নিরোধ বিষয়ক সমতা থাকায়, কর্ম্মযোগীকে গৌণ-বৃত্তির দ্বারা উভয় শব্দে নির্দ্দেশ করা অসঙ্গত নহে ॥২॥

আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে ॥৩॥

অন্বয়—যোগম্ (জ্ঞানযোগে) আরুরুক্ষোঃ (আরোহন করিতে ইচ্ছুক) মুনেঃ (মুনি বা সাধকের পক্ষে) কর্ম্ম (কর্ম্মই) কারণম্ উচ্যতে (কারণ-রূপে উক্ত হয় [যিনি] যোগারূঢ়স্য (যোগারূঢ়) তস্য এব (তাহার পক্ষে) শমঃ (কর্ম্মসন্ন্যাসই) কারণম্ উচ্যতে (কারণ বলিয়া কথিত হয়) ॥৩॥

'যোগ' একটি সোপানবিশেষ, জীবের জীবনের অতি নীচ অবস্থার অর্থাৎ জড়তুল্য জড়বিষয়াবিষ্টতার অবস্থা হইতে বিশুদ্ধ চিদবস্থা পর্যান্ত একটি সোপান আছে। সেই সোপানের এক-একটি অংশের এক-একটি নাম আছে। কিন্তু যোগই সমস্ত সোপানের নাম। যোগ-সোপানের দুইটি স্থূলবিভাগ; যোগারুরুক্ষু মুনিসকলের অর্থাৎ যাঁহারা আরোহণ কার্য্য কেবল আরম্ভ করিয়াছেন, তাঁহাদের কর্ম্মই সাধক, আর যোগারূঢ় পুরুষদিগের শম অথাৎ বিক্ষেপক-কর্ম্মোপরতিই সাধক ॥৩॥

তাৎপর্য্য—

শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিপ্রায় দ্রষ্টব্য।

যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুষজ্জতে।
সর্ব্বসংকল্পসংন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে ॥৪॥

অন্বয়—[নরঃ (নর)] যদা হি (যখনই) ন ইন্দ্রিয়ার্থেষু (ইন্দ্রিয়-ভোগ্য রূপ রসাদি বিষয়ে) [এবং] ন কর্ম্মসু অনুষজ্জতে (ইন্দ্রিয়সাধ্যকর্ম্ম-সমূহে আসক্ত হয় না) সর্ব্বসংকল্পসন্ন্যাসী (সর্ব্বপ্রকার সংকল্পত্যাগী হয়) তদা (তখন) [সঃ (তিনি)] যোগারূঢ়ঃ (যোগারূঢ় বলিয়া) উচ্যতে (কথিত হন) ॥৪॥

সেই সময়েই জীবকে যোগারূঢ় বলা যায়, যে-সময় ইন্দ্রিয়ার্থ ও কর্ম্ম-আসক্তি থাকে না এবং যোগী পূর্ণরূপে সংকল্পসমূহে সন্ন্যাস আচরণ করেন ॥৪॥

তাৎপর্য্য—

শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিপ্রায় দ্রষ্টব্য।

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥৫॥

অন্বয়—আত্মনা (বিবেকযুক্ত মনদ্বারা) আত্মানং (আত্মাকে) উদ্ধরেৎ (সংসার হইতে উদ্ধার করিবে) আত্মানং (আত্মাকে) ন অবসাদয়েৎ (অবসন্ন করিবে না) আত্মা এব (আত্মাই) আত্মনঃ (আত্মার) বন্ধুঃ (উপকারক) আত্মা এব (আত্মাই) আত্মনঃ (আত্মার) রিপুঃ (অপকারক) ॥৫॥

বিষয়াসক্তি-রহিত মনের দ্বারাই আত্মাকে অর্থাৎ সংসারকূপে পতিত জীবকে উদ্ধার করিবে। আত্মাকে সংসার-সংকল্পদ্বারা অবসন্ন করিবে না। মনই জীবের অবস্থাভেদে বন্ধু ও শত্রু হইয়া থাকে ॥৫॥

তাৎপর্য্য—

এই সংসার সাগরে নিমগ্ন আত্মাকে স্বকীয় বিবেক সম্পন্ন মনের দ্বারাই উদ্ধার করিতে হয়। বিষয়াসক্তির দ্বারা তাহাকে সংসার সমুদ্রে নিমজ্জিত করা কখনই উচিত নহে। যাহাতে আত্মার অধোগতি হয় তাদৃশ কর্মানুষ্ঠান কখনই শ্রেয়ঃস্কর নহে। এই সংসারে যে লোকের সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া আমরা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করি তাহারা কেহই আত্মার সংসার

বন্ধন নিবারণের সহায় নহেন, আপনার উদ্ধারার্থ আপনাকে একাকী প্রযত্নবান্ হইতে হইবে। পরম প্রেমাস্পদ চিরপ্রেমময়ী প্রণয়িনী, অভিন্নহৃদয় বান্ধব ইত্যাদিকে আমরা পরমাত্মীয় পরম হিতৈষী বন্ধু বলিয়া জ্ঞান করি এবং প্রতিবন্ধী ধনবানকে, বিরুদ্ধস্বভাব জ্ঞাতিকে, গ্লানিকারী দুষ্ট ও খলকে আমরা একান্ত শত্রু বলিয়া মনে করি কিন্তু এসকলই মিথ্যা বোধ মাত্র। আপনার প্রকৃত শত্রু বা মিত্র দূরে বাস করে না। অবিচ্ছিন্ন-ভাবে সে শত্রু মিত্র নিত্য সহচররূপে সঙ্গেই ফিরিতেছে। আপনিই আপনার পরম মিত্র, আপনিই আপনার পরম শত্রু বিবেকবলে আত্মাকে বিষয়কূপ হইতে উদ্ধার করিয়া যোগরূপ সুখময় স্থানে সংস্থাপিত করা আত্মারই সাধ্য। অথবা আত্মাকে সবলে অজ্ঞানান্ধকারাচ্ছন্ন বিষয়কূপে নিমজ্জিত করাও আত্মারই ক্ষমতাধীন। অতএব আত্মা অপেক্ষা প্রবল পরাক্রান্ত শত্রু বা মিত্র আর কে হইতে পারে? ॥৫॥

বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনৈবাত্মাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্ত্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ ॥৬॥

অন্বয়—যেন (যাঁহার দ্বারা) আত্মনা এব (নিজ বিবেক কর্ত্তৃক) আত্মা (মন) জিতঃ (বশীভূত হইয়াছে) তস্য (তাঁহার) আত্মা (আত্মা) আত্মনঃ (আত্মার) বন্ধু (বন্ধু) অনাত্মনঃ তু (কিন্তু অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির) আত্মা (আত্মা) শত্রুত্বে (শত্রুবৎ অপকার কার্য্যে) বর্ত্তেত (নিযুক্ত হইয়া থাকে)॥৬॥

যে-জীব মনকে জয় করিয়াছেন, মনই তাঁহার বন্ধু; আর অজিতমনা ব্যক্তির পক্ষে মনই তাঁহার শত্রু ॥৬॥

তাৎপর্য্য—

শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিপ্রায় দ্রষ্টব্য।

জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ ॥৭॥

অন্বয়—জিতাত্মনঃ (জিতেন্দ্রিয়) প্রশান্তস্য (রাগদ্বেষাদিরহিত ব্যক্তিরই) পরম্ (কেবল) আত্মা (আত্মা) শীতোষ্ণ সুখদুঃখেষু (শীত উষ্ণ ও সুখ-দুঃখাদিতে) তথা (এবং) মানাপমানয়োঃ (মান ও অপমানে) সমাহিতঃ (পরমাত্মাতে অবস্থিত হয়) ॥৭॥

যোগারূঢ় পুরুষের এই সকল লক্ষণ দেখিবে,—শীত উষ্ণ, সুখ দুঃখ, মান ও অপমান-দ্বারা অবিকৃতমনা হইয়া তাঁহার আত্মা অত্যন্ত সমাহিত ॥৭॥

তাৎপর্য্য—

শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিপ্রায় দ্রষ্টব্য

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ ॥৮॥

অন্বয়—জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা (জ্ঞান ও বিজ্ঞানে যাঁহার চিত্ত নিরাকাঙ্ক্ষ) কূটস্থঃ (নির্ব্বিকার) বিজিতেন্দ্রিয় (বিজিতেন্দ্রিয়) সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ

(মৃত্তিকা, প্রস্তর ও স্বর্ণে হেয়োপাদেয়বুদ্ধিশূন্য) [সঃ (তিনিই) যুক্তঃ (যোগারূঢ়) যোগী (যোগী বলিয়া) উচ্যতে (অভিহিত হন) ॥৮॥

তিনি উপদিষ্ট জ্ঞান ও অপরোক্ষানুভূতিরূপ বিজ্ঞান অর্থাৎ বিবিক্তাত্মানুভব-দ্বারা পরিতৃপ্ত ; চিৎস্বভাবে স্থিত ; জিতেন্দ্রিয় এবং লোষ্ট্র, মৃৎপিণ্ড, প্রস্তর ও স্বর্ণ সমুদায়ই যে জড়পরিণতি, এরূপ সিদ্ধান্তযুক্ত যোগী-পুরুষই 'যুক্ত' বলিয়া কথিত হন ॥৮॥

তাৎপর্য্য—

শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিপ্রায় দ্রষ্টব্য ।

সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু ।
সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে ॥৯॥

অন্বয়—সুহৃন্মিত্রার্য্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু (সুহৃৎ, মিত্র, অরি, উদাসীন, মধ্যস্থ, দ্বেষের ও প্রিয়পাত্রগণের) সাধুষু (সাধুগণের) পাপেষু এবং পাপীগণের প্রতি) সমবুদ্ধিঃ অপি (সমবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিও) বিশিষ্যতে (বিশিষ্ট বা প্রধান) ॥৯॥

সুহৃৎ, মিত্র, অরি, উদাসীন, মধ্যস্থ, দ্বেষ্য, বন্ধু, ধার্ম্মিক ও পাপাচারী এ সকলের প্রতি সমবুদ্ধিদ্বারা তিনি শ্রেষ্ঠতা লাভ করেন ॥৯॥

তাৎপর্য্য—

যাঁহার শত্রু মিত্র সকলেই সমজ্ঞান তিনিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ব্যক্তি ইহাই এই শ্লোকে প্রতিপাদ্য । কে কি কর্ম্ম করিতেছে কাহার কি উদ্দেশ্য তৎসম্বন্ধে কোন লক্ষ্য না করিয়া মহোপকারী সুহৃৎ, প্রাণ গ্রহণ উৎসুখ শত্রু, স্নেহবদ্ধহিতৈষী, পক্ষপাত

বিবর্জিত নির্লিপ্ত ব্যক্তি, শুভানুধ্যায়ী মধ্যস্থ, প্রত্যক্ষভাবে অহিতকাম, সম্বন্ধবদ্ধ কল্যাণাকাঙ্ক্ষী, শাস্ত্রসংগত সদাচার সম্পন্ন সাধু এবং শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম্মনিরত পাপী সকলকেই যিনি নির্ব্বিশেষভাবে দর্শন করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ। সকল যোগারূঢ়ের মধ্যে তিনি উত্তম ॥৯॥

যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ ॥১০॥

অন্বয়—যোগী (যোগী) একাকী (সঙ্গহীন) সততং (নিরন্তর) রহসি স্থিতঃ (নির্জ্জনে থাকিয়া) যতচিত্তাত্মা (সংযতচিত্ত হইয়া) নিরাশীঃ (নিরাকাঙ্ক্ষ) [ও] অপরিগ্রহঃ (পরিগ্রহশূন্য হইয়া) আত্মানং (মনকে) যুঞ্জীত (সমাহিত করিবেন) ॥১০॥

যোগারূঢ় ব্যক্তি বৈরাগ্য ও অপরিগ্রহ সহকারে দেহ এবং মনকে বশীভূত করিয়া ক্রমশঃ অধিক সময় একান্তে স্থিত হইয়া মনকে সমাধিযুক্ত করিবেন ॥১০॥

তাৎপর্য্য -

শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরঅভিপ্রায় দ্রষ্টব্য। (১০—৩২ শ্লোক)

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চৈলাজিনকুশোত্তরম্ ॥১১॥

তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে ॥১২॥

অন্বয়—শুচৌ দেশে (পবিত্র স্থানে) ন অত্যুচ্ছ্রিতং (অতিশয় উচ্চ নয়) ন অতিনীচং (অতিশয় নীচ নয়, এরূপ) চেলাজিনকুশোত্তরম্ (কুশোপরি ব্যাঘ্রচর্ম্মাসনের উপর বস্ত্র আচ্ছাদন করত) আত্মনঃ (নিজের) স্থিরম্ আসনং (স্থিরভাবে আসন) প্রতিষ্ঠাপ্য (প্রতিষ্ঠা করিয়া) তত্র আসনে (সেই আসনে) উপবিশ্য (উপবেশনপূর্ব্বক) মনঃ (মনকে) একাগ্রং (একাগ্র) কৃত্বা (করিয়া) যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ (চিত্ত ও ইন্দ্রিয়ক্রিয়া সংযত করত) আত্মবিশুদ্ধয়ে (চিত্তশুদ্ধির জন্য) যোগং যুঞ্জ্যাৎ (যোগাভ্যাস করিবেন) ॥১১ ১২॥

একান্তে যোগাভ্যাসের নিয়ম এই যে, কুশাসনোপরি মৃগচর্ম্মাসন, তদুপরি বস্ত্রাসন রাখিয়া অত্যন্ত উচ্চ বা অত্যন্ত নীচ না করিয়া সেই আসন বিশুদ্ধ ভূমিতে স্থাপনপূর্ব্বক, তাহাতে আসীন হইবেন। তথায় উপবিষ্ট হইয়া চিত্ত, ইন্দ্রিয় ও ক্রিয়াকে নিয়মিত করত চিত্তশুদ্ধির জন্য মনকে একাগ্র করিয়া যোগাভ্যাস করিবেন ॥১১-১২॥

সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।
সংপ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্ ॥১৩॥

প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ ॥১৪॥

অন্বয়—কায়শিরোগ্রীবং (দেহমধ্যাংশ, মস্তক ও গ্রীবা) সমম্ (সরল) [ও] অচলং (স্থির) ধারয়ন্ (ধারণ করিয়া) স্থিরঃ (দৃঢ়প্রযত্ন হইয়া) স্বং (নিজ) নাসিকাগ্রং (নাসিকাগ্রভাগে) সংপ্রেক্ষ্য (সম্যগ্‌রূপে দৃষ্টি নিবদ্ধ করত) দিশঃ চ (চতুর্দ্দিকে) অনবলোকয়ন্ (দৃষ্টিপাত না করিয়া) প্রশান্তাত্মা (প্রশান্ত চিত্ত) বিগতভীঃ (নির্ভীক), ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ (ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিত হইয়া), মনঃ সংযম্য (চিত্ত-সংযমপূর্ব্বক) মচ্চিত্তঃ (মদ্গতচিত্ত) মৎপরঃ (মৎপরায়ণ হইয়া) যুক্তঃ আসীত (যোগযুক্ত থাকিবে) ॥১৩-১৪॥

শরীর, মস্তক ও গ্রীবাকে সমানভাবে রাখিয়া অন্যদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ না হয়, তজ্জন্য নাসিকাগ্রভাগে দৃষ্টি করত প্রশান্তাত্মা, ভয়শূন্য ও ব্রহ্মচারি-ব্রতে স্থিত পুরুষ মনকে সমস্ত জড়ীয়-বিষয় হইতে সংযমনপূর্ব্বক চতুর্ভুজ-স্বরূপ আমার বিষ্ণুমূর্ত্তিতে পরমাত্মপরায়ণ হইয়া যোগাভ্যাস করিবেন ॥১২-১৪॥

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়ত মানসঃ।
শান্তিং নির্ব্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি ॥১৫॥

অন্বয়—এবং (এইরূপে) সদা (সর্ব্বদা) আত্মানং (চিত্তকে) যুঞ্জন্ (সমাহিত করিয়া) নিয়তমানসঃ (সংযতচিত্ত) যোগী (যোগী) নির্ব্বাণপরমাং (নির্ব্বাণপ্রাপক) মৎসংস্থাং (মদ্রূপে অবস্থিত) শান্তিম্ (শান্তি) অধিগচ্ছতি (লাভ করেন) ॥১৫॥

এইরূপ যোগাভ্যাস করিতে করিতে যোগীর জড়সম্বন্ধী চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধা হয়। যদি ভক্তিপরায়ণতার অভাব না হয়, তবে ক্রমে যোগী মৎসংস্থা নির্ব্বাণ-পরা শান্তি অর্থাৎ জড়মোক্ষ ও চিৎপ্রকৃতিকে লাভ করেন ॥১৫॥

নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জ্জুন ॥১৬॥

অন্বয়—অর্জ্জুন! (হে অর্জ্জুন!) অত্যশ্নতঃ ন (অতিভোজনপরায়ণের যোগ হয় না) একান্তম্ অনশ্নতঃ (একান্ত ভোজনহীনেরও) ন চ (যোগ হয় না), অতিস্বপ্নশীলস্য ন চ (অত্যন্ত নিদ্রালু ব্যক্তিরও নহে) জগ্রত এব (অতিশয় জাগরণশীলেরও) যোগঃ ন অস্তি (যোগ হয় না) ॥১৬॥

অধিক ভোজনকারী, নিতান্ত অনাহারী, অধিক নিদ্রাপ্রিয় এবং নিতান্ত নিদ্রাশূন্য ব্যক্তির যোগ সম্ভব নয় ॥১৬॥

যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্ম্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ॥১৭॥

অন্বয়—যুক্তাহারবিহারস্য (যিনি নিয়মিত আহার ও বিহার করেন), কর্ম্মসু যুক্তচেষ্টস্য (কর্ম্মসমূহে যাঁহারা নিয়মিত উদ্যম থাকে), যুক্তস্বপ্নাববোধস্য (যিনি পরিমিতরূপে নিদ্রিত ও জাগ্রত থাকেন) [তাঁহারই] যোগঃ (যোগ) দুঃখহা (দুঃখনিবর্ত্তক) ভবতি (হয়) ॥১৭॥

যুক্তাহার ও যুক্তবিহারশীল, কর্ম্মসকলে যুক্তচেষ্ট, যুক্তনিদ্র, যুক্তজাগর ব্যক্তিদিগেরই ক্রমচেষ্টা-দ্বারা জড়দুঃখনাশী যোগ সম্ভব হয় ॥১৭॥

যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।
নিস্পৃহঃ সর্ব্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা ॥১৮॥

অন্বয়—যদা (যখন) বিনিয়তং (বিশেষভাবে নিরুদ্ধ হইয়া) চিত্তং (চিত্ত) আত্মনি এব (আত্মাতেই) অবতিষ্ঠতে (নিশ্চলরূপে অবস্থান করে), তদা (তখন) সর্ব্বকামেভ্যঃ (ইহকাল ও পরকালের সর্ব্বভোগ হইতে) নিস্পৃহঃ (কামনাশূন্য ব্যক্তি) যুক্ত ইতি (যুক্ত বলিয়া) উচ্যতে (অভিহিত হন) ॥১৮॥

যখন যোগীর চিত্তবৃত্তি নিরোধ হয় অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি যখন জড়াবিষ্টতা পরিত্যাগ করে এবং অপাকৃত বিশেষসমূহে অর্থাৎ আত্মতত্ত্বে পরিনিষ্ঠিত হয়, তখন সমস্ত জড়-কামশূন্য হইয়া পুরুষ যোগযুক্ত হইয়া পড়ে ॥১৮॥

যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ ॥১৯॥

অন্বয়—নিবাতস্থঃ (বায়ুহীন প্রদেশে অবস্থিত) দীপঃ (দীপ) যথা (যেরূপ) ন ইঙ্গতে (বিচলিত হয় না), আত্মনঃ (আত্মবিষয়ক) যোগং যুঞ্জতঃ (যোগাভ্যাসকারী) যতচিত্তস্য (নিয়তচিত্ত) যোগিনঃ (যোগীর) সা (তাহাই) উপমা (তুলনা) স্মৃতা (জ্ঞাত হইবে) ॥১৯॥

বায়ুশূন্য গৃহে দীপ যেরূপ অচল হইয়া থাকে, যতচিত্ত যোগীর চিত্ত তদ্রূপ ॥১৯॥

যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া ।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি ॥২০॥

অন্বয়—যত্র (যে অবস্থায়) যোগসেবয়া (যোগাভ্যাসদ্বারা) নিরুদ্ধং (নিয়ত) চিত্তং (চিত্ত) উপরমতে (উপশম প্রাপ্ত হয়), যত্র চ (এবং যে অবস্থায়) আত্মনা (বিশুদ্ধচিত্তকর্তৃক) আত্মানং পশ্যন্ (আত্মাকে দর্শন করিয়া) আত্মনি এব (আত্মাতেই) তুষ্যতি (তুষ্টিপ্রাপ্ত হওয়া যায়) [তং যোগসংজ্ঞিতং বিদ্যাৎ (তাহাকে যোগ বলিয়া জানিবে)] ॥২০॥

এইরূপ যোগাভ্যাসদ্বারা চিত্তের বিষয়োপরতিক্রমে চিত্ত সমস্ত জড়বিষয় হইতে নিরুদ্ধ হয়, তখন সমাধি অবস্থা আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই অবস্থায় পরমাত্মাকারান্তঃকরণ-দ্বারা পরমাত্মাকে দর্শন করত তজ্জনিত সুখ লাভ করেন। পতঞ্জলিমুনি যে দর্শনশাস্ত্র প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাই শুদ্ধ অষ্টাঙ্গযোগ বিষয়ক শাস্ত্র। তাঁহার যথার্থ অর্থ বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার টীকাকারেরা এরূপ উক্তি করেন যে, বেদান্তবাদিগণ আত্মার চিদানন্দময়ত্বকে 'মোক্ষ' বলেন, তাহা অযুক্ত; যেহেতু কৈবল্য অবস্থায় আনন্দকে মানিতে গেলে সংবেদ্য-সংবেদন-স্বীকাররূপ দ্বৈতভাব-দ্বারা কৈবল্য হানি হইবে। কিন্তু পতঞ্জলি মুনি তাহা বলেন না। তিনি তাঁহার কৃত শেষসূত্রে এইমাত্র বলিয়াছেন,—

"পুরুষার্থশূন্যানাং প্রতিপ্রসবঃ কৈবল্যং স্বরূপপ্রতিষ্ঠা

বা চিতিশক্তিরিতি।" অর্থাৎ গণসকল ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ পুরুষার্থশূন্য হইলে ক্ষণিক বিকার উদ্ভব করে না ; তখন চিদ্ধর্ম্মের কৈবল্য হয়। তদ্দ্বারা তাহার স্বরূপ-প্রতিষ্ঠা বা অবস্থিতি হয় ; তাহাকে চিতিশক্তি' বলে। গাঢ়রূপে দেখিলে চরমাবস্থায় পতঞ্জলি আত্মার গুণধ্বংস স্বীকার করিলেন না। কেবল গুণসকলের অবিকারিত্ব স্বীকার করিলেন। চিতিশক্তি শব্দে চিদ্ধর্ম্ম বুঝিতে হয়। অবিকারিত্ব বিগত হইলে স্বরূপধর্ম্মোদয় হইয়া থাকে। প্রাকৃত-সম্বন্ধযোগে আত্মার যে দশা তাহারই নাম আত্মগুণবিকার। তাহা বিনষ্ট হইলে আত্মশক্তি, আত্মগুণ বা আত্মধর্ম্ম যে আনন্দ, তাহারও লোপ হইবে ; কিন্তু পতঞ্জলির এরূপ শিক্ষা নয়। উক্ত মুক্তদশায় প্রকৃতি-বিকারশূন্য আনন্দই প্রতিবুদ্ধ হইবে, সেই আনন্দই সুখস্বরূপ। তাহাই যোগের চরম ফল এবং তাহাকে 'ভক্তি' বলে ; ইহা পরে প্রদর্শিত হইবে ॥২০॥

সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ ॥২১॥

অন্বয় যত্র (যে অবস্থায়) অয়ং (এই যোগী) যৎ তৎ (নিরতিশয়) বুদ্ধিগ্রাহ্যম্ (কেবল বুদ্ধি কর্ত্তৃক গ্রহণীয়) অতীন্দ্রিয়ম্ (ইন্দ্রিয়াতীত আত্যন্তিকং (নিত্য) সুখং (সুখ) বেত্তি (অনুভব করেন) [যত্র (যে অবস্থায়)] স্থিতঃ (অবস্থিত হইয়া) তত্ত্বতঃ (আত্মস্বরূপ হইতে) ন চলতি (বিচলিত হন না) [তং যোগসংজ্ঞিতং বিদ্যাৎ (তাহাকে যোগ বলিয়া জানিবে)] ॥২১॥

সমাধি দুই প্রকার, সম্প্রজ্ঞাত ও অসম্প্রজ্ঞাত। সম্প্রজ্ঞাত সমাধি সবিতর্ক, সবিচারাদি-ভেদে বহুবিধ ; আর অসম্প্রজ্ঞাত সমাধি একই প্রকার। সেই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধিতে বিষয়েন্দ্রিয় সম্পর্করহিত আত্মাকারা বুদ্ধি-গ্রাহ্য আত্যন্তিক সুখ লাভ হয়।

সেই বিশুদ্ধ আত্মসুখে অবস্থিত যোগীর চিত্ত আর তত্ত্ব হইতে বিচলিত হয় না। এই অবস্থা লাভ করিতে না পারিলে অষ্টাঙ্গ-যোগে জীবের মঙ্গল হয় না; যেহেতু তাহাতে যে সকল বভূতিরূপ অবান্তর লাভ আছে, তাহাতে আকৃষ্ট হইলে যোগীর চিত্ত চরম উদ্দেশ্যরূপ সমাধি-সুখ হইতে বিচলিত হয়। এই সকল অন্তরায় হইতে যোগ-সাধন-সময়ে অনেক অমঙ্গলের ভয় আছে। কিন্তু ভক্তিযোগে সেরূপ আশংকা নাই, তাহা পরে কথিত হইবে ॥২১॥

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥২২॥

অন্বয়—যং (যেই আত্মসুখস্বরূপকে) লব্ধ্বা (লাভ করিলে) অপরং (অন্য লাভকে) ততঃ অধিকং (তাহা হইতে অধিক) ন মন্যতে (মনে করেন না) যস্মিন্ চ (এবং যাহাতে) স্থিতঃ (স্থিত হইয়া) গুরুণা দুঃখেন অপি (গুরুতর দুঃখেও) ন বিচাল্যতে (বিচলিত হন না) [তং যোগ সংজ্ঞং (তাহাকে যোগ বলিয়া জানিবে)] ॥২২॥

সমাধি যে সুখ লব্ধ হয়, তাহা হইতে অন্য কোন প্রকার সুখকে যোগী শ্রেষ্ঠ মনে করেন না; অর্থাৎ দেহযাত্রানির্ব্বাহ-কালে বিষয় সকলের সহিত ইন্দ্রিয়-সংস্পর্শ-দ্বারা যে-সকল ক্ষণিক সুখোৎপত্তি হয়, সে-সকল সুখকে তুচ্ছ বলিয়াই কেবল দেহযাত্রানির্ব্বাহের জন্য স্বীকার করেন। দুর্ঘটনা, পীড়া, অভাব ও মরণ পর্য্যন্ত গুরুতর দুঃখসকলকে সহ্য করিয়া

নিজের অন্বেষণীয় সমাধিসুখ সম্ভোগ করেন। সেই সকল দুঃখের দ্বারা চালিত হইয়া পরম সুখ পরিত্যাগ করেন না ॥২২॥

তং বিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্ব্বিণ্ণচেতসা ॥২৩॥
সঙ্কল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্ব্বানশেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ ॥২৪॥

অন্বয়—তং সেইরূপ অবস্থাবিশেষকে) দুঃখসংযোগবিয়োগং (সুখদুঃখ-সম্পর্কশূন্য) যোগসংজ্ঞিতং (যোগ বলিয়া) বিদ্যাৎ (জানিবে), অনির্ব্বিণ্ণ-চেতসা (নির্ব্বেদ রহিতচিত্তদ্বারা) সঙ্কল্পপ্রভবান্ (যোগপ্রতিকূল) সর্ব্বান্ কামান্ (সমস্ত কামনাকেই) অশেষতঃ (নিঃশেষভাবে) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) মনসা এব (মনদ্বারা) সমন্ততঃ (চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত) ইন্দ্রিয়গ্রামং (ইন্দ্রিয়সমূহকে) বিনিয়ম্য (নিয়ন্ত্রিত করিয়া) নিশ্চয়েন (নিশ্চয়দ্বারা) যোক্তব্যঃ (সেই যোগ অভ্যাস করিবে) ॥২৩—২৪॥

দুঃখসকল উপস্থিত হইয়াছে, ইহারা অধিক্ষণ থাকে না, ইহাদের বিয়োগ শীঘ্রই হইবে, এইরূপ নিশ্চয়তার সহিত যোগানুষ্ঠান করিবেন। যোগফল-লাভসম্বন্ধে বিলম্ব হইতেছে, কি ব্যাঘাত হইতেছে বলিয়া নিরর্থক নির্ব্বেদ-সহকারে যোগাভ্যাস পরিত্যাগ করিবেন না; অর্থাৎ যোগফল-লাভ পর্য্যন্ত বিশেষরূপে অধ্যবসায় করিবেন। যোগসম্বন্ধে প্রাথমিক কার্য্য এই যে, যম, নিয়ম, আসন ও প্রাণায়াম সিদ্ধফল এবং সংকল্পজনিত কামসমূহ সর্ব্বতোভাবে দূর করত মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়সকলকে সম্যকরূপে নিয়মিত করিবে ॥২৩-২৪॥

শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥২৫॥

অন্বয়—ধৃতিগৃহীতয়া (ধারণাবশীকৃত) বুদ্ধ্যা (বুদ্ধিদ্বারা) মনঃ (মনকে) আত্মসংস্থং (আত্মাতে সম্যক্ স্থিত) কৃত্বা (করিয়া) শনৈঃ শনৈঃ (ধীরে ধীরে) উপরমেৎ (শান্ত হইবে) কিঞ্চিৎ অপি (কিছুমাত্রও) ন চিন্তয়েৎ (চিন্তা করিবে না) ॥২৫॥

ধারণারূপ অঙ্গ হইতে লব্ধবুদ্ধি-দ্বারা ক্রমশঃ উপরতি শিক্ষা করিবে। ইহার নাম প্রত্যাহার। মনকে ধ্যান, ধারণা ও প্রত্যাহার দ্বারা সম্যক্ বশীভূত করিয়া আত্মসমাধি করিবে। তখন আর জড় বিষয়ের চিন্তা করিবে না। দেহযাত্রার জন্য বিষয়াদি চিন্তা করিয়াও তাহাতে আসক্ত হইবে না, ইহাই উপদিষ্ট হইল। ইহাই যোগের অন্ত্যকৃত্য ॥২৫॥

যতো যতো নিশ্চলতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ ॥২৬॥

অন্বয়—চঞ্চলং (চঞ্চল) [ও] অস্থিরং (অস্থির) মনঃ (মন) যতঃ যতঃ (যে যে বিষয়ের প্রতি) নিশ্চলতি (ধাবিত হইবে) ততঃ ততঃ (সেই সেই বিষয় হইতে) এতৎ (ইহাকে) নিয়ম্য (প্রত্যাহৃত করিয়া) আত্মনি এব (আত্মাতেই) বশং নয়েৎ (স্থির করিয়া রাখিতে হইবে) ॥২৬॥

মন স্বভাবতঃ চঞ্চল অস্থির। কখনও কখনও বিচলিত হইলেও তাহাকে যত্নপূর্ব্বক নিয়মিত করিয়া আত্মার বশে আনিতে হইবে ॥২৬॥

প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্ ।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্ ॥২৭॥

অন্বয়—শান্তরজসং (রজোগুণশূন্য) প্রশান্তমনসং (প্রশান্তচিত্ত) অকল্মষং (পাপহীন) [ও] ব্রহ্মভূতং (ব্রহ্মত্বপ্রাপ্ত) এনং (এই) যোগিনং হি (যোগীকে) উত্তমং সুখম্ (উত্তম সুখ) উপৈতি (স্বয়ং আশ্রয় করেন) ॥২৭॥

এইরূপ অভ্যাস ও বিঘ্ন-বিনাশপূর্ব্বক যাঁহার মন প্রশান্ত হয়, সেই ব্রহ্মভূত, পাপশূন্য, রজগুণ প্রশমিত-যোগী পূর্ব্বোক্ত উত্তম সুখ লাভ করেন ॥২৭॥

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে ॥২৮॥

অন্বয়—এবং (এইরূপে) সদা (সর্ব্বদা) আত্মানং (মনকে) যুঞ্জন্ (বশীভূত করিয়া) বিগতকল্মষঃ (নিষ্পাপ) যোগী (যোগী) সুখেন (অনায়াসে) ব্রহ্মসংস্পর্শম্ (ব্রহ্মসাক্ষাৎকাররূপ) অত্যন্তং সুখম্ (অত্যন্ত সুখ) অশ্নুতে (প্রাপ্ত হন) ॥২৮॥

এইপ্রকার আত্মসংযমী যোগী বিগতকল্মষ হইয়া ব্রহ্ম-সংস্পর্শরূপ অত্যন্ত সুখভোগ করেন; অর্থাৎ চিৎস্বরূপ পরব্রহ্মতত্ত্বানুশীলনরূপ আনন্দ লাভ করেন, ইহাই ভক্তি ॥২৮॥

সর্ব্বভূতস্থমাত্মানং সর্ব্বভূতানি চাত্মনি ।
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ ॥২৯॥

অন্বয়—যোগযুক্তাত্মা (যোগে সমাহিতচিত্ত) সর্ব্বত্র সমদর্শনঃ (সর্ব্বত্র সমদর্শী) [স যোগী (সেই যোগী)] আত্মানং (আমাকে) সর্ব্বভূতস্থং (সর্ব্বভূতে স্থিত) সর্ব্বভূতানি চ (এবং সর্ব্বপ্রাণীকে) আত্মনি (আত্মাতে) ঈক্ষতে (দর্শন করেন) ॥২৯॥

সেই ব্রহ্মসংস্পর্শসুখ কিরূপ, তাহা সংক্ষেপত বলি। সমাধিপ্রাপ্ত যোগীর দুইটি ব্যবহার আছে অর্থাৎ ভাব ও ক্রিয়া। তাঁহার ভাব-ব্যবহার এইরূপ হয়,—তিনি আত্মাকে সর্ব্বভূতে এবং সর্ব্বভূতকে আত্মায় দর্শন করেন। ক্রিয়া ব্যবহারেও তিনি সর্ব্বত্র সমদর্শী। পরে দুইটি শ্লোকে ভাব ও একটি শ্লোকে ক্রিয়া ব্যাখ্যা করিতেছি ॥২৯॥

যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥৩০॥

অন্বয়—যঃ (যিনি) মাং (আমাকে) সর্ব্বত্র (সর্ব্বভূতে) পশ্যতি (দর্শন করেন) সর্ব্বং চ (এবং সর্ব্বপ্রাণীকে) ময়ি (আমাতে) পশ্যতি (দর্শন করেন) অহং (আমি) তস্য (তাঁহার নিকট) ন প্রণশ্যামি (অদৃশ্য হই না) স চ (তিনিও) মে (আমার) ন প্রণশ্যতি (অদৃশ্য হন না) ॥৩০॥

যিনি আমাকে সর্ব্বত্র দর্শন করেন এবং আমাতেই সমস্ত বস্তু দর্শন করেন, আমি তাঁহার হই, অর্থাৎ শাস্ত্ররীতি অতিক্রম করত আমাদের মধ্যে 'আমি তাহার, সে আমার,' এইরূপ একটি সম্বন্ধযুক্ত প্রেম উৎপন্ন হয়। সে সম্বন্ধ জন্মিলে আর আমি তাঁহাকে মদ্দর্শনাভাব-জনিত শুষ্ক নির্ব্বাণরূপ সর্ব্বনাশ

প্রদান করি না, অর্থাৎ তিনি আমার দাস হন বলিয়া আর নষ্ট হইতে পারে না ॥৩০॥

সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে ॥৩১॥

অন্বয়—যঃ (যিনি) সর্ব্বভূতস্থিতং (সর্ব্বভূতে অবস্থিত) মাং (আমাকে) একত্বম্ (অভেদ) আস্থিতঃ (আশ্রয় করিয়া) ভজতি (ভজন করেন) সঃ যোগী (সেই যোগী) সর্ব্বথা (সর্ব্বপ্রকারে) বর্ত্তমানঃ অপি (বর্ত্তমান থাকিয়াও) ময়ি (আমাতেই) বর্ত্ততে (অবস্থিত থাকেন) ॥৩১॥

যোগীর সাধনকালে সর্ব্বহৃদয়গত যে চতুর্ভুজাকার ঈশ্বরধ্যান উপদিষ্ট আছে, তাহাতে সমাধিকালে নির্ব্বিকল্প অবস্থায় দ্বৈতবুদ্ধিরহিত হইলে আমার সচ্চিদানন্দ শ্যামসুন্দর-মূর্ত্তিগত একত্ববুদ্ধি হয়। সর্ব্বভূতস্থিত আমাকে যে যোগী ভজন করেন অর্থাৎ শ্রবণ কীর্ত্তন দ্বারা ভক্তি করেন; তিনি কার্য্য-কালে কর্ম্ম, বিচারকালে জ্ঞান এবং যোগকালে সমাধি করিয়াও আমাতে বর্ত্তমান থাকেন, অর্থাৎ কৃষ্ণসামীপ্য লক্ষণ মোক্ষ লাভ করেন। শ্রীনারদপঞ্চরাত্রে যোগ উপদেশস্থলে কথিত আছে,—

"দিক্‌কালাদ্যনবচ্ছিন্নে কৃষ্ণে চেতো বিধায় চ।
তন্ময়ো ভবতি ক্ষিপ্রং জীবো ব্রহ্মণি যোজয়েৎ ॥"

অর্থাৎ দিক্ ও কালাদি-দ্বারা অনবচ্ছিন্ন যে শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তি, তাহাতে চিত্তবিধান করিলে তন্ময়ত্বদ্বারা জীবের শ্রীকৃষ্ণরূপ পরব্রহ্ম-সংস্পর্শসুখ উদিত হয়। কৃষ্ণভক্তিই যোগসমাধির চরম অবস্থা ॥৩১॥

আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥৩২॥

অন্বয়—অর্জ্জুন! (হে অর্জ্জুন!) যঃ (যিনি) আত্মৌপম্যেন (নিজের সাদৃশ্যে) সর্ব্বত্র (সর্ব্বজীবে) সুখং বা যদি বা দুঃখং (সুখ অথবা দুঃখকে) সমং (নিজের সহিত সমান) পশ্যতি (দর্শন করেন) সঃ যোগী (সেই যোগী) পরঃ (শ্রেষ্ঠ বলিয়া) মতঃ (আমার মত)॥৩২॥

যোগীর ক্রিয়া-ব্যবহার কিরূপ, তাহা বলি, শুন। তিনিই পরমযোগী, যিনি সকলের প্রতি সমদৃষ্টি রাখেন। সমদৃষ্টির অর্থ এই যে, অন্য সমস্ত জীবকে ব্যবহারস্থলে আপনার ন্যায় জ্ঞান করেন, অর্থাৎ অন্য জীবের সুখ—নিজ-সুখের ন্যায় সুখকর এবং অন্য জীবের দুঃখ—নিজ-দুঃখের ন্যায় দুঃখ-জনক, এরূপ জানেন। অতএব সমস্ত জীবের সুখই নিরন্তর বাঞ্ছা করেন এবং তদনুরূপ কার্য্য করেন; ইহাকেই সমদর্শন বলে॥৩২॥

অর্জ্জুন উবাচ—

যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন।
এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্॥৩৩॥

অন্বয়—অর্জ্জুন উবাচ (অর্জ্জুন বলিলেন) মধুসূদন! (হে মধুসূদন!) ত্বয়া (তোমাকর্ত্তৃক) সাম্যেন (লয় ও বিক্ষেপশূন্য) অয়ং (এই) যঃ যোগঃ (যে যোগ) প্রোক্তঃ (উক্ত হইয়াছে) [মনসা (মনের)] চঞ্চলত্বাৎ (চাঞ্চল্যহেতু) অহং (আমি) এতস্য (ইহার) স্থিরাং (দীর্ঘকালব্যাপিনী) স্থিতিং (স্থিতি) ন পশ্যামি (দেখিতেছি না)॥৩৩॥

অর্জ্জুন কহিলেন,—হে মধুসূদন! আপনি যে যোগ উপদেশ করিলেন, তাহা সাম্যবুদ্ধি-সহকারে কিরূপে স্থির রাখা যাইতে পারে; তাহা আমি বুঝিতে পারি না ॥৩৩॥

তাৎপর্য্য—

আপনি সম্প্রতি স্বকীয় ও পরকীয় সুখ দুঃখ বিষয়ে তুল্যবোধরূপ যে যোগের বিষয় ব্যক্ত করিলেন, সেই নিষ্ঠা দুই-তিন দিবসের অপেক্ষা অধিককাল স্থায়ী হইতে পারে এরূপ আমি বোধ করিতে পারিতেছি না। বসুন্ধরা সমস্ত লোকের সুখ-দুঃখ স্বকীয় সুখ-দুঃখের অনুরূপ জ্ঞান করাই সাম্য যোগ। কিন্তু প্রাণোপম বন্ধু ও অজ্ঞাতপূর্ব্ব উদাসীন এতদুভয়ের সুখ দুঃখের সমজ্ঞান হওয়া সম্ভবপর নহে। অবিরত হিতকাম আত্মীয় এবং কুৎসাকারী শত্রু এই উভয়ের অভ্যুদয় ও অবনতিতে সমান আনন্দ ও বিষাদ অনুভব করা কখনই সম্ভব হইতে পারে না। পরম ভক্তিভাজন পাণ্ডব শ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির মহারাজও প্রতিনিয়ত অবমাননাকারী বদ্ধবৈরী দুর্য্যোধন এতদুভয়কে কখনই আমি সমভাবে সন্দর্শন করিতে পারি না। যদি তুমি বল যে সর্ব্বত্র নির্ব্বিশেষরূপে পরমাত্মা বিরাজমান আছেন, বিবেকবলে এইরূপ উপলব্ধি করিয়া তদনুসারে সর্ব্বত্র সমদৃষ্টি সম্পন্ন হওয়াই আবশ্যক; তাহা হইলেও আমার বক্তব্য এই যে তাদৃশ বিবেক কখনই দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারে না। কারণ অতি চপল ও বিষয়াসক্ত নিরতিশয় বলসম্পন্ন মন অচিরেই সেই বিবেককে গ্রাস করিয়া থাকে ॥৩৩॥

চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্ ॥৩৪॥

অন্বয়—কৃষ্ণ! (হে কৃষ্ণ!) মনঃ (মন) চঞ্চলং হি (চপল) প্রমাথি (দেহেন্দ্রিয়ের উদ্বেগজনক) বলবৎ (প্রবল) [ও] দৃঢ়ং (দৃঢ়) অহং (আমি) বায়োঃ ইব (বায়ুসদৃশ) অস্য (তাহার) নিগ্রহং (নিরোধ) সুদুষ্করং (অত্যন্ত কঠিন) মন্যে (মনে করি) ॥৩৪॥

হে কৃষ্ণ! তুমি বলিয়াছ যে, বিবেকবতী বুদ্ধি-দ্বারা চঞ্চল মনকে নিয়মিত করিতে হয়, কিন্তু আমি দেখিতেছি যে, বিবেকবতী বুদ্ধিকেও প্রকৃষ্টরূপে মথন করিতে সামর্থ্য মনেরই আছে, অতএব সেই বায়ুর ন্যায় নিতান্ত চঞ্চল মনকে নিগ্রহ করা আমার পক্ষে অত্যন্ত দুষ্কর বোধ হইতেছে। বিশেষতঃ শত্রুমিত্রপ্রতি সমবুদ্ধি কেবল দুই-চারি দিন থাকা সম্ভব; তদ্ভাবান্বিত যোগ কিরূপে অনুষ্ঠিত হয়, তাহা আমি বুঝিতে অক্ষম ॥৩৪॥

তাৎপর্য—

শ্রুতি বলিয়াছেন, "আত্মাকে রথী স্বরূপ, শরীরকে রথ স্বরূপ বুদ্ধিকে সারথী স্বরূপ, মনকে বল্গা স্বরূপ এবং ইন্দ্রিয়সমূহকে অশ্ব স্বরূপ জানিবে"। অতএব বিবেক বিশিষ্ট বুদ্ধিদ্বারা মনকে নিয়মিত করা আবশ্যক। কিন্তু তাহারাই বলবান। অতি সূক্ষ্ম সূচীর দ্বারা যেমন লৌহকে সহসা ভেদ করা যায় না, তদ্রূপ বুদ্ধির দ্বারা মনকে ভেদ করা যায় না। মুষ্টি দ্বারা যেরূপ বায়ু ধারণ করিয়া রাখা যায় না তদ্রূপ যোগের দ্বারা চিত্তনিরোধ অসম্ভব বলিয়া আমার বোধ হয়। অতএব হে ভগবান্! আপনি তাহার প্রকৃষ্ট উপায় পরিব্যক্ত করুন ॥৩৪॥

শ্রীভগবানুবাচ—

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্ ।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে ॥৩৫॥

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ বলিলেন) মহাবাহো ! (হে বলশালিন অর্জ্জুন !) মনঃ (মন) দুর্নিগ্রহং (দুর্নিরোধ) [ও] চলম্ (চঞ্চল) [ইতি] (ইহাতে) অসংশয়ম্ (নি সংশয়)। তু (কিন্তু) কৌন্তেয় ! (হে কুন্তীপুত্র !) অভ্যাসেন বৈরাগ্যেণ চ (ভগবৎ-সেবায় অভ্যাস ও বিষয় বৈরাগ্যদ্বারা) [তৎ (তাহা অর্থাৎ)] গৃহ্যতে (নিগৃহীত হয়) ॥৩৫॥

ভগবান্ কহিলেন, হে মহাবাহো ! তুমি যাহা কহিলে তাহা সত্য বটে, কিন্তু যোগশাস্ত্র ইহাই বিশেষরূপে উপদেশ করেন যে, দুর্নিগ্রহ চঞ্চল মনকে ক্রমশঃ আত্মানন্দাস্বাদাভ্যাস ও বিষয়বৈরাগ্যদ্বারা বশীভূত করা যায় ॥৩৫॥

তাৎপর্য্য—

তুমি যাহা বলিলে তাহা সত্য সন্দেহ নাই। কিন্তু যেমন বলবান্ রোগও সদ্বৈদ্য দ্বারা যথোপযুক্ত ঔষধ পুনঃপুনঃ সেবন দ্বারা দীর্ঘকালে উপশমিত হয়, তদ্রূপ দুর্নিগ্রহ মনও সদগুরূপোদিষ্ট প্রণালীক্রমে পরমেশ্বরের ধ্যানযোগের পুনঃপুনঃ অনুশীলন এবং বৈরাগ্য দ্বারা দীর্ঘকালে আপনার মুষ্টিমধ্যস্থ হইয়া থাকে। তুমি রণক্ষেত্রে মহাবীরগণকে বিজিত করতে সক্ষম তুমি বিশ্বাকপানি মহাদেবকেও বশীভূত করিয়াছ। এক্ষণে মহা যোগাস্ত্র প্রয়োগে মনস্বরূপ দুষ্কৃত শত্রুকে বিজিত করা তোমারই সাধ্যায়াত্ত ব্যাপার। ইহাই "মহাবাহো" এই সম্বোধন বাক্যের ভাব ॥৩৫॥

অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ্যঃ ইতি মে মতিঃ।
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ ॥৩৬॥

অন্বয়—অসংযতাত্মনা (অসংযতচিত্ত ব্যক্তির পক্ষে) যোগঃ (যোগ) দুষ্প্রাপ্যঃ (দুর্লভ) ইতি (ইহাই) মে (আমার) মতিঃ (বিশ্বাস) তু (কিন্তু) বশ্যাত্মনা (বশীভূতচিত্ত) যততা (প্রযত্নশীল ব্যক্তি) উপায়তঃ (উক্ত উপায়-দ্বারা) [যোগঃ (যোগ)] অবাপ্তুং শক্যঃ (লাভ করিতে সমর্থ হন) ॥৩৬॥

আমার উপদেশ এই যে, যিনি আত্মা বা মনকে বৈরাগ্য ও অভ্যাস-দ্বারা সংযত করিতে চেষ্টা না করেন, তাঁহার পক্ষে পূর্ব্বোক্ত যোগ কখনই সাধ্য হয় না। কিন্তু যিনি যথার্থ উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক মনকে বশ করিতে যত্ন করেন, তিনি সফলযত্ন হন। যথার্থ উপায়-সম্বন্ধে এইমাত্র বক্তব্য যে, যিনি ভগবদর্পিত নিষ্কাম কর্ম্মযোগ-দ্বারা এবং তদঙ্গীভূত আমার ধ্যানাদিদ্বারা নিয়ত চিত্তকে একাগ্র করিতে অভ্যাস করেন এবং যুগপৎ দেহযাত্রা-নির্ব্বাহের জন্য বৈরাগ্য সহকারে বিষয় স্বীকার করেন, তিনি ক্রমশঃ চিত্তবশ করিতে পারেন ॥৩৬॥

তাৎপর্য্য —

এই সংসারে বিহিত উপায়ে প্রযুক্ত পৌরুষ দ্বারা সকলই লাভ করা যায়। উচ্ছাস্ত্র ও শাস্ত্রিত ভেদে পৌরুষ দ্বিবিধ। উচ্ছাস্ত্র পুরুষকার অনর্থের হেতুভূত এবং শাস্ত্রিত পুরুষকার পরমার্থপ্রাপ্তির মূলস্বরূপ। বাসনা নদী শুভ ও অশুভ উভয় পথে প্রবাহিত হইতেছে। প্রযত্ন সহকারে পৌরুষ দ্বারা তাহাকে নিয়ত শুভ পথে পরিচালিত করিবে। অতএব যিনি প্রারব্ধ কর্ম্মের প্রভাবে অবসন্ন ও হতোৎসাহ না হইয়া পুরুষকারের সাহায্যে তাহার অধীনতা থাকা ছেদন করিতে পারেন তিনি অব্যাঘাতে অগ্রসর হইতে পারেন ॥৩৬॥

শ্রীঅর্জ্জুন উবাচ—

অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ।
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি ॥৩৭॥

অন্বয়—অর্জ্জুন উবাচ (অর্জ্জুন বলিলেন)—কৃষ্ণ ! (হে কৃষ্ণ !) শ্রদ্ধয়া উপেতঃ (প্রথমে শ্রদ্ধালু হইয়া যোগে প্রবৃত্ত) অযতিঃ (পরে অযত্নবান্ হওয়ায়) যোগাৎ (যোগ হইতে) চলিতমানসঃ (বিচলিতচিত্ত ব্যক্তি) যোগসংসিদ্ধিম (যোগসিদ্ধি) অপ্রাপ্য (প্রাপ্ত না হইয়া) কাং গতিং (কীদৃশী গতি) গচ্ছতি (লাভ করেন ?) ॥৩৭॥

এতাবৎ শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুন কহিলেন, হে কৃষ্ণ ! তুমি কহিলে, সম্যক যত্ন-সহকারে অভ্যাস ও বৈরাগ্যদ্বারা যোগসিদ্ধি হয় ; কিন্তু যে সকল ব্যক্তি যোগোপদেশের প্রতি শ্রদ্ধা করিয়া তাহাতে কিয়ৎপরিমাণে আরূঢ় হন, কিন্তু যতি হইতে পারেন না অর্থাৎ স্বল্পমাত্র যত্ন করেন ; সেইসকল ব্যক্তির মন অভ্যাস ও বৈরাগ্যের অভাবে বিষয়প্রবণ হইয়া যোগ হইতে বিচলিত হয়। তাহাদের কি গতি হয় ? ॥৩৭॥

তাৎপর্য্য—

শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিপ্রায় দ্রষ্টব্য।

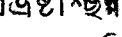

কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি।
অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি ॥৩৮॥

অন্বয়—মহাবাহো ! (হে মহাবাহো, অর্জ্জুন !) উভয়বিভ্রষ্টঃ (কর্ম্ম ও যোগফল হইতে ভ্রষ্ট) [অতএব] অপ্রতিষ্ঠঃ (নিরাশ্রয় ব্যক্তি) ব্রহ্মণঃ পথি (ব্রহ্মপ্রাপ্তির উপায়রূপ পথে) বিমূঢ়ঃ [সন্] (বিমূঢ় হইয়া) ছিন্নাভ্রম্ ইব (ছিন্ন ভিন্ন মেঘসদৃশ) ন নশ্যতি কচ্চিৎ (বিনষ্ট হয় না কি ?) ॥৩৮॥

সকাম কর্ম্ম ত্যাগ ব্যতীত যোগচেষ্টা হয় না। সকাম কর্ম্মই মূঢ়লোকের পক্ষে শুভকর, যেহেতু তদ্দ্বারা ইহলোকে সুখ ও পুণ্যদ্বারা পরলোকে স্বর্গাদি লাভ হয়। যোগে প্রবৃত্ত হইয়া জীবের সেই সকাম কর্ম্ম দূরীভূত হইল, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত কারণপ্রযুক্ত তাহার যোগ-সংসিদ্ধি হইল না। অতএব ব্রহ্ম-লাভের যে পথ তাহাতে বিমূঢ় হইয়া পড়িল। সে উভয়মার্গভ্রষ্ট হইয়া কি ছিন্নাভ্রের ন্যায় একেবারে নষ্ট হইয়া যাইবে? ॥৩৮॥

তাৎপর্য্য—

সেই যোগভ্রষ্ট ব্যক্তির দুই দিকই নষ্ট হয়। যোগমার্গে সংপ্রবিষ্ট হওয়ায় বিষয় ভোগে বিরতি জন্মিয়াছে অথচ বৈরাগ্যের পূর্ণতা না ঘটায় ভোগেচ্ছা সম্যকরূপে অপগত হয় নাই, সুতরাং ইহলোকে তাঁহার সকল সুখই নষ্ট হইয়াছে। স্বর্গপ্রাপ্তির উপায় স্বরূপ কর্ম্মানুষ্ঠান না করায় এবং মোক্ষ-সাধন যোগ্যতার অপরিপাক হেতু স্বর্গ ও মোক্ষ উভয়ই তিনি বঞ্চিত হইয়াছেন। এইরূপে ইহলোক ও পরলোক উভয় দিক হইতেই তিনি বিভ্রষ্ট হইয়াছেন ॥৩৮॥

এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ।
ত্বদন্য সংশয়স্যাস্য ছেত্তা ন হ্যুপপদ্যতে ॥৩৯॥

অন্বয়—[হে] কৃষ্ণ! [ত্বং (তুমি)] মে (আমার) এতৎ সংশয়ম্ (এই সংশয়) অশেষতঃ (সম্পূর্ণরূপে) ছেত্তুম্ (ছেদন করিতে) অর্হসি (সক্ষম) ত্বদন্যঃ (তুমি ভিন্ন অন্য কেহ) অস্য সংশয়স্য (এই সংশয়ের) ছেত্তা (ছেদনকারী বলিয়া) ন হি উপপদ্যতে (যোগ্য হয় না) ॥৩৯॥

শাস্ত্রকারেরা সর্ব্বজ্ঞ নন; তুমি পরমেশ্বর, অতএব সর্ব্বজ্ঞ। তুমি ব্যতীত অন্য কেহ এই সংশয় ছেদন করিতে সক্ষম হইবে না। অতএব কৃপাপূর্ব্বক আমার এই সংশয়টি সম্পূর্ণরূপে ছেদন কর ॥৩৯॥

তাৎপর্য্য—

(৩৯—৪৪) শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিপ্রায় দ্রষ্টব্য।

শ্রীভগবান্ উবাচ—

পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
ন হি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি ॥৪০॥

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ বলিলেন,—পার্থ! (হে পার্থ!) ন এব ইহ (না ইহলোক) ন অমুত্র (না পরলোক) তস্য (তাহার) বিনাশঃ (বিনাশ) বিদ্যতে (আছে) হি (যেহেতু) হে তাত! (হে বৎস!) কল্যাণকৃৎ (শুভকারী) কশ্চিৎ (কোন ব্যক্তিই) দুর্গতিং (দুর্গতি) ন গচ্ছতি (লাভ করেন না) ॥৪০॥

হে পার্থ! ইহকালে লোকে অর্থাৎ প্রাকৃত লোকে, পরলোকে অর্থাৎ অপ্রাকৃত-লোকে কখনই যোগানুষ্ঠান-কর্ত্তার বিনাশ হয় না। কল্যাণপ্রাপক যোগ-অনুষ্ঠাতার কখনই দুর্গতি হইবে না। মূল কথা এই যে মানবসকল দুই ভাগে বিভাজ্য,—অবৈধ ও বৈধ। যে সকল ব্যক্তি কেবল ইন্দ্রিয়মাত্র তৃপ্তি করে এবং কোন বিধির বশীভূত নয়, তাহারা পশুদিগের ন্যায় বিধিশূন্য। সভ্যই হউক বা অসভ্যই হউক, মূর্খই হউক বা পণ্ডিতই হউক, দুর্ব্বল হউক বা বলবানই হউক, অবৈধ ব্যক্তির আচরণ সর্ব্বদাই পশুতুল্য। তাহাদের কার্য্যে কোন প্রকার কল্যাণ-লাভের সম্ভাবনা নাই। বৈধ নরগণকে কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্ত, এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। কর্ম্মিগণকে, সকামকর্ম্মী ও নিষ্কামকর্ম্মী এই দুই ভাগে বিভাগ করা যায়। সকাম কর্ম্মীসকল অত্যন্ত ক্ষুদ্রসুখান্বেষী অর্থাৎ অনিত্য-সুখাভিলাষী। তাহাদের স্বর্গাদিলাভ ও সাংসারিক উন্নতি আছে বটে, কিন্তু সে-সমস্ত সুখই অনিত্য; অতএব যাহাকে জীবের পক্ষে কল্যাণ বলা যায়, তাহা তাহাদের প্রাপ্য নয়। জীবের জড়-মোচনানন্তর নিত্যানন্দ লাভই কল্যাণ। সেই নিত্যানন্দ-লাভ যে পর্ব্বে নাই,

সে গর্ব্বই ফল্গু। কর্ম্মকাণ্ডে যখন সেই নিত্যানন্দ লাভের উদ্দেশ্য সংযুক্ত হয়, তখনই কর্ম্মকে কর্ম্মযোগ বলা যায়। সেই কর্ম্মযোগ-দ্বারা চিত্তশুদ্ধি, তদনন্তর জ্ঞানলাভ, তদনন্তর ধ্যান যোগ ও চরমে ভক্তিযোগ লব্ধ হয়। সকাম-কর্ম্মে যে সমস্ত আত্মসুখ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্লেশ স্বীকারের বিধান আছে, তাহাদ্বারা কর্ম্মকেও তপস্বী বলা যায়। তপস্যা যতই হউক, সে সকলের অবধি ইন্দ্রিয়সুখ বই আর কিছুই নাই। অসুরগণ তপস্যার দ্বারা ফললাভ করত ইন্দ্রিয়তর্পণই করিয়া থাকে। ইন্দ্রিয়তর্পণরূপ অবধি অতিক্রম করিলে সহজেই জীবের কল্যাণ-উদ্দেশক কর্ম্মযোগ আসিয়া পড়ে। সেই কর্ম্মযোগস্থিত ধ্যানযোগী বা জ্ঞানযোগী—অধিকতর কল্যাণকারী। সকাম কর্ম্মদ্বারা জীবের যাহা কিছু লব্ধ হয়, তাহা হইতে অষ্টাঙ্গযোগীর সকল অবস্থার ফলই ভাল ॥৪০॥

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে ॥৪১॥

অন্বয়—যোগভ্রষ্টঃ (যোগভ্রষ্ট ব্যক্তি) পুণ্যকৃতাং (পুণ্যকর্ম্মিগণের) লোকান্ (লোকসমূহ) প্রাপ্য (প্রাপ্ত হইয়া) [তত্র (তথায়)] শাশ্বতীঃ সমাঃ (বহু বৎসর) উষিত্বা (বাস করিয়া) শুচীনাং (সদাচারসম্পন্ন) শ্রীমতাং (ধনাঢ্যাদিগের) গেহে (গৃহে) অভিজায়তে (জন্মগ্রহণ করেন) ॥৪১॥

অষ্টাঙ্গযোগ হইতে যাঁহারা ভ্রষ্ট হন তাঁহারা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকেন অর্থাৎ অল্পকালাভ্যস্তযোগভ্রষ্ট ও বহুকালাভ্যস্তযোগভ্রষ্ট। অল্পাভ্যাসের পরেই যিনি যোগভ্রষ্ট হন, তিনি সকাম পুণ্যবানদিগের প্রাপ্য স্বর্গাদি লোক-সকলে বহুকাল বাস করিয়া সদাচারী ব্রাহ্মণাদির গৃহে অথবা শ্রীমান্ ধনি-বণিগাদির গৃহে জন্মগ্রহণ করেন ॥৪১॥

অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।
এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্ ॥৪২॥

অন্বয়—অথবা যোগিনাং (যোগনিষ্ঠ) ধীমতাম্ এব (জ্ঞানিগণের) কুলে (বংশে) ভবতি (জন্মগ্রহণ করেন); যৎ (যেহেতু) ঈদৃশং জন্ম (এইরূপ জন্ম) এতৎ হি (ইহাই) লোকে (জগতে) দুর্লভতরম্ (অতি দুর্লভ) ॥৪২॥

চিরাভ্যাসের পর যাঁহার যোগ ভ্রষ্ট হয়, তিনি জ্ঞানি-যোগিদিগের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। এই প্রকার সৎকুলে জন্মলাভ করা দুর্লভতর বলিয়া জানিবে। যেহেতু তথায় জন্মগ্রহণ করিলে সহজেই প্রথম হইতে উচ্চসঙ্গ বশতঃ জীবের অধিক উন্নতির সম্ভাবনা ॥৪২॥

তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্ব্বদৈহিকম্।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন ॥৪৩॥

অন্বয়—কুরুনন্দন! (হে কুরুনন্দন!) তত্র (দুই প্রকার জন্মেই) পৌর্ব্বদৈহিকং (পূর্ব্বদেহজাত) তং (সেই ব্রহ্মবিষয়ক) বুদ্ধিযোগং (বুদ্ধি-যোগ) লভতে (প্রাপ্ত হন); ততঃ চ (তাহার পর) ভূয়ঃ (পুনরায়) সংসিদ্ধৌ (সংসিদ্ধির জন্য) যততে (যত্ন করেন) ॥৪৩॥

হে কুরুনন্দন! তিনি তথায় জাত হইয়া পৌর্ব্বদৈহিক বুদ্ধিসংযোগ লাভ করেন। অতএব নৈসর্গিক রুচিক্রমে যোগসংসিদ্ধির জন্য পুনরায় যত্নবান্ থাকেন ॥৪৩॥

পূর্ব্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ত্ততে ॥৪৪॥

অন্বয়—হি (যেহেতু) তেন (সেই) পূর্ব্বাভ্যাসেন এব (পূর্ব্বদেহজাত অভ্যাসই) অবশঃ অপি (কোনও অন্তরায়বশতঃ অনিচ্ছুক হইলেও) সঃ হ্রিয়তে (বিষয়বাসনা হইতে সে দূরে নীত হয়) জিজ্ঞাসুঃ অপি (যোগবিষয়ে জিজ্ঞাসু হইলেও) শব্দব্রহ্ম (শব্দব্রহ্মকে) অতিবর্ত্ততে (অতিক্রম করেন অর্থাৎ বেদোক্তকর্ম্মফল অপেক্ষা তিনি অধিক ফল লাভ করেন) ॥৪৪॥

নিসর্গ-বশতঃ পূর্ব্বাভ্যাসের দ্বারা যোগশাস্ত্রের জিজ্ঞাসু পুরুষও বেদোক্ত সকাম-কর্ম্মমার্গকে অতিক্রম করিয়া থাকেন, অর্থাৎ সকাম কর্ম্মমার্গে যে ফল নির্দ্দিষ্ট আছে, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট ফল লাভ করেন ॥৪৪॥

প্রযত্নাদ্যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥৪৫॥

অন্বয়—প্রযত্নাৎ (অতিশয় যত্নের সহিত) যতমানঃ (যোগবিষয়ে যত্নশীল) যোগীতু (যোগী) কিল্বিষঃ (বিধূতপাপ) [এবং] অনেকজন্ম-সংসিদ্ধঃ (বহুজন্মসঞ্চিত যোগবলে সম্যগ্জ্ঞানী হইয়া) ততঃ (তাহার পর) পরাং গতিং (পরাগতি বা মুক্তি) যাতি (লাভ করেন) ॥৪৫॥

তখন প্রকৃষ্টরূপ যত্নসহকারে অভ্যাস করিতে করিতে যোগীর যোগ পরিপক্ক হয় এবং সমস্ত কষায় দূর হইতে থাকে। অনেক জন্ম পর্য্যন্ত যোগাভ্যাস করিতে করিতে অবশেষে কিল্বিষশূন্য হইলে যোগী পরমগতিরূপ মোক্ষ লাভ করেন।

ইহাই যোগীর আমুত্রিক ফল ॥৪৩॥

তাৎপর্য্য—

যোগের প্রথম ভূমিকা সমারূঢ় সাধক শ্রীমানদিগের কুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া যখন পূর্ব্ব জন্মার্জ্জিত সংস্কার প্রভাবে বহুবিধ ভোগবাসনারূপ প্রতিবন্ধক অতিক্রম পূর্ব্বক কর্ম্ম-সাধনের অধীন না হইয়া জ্ঞানাধিকারী হইয়া থাকেন তখন দ্বিতীয় ভূমিকা প্রাপ্ত যোগী মরণান্তে পুনরায় মহারাজ বংশে জন্মলাভ করিয়া বিষয় ভোগ পূর্ব্বক জ্ঞানবান্ হইবেন, একথা বলাই বাহুল্য। এইরূপে জ্ঞানাধিকার প্রাপ্ত হইয়া তিনি ক্রমশঃ সংসার বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইবেন ইহাই এই শ্লোকে প্রতিপাদ্য। পূর্ব্বে যেরূপ যত্ন সহকারে যোগের অনুষ্ঠান করিতেছিলেন তদপেক্ষা অধিকতর যত্ন সহকারে প্রযত্ন পরায়ণ যোগী সংস্কার প্রভাবে জ্ঞানের প্রতিবন্ধস্বরূপ পাপ মলিনতা বিরহিত হইয়া থাকেন ॥৪৫॥

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্ম্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জ্জুন ॥৪৬॥

অন্বয়—যোগী (যোগী) তপস্বিভ্যঃ (তপস্বিগণের অপেক্ষা) অধিকঃ (শ্রেষ্ঠ) জ্ঞানিভ্যঃ অপি (শাস্ত্রবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণের অপেক্ষাও) কর্ম্মিভ্যঃ চ (এবং কর্ম্মিগণ অপেক্ষাও) অধিকঃ (শ্রেষ্ঠ) [ইতি (ইহাই)] মতঃ (আমার মত) তস্মাৎ (অতএব) অর্জ্জুন! (হে অর্জ্জুন!) ত্বং (তুমি) যোগী ভব (যোগী হও) ॥৪৬॥

উত্তমরূপ বিবেচনা করিয়া দেখ যে, সকামকর্ম্ম-গত

তপস্বী অপেক্ষা কর্ম্মযোগী শ্রেষ্ঠ। সাংখ্য-জ্ঞানী অপেক্ষা যোগী শ্রেষ্ঠ। সকামকর্ম্মী অপেক্ষা যোগীই শ্রেষ্ঠ। যোগশূন্য তপস্যা, জ্ঞান বা কর্ম্ম, কিছুই ভাল নয়। অতএব হে অর্জ্জুন! তুমি যোগী হও ॥৪৬॥

তাৎপর্য্য—

(৪৬—৪৭) শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিপ্রায় দ্রষ্টব্য।

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥৪৭॥

অন্বয়—যঃ (যিনি) শ্রদ্ধাবান্ (শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া) মদ্গতেন (আমাতে আসক্ত) অন্তরাত্মনা (মনদ্বারা) মাং (আমাকে) ভজতে (ভজন করেন) সঃ (তিনি) সর্ব্বেষাং (সকলপ্রকার) যোগিনাম্ অপি (যোগিগণ হইতেও) যুক্ততমঃ (শ্রেষ্ঠ) [ইতি (ইহাই)] মে (আমার) মতঃ (অভিমত) ॥৪৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসহস্রাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে ধ্যানযোগনাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

যত প্রকার যোগী আছে, সর্ব্বাপেক্ষা ভক্তিযোগানুষ্ঠাতা যোগীই শ্রেষ্ঠ। যিনি শ্রদ্ধাবান্ হইয়া আমাকে ভজন করেন, তিনি যোগিগণমধ্যে শ্রেষ্ঠ। বৈধ মানবদিগের মধ্যে সকাম-কর্ম্মীকে যোগী বলা যায় না। নিষ্কামকর্ম্মী, জ্ঞানী, অষ্টাঙ্গ-যোগী ও ভক্তিযোগানুষ্ঠাতা, ইঁহারা যোগী। বস্তুতঃ যোগ এক বই দুই নয়। যোগ—একটি সোপানময় মার্গবিশেষ; সেই মার্গকে আশ্রয় করিয়া জীব ব্রহ্মপথারূঢ় হন। নিষ্কাম

কর্ম্মযোগ ঐ সোপানের প্রথম ক্রম। তাহাতে জ্ঞান ও বৈরাগ্য সংযুক্ত হইয়া দ্বিতীয়ক্রমরূপ জ্ঞানযোগ হয়। তাহাতে পুনরায় ঈশ্বরচিন্তারূপ ধ্যানযুক্ত হইয়া অষ্টাঙ্গযোগরূপ তৃতীয় ক্রম হয়। তাহাতে ভগবৎপ্রীতি সংযুক্ত হইলে ভক্তিযোগরূপ চতুর্থ ক্রম হয়। ঐ সমস্ত ক্রম সংযুক্ত হইয়া যে বৃহৎ সোপান তাহারই নাম যোগ। সেই যোগকে স্পষ্টরূপে ব্যাখ্যা করিতে গেলে উক্ত খণ্ডযোগ সকলের উল্লেখ করিতে হয়। যাঁহাদের নিত্যকল্যাণই উদ্দেশ্য, তাঁহারা যোগই অবলম্বন করেন। কিন্তু প্রত্যেকক্রমে উন্নত হইয়া তাহাতে প্রথমে নিষ্ঠা লাভ করত শেষে ঐ ক্রম পরিত্যাগপূর্ব্বক তাহার উপরিস্থ ক্রমগমনের জন্য পূর্ব্বক্রম নিষ্ঠা ত্যাগ করিতে হয়। যিনি কোন ক্রমে আবদ্ধ রহিলেন, তাঁহার যোগ সম্যক্ হয় না। অতএব যেক্রমে আবদ্ধ থাকেন, সেই ক্রমের নামসংযুক্ত একটি খণ্ডযোগই তাঁহার প্রতিষ্ঠা। এই জন্যই কেহ কর্ম্মযোগী, কেহ জ্ঞান-যোগী, কেহ অষ্টাঙ্গযোগী, কেহ বা ভক্তিযোগী বলিয়া পরিচিত হন।

অতএব হে পার্থ! যাঁহার চরম উদ্দেশ্য কেবল আমাতে ভক্তি করা, তিনি অন্য তিন প্রকার যোগী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তুমি সেইপ্রকার যোগী হও ॥৪৭॥

॥ ষষ্ঠ অধ্যায় সমাপ্ত ॥

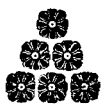

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ

ধ্যানযোগ

শ্রীভগবান উবাচ—

ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু ॥ ১ ॥

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ বলিলেন) পার্থ ! (হে পার্থ !) ময়ি (আমাতে) আসক্তমনাঃ (অভিনিবিষ্টচিত্ত) [ও] মদাশ্রয়ঃ (আমার শরণাগত হইয়া) যোগং (ভক্তিযোগ) যুঞ্জন্ (অবলম্বন করিয়া) যথা (যেরূপে) অসংশয়ং (নিঃসন্দেহে) মাং (আমাকে) সমগ্রং (সম্পূর্ণভাবে) জ্ঞাস্যসি (জানিতে পারিবে) তৎ (তাহা) শৃণু (শ্রবণ কর) ॥১॥

হে পার্থ ! অন্তঃকরণ-শোধক নিষ্কাম কর্ম্মযোগসাপেক্ষ মোক্ষফল সাধক জ্ঞান ও যোগ প্রথম ছয় অধ্যায়ে বলিলাম। এক্ষণে দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে ভক্তিযোগ বলিতেছি। আমাতে আসক্তচিত্ত হইয়া মদাশ্রয়-যোগ অভ্যাস করিতে করিতে মৎসম্বন্ধীয় যে সমগ্র জ্ঞান লাভ করিতে হয়, তাহা বলি, শ্রবণ কর। ব্রহ্মজ্ঞানরূপ যে জ্ঞান, তাহা সমগ্র নয়, যেহেতু তাহা সবিশেষ জ্ঞান নয়। জড়ীয়বিশেষ পরিত্যাগপূর্ব্বক যে একটি নির্ব্বিশেষ চিন্তালাভ করা যায়, তাহাতেই নির্ব্বিশেষ চিন্তার বিষয়রূপ আমার নির্ব্বিশেষ আবির্ভাব-স্বরূপ ব্রহ্মের উদয় হয়। তাহা নির্গুণ নয়, কেননা তাহা দেহাদির অতিরিক্ত যে সাত্ত্বিক জ্ঞান,—তাহাই মাত্র। ভক্তিনির্গুণবৃত্তিবিশেষ, তাহাকে অবলম্বন করিলেই নির্গুণস্বরূপ যে আমি, জীবের নির্গুণ চক্ষে পরিলক্ষিত হই ॥১॥

তাৎপর্য্য—

প্রথম ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে অন্তঃকরণ শুদ্ধির নিমিত্ত নিষ্কাম কর্ম্ম সাপেক্ষ মোক্ষ ফলবিধায়ক কর্ম্মযোগের বিষয় কথিত

হইয়াছে। এক্ষণে এই সপ্তম হইতে দ্বাদশ অধ্যায় পর্যন্ত, স্বর্গাপবর্গাদি সাধক সর্ব্ব সুকর হইলেও অতি দুষ্কর ভক্তি-যোগ কথিত হইতেছে। অন্য কোন সাধনা না করিলেও কেবল একমাত্র ভক্তি দ্বারাই সালোক্যাদি লাভ করা যায় এবং কর্ম্ম জ্ঞানাদি অপেক্ষা না করিয়া কেবল মাত্র ভক্তিযোগ বলেই পরম সুখময় ভগবৎ পার্ষদত্ব প্রাপ্ত হওয়া যায়। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন কর্ম্ম, তপস্যা, জ্ঞান, বৈরাগ্য ইত্যাদি উপায়ে যে ফল লব্ধ হয় আমার ভক্তগণ ভক্তিযোগ প্রভাবে তৎসমস্তই লাভ করেন। মানব সুখ সৌভাগ্যাদি ভোগের নিমিত্ত এতই ব্যাকুল যে পরম সুখময় ভক্তিমার্গ পরিগ্রহ না করিয়া ইহকালে ও পরকালে অচিরস্থায়ী সুখ প্রাপ্তির উপায় স্বরূপ বিবিধ ক্রিয়া কাণ্ডের অনুসরণে প্রলুব্ধ হয়। ভক্তিযোগ নিতান্ত সহজসাধ্য হইলেও মনুষ্য ভ্রমবশে বিষয়ান্তরেই ব্যাপৃত হইয়া থাকে। এই জন্য ভক্তিযোগকে সুকর হইলেও দুষ্কর বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। শ্রুতি বলিয়াছেন "তাঁহাকে জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায়"। অতএব এস্থলে আপত্তি হইতে পারে জ্ঞান বিনা ভক্তি দ্বারা মুক্তিলাভ কখনই সম্ভব নহে। এই আপত্তি সমীচীন নহে। এস্থলে যে "ত্বমেব" শব্দ আছে "তৎ" পদার্থরূপ পরমাত্মাই তাহার লক্ষিত, 'তম্' পদার্থরূপ জীবাত্মা অথবা প্রকৃতি, বা প্রাকৃতিক বস্তুমাত্র পরিজ্ঞাত হইয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায় না; আলোচ্য শ্রৌতবাক্যেরও তাহা মর্ম্ম নহে। শর্করার সুমিষ্ট স্বাদ রসনার দ্বারাই উপলব্ধ হইয়া থাকে। চক্ষু-কর্ণাদি তাদৃশ স্বাদ গ্রহণে কারণ নহে।

তদ্রূপ পরমব্রহ্মরূপ মিষ্টাস্বাদ গ্রহণ বিষয়ে ভক্তিই একমাত্র কারণ। ভক্ত গুণাতীত; সত্বরজঃতম কিছুই তাহাতে থাকে না, এজন্যই গুণাতীত ব্রহ্মকে গ্রহণ করা ও ধারনা করা ভক্তেরই সাধ্য। আত্মাকে দেহাদির অতিরিক্ত বস্তু বলিয়া জানাই আত্মজ্ঞান। এইরূপ আত্মজ্ঞানে রজঃ ও তমোগুণ না থাকিলেও সত্ত্বগুণ বিদ্যমান থাকে; তাদৃশ আত্মজ্ঞানীকে গুণাতীত বলা যায় না। সুতরাং তাহার দ্বারা গুণাতীত ব্রহ্মের ধারণা কখনই সম্ভবপর নহে। শ্রীভগবানও এই গীতাশাস্ত্রে (উত্তর ভাগে) ব্যক্ত করিয়াছেন যে, "আমি কেবল একমাত্র ভক্তির গ্রহণীয়"; কেবল ভক্তির দ্বারাই আমাকে যথাবৎ পরিজ্ঞাত হওয়া যায়" ইত্যাদি। জ্ঞানযোগের দ্বারাও মুক্তি সংসাধিত হইতে পারে; এরূপ প্রসিদ্ধি আছে বটে, কিন্তু জ্ঞানযোগের অন্তর্নিহিত গুণীভূত ভক্তির প্রভাবেই তাহা সংঘটিত হইয়া থাকে। ভক্তিবিনা জ্ঞান যে নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর ইহার অনেক শ্রোত প্রমাণ আছে। সমালোচ্য শ্রুতির দ্বারাও এই উক্তি সমর্থিত হইতে পারে। এই শ্রুতির মধ্যে (ত্বমের বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি এই শ্রুতির অর্থ এখানেও লিখিত হইল; পূর্ব্বেও নানা স্থানে আলোচিত হইয়াছে) 'বিদিত্বা' এই পদের পর যদি একটা 'এব' পদ থাকিত, তাহা হইলেই "জানিলেই" এইরূপ দৃঢ়ার্থ সূচিত হইত। তাহা না থাকায় এরূপ অর্থ নিষ্পন্ন হয় যে কেহ হয়ত তাঁহাকে জানিয়া মৃত্যু অতিক্রম করিয়াছেন। অর্থাৎ ভক্তি সম্ভূত নির্গুণ পরমাত্ম জ্ঞানের প্রস্তাবেই কেহ মোক্ষলাভ করিয়াছেন; আবার কেহ কেহ ভক্তি সম্ভূত তাদৃশ

জ্ঞানাভাবেও কেবল ভক্তির দ্বারাই মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়াছেন। উল্লিখিত শ্রুতি এরূপ অর্থেই পর্য্যবসিত হইতেছে। মৎস্যণ্ডিকা অর্থাৎ মিছরী সেবনে শরীরের কোন ব্যাধি বিনষ্ট হইয়া থাকে। যদি রসনার স্বাদগ্রহণ অসমর্থ হেতু মিছরীর স্বাদ গ্রহণ না হয় তাহা হইলেও ভুক্ত মিছরী অবশ্যই দেহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া রোগ নাশরূপ স্বকার্য্য সাধন করিবে। সেইরূপ জানিতে পার বা না পার, ভক্তিই ভক্তকে অবশ্যই মোক্ষ ধনের অধিকারী করিবে। ভক্তোত্তম শ্রীমদুদ্ধব বলিয়াছেন "পীড়িত ব্যক্তি না জানিলেও সেবিত যথোপযুক্ত ঔষধ তাহার শরীরের পক্ষে যেমন হিতসাধন করে তদ্রূপ অবিদ্বান ব্যক্তি না বুঝিয়া ঈশ্বরভজনা করিলেও সাক্ষাৎ শ্রেয়ঃ লাভ করিয়া থাকেন।" ইহা উক্ত হইয়াছে যে "যাঁহার নাম একবার শ্রবণ করিলেই অতি অধম পুক্কসও সংসার বন্ধন হইতে বিমুক্ত হয়" ইত্যাদি বহুবিধ বাক্য ভক্তির দ্বারাই মোক্ষ সাধ্য এই তত্ত্ব প্রতিপাদন করিতেছে। শ্রীভগবান্ পূর্ব্বাধ্যায়ের উপসংহার কালে "যোগীনামোপি সর্ব্বেষাং" ইত্যাদি বাক্যে তন্মনস্ক, ত্বদ্ভজনবিষয়ক শ্রদ্ধান্বিত স্ব-ভক্তের বিশেষ লক্ষণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কীদৃশ ভক্ত ভগবদ্বিষয়ক জ্ঞান বিজ্ঞানের অধিকারী হইতে পারেন, ইত্যাকার আশংকার উত্তর স্বরূপে অধুনা দুই শ্লোকে অবতারিত করিতেছেন। যেরূপ "ভোক্তার তুষ্টি, পুষ্টি ও ক্ষুন্নিবৃত্তি তিনই একসঙ্গে ঘটিয়া থাকে সেইরূপ ভক্তি, পরেশানুভব ওবিরক্তি এই তিনই এককালে সংঘটিত হয়"। এই উক্তির দ্বারা ঈশ্বরভজনের সঙ্গে

সঙ্গেই ঈশ্বরানুভব ঘটিতে পারে বুঝা যাইতেছে সত্য কিন্তু এক গ্রাস মাত্র আহার করিলেই ভোক্তার তুষ্টি পুষ্টির অনুভূত হয় না। বহুতর গ্রাস উদরসাৎ না হইলে তাহা সিদ্ধ হইতে পারে না তদ্রূপ যে ব্যক্তি শ্যামসুন্দর পীতাম্বররূপধারী আমার প্রতি আসক্ত হইয়াছে অর্থাৎ যে ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ আমার চিন্তায় নিবিষ্ট হইয়া থাকে, সেই ব্যক্তিই ক্রমশঃ ভক্তি পরেশানুভব ও বিরক্তি লাভ করিয়া মুক্ত হইয়া থাকেন। পরমেশ্বরকেই তিনি একমাত্র আশ্রয়স্বরূপ জ্ঞান করেন। জ্ঞান বা কর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া কেবল একমাত্র ভগবদ্ভক্তিতেই আত্মোৎসর্গ করা বিধেয়। নির্ব্বিশেষরূপে ব্রহ্মস্বরূপজ্ঞান প্রতিপাদনার্থ, এস্থলে "অসংশয়ং সমগ্রং" এই দুই পদ প্রযুক্ত হইয়াছে ॥১॥

জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।
যজ্জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে ॥২॥

অন্বয়—অহং (আমি) তে (তোমাকে) সবিজ্ঞানম্ (জ্ঞানানুভূতির সহিত) ইদং জ্ঞানং (এই শাস্ত্রীয় জ্ঞান) অশেষতঃ (সমগ্রভাবে) বক্ষ্যামি (বলিব) যৎ (যাহা) জ্ঞাত্বা (জানিলে) ইহ [তব] (শ্রেয়ঃমার্গে অবস্থিত তোমার জানিবার বিষয়) ভূয়ঃ (পুনর্ব্বার) অন্যৎ (অন্য) জ্ঞাতব্যং ন অবশিষ্যতি (অবশিষ্ট থাকিবে না) ॥২॥

আমার চিৎ ও অচিৎ-শক্তিসম্পন্ন স্বরূপ-বিষয়ক যে জ্ঞান, তাহাকে 'জ্ঞান' বলা যায়। সেই শক্তিদ্বয় হইতে বিবিক্ত-স্বরূপ বিষয়ক জ্ঞানের নামই 'বিজ্ঞান'।

আমি তোমাকে বিজ্ঞান সহিত জ্ঞান সম্পূর্ণরূপে উপদেশ করিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। যাহা অবগত হইলে জগতে আর কিছু জানিতে অবশেষ থাকিবে না ॥২॥

তাৎপর্য্য—

এই শ্লোকে শ্রীভগবান্ জ্ঞান ও বিজ্ঞান দুইটি শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। শাস্ত্র সমূহের আলোচনা ও গুরূপদেশের অনুসরণ ক্রমে যে ধারণা জন্মে তাহাই জ্ঞান। বিচারের পরিপাক দশায় অপোরক্ষভাকে স্বতঃ হৃদয়ে যে অনুভূতি আবির্ভূত হয়, তাহাই বিজ্ঞান। শ্রীভগবান বলিতেছেন যে, মদ্বিষয়িণী আসক্তি জন্মিবার পূর্ব্বে ভক্তের হৃদয়ে মদ্বিষয়ক ঐশ্বর্য্যময় জ্ঞান জন্মে। তদনন্তর আমার মাধুর্য্যময় ভাব উপলব্ধিরূপ বিজ্ঞানের উপলব্ধি হয়, এতদুভয় তুমি শ্রবণ কর। সংসারের সকল জ্ঞানই এই অনির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞান বিজ্ঞানের অন্তর্ভূত, সুতরাং এই পরম তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইলে আর কোনই জ্ঞাতব্য থাকিতে পারে না ॥২॥

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥৩॥

অন্বয়—মনুষ্যাণাং সহস্রেষু (সহস্র সহস্র মনুষ্যের মধ্যে) কশ্চিৎ (কোন ব্যক্তি) সিদ্ধয়ে (আত্মতত্ত্ব জানিবার জন্য) যততি (যত্ন করেন) যততাং (যত্নশীল) সিদ্ধানাম্ অপি (সিদ্ধগণের মধ্যেও) কশ্চিৎ (কেহ) মাং (আমাকে) তত্ত্বতঃ (বস্তুতঃ) বেত্তি (অবগত হন) ॥৩॥

পূর্ব্ব ছয় অধ্যায়ে উল্লিখিত জ্ঞানী ও যোগীসকল চিন্তাদ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান সহজে লাভ করিতে পারেন; কিন্তু চিন্তার বিষয় বিলক্ষণরূপ ভগবজ্জ্ঞান তাঁহাদের পক্ষে দুর্লভ। অসংখ্য জীবের মধ্যে কদাচিৎ কেহ মনুষ্য হয়। সহস্র-সহস্র মনুষ্যমধ্যে কেহ কেহ কল্যাণসিদ্ধির জন্য যত্ন পায়। সহস্র-সহস্র সিদ্ধিদিগের মধ্যে কেহ কেহ আমাকে অর্থাৎ আমার ভগবৎস্বরূপকে তত্ত্বতঃ অবগত হন ॥৩॥

তাৎপর্য্য—

(৩—৬) শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিপ্রায় দ্রষ্টব্য।

ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥৪॥

অন্বয়—ভূমিঃ (ক্ষিতি) আপঃ (জল) অনলঃ (বহ্নি) বায়ুঃ (মরুৎ) খং (আকাশ) মনঃ (মন) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) অহঙ্কার এব চ (ও অহঙ্কার) ইতি (এই কয়টি) ইয়ং (এইটি) মে (আমার) অষ্টধা ভিন্না (অষ্টপ্রকারের বিভক্তা) প্রকৃতিঃ (প্রকৃতি বা মায়া) ॥৪॥

ভগবৎস্বরূপ ও ভগবদৈশ্বর্য্যজ্ঞানের নাম ভগবজ্জ্ঞান। তাহার বিবৃতি এই,—আমি সদা-স্বরূপসংপ্রাপ্ত শক্তিসম্পন্ন তত্ত্ববিশেষ। ব্রহ্ম—আমারই শক্তিগত একটি নির্ব্বিশেষ ভাবমাত্র; তাঁহার স্বরূপ নাই। সৃষ্ট-জগতের ব্যতিরেক চিন্তাতেই তাঁহার সাম্বন্ধিক অবস্থিতি। পরমাত্মাও আমার অংশগত জগন্মধ্যবর্ত্তী আবির্ভাববিশেষ; তাহাও ফলতঃ অনিত্য-জগৎসম্বন্ধি-তত্ত্ববিশেষ; তাঁহারও নিত্য স্বরূপ নাই। আমার ভগবৎস্বরূপই নিত্য; তাহাতে আমার শক্তির দুইপ্রকার পরিচয় আছে। শক্তির একটি পরিচয়ের নাম—বহিরঙ্গা বা মায়াশক্তি; তাহাকে জড়-জননী বলিয়া অপরা-শক্তিও বলা যায়। আমার অপরা বা জড়সম্বন্ধিনী-শক্তিমধ্যে আটটি তত্ত্বসংখ্যা লক্ষ্য করিবে। ভূমি,

জল, অগ্নি, বায়ু ও আকাশ,—এই পাঁচটিতে পঞ্চ মহাভূত এবং শব্দ স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ—এই পাঁচটি তন্মাত্র ; এই প্রকার দশটি তত্ত্ব গৃহীত হয়। 'অহঙ্কার'-শব্দে অহঙ্কার ও তাহার কার্য্যভূত একাদশ ইন্দ্রিয়। 'বুদ্ধি' শব্দে মহত্তত্ত্ব ও 'মনঃ'-শব্দে প্রধান,—এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব ; এই সমুদায়ই আমার বহিরঙ্গা-শক্তিগত ॥৪॥

অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥৫॥

অন্বয়—ইয়ং তু (ইহা কিন্তু) অপরা (নিকৃষ্টা প্রকৃতি) ইতঃ (ইহা হইতে) পরাম্ (শ্রেষ্ঠা) অন্যাং (অন্য একটি) জীবভূতাং (জীবরূপা) মে (মদীয়া) প্রকৃতিং (প্রকৃতি) বিদ্ধি (জানিও) [হে] মহাবাহো ! (মহাবীর অর্জ্জুন !) যয়া (যাহা কর্ত্তৃক) ইদং জগৎ (এই জীব-জগৎ) ধার্য্যতে (ধৃত হইতেছে) ॥৫॥

এতদ্ব্যতীত আমার একটি তটস্থা প্রকৃতি আছে, যাহাকে 'পরাপ্রকৃতি' বলা যায়। সেই প্রকৃতি চৈতন্যস্বরূপা ও জীবভূতা। সেই শক্তি হইতে জীব সমস্ত নিঃসৃত হইয়া এই জড়জগৎকে ভোগ্যরূপে গ্রহণ করিয়াছে। আমার অন্তরঙ্গাশক্তি নিঃসৃত চিজ্জগৎ ও বহিরঙ্গাশক্তিনিঃসৃত এই জড়জগৎ, উভয় জগতের উপযোগী বলিয়া জীবশক্তিকে 'তটস্থা-শক্তি' বলা যায় ॥৫॥

এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্ব্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥৬॥

অন্বয়—সর্ব্বাণি ভূতানি (সমস্ত ভূত) এতদ্‌যোনীনি (এই দ্বিবিধা প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন) ইতি উপধারয় (ইহা জ্ঞাত হও) অহং (আমি)

কৃৎস্নস্য (সমস্ত) জগতঃ (জগতের) প্রভবঃ (উৎপত্তি হেতু) তথা (ও) প্রলয়ঃ (সংহারের হেতু) ॥৬॥

চিদচিৎ সমস্ত জড় ও তটস্থ জগৎ—এই দুইটি প্রকৃতি হইতে নিঃসৃত। অতএব ভগবৎস্বরূপ আমিই সমস্ত জগতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের মূলহেতু ॥৬॥

মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্ব্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥৭॥

অন্বয়—ধনঞ্জয়! (হে ধনঞ্জয়!) মত্তঃ (আমা হইতে) পরতরম্ (শ্রেষ্ঠ) অন্যৎ (অন্য) কিঞ্চিৎ (কিছু) ন অস্তি (নাই) সূত্রে মণিগণা ইব (সূত্রে মণিগণসদৃশ) ময়ি (আমাতে) ইদং সর্ব্বং (এই সর্ব্ব জগৎ) প্রোতম্ (গ্রথিত আছে) ॥৭॥

হে ধনঞ্জয়! আমা হইতে আর কেহ শ্রেষ্ঠ নাই। সূত্রে যেমত মণিগণ গাঁথা থাকে, সমস্ত বিশ্বই তদ্রূপ বিষ্ণুরূপী আমাতে ওতঃপ্রোতরূপে অবস্থান করে ॥৭॥

তাৎপর্য্য—

কার্য্য এবং কারণ শক্তি এবং শক্তিমান্ এতদুভয়ের একতা হেতু আমা অপেক্ষা পরতর আর কিছুই নাই। শ্রুতি বলিয়াছেন, "একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন," একমাত্র অদ্বয় ব্রহ্ম ব্যতীত নানারূপ কিছুই নাই। এইরূপ স্বকীয় সর্ব্বাত্মকত্ব প্রকাশিত করিয়া অধুনা আলোচ্যমান্ শ্লোকে স্বকীয় সর্ব্বান্তর্য্যামিত্ব পরিব্যক্ত করিতেছেন। চিৎ এবং জড়াত্মক সর্ব্ব জগৎ আমি বই কার্য্য, সুতরাং মদাত্মক এবং সূত্রে মনিগণের ন্যায় অন্তর্য্যামীরূপ আমাতেই গ্রথিত ॥৭॥

রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশিসূর্য্যয়োঃ ।
প্রণবঃ সর্ব্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু ॥৮॥

অন্বয়—কৌন্তেয় ! (হে কুন্তীসুত !) অহম্ (আমি) অপ্সু রসঃ (জলের রস) শশিসূর্য্যয়োঃ (চন্দ্রসূর্য্যের) প্রভা (জ্যোতি) সর্ব্ববেদেষু (সমস্ত বেদের) প্রণবঃ (প্রণব) [এবং] নৃষু (মনুষ্যগণের) পৌরুষম্ (পুরুষকারস্বরূপ) অস্মি (বর্ত্তমানে আছি) ॥৮॥

হে কৌন্তেয় ! আমি জলের রস, চন্দ্র সূর্য্যের প্রভা, সর্ব্ববেদের প্রণব, আকাশের শব্দ, মনুষ্যগণের পৌরুষ ॥৮॥

তাৎপর্য্য –

(৮—১১ শ্লোক) শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরেরঅভিপ্রায় দ্রষ্টব্য।

পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ ।
জীবনং সর্ব্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু ॥৯॥

অন্বয়—[অহং (আমি)] পৃথিব্যাং চ (পৃথিবীর) পুণ্যঃ গন্ধঃ (পবিত্র গন্ধ , বিভাবসৌ চ (এবং অগ্নির) তেজঃ (তেজরূপে) অস্মি (অবস্থান করিতেছি) সর্ব্বভূতেষু (সমস্ত ভূতের) জীবনং (জীবন) তপস্বিষু চ (এবং তপস্বিগণের) তপঃ (তপোরূপে) অস্মি (বর্ত্তমান আছি) ॥৯॥

আমি পৃথিবীর পুণ্যগন্ধ, সূর্য্যের তেজ সর্ব্বভূতের জীবন, তপস্বীর তপ ॥৯॥

বীজং মাং সর্ব্বভূতানং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্ ।
বুদ্ধির্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্ ॥১০॥

অন্বয়—পার্থ ! (হে পার্থ !) মাং (আমাকে) সর্ব্বভূতানাং (সমস্ত ভূতের) সনাতনং (নিত্য) বীজং (বীজ) বিদ্ধি (জানিও) অহং (আমি) বুদ্ধিমতাং (বুদ্ধিমান পুরুষগণের) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) তেজস্বিনাং (তেজস্বিগণের) তেজঃ (তেজোরূপে) অস্মি (অবস্থান করি) ॥১০॥

আমি সর্ব্বভূতের সনাতন বীজ, বুদ্ধিমানের বুদ্ধি, তেজস্বীর তেজ ॥১০॥

বলং বলবতাং চাহং কামরাগবিবর্জিতম্ ।
ধর্ম্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ ॥১১॥

অন্বয়—ভরতর্ষভ ! (হে ভরত শ্রেষ্ঠ !) অহং (আমি) বলবতাং (বলশালিগণের) কামরাগবিবর্জ্জিত (কামরাগরহিত) বলং (বল) চ (এবং) ভূতেষু (ভূতসমূহের মধ্যে) ধর্ম্মাবিরুদ্ধঃ (ধর্ম্মসম্মত) কামঃ (পুত্রোৎপত্তি-হেতু কামরূপে) অস্মি (বর্ত্তমান আছি ॥১১॥

আমি বলবানের কামরাগবিবর্জ্জিত বল এবং ধর্ম্মসম্মত কাম অর্থাৎ সন্তানোৎপত্তির জন্য বিবাহিত-স্ত্রীসঙ্গরূপ কাম ॥১১॥

যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে ।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি নত্বহং তেষু তে ময়ি ॥১২॥

অন্বয়—যে এব (যে সকল) ভাবাঃ (ভাব) সাত্ত্বিকাঃ রাজসাঃ চ (সাত্ত্বিক ও রাজসিক) যে চ (এবং যাহারা) তামসাঃ (তামসিক) তান্ (সেই সমস্তকে) মত্তঃ এব (আমা হইতে উৎপন্ন) ইতি (এইরূপ) বিদ্ধি (জানিও) তেষু (তাহাদের মধ্যে) অহং ন [বর্ত্তে] (আমি অবস্থান করি না) তু (কিন্তু) তে (তাহারা) ময়ি (আমাতে) বর্ত্তন্তে (অবস্থান করে) ॥১২॥

সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক যতপ্রকার ভাব আছে, সে সমুদায়ই আমার প্রকৃতির গুণকার্য্য। আমি সেইসব গুণ হইতে স্বাধীন, তাহারা সমুদায় আমার শক্তির অধীন ॥১২॥

তাৎপর্য্য—

বস্তুর কারণভূত এবং সারভূত কতকগুলি বিভূতির বিষয় কথিত হইল কিন্তু অতি বিস্তারিত বিবরণের প্রয়োজন কি? আমার অধীন বস্তু মাত্রই আমার বিভূতি। শম দমাদি এবং দেবাদি সাত্ত্বিক হর্ষ দর্পাদি এবং অসুরাদি রাজসিক, শোকমোহাদি এবং রাক্ষসাদি তামসিক। এ সকলই আমার প্রাকৃতিক গুণজাত। সুতরাং আমা হইতে সমুৎপন্ন, জীব যেমন যখন দেহ যে আধার মধ্যস্থ হয়, তখন তদধীনতা প্রাপ্ত হয়; অর্থাৎ কখনও মানবদেহ মধ্যস্থ হইয়া তদধীন ভাবে কালপাত করে। কখনও বা তির্য্যকত্ব লাভ করিয়া তদীয় বশবর্ত্তীতায় জীবন ব্যয় করে; আমি পদার্থসমূহে বিরাজমান থাকিলেও কখনই সেরূপে তদধীন হই না। পদার্থ সমূহ আমারই অধীনতা পাশে চিরবদ্ধ ॥১২॥

ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্ ॥১৩॥

অন্বয় - এভিঃ (এই) ত্রিভিঃ (তিনপ্রকার) গুণময়ৈঃ ভাবৈঃ (গুণময় ভাবদ্বারা) ইদং (এই) সর্ব্বং (সমস্ত) জগৎ (প্রাণিজগৎ) মোহিতং (বিমুগ্ধ রহিয়াছে) [অতএব] এভ্যঃ পরম্ (এই ত্রিগুণাতীত) অব্যয়ং (বিকারহীন) মাং (আমাকে) ন অভিজানাতি (কেহ অবগত নহে) ॥১৩॥

আমার অপরা প্রকৃতির সত্ত্ব, রজ ও তম—এই তিনটি গুণ। সেই গুণত্রয়-দ্বারা সমস্ত জগৎ মোহিত আছে। তজ্জন্য ঐ সমস্ত গুণ হইতে স্বতন্ত্র অব্যয় কৃষ্ণস্বরূপ আমাকে লোকে জানিতে পারে না ॥১৩॥

তাৎপর্য্য—

শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিপ্রায় দ্রষ্টব্য

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥১৪॥

অন্বয়—এষা (এই) দৈবী (অত্যদ্ভুতা) গুণময়ী (ত্রিগুণযুক্তা) মম মায়া (আমার মায়া) দুরত্যয়া হি (দুরতিক্রমা) [তথাপি] যে (যাঁহারা) মাম এব (আমাকেই) প্রপদ্যন্তে (আমাতে শরণাপন্ন হন) তে (তাঁহারা) এতাং (এই) মায়াং (মায়াকে) তরন্তি (উত্তীর্ণ হইতে পারেন) ॥১৪॥

এই মায়া—আমারই শক্তি, অতএব দুর্ব্বল জীবের পক্ষে স্বভাবতঃ দুরত্যয়া অর্থাৎ দুরতিক্রমা। যাঁহারা আমার ভগবৎ স্বরূপের প্রপত্তি স্বীকার করেন, তাঁহারাই এই মায়াসমুদ্র পার হইতে পারেন, অর্থাৎ কর্ম্মজ্ঞান দ্বারা বা অন্যদেবপ্রপত্তি-দ্বারা পার হইতে পারেন না ॥১৪॥

তাৎপর্য্য

সর্ব্বেশ্বররূপ আমার অবিতর্ক্য, অতিবিচিত্র, অনন্ত বিশ্ব সৃষ্টির কারণরূপ এই মায়া অলৌকিক ও অত্যদ্ভুতা। এই মায়া সত্ত্বাদি গুণত্রয়াত্মিকা; অতএব দুরতিক্রমনীয়া গুণে অর্থাৎ রজ্জুদ্বারা ত্রিবেষ্টনে জীবগণকে দৃঢ়ভাবে বন্ধন করিয়া রাখেন, এজন্য ত্রিগুণাত্মিকা মায়া মহাপাশরূপা এরূপ শ্লিষ্ট

অর্থও করা যায়। ঈদৃশ কঠিন বন্ধন ছিন্ন করিতে বা উন্মোচন করিতে জীব অসক্ত। এরূপ হইলেও মদ্বিষয়িনী ভক্তির প্রভাবেই মায়া বিনিবৃত্ত হইতে পারে। আমি সর্ব্বেশ্বর মায়ার নিয়ন্তা, প্রপন্নবৎসল শ্যামসুন্দর শ্রীকৃষ্ণ। যাহারা এই-রূপ বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া আমার শরণাগত হয়, তাহারা সমুদ্রের ন্যায় আমার মায়াকে গোষ্পদ মধ্যস্থ অঙ্গুলি পরিমিত জলের ন্যায় বিনা ক্লেশে পার হয়। মায়াজলধি অতিক্রম করিয়া তাহারা স্বামী স্বরূপ, পরমানন্দ রস স্বরূপ প্রসন্নতা-ময় আমাকে লাভ করে। মূলান্তর্গত 'মামেব' পদস্থিত এব শব্দ দ্বারা ইহাই ব্যক্ত হইতেছে যে আমি ভিন্ন ব্রহ্ম শিবাদি কোন দেবতারই শরণাগত হইলে মায়াতিক্রম করা যায় না। শ্রুতি বলিয়াছেন "ত্বমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি" অর্থাৎ কেবল তাঁহাকে জানিয়াই মুক্তিলাভ করা যায়। মুচুকুন্দকে দেবগণ বলিয়াছেন, ভগবান্ অব্যয় বিষ্ণুই একমাত্র ঈশ্বর, তিনি ভিন্ন অন্য কেহই কৈবল্য দানে সমর্থ নহেন। খট্টাঙ্গকে লক্ষ করিয়া শিব বলিয়াছিলেন "বিষ্ণুই সকলের মুক্তি প্রদাতা ইহাতে কোন সংশয় নাই" ॥১৪॥

ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥১৫॥

অন্বয়—মূঢ়াঃ (বিবেকশূন্য) নরাধমাঃ (নরাধমগণ) মায়য়া অপহৃত-জ্ঞানাঃ (মায়াকর্ত্তৃক নিরস্তজ্ঞান) আসুরং ভাবম্ আশ্রিতাঃ (আসুরিক স্বভাব-প্রাপ্ত) দুষ্কৃতিনঃ (পাপশীল ব্যক্তিগণ) মাং (আমাতে) ন প্রপদ্যন্তে (শরণাগত হয় না) ॥১৫॥

দুষ্কৃতি ব্যক্তিগণ আমার ভগবৎস্বরূপের প্রতি প্রপত্তি স্বীকার করে না। তাহারা মূঢ়, নরাধম, মায়া-দ্বারা অপহৃতজ্ঞান ও আসুরভাবাশ্রিত-ভেদে চারি প্রকার। নিতান্ত বিষয়াবিষ্ট, কর্ম্মজড়মতি ব্যক্তিগণই মূঢ়, ইহারা চৈতন্যবস্তু বুঝিতে না পারিয়া জড়বিজ্ঞানাদির সমৃদ্ধিতে কৃতসংকল্প। 'নরাধম'-শব্দে মানবগণের হৃদ্গত উচ্চভাবরহিত নিরীশ্বর নৈতিক ও কল্পিত ঈশ্বরবাদী পণ্ডিতাভিমানী ও জড়কার্য্যবিৎ পুরুষগণকে বুঝিতে হইবে। তাহারাই 'মায়া-দ্বারা অপহৃতজ্ঞান' পুরুষ,—যাহারা চিদ্বস্তু স্বীকার করিয়াও কেবলাদ্বৈতবাদ, শূন্যবাদ, প্রকৃতিবাদ প্রভৃতি মায়াভ্রম-দ্বারা দুষ্ট মত আশ্রয় করিয়া শুদ্ধ ভক্তিতত্ত্বের নিত্যত্ব স্বীকার করে না। তাহারাই আসুরভাবাশ্রিত ও দম্ভাহঙ্কার, স্বার্থ ও ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র হইয়া জগতের সুখে মত্ত থাকে এবং ভক্ত সাধুদিগকে হীন বলিয়া জানে। সংক্ষেপ বাক্য এই যে, যাহারা সাধুসঙ্গরূপ সুকৃতিশূন্য, তাহারাই দুষ্কৃত ॥১৫॥

তাৎপর্য্য—

যদি এইরূপ আশঙ্কা হয় যে তোমার শরণাগত হইলেই যখন মুক্তি হয়, তখন কোন কোন পণ্ডিত ব্যক্তি কেন তোমার ভজন করেন না? ইহারই উত্তর স্বরূপে কথিত হইতেছে যে তাদৃশ ব্যক্তিরা কুপণ্ডিতরূপেই পরিচিত। যাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে পণ্ডিত, তাঁহারা চিরদিনই কায়মনোবাক্যে আমারই ভজনপরায়ণ। কিন্তু যাহারা কেবল পণ্ডিতাভিমানী, তাহারা আমার ভজনমার্গ পরিভ্রষ্ট। দুষ্কৃতিদ্বারা দুষ্ট কৃতি পণ্ডিত অর্থাৎ কুপণ্ডিত, এই অর্থের মূলস্থিত "দুষ্কৃতিনঃ" শব্দ ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এতাদৃশ কুপণ্ডিত চারিপ্রকার। এক মূঢ় অর্থাৎ পশুতুল্য কর্ম্মপরায়ণ। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে "যে

ব্যক্তি সুধাতুল্য হরিকথা ত্যাগ করিয়া অন্য অসৎ কথা শ্রবণ করে, সেই পুরীষভোজী জীব নিশ্চয়ই দৈবকর্ত্তৃক বিড়ম্বিত"। আবার পশুভিন্ন আর কে মুকুন্দ সেবায় পরাঙ্মুখ? ঈদৃশ মূঢ়েরা শ্রীবিষ্ণুরূপ আমাকেও ইন্দ্রাদির ন্যায় কর্ম্মসেবক ও জীবের ন্যায় কর্মাধীন বলিয়া মনে করেন। দ্বিতীয় নরাধম হৃদয়ে কিঞ্চিৎকাল ভক্তির আবির্ভাব উদয় হওয়ায় নরত্ব উপভোগ করিলে শেষে সাধনাভাবে স্বেচ্ছায় ভক্তিত্যাগীগণই নরাধম। অথবা বিপ্রাদি কুলে জন্ম হেতু নরোত্তমতা লাভ করিয়াও অসৎ কাব্যাসক্তি হেতু পামরতাভাগীগণই নরাধম। তৃতীয় সাংখ্যাদি মত-প্রবর্তকগণ মায়াপহৃতজ্ঞান, অসংখ্য শ্রুতির দ্বারা আমার সর্ব্বজ্ঞত্ব সর্ব্বৈশ্বর্য্য সম্বন্ধত্ব, সর্ব্বস্রষ্টৃত্ব, মুক্তিদায়িত্ব ইত্যাদি ধর্ম্মপ্রসিদ্ধ ও সপ্রমাণিত হইলেও সাংখ্যাদি মতাবলম্বিগণ আমার ঈশ্বরত্বের অপলোপ করিয়া প্রকৃতিকে সর্ব্বসৃষ্টিকর্ত্রী ও মোক্ষ বিধাত্রীরূপে কল্পনা করেন। মায়ার প্রভাবেই তাঁহারা তাদৃশ শত শত কুটিল কুযুক্তি উদ্ভাবিত করিয়া থাকেন। অথবা শাস্ত্রাধ্যয়ন ও অধ্যাপনাদি করিলেও যাঁহাদের জ্ঞান মায়াদ্বারা বিলুপ্ত হইয়াছে তাঁহারাই মায়াপহৃতজ্ঞান। বৈকুণ্ঠ বিরাজিনী শ্রীমন্নারায়ণ মূর্ত্তিই চিরদিন ভক্তির উপযোগিণী; রামকৃষ্ণাদি মনুষ্যমাত্র সুতরাং তত্তন্মূর্ত্তি ভক্তির অযোগ্য; ইহাই তাদৃশ মায়াপহৃতজ্ঞানগণের অভিপ্রায়। শ্রীভগবান্ এই গীতাশাস্ত্রে নবম অধ্যায়স্থ একাদশ শ্লোকে বলিয়াছেন,— "অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্" অর্থাৎ মানব দেহাবৃত আমাতে মূঢ় জনেরা অবজ্ঞা করে। তাহারা আমার

ভজনা করিলেও প্রকৃত প্রস্তাবে তাহাদিগকে কখনই আমার ভজন নিরত বলা যায় না। চতুর্থ—অসুরভাবাশ্রিতগণ। ইহারা মায়ার প্রভাবে নির্ব্বিশেষ চিন্মাত্র ব্রহ্ম স্বীকার করে। অসুরেরা সর্ব্বানন্দের নিকেতনস্বরূপ আমার শ্রীমূর্ত্তিকে শর দ্বারা বিদ্ধ করে। আমার নিত্য চৈতন্যাত্মক শ্রুতি প্রসিদ্ধ হইলেও এবং তাদৃশ মূর্ত্তি বৈকুণ্ঠে চিরবিরাজিত থাকিলেও তাহার মূর্ত্তরূপ দৃশ্যত্ব হেতু তাহা খণ্ডিত করে। এস্থলে মায়াই তাদৃশী বুদ্ধি উৎপাদনের হেতুভূতা। জরাসন্ধাদি ইহার দৃষ্টান্ত ॥১৫॥

চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥১৬॥

অন্বয়—ভরতর্ষভ! (হে ভরতশ্রেষ্ঠ অর্জ্জুন!) আর্ত্তঃ (রোগাদিতে অভিভূত) জিজ্ঞাসুঃ (আত্মজ্ঞানেচ্ছু) অর্থার্থী (উভয়লোকে ভোগাকাঙ্ক্ষী) জ্ঞানী চ (এবং আত্মতত্ত্বজ্ঞ) [ইতি (এই) চতুর্ব্বিধাঃ (চারিপ্রকার) সুকৃতিনঃ (সুকৃতিসম্পন্ন) জনাঃ (মনুষ্যগণ) মাং (আমাকে) ভজন্তে (ভজন করেন)] ॥১৬॥

আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী—এই চারিপ্রকার ব্যক্তি যখন মৎপ্রসাদে বা মদ্ভক্তপ্রসাদে আর্ত্তি, জিজ্ঞাসা, অর্থার্থী ও জ্ঞানরূপ দোষশূন্য হইয়া সুকৃতিমন্ত হয়, তখন এই চারিপ্রকার সুকৃতিমান্ পুরুষ আমাকে ভজনা করে। দুষ্কৃতি ব্যক্তিদিগের পক্ষে আমার ভজনা প্রায়ই দুর্ঘট, যেহেতু তাহাদের ক্রমোন্নতি-প্রথা নাই। তন্মধ্যে কদাচিৎ কাহার আকস্মিকী-প্রথা-দ্বারা মদ্ভজন লাভ হইয়াছে। বৈধজীবনাবস্থিত সুকৃতি-ব্যক্তিদিগের মধ্যে চারিপ্রকার লোকে

আমাকে ভজন করিতে যোগ্য হয়। যাহারা কাম্যকর্ম্মপরায়ণ, তাহারা প্রাপ্তক্লেশ-দ্বারা সন্তপ্ত হইয়া আমাকে মনে করে,- ইহারাই আর্ত্ত। দুষ্কৃতি ব্যক্তিও আর্ত্ত হইয়া আমাকে কখন কখন মনে করে। পূর্ব্বোক্ত মূঢ় নৈতিকগণ তত্ত্বজিজ্ঞাসাক্রমে যখন ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তা বোধ করে, তখন জিজ্ঞাসুরূপে ক্রমশঃ আমাকে স্মরণ করে। পূর্ব্বোক্ত নরাধমগণ নীতিগত ঈশ্বরে সন্তুষ্ট না হইয়া যখন নীতির অধীশ্বরকে জানিতে পারে, তখন তাহারা বৈধভক্ত হইয়া অর্থার্থী-রূপে আমাকে স্মরণ করে। যখন ব্রহ্ম-পরমাত্ম জ্ঞানকে অসম্পূর্ণ জানিয়া, জীব আমার শুদ্ধ ভগবজ্জ্ঞানকে আশ্রয় করে, তখন মায়াদ্বারা আচ্ছন্নজ্ঞান সেই পুরুষের মায়াচ্ছাদন দূর হইলে, জীব ভগবৎ স্বরূপের নিত্যদাস বলিয়া আমার প্রপত্তি স্বীকার করে। ফলতঃ আর্ত্তদিগের কামরূপ কষায়, জিজ্ঞাসুদিগের সামান্যনৈতিক জ্ঞানাবদ্ধতারূপ কষায়, অর্থার্থীদিগের সামান্য পারলৌকিক স্বর্গাদিপ্রাপ্তির আশারূপ কষায় এবং জ্ঞানীদিগের ব্রহ্মলয় ও ভগবত্তত্ত্বে অনিত্যত্ব বুদ্ধিরূপ কষায় দূর হইলে ঐ চারিপ্রকার জীব ভক্ত্যধিকারী হইতে পারে। যে-কাল পর্য্যন্ত কষায় থাকে, সে-কাল পর্য্যন্ত ঐসকল ব্যক্তির ভক্তি আর কর্ম্ম বা জ্ঞান প্রধানীভূতা ; কষায় দূর হইলে, কেবলা অকিঞ্চনা বা উত্তমা ভক্তি লাভ করে ॥১৬॥

তাৎপর্য্য—

তবে কে তোমার ভজন করে? এইরূপ আশঙ্কিত প্রশ্নের উত্তর স্বরূপে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন যে, সুকৃতিশালী অর্থাৎ বর্ণাশ্রমাচাররূপ ধর্ম্মপরায়ণগণই আমার ভজন করিয়া থাকে। তাহারা চারিশ্রেণীতে বিভক্ত। আর্ত্ত অর্থাৎ রোগাদি আপদ-গ্রস্ত হইয়া তন্নিবৃত্তিকামী ; জিজ্ঞাসু অর্থাৎ আত্মজ্ঞানার্থী, অথবা ব্যকরণাদি শাস্ত্রজ্ঞানার্থী ; অর্থার্থী অর্থাৎ ভূমিসম্পত্তি হস্তী, অশ্ব, নারী, স্বর্ণ, রত্নাদি ঐহিক বা পারত্রিক ভোগার্থী

এই তিন সকাম গৃহস্থ। চতুর্থ জ্ঞানী অর্থাৎ বিশুদ্ধান্তঃকরণ সম্পন্ন সন্ন্যাসী। এই চতুর্থ প্রকার ভক্ত নিষ্কাম, এইরূপ প্রধানীভূতা ভক্তির চারিপ্রকার অধিকারী নিরূপিত হইল। তন্মধ্যে প্রথম তিন প্রকারে যে ভক্তি লক্ষিত হয় তাহা কর্ম্মমিশ্রা। চতুর্থে যে ভক্তি লক্ষিত হয় তাহা জ্ঞানমিশ্রা। শ্রীভগবান্ এই গীতাশাস্ত্রে অষ্টম অধ্যায়স্থ দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শ্লোকে যোগমিশ্রা ভক্তির বিষয় কীর্ত্তন করিয়াছেন। 'সর্ব্ব-দ্বারাণি সংযম্য.....স যাতি পরমাং গতিম্।" অর্থাৎ ইন্দ্রিয়দ্বার সকলকে সংযম করিয়া মনকে হৃদয়ে নিরোধ পূর্ব্বক প্রাণকে ভ্রূদ্বয়ের মধ্যে স্থাপন করত যোগ ধারণা অবলম্বন করিয়া এই একাক্ষর ব্রহ্ম উচ্চারণ এবং আমাকে স্মরণ করিতে করিতে যিনি দেহত্যাগ করেন তিনি পরমাগতি প্রাপ্ত হন। এইরূপ ঈশ্বরানুরক্তি সহকৃত যোগকে যোগমিশ্রাভক্তি বলা যায়। যে ভক্তিতে জ্ঞান কর্ম্মের কোনই সংস্রব নাই তাহার নাম কেবল ভক্তি। সপ্তম অধ্যায়ের প্রথমেই "ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ', ইত্যাদি বাক্যে তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। অষ্টম ও নবম অধ্যায়ে তাদৃশী কেবল ভক্তির বিষয় আলোচিত হইয়াছে। গীতা ৮/৪ শ্লোকে যে অনন্যচিত্তব্যক্তি প্রতিনিয়ত আমাকে স্মরণ করেন, হে পার্থ! সেই নিত্যযুক্ত যোগীর পক্ষে আমি সুলভ।" এইরূপ অনন্য চিত্ততা ও ঈশ্বরপরায়ণতাই কেবল ভক্তির লক্ষণ। পুনশ্চ ৯/১৩—১৪ শ্লোকে দৈবী প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া মহাত্মগণ আমাকে ভূতের আদি ও অব্যয় জানিয়া অনন্য মনে সতত আমার কীর্ত্তন করেন, আমার জন্য

যত্ন করেন, আমাকে ভক্তিসহকারে নমস্কার করেন এবং একমনে আমার উপসনা করেন", এইরূপ ঐকান্তিকী আসক্তিই কেবলা ভক্তি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। অপিচ অনন্যশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে। তেষাং নিত্যাভিযুক্তানা যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥ (গীঃ ৯/২২) অর্থাৎ যাহারা অনন্যমনে আমার চিন্তা করিতে করিতে আমার উপসনা করেন সেই নিত্যযুক্তগণের যোগক্ষেম আমি বহন করিয়া থাকি। গীতাশাস্ত্রে এই মধ্যম ছয় অধ্যায়ে ভগবান্ প্রধানীভূতা ও কেবলা এই দ্বিবিধ ভক্তির প্রসঙ্গই কীর্ত্তন করিয়াছেন। তৃতীয় প্রকার অর্থাৎ গুণীভূতা ভক্তি কর্ম্মী জ্ঞানী ও যোগিগণ কর্ম্মাদিজনিত ফলসিদ্ধির বাসনায় অবলম্বন করেন বটে; কিন্তু তাহাতে ভক্তির প্রাধান্য না থাকায় তত্তৎস্থলে কর্ম্মাদির প্রাধান্য অবিসংবাদিত। উভয় ফলেরও বিস্তর পার্থক্য দৃষ্ট হয়। সকাম কর্ম্মের ফলে স্বর্গাদি প্রাপ্তি আর নিষ্কাম কর্ম্মের দ্বারা জ্ঞান যোগ ও তাহার ফলস্বরূপ নির্ব্বান মোক্ষ প্রাপ্তি ঘটে। প্রধানীভূতা ভক্তির মধ্যে আর্ত্তাদি তিন প্রকার—কর্ম্মমিশ্র ও সকাম ভক্ত। তাহাদের কামনাপূর্ত্তিই তাহাদের ভক্তির ফল। চতুর্থ প্রকার অর্থাৎ জ্ঞানমিশ্র ভক্তগণ তদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর ফলের অধিকারী হইয়া থাকেন। তাঁহারা চরমে সনকাদির ন্যায় শান্তি লাভ করেন। যদি কর্ম্মমিশ্রাভক্তি নিষ্কামা হয়, তাহা হইলে তাহা হইতে জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি সমুৎপন্ন হয় এবং জ্ঞানমিশ্র ভক্তির ফল স্বরূপে সনকাদির ন্যায় ফলপ্রাপ্তি ঘটে ॥১৬॥

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥১৭॥

অন্বয়—তেষাং (তাঁহাদের মধ্যে) নিত্যযুক্তঃ (নিত্য মন্নিষ্ঠ) একভক্তিঃ (আমাতে একান্ত ভক্তিযুক্ত) জ্ঞানী (তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি) বিশিষ্যতে (শ্রেষ্ঠ) হি (যেহেতু) অহং (আমি) জ্ঞানিনঃ (তত্ত্ববিদের) অত্যর্থং প্রিয় (অত্যন্ত প্রিয়) সঃ চ (এবং তিনি) মম (আমার) প্রিয়ঃ (প্রিয়) ॥১৭॥

কষায়শূন্য আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী মৎপর হইয়া 'ভক্ত' হয়। কিন্তু তন্মধ্যে জ্ঞানীব্যক্তি জ্ঞান-কষায় পরিত্যাগপূর্ব্বক শুদ্ধজ্ঞান লাভ করত ভক্তিযোগযুক্ত হইয়া, অন্যান্য তিন প্রকার ভক্তগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতা লাভ করেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, স্বভাবতঃ জ্ঞানাভ্যাস-দ্বারা চৈতন্যস্বরূপ জীবের স্বরূপলাভ যত বিশুদ্ধ হয়, কর্ম্মীদিগের কর্ম্ম কষায়শূন্য হইলেও স্ব-স্বরূপাবস্থিতি তত বিশুদ্ধ হয় না। ভক্তসঙ্গক্রমে সকলেরই চরমে স্বরূপের অবস্থিতি লব্ধ হইয়া পড়ে। সাধনদশায় উক্ত চারিপ্রকার অধিকারীর মধ্যে একভক্তিবিশিষ্ট জ্ঞানী ভক্তই আমার বিশুদ্ধ দাস এবং আমিও তাহার অত্যন্ত প্রিয়। শুকাদির ভগবজ্জ্ঞানস্ফূর্ত্তিই ইহার উদাহরণ। শুদ্ধজ্ঞানলব্ধ ভক্তগণের সাধনকালীন ভগবৎকৈঙ্কর্য্য—বিশুদ্ধ চিন্ময়, জড়গন্ধ তাহাতে প্রবেশ করিতে পারে না ॥১৭॥

তাৎপর্য্য—

শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিপ্রায় দ্রষ্টব্য।

উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্ ॥১৮॥

অন্বয়—এতে সর্ব্বে এব (ইঁহারা সকলেই) উদারাঃ (মহান্ত) তু (কিন্তু) জ্ঞানী (জ্ঞানী ভক্ত) আত্মা এব (আত্মস্বরূপ) মে মতম্ (আমার

নত) হি (যেহেতু) সঃ (তিনি) যুক্তাত্মা (মদেকচিত্ত হইয়া) অনুত্তমাং গতিং (সর্ব্বোত্তমা গতিস্বরূপ) মাম্ এব (আমাকেই) আস্থিতঃ (আশ্রয় করিয়া অবস্থিত) ॥১৮॥

'কেবলা ভক্তি' স্বীকার করত পূর্ব্বোক্ত চারিপ্রকার অধিকারী সকলেই পরম উদার হন। কিন্তু, জ্ঞানী ভক্তের আত্মনিষ্ঠতা অর্থাৎ চৈতন্যনিষ্ঠতা অধিকতর প্রবল থাকায় চৈতন্যগতিরূপ সর্ব্বোত্তম গতি যে আমি, আমাতে অবস্থিত হন। তিনি আমার অত্যন্ত প্রিয় অর্থাৎ তিনি আমাকে অত্যন্ত বশীভূত করেন ॥১৮॥

তাৎপর্য্য—

পূর্ব্ব শ্লোকে শ্রীভগবান বলিয়াছেন যে সকল ভক্তের মধ্যে জ্ঞানী আমার প্রিয়। তবে কি আর্ত্ত জিজ্ঞাসু অর্থার্থী এই তিন প্রকার ভক্ত ভগবানের প্রিয় পাত্র নহেন? ইহার উত্তর স্বরূপ শ্রীভগবান বলিয়াছেন যে আর্ত্তাদি তিন প্রকার সকাম হইলেও মদভক্ত; অতএব উৎকৃষ্ট; কেননা পূর্ব্বজন্মার্জিত অনেক সুকৃতি না থাকিলে কখনই ভগবদ্ভক্তি জন্মে না। আরও দেখ যে সকল মদ্বিমুখ বা ক্ষুদ্র দেবতাভক্ত তাহাদের অপেক্ষা মদ্ভজন পরায়ণ আর্ত্তাদি অনেক শ্রেষ্ঠ সুতরাং আর্ত্তাদি যে আমার প্রিয় পাত্র তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। আমার প্রতি ভক্তিমান ব্যক্তি, জ্ঞানীই বা অজ্ঞানী হউন কখনই আমার অপ্রিয় হইতে পারে না। কিন্তু আমার প্রতি যে ব্যক্তির যে পরিমাণে প্রীতি হইবে আমারও তাহার প্রতি সেই পরিমাণে প্রীতি হওয়া স্বভাব-সিদ্ধ। আর্ত্তাদি সকাম ভক্ত দিগের কাম্যপদার্থও প্রিয়, আমিও প্রিয়। কাম্যপদার্থ ত্যাগ

করিয়া তাহারা কখনই আমাকে ভজনা করেন না। পার্থিব পদার্থ লাভ করিতে পারিবেন বলিয়াই আমার ভজনা করেন। কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তি আমি ছাড়া আর কোন কামনা নাই এবং প্রিয়ান্তরও নাই? আমিই তাঁহাদের একমাত্র প্রিয় ও প্রার্থিত। সুতরাং তাদৃশ ব্যক্তি আমার নিরতিশয় প্রীতিপাত্র ইহা বলাই বাহুল্য। আর্ত্তাদি ও জ্ঞানীর মধ্যে এইটুকুই বিশেষ। এরূপ না হইলে আমার ন্যায়পরায়নতা রক্ষিত হয় না এবং কৃতজ্ঞতার পরিবর্ত্তে কৃতঘ্নতাদোষ হয়। জ্ঞানী ভিন্ন আর কেহই আমার প্রিয় নহে, এরূপ অভিপ্রায় আমি ব্যক্ত করি নাই। জ্ঞানী নিরতিশয় প্রীতির পাত্র; ইহাই আমি ব্যক্ত করিয়াছি। যাহারা জ্ঞানহীন অথচ মদ্ভক্ত, তাঁহারাও আমার প্রিয় সন্দেহ নাই। জ্ঞানীপুরুষ নিরন্তর মদেকনিষ্ঠ ও মদ্গতচিত্ত হইয়া পরমানন্দ-ঘন শ্রীভগবানরূপ আমাকেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট গতি ও পরম ফল জানিয়া একমনে আশ্রয় করিয়া থাকেন। মদ্ভিন্ন অন্য কোন ফলেই তাহার আসক্তি বা কামনা থাকে না। এরূপ ভক্ত আর্ত্তাদি অপেক্ষা বিশিষ্ট তাহাতে সন্দেহ নাই। জগতে অনেকেই শ্রীভগবানকে ডাকে ও তাঁহার কৃপাভিক্ষা করে। তাহা হইলে সংসারে উদারের সংখ্যা অনেক হইয়া যায়; কিন্তু তাহা নহে। লোকে দায়ে পড়িয়া শ্রীভগবানকে ডাকে এবং তাঁহার করুণা ভিক্ষাও করে বটে কিন্তু সম্পূর্ণরূপে ও সর্ব্বতোভাবে তাঁহার উপর নির্ভর করে কি? প্রাণ, মন, দেহ সকলই তাঁহাকে উৎসর্গীকৃত করিয়া অনন্যমনে তাঁহার শরণ গ্রহণ করে কি? তাঁহার ইচ্ছায় যাহা হয় তাহাই জানিয়া সম্পূর্ণরূপে তাঁহার

চরণে আত্মসমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকে কি? সাধারণতঃ মানুষ এরূপ নির্ভর করিয়া প্রায়ই শ্রীভগবানের শরণাগত হয় না। তাঁহারা রোগ শান্তির জন্য ব্রতও করে, আবার কবিরাজী পাঁচনও খায়। চরণামৃতও পান করে; ডাক্তারের শরণাগত হয়; মুখে হরি হরি বলে আবার নিজের যত্নে সব কিছু সিদ্ধ হইবে ভাবিয়া অভিলষিত কর্ম্মেরও অনুষ্ঠান করে। সুতরাং এসকল লোক কখনই ভগবদ্ভক্তের পদবী লাভ করিতে পারে না। এবং ভগবন্নিষ্ঠরূপে পরিগণিত হইতে পারে না।

আর্ত্তাদিরূপে ভগবদ্ভক্ত হওয়া অনেক সুকৃতি সাপেক্ষ। শ্রীভগবান্ তাঁহাদিগকেও উদার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং তাহারাও শত ধন্য। দ্রৌপদীদেবী আর্ত্তশ্রেণীতে পরিগণিতা, রাজর্ষি জনক জিজ্ঞাসুর শ্রেণীতে পরিগণিত, তাপস শ্রেষ্ঠ ধ্রুব অর্থার্থীর শ্রেণীতে পরিগণিত। সুতরাং সংসারে যত লোক বিপদগ্রস্থ হইয়া বা কামনাবিশেষের বশবর্তী হইয়া সেই ভক্তবৎসল ভগবানকে ডাকিয়া থাকে, তাহার অধিকাংশই মুখের কথায় ভগবানের কৃপাপ্রার্থী হয় মাত্র। মুখেই তাহা উদ্ভব, মুখেই তাহা লয় হয়, হৃদয় তৎসম্বন্ধে নির্লিপ্ত ও উদাসীন। সেই প্রকার জনেরা কখনই উদার ভগবৎভক্ত নামে অভিহিত হইতে পারেনা ॥১৮॥

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্ল্লভঃ ॥১৯॥

অন্বয়—বহূনাং (বহু) জন্মনাম্ অন্তে (জন্মের পর) জ্ঞানবান্ (জ্ঞানী ব্যক্তি) সর্ব্বং (স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিশ্ব) বাসুদেবঃ (বাসুদেবময়) ইতি (এইরূপ জ্ঞানযুক্ত হইয়া) মাং প্রপদ্যতে (আমাতে শরণাপন্ন হন)। স মহাত্মা (সেই মহাত্মা) সুদুর্লভঃ (অত্যন্ত দুর্লভ) ॥১৯॥

জীবসকল অনেকে জন্ম সাধন করিতে করিতে জ্ঞানলাভ করে অর্থাৎ চৈতন্যনিষ্ঠ হয়। চৈতন্যনিষ্ঠ হইবার প্রথমে তাহারা কিয়ৎপরিণাম জড়ত্যাগ-কালীয় অদ্বৈতভাব অবলম্বন করে ; তখন জড়ীয়বিশেষের প্রতি ঘৃণাপ্রযুক্ত বিশেষ ধর্ম্মের প্রতি উদাসীন হয়। চৈতন্য-ধর্ম্মে একটু অবস্থিত হইলেই চৈতন্যের যে বিশুদ্ধ বিশেষ-ধর্ম্ম, তাহা জানিতে পারিয়া তাহাতে তাহারা অনুরক্ত হয় এবং অনুরক্ত হইয়া পরমচৈতন্যরূপ আমাতে প্রপত্তি স্বীকার করে ; তখন তাহারা এই মনে করে যে, 'এই জড়জগৎ স্বতন্ত্র নয়'—চেতন-বস্তুর একটি হেয় প্রতিফলন মাত্র, ইহাতেও বাসুদেব-সম্বন্ধ আছে ; অতএব সমস্তই বাসুদেবময়' এইরূপ যাঁহাদের ভগবৎপ্রপত্তি, তাঁহারা মহাত্মা ও সুদুর্লভ ॥১৯॥

তাৎপর্য্য—

'বাসুদেব'—শ্রীকৃষ্ণেরই নামান্তর। তাঁহার এই নাম তাঁহার আবির্ভাবকালের বহু পূর্ব্ব হইতে শাস্ত্রাদিতে প্রকাশিত আছে ও বৈদিক শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে। কোন কোন কৃষ্ণদ্বেষী হত-ভাগ্য ব্যক্তি এ নাম শ্রীকৃষ্ণবাচক নহে বলিয়া অনুমান করেন। তাহাদের এই ভ্রমমূলক অনুমান নিতান্ত অসার। কারণ শ্রীকৃষ্ণ যেদিন অবতীর্ণ হন তাহার পূর্ব্বে তাঁহার বিদ্যমানতা ছিল না এই প্রকার শাস্ত্রবিরুদ্ধ অভিপ্রায় ভক্তবৃন্দের অশ্রদ্ধেয়। সেই সনাতন পরম পুরুষ অনন্তকাল বর্ত্তমান, এবং বারবার লীলাচ্ছলে ভূতলে অবতীর্ণ। বেদাদি আগম শাস্ত্র অপৌরু-ষেয় সত্য, কিন্তু যে পুরুষ অনাদি ও অব্যয় তাঁহার অপেক্ষা

প্রাচীন আর কিছুই নহে। যদি বেদশাস্ত্র তাঁহার মহিমা পরিকীর্ত্তন না করিত তাহা হইলে বেদের এই মর্য্যাদা কোথায় থাকিত? বেদবেদ্য পরমপুরুষ চিরকালই বিদ্যমান এবং শাস্ত্রসমূহ তাঁহারই মহিমাকীর্ত্তনে নিরন্তর নিয়োজিত।

বাসুদেব নামের অর্থ পর্য্যালোচনা করিলে সহজেই উপলব্ধি হয় যে শ্রীকৃষ্ণ বসুদেবের পুত্র; তাই তিনি বাসুদেব কিন্তু শাস্ত্রে এই সহজ অর্থই গৃহীত হয় নাই। সনৎকুমার বলিয়াছেন "বাসঃ সর্ব্ব নিবাসশ্চ বিশ্বানি যস্য লোমসু। তস্য দেবঃ পরং ব্রহ্ম বাসুদেব ইতীরীতঃ॥ বাসদেবেতি তন্নাম বেদেষু চ চতুর্ব্বু চ। পুরাণেদিতিহাসেষু যাত্রাদিষু চ দৃশ্যতে॥ (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ড ৮৭ অধ্যায়) অর্থাৎ যিনি সকলের নিবাসভূমি, বিশ্বসমূহ যাঁহার লোম-কূপে, তাঁহার যিনি দেবতা, সেই পরব্রহ্ম বাসুদেব নামে খ্যাত। তাঁহার এই বাসুদেব নাম চারিবেদ পুরাণ ইতিহাস আদি শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। শাস্ত্রান্তরেও বাসুদেব নামের উল্লিখিতরূপ অর্থই প্রতিপাদিত হইয়াছে। (বিষ্ণু-পুরাণ ১ম অংশ ২য় অধ্যায়) "তিনি এই জগতের সকল স্থানে ও সকল পদার্থে বাস করেন। এইজন্য তিনি বিদ্বানগণ কর্ত্তৃক বাসুদেব নামে কথিত হন। বিষ্ণুপুরাণ ৩য় অংশে ৫ম অধ্যায়ে কথিত আছে, পুরাকালে কেশিধ্বজ খাণ্ডিক্য জনক কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া তত্ত্বসহকারে বাসুদেবের নামার্থব্যাখ্যা করিয়া ছিলেন। তিনি সর্ব্বভূতের অন্তরে বাস করেন এবং ভূত-সমূহ তাহাতে বাস করে। তিনি জগতের ধাতা ও বিধাতা,

এইজন্য সেই প্রভুর নাম বাসুদেব। পদ্মপুরাণে উত্তর খণ্ডে ৬০ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে,—পদ্মপত্রের ন্যায় শ্যাম বর্ণ, কমল লোচন, চতুর্ভুজ, সুন্দর কলেবর শ্রীবৎস ও কৌস্তুভধারী বনমালা বিভূষিত সনাতন পুরুষ বাসুদেবরূপে বসুদেব হইতে আবির্ভূত হইলেন ॥১৯॥

কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥২০॥

অন্বয়—তৈঃ তৈঃ (সেই সেই) কামৈঃ (কামনাদ্বারা) অপহৃতজ্ঞানাঃ (অপহৃতবিবেক ব্যক্তি) তং তং (সেই সেই) নিয়মম্ (উপবাসাদি নিয়ম) আস্থায় (অবলম্বনপূর্ব্বক) স্বয়া প্রকৃত্যা নিয়তাঃ (স্বীয় প্রকৃতির বশীভূত হইয়া) অন্যদেবতাঃ (অন্যদেবতার) প্রপদ্যন্তে (ভজন করে) ॥২০॥

আর্ত্তাদি ব্যক্তিগণ কষায়শূন্য হইয়া আমার ভক্তি আচরণ করে। যে কাল পর্য্যন্ত তাহাদের কামরূপ কষায় বিগত না হয়, সে কাল পর্য্যন্ত তাহারা স্বভাবতঃ বহির্ম্মুখ। কামী হইয়াও যাহারা আমার স্বরূপকে আশ্রয় করে, তাহারা বহির্ম্মুখতাকে আশ্রয় দেয় না। আমি অতি স্বল্পকালের মধ্যে তাহাদের কামকে দূর করি। কিন্তু যাহারা আমা হইতে বহির্ম্মুখ কামদ্বারা হৃতজ্ঞান হইয়া শীঘ্র ক্ষুদ্র ফললাভের জন্য সেই সেই কামফলদাতা দেবতাদিগের উপাসনা করে, তাহারা বিশুদ্ধ সত্ত্বরূপ আমাকে ভালবাসে না, যেহেতু তাহাদের স্বীয় স্বীয় তামসিক ও রাজসিক প্রকৃতি-দ্বারা চালিত হইয়া সেই সেই ক্ষুদ্র নিয়ম পালন করত তদরূপ দেবতা সকলের উপাসনা করে ॥২০॥

তাৎপর্য্য—

আর্ত্তাদি ত্রিবিধ ভক্তের অপেক্ষা জ্ঞানিগণ যে শ্রেষ্ঠ একথা পূর্ব্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে; কারণ বিবেকবান্ ভক্তগণ

নিত্যযুক্ত এবং একভক্তি। কিন্তু জ্ঞানিগণ আর্ত্তাদি অপেক্ষা বিশিষ্ট হইলেও ভগবান্ আর্ত্তদিগকে উদার বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। অনেকে কামনাপরতন্ত্র হইয়া কামনাসিদ্ধি অভিলাষে নানাবিধ ক্ষুদ্র দেবতার ভজনায় জীবনপাত করে। আর্ত্তাদিও সকাম বটেন; কিন্তু তাঁহারা কামনা সিদ্ধির নিমিত্ত ভগবচ্চরণেরই শরণ গ্রহণ করেন এবং তাঁহাকে ছাড়িয়া অন্য কোন দেবতার আশ্রয় গ্রহণ করেন না; এজন্য অন্য দেবপূজক গণ অপেক্ষা আর্ত্তাদি ভগবৎভক্তগণ যে শ্রেষ্ঠ ইহাই এক্ষণে শ্রীভগবান্ প্রদর্শন করিতেছেন। বর্ত্তমান শ্লোক হইতে অধ্যায় সমাপ্তি পর্যন্ত শ্রীভগবান্ এই তত্ত্বই পরিব্যক্ত করিবেন। যাঁরা শ্রীভগবানের চরণে ভক্তিভরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে শিখিয়াছেন, তাঁহাদের কামনাসিদ্ধির বিষয়ে তো কোনই সন্দেহ নাই অধিকন্তু ভক্তির ক্রমোৎকর্ষ ও প্রতিপাদক হেতু কালে তাঁহার পরম ফল লাভ করিয়া ধন্য হইবেন তাহাতে সন্দেহ নাই। শ্রীবিষ্ণু ছাড়া মুক্তিপ্রদানে আর অন্য কোন দেবতার ক্ষমতা নাই। সুতরাং মুক্তিরূপ পরমফল অন্য দেবতার ভজনপরায়ণ মানবগণ কখনই পাইতে পারেন না। যিনি সকল দেবতার দেবতা, যিনি সকল বাসনা অবহেলায় সংসিদ্ধ করিতে সক্ষম, যাঁহার কৃপাকণিকা প্রাপ্ত হইলে হেলায় ভবসিন্ধু অতিক্রম করিয়া সকল সুখ ও সর্ব্বানন্দের সারস্বরূপ ভক্তিধনের অধিকারী হওয়া যায় তাঁহাকে ভুলিয়া লোকে ক্ষুদ্র দেবতার সেবায় সম্প্রবৃত্ত হয়। শতশত সূর্য্য চন্দ্র যাঁহার ভ্রূভঙ্গীতে উৎপন্ন ও বিলীন হয়, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার লোমকূপে

বিরাজিত, দেবতাগণ যাঁহার গুণগান করিয়া ধন্য হন, তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া ক্ষুদ্র ফলপ্রাপ্তির বাসনায়, পূর্ব্ববাসনার বশবর্তিতায়, মানব আপনাকে ক্ষুদ্র দেবতাপূজায় বিনিয়োজিত করে। এরূপ লঘুচেতা মানবগণ যে অপরিসীম অসৌভাগ্যের আস্পদ একথা বলাই বাহুল্য। আর্ত্তাদি সকাম ভগবদ্ভক্তগণ যে এই প্রকার ক্ষুদ্র দেবসেবকগণ অপেক্ষা বহুগুণে শ্রেষ্ঠ, তাহার সন্দেহ নাই ॥২০॥

যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চ্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্ ॥২১॥

অন্বয়—যঃ যঃ (যেই যেই) ভক্তঃ (ভক্ত) যাং যাং (যেই যেই) তনুং (দেবতারূপ মদীয়া মূর্ত্তিকে) শ্রদ্ধয়া (শ্রদ্ধাপূর্ব্বক) অর্চ্চিতুম্ (পূজা করিতে) ইচ্ছতি (ইচ্ছা করে) অহং (আমি) তস্য তস্য (সেই সেই ভক্তের) তাম্ এব (সেই দেবতাবিষয়িণী) শ্রদ্ধাম্ (শ্রদ্ধাকে) অচলাং (দৃঢ়া) বিদধামি (করিয়া থাকি) ॥২১॥

অন্তর্যামীস্বরূপ আমি, যাঁহার যে স্পৃহণীয়া দেবমূর্ত্তি তাঁহাতে তাহার শ্রদ্ধানুযায়ী অচলা শ্রদ্ধা বিধান করিয়া থাকি ॥২১॥

তাৎপর্য্য—

আপাততঃ শ্রীভগবান্ এই শ্লোকে বলিয়াছেন যে, যে যে কামনার বশবর্ত্তী হইয়া যে যে দেবমূর্ত্তির পূজা করে, আমি অন্তর্যামী ভগবান্ সেই দেবপূজকগণের হৃদয়ে তত্তন্মূর্ত্তির সম্বন্ধে অচল শ্রদ্ধা প্রেরণ করি। তাহাদের সেই শ্রদ্ধাকে আমি

কখনই আমার নিজ সম্বন্ধে পরিচালিত করি না। যাহা সেই ভক্তগণের কামনা এবং যে দেবতার পূজা করিয়া ভক্তগণ পরিতৃপ্ত আমি তাহারই উত্তর সাধকতা করি মাত্র। তাহাদের হৃদয় যে ভক্তিমার্গে প্রবাহিত হইতেছে আমি সহায়তা করিয়া তাহাকে সেই পথে বেগ সহকারে গমন করিবার ব্যবস্থা করি। সেই ক্ষুদ্র দেবতা পূজা করিতে ভক্তগণের যে শ্রদ্ধা সঞ্জাত হইয়াছে, তাহা বৃদ্ধি বা দৃঢ় করিতে সেই দেবতাগণের কোনই সাধ্য নাই; আমিই তাহার নিয়ামক ॥২১॥

স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্ ॥২২॥

অন্বয়—স (সেই ব্যক্তি) তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ (সেই শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া) তস্য (সেই) আরাধনম্ (আরাধনা) ঈহতে (করেন) ময়া এব চ (এবং আমাকর্তৃকই) বিহিতান্ (বিহিত) তান্ কামান্ (সেই কাম বিষয়সমূহ) ততঃ (সেই দেবতার নিকট হইতে) লভতে হি (লাভ করেন) ॥২২॥

তিনি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক সেই দেবতার আরাধনা করত সেই দেবতা হইতে মদ্বিহিত কামসকল প্রাপ্ত হন ॥২২॥

তাৎপর্য্য—

সাধকগণ ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, ভূত, প্রেত ইত্যাদি যে কোন দেবতার পূজা করুক আমি সে সকলেরই অন্তর্য্যামী ও সর্ব্বত্র বিরাজমান। আমি ভক্তের অভিলষিত ফলপ্রাপ্তির ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করিয়া রাখি। যথা সময় সাধক সেই ফল লাভ করিয়া কৃতার্থ হয়। দেবতাগণের নিকট হইতে

সে ফল লাভ হইলেও সেই সব ফলের মূল ভাণ্ডারী আমিই। আমার নিকট হইতে লইয়া তাহারা দিয়া থাকেন আমিই তাহার নিয়ামক আমিই তাহার বিধাতা। আমারই ইচ্ছা ও অনুকম্পায় সাধকগণ আরাধ্য দেবতার নিকট হইতে স্ব-স্ব অভিলষিত ফল লাভ করে। সাধকগণ জানুক বা নাই জানুক ইন্দ্রাদি সকল দেবতাই আমার অংশ এবং সকল প্রতিমাতে আমিই বিরাজমান; সুতরাং তাহারা যাহারই পূজা করুক, আমি তাহাদের হৃদয় ভাব জানিতে পারি এবং তত্তৎ দেবতার দ্বারাই তাহাদের কামনা সিদ্ধি করিয়া থাকি ॥২২॥

অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি ॥২৩॥

অন্বয়—তু (কিন্তু) অল্পমেধসাম (অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণের) তৎ ফলং (সেই ফল) অন্তবৎ (বিনাশশীল) দেবযজঃ (দেবোপাসকগণ) দেবান্ (দেবতাগণকে) যান্তি (লাভ করেন) মদ্ভক্তাঃ (আমার ভক্তগণ) মাম অপি যান্তি (আমাকেই প্রাপ্ত হন) ॥২৩॥

অল্পবুদ্ধি দেবতান্তর ভক্তগণের আরাধনার ফল—নশ্বর অর্থাৎ অনিত্য। যেহেতু দেবযাজিগণ সেই সেই অনিত্য দেবতাকে লাভ করিয়া অবশেষে অন্ত লাভ করে। কিন্তু আমার ভক্তগণ সকাম হইলেও নিত্যফলস্বরূপ আমাকে লাভ করে ॥২৩॥

তাৎপর্য্য—

বিভিন্ন কামনাযুক্ত সাধকগণ অন্যান্য দেব পূজা করিয়া যে ফল প্রাপ্ত হয় তাহা ক্ষয়শীল ও নশ্বর। কিন্তু যাঁহারা অন্য

কোন দেবতার শরণাগত না হইয়া একান্তমনে আমারই ভজনা করেন, তাহার চরমে যে ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন তাহা চিরস্থায়ী ও অনন্ত। শ্রীভগবান্ এই শ্লোকে উল্লিখিত অভিপ্রায় প্রকট করিতেছেন।

যদি কেহ বলেন সমস্ত দেবগণ যখন বাসুদেবেরই প্রতিমূর্ত্তি তখন সকল দেবতার আরাধনায় শ্রীমদ্বাসুদেবেই আরাধনা হইতেছে। তবে অন্য দেবভক্ত ও ভগবদ্ভক্তের বিশেষ কি? শ্রীভগবান্ এই শ্লোকে তাদৃশ ভক্তদ্বয়ের পার্থক্য প্রদর্শন করিতেছেন। যাহারা আমার ভজনমার্গের অনুগামী না হইয়া অন্য দেবতার প্রতি ভক্তিমান হয় তাহারা নিতান্ত মন্দবুদ্ধি, সন্দেহ নাই। আমি সর্ব্বাত্ম স্বরূপ সত্য; যে ব্যক্তি আমাকে সর্ব্বাত্মক অব্যয় পুরুষরূপে মানিয়াছে তাহারই জ্ঞানোন্নতি হইয়াছে। যে তাহা জানে না সে সামান্য ফলের প্রত্যাশায় সামান্য স্থানে ঘুরিয়া বেড়ায়। তাহার জ্ঞান নিতান্ত তমসাচ্ছন্ন রহিয়াছে বলিতে হইবে। তাহারা সেই দেবতাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিচার বলিয়া একান্তমনে তাহার শরণাগত হইয়া আমারই প্রসাদে ফল লাভ করে; আমিই অন্তর্য্যামীরূপ তাহাদের হৃদয়ভাব জানিয়া অভীষ্টসিদ্ধিরূপ ফলপ্রদান করি। আমি প্রদান করিলেও, অন্য দেবপূজকদিগের তাদৃশ ফল কখনই চিরস্থায়ী নহে। তাহা ক্ষয়শীল ও অচিরস্থায়ী। কিন্তু যাঁহারা আমার ভক্ত, সকামই হউক বা নিষ্কামই হউক, তাঁহারা যে বস্তুবিবেকসমর্থ, তাহাতে সন্দেহ নাই। আমি মদ্ভক্তগণকে যে ফলপ্রদান করি তাহা অনন্ত ও অবিনাশী। কেন এরূপ

পার্থক্য ঘটে বলিতেছি. যাহারা দেবপূজক তাহারা দেবতা-দিগকেই প্রাপ্ত হয়। দেবতা মাত্রেই অন্তবান্। বিশ্বচরাচরে একমাত্র আমি ভিন্ন আর কিছুই মহাপ্রলয়ে থাকিবে না। আমার ভক্তগণ আমার প্রসাদে নিজ নিজ অভীষ্ট ফললাভ করেন; তদনন্তর আমার উপাসনা ও মদ্ভক্তির পরিপাক হেতু চরমে আমাকেই প্রাপ্ত হন। শ্রীভগবান্ যে আর্ত্তাদি সকাম ভক্তগণকেও উদার নামে অভিহিত করিয়াছেন। তাহা অতীব যুক্তিযুক্ত হইয়াছে, সন্দেহ নাই ॥২৩॥

অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্ ॥২৪॥

অন্বয়—অবুদ্ধয়ঃ (অল্পবুদ্ধি ব্যক্তিগণ) অব্যক্তং (প্রপঞ্চাতীত) ব্যক্তিম আপন্নং (প্রাকৃত মনুষ্যাদি জন্মপ্রাপ্ত) মন্যন্তে (মনে করে) [যতঃ (যেহেতু) তে (তাহারা] মম (আমার) অব্যয়ং (নিত্য) অনুত্তমম্ (সর্ব্বোত্তম) পরং (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ) ভাবং (স্বরূপ) অজানন্তঃ (অবগত হয় নাই) ॥২৪॥

যাহারা নির্ব্বিশেষ বুদ্ধিকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া এরূপ সিদ্ধান্ত করে যে, আমি অব্যক্ত নির্ব্বিশেষস্বরূপ, কার্য্যবশতঃ ব্যক্তিলাভ করি অর্থাৎ ব্যক্ত হই, তাহারা যতই বেদান্তাদি শাস্ত্রালোচনা করুক তথাপি নির্ব্বোধ, যেহেতু তাহারা আমার সর্ব্বোত্তম অব্যয়, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিত্যবিশেষ-সম্পন্ন স্বরূপকে অবগত হয় নাই ॥২৪॥

তাৎপর্য্য—

শ্রীভগবান্ পূর্ব্বে ভগবদ্ভক্তের ও অন্য দেবতা ভক্তের ফলের বিস্তর বৈষম্য প্রদর্শন করিয়াছেন। এখন সহজেই এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে যে, হে ভগবান্! তোমার

ভজনপরায়ণ হইতেও যেরূপ আয়াসের প্রয়োজন, অন্য দেবতার ভজন নিরত হইতেও তদ্রূপ আয়াসের প্রয়োজন। অথচ উভয়ের ফলগত পার্থক্য বিস্তর। এরূপস্থলে মনুষ্যগণ অন্য দেবতা ভজন পরিত্যাগ করিয়া তোমার ভজন নিয়ত কেন না হয় এমন অপরিসীম সুখ-সৌভাগ্যের দ্বার তাহাদের সম্মুখে উদ্ঘাটিত হইবে জানিয়াও কেন তাহারা ভগবদ্বিমুখ হয়? এইরূপ আশঙ্কার উত্তর স্বরূপে এই শ্লোকে অবতারিত হইতেছে। শ্রীভগবান্ বলিতেছেন যাহারা অল্পবুদ্ধি তাহাদের তো কথাই নাই; যাহারা বিদ্যাবলে বলীয়ান ও বেদোপনিষদাদি শাস্ত্রে পারদর্শী, তাহারাও আমার প্রকৃত স্বরূপ প্রকৃষ্ট রূপে জানিতে পারে না, সকল শাস্ত্রের সারস্বরূপ বেদশাস্ত্র যাঁহার বদন হইতে বিনির্গত হইয়াছে, সেই লোক পিতামহ ব্রহ্মা, ক্ষীরোদ সাগরের তীরে ভক্তিভরে বলিয়াছেন "যন্ন দেবা ন মুনয়ো ন চাহং ন চ শঙ্করঃ। জানন্তি পরমেশস্য ভদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্॥" (বিষ্ণুপুরাণ ১ম অংশ ৯ম অধ্যায় ৫৩ শ্লোকে)। সেই পরম বিষ্ণুর পরম পদ অর্থাৎ পরব্রহ্মকে দেবতারা জানেন না, মুনিগণ জানেন না, আমি স্বয়ং জানি না এবং মহাদেবও জানেন না। বাস্তবিক ভগবত্তত্ত্ব নিতান্ত দুর্জ্ঞেয়। যাঁহারা জ্ঞানবান্গণের চূড়ামণি তাঁহারাও সেই নিখিলেশ্বরের ভাব সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না। এইজন্যই শ্রীভগবান্ বলিতেছেন যে, যাঁহারা অবিবেকী অর্থাৎ সামান্য বিদ্যাবুদ্ধি-সম্পন্ন ক্ষুদ্র মনুষ্য, তাহারা আমার ক্ষয়-রহিত সনাতন ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাব পরিজ্ঞাত হইতে পারে না।

জন্মমৃত্যু বিরহিত সর্ব্বোপাধি পরিশূন্য প্রপঞ্চাতীত আমাকে তাহারা মৎস্যকূর্ম্মাদিরূপপ্রাপ্ত বলিয়াই মনে করে। অর্থাৎ আমি সকল কারণের পরম কারণস্বরূপ হইলেও, হীনবুদ্ধি মানবগণ, আমার চিরন্তন স্বরূপ উপলব্ধি না করিয়া, কার্য্যবিশেষ সাধনার্থ আমি সময়ে সময়ে যে যে রূপ পরিগ্রহ করিয়া অবতার রূপে অবতীর্ণ হই। সেই সেই রূপই আমার প্রকৃত বলিয়া বোধ করে। আমার এই বর্ত্তমান কলেবর দর্শনে অনেক অল্পবুদ্ধি মানব হয়ত আমাকে দেবকী ও বসুদেব-নন্দন রূপে শরীরধারী কোন এক জীব বলিয়াও মনে করে। অজ্ঞতাই এই প্রকার ভ্রান্তির একমাত্র কারণ। এইরূপ ভ্রান্তির বশবর্ত্তী হইয়াই তাহারা পরম ফল পরিত্যাগ করিয়া শীঘ্র ফলপ্রাপ্তির আশায় অন্যান্য দেবতার ভজনা করে।

এই শ্লোকে যে 'ভাব' শব্দ আছে তাহার নিম্নলিখিত অর্থ সমূহ উদ্ধৃতি করিয়াছেন। ভাব. সত্তা, স্বভাব, অভিপ্রায়, ক্রিয়া লীলা পদার্থ ইত্যাদি। এস্থলে উল্লিখিত সকল অর্থেই ভাবশব্দ প্রযুক্ত ইহা বলা যাইতেছে। শ্রীমদ্রূপ গোস্বামীপাদ ভাগবতামৃত গ্রন্থে প্রতিপাদিত করিয়াছেন যে শ্রীভগবানের স্বরূপ, গুণ, জন্ম কর্ম্ম, লীলা সকলই আদ্যন্তশূন্য সুতরাং নিত্য। ভগবানের এই নিত্যভাব নিতান্ত ভাগ্যবান্ ভগবদ্ভক্ত ভিন্ন অন্য কাহারও হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভবপর নহে। যে ভক্তের প্রতি সেই করুণাময় প্রভু প্রসন্ন হন, তিনিই ভগবদ্দর্শনরূপ সৌভাগ্যের অধিকারী হইয়া থাকেন ॥২৪॥

নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্ ॥২৫॥

অন্বয়—অহং (আমি) সর্ব্বস্য (সর্ব্বলোকের নিকট) প্রকাশঃ ন (প্রকাশিত নহি) যোগমায়াসমাবৃতঃ (যোগমায়াকর্ত্তৃক সমাচ্ছাদিত) [অতঃ (অতএব)] অয়ং (এই) মূঢ়ঃ লোকঃ (মায়ামুগ্ধ জগৎ) মাং (আমাকে) অজং (জন্মরহিত) [ও] অব্যয়ং (অবিনশ্বর) ন অভিজানাতি (সম্যগরূপে জানিতে পারে না) ॥২৫॥

আমি অব্যক্ত ছিলাম, সম্প্রতি এই সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্যামসুন্দররূপে ব্যক্তি লাভ করিয়াছি, এরূপ মনে করিবে না। যেহেতু আমার শ্যামসুন্দর-স্বরূপ, নিত্য ইহা চিজ্জগতের সূর্য্যস্বরূপ স্বয়ং ভাসমান হইয়াও যোগমায়া-রূপ ছায়া-দ্বারা সাধারণের চক্ষু হইতে গুপ্ত থাকে। এই কারণে মূঢ়লোকেরা অব্যয়স্বরূপ আমাকে জানিতে পারে না ॥২৫॥

তাৎপর্য্য—

শ্রীভগবান্ পূর্ব্ব শ্লোকে বলিয়াছেন যে হীনমতি মানবগণ তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ পরিজ্ঞাত না হইয়া তাঁহাকে মনুষ্যাদি রূপে পরিব্যক্ত জীব বলিয়া মনে করে। তাহাদের এই প্রকার ভ্রম কেন জন্মে বর্ত্তমান শ্লোকে তাহারই হেতু প্রদর্শন করিতেছেন। অর্জ্জুন যদি বলেন হে ভগবান্! তুমি যখন লীলাময় রূপে নিত্য বিরাজিত, তখন মন্দমতিজনেরা তোমায় চিরস্থায়ী স্বরূপে দেখিতে পায় না কেন? এইরূপ আশঙ্কার উত্তর স্বরূপে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন যে, আমি সকল দেশ-কালাবস্থিত মানবগণের নিকট প্রকটীভূত হই না; সেই জন্য সকলে আমার সার্ব্বকালিকী স্থিতি জানিতে বুঝিতে ও

দেখিতে পায় না। সূর্য্য যেমন নিরন্তর বিরাজমান থাকিলেও সুমেরুশৈলের আবরণ বশতঃ সর্ব্বদালোকের দৃষ্টিগোচর হয় না। তদ্রূপ আমিও অনন্ত ও অব্যয় হইলেও, যোগমায়ার আবরণ বশতঃ সকল সময় সকলেরই নিকট প্রকাশিত হই না। জ্যোতিশ্চক্র মধ্যে বিরাজমান থাকিলেও সূর্য্য যেমন স্বকীয় জ্যোতিশ্চক্র মধ্যস্থ সকল দেশ ও কালবর্ত্তী প্রাণীবর্গের সর্বদা দৃষ্টিগোচর হন না। তদ্রূপ আমিও নিত্যবিরাজমান হইলেও সকল মানবের সমক্ষে প্রকটিত হই না। কিন্তু সূর্য্য তো ভারতাদি খণ্ডসমূহে বর্ত্তমান জনগণের সর্ব্বদাই দৃষ্টিগোচর হন; সেইরূপ মথুরা বৃন্দাবন দ্বারকাদি শ্রীকৃষ্ণের ধামস্বরূপ জনপদবাসী ইদানীন্তন ব্যক্তিবৃন্দের সমক্ষে তত্রত্য শ্রীকৃষ্ণ কেন প্রকটিত হন না? ইহার উত্তর এই যে, যদি জ্যোতিশ্চক্রের মধ্যে সুমেরুশৈলের আবির্ভাব হয় তাহা হইলে সূর্য্য আর তত্রত্য ভারতের দর্শন-বিষয়ীভূত হইতে পারে না। মথুরাদি কৃষ্ণের ধাম সমূহে সুমেরুস্বরূপা যোগমায়া প্রতিনিয়ত বর্ত্তমান; শ্রীকৃষ্ণরূপ দিবাকর সেই মায়াশৈলের আবরণ বশতঃ সতত পরিদৃষ্ট হন না। এইজন্য মূঢ় লোকেরা আমার শ্যাম-সুন্দর আকার দর্শনে আমাকে বসুদেবাত্মজ মনে করিয়া আমার অজত্ব ও অব্যয়ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারে না। অতএব কল্যাণগুণ-পারাবার-কল্প আমাকে পরিত্যাগ করিয়া আমার নির্ব্বিশেষ-স্বরূপ ব্রহ্মের আরাধনা করে ॥২৫॥

বেদাহং সমতীতানি বর্ত্তমানানি চার্জ্জুন।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাস্তু বেদ ন কশ্চন ॥২৬॥

অন্বয়- অর্জ্জুন! (হে অর্জ্জুন!) অহং (আমি) সমতীতানী চ (ভূত এবং) বর্ত্তমানানি (বর্ত্তমান) ভবিষ্যাণি চ (ও ভবিষ্যৎ) ভূতানি (স্থাবর জঙ্গম সমস্ত প্রাণীকে) বেদ (জানি) তু (কিন্তু) কশ্চন (কেহই) মাং (আমাকে) ন বেদ (জানে না) ॥২৬॥

নিত্য সচ্চিদানন্দ স্বরূপ আমি সমস্ত অতীত বিষয় ও বর্ত্তমান সমাচার এবং যাহা কিছু পরে হইবে, সমুদায় অবগত আছি। হে অর্জ্জুন! ব্রহ্ম ও পরমাত্মস্বরূপ আমার প্রকাশদ্বয়কে অবগত হইয়াও মায়াবদ্ধ লোকসকল আমার নিত্যমধ্যাকার শ্যামসুন্দররূপকে নিত্য বলিয়া জানে না ॥২৬॥

তাৎপর্য্য—

শ্রীভগবান্ পূর্ব্বশ্লোকে প্রতিপাদন করিয়াছেন যে, যোগমায়ার দ্বারা সমাবৃত দর্শন মানবগণ আমার প্রকৃত স্বরূপ পরিজ্ঞাত হইতে অসমর্থ। এক্ষণে ইহাই প্রদর্শন করিতেছেন যে, সেই যোগমায়া কদাপি শ্রীভগবানের দর্শন শক্তি নিরুদ্ধ করিতে পারে না। মায়ার প্রভাবে সর্ব্বলোক বিমোহিত হইলেও আমি তাহার প্রভাবাধীন নহি আমি সর্ব্বেশ্বর ও সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বর; এইজন্যই ত্রিকালবর্ত্তী যাবতীয় ব্যাপারের সম্যক তত্ত্ব আমি নিঃসন্দিগ্ধভাবে পরিজ্ঞাত আছি! কিন্তু হে অর্জ্জুন! ইহা অতিশয় বিস্ময়জনক ব্যাপার যে আমি এইরূপ সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বদর্শী হইলেও আমাকে কেহই জানে না। আমার অনুগ্রহভাজন ভাগ্যবান ভক্তবৃন্দ ব্যতীত অন্য সকলেই আমার মায়ায় বিমুগ্ধ হইয়া আমাকে জানিতে বুঝিতে, ধারণা করিতে

পারে না। সুতরাং কিপ্রকারে তাহারা আমার ভজন নিয়ত হইতে পারে? আমি সর্ব্বদা মায়ার অতীত। মায়া আমার তেজ প্রভাবে অভিভূতা। আমার অধীনা, আমার সেব্যমানা; সুতরাং তদ্বারা আমার কোন প্রকার বিকৃতি অসম্ভব। অতএব আমার বিশুদ্ধ জ্ঞানকে সমাচ্ছন্ন করিতে তাহার কোন সাধ্য নাই ॥২৬॥

ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত।
সর্ব্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ ॥২৭॥

অন্বয়—পরন্তপ ভারত! (হে শত্রুতাপন অর্জ্জুন!) সর্গে (স্থূলদেহের উৎপত্তি সময়ে) সর্ব্বভূতানি (সমস্ত প্রাণী) ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন (ইচ্ছাদ্বেষজাত) দ্বন্দ্বমোহেন (সুখ-দুঃখাদিতে) সম্মোহং (সম্যক্ মোহ) যান্তি (প্রাপ্ত হয়) ॥২৭॥

ইহার হেতু এই যে, জীব যখন শুদ্ধ থাকে, তখনই চিদিন্দ্রিয়-দ্বারা আমার এই নিত্য-স্বরূপ দেখিতে পায়। কিন্তু সে যখন বদ্ধ হইয়া সৃষ্টিমধ্যে বর্ত্তমান হয়, তখন অবিদ্যা বশতঃ ইচ্ছাদ্বেষজনিত দ্বন্দ্বমোহ-দ্বারা সকলেই সম্মোহিত হইয়া পড়ে। তখন আর তাহার বিদ্বৎ-প্রতীতি থাকে না। আমি স্বীয় চিচ্ছক্তি বলে প্রপঞ্চে আমার নিত্য-স্বরূপকে উদয় করাইয়াছি এবং বদ্ধজীবগণের জড়চক্ষুর বিষয়ীভূত হইয়াছি। তথাপি মায়া দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া উহারা আমার স্বরূপের অবিদ্বৎ-প্রতীতি প্রাপ্ত হইয়া আমার স্বরূপকে অনিত্য মনে করিতেছে,—ইহা তাহাদের দুর্ভাগ্যই বলিতে হইবে ॥২৭॥

তাৎপর্য্য—

শ্রীভগবান্ পূর্ব্বশ্লোকে পরিব্যক্ত করিয়াছেন যে, তাঁহাকে কেহই জানে না প্রাণীবর্গে এতাদৃশ অজ্ঞতা সম্বন্ধে তিনি এই পবিত্র গীতাশাস্ত্রে সপ্তমাধ্যায়স্থ পঞ্চবিংশ শ্লোকে

হেতুপদ প্রদর্শন করিয়াছেন যে, যোগমায়া সমাবৃত হইয়াই প্রাণীগণ ভগবত্তত্ত্ব পরিজ্ঞানে সমর্থ হইয়া থাকে। উপস্থিত শ্লোকে ভগবান ইহাই প্রদর্শন করিতেছেন যে, প্রাণীগণের দেহ ইন্দ্রিয়াদির অভিমান এবং ভোগাভিলাষও তাহাদিগকে ভগবত্তত্ত্ব পরিজ্ঞানে অসমর্থ করিয়া রাখে। প্রাণীগণের যখন স্থূল দেহ উৎপত্তি হয়, তখনই তাহাদের ইচ্ছা দ্বেষ জন্মে। বিষয় বিশেষ লাভার্থ মনের অত্যন্ত আগ্রহযুক্ত বাসনাই ইচ্ছা। যাহা বিরক্তি জনক বা অপ্রীতিকর সেই প্রতিকূল বাসনা সম্বন্ধে বিরাগই দ্বেষ। এই কার্য্যে আমি সম্মানিত হইয়াছি অতএব আমি সুখী; এই কার্য্যে আমি অপমানিত হইয়াছি, অতএব আমি দুঃখী; এই রমণী আমার পত্নী; এই পুরুষ আমার পতি; ইত্যাদি অভিনিবেশরূপ যে দ্বন্দ্ব মোহ, ইচ্ছাদ্বেষ হইতে তাহা সমুত্থিত হয়। পূর্ব্ব জন্মে যে যে বিষয়ে যেরূপ ইচ্ছাদ্বেষ থাকে, পরজন্মে তাহারই সংস্কার প্রকাশিত হইয়া তত্তৎবিষয়ে ইচ্ছাদ্বেষ সমুৎপন্ন করে। এইরূপ ইচ্ছাদ্বেষজনিত দ্বন্দ্বমোহের প্রাবল্যে মানব স্ত্রীপুত্রাদি বিষয় ব্যাপারে অত্যাসক্ত হইয়া থাকে। অত্যাসক্ত ব্যক্তি কখনই ভগবদ্ভক্তির অধিকারী হয় না। শ্রীভগবান্ স্বয়ং ভক্তোত্তম উদ্ধবকে বলিয়াছিলেন, "যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্। ন নির্ব্বিন্নো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ॥" অর্থাৎ মদ্বিষয়ক প্রসঙ্গাদি শ্রবণে যাহার হৃদয়ে মদ্বিষয়ক শ্রদ্ধা সমুৎপন্ন হইয়াছে, সেই অনির্ব্বিন্ন ও অনতি আসক্ত ব্যক্তির ভক্তি যোগই সিদ্ধিফল প্রদান করিয়া থাকে॥২৭॥

যেষামন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্ম্মণাম্।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥২৮॥

অন্বয়—তু (কিন্তু) যেষাং (যে সকল) পুণ্যকর্ম্মণাং (পুণ্যাচরণশীল) জনানাং (মনুষ্যগণের) পাপং (পাপ) অন্তগতং (নষ্ট হইয়াছে) তে তাঁহারা) দ্বন্দ্বমোহনির্ম্মুক্তাঃ (সুখ দুঃখাদির মোহ হইতে নিঃশেষে মুক্ত হইয়া) দৃঢ়ব্রতাঃ (একান্তচিত্তে) মাং (আমাকে) ভজন্তে (ভজন করেন) ॥২৮॥

আমার এই নিত্য স্বরূপে বিদ্বৎ প্রতীতি লাভ করিবার অধিকার যেরূপে হয়, তাহা শ্রবণ কর। পাপাবিষ্ট অসুরস্বভাব ব্যক্তিগণের বিদ্বৎ-প্রতীতি হয় না। যাহারা ধর্ম্মসম্মত জীবন স্বীকার করত প্রভূত পুণ্যকর্ম্ম দ্বারা জীবন হইতে পাপকে একেবারে অন্ত করিয়াছেন, তাঁহাদেরই আদৌ কর্ম্মযোগ স্বীকার, পরে জ্ঞান ও অবশেষে ধ্যানযোগ দ্বারা সমাধিক্রমে আমার চিত্তত্ব উপলব্ধ হয়। আমার নিত্য স্বরূপকে তাহারা মহৎসেবারূপ পুণ্যজনিত বিদ্বৎপ্রতীতি-ক্রমে দেখিতে পান। বিদ্যা-দ্বারা যে প্রতীতি হয়, তাহাই 'বিদ্বৎপ্রতীতি'। তাঁহারাই ক্রমশঃ দ্বৈতাদ্বৈতরূপ দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত ও দৃঢ়ব্রত হইয়া অচিন্ত ভেদাভেদ জ্ঞান-সম্পন্ন হইয়া আমাকে ভজনা করেন ॥২৮॥

তাৎপর্য্য—

যে পুণ্যকর্ম্মপরায়ণগণের পাপসমূহ সম্যক্‌রূপে নষ্ট হইয়াছে, তাহাদিগের সত্ত্বগুণের উদ্রেক হওয়ায় তমোগুণের হ্রাস হইলে তাহার কার্য্যভূত মোহেরও হ্রাস হয়। মোহের হ্রাস হইলে সেই আসক্তিরহিত পুরুষেরা যদৃচ্ছাক্রমে আমার ভক্তসঙ্গে আমার ভজনা করেন মাত্র। কিন্তু পাপরাশি সম্যক্‌রূপে নষ্ট হওয়ায় যাঁহারা নিঃশেষরূপে মোহনির্ম্মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহারাই প্রাপ্তনিষ্ঠ হইয়া আমার ভজনা করেন। কেবল পুণ্য কর্ম্মই সর্ব্ববিধা ভক্তি বিষয়ের কারণ এমন নহে।

পুণ্যাদি কর্ম্মাশ্রয়ই কেবল ভক্তিযোগের কারণ নহে, ইহা বহুপ্রকারে প্রতিপাদিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে একাদশ স্কন্ধের দ্বাদশ অধ্যায়স্থ অষ্টম শ্লোকে শ্রীভগবান্ ভক্তচূড়ামণি উদ্ধবকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন,—যং ন যোগেন সাংখ্যেন দানব্রত তপোঽধ্বরৈঃ। ব্যাখ্যাস্বাধ্যায় সন্ন্যাসৈঃ প্রাপ্নুয়াদ্ যত্নবানপি ॥" অর্থাৎ যাহাকে যোগ, সাংখ্য, দান, ব্রত, তপস্যা, যজ্ঞানুষ্ঠান, শাস্ত্রালোচনা এবং সন্ন্যাসদ্বারা যত্নশীলজনও প্রাপ্ত হন না। একান্ত অনুরাগ সহকৃত ভক্তির দ্বারা মূর্খজনও তাঁহাকে লাভ করিয়া থাকে ॥২৮॥

জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে।
তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম্ম চাখিলম্ ॥২৯॥

অন্বয়—জরা-মরণমোক্ষায় (জরা মরণ হইতে মুক্তিলাভের জন্য) মাম্ (আমাকে) আশ্রিত্য (আশ্রয় করিয়া) যে (যাঁহারা) যতন্তি (প্রযত্ন করেন) তে (তাঁহারা) তৎ ব্রহ্ম (সেই পরব্রহ্ম) কৃৎস্নম্ অধ্যাত্মম্ (দেহাদিব্যতিরিক্ত শুদ্ধ আত্মাকে) অখিলং কর্ম্ম চ (এবং সরহস্য সমস্ত কর্ম্মও) বিদুঃ (অবগত হন) ॥২৯॥

জড় শরীরেই জরা-মরণ ঘটিয়া থাকে; কিন্তু জীবের যে নিত্য চিদ্দেহ, তাহাতে জরা-মরণ নাই। সেই চিদ্দেহ লাভপূর্ব্বক আমার নিত্যদাস্যরূপ নিত্যধর্ম্ম-লাভকেই 'মোক্ষ' বলা যায়। যোগমিশ্রাভক্তিদ্বারা যাঁহারা জরা-মরণ মোক্ষ অনুসন্ধান করেন, সেই যুক্তচিত্ত পুরুষগণ ব্রহ্মতত্ত্ব, অধ্যাত্মতত্ত্ব ও অখিল কর্ম্মতত্ত্ব অবগত হন ॥২৯॥

তাৎপর্য্য—

শ্রীভগবান্ পূর্ব্বেই বলিয়াছেন, আর্ত্তাদি সকাম ভক্তগণ প্রথমতঃ কামনার উপভোগ করিয়া পরে আমাকে লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়া থাকে। কিন্তু যাঁহারা মদ্ভিন্ন অন্য দেবতার ভজন করে, তাহাদের আবার সংসার প্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। উল্লিখিত তিন প্রকার সকাম ভগবদ্ভক্ত ও অন্য দেবভক্তের বিষয় পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়া এক্ষণে শ্রীভগবান্ অন্য অর্থাৎ চতুর্থ এক প্রকার সকাম ভগবদ্ভক্তের উল্লেখ করিতেছেন। জরা-মরণ নাশের নিমিত্ত যে সকল যোগী যত্নপরায়ণ হন, অর্থাৎ যাহারা মোক্ষলাভার্থ আমার ভজনা করেন, তাঁহারা মদ্ভক্তি প্রভাবে ব্রহ্ম, আত্মা দেহকে অধিকার করিয়া যেরূপ ভোক্তৃভাবে বিরাজমান থাকেন, সেই অধ্যাত্মতত্ত্ব এবং যাবতীয় কর্ম্ম অর্থাৎ নানাবিধ কর্ম্মজন্য জীবের সংসার প্রাপ্তির বিষয় পরিজ্ঞাত আছেন। এই শ্লোকে ব্রহ্মাদি শব্দ এবং তৎপশ্চাদ্বর্ত্তী শ্লোকের অধিভূতাদি শব্দের অর্থ পরবর্ত্তী অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত হইবে ॥২৯॥

সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞঞ্চ যে বিদুঃ।
প্রয়াণকালেঽপি চ মাং তে বিদুর্যুক্তচেতসঃ ॥৩০॥

অন্বয়—যে চ (এবং যাঁহারা) সাধিভূতাধিদৈবং (অধিভূত ও অধিদৈবসহ) সাধিযজ্ঞং চ (এবং অধিযজ্ঞের সহিত) মাং বিদুঃ (আমাকে জানেন) তে (সেই সকল) যুক্তচেতসঃ (আমাতে যুক্তচিত্ত ব্যক্তি) প্রয়াণকালে অপি (মরণ-সময়েও) মাং (আমাকে) বিদুঃ (জানেন) ॥৩০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি
শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন
সংবাদে বিজ্ঞানযোগনাম সপ্তমোঽধ্যায় ॥

যাঁহারা অধিভূত-তত্ত্ব, অধিদৈব-তত্ত্ব ও অধিযজ্ঞ-তত্ত্ব পরিজ্ঞাত আছেন, তাঁহারা মরণকালেও আমাকে জানিতে পারেন অর্থাৎ অর্চ্চিরাদি-মার্গে আমার অংশ পরমাত্মার সালোক্য লাভ করেন ॥৩০॥

তাৎপর্য্য—

এই শ্লোকে অধিভূত, অধিদৈব ও অধিযজ্ঞ—এই তিনটি দুরূহ শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। শ্রীভগবান্ শিষ্যের সন্দেহ ভঞ্জনার্থ পরবর্ত্তী অধ্যায়ে তৎসমস্ত শব্দের বিশদ ব্যাখ্যা প্রকটিত করিয়াছেন। এজন্য এস্থলে তাহার বিস্তারিত বিবরণ নিষ্প্রয়োজন। ভক্তগণই শ্রীহরির তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া মায়াকে অতিক্রম করেন, তাদৃশ ভক্ত ছয় প্রকার ইহাই এই অধ্যায়ে নির্ণীত হইল ॥৩০॥

॥ সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত ॥

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ

তারকব্রহ্মযোগ

শ্রীঅর্জ্জুন উবাচ—

কিন্তদ্‌ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কর্ম্ম পুরুষোত্তম।
অধিভূতঞ্চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে॥১॥

অন্বয়—অর্জ্জুন উবাচ (অর্জ্জুন বলিলেন) পুরুষোত্তম! (হে পুরুষোত্তম!) তৎ (সেই) ব্রহ্ম কিম্? (ব্রহ্ম কিরূপ?) অধ্যাত্মং কিম্? (অধ্যাত্ম কি?) কর্ম্ম কিম্? (কর্ম্ম কি?) অধিভূতং চ (এবং অধিভূত) কিং প্রোক্তম্ (কাহাকে বলে?) কিং চ (কাহাকেই বা) অধিদৈবতম্ উচ্যতে (অধিদৈব বলে?) ॥১॥

অর্জ্জুন কহিলেন,—হে পুরুষোত্তম! ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম, কর্ম্ম, অধিভূত ও অধিদৈব কাহাকে বলে? ॥১॥

তাৎপর্য্য—

(১—৩) শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিপ্রায় দ্রষ্টব্য।

অধিযজ্ঞঃ কথং কোঽত্র দেহেঽস্মিন্ মধুসূদন।
প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োঽসি নিয়তাত্মভিঃ॥২॥

অন্বয়—মধুসূদন! (হে মধুসূদন!) অত্র (এই দেহ) কঃ অধিযজ্ঞঃ (যজ্ঞরূপ কর্ম্মের প্রযোজক কে?) অস্মিন্ দেহে (এই দেহে) কথং [সঃ (তিনি)] (কিরূপে অবস্থান করেন?) প্রয়াণকালে চ (এবং মৃত্যুকালে) নিয়তাত্মভিঃ (নিয়তচিত্ত পুরুষগণদ্বারা) [ত্বং তুমি)] কথং (কিরূপে) জ্ঞেয়ঃ অসি (তোমাকে জ্ঞাত হইবেন?) ॥২॥

এই দেহে অধিযজ্ঞ কে এবং কিরূপে অবস্থান করে ? অর্থাৎ এই ছয়টি শব্দের প্রকৃত অর্থ কি ? এবং নিয়তাত্ম পুরুষেরা তোমাকে কিরূপে প্রয়াণ-কালে জানিতে পারেন ? এই সমস্ত স্পষ্ট করিয়া বল ॥২॥

শ্রীভগবান উবাচ—

অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে।
ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ ॥৩॥

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ বলিলেন) পরমম্ অক্ষরম্ (যাহা জগতের মূল কারণ) ব্রহ্ম (তাহাই ব্রহ্ম) স্বভাবঃ (জীব) অধ্যাত্মম্ দেহকে আশ্রয় করিয়া ভোক্তারূপে যিনি থাকেন, তিনিই অধ্যাত্ম) উচ্যতে (বলিয়া উক্ত হন) ভূতভাবোদ্ভবকরঃ (ভূতগণের উৎপত্তি ও বৃদ্ধির জন্য) বিসর্গঃ (দান ও যজ্ঞাদি) কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ (কর্ম্ম বলিয়া কথিত) ॥৩॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—অক্ষর-তত্ত্ব অর্থাৎ নিত্য বিনাশরহিত অবস্থান্তর-শূন্য তত্ত্বই ব্রহ্ম, পরব্রহ্ম নহে। পরব্রহ্ম শব্দদ্বারা কেবল নিত্যবিশেষযুক্ত ভগবৎ স্বরূপ আমাকেই বুঝিতে হইবে। অধ্যাত্মশব্দ-দ্বারা চিদ্বস্তুর নিত্য স্বভাব বা 'বিশেষ'কে বুঝিতে হইবে না। সেই বিশেষ-দ্বারা জড়সম্বন্ধশূন্য শুদ্ধজীবকে লক্ষ্য করিবে। কর্ম্ম হইতেই ভূতগণের দ্বারা জীবের স্থূলদেহনির্ম্মাণরূপ সংসার জন্মে, তজ্জন্যই কর্ম্মকে 'ভূতোদ্ভবকর বিসর্গ' বলিয়া জানিবে ॥৩॥

অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্।
অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাং বর ॥৪॥

অন্বয়—দেহভৃতাং বর ! (হে প্রাণীশ্রেষ্ঠ !) ক্ষরঃ ভাবঃ (ক্ষণভঙ্গুর দেহাদি পদার্থ) অধিভূতাং (অধিভূত) পুরুষঃ চ (এবং বিরাট পুরুষ)

অধিদেবতম্ (দেবতাগণের অধিপতি) অত্র দেহে (এই দেহে) অহম্ এব (আমিই) অধিযজ্ঞঃ (অন্তর্য্যামীরূপে অবস্থিত যজ্ঞাধিষ্ঠাতা পুরুষ) ॥৪॥

নশ্বর পদার্থজনক ভাবকে ক্ষর ভাব বা 'অধিভূত' বলা যায়। 'অধিদৈব' শব্দে সূর্য্যাদি-দৈবত সমষ্টি বিরাটরূপ পুরুষকে বুঝিবে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জ্ঞান অধিষ্ঠিত পুরুষকে জানিবে। দেহীদিগের দেহান্তর্গত অন্তর্য্যামী পুরুষরূপ আমিই 'অধিযজ্ঞ' ॥৪॥

তাৎপর্য্য—

সম্প্রতি অর্জ্জুন কৃত প্রশ্নত্রয়ের উত্তর প্রদত্ত হইতেছে। প্রতিক্ষণ পরিণামী স্থূলদেহসমূহ প্রাণিদিগকে অধিকার করিয়া বর্ত্তমান থাকে। এইজন্য ঘটপটাদি পদার্থসমূহকে আমি অধিভূত শব্দে উল্লেখ করিয়াছি। সমষ্টিরূপ বিরাট পুরুষ সূর্য্যাদিদেবতাসমূহকে অধিকার করিয়া বর্ত্তমান থাকেন। এইজন্য সেই পুরুষ মৎকর্ত্তৃক অধিদৈবত শব্দে কথিত হইয়াছেন। এই দেহে অধিযজ্ঞ অর্থাৎ যজ্ঞাদি কর্ম্মপ্রবর্ত্তক ও তৎফলপ্রদরূপে আমি বর্ত্তমান। 'অহমেব' এই পদস্থিত 'এব' পদদ্বারা অর্জ্জুনকৃত দ্বিবিধ জিজ্ঞাস্যের ভাব স্পষ্টীকৃত হইল। প্রাদেশমাত্র শরীর সহকারে আমি অন্তর্নিয়মন করিয়া যজ্ঞাদি কর্ম্মে প্রবর্ত্তন করি। সাক্ষাৎ ভগবানের সখা, এজন্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এই ভাব বিজ্ঞাপিত করিবার নিমিত্ত 'দেহভৃতাংবর' এই সম্বোধন পদ প্রযুক্ত হইয়াছে ॥৪॥

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্ মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥৫॥

অন্বয়—অন্তকালে চ (আর মৃত্যুকালে) যঃ (যিনি) মাম্ এব (আমাকেই) স্মরণ (চিন্তা করিতে করিতে) কলেবরং মুক্ত্বা (দেহ পরিত্যাগ করিয়া) প্রয়াতি (এ জগৎ হইতে প্রস্থান করেন) সঃ (তিনি) মদ্ভাবং (আমার ভাব) যাতি (প্রাপ্ত হন) অত্র (ইহাতে) সংশয়ঃ (সন্দেহ) নাস্তি (নাই) ॥৫॥

অন্তকালে আমাকে স্মরণপূর্ব্বক যিনি স্বীয় কলেবর পরিত্যাগ করেন, তিনি মদ্ভাবই লাভ করেন, অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান লাভপূর্ব্বক স্মরণকালেও যাঁহার ভগবৎস্মৃতি উদিত হয়, তিনি পরকালে ভগবদ্ভাবই প্রাপ্ত হন,—ইহাতে সংশয় নাই ॥৫॥

তাৎপর্য্য—

এখন শ্রীভগবান্ অর্জ্জুন কৃত সপ্তম প্রশ্নের উত্তর প্রদান করিতেছেন। যে ব্যক্তি প্রাণবিয়োগ কালে ক্ষয় ও বিকার বিরহিত বাসুদেবরূপ ভগবানের চিন্তা করিতে করিতে মরণ-ধর্ম্মশীল শরীরের প্রতি আমি ও আমার অভিমান পরিত্যাগ-পূর্ব্বক দেহত্যাগ করেন তিনি মদ্রূপতা প্রাপ্ত হন, সন্দেহ নাই। মনুষ্য স্মরণাত্মক জ্ঞানের দ্বারাই আমার ভাব পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে এবং আমিও তাহাদের স্মরণানুরূপ ফল প্রদান করি। এস্থলে মদ্ভাব শব্দে আমার স্বভাব লক্ষিত হয়; আমি অপহতপাপ্মত্বাদি আট প্রকার গুণবিশিষ্ট। অন্তকালে মচ্চিন্তা পরায়ণ ব্যক্তি আমার তাদৃশ স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥৫॥

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥৬॥

অন্বয় - কৌন্তেয়! (হে কুন্তীনন্দন!) [যঃ (যে ব্যক্তি)] যং যম্ অপি (যেই যেই) ভাবং (বিষয়) স্মরণ (চিন্তা করিতে করিতে) অন্তে (মরণ সময়ে) কলেবরং (শরীর) ত্যজতি (পরিত্যাগ করেন) সদা (সর্ব্বদা) তদ্ভাবিতঃ (সেই ভাবনায় নিযুক্ত থাকায়) তং তম্ এব (সেই সেই তত্ত্ব) এতি (প্রাপ্ত হন) ॥৬॥

অন্তে যিনি যে ভাব স্মরণ করত কলেবর পরিত্যাগ করেন, তিনি সেই ভাবভাবিত তত্ত্বকেই লাভ করেন ॥৬॥

তাৎপর্য্য—

সমালোচ্য শ্লোকে ও ইহার অব্যবহিত পূর্ব্ব শ্লোকে পরম কারুণিক শ্রীহরি যে পরম তত্ত্ব পরিব্যক্ত করিলেন তাহা বাস্তবিক মনুষ্যমাত্রের পক্ষেই প্রগাঢ় আলোচনার বিষয়। যাবৎ জীবন মনুষ্য অত্যাসক্তভাবে যে যে বিষয়ের চিন্তায় ব্যস্ত হয়, জীবনান্তকালেও অভ্যাসবশে সেই সেই বিষয়ের চিন্তাই হৃদয়ে আবির্ভূত হয় এবং তদবস্থায় দেহত্যাগ হইলে মানব চির-দিনের চিন্তিত বিষয়ই লাভ করে। এইরূপ চিন্তার প্রাবল্যে জ্ঞাননিষ্ঠ ভরত মৃগত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। অতএব সময় থাকিতে সাবধান হওয়াই সুব্যবস্থা। যখন শরীর মন সম্পূর্ণ রূপে বশবর্ত্তী থাকে, যখন ইন্দ্রিয়গুলি মানবের অধীন থাকে তখনই পরিণাম চিন্তা করিয়া সাবধান হওয়া আবশ্যক এবং অসচ্চিন্তার পথ হইতে সবলে চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া সচ্চিন্তার পথে আনয়ন করাই উচিত। আমরা সংসারে সুখের সাধন

জ্ঞান করিয়া যে যে বিষয়ে অত্যাসক্ত হইয়া থাকি, তৎসমস্তই নিতান্ত অলীক। যে সকল ক্ষণবিধ্বংসী ভূতময় পদার্থ আমাদের অবশ্যই ত্যাগ করিতে হইবে, তৎসমস্তকে চিরস্থায়ী জ্ঞান করিয়া আমরা উন্মত্ত হইয়া পড়ি। সকল আনন্দের নিকেতন, অক্ষয় প্রেমের প্রস্রবণ শান্তিরাশির আবাসস্বরূপ শ্রীগোলোকবৃন্দাবনপতির শ্রীচরণচিন্তনে বিরত হই। হে মানব হে সুখদুঃখনিমগ্ন মনুষ্য! হে ভ্রান্ত জীবকুল! এই সময়ে সময় থাকিতে পথ দেখিয়া লও এবং 'আমি আমার' এইরূপ অসদ্বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণের চরণরূপ সুদৃঢ় আশ্রয় অবলম্বন কর ॥৬॥

তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনু স্মর যুদ্ধ্য চ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ঃ ॥৭॥

অন্বয়—তস্মাৎ (অতএব) সর্ব্বেষু কালেষু (সর্ব্বকালে) মাম্ (আমাকে) অনুস্মর (সর্ব্বদা চিন্তা কর) যুধ্য চ (এবং যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও) ময়ি (আমাতে) অর্পিতমনোবুদ্ধি (মন ও বুদ্ধি অর্পণপূর্ব্বক) অসংশয়ঃ (নিঃসন্দেহে) মাম্ এব (আমাকেই) এষ্যসি (প্রাপ্ত হইবে) ॥৭॥

অতএব তুমি সর্ব্বকালেই আমার পরব্রহ্মভাবকে স্মরণপূর্ব্বক তোমার স্বভাববিহিত যুদ্ধকার্য্য কর, তাহা হইলে আমাতে তোমার সঙ্কল্পাত্মক মন ও ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি অর্পিত হইবে এবং তুমি আমাকেই লাভ করিবে ॥৭॥

তাৎপর্য্য—

যখন দেখা যাইতেছে যে, পূর্ব্ব হইতে স্মরণকার্য্যে অভ্যাস না থাকিলে অন্তিম কালে দেহেন্দ্রিয়াদি অবশ অবস্থায়

স্মরণোদ্যম সম্ভব হয় না এবং যখন ইহাও বুঝা যাইতেছে যে, অন্ত্য ভাবনাই চিন্তানুরূপ দেহান্তের লাভের কারণ, তখন যাহাতে মরণ-সময়ে মদ্বিষয়ক ভাবনা হৃদয়ে জাগরূক থাকে তাহার ব্যবস্থা করা সমীচীন। অতএব অন্তঃকরণশুদ্ধির নিমিত্ত স্ব-ধর্ম্মসঙ্গত যুদ্ধাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে আদেশ করিতেছি। ভগবান বাসুদেবরূপ আমাতে সংকল্পাত্মক মন ও ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি সমর্পণ করিয়া, তুমি নিঃসন্দিগ্ধরূপে আমাকেই প্রাপ্ত হইবে ॥৭॥

অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্ ॥৮॥

অন্বয়—পার্থ ! (হে অর্জ্জুন !) অভ্যাসযোগযুক্তেন (অভ্যাসযোগযুক্ত) নান্যগামিনা (যাহা অন্য বিষয়ে যাইতে অনভ্যস্ত) চেতসা (চিত্তদ্বারা) দিব্যং (জ্যোতির্ম্ময়) পরমং পুরুষং (পরম পুরুষকে) অনুচিন্তয়ন্ (অনুক্ষণ চিন্তা করিতে করিতে) [তমেব (সেই পদই)] যাতি (লাভ করেন) ॥৮॥

অভ্যাসযোগযুক্ত অনন্যগামি-চিত্তের দ্বারা পরমপুরুষের চিন্তা করিতে করিতে পরমপুরুষকে লাভ করিবে ; অর্থাৎ ক্ষরতত্ত্বাদিতে আর পুনরাবৃত্ত হইবে না ॥৮॥

তাৎপর্য্য—

(৮—১৩) শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিপ্রায় দ্রষ্টব্য।

কবিং পুরাণমনুশাসিতারমণোরণীয়াং
সমনুস্মরেদ্ যঃ।
সর্ব্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণং
তমসঃ পরস্তাৎ ॥৯॥

প্রয়াণকালে মনসাচলেন
ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্ম্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্
স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥১০॥

অন্বয়—কবিং (সর্ব্বজ্ঞ) পুরাণম্ (অনাদিসিদ্ধ) অনুশাসিতারম্ (নিয়ন্তা) অণোঃ অণীয়াংসম্ (অতিসূক্ষ্ম) সর্ব্বস্য ধাতারম্ (সকলের বিধাতা) অচিন্ত্যরূপম্ (মনোবুদ্ধির অগোচর) আদিত্যবর্ণং (সূর্য্যের ন্যায় স্বপ্রকাশ) তমসঃ পরস্তাৎ (প্রকৃতির অতীত) প্রয়াণকালে (মরণসময়ে) অচলেন মনসা (বিক্ষেপরহিত চিত্তে) ভক্ত্যাযুক্তঃ (ভক্তিযুক্ত) যোগবলেন চ এব (যোগবলে) সম্যক্ (স্থিরভাবে) ভ্রুবোঃ মধ্যে (ভ্রূদ্বয়মধ্যে) প্রাণম্ (প্রাণকে) আবেশ্য (আবেশপূর্ব্বক) যঃ (যিনি) অনুস্মরেৎ (অনুক্ষণ চিন্তা করেন) সঃ (তিনি) তং (সেই) দিব্যং (জ্যোতির্ম্ময়) পরং (পরম) পুরুষং (পুরুষকে) উপৈতি (প্রাপ্ত হন) ॥৯-১০॥

পরম পুরুষের ধ্যান বলিতেছি, শ্রবণ কর। তিনি সর্ব্বজ্ঞ, সনাতন, নিয়ন্তা, অতিসূক্ষ্ম, সকলের বিধাতা, জড়বুদ্ধির অচিন্ত্যরূপ, পুরুষস্বরূপ বলিয়া নিত্য মধ্যাকার, তথাপি স্বপ্রকাশ-বশতঃ তিনি আদিত্যবৎ স্বরূপ-প্রকাশক বর্ণবিশিষ্ট এবং জড়াপ্রকৃতির অতীত-তত্ত্ব। মরণকালে অচলমনা হইয়া ভক্তিসহকারে পূর্ব্বযোগাভ্যাস-বশতঃ যিনি ভ্রূদ্বয়মধ্যে প্রাণকে স্থিত করেন সেই দিব্য পুরুষকে প্রাপ্ত হন। মরণক্লেশ-দ্বারা তিনি যাহাতে চিত্ত-বিক্ষেপ না হয়, তাহার প্রতিষেধক উপায়-স্বরূপ এই যোগ উপদিষ্ট হইল ॥৯-১০॥

যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি বিশন্তি
যদ্‌যতয়ো বীতরাগাঃ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্যংচরন্তি তত্তে
পদং সংগ্রহেন প্রবক্ষ্যে ॥১১॥

অন্বয়—বেদবিদঃ (বেদজ্ঞ পণ্ডিতগণ) যৎ (যাঁহাকে) অক্ষরং (অক্ষর বলিয়া) বদন্তি (নির্দ্দেশ করেন) বীতরাগাঃ (বিষয়াসক্তিহীন) যতয়ঃ (সন্ন্যাসিগণ) যৎ (যাঁহাতে) বিশন্তি (প্রবিষ্ট হন) যৎ (যাঁহাকে) ইচ্ছন্তঃ (লাভ করিবার ইচ্ছায়) [ব্রহ্মচারিণঃ (ব্রহ্মচারিগণ)] ব্রহ্মচর্য্যং (ব্রহ্মচর্য্য) চরন্তি (পালন করেন) তৎপদং (সেই প্রাপ্যবস্তুর কথা) তে (তোমাকে) সংগ্রহেণ (সংক্ষিপ্তভাবে) প্রবক্ষে (বলিতেছি) ॥১১॥

বেদবিৎ পণ্ডিতেরা যাঁহাকে অক্ষর বলিয়া উক্ত করেন, বীতরাগ যতিসকল যাঁহাতে প্রবিষ্ট হন, যাঁহাকে লাভ করিবার ইচ্ছায় ব্রহ্মচারীসকল ব্রহ্মচর্য্য পালন করেন, সেই প্রাপ্যবস্তু তোমাকে উপায় সহকারে বলিতেছি ॥১১॥

সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুদ্ধ্য চ
মূর্দ্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্ ॥১২॥

ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিং ॥১৩॥

অন্বয়—সর্ব্বদ্বারাণি (সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বার) সংযম্য (সংযত করিয়া) মনঃ (মনকে) হৃদি (হৃদয়ে) নিরুদ্ধ্য (বাহ্যবিষয়ের স্মরণও না করিয়া) মূর্দ্ধ্নি (ভ্রূদ্বয়মধ্যে) প্রাণম্ (প্রাণকে) আধায় (স্থাপন করিয়া) আত্মনঃ (আত্মবিষয়ক) যোগধারণাম্ আস্থিতঃ (সমাধি আশ্রয় করত) ওম্ ইতি (ওঁ এই) একাক্ষর

ব্রহ্ম (ব্রহ্মবাচক একাক্ষর) ব্যাহরন্ (উচ্চারণপূর্ব্বক) মাম্ (আমাকে) অনুস্মরন্ (স্মরণ করিতে করিতে) দেহং ত্যজন্ (শরীর ত্যাগ করিয়া) যঃ (যিনি) প্রয়াতি (গমন করেন) সঃ (তিনি) পরমাং গতিং (পরাগতি) যাতি (প্রাপ্ত হন) ॥১২-১৩॥

যোগধারণা-ক্রমে বিষয়ে অনাসক্তি-দ্বারা সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বার সংযম করিয়া, হৃদয়ে বিষয়বিরাগ-দ্বারা মনকে নিরোধপূর্ব্বক এবং প্রাণকে মূর্দ্ধ্নি অর্থাৎ ভ্রূদ্বয়-মধ্যে সন্নিবেশ করত 'ওঁ' এই দেবমূল অক্ষরটিকে উচ্চারণ করিতে করিতে যিনি দেহত্যাগ করেন, তিনি মৎসালোক্যাদিরূপ পরমাগতি লাভ করেন ॥১২-১৩॥

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্য যুক্তস্য যোগিনঃ ॥১৪॥

অন্বয়—পার্থ ! (হে অর্জ্জুন !) অনন্যচেতাঃ (অনন্যচিত্ত হইয়া) যঃ (যিনি) মাং (আমাকে) সততং (নিরন্তর) নিত্যশঃ (প্রতিদিনই) স্মরতি (স্মরণ করেন) তস্য (সেই) নিত্যযুক্তস্য (নিত্য সমাহিত) যোগিনঃ (ভক্তি-যোগীর পক্ষে) অহং (আমি) সুলভঃ (সুলভ) ॥১৪॥

আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী সম্বন্ধে বিচার আরম্ভ হইতে জরা-মরণ-মোক্ষ-পর্য্যন্ত তোমার নিকট কর্ম্ম ও জ্ঞানমিশ্রা অর্থাৎ কর্ম্ম ও জ্ঞান-প্রধানীভূতা ভক্তির স্বরূপব্যাখ্যা করিয়াছি এবং 'কবিং পুরাণং' ইত্যাদি শ্লোক হইতে এ-পর্য্যন্ত যোগমিশ্রা অর্থাৎ যোগপ্রধানীভূতা ভক্তির স্বরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছি। তাহার মধ্যে কেবলা-ভক্তি অনুভব করাইবার জন্য কিছু কিছু ইঙ্গিত প্রদান করিয়াছি। এক্ষণে কেবলা-ভক্তির স্বরূপ বলি শ্রবণ কর। যাঁহারা অনন্যচিত্ত হইয়া কেবল আমাকেই স্মরণ করেন, সেই নিত্যযুক্ত ভক্ত যোগীদিগের সম্বন্ধে আমি সুলভ ; অর্থাৎ প্রধানীভূতা ভক্তিতে আমি দুর্লভ, ইহা জানিবে ॥১৪॥

তাৎপর্য্য—

আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী এবং জ্ঞানী (৭ম অধ্যায় ৬ শ্লোক) এই সকল ভজন পরায়ণ ব্যক্তির জরা-মরণ-মোক্ষ পর্য্যন্ত কর্ম্মমিশ্রা ভক্তির বিষয় বিবৃত হইয়াছে। তদনন্তর "কবিং পুরাণম্" (৮ম অধ্যায় ৯ম শ্লোক) ইত্যাদি হইতে যোগমিশ্রা ভক্তির বিষয়ও বিবৃত হইয়াছে। এই সকল বিবৃত করিয়া এক্ষণে শ্রীভগবান্ সর্ব্বশ্রেষ্ঠা নির্গুণা কেবলা ভক্তির বিষয় কীর্ত্তন করিতেছেন। যে ব্যক্তি মদ্ভিন্ন, স্বর্গমোক্ষাদি প্রাপক কর্ম্মযোগাদি কোন সাধনেরই অভিলাষী নহেন, সেই মদেক-নিষ্ঠ পুরুষ দেশকালাদির বিশুদ্ধির অপেক্ষা না করিয়া, সর্ব্বদা অবিরত আমাকে যশোদানন্দন, নৃসিংহ, রঘুনাথাদি-রূপে বারাংবার অবতীর্ণ, সর্ব্বেশ্বর, অতীব প্রিয়জ্ঞানে স্মরণ অর্থাৎ অর্চ্চন, জপাদি প্রণালীক্রমে অনুসন্ধান করিয়া থাকেন। আমি তাদৃশ পুরুষের পক্ষে কর্ম্মানুষ্ঠান ও যোগাভ্যাস ইত্যাদিরূপ দুরূহ অনুষ্ঠানাদি বিরহিত অনায়াসলভ্য। তাদৃশ ব্যক্তির বিয়োগ আমার পক্ষে সহনীয় নহে ; এজন্য তাহার সাধন পরিপাক বিধান করিয়া ও প্রতিকূল ব্যাপার সমূহ বিদূরিত করিয়া আমি তাহাকে আত্ম প্রদর্শন করিয়া থাকি ॥১৪॥

মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥১৫॥

অন্বয়—মহাত্মনঃ (মহাত্মগণ) মাম্ উপেত্য (আমাকে প্রাপ্ত হইয়া) পুনঃ (পুনরায়) দুঃখালয়ম্ (দুঃখের আধার) অশাশ্বতং (অনিত্য) জন্ম (জন্ম) ন আপ্নুবন্তি (লাভ করেন না) [যতঃ (যেহেতু)] [তাঁহারা] পরমাং সিদ্ধিং (পরমসিদ্ধি) গতাঃ (প্রাপ্ত হইয়াছেন) ॥১৫॥

মহাত্মা ভক্তযোগীসকল আমাকে লাভ করত অনিত্য ও দুঃখালয়রূপ পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন না। যেহেতু তাঁহারা পরম সংসিদ্ধি লাভ করেন। অনন্য চিত্ততাই কেবলা-ভক্তির লক্ষণ। যোগ-জ্ঞানাদির ভরসা পরিত্যাগপূর্ব্বক আমাকে যিনি অনন্যরূপে আশ্রয় করেন, তিনি কেবলা ভক্তির অনুষ্ঠান করেন ॥১৫॥

তাৎপর্য্য—

শ্রীভগবান্ পূর্ব্বশ্লোকে পরিব্যক্ত করিয়াছেন যে, আজীবন তদ্গতচিত্ত ব্যক্তির পক্ষে তিনি সুলভ। এক্ষণে যদি অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করেন যে, ভগবৎপ্রাপ্তির পর পুনর্জন্ম সম্ভাবিত কি না; এইরূপ আশঙ্কা নিরসন করাই এই শ্লোকের অভিপ্রায়। শ্রীভগবানকে প্রাপ্ত সেই ভগবৎপ্রাপ্ত ব্যক্তির কি হয়? এইরূপ সম্পর্কিত প্রশ্নের উত্তর স্বরূপে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন যে, তাঁহার আর দুঃখপূর্ণ অনিত্য অর্থাৎ পরিদৃশ্যমান নষ্টপ্রায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। তাঁহারও আমার জন্মের তুল্য সুখবৎ নিত্যভূত অপ্রাকৃত জন্ম হয়। বসুদেবগৃহে আমার যেরূপ সুখসংবেষ্টিত নিত্যভূত অপ্রাকৃত জন্ম হয়, আমার ভক্ত ও আমার নিত্য সঙ্গিগণেরও সেইরূপ জন্মই হইয়া থাকে। যাঁহারা অনন্যচিত্তে মৎপরায়ণ, তাঁহারাই মল্লীলা-সহচররূপা পরমা সংসিদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন। এই প্রকার ভক্তেরই শ্রেষ্ঠতা দ্যোতিত হইল ॥১৫॥

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥১৬॥

অন্বয়—অর্জ্জুন! (হে অর্জ্জুন!) আব্রহ্মভুবনাৎ লোকাঃ (ব্রহ্মলোক হইতে সমস্ত লোকবাসী) পুনরাবর্ত্তিনঃ (পুনরায় আবর্ত্তনশীল) তু (কিন্তু) কৌন্তেয় (হে কুন্তীনন্দন!) মাম্ (আমাকে) উপেত্য (লাভ করিলে) পুনঃ জন্ম ন বিদ্যতে (পুনর্জ্জন্ম হয় না) ॥১৬॥

ব্রহ্মলোক অর্থাৎ সত্যলোক হইতে সমস্তলোকই অনিত্য। সেই সেই লোকগত জীবের পুনর্জ্জন্ম সম্ভব। কিন্তু কেবলা-ভক্তির বিষয়রূপ আমাকে যিনি আশ্রয় করেন, তাঁহার পুনর্জ্জন্ম হয় না। কর্ম্মযোগী, অষ্টাঙ্গযোগী ও সনিষ্ঠ ভক্তগণ-সম্বন্ধে যে পুনর্জ্জন্ম না হওয়ার কথা উক্ত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, ভক্তিই এ সকল প্রক্রিয়ার চরম ফল বা সংসিদ্ধি। তাঁহারা ক্রমশঃ কেবলা ভক্তি লাভ করত পুনর্জ্জন্ম হইতে উদ্ধৃত হন ॥১৬॥

তাৎপর্য্য—

শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিপ্রায় দ্রষ্টব্য

সহস্রযুগপর্য্যন্তমহর্যদ্ব্রহ্মণো বিদুঃ।
রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেঽহোরাত্রবিদো জনাঃ ॥১৭॥

অন্বয়—সহস্রযুগপর্য্যন্তং (চতুঃসহস্রযুগ পর্য্যন্ত) ব্রহ্মণঃ (ব্রহ্মার) যৎ অহঃ (যাহা একদিন) যুগসহস্রান্তাং (এবং চতুঃসহস্রযুগপরিমিতা) রাত্রিং (রাত্রি) [যে (যাঁহারা)] বিদুঃ (জানেন,) তে (সেই সকল) জনাঃ (পুরুষগণ) অহোরাত্রবিদঃ (অহোরাত্রবেত্তা) ॥১৭॥

মনুষ্যমানের চতুঃসহস্র যুগ—ব্রহ্মার একদিন এবং চতুঃসহস্র যুগ—তাঁহার এক রাত্রি। ঐপ্রকার একশত বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকিয়া ব্রহ্মার পতন হয়।

যে ব্রহ্মা ভগবৎপরায়ণ হন, তাঁহার মুক্তি হয়। ব্রহ্মারই যখন এইরূপ গতি, তখন তল্লোকগত সন্ন্যাসীদিগের অভয়ত্ব কোথায়? ॥১৭॥

তাৎপর্য্য—

মূলে যে 'যুগ' শব্দ আছে তাহাতে চতুর্যুগ বুঝিতে হইবে কারণ "চতুর্যুগসহস্রন্তু ব্রহ্মণো দিনমুচ্যতে।" শ্রীমদ্ভাগবত ও বিষ্ণুপুরাণাদিতে এইরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়। অর্থাৎ মনুষ্যগণের চতুর্যুগ সহস্রে ব্রহ্মার একদিন হয় এবং তাদৃশ কালেই রাত্রি হয়। সুতরাং মানবীয় পরিমাণানুসারে ৮৬৪০০০০০০ বর্ষে ব্রহ্মার এক অহোরাত্র হইয়া থাকে। কাল গণনার প্রকার যথা—মনুষ্যের এক বর্ষে দেবতাদিগের এক অহোরাত্র হয়। তাদৃশ দেব অহোরাত্রির সহিত, পক্ষ মাসাদি কল্পনাক্রমে দ্বাদশ সহস্র বৎসর চারিযুগ হয়। এতাদৃশ চতুর্যুগ সহস্রে ব্রহ্মার এক দিন এবং তত্তুল্য কালে এক রাত্রি হয়। এইরূপ অহোরাত্র সহকৃত পক্ষ মাসাদি সংবলিত যুক্ত এক শত বৎসর ব্রহ্মার পরমায়ু ॥১৭॥

অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥১৮॥

অন্বয়—অহরাগমে (ব্রহ্মার দিন আগত হইলে) অব্যক্তাৎ (কারণরূপ অব্যক্ত হইতে) সর্ব্বাঃ ব্যক্তয়ঃ (সমুদয় চরাচর প্রাণিগণ) প্রভবন্তি (প্রকাশিত হয়) রাত্র্যাগমে (পুনরায় রাত্রির আগমনে) তত্র (সেই) অব্যক্তসংজ্ঞকে এব (অব্যক্ত-নামক তত্ত্বেই) প্রলীয়ন্তে (প্রকৃষ্টভাবে লয়প্রাপ্ত হয়) ॥১৮॥

এই ত্রিলোকমধ্যস্থিত দেব-তির্যক্-মানবাদির তদপেক্ষা অধিকতর অনিত্যত্ব ; যেহেতু ব্রহ্মার রাত্রি অবসানে অব্যক্ত হইতে সমস্ত ব্যক্ত হয় ; পুনরায় রাত্রি আগমে সেই অব্যক্তে সমস্তই লয় হয়। এস্থলে অব্যক্ত-শব্দে 'প্রধান'কে বুঝায় না ; কেবল ব্রহ্মার নিদ্রাবস্থাকে বুঝায় ॥১৮॥

তাৎপর্য্য—

সেই প্রসিদ্ধ অহোরাত্রাদি জনগণ যাহাকে ব্রহ্মার দিন বলিয়া জানেন সেই দিবাগমে অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত সমূহ প্রাদুর্ভূত হয় এবং তাহারা যাহাকে ব্রহ্মার রাত্রি বলিয়া থাকেন সেই রাত্র্যাগমে তৎসমস্ত প্রলীন হইয়া যায় ॥১৮॥

ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে ॥১৯॥

অন্বয় পার্থ ! (হে অর্জ্জুন !) অয়ং সঃ এব (সেই সমস্ত) ভূতগ্রামঃ (ভূতসমূহই) অহরাগমে (দিবাভাগের আগমনে) ভূত্বা ভূত্বা (পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইয়া) রাত্র্যাগমে (রাত্রির উপস্থিতে) প্রলীয়তে (লয় প্রাপ্ত হয়) [পুনরায়] অবশঃ (কর্ম্মাদিপরতন্ত্র হইয়া) প্রভবতি (জন্মলাভ করে) ॥১৯॥

চরাচর প্রাণীসকল ব্রহ্মার দিবাগমে পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইয়া রাত্রি আগমে লয় প্রাপ্ত হয় এবং দিবাগমে কর্ম্মাদিপরতন্ত্র হইয়া পুনরায় উৎপন্ন হয় ॥১৯॥

তাৎপর্য্য—

(১৯—২৬) শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিপ্রায় দ্রষ্টব্য।

পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ স সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি ॥২০॥

অন্বয়—তু (কিন্তু) তস্মাৎ অব্যক্তাৎ (সেই ইন্দ্রিয়াতীত ভাব হইতে) পরঃ অন্যঃ (অন্য শ্রেষ্ঠ) সনাতনঃ (সনাতন) অব্যক্তঃ (ইন্দ্রিয়াগোচর) যঃ ভাবঃ (যে ভাব আছে) সঃ (তাহা) সর্ব্বেষু ভূতেষু (সর্ব্বপ্রাণীর) নশ্যৎসু (নাশ হইলেও) ন বিনশ্যতি (বিনষ্ট হয় না) ॥২০॥

উক্ত অব্যক্ত ভাব হইতে অন্য যে সনাতন অব্যক্ত ভাব আছে তাহা শ্রেষ্ঠ ও নিত্য সর্ব্বভূতের নাশ হইলেও সেই তত্ত্ব নষ্ট হয় না ॥২০॥

অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥২১॥

অন্বয়—অব্যক্তঃ (সেই অব্যক্তকে) অক্ষরঃ ইতি উক্তঃ (অক্ষর বলিয়া কথিত হয়) [শ্রুতয়ঃ] (শ্রুতিসমূহ)] তং (তাঁহাকে) [ভূতানাং (ভূতগণের)] পরমাং গতিম্ (পরমাগতি) আহুঃ (বলিয়া থাকেন) যং (যাঁহাকে) প্রাপ্য (প্রাপ্ত হইলে) [জীবাঃ (জীবসমূহ)] ন নিবর্ত্তন্তে (সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করে না) তৎ (সেই) মম (আমার) পরমং ধাম (পরমধাম) ॥২১॥

সেই অব্যক্তকে 'অক্ষর' বলে। তাহাই ভূতসকলের পরমা গতি। সেই অব্যক্তকেই আমার ধাম বলিয়া জানিবে, যাহা প্রাপ্ত হইয়া জীব আর প্রতিনিবৃত্ত হয় না ॥২১॥

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততম্ ॥২২॥

অন্বয়—পার্থ ! (হে অর্জ্জুন !) ভূতানি (প্রাণিগণ) যস্য (যাঁহার) অন্তঃস্থানি (মধ্যস্থ হইয়া স্থিত) যেন (যাঁহা কর্ত্তৃক) ইদং সর্ব্বং (এই সমুদয় ব্রহ্মাণ্ড) ততম্ (ব্যাপ্ত আছে) সঃ (সেই) পরঃপুরুষঃ (পরমপুরুষ) [অহঃ (আমি)] অনন্যয়া ভক্ত্যা (ঐকান্তিক ভক্তিদ্বারা) লভ্যঃ (লাভ করিতে হইবে) ॥২২॥

সেই অব্যক্ত অবস্থায় স্থিত পরমপুরুষই অনন্যভক্তিলভ্য। হে পার্থ ! সেই পুরুষের অন্তঃস্থ হইয়াই ভূতসকল বর্ত্তমান এবং সেই পুরুষস্বরূপ আমিই অন্তর্যামীরূপে সর্ব্বত্র প্রবিষ্ট ॥২২॥

যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিঞ্চৈব যোগিনঃ।
প্রয়াতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ॥২৩॥

অন্বয়—ভরতর্ষভ ! (হে ভরতকুলনন্দন !) যত্র কালে (যে সময়ে) প্রয়াতাঃ (দেহত্যাগী) যোগিনঃ (যোগিগণ) তনাবৃত্তিম্ (অনাবৃত্তি) আবৃত্তিং চ (ও আবৃত্তি) যান্তি (লাভ করেন) [অহং (আমি)] তং কালং (সেই কালসম্বন্ধে) বক্ষ্যামি (বলিতেছি) ॥২৩॥

আমার অনন্য ভক্তগণ অক্লেশেই আমাকে লাভ করেন। কিন্তু যাঁহারা আমাতে অনন্য ভক্তি লাভ করেন নাই এবং কর্ম্মজ্ঞানাদির ভরসা করেন, তাঁহাদের পক্ষে মৎপ্রাপ্তি অনেক কষ্টমিশ্রিত। তাহাদের গমনকাল ও মার্গ দেশকাল-দ্বারা পরিচ্ছেদ্য। তাহার বিবরণ বলি শ্রবণ কর,—যে কালে মৃত্যু হইলে যোগীদিগের অনাবৃত্তি হয় এবং যে কালে মৃত্যু হইলে পুনরাবৃত্তি হয়, তাহা বলিতেছি ॥২৩॥

অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ ॥২৪॥

অন্বয়—অগ্নিঃ (অগ্নি) জ্যোতিঃ (জ্যোতি) অহঃ (দিন) ষণ্মাসাঃ উত্তরায়ণম্ (ষণ্মাসরূপ উত্তরায়ণকালে) তত্র (ঐরূপ সময়ে) প্রয়াতাঃ (দেহত্যাগী) ব্রহ্মবিদঃ জনাঃ (ব্রহ্মজ্ঞ পুরুষগণ) ব্রহ্ম গচ্ছন্তি (ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন) ॥২৪॥

ব্রহ্মবিৎ পুরুষগণ অগ্নি, জ্যোতিঃ, শুভদিন ও উত্তরায়ণকালে দেহত্যাগ করিলে ব্রহ্মলাভ করেন। অগ্নি ও জ্যোতিঃ শব্দদ্বারা অর্চ্চিরভিমানিনী দেবতা, 'অহঃ' শব্দে অহরভিমানিনী দেবতা, 'শুক্ল' শব্দে পক্ষাভিমানিনী দেবতাকে বুঝিতে হইবে অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান ও কাল-প্রাপ্ত মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের প্রসন্নতাই যোগীর ব্রহ্মলাভের কারণ হয়। এইরূপ সময়ে মৃত্যু লাভ করিলে যোগীদিগের পুনরাবৃত্তি হয় না ॥২৪॥

ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে ॥২৫॥

অন্বয়—ধূমঃ (ধূম) রাত্রিঃ (রাত্রি) কৃষ্ণঃ (কৃষ্ণপক্ষ) তথা (এবং) দক্ষিণায়নম্ (দক্ষিণায়ন) ষণ্মাসা (ছয়মাস) তত্র (ইহাদের উপলক্ষিত পথে) [প্রয়াতঃ (গমনকারী)] যোগী (কর্ম্মযোগী) চান্দ্রমসং জ্যোতিঃ (চন্দ্রলোক) প্রাপ্য (প্রাপ্ত হইয়া) নিবর্ত্ততে (পুনরায় আবর্ত্তন করে) ॥২৫॥

ইষ্টাপূর্ত্তাদি কর্ম্মে কর্ম্মযোগীসকল ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়নরূপ ছয়মাস ও চন্দ্রজ্যোতি অর্থাৎ তত্তদভিমানিনী দেবতা বা ইন্দ্রিয়ক্রিয়া-দ্বারা পুনরাবৃত্তিমার্গ প্রাপ্ত হন ॥২৫॥

শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ত্ততে পুনঃ ॥২৬॥

অন্বয়—জগতঃ (জগতের) শুক্লকৃষ্ণে (শুক্ল ও কৃষ্ণ) এতে (এই) গতী হি (দুইটি গতি) শাশ্বতে (সনাতনী বলিয়া) মতে (প্রসিদ্ধা) একয়া (একটিদ্বারা অর্থাৎ শুক্লমার্গদ্বারা) অনাবৃত্তিং (অনাবৃত্তি) যাতি (লাভ করে) অন্যয়া (অন্যটিদ্বারা অর্থাৎ কৃষ্ণমার্গদ্বারা) পুনঃ (পুনর্ব্বার) আবর্ত্ততে (প্রত্যাবর্ত্তন করে) ॥২৬॥

জগতের শুক্ল ও কৃষ্ণ—এই দুইটি সনাতন গতি অর্থাৎ মার্গ। শুক্লমার্গ-দ্বারা অনাবৃত্তি এবং কৃষ্ণমার্গ গতি-দ্বারা আবৃত্তি ঘটিয়া থাকে ॥২৬॥

নৈতে সৃতী পার্থ জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন।
তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জ্জুন ॥২৭॥

অন্বয়—পার্থ! (হে অর্জ্জুন) এতে (এই) সৃতী (দুইটি গতি) জানন্ (জানিয়া) কশ্চন যোগী (কোন ভক্তিযোগী) ন মুহ্যতি (মোহপ্রাপ্ত হন না)। তস্মাৎ (অতএব) অর্জ্জুন (হে অর্জ্জুন!) সর্ব্বেষু কালেষু (সকল সময়ে) যোগযুক্তঃ ভব (পরমেশ্বরনিষ্ঠ হও) ॥২৭॥

এই দুই মার্গের তাত্ত্বিক পার্থক্য অবগত হইয়া তদুভয়ের অতীত যে ভক্তিযোগমার্গ, তাহা অবলম্বনপূর্ব্বক যোগযুক্ত ব্যক্তি কোন কালে মোহ প্রাপ্ত হন না। অর্থাৎ উভয় মার্গকে ক্লেশকর জানিয়া অনন্য-ভক্তিযোগ অবলম্বন করেন। হে অর্জ্জুন, তুমি সেই যোগ অবলম্বন কর ॥২৭॥

তাৎপর্য্য—

শ্রীভগবান্ এই অধ্যায়ে ১৪, ১৫, ১৬ শ্লোকে বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি অনন্যমনে মচ্চিন্তাপরায়ণ তাহর পক্ষে আমি সুলভ। আমাকে লাভ করিতে পারিলে মহাত্মগণকে আর দুঃখের আলয় স্বরূপ পুনঃজন্ম ভোগ করিতে হয় না। তাহারা

মোক্ষরূপ পরমগতি লাভ করিয়া থাকেন। হে অর্জ্জুন! বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকলই আবর্ত্তনশীল; কেবল মৎপ্রাপ্তজনগণ পুনর্জন্ম বিরহিত।" অতএব এস্থলে অর্জ্জুনকে একান্তমনে ভগবন্নিষ্ঠ হইতে উপদেশ প্রদান করাই ভক্তবৎসল ভগবানের অভিপ্রায়। তাদৃশ ভক্তিসাধননিরত জীব দেহত্যাগের পর অর্চ্চিরাদি মার্গাবলম্বনে শুক্লাগতি লাভ করেন। তাঁহাদের আর পুনরাবর্ত্তিত হইয়া এই দুঃখের আলয় সংসার দশায় নিপতিত হইতে হয় না ॥২৭॥

বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব
দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্।
অত্যেতি তৎ সর্ব্বমিদং বিদিত্বা
যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম্ ॥২৮॥

অন্বয়—বেদেষু (বেদ), যজ্ঞেষু (যজ্ঞ), তপঃসু (তপঃ) দানেষু চ এব (এবং দানসমূহেও) যৎ (যেই) পুণ্যফলং (পুণ্যফল) প্রদিষ্টম্ (শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে), ইদং (ইহা) বিদিত্বা (জ্ঞাত হইয়া) যোগী (ভক্তিযোগী) তৎসর্ব্বং (সেই সব ফল) অত্যেতি (অতিক্রম করেন) চ (এবং) আদ্যং আদিকারণরূপ) পরং স্থানম্ (অপ্রাকৃত স্থান) উপৈতি (প্রাপ্ত হন) ॥২৮॥

ভক্তিযোগ অবলম্বন করিলে তুমি কোন ফলেই বঞ্চিত হইবে না। বেদপাঠ, যজ্ঞানুষ্ঠান, তপস্যা, দান ইত্যাদি যতপ্রকার জ্ঞান ও কর্ম্ম আছে, সে সমুদায়ের যে ফল, তাহা তুমি ভক্তিযোগদ্বারা অতিক্রম করিয়া আদি ও পরম অপ্রাকৃত স্থানকে প্রাপ্ত হও ॥২৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবৎগীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে তারকব্রহ্মযোগনাম অষ্টমোঽধ্যায় ॥

তাৎপর্য্য —

সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে যে ভগবন্মাহাত্ম পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। সৎপ্রসঙ্গের সাহায্যে তাহা জানিতে পারিলে বেদধ্যয়নাদিরূপ কর্ম্মজনিত ফলসমূহকে ভগবদ্ভক্তজন নিতান্ত উপেক্ষার চক্ষে দর্শন করিয়া থাকেন। অতএব যোগী মদ্ভক্তি-মান হইয়া অপ্রাকৃত মৎস্থান প্রাপ্ত হন। যোগভক্তির দ্বারা কৃষ্ণের অংশ স্বরূপ পুরুষকে অর্চ্চিরাদি মার্গাবলম্বনে লাভ করা যাইতে পারে কিন্তু কেবল অনন্যভক্তি প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। অনন্য ভক্তের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনই এই অধ্যায়ের লক্ষ্য ॥২৮॥

নবমোঽধ্যায়ঃ

শ্রীভগবান উবাচ—

ইদন্তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।
জ্ঞান বিজ্ঞানসহিতং যজ্‌জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥১॥

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান বলিলেন) ইদং (এই) গুহ্যতমং (সর্ব্বাপেক্ষা গোপনীয়) বিজ্ঞানসহিতং তু (পরম রহস্যযুক্ত জ্ঞান) জ্ঞানং (ঈশ্বরবিষয়ক জ্ঞান) অনসূয়বে (অসূয়াশূন্য) তে (তোমাকে) প্রবক্ষ্যামি (বলিতেছি)। যৎ (যাহা) জ্ঞাত্বা (জানিলে) অশুভাৎ (অমঙ্গল হইতে) মোক্ষ্যসে (মুক্ত হইবে) ॥১॥

হে অর্জ্জুন! তুমি অসূয়ারহিত পুরুষ। অতএব তোমাকে পরমবিজ্ঞান-যুক্ত সর্ব্বাপেক্ষা গুহ্যতম জ্ঞান উপদেশ করিতেছি, তুমি তাহা সংগ্রহ করিয়া সমস্ত অমঙ্গল হইতে মুক্তি লাভ কর। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধ্যায়ে যে আধ্যাত্মিক-জ্ঞানের কথা বলিয়াছি, তাহা গুহ্য; সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে যে ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান বলিয়াছি, তাহা ভক্তিজনক বলিয়া গুহ্যতর। কিন্তু এখন যে-জ্ঞানের কথা বলিতেছি, তাহা কেবলা-ভক্তিলক্ষণ, অতএব ইহা গুহ্যতম। ইহা দ্বারা গুণরূপ অশুভ হইতে মুক্তিলাভ করত তুমি গুণাতীত হইবে ॥১॥

তাৎপর্য্য—

মূলে জ্ঞান ও বিজ্ঞান, এই দুই শব্দের প্রয়োগ আছে। শাস্ত্রে এবং আচার্য্যের উপদেশজনিত পারোক্ষ অনুভবের নাম জ্ঞান; বিচার দ্বারা বিরুদ্ধ আশঙ্কা অপগমজনিত যে অনুভব তাহাই বিজ্ঞান। কর্ম্মজ্ঞান যোগাদি অপেক্ষা ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সেই ভক্তিই প্রধানীভূতা ও কেবলা। ৭ম ও ৮ম অধ্যায়ে তদ্বিষয় পরিব্যক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে কেবলাভক্তি

নিরতিশয় প্রবলা। জ্ঞানের ন্যায় তাহা অন্তঃকরণ শুদ্ধাদির অপেক্ষায় থাকে না সুতরাং তাদৃশ ভক্তি স্পষ্টতঃ সর্বোৎকৃষ্ট। সেই ভক্তির প্রণোদক ভগবদৈশ্বর্য্যাদি পরিব্যক্ত করিবার বাসনায় এই অধ্যায় আরম্ভ হইতেছে। সকল শাস্ত্রের সার-স্বরূপ গীতাশাস্ত্রের অন্তর্নিহিত মধ্য অধ্যায়—অষ্টক সার স্বরূপ। দ্বিতীয় তৃতীয়াদি অধ্যায়ে মোক্ষপযোগী যে জ্ঞানের বিষয় কথিত হইয়াছে তাহা গুহ্য। সপ্তম ও অষ্টম অধ্যায়ে ভগবৎ প্রাপ্তির উপযোগী যে ভগবত্তত্ত্ব জ্ঞানের বিষয় কথিত হইয়াছে, সেই ভক্তিতত্ত্ব স্বরূপ জ্ঞান গুহ্যতর। অধুনা কেবল যে শুদ্ধভক্তি লক্ষণ জ্ঞানের বিষয় কথিত হইতেছে তাহা গুহ্যতম। এইস্থলে জ্ঞান শব্দে ভক্তি অর্থই অবশ্যই গ্রহণীয়। নতুবা প্রথম ষট্শ্লোকোক্ত প্রসিদ্ধ জ্ঞানের সহিত পরবর্ত্তী শ্লোকের অব্যয়াদি বিশেষণ বাক্যের বিরোধ উপস্থিত হইতে পারে। প্রভু ভগবানের দাসগণ আরাধনার অনুকূল বোধে যে সকল ভগবৎ ঐশ্বর্য্য পরিজ্ঞানের অপেক্ষা করেন, তৎসমস্ত এবং শুদ্ধ সর্ব্বভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব নবমে পরিস্ফুট হইতেছে ॥১॥

রাজ বিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং সুসুখং কর্ত্তুমব্যয়ম্ ॥২॥

অন্বয়—ইদং (এই জ্ঞান) রাজবিদ্যা (শ্রেষ্ঠবিদ্যা) রাজগুহ্যং (সমস্ত গুহ্যতত্ত্ব অপেক্ষা গুহ্য) উত্তমং (অতিশয় পবিত্র) প্রত্যক্ষাবগমং (প্রত্যক্ষ অনুভবস্বরূপ) ধর্ম্ম্যং (ধর্ম্মসাধক) কর্ত্তুং সুসুখং (সুখসাধ্য) [চ (এবং)] অব্যয়ং (অক্ষয়ফলপ্রদ) ॥২॥

এই জ্ঞানকে রাজবিদ্যা, সমস্ত গুহ্যতত্ত্ব অপেক্ষা গুহ্য, অত্যন্ত পবিত্র-সাধক, আত্মপ্রত্যক্ষ অনুভবস্বরূপ, সমস্ত ধর্ম্মসাধক, নির্গুণ এবং সুখসাধ্য বলিয়া জানিবে ॥২॥

তাৎপর্য্য—

অর্জ্জুনের চিত্ত সম্পূর্ণরূপে এই পরম ফলপ্রদ জ্ঞানের অভিমুখী করিবার অভিপ্রায়ে শ্রীভগবান্ এখনও তাহারই প্রশংসাবাদ কীর্ত্তন করিতেছেন। এই জ্ঞান রাজবিদ্যা অর্থাৎ যাবতীয় বিদ্যার শ্রেষ্ঠ। ইহা রাজগুহ্য অর্থাৎ গোপ্যবিদ্যা সমূহের রাজা, কেননা ইহা গোপ্যবিদ্যাসমূহের মধ্যে অতি রহস্য যুক্ত। ইহা অতিশয় পবিত্রকারী। এই ভক্তি প্রত্যক্ষ অনুভব। এতৎ সম্বন্ধে শ্রীলবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর শ্রীমদ্ভাগবত হইতে একটা অতীব সুন্দর শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন—"ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিরন্যত্র বৈষাত্রিক এককালঃ। প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যুস্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্ ॥ (ভাগবত একাদশ স্কন্ধ ২য় অধ্যায় ৪০ শ্লোক) ইহার ভাবার্থ এই যে, যেরূপ ভোজন নিরত ব্যক্তির প্রতি গ্রাস ভক্ষ্য উদরসাৎ করার সঙ্গে সঙ্গেই ভোজন জনিত সুখ, উদরপূর্ত্তি জনিত তৃপ্তি ও ক্ষুন্নিবৃত্তি জনিত প্রসন্নতা, এই তিন ফলই এককালে লব্ধ হয় তদ্রূপ শ্রীহরির ভজন পরায়ণগণেরও শ্রীভগবৎ ভজনের সঙ্গে সঙ্গে প্রেমলক্ষণাভক্তি, প্রেমাস্পদ শ্রীভগবানের স্ফূর্ত্তিরূপ পরমেশ্বরানুভব, এবং গৃহাদি বিষয় ব্যাপারে বিরক্তি এই তিন ফলই এককালে লব্ধ হইয়া থাকে। এইরূপ ভক্তি প্রভাবেই ভগবৎ লাভ সহজসাধ্য ও সুখময়। এতদুপায়ে সকল ধর্ম্ম

সকল কর্ম্ম, সকল সাধনা অতিক্রম করিয়া চরমে পরম ফলের অধিকারী হওয়া যায়। ভক্তের হৃদয় হইতে পাপ তাপ পলায়ন করে। অপূর্ব্ব শান্তি ও অলৌকিক সুখ তাঁহার আয়ত্ব হয় এবং পরমানন্দ তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া থাকে। ভক্তোত্তম শ্রীউদ্ধবকে উপদেশ প্রদান কালে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন যেমন সামান্যমাত্র অগ্নি ক্রমশঃ প্রবল হইয়া কাষ্ঠরাশি ভস্মসাৎ করিয়া থাকে তদ্রূপ মদ্বিষয়িণী কথঞ্চিৎ ভক্তির আবির্ভাব হইলে জীবের যাবতীয় পাপরাশি বিনষ্ট হইয়া যায়। হে উদ্ধব! মদ্বিষয়িণী ভক্তি যেরূপ মৎপ্রাপ্তি সংসিদ্ধ করে, যোগ সাধনা, সাংখ্য যোগাবলম্বন, বেদধ্যয়ন, তপস্যা বা দান কিছুই সেরূপ করিতে পারে না। সদ্ব্যক্তিগণ একমাত্র শ্রদ্ধাযুক্ত ভক্তি দ্বারাই আত্মা ও প্রিয়স্বরূপ আমাকে লাভ করিয়া থাকেন। আমাতে নিষ্ঠা রূপা দৃঢ়া ভক্তি চণ্ডালাদিকেও পবিত্র করিয়া তাহাদের হীন জাতিত্বাদি দোষ সমূহ বিদূরিত করিতে সক্ষম। ভক্তি না থাকিলে অন্য সকল সাধনাই বৃথা। সত্য ও দয়া সংযুক্ত ধর্ম্ম বা তপস্যা সংযুক্ত বিদ্যা এ সকল অতি শ্রেষ্ঠ হইলেও মদ্ভক্তিবিহীন আত্মাকে কখনই সম্যকরূপে পবিত্র করিতে পারে না॥ (শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধ ১৪ অধ্যায়ঃ ১৮, ১৯, ২০, ২১ শ্লোক)

অন্য কোন ধর্ম্মের অনুষ্ঠান না করিলেও একমাত্র এই ভক্তির প্রভাবে সর্ব্বধর্ম্মজনিত সংসিদ্ধি লাভ করা যায়। নারদের ভক্তি যেমন তরুর মূলে বারি সেচন করিলে তাহা স্কন্দ শাখা-প্রশাখা সকলেরই তৃপ্তি সাধন হয়। যেমন প্রাণের

পুষ্টি-বিধান করিলে সঙ্গে সঙ্গে যাবতীয় ইন্দ্রিয়গণের পরিপোষণ হয়, সেইরূপ একমাত্র অচ্যুতের আরাধনায় অন্যান্য উপাসনা সংসিদ্ধি হইয়া থাকে।" কর্ম্মজ্ঞানাদি নিরতিশয় ক্লেশসাধ্য অনুষ্ঠান, কিন্তু এই ভক্তি একান্ত সুখসাধ্য। কারণ ইহার অনুষ্ঠানে কায়, বাক্য ও মনের ক্লেশাধিক্যের কোন সম্ভাবনা নাই। ইহাতে কেবল শ্রবণ কীর্ত্তনাদির অনুষ্ঠান প্রধানতঃ অবলম্বনীয়; কেবল শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ব্যাপার মাত্র; সুতরাং কখনই ক্লেশসাধ্য নহে ॥২॥

অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্ম্মস্যাস্য পরন্তপ।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্ত্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি ॥৩॥

অন্বয়—পরন্তপ! (হে শত্রুতাপন!) অস্য ধর্ম্মস্য (এই পরমধর্ম্মরূপ জ্ঞানের) অশ্রদ্দধানাঃ (অশ্রদ্ধালু) পুরুষাঃ (ব্যক্তিগণ) মাম (আমাকে) অপ্রাপ্য (লাভ করিতে না পারিয়া) মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি (মৃত্যুব্যাপ্ত সংসার পথে) নিবর্ত্তন্তে (পরিভ্রমণ করিয়া থাকে) ॥৩॥

শ্রদ্ধাই এই জ্ঞানের মূল, যেহেতু এই জ্ঞানের স্বরূপ যে সহজ বিশুদ্ধরতি, তাহা সর্ব্বাগ্রে বদ্ধজীবের হৃদয়ে শ্রদ্ধারূপে উদিত হয়। হে পরন্তপ! যে সকল জীবের শ্রদ্ধা উদিত হয় নাই, তাহারা এই পরমধর্ম্মরূপ ভগবদ্রতিপ্রসূ জ্ঞানকে লাভ করিতে অসমর্থ হইয়া আমা হইতে নিবৃত্ত এবং দুরন্ত সংসারবর্ত্মে পতিত থাকে ॥৩॥

তাৎপর্য্য—

শ্রীভগবান্ এই গ্রন্থে ৪র্থ অধ্যায়স্থ ৪০ শ্লোকে বলিয়াছেন, "অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি। নায়ং লোকোঽস্তি

ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ ॥" অর্থাৎ অনভিজ্ঞ, শ্রদ্ধাবিহীন এবং সন্দেহসমাকুলচিত্ত ব্যক্তি বিনাশ দশা প্রাপ্ত হয়। তাদৃশ সংশয়াত্মার ইহলোকে পরলোক এবং সুখ কিছুই থাকে না। ফলতঃ শ্রদ্ধার অভাব, গুরুবাক্যে ও শাস্ত্রোক্তিতে অনাস্থা এবং নিজ বুদ্ধির উপর নির্ভর করিয়া অসৎ পন্থার আশ্রয় গ্রহণ ইত্যাদি কারণে মানব নিজ সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া থাকে। এবং ইহকালের সুখশান্তি এবং পরকালের সদগতি সকলই হারাইয়া অশেষ কষ্ট যুক্ত অধোগতি ভোগ করিতে থাকে ॥৩॥

ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানিসর্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ ॥৪॥

অন্বয়—অব্যক্তমূর্ত্তিনা (ইন্দ্রিয়াতীত মূর্ত্তিস্বরূপ) ময়া (আমাদ্বারা) ইদং (এই) সর্ব্বং জগৎ (সমস্ত জগৎ) ততম্ (ব্যাপ্ত) সর্ব্বভূতানি (সমস্ত প্রাণী) মৎস্থানি (আমাতে স্থিত) অহং চ (কিন্তু আমি) তেষু (তাহাদিগের মধ্যে) ন অবস্থিত (অবস্থিত নহি) ॥৪॥

অব্যক্তমূর্ত্তি অর্থাৎ অতীন্দ্রিয়মূর্ত্তিস্বরূপ আমি এই সমস্ত জগতে ব্যাপ্ত আছি। চৈতন্যস্বরূপ আমাতেই সমস্ত ভূত অবস্থিত। ঘটাদিতে মৃত্তিকা যেরূপ অবস্থিত থাকে, আমি সেরূপ অবস্থিত নই অর্থাৎ জগৎ যে আমার পরিণাম বা বিবর্ত্ত তাহা নয়; আমি পূর্ণবিভু-চৈতন্যস্বরূপ। আমার শক্তি প্রভাবে এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। আমার শক্তিই তাহাতে কার্য্য করেন। কিন্তু আমি পূর্ণ-চৈতন্যস্বরূপ একটি পৃথক তত্ত্ব ॥৪॥

তাৎপর্য্য—

শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিপ্রায় দ্রষ্টব্য

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥৫॥

অন্বয়—ভূতানি চ (প্রাণিগণ) ন মৎস্থানি (আমাতে অবস্থিত নহে) মে (আমার) ঐশ্বরং যোগং (ঐশ্বরিক অঘটন-ঘটনাচাতুর্য্য) পশ্য (দর্শন কর) মম (আমার) আত্মা (পরমস্বরূপ) ভূতভৃৎ (প্রাণীগণের ধারক) ভূতভাবনঃ চ (এবং প্রাণিগণের পালক) [কিন্তু] ন ভূতস্থঃ (ভূতস্থ নহে) ॥৫॥

যেহেতু আমি বলিলাম যে, আমাতেই সর্ব্বভূত অবস্থিত তাহাতে এরূপ বুঝিবে না যে, আমার শুদ্ধস্বরূপে ভূতসকল অবস্থিত; কারণ আমার যে মায়াশক্তি প্রভাব, তাহাতে সমস্তই অবস্থিত আছে। তোমরা জীববুদ্ধি-দ্বারা ইহার সামঞ্জস্য করিতে পারিবে না, অতএব ইহাকে আমার ঐশ্বর যোগ-জ্ঞান করিয়া, আমার শক্তি-কার্য্যকে আমার কার্য্যবোধে আমাকে ভূতভৃৎ, ভূতস্থ ও ভূতভাবন জানিয়া এই স্থির করিবে যে, আমাতে দেহদেহীর ভেদ না থাকায় আমি সর্ব্বস্থ হইয়াও নিতান্ত অসঙ্গ ॥৫॥

তাৎপর্য্য—

কল্পিত ভূতসমূহ পরমার্থতঃ আমাতে অবস্থিত নহে। অতএব হে অর্জ্জুন! প্রাকৃত জনগণের ন্যায় জড়বুদ্ধি পরিহার করিয়া আমার ঐশ্বরিক যোগ পর্য্যালোচনা কর। আমার প্রভাব অসাধারণ। ইহা অঘটনঘটনাচাতুর্য্য পরিপূর্ণ মায়াবীর ন্যায় বিস্ময়াবহ। আমি কোন বস্তুরই আধেয় নহি এবং কোন বস্তুর আধারও নহি। তথাপি সর্ব্বভূতে আমি অনুস্যূত এবং সকল ভূতও আমাতে অবস্থিত। অতএব এই ভগবন্মায়া নিরতিশয় বিস্ময়জনক বলিয়া সহজে প্রতীত হইতে পারে কিন্তু আমার যোগমায়ার অলৌকিক শক্তির বিষয় আলোচনা করিলে

বিস্ময়ের সকল কারণই বিদূরিত হইবে। অতএব হে অর্জ্জুন! তুমি জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়া আমার ঐশ্বরিক প্রভাবের পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হও। আমি কার্য্যস্বরূপ যাবতীয় ভূত পদার্থকে ধারণ ও পোষণ করিয়া থাকি। এইজন্য আমি ভূতভৃত। কর্ত্তৃত্ব হেতু যাবতীয় ভূত পদার্থের উৎপাদন আমার দ্বারা সিদ্ধ হয়। এইজন্যই আমি ভূতভাবন। এবম্ভূত নিমিত্ত ও উপাদানভূত হইলেও পরমার্থ স্বরূপভূত, সচ্চিদানন্দঘন, অসঙ্গ, অদ্বিতীয় স্বরূপ আমার আত্মা কখনই ভূতসমূহে অবস্থিত নহে। অর্থাৎ পরমার্থতঃ স্বকল্পিত বিষয়ে সম্বন্ধ শূন্যত্ব হেতু ভূত সম্বন্ধী নহে ॥৫॥

যথকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্বত্রগো মহান্।
তথা সর্ব্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয় ॥৬॥

অন্বয়—বায়ুঃ (বায়ু) সর্ব্বত্রগঃ মহান্ [অপি] (সর্ব্বব্যাপী ও মহান্ হইলেও) যথা (যেরূপ) নিত্যম্ (সর্ব্বদা) আকাশস্থিতঃ (আকাশে অবস্থান করে) তথা (সেরূপ) সর্ব্বাণি ভূতানি (প্রাণীসমূহও) মৎস্থানি (আমাতে অবস্থিত) [কিন্তু আমি তাহাতে সংশ্লিষ্ট হই না] ইতি (ইহা) উপধারয় (জানিও ॥৬॥

এইরূপ সম্বন্ধের জড়ীয় উদাহরণ সন্তোষকর নয়। অতএব এই তত্ত্ব সম্বন্ধে বদ্ধ জীবের ধারণা হয় না। কিন্তু কোন কোন অংশে একটি উদাহরণ দেওয়া যায়, তাহা বলিতেছি। বিচারপূর্ব্বক তুমি তাহার সম্যক্ ধারণা না করিতে পারিলেও উপধারণা করিতে পারিবে। আকাশ—একটি সর্ব্বব্যাপী

বস্তু, তাহাতে বায়ু অর্থাৎ পরমাণ্বাদির যে চালনা, তাহা সর্ব্বত্র গতিবিশিষ্ট। তথাপি আকাশ সকলের আধার হইয়াও সর্ব্বদা নিঃসঙ্গ। তদ্রূপ আমার শক্তিতেই সর্ব্বভূতের উদয় ও গতি হইয়াও আকাশস্থানীয় আমি সর্ব্বদা নিঃসঙ্গ ॥৬॥

তাৎপর্য্য —

(৬-৭) শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিপ্রায় দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্ ॥৭॥

অন্বয়—কৌন্তেয়! (হে কুন্তীপুত্র!) কল্পক্ষয়ে (প্রলয়কালে) সর্ব্বাণি ভূতানি (সমস্ত প্রাণী) মামিকাং প্রকৃতিং (আমার বহিরঙ্গা মায়াতে) যান্তি (প্রলয়প্রাপ্ত হয়) পুনঃ (পুনর্ব্বার) কল্পাদৌ (কল্পের আদিতে) [অহং (আমি)] তানি (তাহাদিগকে) বিসৃজামি (বিশেষভাবে সৃজন করি) ॥৭॥

হে কৌন্তেয়! কল্প-সমাপ্তি হইলে সমস্ত ভূত আমারই প্রকৃতিতে প্রবেশ করে, এবং পুনরায় কল্পারম্ভে প্রকৃতি-দ্বারা আমি তাহাদিগকে সৃজন করি ॥৭॥

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃপুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ ॥৮॥

অন্বয়—[অহং (আমি)] স্বাং প্রকৃতিম্ (নিজ প্রকৃতিকে) অবষ্টভ্য (অবলম্বন করিয়া) প্রকৃতেঃ বশাৎ (মায়ার প্রভাবে) অবশং (কর্ম্মাদিবশীভূত হইয়া) ইমং (এই) কৃৎস্নং (সমগ্র) ভূতগ্রামং (প্রাণীসমূহকে) পুনঃ পুনঃ (বার বার) বিসৃজামি (সৃষ্টি করি) ॥৮॥

এই ভূতসমূহ—আমারই প্রকৃতির অধীন। উহারা প্রকৃতির বশে অবশ হইয়া ইচ্ছাময় আমা-কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ সৃষ্ট হয়, আমি আমার প্রকৃতি-দ্বারা তাহাদিগকে সৃষ্টি করি ॥৮॥

তাৎপর্য্য—

পুনঃ পুনঃ কথিত হইতেছে যে, পরব্রহ্ম অসঙ্গ এবং নির্বিকার। সুতরাং সহজেই প্রশ্ন হইতে পারে যে, তবে তিনি সৃষ্টি করেন কেন? তিনি সর্ব্ব সাক্ষীভূত চৈতন্য মাত্র এইরূপ অবস্থায় তিনি স্বকীয় ভোগার্থ জগৎ সৃষ্টি করেন একথা বলা যায় না। কেননা তাঁহার ভোক্তৃত্ব নাই। যদি এইরূপ সৃষ্টির ব্যাপারে তাঁহার উপর সংসারিত্বের আরোপ করা যায় তাহা হইলে তাঁহার ঈশ্বরত্বের ব্যাঘাত উপস্থিত হয়। যদি এমন কথা বলা যায় যে, অন্য কোন স্বতন্ত্র ভোক্তার নিমিত্ত এই সৃষ্টি ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে, তাদৃশ প্রসঙ্গও সুসঙ্গত হয় না। কেননা চেতনা ব্যতীত অন্যের ভোগ অসম্ভব। ঈশ্বর ব্যতীত চেতনান্তরের বিদ্যমানতা নাই। তিনিই জীবরূপে সর্ব্বত্র সমবস্থিত। অচেতনের ভোক্তৃত্ব অসিদ্ধ। পারলৌকিক নিঃশ্রেয়স-লাভার্থ সৃষ্টি হইয়াছে একথাও অসঙ্গত। যাহার বন্ধন আছে তাহারই মোক্ষের প্রয়োজন। যিনি বন্ধনাতীত তাঁহার মুক্তির আবশ্যকতা নাই। বস্তুতঃ এই সৃষ্টি প্রপঞ্চ মায়াময় এবং মিথ্যাভূত সুতরাং পরমেশ্বরের সৃষ্টি প্রতিকূল ব্যবহার বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। এই সৃষ্টি ব্যাপার সনাতন নিয়মাধীনতায় সম্পন্ন হইয়া থাকে। ইহাই প্রতিপাদনার্থ এই শ্লোকে অবতারিত হইতেছে ॥৮॥

ন চ মাং তানি কর্ম্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।
উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্ম্মসু ॥৯॥

অন্বয়—ধনঞ্জয়! (হে অর্জ্জুন!) তেষু কর্ম্মসু (সেই কার্য্যসমূহে) অসক্তম্ (অনাসক্ত) [ও] উদাসীনবৎ আসীনং চ (ও উদাসীনের ন্যায় অবস্থিত) মাং (আমাকে) তানি কর্ম্মাণি (সেই কর্ম্মসমূহ) ন নিবধ্নন্তি (আবদ্ধ করিতে পারে না) ॥৯॥

কিন্তু, হে ধনঞ্জয়! সেই সকল কর্ম্ম আমাকে আবদ্ধ করিতে পারে না; আমি সেই সকল কর্ম্মে অনাসক্ত ও উদাসীনবৎ থাকি। আমি বাস্তব উদাসীন নই, চিদানন্দে সর্ব্বদা আসক্ত। সেই চিদানন্দের পুষ্টিকারিণী আমার মায়া ও তটস্থা শক্তিই এই ভূতগ্রাম সৃষ্টি করিয়া থাকে। আমার স্বরূপ তদ্দ্বারা বিচালিত হয় না; ইহারা মায়ার বশীভূত হইয়া যাহা যাহা করে তদ্দ্বারা আমার শুদ্ধ-চিদানন্দ বিলাসের পুষ্টিই হয়। জড়ীয়ব্যাপার-সম্বন্ধে আমার ঔদাসীন্য ভাব সহজেই পরিলক্ষিত হয় ॥৯॥

তাৎপর্য্য—

শ্রীভগবান্ সমালোচ্য শ্লোকে 'উদাসীনবৎ" এই বাক্যের প্রয়োগ করিয়াছেন। উদাসীন হইলে তাহার কর্ম্মবিষয়ে কর্ত্তৃত্ব থাকে না। অথচ সৃষ্টি বিষয়ে পরমেশ্বর কর্ত্তৃত্বযুক্ত। অতএব এস্থলে কর্ম্মে অবস্থিতি উদাসীনের ন্যায় জ্ঞান করিতে হইবে। কিন্তু তাঁহার ঔদাসীন্য কর্ত্তৃত্ব বিরহিত নহে। কর্ত্তৃত্বভাব বিরহিত হইয়া এবং ফলসঙ্গ রহিত হইয়া কর্ম্ম সম্পাদন করিলে তাহা যে কেবল ভগবানের কারণভূত হয় না এমন নহে। প্রত্যুত যিনিই কেন তাদৃশ ভাবে কর্ম্মানুষ্ঠান করুন না, তাঁহার অনুষ্ঠিত সেই কর্ম্ম কদাচ তাহাকে বদ্ধ করিতে পারিবে না। কিন্তু দেখিতে পাওয়া যায় যে কোশকার

(গুটি পোকা) ফলাসক্তি ও কর্ত্তৃত্বাভিমান শূন্য হইয়া কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়াও স্বকীয় কোশরূপ কর্ম্মফলে আবদ্ধ হইয়া থাকে। এতাদৃশ স্থলে সেই জীবের মূঢ়তাই তাদৃশ বন্ধনের হেতুভূত বুঝিতে হইবে। শ্রীভগবানের কর্ম্মে আসক্তি নাই। সুতরাং কর্ম্মলেপও নাই। যিনি কর্ম্মাসক্তি বর্জ্জন করিতে সক্ষম তিনিই কর্ম্মজনিত ফলাফলের বহির্ভূত। আকাশ হইতে মেঘসমূহ শস্যক্ষেত্রে বারিবর্ষণ কালে বীজ বিশেষের প্রতি রাগ বা অপরের প্রতি দ্বেষ প্রকাশ করে না। উদসীনের ন্যায় অনাসক্ত ভাবে মেঘ স্বকার্য্য সাধন করিয়া থাকে। ঈশ্বরও পুণ্যবানের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ বা পাপীর প্রতি দ্বেষ প্রকাশ না করিয়া উদাসীনের ন্যায় জগৎ সৃষ্টিরূপ স্বকার্য্য সাধন করিয়া থাকেন। জীবের অসাধারণ কর্ম্মহেতু তাহারা বিভিন্ন রূপ ফলপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহাতে ঈশ্বরের বৈষম্যাদি দোষ ঘটিতে পারে না। ভগবানের কর্ম্মে আসক্তি নাই সুতরাং কর্ম্মলেপও নাই। যিনি কর্ম্মাসক্তি বর্জ্জন করিতে সক্ষম, তিনিই কর্ম্মজনিত ফলাফলের বহির্ভূত ॥৯॥

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্ ।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্বিপরিবর্ত্ততে ॥১০॥

অন্বয়—কৌন্তেয় ! (হে কুন্তীসুত !) ময়া অধ্যক্ষেণ (আমার অধ্যক্ষতায় অর্থাৎ নিমিত্তরূপে আমাকে লাভ করিয়া) প্রকৃতিঃ (মায়া) সচরাচরং (স্থাবর ও জঙ্গমের সহিত) [বিশ্বং (বিশ্বকে)] সূয়তে (প্রসব করে) [এবং] অনেন হেতুনা (এই হেতু) জগৎ (বিশ্ব) বিপরিবর্ত্ততে (পুনঃ পুনঃ সৃষ্ট হয়) ॥১০॥

প্রকৃতি আমারই শক্তি ; আমার আশ্রয়েই আমার শক্তি কার্য্য করেন। আমার চিদ্বিলাস-সম্বন্ধিনী ইচ্ছা হইতে প্রকৃতিকে যে কটাক্ষ করি, তাহাতেই সর্ব্বকার্য্যে আমার অধ্যক্ষতা আছে ; সেই কটাক্ষদ্বারা চালিত হইয়া এই চরাচর জগৎ প্রকৃতিই প্রসব করেন। এতন্নিবন্ধন এই জগৎ পুনঃ পুনঃ প্রাদুর্ভূত হয় ॥১০॥

তাৎপর্য্য —

শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিপ্রায় দ্রষ্টব্য।

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥১১॥

অন্বয়—ভূতমহেশ্বরং (সর্ব্বপ্রাণীর মহেশ্বররূপ) মম (আমার) পরম্ ভাবম্ (পরম ভাব) অজানন্তঃ (জানিতে না পারিয়া) মূঢ়াঃ (মূর্খ ব্যক্তিগণ) মানুষীং তনুং (মানবদেহ) আশ্রিতং (আশ্রয়কারী) মাং (আমাকে) অবজানন্তি (অবজ্ঞা করে) ॥১১॥

আমি যাহা যাহা বলিলাম, তাহা হইতে ইহাই স্থির করিবে যে, আমার স্বরূপ সচ্চিদানন্দময়, আমার শক্তি আমার অনুগ্রহে সমস্ত কার্য্য করে, কিন্তু আমি সমস্ত কার্য্য হইতে স্বতন্ত্র। এই জড়জগতে যে আমি লক্ষিত হইতেছি, সেও কেবল আমার অনুগ্রহ ও স্বীয় শক্তিপ্রভাব। আমি জড়বিধি সকলের অতীত তত্ত্ব, তজ্জন্যই আমি চৈতন্যস্বরূপ হইয়াও স্ব-স্বরূপে প্রপঞ্চমধ্যে প্রকাশিত হই। মানবগণ যে অণুত্ব, বৃহত্ত্ব ও অব্যক্তত্ব প্রভৃতি অসীমভাবের বিশেষ আদর করে, সে তাহাদের মায়াবদ্ধ বুদ্ধির কার্য্যমাত্র। আমার পরমভাব তাহা নয় : আমার পরমভাব এই যে, আমি নিতান্ত অলৌকিক মাধ্যমাকার-স্বরূপ হইয়াও আমার শক্তি-দ্বারা আমি যুগপৎ সর্ব্বব্যাপী ও পরমাণু অপেক্ষা ক্ষুদ্র। আমার এই স্বরূপ-প্রকাশ কেবল অচিন্ত্যশক্তি-ক্রমেই ঘটে। মূঢ়-

লোকেরা আমার এই সচ্চিদানন্দ-মূর্ত্তিকে মানবতনু মনে করিয়া এই স্থির করে যে, আমার প্রপঞ্চবিধির বাধ্য হইয়া ঔপাধিক শরীর গ্রহণ করিয়াছি এবং এই স্বরূপেই যে আমি সমস্ত ভূতের মহেশ্বর তাহা বুঝিতে পারে না। অতএব অবিদ্বৎ-প্রতীতি-দ্বারা আমাকে একটি ক্ষুদ্রভাব অর্পণ করে। যাঁহাদের বিদ্বৎ-প্রতীতি উদিত হইয়াছে, তাঁহারা আমার এই স্বরূপকে নিত্য সচ্চিদানন্দ তত্ত্ব বলিয়া বুঝিতে পারেন ॥১১॥

তাৎপর্য্য —

অর্জ্জুন যদি সন্দেহ করিয়া জিজ্ঞাসা করেন যে, "তুমি অনন্তকোটী ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। কারণার্ণবশায়ী যে মহাপুরুষ স্বকীয় প্রকৃতি-দ্বারা জগতের সৃষ্টি করেন বলিয়া প্রসিদ্ধ, তুমিই তিনি। কিন্তু বসুদেবনন্দনরূপে তোমার এই মানুষী তনুদর্শনে কেহ কেহ তোমার শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করেন না।" ইহার উত্তরে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, হে অর্জ্জুন! আমার এই পরিদৃশ্যমান মানুষ তনুর পরমভাব হৃদয়ঙ্গম হইলে উপলব্ধ হয় যে, ইহা কারণার্ণবশায়ী মহা-পুরুষদিগের অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট। যাহারা আমার এই স্বরূপ না মানেন, তাহারাই আমাকে অবজ্ঞা করে। আমি ভূত-সমূহের মহেশ্বর আমার এই মানুষী তনু সচ্চিদানন্দময়ত্ব আমার তত্ত্বে অভিজ্ঞ ভক্তগণ কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ পরিকীর্ত্তিত হইয়া থাকে। এবং শ্রুতি ও স্মৃতি স্পষ্টরূপে প্রতিপাদন করিয়া থাকেন। এই শরীরেই যে আমি সর্ব্বব্রহ্মাণ্ডব্যাপী তথা আমার বাল্যকালে আমার মাতা শ্রীমতী যশোদা দেবী স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছেন। ব্রহ্মাদি যাবতীয় ভূতপদার্থ

আমার দ্বারা সৃষ্ট এবং আমি তাহাদের মহেশ্বর। জীবের ন্যায় আমি ও আমার তনু বিভিন্ন নহেন। আমি সাক্ষাৎ তনুরূপ ব্রহ্ম। এবং তনুই সাক্ষাৎ ব্রহ্মরূপ আমি। আমার তত্ত্বজ্ঞ ভক্তোত্তম শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন, 'শাব্দং ব্রহ্ম দধদ্বপুঃ।' অর্থাৎ "শাব্দ ব্রহ্মরূপ ভগবান্ শরীর পরিগ্রহ করিলেন।' তোমার ন্যায় মহাত্মারা আমার পরম তত্ত্বের মর্ম্ম পরিজ্ঞাত সুতরাং আমাতে বিশ্বাসবান্। যাহারা মূঢ় তাহারাই আমার তত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া আমার নিন্দাবাদ প্রচার করিয়া থাকে ॥১১॥

মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ ॥১২॥

অন্বয়—[তে (তাহারা)] মোঘাশাঃ (ব্যর্থাশাবিশিষ্ট) মোঘকর্ম্মাণঃ (ব্যর্থকর্ম্ম) মোঘজ্ঞানা (বৃথা জ্ঞানী) [ও] বিচেতসঃ (বিক্ষিপ্তচিত্ত হইয়া) রাক্ষসীং (রাক্ষসী বা তামসী) আসুরীং (আসুরী বা রাজসী) মোহিনীং চৈব (এবং বুদ্ধিভ্রংশকারিণী) প্রকৃতিং (প্রকৃতিকে) শ্রিতাঃ (আশ্রয়পূর্ব্বক) [মাং অবজানন্তি (আমাকে অবজ্ঞা করে)] ॥১২॥

যদি বল, অবিদ্বৎপ্রতীতি কি জন্য উদিত হয়, তবে শুন,—মূঢ়লোকেরা রাক্ষসী ও আসুরী প্রকৃতিতে মোহিত হওয়ায়, তাহাদের আশা, কর্ম্ম ও জ্ঞান নিরর্থক হয় এবং লোকপ্রাপ্তির আশা-দ্বারা তাহাদের চিত্ত কর্ম্মে বিক্ষিপ্ত হয়। তুচ্ছফলদ কর্ম্ম অনুষ্ঠান করত তাহারা আর বিশুদ্ধ-জ্ঞান লাভ করিতে পারে না; যদি কখনও জ্ঞানের অনুসন্ধান করে, তবে অভেদবাদরূপ দুষ্ট জ্ঞান-দ্বারা তাহাদের বিদ্যালোপ হয়। তখন তাহারা মনে করে যে, 'আমার এই মূর্ত্তি মায়াময়ী এবং আমি—ঈশ্বর, ব্রহ্ম অপেক্ষা হীনতত্ত্ব। আমার উপাসনা-দ্বারা

চিত্ত শুদ্ধ হইলে নির্গুণব্রহ্ম-লাভ হইবে।' তাহাদের ফল এই হয় যে, অবশেষে রাক্ষসী ও আসুরী স্বভাব-দ্বারা তাহা দৈব প্রকৃতি লুপ্ত হইয়া পড়ে ॥১২॥

তাৎপর্য—

যাহারা আমার সচ্চিদানন্দ ভগবৎ কলেবরকে সামান্য পাঞ্চভৌতিক দেহ বোধে অবজ্ঞা করে, তাদৃশ জনগণের কি গতি হয়, তাহাই এক্ষণে কথিত হইতেছে। যদি তাহারা ঈশ্বর ভক্ত হয়, তাহা হইলেও চরমে মোক্ষবাঞ্ছা বিফলিত হইয়া থাকে এবং তাহারা আমার সালোক্যাদি প্রাপ্তিরূপ কোন শুভ ফলেরই অধিকারী হয় না। যদি তাহারা কর্ম্মনিষ্ঠ হয় তাহা হইলেও তাহাদের অনুষ্ঠিত কর্ম্মসমূহ কেবল পণ্ডশ্রমরূপে পরিণত হয়; কারণ তাদৃশ জনজণের অনুষ্ঠিত কর্ম্ম কখনই স্বর্গাদি প্রাপ্তিরূপ ফলপ্রদানে সমর্থ নহে। যদি তাহারা জ্ঞানলাভার্থ বেদান্তাদি শাস্ত্রের অনুশীলনপরায়ণ হয়, তাহা হইলেও তাহাদের শাস্ত্রবোধ নিষ্ফল হইয়া থাকে; কারণ তাদৃশ ব্যক্তিগণের জ্ঞান কখনই মোক্ষবিধায়ক হইতে পারে না। এরূপ হয় কেন? ইহার উত্তর এই যে, এই নিত্যসিদ্ধ মনুষ্যরূপযুক্ত সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম স্বরূপ আমার অপরিজ্ঞান-জনিত পাপে তাহাদের বিবেক ও জ্ঞান প্রতিবন্ধ হওয়ায় তাহারা বিক্ষিপ্তচিত্ত হইয়াছে। বৃহদ্বৈষ্ণব-শাস্ত্রে কথিত আছে যে, "যো বেত্তি ভৌতিকং দেহং কৃষ্ণস্য পরমাত্মনঃ। স্ব-সর্ব্বস্মাদ্বহিষ্কার্য্যঃ শ্রৌতস্মার্ত্তবিধানতঃ॥ মুখং তস্যাব-লোক্যাপি সচেলং স্নানমাচরেৎ॥ ইত্যাদি। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের দেহকে যে ভৌতিক বলিয়া মনে করে, সে শ্রুতিস্মৃতির

বিধানানুযায়ী যাবতীয় কর্ম্মের অধিকার হইতে বহিষ্কৃত হয়। তাহার মুখ দেখিলেও তৎক্ষণাৎ পরিধান বস্ত্রসহ স্নান করিবে ॥" এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে তাদৃশ ভগবজ্জ্ঞান বিরহিত ব্যক্তিগণ কি ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে? তাহারা হিংসাদিবহুল-তামসী কাম-গর্ব্বাদিবহুল-রাক্ষসী এবং বিবেক বিলোপকারিনী প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া নরকগমন করিয়া কালপাত করে। ফলতঃ যাহারা ঈশ্বরের বিষয়ে অবজ্ঞা করে, বা পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের দ্বিভুজ মুরলীধারী শ্যামসুন্দর কলেবর যাহারা মানুষ দেহ ভিন্ন আর কিছু জ্ঞান করে না, তাহাদের যাগ-যজ্ঞ, ধর্ম্ম-কর্ম্ম, শাস্ত্র চর্চ্চা ও সদুপদেশ সকলই বৃথা। ভস্মে ঘৃত নিষেক করিলে যেমন তাহা প্রজ্জ্বলিত হয় না, তদ্রূপ তাহাদের ভগবৎ তত্ত্ববোধ-রহিত সর্ব্বানুষ্ঠান অনর্থক হইয়া থাকে ॥১২॥

মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্ ॥১৩॥

অন্বয়—পার্থ! (হে অর্জ্জুন!) তু (কিন্তু) দৈবীং (অলৌকিকী) প্রকৃতিং (প্রকৃতিকে) আশ্রিতাঃ (আশ্রয়পূর্ব্বক) মহাত্মনঃ (মহাত্মগণ) অনন্যমনসঃ (অনন্যচিত্ত হইয়া) মাং (আমাকে) ভূতাদিম্ (সর্ব্বভূতের কারণ) [ও] অব্যয়ং (নিত্য) জ্ঞাত্বা (অবগত হইয়া) ভজন্তি (ভজন করেন) ॥১৩॥

হে পার্থ! যাঁহারা বিদ্বৎপ্রতীতি লাভ করেন, তাঁহারা দৈবী প্রকৃতি আশ্রয় করত অনন্যমনা হইয়া অর্থাৎ তুচ্ছফলদ কর্ম্ম ও আত্মবিনাশী অভেদবাদরূপ শুষ্ক জ্ঞানের প্রতি আস্থা না করিয়া সকল ভূতের আদি ও অব্যয় যে আমার এই কৃষ্ণস্বরূপ, তাহাই চরমতত্ত্ব বলিয়া ভজনা করেন ॥১৩॥

তাৎপর্য্য—

তবে কে তোমাকে আদর করে? এইরূপ প্রশ্নের উত্তর এই শ্লোকে প্রদত্ত হইতেছে। সৎপ্রসঙ্গদ্বারা নরাকৃতি পরব্রহ্ম-স্বরূপ আমার তত্ত্ব যাঁহারা সম্যকরূপে পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, তাদৃশ মন্নিষ্ঠাহেতু যাহাদের মন বিস্তীর্ণ ও অগাধ হইয়াছে, মনুষ্যাকারধারী দেখিয়াও যাহারা আমাকে সহস্র শীর্ষাদিভাবে গ্রহণ ও অর্চ্চনা করেন, তাদৃশ মহাত্মারা মনুষ্য হইলেও দৈবী প্রকৃতি সমাবিষ্ট। তাহারা নরাকারধারী আমাকে বিধিরুদ্রাদি যাবতীয় ভূতের কারণ এবং নিত্য নিশ্চয় করিয়া আমাতে চিত্ত সমর্পণ করিয়া আমার সেবা করেন। আমার কোন কোন ভক্তের কৃপাভজন হইয়া যে সকল ব্যক্তি মহাতত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহারা মনুষ্য হইলেও দেবতাদিগের স্বভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাহাদের মন জ্ঞান কর্ম্মাদি বা তদ্জনিত কোন কামনার পথেই প্রধাবিত হয় না। তাঁহারা অনন্য মনে আমার এই মনুষ্যাকারেরই ভজনা করিয়া থাকেন। সকলই আমার ঐশ্বর্য্য জ্ঞানে, তাহারা আমাকে ব্রহ্মাদি-স্তম্ব-পর্য্যন্ত যাবতীয় ভূতের কারণরূপে স্থির করিয়াছেন এবং সচ্চিদানন্দ বিগ্রহত্ব হেতু আমাকে তাহারা অনশ্বর বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন। আমার আরাধনা সম্বন্ধে ভক্তগণের মদ্বিষয়ক এইরূপ ও এই জ্ঞান মাত্রেরই অপেক্ষা। এইরূপ জ্ঞানই তম্পদার্থ প্রতিপাদক। এতাবতা জ্ঞান কর্ম্মাদির অনপেক্ষিতা অনন্য ভক্তিই যে সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠা ও রাজবিদ্যা এবং রাজগুহ্যাদিরূপে পরিকীর্ত্তিত তাহাই সূচিত হইল ॥১৩॥

সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥১৪॥

অন্বয় – [তে (তাঁহারা)] সততং (সর্ব্বদা) মাং কীর্ত্তয়ন্তঃ (আমার কীর্ত্তন করত) দৃঢ়ব্রতাঃ যতন্তশ্চ (দৃঢ়ব্রতসহকারে ভক্তি অনুশীলনপূর্ব্বক) ভক্ত্যা নমস্যন্তশ্চ (এবং ভক্তিভরে প্রণতিসহ) নিত্যযুক্তাঃ (অনবরত আমাতে মনোনিবেশ করিয়া) মাম্ উপাসতে (আমাকে সেবা করেন) ॥১৪॥

সেই বিদ্বৎ-প্রতীতি-যুক্ত মহাত্মা ভক্তসকল সর্ব্বদা আমার নাম, রূপ, গুণ ও লীলার কীর্ত্তন করেন অর্থাৎ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তি আচরণ করেন। আমার এই সচ্চিদানন্দ-স্বরূপের নিত্যদাস্য লাভের জন্য তাঁহারা সমস্ত শারীরিক, মানসিক সামাজিক ও আধ্যাত্মিক ক্রিয়াতে দৃঢ়ব্রত হইয়া অর্থাৎ একাদশী, জন্মাষ্টমী ইত্যাদি ব্রতে দৃঢ়সংকল্প হইয়া আমার অনুশীলন করেন। সাংসারিক কর্ম্মে চিত্ত যাহাতে বিক্ষিপ্ত না হয়, এই জন্য সংসার-নির্ব্বাহকালে ভক্তিযোগ-দ্বারা আমার শরণাপত্তি স্বীকার করেন ॥১৪॥

তাৎপর্য্য—

কর্ম্ম যোগানুষ্ঠানের নিমিত্ত যেরূপ দেশ কাল ও পাত্রের শুদ্ধাদির অপেক্ষা করিতে হয়, শ্রীহরির সেবা বিষয়ে তাদৃশ কোনই অপেক্ষা নাই। স্মৃতি বলিয়াছেন "ন দেশ নিয়মস্তত্র ন কাল নিয়মস্তথা। নৌচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধোঽস্তি শ্রীহরের্নাম লুব্ধকে ॥" অর্থাৎ শ্রীহরিনাম লুব্ধ ব্যক্তির পক্ষে দেশের নিয়ম নাই, কালেওর নিয়ম নাই' উচ্ছিষ্টাদিরও কোন নিষেধ নাই। যেরূপ দীন গৃহস্থের কুটুম্বাদির পরিপালনার্থ ধনী-দিগের দ্বারাদি হইতে ধনাহরণ বিষয়ে প্রযত্ন পরায়ণ হইয়া থাকেন, তদ্রূপ মদ্ভক্তগণ সাধুগণের সভাদি হইতে কীর্ত্তনাদি

মদ্ভক্তি লাভার্থ প্রযত্ন পরায়ণ হইয়া থাকেন। ভক্তি লাভ করিয়াও তাঁহারা অধীয়মান শাস্ত্র সমূহের ন্যায় পুনঃ পুনঃ তাহার অভ্যাস ও আলোচনা করেন। এতবার নাম গ্রহণ, এইরূপ প্রণাম, এবম্বিধ পরিচর্য্যা ইত্যাকার কার্য্যসমূহ অবশ্য করণীয় বোধে তাঁহারা দৃঢ়সংকল্প। একাদশী প্রভৃতি ব্রত যাহাতে পতিত না হয় তৎসম্বন্ধে তাঁহারা দৃঢ় নিয়মের অধীন। এইরূপ অর্থও গ্রহণ করা যাইতে পারে। অতি প্রবল ভক্তির প্রভাবে তৎকালে তাহার অজ্ঞান ও সংশয় নিঃশেষে দগ্ধ হইয়া যায়। এবং তখন তিনি সম্যকরূপেই সেই ভগবানকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥১৪॥

জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্ ॥১৫॥

অন্বয়—অন্যোঽপি চ (অন্য কেহ কেহ) জ্ঞানযজ্ঞেন (তত্ত্বজ্ঞানরূপ যজ্ঞদ্বারা) একত্বেন (নিজেকে আমার সহিত অভিন্নবুদ্ধিতে) পৃথক্ত্বেন (পৃক্‌ভাবে) বহুধা (নানা দেবরূপে) বিশ্বতোমুখম্ (সর্ব্বাত্মক) মাম্ (আমাকে) উপাসতে (উপাসনা করেন) ॥১৫॥

হে অর্জ্জুন! অনন্য-ভক্তসকল যে আর্ত্তাদি-ভক্তগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও 'মহাত্ম'-পদবাচ্য; তাহা আমি তোমাকে অনেক প্রকারে দেখাইলাম। সম্প্রতি অনুক্তপূর্ব্ব অথচ তাহাদের অপেক্ষা ন্যূন আর তিনপ্রকার ভক্ত আছে, তাহাদের কথা বলিতেছি। সেই তিনপ্রকার ভক্তকে পণ্ডিতগণ (১) 'অহং-গ্রহোপাসক', (২) 'প্রতিকোপাসক' এবং (৩) 'বিশ্বরূপোপাসক' বলিয়া থাকেন। উক্ত তিনপ্রকার ন্যূন-ভক্তদিগের মধ্যে (১) 'অহংগ্রহোপাসক' প্রধান; তিনি

আপনাকে ভগবান্ বলিয়া অভিমান-সহকারে উপাসনা করেন। ইহাই পরমেশ্বর-যজনরূপ একপ্রকার যজ্ঞ; এই অভেদ-জ্ঞানরূপ-যজ্ঞ যজনপূর্ব্বক অহংগ্রহোপাসকগণ আমার উপাসনা করেন। (২) প্রতীকোপাসকগণ তাঁহাদের অপেক্ষা ন্যূন; তাঁহারা ভগবান্ হইতে আপনাদিগকে পৃথক্ জানিয়া সূর্য্য ও ইন্দ্রাদিকে ভগবদ্বিভূতি বলিয়া উপাসনা করেন। (৩) তাঁহাদের অপেক্ষা মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিগণ 'বিশ্বরূপ' বলিয়া ভগবানকে উপাসনা করেন। এই প্রকার জ্ঞানযজ্ঞের ত্রিবিধতা লক্ষিত হয় ॥১৫॥

তাৎপর্য্য—

আমিই গোপাল ইত্যাকার ভাবনারূপ যে উপাসনা তাহাই অহংগ্রহোপাসনা। তদ্রূপ যিনি পরমেশ্বর বিষ্ণু তিনি ভিন্ন আর কেহই সূর্য্য নহেন তিনিই ইন্দ্র, তিনি ভিন্ন আর কেহই ইন্দ্র নহেন; তিনিই সোম, তিনি ভিন্ন আর কেহই সোম নহেন, ইত্যাকার ভেদ-দ্বারা একমাত্র ভগবানের বিভূতি সমূহের যে উপাসনা তাহাই প্রতিকোপাসনা। "বিষ্ণুই সকল" এইরূপ জ্ঞানে ভগবানের যাবতীয় বিভূতির যে উপাসনা তাহাই বিশ্বরূপোপাসনা। জ্ঞানযজ্ঞের-দ্বারা এই ত্রিবিধ ভাব প্রদর্শিত হইল। যদি একত্ব ও পৃথকত্ব এই দুই মাত্র উপাসনার ভাব ধরা যায় তাহা হইলে আমিই গোপাল এবং আমিই গোপালের ইত্যাকার দুইপ্রকার ভাবনা সমুদ্রগামিনী নদীর ন্যায় ভিন্নভাবে প্রতীয়মান হয়। তাহা হইলে জ্ঞান-যোগের দুইটি মাত্র প্রকার ধরিতে হয় ॥১৫॥

অহং ক্রতুরহং যজ্ঞ স্বধাহমহমৌষধম্ ।
মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্ ॥১৬॥

অন্বয়—অহং (আমি) ক্রতুঃ (অগ্নিষ্টোমাদি যজ্ঞ) অহং (আমি) যজ্ঞঃ (স্মৃতিভুক্ত পঞ্চযজ্ঞ) অহং (আমি) স্বধা (পিত্র্যর্থে শ্রাদ্ধাদি) অহং (আমি) ঔষধম্ (অন্ন বা ঔষধ) অহং (আমি) মন্ত্রঃ (মন্ত্র) অহং (আমি) আজ্যম্ (ঘৃত) অহং (আমি) অগ্নিঃ (অগ্নি) অহং (আমি) হুতম্ (হোম) ॥১৬॥

আমিই অগ্নিষ্টোমাদি শ্রৌত ও বৈশ্বদেবাদি স্মার্ত্তযজ্ঞ, আমিই স্বধা, আমিই ঔষধ, আমিই মন্ত্র, আমিই ঘৃত, আমিই অগ্নি, আমিই হোম ॥১৬॥

তাৎপর্য্য—

(১৬-২০) শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিপ্রায় দ্রষ্টব্য ।

পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্ সাম যজুরেব চ ॥১৭॥

অন্বয়—অহং (আমি) অস্য জগতঃ (এই জগতের) পিতা (পিতা) মাতা (মাতা) ধাতা (কর্ম্মফল বিধাতা) পিতামহঃ (পিতামহ) বেদ্যং (জ্ঞেয় বস্তু) পবিত্রম্ (শোধক) ওঙ্কারঃ (ওঁকার) ঋক্ (ঋক্) সাম (সাম) যজুঃ এব চ (এবং যজুর্ব্বেদ) ॥১৭॥

আমিই এই জগতের পিতা, মাতা, ধাতা ও পিতামহ, আমিই পবিত্র ওঁকার, আমিই ঋক্, সাম ও যজুর্ব্বেদ ॥১৭॥

গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ॥১৮॥

অন্বয়—[অহং (আমি)] গতিঃ (গতি) ভর্ত্তা (পোষণকর্ত্তা) প্রভুঃ (নিয়মকর্ত্তা) সাক্ষী (শুভ ও অশুভের দ্রষ্টা) নিবাসঃ (ভোগের স্থান)

শরণং (রক্ষক) সুহৃৎ (মঙ্গলকারী) প্রভবঃ (প্রকৃষ্টরূপে সৃষ্টিকর্ত্তা) প্রলয়ঃ (প্রলয় বা নাশক) স্থানং (আধার) নিধানং (লয়স্থান) অব্যয়ং বীজং (অব্যয় কারণ) ॥১৮॥

আমিই সকলের গতি, ভর্ত্তা, প্রভু, সাক্ষী, নিবাস, শরণ, সুহৃৎ, উৎপত্তি, নাশ, স্থিতি এবং অব্যয় বীজ ॥১৮॥

তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্ণাম্যুৎসৃজামি চ।
অমৃতঞ্চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জ্জুন ॥১৯॥

অন্বয়—অর্জ্জুন! (হে অর্জ্জুন!) অহং (আমি) তপামি (তাপ দান করি) অহং (আমি) বর্ষং উৎসৃজামি (বারিবর্ষণ করিয়া থাকি) নিগৃহ্ণামি চ (উহা আকর্ষণ করিয়া থাকি) অহম্ (আমি) অমৃতং (অমৃত) মৃত্যুঃ চৈব (এবং মৃত্যু) সৎ অসৎ চ (স্থূলসূক্ষ্মবস্তুসমূহ) ॥১৯॥

হে অর্জ্জুন! নিদাঘকালে আমি তাপ ও প্রাবৃট্‌কালে আমিই বৃষ্টি, আমিই জল বর্ষণ ও উহা আকর্ষণ করি, আমিই অমৃত, আমিই মৃত্যু, আমিই সদসৎ। এইরূপ ধ্যান করত বিশ্বরূপরূপে আমার উপাসনা হয় ॥১৯॥

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক-
মশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্ ॥২০॥

অন্বয়—ত্রৈবিদ্যাঃ (ত্রিবেদবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠান কারিগণ) যজ্ঞৈঃ (বেদবিহিত যজ্ঞসমূহদ্বারা) মাম (আমাকে) ইষ্ট্বা (পূজা করিয়া) সোমপাঃ

(সোমপানপূর্ব্বক) পূতপাপা (শোধিতপাপা হইয়া) স্বর্গতিং (স্বর্গলোক) প্রার্থয়ন্তে (প্রার্থনা করে) তে (তাহারা) পুণ্যং (পুণ্যফলস্বরূপ) সুরেন্দ্রলোকম (ইন্দ্রলোক) আসাদ্য (প্রাপ্ত হইয়া) বিদি (স্বর্গে) দিব্যান্ (অলৌকিক) দেবভোগান্ (দেবোচিত ভোগ সমূহ) অশ্নন্তি (ভোগ করিয়া থাকেন) ॥২০॥

এবম্বিধ ত্রিবিধ-উপাসনায় যদি ভক্তিগন্ধ থাকে, তাহা হইলে আমাকে 'পরমেশ্বর' বলিয়া উপাসনা করত জীব ক্রমশঃ তত্তৎকর্ম্মের পরিত্যাগপূর্ব্বক আমার শুদ্ধভক্তিলাভরূপ মোক্ষ প্রাপ্ত হন। (১) অহংগ্রহোপাসনায় যে উপাসকের প্রতি ভগবদ্বুদ্ধি তাহা ভক্তির আলোচনা-ক্রমে শুদ্ধভক্তিরূপে পরিণত হইয়া পড়ে। (২) প্রতীকোপাসনায় যে অন্য দেবতাদিতে ভগবদ্বুদ্ধি, তাহা তত্ত্ব আলোচনা ও সাধুসঙ্গক্রমে সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ আমাতেই পর্য্যবসিত হইয়া পড়ে। (৩) বিশ্বরূপোপাসনাতে যে অনিশ্চিৎ পরমাত্মজ্ঞান তাহা স্বরূপ আবির্ভাব-ক্রমে সচ্চিদানন্দস্বরূপ মধ্যমাকার আমাতেই ঘনীভূত হয়। কিন্তু ঐ ত্রিবিধ উপাসনায় যাহাদের ভগবদ্বৈমুখ্যতালক্ষণ কর্ম্মজ্ঞানাগ্রহতা থাকে, তাহাদের পক্ষে নিত্য-মঙ্গলসরূপা ভক্তির লাভ ঘটে না। অভেদবাদী সাধকেরা ক্রমশঃ ভগবদ্বৈমুখ্য-বশতঃ মায়াবাদরূপ কুতর্কজালে পরিণত হয়। প্রতীকোপাসকগণ ঋক্-সাম-যজুর্ব্বেদোল্লিখিত কর্ম্মতন্ত্রে আবদ্ধ হইয়া উক্ত বেদত্রয়ের কর্ম্মোপদেশিনী বিদ্যাত্রয়ী অধ্যয়ন করত সোমপান-দ্বারা ধৌতপাপ হয়; ক্রমে যজ্ঞসকল-দ্বারা আমার উপাসনা করত স্বর্গলাভ প্রার্থনা করে। তাহারা পুণ্যলভ্য দেবলোকে দিব্য দেবভোগসকল প্রাপ্ত হয় ॥২০॥

তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না-
গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥২১॥

অন্বয়—তে (তাহারা) তং (সেই) বিশালং (বিপুল) স্বর্গলোকং (স্বর্গলোকের সুখ) ভুক্ত্বা (ভোগপূর্ব্বক) পুণ্যে ক্ষীণে (পুণ্যক্ষয়ে) মর্ত্তলোকং (মর্ত্তলোকে) বিশন্তি (জন্মগ্রহণ করে), এবং (এইরূপে) ত্রয়ী ধর্ম্মম্ (বেদবিহিত ধর্ম্মের) অনুপ্রপন্নাঃ (অনুগত) কামকামাঃ (কামকামিগণ) গতাগতং (যাতায়াত অর্থাৎ জন্মমৃত্যু) লভন্তে (লাভ করিয়া থাকেন) ॥২১॥

পরে সেই প্রভূত-সুখজনক স্বর্গভোগ করিয়া পুণ্যক্ষয় হইলে পুনরায় মর্ত্ত্যলোকে আগমন করে। কামকামী ব্যক্তিগণ বেদত্রয়ীর অনুগত হইয়া পুনঃ পুনঃ গতায়াত করিতে থাকে ॥২১॥

তাৎপর্য্য—

বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের ফল আপাত মনোহর হইলেও অচিরস্থায়িত্ব হেতু তাহা নিন্দনীয় ও অগ্রহণীয় ইহাই এতদ্দ্বারা প্রতিপন্ন হইল। কিন্তু ঐকান্তিকী ভক্তি জনিত যে গতি তাহা চিরস্থায়ী ও পরমফলপ্রদ, ইহাও সূচিত হইল। অতএব শেষোক্ত পথে সাধকের অনন্য মনে অগ্রসর হইবার চেষ্টা করা আবশ্যক এবং লক্ষ্য, মতি, গতি সকলই সেই দিকেই পরিচালিত করা উচিত ॥২১॥

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥২২॥

অন্বয়—অনন্যাঃ (অন্য কামনা রহিত) যে জনাঃ (যেসকল ব্যক্তি) মাং চিন্তয়ন্তঃ (আমাকে চিন্তা করিতে করিতে) নিত্যাভিযুক্তানাং (সর্ব্বপ্রকারে আমার প্রতি একনিষ্ঠগণের) যোগক্ষেমং (অপ্রাপ্তবস্তুর প্রাপ্তি ও প্রাপ্তবস্তুর সংরক্ষণ) বহামি (বহন করিয়া থাকি) ॥২২॥

তুমি এরূপ মনে করিবে না যে, সকাম ত্রৈবিদ্যের (ত্রয়ীর) উপাসকসকল সুখ লাভ করে এবং আমার ভক্তসকল ক্লেশ পা'ন। আমার ভক্তসকল অনন্য-রূপে আমাকেই চিন্তা করেন ; তাঁহারা দেহযাত্রার জন্য ভক্তিযোগের অবিরুদ্ধ সমস্ত বিষয়ই স্বীকার করেন, অতএব তাঁহারা নিত্য-অভিযুক্ত ; তাঁহারা নিষ্কাম হইয়া সমস্তই আমাকে অর্পণ করেন। আমিই তাঁহাদের সমস্ত অর্থ প্রদান এবং পালনকার্য্য করিয়া থাকি। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ভক্তিযোগ বিহিত বিষয় সমূহ স্বীকার করিলেও ভক্তগণের সমস্ত বিষয়ভোগ অনায়াসে হয় ; তাহাতে বহির্দৃষ্টিতে সকাম প্রতীকোপাসকগণ হইতে আমার ভক্তদিগের কিছুমাত্র ভেদ নাই, মনে হয়। অতএব ভক্তদিগের কামনা থাকিলেও আমি তাঁহাদের যোগ ও ক্ষেম বহন করি ; আমার ভক্তদিগের বিশেষ লাভ এই যে, তাঁহারা আমার প্রসাদে সমস্ত বিষয় যথাযোগ্য ভোগ করিয়া অবশেষে নিত্যানন্দ লাভ করেন। কিন্তু প্রতীকোপাসকেরা ইন্দ্রিয়-সুখ ভোগ করত পুনরায় কর্ম্মক্ষেত্রে উপস্থিত হয় ; তাহাতে নিত্যসুখ নাই। আমি সমস্ত বিষয়ে উদাসীন হইয়া ও ভক্তবাৎসল্য-বশতঃ ভক্তগণের কিছুমাত্র অপরাধ লই না, যেহেতু তাহারা আমার নিকট কিছু প্রার্থনা করেন না, আমি স্বয়ং তাঁহাদের অভাব-মোচন সম্পাদন করি ॥২২॥

তাৎপর্য্য—

এই বিশ্বের পাপী, অপাপী, সাধু, অসাধু, জ্ঞানী, অজ্ঞানী, সকলেরই যোগক্ষেম সেই বিশ্বেশ্বর ভগবান্ বহন করিয়া থাকেন। তাঁহার কৃপা না হইলে কাহারও জীবন রক্ষিত হয় না এবং কেহই জীবনযাত্রা নির্বাহ করিতে সক্ষম হয় না। সকলেরই শরীর ধারণ ও রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে সেই সর্ব্বেশ্বরের অধীন ; তবে এস্থলে শ্রীভগবান্ কেন বলিতেছেন তিনি কেবল একান্ত ভগবন্নিষ্ঠগণেরই যোগক্ষেম বহন করিয়া

থাকেন ? ইহার উত্তর খুবই সহজ। অন্যান্য সকলে প্রযত্ন সমুৎপাদন করাইয়া তদ্দ্বারা তাহাদের প্রয়োজন নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। নিত্যাভিযুক্তগণের প্রযত্নমাত্রাও না থাকিলেও তাহার সর্ব্ব অভাব পূর্ণ হইয়া থাকে, ইহাই বিশেষ। গৃহস্থ যেমন অকাতরে কুটুম্ব পোষণের ভার গ্রহণ করে, পুরুষ যেমন প্রীতমনে তাহার প্রণয়িনীর পরিপালন করিয়া থাকেন। আমিও তদ্রূপ আমার ভক্তগণের অন্নাদি আহরণ ও পরিপালন নির্ব্বাহিত করি। যদি বলা যায় নিজ অভীষ্ট দেবের উপর নিজের প্রতিপালনাদির ভারার্পণ করায় সেই ভক্তগণের প্রেম-শূন্যতা প্রকাশিত হইতেছে তদুত্তরে ইহাই বক্তব্য যে ভক্তগণ তাঁহার উপর কোন ভারার্পণ করেন না, তিনি স্বেচ্ছায় তাহা গ্রহণ করেন। ভক্তগণ তাঁহাদের জীবন মৃত্যু, সুখদুঃখ, সর্ব্ববিষয়েই উদাসীন। ভক্তবৎসল ভগবান্ স্বয়ং তাঁহার বাৎসল্য গুণ হেতু ভক্তের ভার গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহাতে ভক্তগণের কোনই অপরাধ নাই। যাঁহার ইচ্ছামাত্র সকল বস্তুর উদ্ভব হয়, যাঁহার বাসনায় জীবের জীবন রক্ষিত হয়, যাঁহার কৃপায় সৃষ্টিকার্য্য সংসাধিত হয়, নিজ ভক্তগণের প্রতিপালনের ভার তাঁহার পক্ষে কখনই ভার বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। তাঁহার পক্ষে এই কার্য্য অত্যন্ত প্রীতিপ্রদরূপে গৃহীত ও অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে ॥২২॥

যেঽপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্ ॥২৩॥

অন্বয়—কৌন্তেয়! (হে কুন্তীসুত!) যে (যাহারা) অন্যদেবতাভক্তাঃ অপি (অন্যদেবতাভক্ত হইয়াও) শ্রদ্ধয়া অন্বিতাঃ (শ্রদ্ধাপূর্ব্বক) যজন্তে (যাজন করে) তে অপি (তাহারাও) অবিধিপূর্ব্বকং (অবৈধ ভাবে) মাম্ এব (আমাকেই) যজন্তি (পূজা করে) ॥২৩॥

বস্তুতঃ সচ্চিদানন্দ স্বরূপ আমিই একমাত্র পরমেশ্বর; আমা হইতে স্বতন্ত্র অন্য দেবতা নাই। আমি স্ব-স্বরূপে সর্ব্বদা অপ্রাকৃত সচ্চিদানন্দ প্রপঞ্চাতীত-তত্ত্ব। সূর্য্যাদি দেবতাকে অনেকে উপাসনা করে; প্রপঞ্চ মধ্যে মায়ার গুণ-দ্বারা প্রতিভাত আমার রূপগুলিকেই প্রপঞ্চবদ্ধ মনুষ্যগণ অন্যান্য দেবতা বলিয়া উপাসনা করে। বিচার করিয়া দেখিলে, ঐ মায়িক-রূপদেবগণ আমারই 'গৌণাবতার'; তাহাদের তত্ত্ব ও আমার স্বরূপতত্ত্ব অবগত হইয়া যাঁহারা আমার 'গুণাবতার' বলিয়া সেই সেই দেবতাকে ভজন করেন, তাঁহাদের ভজনই বৈধ অর্থাৎ উন্নতিসোপানসম্মত। কিন্তু যাহারা ঐ দেবতা সকলকে 'নিত্য' জ্ঞান করিয়া উপাসনা করে, তাহারা অবিধিপূর্ব্বক যজন করে; এতন্নিবন্ধন তাঁদের নিত্য-ফল-লাভ হয় না ॥২৩॥

তাৎপর্য্য—

শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিপ্রায় দ্রষ্টব্য।

অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥২৪॥

অন্বয়—হি (যেহেতু) অহম্ এব (আমিই) সর্ব্বযজ্ঞানাং (সর্ব্বযজ্ঞের) ভোক্তা চ (ভোক্তা) প্রভু চ (এবং প্রভু) তে তু (কিন্তু তাহারা) মাং (আমাকে) তত্ত্বেন (পরমার্থস্বরূপে) ন অভিজানন্তি (জ্ঞাত নহে) অতঃ (অতএব) পুনঃ চ্যবন্তি (পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করে) ॥২৪॥

আমিই সমস্ত-যজ্ঞের 'ভোক্তা' ও 'প্রভু', যাহারা অন্য দেবতাকে আমা-হইতে 'স্বতন্ত্র' জ্ঞান করিয়া উপাসনা করে, তাহাদিগকে 'প্রতীকোপাসক' বলা যায়; তাহারা আমার তত্ত্ব অবগত নয়, অতএব অতাত্ত্বিকী উপাসনা বশতঃ তাহারা তত্ত্ব হইতে চ্যুত হয়। সূর্য্যাদি দেবতাকে আমার 'বিভূতি' বলিয়া উপাসনা করিলে শেষে মঙ্গল হইতে পারে ॥২৪॥

তাৎপর্য্য —

যাহারা অবিধি পূর্ব্বক ভজন করিয়া থাকেন, তাঁহারা যে যে দেবতার উপাসনা করেন সেই সেই দেবতাকেই, পরমেশ্বর বলিয়া জ্ঞান করেন। এইরূপে তাঁহারা যখন সূর্য্যের উপাসনা করেন তখনই সূর্য্যকেই সর্ব্বফলবিধাতা মনে করিয়া তাহারই নিকট অভীষ্ট ফলের কামনা করিয়া থাকেন। সূর্য্যকেই পরমেশ্বর জ্ঞান করেন বলিয়াই তাঁহাদের এইরূপ ভ্রমের উদ্ভব হইতে থাকে। সূর্য্য পরমেশ্বর নহেন, পরমেশ্বর নারায়ণই সূর্য্য এবং সেই পরমেশ্বরই উপাসককে সূর্য্যোপাসনা জনিত অভীষ্ট ফল প্রদানে কৃতার্থ করিবেন। এইরূপ মদ্বিজ্ঞান রূপ তত্ত্বজ্ঞানের অভাব হেতু তাদৃশ উপাসকগণ পুনরাবর্ত্তিত হইয়া থাকেন। কিন্তু যাঁহারা সূর্য্যাদি রূপে বিশ্বতোমুখ ভগবানেরই আরাধনা করিতেছেন ইহাই নিশ্চিতরূপে জানেন, তাঁহারা মুক্ত হইয়া থাকেন। সকলেই শ্রীভগবানের বিভূতি এইরূপ জ্ঞান সহকারে সূর্য্যাদি বিভূতিসমূহের উপাসনা করা আবশ্যক। তত্তদ্বিভূতিকে পরমেশ্বর জ্ঞান করা কখনই বিধেয় নহে ইহাই এই শ্লোকে দ্যোতিত হইল ॥২৪॥

যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোঽপি মাম্ ॥২৫॥

অন্বয় – দেবব্রতাঃ (দেবযাজিগণ) দেবান্ যান্তি (দেবলোকে গমন করেন) পিতৃব্রতাঃ (পিতৃকার্য্যনিরতগণ বা শ্রাদ্ধাদিকার্য্যপরায়ণগণ) পিতৄন্ যান্তি (পিতৃলোক প্রাপ্ত হন) ভূতেজ্যাঃ (ভূতপূজকগণ) ভূতানি যান্তি (ভূত-সমীপে যান) মদ্যাজিনঃ (আমার পূজকগণ) মাম্ অপি (আমাকেই) যান্তি (লাভ করেন) ॥২৫॥

অন্যান্য দেবতাকে যাহারা 'ঈশ্বর' বলিয়া উপাসনা করে, তাহারা অনিত্য বস্তু বা বস্তুধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া সেই উপাস্য দেবতার অনিত্যত্বকে লাভ করে। যাহারা পিতৃলোকের উপাসক, তাহারা অনিত্য পিতৃলোক লাভ করে এবং যাহারা ভূতোপাসক, তাহারা অনিত্য ভূত-লোকই লাভ করে। কিন্তু যাঁহারা নিত্য চিৎ-তত্ত্বস্বরূপ আমার উপাসনা করেন, তাঁহারা আমাকেই লাভ করেন; অতএব ফলদান-সম্বন্ধে আমার পক্ষ-পাতিত্ব নাই; আমার অটল নিয়মই নিরপেক্ষরূপে জীবের কর্ম্মফল-বিধান করে ॥২৫॥

তাৎপর্য্য—

শ্রুতি বলিয়াছেন, 'ন চবন্তে চ মদ্ভক্তাঃ মহতাং প্রলয়াদপি।' অর্থাৎ, আমার ভক্তগণ সুমহৎ, প্রলয়াগমেও পুনরাবর্ত্তিত হন না।' সেই নাশরহিত পরমপুরুষের ন্যায়, তাঁহার একান্ত ভক্তগণও নাশহীনত্ব অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অতএব যে বিধি অনুসরণ করিলে নাশহীনত্ব লব্ধ হয়, পুনঃ পুনঃ যাতায়াতরূপ যাতনার অবসান হয়, তাহাই সুবিধি এবং তাহাই অবলম্বনীয়। অন্য দেবোপাসকগণ তত্তদ্দেব লোক প্রাপ্ত হন বটে, কিন্তু অনুধাবন করিয়া দেখিলে উপলব্ধ হয় যে সে ফল কখনই প্রার্থনীয় পরম ফল নহে। কারণ, তাহা

ক্ষয়শীল ও অচিরস্থায়ী। এ সংসারে সকলই বৃথা, সকলই অসার। কোন কর্ম্মই কর্ম্ম নহে, কোন জ্ঞানই জ্ঞান নহে, কোন বিধিই বিধি নহে, কেবল সেই সনাতন বাসুদেবই সত্য এবং সার। তাঁহার সেবাই সার কর্ম্ম, তদ্বিষয়ক জ্ঞানই পরম জ্ঞান এবং তাহার চরণাশ্রয় গ্রহণের বিধিই একমাত্র সুবিধি ॥২৫॥

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়—যঃ (যিনি) ভক্ত্যা (ভক্তিপূর্ব্বক) মে (আমাকে) পত্রং (পত্র) পুষ্পং (পুষ্প) ফলং (ফল) তোয়ং (জল) প্রযচ্ছতি (প্রদান করেন) অহং (আমি) প্রযতাত্মনঃ (শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তির) ভক্ত্যুপহৃতং (ভক্তিপূর্ব্বক সমর্পিত) তৎ (তাহা) অশ্নামি (গ্রহণ করি) ॥২৬॥

প্রযতাত্মা ভক্তসকল আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক পত্র, পুষ্প, ফল, জলাদি, যাহা যাহা দেন, তাহাই আমি অত্যন্ত-স্নেহপূর্ব্বক স্বীকার করি। দেবতান্তরের উপাসকগণ অনেক আয়াস স্বীকার-পূর্ব্বক বহুসম্ভার-দ্বারা আমাকে কেবল তাৎকালিক শ্রদ্ধা সহকারে যে সকল পূজা করে, আমি তাহা গ্রহণ করি না। যেহেতু তাহারা কেবল কোন উপরোধ ক্রমেই আমার পূজা করিয়া থাকে ॥২৬॥

তাৎপর্য্য—

অন্য দেবতার আরাধনায় চরমে পরম ফল পাওয়া যায় না, একমাত্র ভগবানের আরাধনার দ্বারা বাঞ্ছনীয় ফল প্রদত্ত হইয়া থাকে। অতএব দেবতান্তরের আরাধনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সর্ব্বেশ্বরের ভজন নিরত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। তাঁহার আরাধনা অতি অনায়াস লভ্য সামগ্রী সমূহের দ্বারাই উদ্দেশ্য সিদ্ধি

হইতে পারে। যে কোন ব্যক্তি সেই মহাবিভূতি সম্পন্ন অনন্ত পরমেশ্বরকে একান্ত আন্তরিক ভক্তি সহকারে পত্র-পুষ্প-ফল-তোয় প্রভৃতি সমর্পণ করেন। পরম কৃপা-নিদান পরমেশ্বর সেই বিশুদ্ধ-বুদ্ধি ব্যক্তি কর্ত্তৃক প্রদত্ত তৎসমস্ত অতি তুচ্ছ ও অকিঞ্চিৎকর পদার্থ হইলেও কৃপা সহকারে গ্রহণ করেন। তিনি সর্ব্বেশ্বর সর্ব্বাত্মা ও সর্ব্বত্র বিরাজিত। তাঁহার কোন অভাব নাই; তথাপি তিনি ভক্তের ভক্তি ও প্রীতি প্রভাবে কৃপা-পরবশ হইয়া তৎপ্রদত্ত সামান্য দ্রব্য সমস্তও ভোজ্য পদার্থের ন্যায় সাদরে গ্রহণ ও উপভোগ করেন। তিনি ক্ষুধা ও তৃষ্ণা রহিত; শরীর পোষণের প্রয়োজনাতীত। তথাপি কেন তিনি ভক্তপ্রদত্ত তুচ্ছ সামগ্রী ও ভোজ্যরূপে গ্রহণ করেন? ইহার উত্তর এই যে, তিনি তৎসমস্ত পদার্থ ভক্তগণ একান্ত ভক্তিসহকারে সমর্পণ করিয়া থাকেন বলিয়া, ভক্তবৎসল ভগবান্ সাদরে তাহা গ্রহণ করেন। ভক্তের ভক্তিই তাঁহার দ্রব্য গ্রহণ স্বীকারের কারণ। মূলে "ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি" অর্থাৎ "ভক্তিসহকারে প্রদান করেন" এই কথা বলিয়া পুনরায় "ভক্ত্যুপহৃতম্" অর্থাৎ "ভক্তি সহকারে প্রদত্ত উপহার," এই কথার উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাতে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, অভক্তের উপহার তাঁহার গ্রহণীয় নহে। অভক্ত ব্যক্তি ব্রাহ্মণই হউন বা ঋষি-তপস্বীই হউন, তাঁহার প্রদত্ত উপহার কদাপি ভগবানের গ্রহণ স্বীকারের কারণ হইতে পারে না। কেবল একান্ত ভগবদনুরক্তির সহিত নিষ্কাম ভাবে প্রদত্ত সামান্য বস্তুও তিনি ভোজ্য দ্রব্যের ন্যায় সাদরে গ্রহণ ও

উপভোগ করেন। ধনের প্রয়োজন নাই, আয়োজনের আবশ্যকতা নাই, সহায় সম্পদের অপেক্ষা নাই, সহজেই মনোভীষ্ট পূর্ণ হইবে। এমন অনায়াস সাধ্য, প্রীতিপ্রদ, পরমফল প্রদায়ক, সুখ-সন্তোষময় ব্যবস্থা আর কিছুই কল্পনা করা যাইতে পারে না। ভক্তের প্রতি ভক্তবৎসল ভগবানের কি অপরিসীম দয়া? ভক্তি সহকারে যিনি যাহাই কেন তাঁহাকে অর্পণ করুন না, তিনি পরম সমাদরে গ্রহণ ও ভোজন করেন। ক্ষুৎপিপাসা বিবর্জ্জিত হইলেও ভক্তের প্রীতি হেতু, তাঁহার ক্ষুৎপিপাসার উদ্রেগ হয়। এবং তখন তিনি সেই প্রীতিপ্রদত্ত তুচ্ছ সামগ্রীও যথোচিতরূপে ভোগ করেন। এমন অনায়াস-সাধ্য, প্রীতিপ্রদ পরম ফল প্রদায়ক, সুখ-সন্তোষময় ব্যবস্থা আর কিছুই কল্পনা করা যাইতে পারে না, হেলায় এই অনায়াসসাধ্য সাধন পথ উপেক্ষা করিয়া জীবনকে বিষময় করা কাহারও উচিত নহে ॥২৬॥

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥২৭॥

অন্বয়—কৌন্তেয়! (হে কুন্তীসুত!) [ত্বং (তুমি)] যৎ (যাহা কিছু কর্ম্ম) করোষি (কর) যৎ (যাহা কিছু ভক্ষ্য) অশ্নাসি (ভোজন কর) যৎ (যাহা) জুহোষি (হোম কর) যৎ (যাহা) দদাসি (দান কর) যৎ (যাহা) তপস্যসি (তপস্যা কর) তৎ (তাহা) মদর্পণং কুরুষ্ব (আমাতে সমর্পণ কর) ॥২৭॥

ভক্ত্যধিকারীদের শ্রেণী চারটি,—আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ও জ্ঞানী। ভক্তিপদারূঢ় হইবার প্রাগবস্থায় তাহাদের সাধন তিন প্রকার,—অহংগ্রহোপাসনা, প্রতীকোপাসনা ও বিশ্বরূপোপাসনা। ভক্তিপদারূঢ় হইবার সময় মানবের সংসার সম্বন্ধে ব্যবহার চারিপ্রকার,--সকাম কর্ম্ম, নিষ্কাম কর্ম্মযোগ, জ্ঞানযোগ ও অষ্টাঙ্গযোগ। এই সমস্ত বলিয়া শেষে বিশুদ্ধভক্তির স্বরূপ ব্যাখ্যা করিলাম। এখন, হে অর্জ্জুন! তুমি তোমার স্বীয় অধিকার স্থির করিয়া লও। তুমি ধর্ম্মবীরস্বরূপে আমার সহিত অবতীর্ণ হইয়া আমার লীলাপুষ্টি-কার্য্যে নিযুক্ত আছ; অতএব তুমি নিরপেক্ষ ভক্ত বা সকাম ভক্তমধ্যে পরিগণিত হইতে পার না; সুতরাং নিষ্কাম-কর্ম্মজ্ঞানমিশ্রা ভক্তিই তোমা কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইবে। এতন্নিবন্ধন তোমার কর্ত্তব্য এই যে, তুমি যাহা কর, যাহা হবন কর, যে তপস্যা কর, সে সমুদায় আমাতেই অর্পণ কর। কর্ম্ম অন্যসংকল্প-সহকারে কৃত হইয়া গেলে কর্ম্মজড় লোকেরা অবশেষে ব্যবহারিকমতে আমাকে অর্পণ করে; বস্তুতঃ সে কিছু নয়; কর্ম্মকেই মূলে আমাতে অর্পণ করিয়া ভক্তিরূপে অনুষ্ঠান কর ॥২৭॥

তাৎপর্য্য—

শ্রীভগবান্ পূর্ব্বে আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী ইত্যাদিক্রমে (৭ম অধ্যায় ১৬ শ্লোকে) নানা প্রকার ভক্ত ও ভক্তির বিষয় অবতারিত করিয়াছেন। সুতরাং অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, হে হৃদয় বল্লভ ভগবান্! তৎকথিত বহুবিধ ভক্তির মধ্যে আমি কোন্ প্রকারের অনুসরণ করিব? এইরূপ আশংকায় শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, হে অর্জ্জুন! এখন তুমি কর্ম্মজ্ঞানাদি পরিত্যাগ করিতে অশক্ত; এজন্য সকল ভক্তির শ্রেষ্ঠা কেবলা অনন্যা ভক্তির তুমি অধিকারী নহ। অথচ নিকৃষ্টা সকাম ভক্তি অনুসরণে যেরূপ আত্মোন্নতির হীনতা

সূচীত হয়, তুমি তাহারও অতীত। অতএব এখন তোমার নিষ্কাম কর্ম্মজ্ঞানমিশ্রা প্রধানীভূতা ভক্তিমার্গেরই অনুসরণ করা আবশ্যক। এই অভিপ্রায় পরিব্যক্ত করাই বর্ত্তমান শ্লোকের উদ্দেশ্য। লৌকিক এবং বৈদিক যে সকল কর্ম্ম তুমি সম্পাদন কর, যে ভোজন পানাদি তুমি অনুষ্ঠান কর, যে হোম কর, যে তপ কর, তত্তাবৎ যাহাতে অমাতেই সমর্পিত হইতে পারে, এইরূপভাবে তৎসমস্তের আচরণ কর। এতদ্দ্বারা নিষ্কাম কর্ম্মযোগই সমর্থিত হইল এমন নহে; অথচ কেবলা ভক্তিযোগের মাহাত্ম্যই কীর্ত্তিত হইল, এমনও নহে। নিষ্কাম কর্ম্ম পরায়ণগণ শাস্ত্রবিহিত কর্ম্ম সমূহ শ্রীভগবানে সমর্পণ করিয়া থাকেন, কিন্তু ব্যবহারিক কর্ম্ম-সমূহ সেরূপ করেন না। যাঁহারা সর্ব্বত্র ভগবদ্দর্শী ভক্ত, তাঁহারা নিজ আত্মা, মনপ্রাণ এবং ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার সমূহ ইষ্ট দেবরূপ ভগবানে অর্পণ করেন। শাস্ত্র নির্দ্দেশ করিয়াছেন, "কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্ব্বা, বুদ্ধ্যাত্মনা বানুসৃতস্বভাবাৎ। করোতি যৎ যৎ সকলং পরস্মৈ নারায়ণায়েতি সমর্পয়েৎ তৎ॥" অর্থাৎ শরীর দ্বারা, বাক্য দ্বারা, মনের দ্বারা, ইন্দ্রিয়-সমূহের দ্বারা, বুদ্ধি দ্বারা অথবা আত্মদ্বারা কিংবা স্বভাবের অনুসরণ-ক্রমে ভক্ত যাহা যাহা করেন, সেই সকলই পরাৎপর নারায়ণকে সমর্পণ করিয়া থাকেন। যদি বলা যায় হবন কার্য্য কেবল অর্চ্চন মূলক; সুতরাং ভক্তির অঙ্গভূত এবং বিষ্ণুর উদ্দেশক মাত্র। কিন্তু একাদশ্যাদি ব্রতরূপ তপ অনন্যাভক্তিরই পরিচায়ক একথা সত্য বটে, অনন্যা-ভক্তি-সহকৃত কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়া

ভগবানে অর্পিত হয় না, কিন্তু ভগবানে অর্পিত হইয়া অনুষ্ঠিত হয়। শ্লোকে কথিত অনুষ্ঠান সমূহ কর্ম্মজ্ঞান-মিশ্রা প্রধানীভূতা ভক্তির পরিচায়ক। কেবলা অনন্যা ভক্তি হইতে লক্ষিত হইতেছে না এই কথা প্রমাণ সহকারে পরিব্যক্ত করিবার অভিপ্রায়ে বলিতেছেন 'শ্রবনং কীর্ত্তনং বিষ্ণো, শরণং পাদসেবনম্ অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্, পুংসা র্পিত বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেনবলক্ষণা। ক্রিয়তে ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যো-হধীত মুত্তমম্'। (ভাগবত ৭ম স্কঃ.৫ম অঃ ১৮ ১৯ শ্লোক) অর্থাৎ প্রহ্লাদ মহারাজ তাঁহার পিতা হিরণ্যকশিপুকে বলিতেছেন 'হে পিতঃ শ্রীবিষ্ণুর বিষয়ে শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, তাঁহার শ্রীচরণ সেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য এবং আত্ম-নিবেদন অর্থাৎ আত্মসমর্পণ ; পুরুষ যদি এই নবলক্ষণা ভক্তি শ্রীবিষ্ণুকে অর্পণ করেন তাহা হইলে তাঁহাকেই উত্তম অধীতি বলিয়া মনে করি ॥২৭॥

শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ।
সংন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি ॥২৮॥

অন্বয়—এবং (এরূপ) [কুর্ব্বন্ (করিলে)] শুভাশুভফলৈঃ (শুভাশুভ-ফলজাত) কর্ম্মবন্ধনৈঃ (কর্ম্মবন্ধনসমূহ হইতে) মোক্ষ্যসে (মুক্ত হইবে) বিমুক্তঃ (বিমুক্ত হইয়া) সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা (সন্ন্যাসযোগদ্বারা যুক্তচিত্ত হইয়া) মাম্ (আমাকে) উপৈষ্যসি (প্রাপ্ত হইবে) ॥২৮॥

তাহা হইলে নিখিল কর্ম্মের যে শুভাশুভ ফল, তদ্বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া আমাতে সমস্ত কর্ম্মার্পণরূপ সন্ন্যাস লাভ করত আমার স্বরূপগত সেবা প্রাপ্ত হইবে ॥২৮॥

তাৎপর্য্য—

এইরূপ সর্ব্বকর্ম্ম শ্রীভগবানে সমর্পণ করাই তাঁহার ভজনা; তজ্জন্য বিশেষ কোন অনুষ্ঠানের প্রয়োজন নাই। সর্ব্বকর্ম্ম ভগবানে সমর্পণরূপ ভজনার দ্বারা কি ফল লাভ হইয়া থাকে তাহাই এ স্থলে বলা হইতেছে। সর্ব্বকর্ম্ম-সমর্পণ-রূপ আমার ভজন অনায়াস সাধ্য হইলেও, তাহার পরিণাম ফল কখনই তুচ্ছ নহে। এই প্রকার কর্ম্ম-সমর্পণ হেতু ভক্ত যে কেবল মুক্ত হইয়া থাকেন এমন নহে; তিনি বিমুক্ত অর্থাৎ মুক্তির অপেক্ষাও বিশিষ্টতা লাভ করেন। স্মৃতিশাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, "মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণ পরায়ণঃ। সুদুর্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে॥" অর্থাৎ হে মহামুনে! কোটি সিদ্ধ পুরুষদের মধ্যেও একজন প্রশান্তাত্মা নারায়ণ পরায়ণ ব্যক্তি সুদুর্লভ। ইহাতে প্রতিপাদিত হইতেছে যে, সিদ্ধিলাভ অনেকেই করিতে পারেন ও করিয়া থাকেন। কিন্তু সিদ্ধিলাভ হইলেই যে আত্মা নির্মলতা সাধিত হইয়া শ্রীমন্নারায়ণে ঐকান্তিকী ভক্তি পরায়ণতা অর্থাৎ ভক্তি-নিষ্ঠার আবির্ভাব হইতে পারে এমন কথা নাই। সিদ্ধিলাভ অনেকেই করেন, কিন্তু ভক্তিলাভ করা সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। 'তিনি কাহাকেও মুক্তি প্রদান করিতে পারেন কিন্তু ভক্তিযোগ দেন না।" মুক্তি সহজপ্রাপ্য কিন্তু ভক্তি হৃদয়ের ধন। বড় ভাগ্য না থাকিলে তাহা অর্জন করা যায় না, ভক্তজন মুক্তিকামী নহেন। মুক্তি অপেক্ষা সাক্ষাৎ শ্রীভগবানের প্রেম-সেবা পরিচর্য্যার অধিকার লাভই শ্রেষ্ঠ, সন্দেহ নাই॥২৮॥

সমোঽহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥২৯॥

অন্বয়—অহং (আমি) সর্ব্বভূতেষু (সর্ব্বপ্রাণীতে) সমঃ (সমভাবাপন্ন) [অতএব] মে (আমার) দ্বেষ্যঃ (শত্রু) প্রিয়ঃ চ (এবং প্রিয়) ন অস্তি (নাই) যে তু (কিন্তু যাঁহারা) মাং (আমাকে) ভক্ত্যা (ভক্তিপূর্ব্বক) ভজন্তি (ভজন করেন) তে (তাঁহারা) ময়ি (আমাতে) [বর্ত্তন্তে (থাকেন)] অহম্ অপি চ (এবং আমিও) তেষু (তাঁহাদিগেতে) [বর্ত্তে (অবস্থান করি) ॥২॥

আমার রহস্য এই যে, আমি সর্ব্বভূতের প্রতি সমতা আচরণ করি ;—আমার কেহ দ্বেষ্য নাই, কেহ প্রিয় নাই, ইহাই আমার সাধারণ বিধি। কিন্তু আমার বিশেষ বিধি এই যে, যিনি আমাকে ভক্তি পূর্ব্বক ভজন করেন, তিনি আমাতে এবং আমি তাঁহাতে আসক্ত থাকি ॥২৯॥

তাৎপর্য্য—

পূর্ব্ব শ্লোকে শ্রীভগবান্ ভক্তজনের মুক্তির প্রসঙ্গ কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাহার আলোচনা করিয়া স্বতঃই মনে সন্দেহ হইতে পারে যে, ভগবান্ নিজ ভক্তগণের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ পূর্ব্বক, তাহাদিগকে কর্ম্মবন্ধন হইতে বিমুক্ত করিয়া ভগবৎ-প্রাপ্তিরূপ পরম ফল প্রদান করেন। তবে কি তিনি রাগ দ্বেষের অধীন হইয়া, অভক্তজনকে নিগৃহীত করিয়া থাকেন ? এইরূপ সন্দেহ নিরসনার্থ এই শ্লোকের অবতারণা। শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, ভক্তগণ আমাতে বর্ত্তমান থাকেন এবং আমিও ভক্তগণে বর্ত্তমান থাকি। অর্থাৎ সমস্ত জগৎই ভগবানে বর্ত্তমান আছে, এবং ভগবানও সমস্ত জগতে আছেন। এ সম্বন্ধে কোন

বিশেষ নাই; ইহাই বর্ত্তমান শ্লোকে সূচিত হইতেছে। 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাং স্তথৈব ভজাম্যহম।' ভগবদুক্ত এই ন্যায়ানুসারে ভক্তগণ তাহাতে যেরূপ আসক্ত ভাবে বর্ত্তমান থাকে, তিনিও সেইরূপ আসক্ত হইয়া ভক্তগণে বর্ত্তমান থাকেন। এইরূপ বুঝিতে হইবে। কল্পবৃক্ষের দৃষ্টান্ত সম্পূর্ণরূপে এস্থলে প্রযুক্ত হইতে পারে না। কেন না যাহারা ফলাকাঙ্ক্ষীয় কল্পবৃক্ষের আশ্রিত হয়, তাহারা কল্পবৃক্ষের প্রতি আসক্ত হয় না। কল্পবৃক্ষও স্বকীয় আশ্রিত গণের প্রতি আসক্ত হয় না এবং আশ্রিতের বৈরীগণকেও দ্বেষ করে না। কিন্তু ভগবান আশ্রিত গণের প্রতি নিরাতিশয় আসক্ত হইয়া থাকেন এবং স্বকীয় ভক্তের বৈরীগণকে সহস্তে হনন করেন। ইহাতে ভগবানের ভক্তবাৎসল্য লক্ষণ বৈষম্যআছে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। বস্তুতঃ তাহা আছে বটে; এবং তাহা ভগবানের ভূষণ স্বরূপ, কখনই দূষণ স্বরূপ নহে। ভগবানের ভক্ত বাৎসল্য গুণসর্ব্বত্র চিরপ্রসিদ্ধ। কিন্তু তাঁহার জ্ঞানীবাৎসল্য বা যোগীবাৎসল্য ইত্যাদি পরিচয় কোথাও প্রচারিত হয় নাই। মনুষ্য স্বকীয় দাসের প্রতি যেরূপ বাৎসল্য পরায়ণ হইয়া থাকে, অপরের দাসের প্রতি সেরূপ হয় না। তদ্রূপ ভগবানও আপনার ভক্তগণের প্রতিই বাৎসল্য পরায়ণ হইয়া থাকেন। রুদ্রভক্ত বা দেবীভক্তের প্রতিতাঁহার বাৎসল্য থাকতে পারে না ॥২৯॥

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ ॥৩০॥

অন্বয়—[যঃ (যিনি)] মাং (আমাকে) অনন্যভাক্ [সন্] (অনন্যচিত্ত হইয়া) ভজতে (ভজন করেন) [সঃ (তিনি)] চেৎ (যদি) সুদুরাচারঃ অপি (সুদুরাচারও হন) [তথাপি] সাধুঃ এব (সাধু বলিয়া) মন্তব্যঃ (মনে করিবে) হি (যেহেতু) সঃ (তিনি) সম্যক্ ব্যবসিতঃ (সম্যগ্রূপে নিশ্চয়বিশিষ্ট) ॥৩০॥

যিনি আমাকে অনন্যচিত্ত হইয়া ভজন করেন, তিনি সুদুরাচার হইলেও তাঁহাকে 'সাধু' বলিয়া মানিবে ; যেহেতু তাঁহার ব্যবসায় সর্ব্বপ্রকারে সুন্দর। 'সুদুরাচার' শব্দার্থ ভাল করিয়া বুঝিবে। বদ্ধ জীবের আচার দুইপ্রকার—সাম্বন্ধিক ও স্বরূপগত। শরীর রক্ষা, সমাজ-রক্ষা ও মনের উন্নতি-সম্বন্ধে যতপ্রকার শৌচ, পুণ্য, পুষ্টিকর ও অভাবনির্ব্বাহী আচার অনুষ্ঠিত হয়, সে সমস্তই সাম্বন্ধিক ; আর শুদ্ধজীবস্বরূপ আত্মার আমার প্রতি যে চিৎকার্যরূপ আচার আছে, তাহাই জীবের স্বরূপগত ; তাহার অন্য নাম—অমিশ্রা বা কেবলা ভক্তি। বদ্ধদশায় জীবের কেবলা-ভক্তিও সাম্বন্ধিক-আচারের সহিত অনিবার্য সম্বন্ধ রাখে, অর্থাৎ অনন্য ভজনরূপ ভক্তি বদ্ধজীবের উদিত হইলেও দেহ থাকা পর্যন্ত সাম্বন্ধিক আচার অবশ্যই থাকিবে। ভক্তি উদিত হইলে জীবের ইতর-রুচি থাকে না, অর্থাৎ যে পরিমাণে কৃষ্ণরুচি সমৃদ্ধ হয়, সেই পরিমাণে ইতর-রুচি খর্ব্বিত হইতে থাকে। নিতান্ত নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত কখনও কখনও ইতর-রুচি বল প্রকাশপূর্ব্বক কদাচার অবলম্বন করে ; কিন্তু অতি শঘ্রীই তাহা কৃষ্ণরুচি-দ্বারা দমিত হইয়া যায়। ভক্তির উন্নতি-সোপানারূঢ় জীবদিগের ব্যবসায়—সহজেই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর। তাহাতে যদিও উক্ত ঘটনাক্রমে কদাচিৎ দুরাচার পরিলক্ষিত হয়, তাহাও অবিলম্বে যাইবে এবং তদ্দ্বারা প্রবল প্রবৃত্তিরূপা মদ্ভক্তি দূষিত হয় না,—ইহাই জানিবে ॥৩০॥

তাৎপর্য—

ভগবদ্ভক্তের অপরিসীম মাহাত্ম্য প্রদর্শনার্থ এই শ্লোক অবতারিত হইতেছে অজামিল প্রভৃতির ন্যায় নিরন্তর পাপাচরণ পরায়ণ অতিশয় দুষ্ক্রিয়াশীল ব্যক্তিগণ যদি অন্য দেবতার প্রতি

ভক্তি না করিয়া কেবল আমারই ভজনা করেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকেও সাধু বলিয়া জ্ঞান করা আবশ্যক। যেহেতু তাঁহারা পরম শ্রেয়স্কর পথই অবলম্বন করিয়াছেন এবং সাধুগণের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। শ্রীভগবান বলিতেছেন আমার নিজ ভক্তের প্রতি স্বাভাবিক আসক্তি থাকে। উক্ত ব্যক্তি দুরাচার হইলেও তাহার প্রতি আমার সে আসক্তি অপগত হয় না এবং আমি তাহার উৎকর্ষ সাধন করিয়া থাকি, যদি সে ব্যক্তি পরহিংসা পরায়ণ, পরদারাসক্ত, পর দ্রব্য অপহরণ তৎপর হইয়া ঘোর দুষ্কৃতশালী হয়, অথচ মদ্ব্যতীত দেবতান্তরের ভজনপরায়ণ না হয় মদ্ভক্তিব্যতীত জ্ঞান কর্ম্মাদি আনুষ্ঠান নিরত না হয়, মৎকামনাব্যতীত রাজ্যসুখাদি কোন কামনাই না করে, তাহা হইলে সে ব্যক্তি সাধু। এস্থলে 'মন্তব্য' এই বাক্য দ্বারা বিধি সূচিত হইতেছে। এতাদৃশ দুরাচার ব্যক্তিকে সাধু জ্ঞান না করিলে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হইবে এ বিষয়ে আমার আজ্ঞাই প্রমাণ। যদি বলা যায় তোমার ভজন করে এজন্য সে অংশতঃ সাধু; কিন্তু পরদার পরায়ণতা প্রভৃতি কারণে সে মানব অংশতঃ অসাধু, তদুত্তরে কথিত হইতেছে যে, সর্ব্বতোভাবে তাহাকে সাধুজ্ঞান করিতে হইবে। তাহার অসাধুত্ব কখনই দেখা চলিবে না, কেননা সে পরম শোভন অধ্যবসায়যুক্ত হইয়াছে। এই পবিত্র ভগবদ্ভক্তি প্রভাবে সে পরম সাধুরূপে পরিগণিত হইয়া সর্ব্বত্র বরণীয় ও মুক্তপুরুষ রূপে পূজনীয় হইতে থাকিবেন। ভগবদ্ভক্তির মহিমা অপরিসীম। উহা ক্রমোৎকর্ষ বিধায়ক ও পরম ফলপ্রদ। পর-

শ্লোকে এই ভাবে বিশদরূপে ব্যাখ্যা করা হইবে ॥৩০॥

ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥৩১॥

অন্বয়—[মদ্ভজনকারী] ক্ষিপ্রং (অচিরকালমধ্যে) ধর্ম্মাত্মা (ধর্ম্ম-পরায়ণ হইয়া) শশ্বচ্ছান্তিং (নিত্যশান্তি) নিগচ্ছতি (প্রাপ্ত হন)। কৌন্তেয় (হে কুন্তীনন্দন !) প্রতিজানীহি (প্রতিজ্ঞা কর যে), মে (আমার) ভক্তঃ (ভক্ত) ন প্রণশ্যতি (কখনও বিনাশ প্রাপ্ত হয় না) ॥৩১॥

হে কৌন্তেয় ! আমার প্রতিজ্ঞা এই যে আমার অনন্যভক্তিপথারূঢ় জীব কখনই নষ্ট হইবে না। তাঁহার অধর্ম্মাদি প্রথমাবস্থায় নিঃসর্গ ও ঘটনাবশতঃ থাকিলেও ঐ অধর্ম্মাদি শীঘ্রই ভজন প্রাতিকুল্যবাধক অনুতাপরূপে হরিস্মৃতি-দ্বারা বিদূরিত হইবে। তিনি জীবের নিত্যধর্ম্মরূপ স্বরূপগত আচারনিষ্ঠ হইয়া ভক্তি-জনিত পাপপুণ্য-বন্ধন হইতে পরমা শান্তি লাভ করিবেন ॥৩১॥

তাৎপর্য্য—

যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন এখন না হয় যথাযথ অধ্যবসায় অবলম্বন করিয়া তোমার ভজন করিতেছে তাই বলিয়া সেই সুদুরাচার ব্যক্তিকে কেন সাধুরূপে গণ্য করিব ? তাদৃশ অধর্ম্মাচারে পরতন্ত্র ব্যক্তির সেবা ভজন তুমি কিরূপে গ্রহণ কর ? কাম ক্রোধাদির দ্বারা বিমলিন অন্তঃকরণ ব্যক্তির নিবেদিত অন্নপানাদি তুমি কিরূপে ভোজন কর ? এই প্রশ্নের উত্তর স্বরূপে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন যে শীঘ্রই সে ব্যক্তি ধর্ম্মাত্মা হয়, এস্থলে 'ক্ষিপ্রম' এইপদ দ্বারা ভাবীকাল সূচিত

হইতেছে। সুতরাং ধর্ম্মাত্মা হইয়া নিত্যশান্তি 'গমিষ্যসি' অর্থাৎ প্রাপ্ত হইবে এইরূপ ভবিষ্যৎকালের পদ প্রয়োগ না করিয়া 'নিগচ্ছতি' অর্থাৎ প্রাপ্ত হয় এই বর্ত্তমান কালের পদ প্রয়োগ করায় ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, অধর্ম্মানুষ্ঠানের পরই আমার ভজন মার্গের অনুসরণ করিয়া অনুতাপপ্রভাবে আমাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বারংবার আপনাকে মনুষ্য সমাজের কলংক ও অধম জ্ঞান করিয়া যে ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ নির্দ্বেদ প্রাপ্ত হয়। যেমন মহৌষধ সেবন করিলে জ্বর-দাহ বা বিষ-দাহ ক্রমশঃ কম হইতে থাকিলেও কিছুক্ষণ তাহার প্রকোপ দেখা যায়, পরে সেই দাহ ধীরে ধীরে হ্রাস হইতেছে দেখিয়া কেহ আর ধর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন না, সেই রূপ পাপরূপ বিষাক্ত হৃদয়ে ভক্তি-রূপ মহৌষধ প্রবেশ করিলে আর সেই পাপকে কেহ গণনায় আনিতে ইচ্ছা করেন না। তখন সেই ভক্তের দুরাচারত্ব এবং কামক্রোধাদির প্রবলতা হেতু, দুর্ব্যবহার সমূহ ভগ্ন-দন্ত বিষ-ধরের দংশনের ন্যায় নিতান্ত হেয় রূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। অতএব সেই ভক্ত দুরাচার হইলেও কাম ক্রোধাদির ক্রিয়া প্রকাশ পায় না। দুরাচার দশাতেও সে ব্যক্তি শুদ্ধান্তঃকরণ। কোন কোন দুরাচার ভক্ত শেষকাল পর্যন্ত তাহার দুর্বৃত্ততা ছাড়িতে পারে না। তাহার কি দশা হয়? এইরূপ আশংকার উত্তরে ভক্তবৎসল ভগবান্ যেন কুপিত হইয়াই বলিতেছেন, হে কৌন্তেয়? আমার ভক্ত বিনষ্ট হয় না; তাহার প্রাণনাশ হইলেও অধঃপাত কখনই ঘটে না। এক্ষণে আবার আপত্তি হইতে পারে যে ভগবান্ স্বয়ং প্রতিজ্ঞা না করিয়া 'প্রতিজানীহি' 'প্রতিজ্ঞা

কর' এই পদ দ্বারা অর্জ্জুনকে নিঃশঙ্কচিত্তে প্রতিজ্ঞা করিবার নিমিত্ত কেন আদেশ করিতেছেন? ইহার উত্তরস্বরূপে কথিত হইতেছে যে, শ্রীভগবান্ তাঁহার ভক্তের অপকর্ষলেশও সহ্য করিতে পারেন না; এজন্য তিনি নানাস্থানে নানা ব্যাপারে নিজ প্রতিজ্ঞা খণ্ডন করিয়াও, তজ্জন্য নিজ অপকর্ষ অঙ্গীকার পূর্ব্বক ভক্তের প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছেন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে তিনি কদাপি যুদ্ধব্যাপারে অস্ত্র ধারণ করিয়া শত্রু সংহারাদি করিবেন না। কিন্তু তাঁহার একান্ত ভক্ত শান্তনু নন্দন ভীষ্মদেব প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন তাঁহাকে অস্ত্র ধারণ করাইবেন। ভক্ত বৎসল ভগবান্ ভক্তের সেই প্রতিজ্ঞা অক্ষুণ্ণ রাখিবার অভিপ্রায়ে নিজ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়াছিলেন। যাহারা বহির্ম্মুখ বিতণ্ডাপরায়ণ, তাঁহারা ভগবানের প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়া উপহাস সূচক হাস্য করিতে পারে। কিন্তু অর্জ্জুনের প্রতিজ্ঞা তাহাদিগের নিকট পাষাণাঙ্কিত রেখার ন্যায় প্রতীতি হইবে। এইজন্যই তিনি অর্জ্জুনকে এই প্রতিজ্ঞায় নিয়োজিত করিয়াছিলেন ॥৩১॥

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥৩২॥

অন্বয়—পার্থ! (হে অর্জ্জুন!) যে অপি (যাহারা) পাপযোনয়ঃ (নিকৃষ্টকুলে জাত অন্ত্যজগণ) স্যুঃ (হইয়াছে), স্ত্রীয়োঃ (স্ত্রী) বৈশ্যাঃ

(বৈশ্য) তথা (এবং) শূদ্রাঃ (শূদ্র) তে অপি (তাহারাও মাং (আমাকে) ব্যপাশ্রিত্য (আশ্রয় লাভ করিয়া) পরাং গতিং (পরাগতি) যান্তি (লাভ করে ।।৩২।।

হে পার্থ ! অন্ত্যজ ম্লেচ্ছগণ ও বেশ্যাদি পতিতা স্ত্রীসকল, তথা বৈশ্য-শূদ্র-প্রভৃতি নীচবর্ণস্থ নরগণ আমার অনন্যভক্তিকে বিশিষ্টরূপে আশ্রয় করিলে অবিলম্বে পরা-গতি লাভ করে। আমার ভক্তিমার্গাশ্রিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে জাতি বর্ণাদি-সম্বন্ধী কোন প্রকার প্রতিবন্ধক নাই ।।৩২।।

তাৎপর্য্য —

ভগবদ্ভক্তির এতই মাহাত্ম্য যে, তাহার প্রভাবে দস্যুকুলজাত ও অনধিকারী ব্যক্তিগণ সংসার বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে এরূপ স্থলে ভগবদ্ভক্তি স্বাচার ভ্রষ্টগণকে যে পবিত্রিত করিবে, ইহাতে আর বিচিত্রতা কি ? পূর্ব্ব দুই শ্লোকে দুরাচারত্ব রূপ আগন্তুক দোষে কলুষিত ব্যক্তিগণের ভগবদ্ভক্তির প্রভাবে নিস্তারের বিষয় কথিত হইয়াছে এক্ষণে সেই ভগবদ্ভক্তের নীচ-জন্মত্বাদি জনিত স্বাভাবিক দোষ দুষ্টগণকে বন্ধন মোচনের সক্ষমতার বিষয় কির্ত্তিত হইতেছে। যাহারা পাপযোনি সম্ভূত অর্থাৎ অন্ত্যজ, তাহারা সহজে দুরাচার। সেই প্রকার সহজ দুরাচারেরাও আমার ভক্তি হেতু সর্ব্বেশ বসুদেবের সুত-রূপ আমার শরণ গ্রহণ করিয়া গোপীদিগের দুর্লভ মৎপ্রাপ্তিরূপ গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহা নিশ্চিত, অর্থাৎ এই সত্যের ব্যভিচার নাই। এইরূপ ঐকান্তিক ভক্তির প্রভাবে, চণ্ডাল গুহক রাক্ষস বিভিষণ, পশু হনুমান, দৈত্য প্রহ্লাদ, সংকরবর্ণ বিদুর, বৈশ্য শ্রীদাম আদি গোপগণ, স্ত্রী গোপাঙ্গণাগণ প্রভৃতি অসংখ্য ভক্ত ভগবানের কৃপারূপ সৌভাগ্যের অধিকার

হইয়াছেন। হায়! কবে ভাগ্যবলে মানুষ এইরূপ ভক্তির কণিকা মাত্র লাভ করিয়া ধন্য হইবে? কবে আমরা আত্মঅভিমান বিসর্জ্জন দিয়া এইরূপ ভক্তির কণিকামাত্র লাভ করিবার জন্য লালায়িত হইব? ভক্তোত্তম শ্রীলশুকদেব গোস্বামী বলিয়াছেন কিরাত, হূণ ইত্যাদি পাপ জাতিগণও শ্রীবিষ্ণুর আশ্রয় গ্রহণ করিলে বিশুদ্ধ হইয়া থাকে ॥৩২॥

কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্ ॥৩৩॥

অন্বয়—পুণ্যাঃ ব্রাহ্মণাঃ (পুণ্যবান্ ব্রাহ্মণগণ) তথা (এবং) রাজর্ষয়ঃ (রাজর্ষিগণ) ভক্তাঃ (ভক্ত হইয়া) [পরাং গতিং যান্তি (পরমা গতি প্রাপ্ত হইবেন।] কিং পুনঃ (ইহাতে আর কি বলিব?) [অতঃ (অতএব)] অনিত্যম্ (অনিত্য) অসুখম্ (দুঃখদ) ইম (এই) লোকং (মর্ত্তালোক) প্রাপ্য (প্রাপ্ত) মাং (আমাকে) ভজস্ব (ভজন করে) ॥৩৩॥

যখন অন্ত্যজ জাতিসকলও আমার বিশুদ্ধভক্তির অধিকারী এবং তাহাদের সংসর্গজ পাপাচার তাহাদের পক্ষে প্রতিবন্ধক হইতে পারে না; (কেন না, ভক্তির আবির্ভাবে চিত্তের সমস্ত পাপপ্রবৃত্তি অতিশীঘ্র প্রদমিত হয়) তখন পুণ্যবান্ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়দিগেরও যে স্বরূপগত ভক্তি-সম্বন্ধীয় আচার-দ্বারা পুণ্যফলরূপ অমঙ্গল শীঘ্রই দূরীভূত হইবে,—ইহাতে সন্দেহ কি? অতএব এই অনিত্য ও অসুখময় লোকে অবস্থিতি লাভ করিয়া আমার নিরবদ্য ভজন মাত্রই কর ॥৩৩॥

তাৎপর্য্য—

হেয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয় আপাততঃ সুখ বলিয়া দেখা যায়

বটে, কিন্তু প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিলে ঐ সমস্ত বিষয়ের অসারত্ব উপলব্ধি হইয়া যে সুখ সত্য স্বরূপ, সার-স্বরূপ, অনন্ত-স্বরূপ, সেই নিত্য সুখ লাভের জন্য মন প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠে। ভগবদ্ভক্তি তৎপ্রাপ্তির একমাত্র অমোঘ উপায়। অতএব এই শরীর সক্ষম, প্রাণ ধারণে সমর্থ, ইন্দ্রিয়গণ সক্রিয় থাকিতে বুদ্ধিজ্ঞান প্রকৃতিস্থ থাকিতে থাকিতে, আশার বাসনা বিসর্জ্জন দিয়া অন্য চিন্তা পরিহার করিয়া এবং অবিচলিত চিত্তে শ্রীগোবিন্দচরণারবিন্দভজনে তৎপর হও ॥৩৩॥

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥৩৪॥

অন্বয়—মন্মনাঃ (মদ্‌গতচিত্ত) মদ্ভক্তঃ (আমার প্রতি ভক্তিপরায়ণ) মদ্‌যাজী (মৎপূজনশীল) ভব (হও) মাং (আমাকে) নমস্কুরু (নমস্কার কর) এবং (এইরূপে) মৎপরায়ণঃ [সন্] (আমাকে আশ্রয়পূর্ব্বক) আত্মানং (মনকে) [ময়ি (আমাতে)] যুক্ত্বা (সমাহিত করিয়া) মাম্ এব (আমাকেই) এষ্যসি (প্রাপ্ত হইবে) ॥৩৪॥

তোমার মনকে আমার ভাবনায় নিযুক্ত কর; তোমার শরীরকে আমার ভক্তিযজন ও আমার প্রপত্তিতে নিযুক্ত কর; তাহা হইলে মৎপরায়ণ হইয়া যুদ্ধাদি সমস্ত কর্ম্ম আচরণ করিয়াও তুমি আমাকে অবশ্য লাভ করিবে ॥৩৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি
শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন
সংবাদে রাজবিদ্যা রাজগুহ্যযোগনাম নবমোঽধ্যায় ॥

তাৎপর্য্য—

রথপরিচালক স্বয়ং ভগবান্ নন্দনন্দন, ভক্ত শিষ্য অর্জ্জুনকে বলিতেছেন, হে সখে! তুমি চিত্তকে সর্ব্বপ্রকার চিন্তা ও আসক্তি বিবর্জ্জিত করিয়া, আমার প্রতি একনিষ্ঠকর। আমি তোমার সমবয়স্ক পরমহিতৈষী ও অভিন্ন হৃদয় বান্ধব। এইজন্য সাবধানতার অনুরোধে বলিয়া দিতেছি, হে অভিন্ন হৃদয় তুমি মন্মনা হও। অর্থাৎ সাংসারিক সুখসংসাধক যাবতীয় চিন্তা পরিহারপূর্ব্বক একান্ত মনে আমাতে আসক্ত হও। আমার উপদেশ শ্রবণে তোমার মনে হইতে পারে যে আমি তোমাকে মন্মনা হইতে বলিতেছি মাত্র কিন্তু তাহাতে ভক্তির আবশ্যকতা নাই, এই জন্য সাবধানতার অনুরোধে তোমাকে সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া দিতেছি তুমি 'মদ্ভক্ত' হও। কেবল অন্তরে আমার ভক্তি প্রতিষ্ঠিত করিয়া রাখিলেও হইবে না। এই জন্য বলিয়া দিতেছি, হে অর্জ্জুন! তুমি 'মদ্যাজি' অর্থাৎ পূজনশীল হও। লৌকিক ব্যবহারে যে সকল অর্চ্চনপদ্ধতি নির্দ্দিষ্ট আছে তুমি তৎসমস্তের অনুসরণ ক্রমে বিহিত বিধানে আমার পূজা করিতে নিযুক্ত হও। এইভাবে বাহ্যেন্দ্রিয় ও অন্তরেন্দ্রিয় গ্রামকে একান্তভাবে মদ্ভক্তি পরায়ণ ও মদর্চ্চনশীল করিতে পারিলে স্বতঃই প্রেমে তোমার দেহ মচ্চরণোদ্দেশে অবনত হইবে এবং ভক্তিরূপ পরমধন পাইয়া তোমার অন্তর আনন্দে আমার চরণে প্রণত হইবে। হে অর্জ্জুন! সেই ভক্তিনিষ্ঠা ও একাগ্রতা অবলম্বন করিয়া তুমি ভূলুণ্ঠিত হও এবং আমাকে সর্ব্বশুভফল দাতা জ্ঞানে প্রণাম করিতে থাক। যে দুর্লভ

মহোপদেশ লাভ করিয়া ভাগ্যবান অর্জ্জুন চিরধন্য হইয়াছেন আমাদের অসীম সৌভাগ্য বলে শ্রীভগবানের মুখনিঃসৃত সেই উপদেশ এখনও সমভাবে প্রচারিত রহিয়াছে এবং অনন্তকাল এই জগতে চিরকীর্ত্তিত হইয়া থাকিবে। আমরা যদি তাঁহার উপদিষ্ট পথে অগ্রসর না হই তাহা হইলে আমরা নিশ্চয় হতভাগ্যগণের অগ্রগণ্যরূপে পরিগণিত হইব ॥৩৪॥

॥ নবম অধ্যায় সমাপ্ত ॥

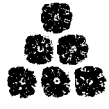

দশমোঽধ্যায়ঃ

বিভূতিযোগ

শ্রীভগবান্ উবাচ—

ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ।
যত্তেঽহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া ॥১॥

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ বলিলেন) মহাবাহো ! (হে মহাবলশালিন্) ভূয়ঃ এব (পুনরায়) মে (আমাকে) পরমং বচঃ (পরম বাক্য) শৃণু (শ্রবণ কর) যৎ (যেহেতু) প্রীয়মাণায় (তুমি আমার প্রীয়) [তৎ (তজ্জন্য)] অহং (আমি) হিতকাম্যয়া (তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষায়) তে (তোমাকে) বক্ষ্যামি (বলিব) ॥১॥

হে মহাবাহো ! তুমি প্রেমবান্, তোমার হিতকামনায় আমি আমার বিভূতি সম্বন্ধে পূর্ব্বে যে সকল পরমবাক্য সংক্ষেপে বলিয়াছি তাহা বিশেষ করিয়া এখন বলিতেছি ; তুমি মনোনিবেশ-পূর্ব্বক শ্রবণ কর ॥১॥

তাৎপর্য্য—

শ্রীভগবানের উক্তিসমূহ অর্জ্জুন ধারাবাহিকরূপে শ্রবণ করিয়া আসিতেছেন, তথাপি এই শ্লোকে শৃণু অর্থাৎ শ্রবণ কর এইবাক্য প্রয়োগ করায় অবহিত চিত্তে বা ধীর ভাবে শ্রবণ বা মর্ম্ম গ্রহণ কর ইহাই সূচিত হইতেছে। অর্জ্জুনকে প্রকৃষ্ট-রূপে উৎসাহিত করিবার নিমিত্ত এই শ্লোকের অবতারণা হইয়াছে। এখানে 'মহাবাহো শব্দে তুমি যেমন যুদ্ধাদি স্বধর্ম্ম সাধনে বাহুকে নিযুক্ত রাখিয়াছ সেইরূপ মহৎপরি-চর্য্যায় তোমার নিপুন হস্তদ্বয়কে নিযুক্ত কর ॥১॥

ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।
অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্ব্বশঃ ॥২॥

অন্বয়—সুরগণাঃ (দেবগণ) মে (আমার) প্রভবং (আবির্ভাবের বিষয়) ন বিদুঃ (জানেন না) মহর্ষয়ঃ ন (মহর্ষিগণও জানেন না) হি (যেহেতু) অহং (আমি) দেবানাং (দেবগণ) মহর্ষীণাঞ্চ (ও মহর্ষিগণের) সর্ব্বশঃ (সর্ব্বপ্রকারের) আদিঃ (কারণস্বরূপ) ॥২॥

আমিই দেবতা ও মহর্ষিগণের আদিকারণ, অতএব সেই দেবতা ও মহর্ষিগণ আমার লীলাপ্রভব অর্থাৎ প্রাপঞ্চিক জগতে আমার নরাকারস্বরূপে উদয়ের তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন না। দেবতা বা মহর্ষিগণ সকলেই স্বীয় বুদ্ধিবলে আমার তত্ত্ব অন্বেষণ করেন; তাহাতে তাঁহারা প্রাপঞ্চিক-বুদ্ধি ভেদ করিবার যত্ন সহকারে প্রপঞ্চের বিপরীত কোন অব্যক্ত, অপরিস্ফুট, নির্গুণ, স্বরূপহীন ও শুষ্ক ব্রহ্মকেই কিয়ৎপরিমাণে উপলব্ধি করিয়া, তাহাই যে পরমতত্ত্ব, এইরূপ মনে করেন। কিন্তু পরমতত্ত্ব তাহা নয়; পরমতত্ত্ব স্বরূপ আমি—সর্ব্বদা অচিন্ত্যশক্তিবলে স্বপ্রকাশ, নির্দ্দোষ-গুণ-সম্পন্ন, নিত্যস্বরূপ-বিশিষ্ট সচ্চিদানন্দ-মূর্ত্তি। আমার অপরা শক্তিতে আমার প্রতিভাত স্বরূপই 'ঈশ্বর' এবং অপরা শক্তি-দ্বারা বদ্ধজীবদিগের চিন্তার সীমাতীত আমার একটি অস্ফুট মূর্ত্তিই 'ব্রহ্ম,; অতএব 'ঈশ্বর' বা 'পরমাত্মা' ও 'ব্রহ্ম' আমার এই স্ফূর্ত্তিদ্বয়ই সৃষ্ট বস্তুতে অন্বয় ও ব্যতিরেক ভাবে লক্ষিত হয়। আমি স্বয়ং কখনও নিজ-অচিন্ত্যশক্তিক্রমে প্রপঞ্চে স্ব-স্বরূপে উদিত হই। তখন উক্ত ধীশক্তিসম্পন্ন দেবতা ও মহর্ষিগণ আমার অচিন্ত্যশক্তির সামর্থ্য বুঝিতে না পারিয়া স্বয়ং মায়া-দ্বারা ভ্রান্ত হইয়া আমার এই স্বরূপাবির্ভাবকে 'ঈশ্বরতত্ত্ব' বলিয়া মনে করেন এবং শুষ্ক ব্রহ্মভাবকে শ্রেষ্ঠ জানিয়া তাহাতে স্ব-স্বরূপের লয় অনুসন্ধান করেন। কিন্তু আমার ভক্তসকল, স্বীয় ক্ষুদ্র-জ্ঞানের পরিচালনা দ্বারা, অচিন্ত্যতত্ত্বের অবগতি সহজ নয়, মনে করিয়া আমার প্রতি ভক্তিবৃত্তিরই অনুশীলন করেন; তাহাতে আমি দয়ার্দ্র হইয়া তাঁহাদিগকে

সহজজ্ঞানদ্বারা আমার স্বরূপানুভূতি প্রদান করি ।।২।।

তাৎপর্য্য—

২—৯ শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিপ্রায় দ্রষ্টব্য

যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্ ।
অসংমূঢ়ঃ স মর্ত্তেষু সর্ব্বপাপৈ প্রমুচ্যতে ॥৩॥

অন্বয়—যঃ (যিনি) মাম্ (আমাকে) অনাদিম্ (অনাদি) অজম্ (জন্মরহিত) লোক মহেশ্বরম্ চ (ও সর্ব্বলোকের মহেশ্বর) [বলিয়া] বেত্তি (অবগত হন) সঃ (তিনি) মর্ত্তেষু (মনুষ্যগণের মধ্যে) অসংমূঢ়ঃ (অজ্ঞান-শূন্য হইয়া) সর্ব্বপাপৈঃ (সকলপ্রকার পাপ হইতে) মুচ্যতে (মুক্ত হন) ।।৩।।

যিনি আমাকে সর্ব্বলোকের 'মহেশ্বর' ও 'অনাদি' বলিয়া জানেন অর্থাৎ আমার প্রাসাদে এই সচ্চিদানন্দ-স্বরূপের সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠত্ব ও অনাদিত্ব অবগত হন, তিনি প্রপঞ্চদুষ্ট বুদ্ধিরূপ সমস্ত পাপ অর্থাৎ অপবিত্রভাব হইতে মুক্তি লাভ করেন ।।৩।।

বুদ্ধির্জ্ঞানমসংমোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ ।
সুখং দুঃখং ভবোঽভাবো ভয়ঞ্চাভয়মেব চ ॥৪॥
অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোঽযশ ।
ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্বিধাঃ ॥৫॥

অন্বয়—বুদ্ধি (বুদ্ধি) জ্ঞানং (আত্মবিষয়ক জ্ঞান) অসংমোহঃ (ব্যগ্রতার অভাব) ক্ষমা (সহনশীলতা) সত্যং যথার্থ কথন) দমঃ (বাহ্যেন্দ্রিয় সংযম) শমঃ (মনকে সংযম) সুখং (সুখ) দুঃখং (দুঃখ) ভবঃ (জন্ম) অভবঃ

(নাশ) ভয়ং চ (ত্রাস) অভয়ম্ চ (এবং অভয় অর্থাৎ ত্রাসহীনতা) অহিংসা (হিংসাশূন্যতা) সমতা (সমভাব) তুষ্টি (সন্তোষ) তপঃ (তপস্যা) দানং (দান) যশাযশ (খ্যাতি-অখ্যাতি) ভূতানাং (ভূতগণের) পৃথগ্বিধা ভাবাঃ (এই সব নানা প্রকার ভাব) মত্ত এব (আমা হইতেই) ভবন্তি (সৃষ্ট হইয়া থাকে। ৪-৫॥

সূক্ষ্মার্থ-নির্ণয়-সমর্থবুদ্ধি, আত্মানাত্মবিবেকরূপ জ্ঞান, অসংমোহ, ক্ষমা, সত্য, দম, শম, সুখ, দুঃখ, ভব, অভব, ভয়, অভয়, অহিংসা; সমতা, তুষ্টি, তপ, দান, যশ, অযশ,—এই সমস্তই ভূতসকলের ভাব; আমিই ইহাদিগকে পৃথক্ পৃথক্ লক্ষণে সৃষ্টি করিয়াছি) ॥৪-৫॥

মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্ব্বে চত্বারো মনবস্তথা।
মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ ॥৬॥

অন্বয়—সপ্ত মহর্ষয়ঃ (সপ্তর্ষি), পূর্ব্বে (তৎপূর্ব্বে) চত্বারো (সনকাদি চারিজন) তথা মনব (ও স্বায়ম্ভুবাদি মনুগণ) মদ্ভাবাঃ (মদীয় ভাবসম্পন্ন) মানসা জাতা (সংকল্পজাত) লোকে (পৃথিবীতে) যেষাং ইমা প্রজাঃ (যাঁহাদিগের হইতে এই সকল প্রজা হইয়াছে) ॥৬॥

মরীচ্যাদি সপ্তঋষি তাঁহাদের পূর্ব্বজাত-সনকাদি ব্রহ্মর্ষি চতুষ্টয় এবং স্বায়ম্ভুবাদি চতুর্দ্দশ মনু—সকলেই আমার শক্তি সম্ভূত হিরণ্যগর্ভ হইতে জন্ম লাভ করেন, তাঁহাদেরই বংশ বা শিষ্যাদি-ক্রমে এই লোক পরিপূরিত হইয়াছে ॥৬॥

এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
সোঽবিকল্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥৭॥

অন্বয়—যঃ মম এতাং (যিনি আমার এই) বিভূতিং যোগং চ (বিভূতি ও যোগ) তত্ত্বতঃ (যথার্থরূপে) বেত্তি (জ্ঞানেন), সঃ (তিনি) অবিকল্পেন (নিঃসংশয়িত) যোগেন (তত্ত্বজ্ঞান) যুজ্যতে (যুক্ত হন) অত্র (ইহাতে) ন সংশয়ঃ (সন্দেহ নাই) ॥৭॥

তত্ত্বজ্ঞানের চরম-সীমা আমার স্বরূপ-জ্ঞান ও শক্তিজনিত বিভূতি জ্ঞান এবং ক্রিয়াযোগের চরম-সীমা ভক্তিযোগ,—এই দুই বিষয় যিনি তত্ত্বতঃ জানিতে পারেন, তিনি অবিকল্প অর্থাৎ দ্বৈধ-রহিত ভক্তিযোগের অনুষ্ঠান করেন ॥৭॥

অহং সর্ব্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ॥৮॥

অন্বয়—অহং (আমি) সর্ব্বস্য (সমস্ত বিশ্বের) প্রভবঃ (উৎপত্তির কারণ) মত্তঃ (আমা হইতে) সর্ব্বং (সর্বকিছু) প্রবর্ত্ততে (উৎপন্ন হইয়া থাকে) ইতি (ইহা) মত্বা (বিচার করিয়া) বুধাঃ (জ্ঞানিগণ) ভাবসমন্বিতাঃ (প্রীতিপূর্ব্বক) মাং (আমাকে) ভজন্তে (ভজন করেন) ॥৮॥

অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত, সমস্ত বস্তুরই উৎপত্তিস্থান বলিয়া আমাকে জানিও ;—এইরূপ অবগত হইয়া ভাব অর্থাৎ শুদ্ধ-ভক্তি-সহকারে যাঁহারা আমাকে ভজন করেন, তাঁহারাই 'পণ্ডিত' ; অপর সকলেই 'অপণ্ডিত' ॥৮॥

মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥৯॥

অন্বয়—[তে (তাঁহারা)] মচ্চিত্তঃ (মদ্গতচিত্ত) মদ্গতপ্রাণাঃ (আমাগত-প্রাণ হইয়া) নিত্যং (সতত) পরস্পরং (পরস্পর) মাং বোধয়ন্তঃ (আমার তত্ত্ব বুঝাইয়া) চ (এবং) কথয়ন্তঃ (আমার কথা কীর্ত্তন-পূর্ব্বক) তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ (সন্তোষ ও আনন্দ উপভোগ করেন) ॥৯॥

এতাদৃশ অনন্য-ভক্তদিগের চরিত্র এইরূপ ;— তাঁহারা চিত্ত ও প্রাণকে আমাতে সম্যক্ অর্পণ করত পরস্পর ভাব-বিনিময় ও হরিকথায় কথোপকথন করিয়া থাকেন ; সেইরূপ শ্রবণ-কীর্ত্তন-দ্বারা সাধনাবস্থায় ভক্তিসুখ ও সাধ্যাবস্থায় অর্থাৎ লব্ধ-প্রেম-অবস্থায় আমার সহিত রাগমার্গে ব্রজরসান্তর্গত মধুর রস পর্যন্ত সম্ভোগপূর্ব্বক রমণ-সুখ লাভ করিয়া থাকেন ॥৯॥

তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥১০॥

অন্বয়—অহং (আমি) সততযুক্তানাং (আমাতে সংলগ্নচিত্ত) প্রীতি-পূর্ব্বকম (প্রণয়ের সহিত) ভজতাং (ভজনশীল) তেষাং (সেই সকল ব্যক্তিগণকে) তং (সেই প্রকার) বুদ্ধিযোগং (বুদ্ধিরূপ যোগ) দদামি (দান করি) যেন (যাহাদ্বারা) তে (তাঁহারা) মাং (আমাকে) উপযান্তি (প্রাপ্ত হন) ॥১০॥

নিত্যভক্তিযোগ-দ্বারা যাঁহারা প্রীতিপূর্ব্বক আমার ভজন করেন ; আমি তাঁহাদের শুদ্ধজ্ঞান-জনিত বিমল প্রেমযোগ দান করি ; তাঁহারা তাহাদ্বারা আমার পরমানন্দ-ধামকে লাভ করেন ॥১০॥

তাৎপর্য্য —

পূর্ব্ববর্ণিত ভক্তগণের চরমে কি গতি হয় তাহাই বর্ত্তমান শ্লোকে প্রদর্শিত হইতেছে। সেই পরমেশ্বর পূজনশীল অবিরত ভগবচ্চিন্তাপরায়ণ তন্নিষ্ঠ সাধুগণের প্রতি কৃপা পরবশ হইয়া শ্রীভগবান প্রীতি অর্থাৎ আন্তরিক স্নেহ ও আনন্দ সহকারে শ্রেষ্ঠা বুদ্ধি প্রদান করিয়া থাকেন। সেই বুদ্ধি যাহাদের হৃদয়ে প্রকাশ পায় তাহারা অন্তিমে শ্রীভগবানকে প্রাপ্ত হন। শ্রীভগবানে একাগ্রতা হইলে তিনি অনুগ্রহ পূর্ব্বক ভক্তকে বুদ্ধিযোগ প্রদান করেন। তাহার প্রভাবে ভগবৎ তত্ত্ববিষয়ে তাহার সম্পূর্ণ অন্তঃদৃষ্টি জন্মিয়া থাকে ॥১০॥

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥১১॥

অন্বয়—তেষাম্ (তাঁহাদিগের প্রতি) অনুকম্পার্থম্ এব (দয়ার নিমিত্তই) অহম্ (আমি) আত্মভাবস্থঃ (বুদ্ধিবৃত্তিতে স্থিত হইয়া) ভাস্বতা (দীপ্তিমান্) জ্ঞানদীপেন (জ্ঞানরূপ-দীপদ্বারা) (অজ্ঞানজ) ভাস্বতা (অজ্ঞানজনিত) তমঃ (অন্ধকাররূপ সংসার) নাশয়ামি (বিনাশ করি) ॥১১॥

এরূপ ভক্তিযোগের অনুষ্ঠাতাদিগের অজ্ঞান থাকিতে পারে না। অনেকের মনে এরূপ উদিত হয় যে, যাঁহারা অতন্নিরসনক্রমে তদ্বস্তুর অনুসন্ধান করেন, তাঁহারা যথার্থ জ্ঞান লাভ করেন; কেবল ভক্তিভাবের অনুশীলন করিলে সেই দুর্লভ জ্ঞান কিরূপে পাওয়া যাইবে? হে অর্জ্জুন! ইহাতে মূল কথা এই, নিজ-বুদ্ধির অনুশীলন-ক্রমে ক্ষুদ্র জীব কখনই

অসীম সত্য-তত্ত্বের জ্ঞান লাভ করিতে পারে না ; যতই বিচার করুক, কিছুতেই বিশুদ্ধ জ্ঞান লাভ করিতে পারে না ; তবে যদি আমি কৃপা করি, তাহা হইলেই অনায়াসে আমার অচিন্ত্য-শক্তিবলে ক্ষুদ্র জীবের সম্যক্ জ্ঞান লাভ হইতে পারে। যাঁহারা আমার একান্ত ভক্ত, তাঁহারা অনায়াসে আমাকে আত্মভাবস্থ করিয়া আমার অলৌকিক জ্ঞান-দীপদ্বারা আলোকিত হন ; আমি বিশেষ অনুকম্পা-পূর্ব্বক তাঁহাদের হৃদয়ে অবস্থিত করত, তাঁহাদের জড়সঙ্গ-বশতঃ যে অজ্ঞানজাত অন্ধকার, তাহা সম্পূর্ণরূপে নাশ করি। জীবের যে শুদ্ধজ্ঞানে অধিকার, তাহা ভক্তির অনুশীলন-ক্রমেই উদিত হয়। তর্কদ্বারা তাহা লব্ধ হয় না ॥১১॥

তাৎপর্য্য—

১১—১৪ শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিপ্রায় দ্রষ্টব্য।

শ্রীঅর্জ্জুন উবাচ—

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্ ॥১২॥
আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্ব্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা।
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ঞ্চৈব ব্রবীষি মে ॥১৩॥

অন্বয়—অর্জ্জুন উবাচ (অর্জ্জুন বলিলেন) ভবান্ (তুমি) পরং ব্রহ্ম (পরব্রহ্ম) পরং ধাম (পরম ধাম) পরমং পবিত্রং (পরম পবিত্র) সর্ব্বে ঋষয়ঃ (সমস্ত ঋষি) দেবর্ষিঃ নারদঃ (দেবর্ষি নারদ) তথা অসিতঃ (ও অসিত) দেবলঃ (দেবল) ব্যাসঃ চ (ও মহর্ষি ব্যাস) ত্বাং (তোমাকে) শাশ্বতং (নিত্য)

দিব্যং (স্বয়ং প্রকাশ) আদিদেবম্ (আদিদেব) অজং (জন্মরহিত) বিভুং চ (ও বিভু) পুরুষং (পুরুষ) আহুঃ (বলিয়া থাকেন) স্বয়ং চ এব (এবং স্বয়ংই) [তুমি] মে (আমাকে) ব্রবীষি (বলিতেছি) ॥১২-১৩॥

গীতাশাস্ত্রের সারভূত উক্ত চারটি শ্লোক শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুনমহাশয় বিষয়টিকে আরও সরল করিয়া বুঝিবার জন্য কহিলেন, —হে ভগবান্ ! দেবর্ষি নারদ, অসিত, দেবল, ব্যাস প্রভৃতি ঋষিগণ ও আপনি স্বয়ং স্থাপন করিয়াছেন, যে সচ্চিদানন্দস্বরূপ আপনি পরম ব্রহ্ম, পরম স্বরূপ, পরম-পুরুষ নিত্য আদিবেদ, অজ ও বিভু ॥১২-১৩॥

সর্ব্বমেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব।
নহি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দ্দেবা ন দানবাঃ ॥১৪॥

অন্বয়—কেশব ! (হে কেশব !) মাং (আমাকে) যৎ (যাহা) বদসি (বলিতেছ) এতৎ সর্ব্বং (এ সমস্তই) [আমি] ঋতং (সত্য) মন্যে (মনে করি) হি (যেহেতু) ভগবন্ ! (হে ভগবন্ !) দেবাঃ ন দানবাঃ (কি দেবগণ, কি দানবগণ কেহই) তে (তোমার) ব্যক্তিং (প্রকাশ) ন বিদুঃ (অবগত নহেন) ॥১৪॥

হে কেশব ! আমি এ-সকল সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি। তোমার অচিন্ত্যব্যক্তিতত্ত্ব দেব-দানবগণের মধ্যে কেহই জানেন না ॥১৪॥

স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম।
ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে ॥১৫॥

অন্বয়—পুরুষোত্তম! (হে পুরুষোত্তম!) ভূতভাবন! (হে ভূতপালক!) ভূতেশ (হে প্রাণিগণের নিয়ম-কর্ত্তা) দেবদেব! (সূর্য্যাদিরও প্রকাশক!) জগৎপতে! (হে বিশ্বপালক!) ত্বং (তুমি) স্বয়ং এব (স্বয়ংই) আত্মনা (নিজচিচ্ছক্তিদ্বারা) আত্মানং (আপনাকে) বেত্থ (জান) ॥১৫॥

হে ভূতভাবন! হে ভূতেশ! হে দেবদেব! হে জগৎপতে! হে পুরুষোত্তম! তুমি নিজেই চিচ্ছক্তি-দ্বারা আপনার ব্যক্তিতত্ত্ব অবগত আছ। জগৎসৃষ্টির পূর্ব্বে যে সনাতন মূর্ত্তি থাকেন, সেই সচ্চিদানন্দ মূর্ত্তি কি-প্রকারে জড়বিধি হইতে স্বতন্ত্ররূপে জড়মধ্যে ব্যক্ত হয়,—এ কথা নরযুক্তি বা দেবযুক্তি-দ্বারা কেহই বুঝিতে পারেন না, তুমি যাঁহাকে কৃপা কর, তিনিই কেবল ইহা বুঝিতে পারেন ॥১৫॥

তাৎপর্য্য—

এই শ্লোকে অর্জ্জুন চারটি সম্বোধন বাক্যে শ্রীভগবানকে আহ্বান করিয়াছেন. তাহাতে শ্রীভগবানের সর্ব্বেশ্বরত্ব ও পুরুষোত্তমত্ব পরিব্যক্ত হইয়াছে। প্রথমে অর্জ্জুন 'ভূতভাবন' নামে সম্বোধনে ভূত অর্থাৎ বিশ্বচরাচরের যাবতীয় জীব। তাহাদের উদ্ভবস্থল অর্থাৎ স্রষ্টা এই অর্থ প্রতিপাদিত হইতেছে. কিন্তু এইরূপ সম্বোধন করিয়াও অর্জ্জুনের পরিতৃপ্তি হয় না। তাঁহার আশংকা হইয়াছে যে, স্থাবর জঙ্গমাত্মক বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা হইলেও তিনি যে তাহাদের ঈশ্বর ইহাই ব্যক্ত হয় না, এইজন্য পুনরায় সম্বোধন করিয়াছেন, "ভূতেশ" অর্থাৎ ভূত-

সমূহের নিয়ামক ব্যবস্থাপক, পরিচালক ও সর্ব্বেশ্বর। কিন্তু এ সম্বোধন হইলেও ভক্তোত্তম অর্জ্জুনের হৃদয়ে পূর্ণ সন্তোষ জন্মে নাই। তাঁহার আবার আশংকা হইয়াছে যে, ভূতসমূহের সর্ব্বেশ্বর হইলেও তিনি যে তাহাদের আরাধ্য পদার্থ ইহা পরিপুষ্ট হয় না, তাই তিনি পুনরায় সম্বোধন করিয়াছেন, "দেবদেব" অর্থাৎ দেবতাদিগেরও দেবতা, দেবতারা ভক্তির পাত্র এবং আরাধনার বস্তু। নারায়ণ সেই আরাধ্য দেবতাগণেরও ভক্তিভাজন, আরাধিত এবং অর্চ্চিত পরমেশ্বর। ইহার পরেও অর্জ্জুন মনে করিয়াছেন যে, এই কয়টি সম্বোধন বাক্যে শ্রীভগবানের সর্ব্বপালকত্ব সূচিত হয় নাই। এইজন্য তিনি পুনরায় সম্বোধন করিয়াছেন "জগৎপতে"। শ্রীহরি জগতের পতি অর্থাৎ বিশ্বের পালক, রক্ষক, শিক্ষক এবং উপদেষ্টা। মূলে যে "স্বয়মেব" এই বাক্যে যে "এব" পদ আছে তাহার দ্বারা "তুমি আপনার তত্ত্ব আপনিই জান।" ইহাই বিশেষরূপে সমর্থিত হইতেছে। অন্য যে সকল ভাগ্যবান্ ব্যক্তি তোমার তত্ত্ব জানিয়াছেন, তোমার অনুগ্রহ ও সহায়তা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা ঐ বিষয়ে কৃতকার্য্য হইয়াছেন। কিন্তু তোমার আত্ম-তত্ত্ব-জ্ঞানে কাহারও সহায়তা বা অনুগ্রহ প্রার্থী হইতে হয় নাই। তুমি আপনার শক্তিতেই আপনাকে চিনিয়াছ ॥১৫॥

বক্তুমর্হস্যশেষেণ দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
যাভির্বিভূতিভির্লোকানিমাংস্ত্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ॥১৬॥

অন্বয়—দিব্যাঃ (তোমার অলৌকিক) আত্মবিভূতয়ঃ (স্বীয় বিভূতি সমূহ) অবশেষেণ (বিশেষভাবে) ত্বং হি বক্তুং অর্হসি (তুমিই বলিবার যোগ্য) যাভিঃ বিভূতিভিঃ (যে সমস্ত বিভূতিদ্বারা) ইমান্ লোকান্ (এই সকল জগৎ) ব্যাপ্য (ব্যাপিয়া) [ত্বং (তুমি)] তিষ্ঠসি (আছ) ॥১৬॥

তোমার স্বরূপ তত্ত্ব তোমার কৃপা-দ্বারা আমি হৃদয়ে ও নেত্রাগ্রে আবির্ভূত হইতে দেখিতেছি,—ইহাতে আমি চরিতার্থ হইয়াছি। কিন্তু যে সকল বিভূতি দ্বারা তুমি এই লোকসকলে ব্যাপ্ত হইয়া আছ, সেইসকল আত্মবিভূতি অশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করি; তুমি আমাকে অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহা বল ॥১৬॥

তাৎপর্য্য—

শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিপ্রায় দ্রষ্টব্য।

কথং বিদ্যামহং যোগিংস্ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্।
কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্ময়া ॥১৭॥

অন্বয়—যোগিন্! (হে যোগমায়াধিপতি!) কথং (কিরূপে) সদা (সর্ব্বদা) পরিচিন্তয়ন্ (চিন্তা করত) অহং (আমি) ত্বাং (তোমাকে) বিদ্যাম্ (জানিতে পারিব) ভগবন্! (হে ভগবান্!) কেষু কেষু চ (এবং কোন্ কোন্) ভাবেষু (পদার্থ সমূহে) ময়া (আমা কর্ত্তৃক) চিন্ত্যঃ অসি (তুমি ধেয় হইবে) ॥১৭॥

তোমাতেই যোগমায়া-শক্তি নিত্য বর্ত্তমান আছে। হে ভগবান্! তোমাকে কিরূপে অবগত হইব ও চিন্তা করিব? কি কি ভাবেই বা তুমি আমার চিন্তনীয় হও? ॥১৭॥

তাৎপর্য্য—

কি উপায়ে তোমাকে জানিতে পারা যাইবে? সঙ্গে সঙ্গে শ্রীভগবদ্‌উক্তির দ্বারা তিনি এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। এই গ্রন্থে ১৮ অধ্যায়ে ৫০তম শ্লোকে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, "ভক্ত্যামামভিজানাতি" ইত্যাদি অর্থাৎ ভক্তি প্রভাবে আমাকে জানিতে পারা যায়। কোন কোন ভাবে অর্থাৎ পদার্থে তুমি চিন্তনীয়। অর্থাৎ কি ভাবে তোমার প্রতি চিন্তারূপ ভক্তি কর্ত্তব্য। অর্জ্জুনকৃত এই প্রশ্নের ভাবার্থ, যেমন বনমালী শব্দ দ্বারা মালিকা বিভূষিত শ্রীকৃষ্ণকে বুঝায়, সেইরূপ যোগী শব্দে মায়াশক্তি পরিবেষ্টিত ভগবানকে বুঝাইতেছে, হে অনন্ত-শক্তে! তুমি বলিয়া না দিলে তোমার বিভূতি আমি কি প্রকারে বুঝিতে পারিব? অতএব কোন্ কোন্ পদার্থে তোমার বিভূতি অধিষ্ঠিত আছে তাহা বলিয়া দাও ॥১৭॥

বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভূতিঞ্চ জনার্দ্দন।
ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃণ্বতো নাস্তি মেঽমৃতম্ ॥১৮॥

অন্বয়—জনার্দ্দন! (হে জনার্দ্দন!) আত্মনঃ (নিজের) যোগং (যোগৈশ্বর্য্য) বিভূতিং চ (ও বিভূতি) বিস্তরেণ (সবিস্তারে) ভূয়ঃ (পুনরায়) কথয় (বল) অমৃতং (তোমার অমৃতময় বাক্য শৃণ্বতঃ (শুনিয়া শুনিয়া) মে (আমার) তৃপ্তি নাস্তি হি (সত্য সত্যই আমার তৃপ্তি হইতেছে না) ॥১৮॥

হে জনার্দ্দন! তোমার যোগ ও বিভূতি বিস্তৃতিপূর্ব্বক আমাকে পুনরায় বল; তোমার তত্ত্বামৃত শুনিলে আমার তৃপ্তি হওয়া দূরে থাকুক, বরং শ্রবণ-পিপাসা অত্যন্ত

শ্রীভগবান উবাচ—

হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে ॥১৯॥

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ বলিলেন) হন্ত কুরুশ্রেষ্ঠ ! (আহা কুরুশ্রেষ্ঠ !) দিব্যাঃ (অলৌকিক) আত্মবিভূতয়ঃ (নিজ বিভূতিসমূহের) প্রাধান্যতঃ (প্রধানভাবে) তে (তোমাকে) কথয়িষ্যামি হি (নিশ্চয় বলিব) মে (আমার) বিস্তরস্য (অবান্তর বিভূতির) অন্তঃ নাস্তি (সীমা নাই) ॥১৯॥

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে অর্জ্জুন ! আমার দিব্য বিভূতিসকলের অন্ত নাই ; গুটিকতক প্রধান প্রধান বিভূতি বলি, তাহা তুমি শ্রবণ কর ॥১৯॥

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ ॥২০॥

অন্বয়—গুড়াকেশ ! (যে জিতনিদ্র !) অহং (আমি) সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ (সর্ব্বজীবহৃদয়স্থিত) আত্মা (অন্তর্য্যামি পরমাত্মা) অহম্ এব (আমিই) ভূতানাং (প্রাণিগণের) আদিঃ চ (উৎপত্তির কারণ) মধ্যং চ (স্থিতির কারণ) অন্তঃ চ (এবং নাশেরও হেতু) ॥২০॥

হে গুড়াকেশ ! হে জিতনিদ্র ! আমার স্বরূপতত্ত্ব তোমাকে বলিয়াছি। আমার সাম্বন্ধিক-তত্ত্ব এই যে, আমিই সমস্ত জগতের আত্মা অর্থাৎ অন্তর্য্যামি-পুরুষত্রয়রূপে অবস্থিত ;—কারণোদশায়ী অর্থাৎ মূলপ্রকৃতির অন্তর্য্যামী, গর্ভোদশায়ী অর্থাৎ সমষ্টি বিরাড়ন্তর্য্যামী, ক্ষীরোদশায়ী অর্থাৎ ব্যষ্টিবিরাট্ জীবান্তর্য্যামী ; আমিই সকল ভূতের আদি, মধ্য ও অন্ত ॥২০॥

আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরাংশুমান্।
মরীচির্ম্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী ॥২১॥

অন্বয়—আদিত্যানাং (দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে) অহং (আমি) বিষ্ণুঃ (বিষ্ণু নামক আদিত্য) জ্যোতিষাং (জ্যোতিষ্কগণের মধ্যে) অংশুমান্ (বিশ্বব্যাপি রশ্মিযুক্ত) রবিঃ (সূর্য্য) মরুতাং (মরুদ্গণের মধ্যে) মরীচিঃ (মরীচি নামক মরুৎ) নক্ষত্রাণাং (নক্ষত্রগণের মধ্যে) অহং (আমি) শশী (চন্দ্র) ॥২১॥

আদিত্যদিগের মধ্যে আমি বিষ্ণু অর্থাৎ বামন, জ্যোতির্ম্ময় বস্তু-সকলের মধ্যে কিরণমালী সূর্য্য, মরুদ্গণের মধ্যে আমি মরীচি, নক্ষত্রদিগের মধ্যে আমি অধিপতি চন্দ্র ॥২১॥

বেদানাং সামবেদোঽস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ।
ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা ॥২২॥

অন্বয়—[আমি] দেবানাং (দেবসকলের মধ্যে) সামবেদঃ অস্মি (সামবেদ) বেদানাং (বেদগণের মধ্যে) বাসবঃ অস্মি (ইন্দ্র) ইন্দ্রিয়াণাং (ইন্দ্রিয়সমূহ-মধ্যে) মনঃ অস্মি (মন) ভূতানাং চ (এবং জীবগণের মধ্যে) চেতনা অস্মি (জ্ঞানশক্তি হই) ॥২২॥

বেদসকলের মধ্যে সামবেদ, দেবগণের মধ্যে ইন্দ্র, ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে মন ও সমস্ত ভূতের চেতনা-সম্বন্ধী জ্ঞানশক্তি ॥২২॥

রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি বিত্তেশো যক্ষরক্ষসাম্।
বসূনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্ ॥২৩॥

অন্বয়—[আমি] রুদ্রাণাং (রুদ্রগণের মধ্যে) শঙ্করঃ অস্মি (শিব) যক্ষরক্ষসাং চ (এবং যক্ষ ও রাক্ষসগণ মধ্যে) বিত্তেশঃ (কুবের) বসূনাং (অষ্টবসুমধ্যে) পাবকঃ অস্মি (অগ্নি) শিখরিণাং চ (পর্ব্বতসমূহমধ্যে) মেরুঃ (মেরুপর্ব্বত) ॥২৩॥

রুদ্রদিগের মধ্যে আমি শিব, যক্ষ ও রাক্ষসের মধ্যে আমি কুবের, বসুদিগের মধ্যে আমি পাবক, পর্ব্বতগণের মধ্যে আমি সুমেরু ॥২৩॥

পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্।
সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ ॥২৪॥

অন্বয়—পার্থ! (হে পার্থ!) মাং (আমাকে) পুরোধসাং (পুরোহিতগণের মধ্যে) মুখ্যং (মুখ্য) বৃহস্পতিম্ (বৃহস্পতি বলিয়া) বিদ্ধি (জানিবে) অহং (আমি) সেনানিনাং (সেনাপতিগণের মধ্যে) স্কন্দঃ (কার্ত্তিকেয়) সরসাং [চ] (এবং জলাশয় মধ্যে) সাগরঃ (সমুদ্র) অস্মি (হই) ॥২৪॥

পুরোহিতদিগের মধ্যে আমি বৃহস্পতি, সেনাপতিদিগের মধ্যে আমি কার্ত্তিক এবং জলাশয়ের মধ্যে আমি সমুদ্র ॥২৪॥

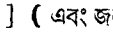

মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্।
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ ॥২৫॥

অন্বয়—অহং (আমি) মহর্ষীণাং (মহর্ষিগণের মধ্যে) ভৃগুঃ (ভৃগু) গিরাং (শব্দসমূহের মধ্যে) একম্ অক্ষরম্ অস্মি (একাক্ষর ওঁকার) যজ্ঞানাং (যজ্ঞসকলের মধ্যে) জপযজ্ঞঃ অস্মি (জপযজ্ঞ হই) স্থাবরাণাং (স্থাবরগণমধ্যে) হিমালয় (হিমালয় পর্ব্বত) ॥২৫॥

মহর্ষিগণের মধ্যে আমি ভৃগু, বাক্যের মধ্যে আমি প্রণব, যজ্ঞ-সকলের মধ্যে আমি জপযজ্ঞ এবং স্থাবরগণের মধ্যে আমি হিমালয় ॥২৫॥

অশ্বত্থঃ সর্ব্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ।
গন্ধর্ব্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ ॥২৬॥

অন্বয়—[আমি] সর্ব্ববৃক্ষাণাং (বৃক্ষগণমধ্যে) অশ্বত্থঃ (অশ্বত্থ) দেবর্ষীণাং (এবং দেবর্ষিগণের মধ্যে) নারদঃ (নারদ) গন্ধর্ব্বাণাং (গন্ধর্ব্বগণ-মধ্যে) চিত্ররথঃ (চিত্ররথ) সিদ্ধানাং (সিদ্ধগণ মধ্যে) কপিলঃ মুনিঃ (কপিলমুনি) ॥২৬॥

বৃক্ষগণের মধ্যে আমি অশ্বত্থ, দেবর্ষিগণের মধ্যে আমি নারদ, গন্ধর্ব্বগণের মধ্যে আমি চিত্ররথ এবং সিদ্ধগণের মধ্যে আমি কপিলমুনি ॥২৬॥

উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধি মামমৃতোদ্ভবম্।
ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপম্ ॥২৭॥

অন্বয়—মাং (আমাকে) অশ্বানাং (অশ্বগণ-মধ্যে) অমৃততোদ্ভবং (অমৃতমন্থন হইতে উদ্ভূত) উচ্চৈঃশ্রবসং (উচ্চৈঃশ্রবা) গজেন্দ্রাণাং (গজেন্দ্রগণ-মধ্যে) ঐরাবতং (ঐরাবত) নরাণাং চ (এবং নরদিগের মধ্যে) নরাধিপং (নৃপতি বলিয়া) বিদ্ধি (জানিও) ॥২৭॥

আমি অশ্বগণের মধ্যে উচ্চৈঃশ্রবা-রূপে সমুদ্র-মন্থন-সময়ে উদ্ভূত হই, হস্তিগণের মধ্যে আমি ঐরাবত, মনুষ্যগণের মধ্যে আমি সম্রাট্ ॥২৭॥

আয়ুধানামহং বজ্রং ধেনূনামস্মি কামধুক্।
প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ ॥২৮॥

অন্বয়—আয়ুধানাং (অস্ত্রসকলের মধ্যে) অহং (আমি) বজ্রং (বজ্র) ধেনূনাং (ধেনুগণের মধ্যে) কামধুক্ (কামধেনু) অস্মি (হই) প্রজনঃ (প্রজাগণের উৎপত্তিহেতু) কন্দর্পঃ চ অস্মি (কন্দর্পও আমি হই) সর্পাণাং (বিষধর সর্পগণ মধ্যে) বাসুকী অস্মি (বাসুকি হই) ॥২৮॥

অস্ত্রগণের মধ্যে আমি বজ্র, গাভিগণের মধ্যে আমি কামধেনু, প্রজা-উৎপত্তির মূলস্বরূপ আমি কামদেব এবং সর্পদিগের মধ্যে আমি বাসুকি ॥২৮॥

অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং বরুণো যাদসামহম্ ।
পিতৃণামর্য্যমা চাস্মি যমঃ সংযমতামহম্ ॥২৯॥

অন্বয়—[আমি] নাগানাং (সর্পগণের রাজা) অনন্ত চ অস্মি (অনন্তনাগ হই) অহং (আমি) যাদসাং (জলজন্তুগণ-মধ্যে) বরুণঃ (বরুণ) পিতৃণাং (পিতৃগণ-মধ্যে) অর্য্যমা চ অস্মি (অর্য্যমা হই) সংযমতাং (দণ্ডকারিগণ মধ্যে) যমঃ (ন্যায্য-দণ্ডবিধাতা যম) ॥২৯॥

নাগগণের মধ্যে আমি অনন্ত, জলচর-মধ্যে আমি বরুণ, পিতৃগণের মধ্যে অর্য্যমা এবং দণ্ডদাতৃগণের মধ্যে যম ॥২৯॥

প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্ ।
মৃগাণাঞ্চ মৃগেন্দ্রোঽহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্ ॥৩০॥

অন্বয় [আমি] দৈত্যানাং (দৈত্যগণ মধ্যে) প্রহ্লাদঃ অস্মি (প্রহ্লাদ হই) কলয়তাং (বশীকারগণের মধ্যে) অহং (আমি) কালঃ (কাল) মৃগানাং

চ (পশুগণ-মধ্যে) অহং (আমি) মৃগেন্দ্রঃ (সিংহ) পক্ষিণাং (পক্ষিগণ-মধ্যে) বৈনতেয়ঃ (গরুড়) ।।৩০।।

দৈত্যগণের মধ্যে আমি প্রহ্লাদ, বশীকারকদিগের মধ্যে আমি কাল, মৃগদিগের মধ্যে আমি সিংহ এবং পক্ষী-দিগের মধ্যে আমি গরুড় ॥৩৩॥

পবনং পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্ ।
ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি স্রোতসাঞ্চাস্মি জাহ্নবী ॥৩১॥

অন্বয় – [আমি] পবতাং (বেগবান বস্তুগণের মধ্যে) পবনঃ অস্মি (বায়ু হই) শস্ত্রভৃতাং (শস্ত্রধারিগণ মধ্যে) অহং (আমি) রামঃ (দাশরথি রাম বা পরশুরাম) ঝষাণাং চ (এবং মৎস্যগণ মধ্যে) মকর অস্মি (মকর হই) স্রোতসাং (নদীসকলের মধে) জাহ্নবী অস্মি (গঙ্গা হই) ।।৩১।।

বেগবান ও পবিত্রকারী বস্তুগণের মধ্যে পদন, শস্ত্রধারিগণ মধ্যে আমি শক্ত্যাবেশে লব্ধ জীববিশেষ পরশুরাম, জলচর দিগের মধ্যে আমি মকর এবং নদীগণের মধ্যে গঙ্গা ॥৩১॥

সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধ্যঞ্চমহমর্জ্জুন ।
অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহম্ ॥৩২॥

অন্বয়—অর্জ্জুন ! (হে অর্জ্জুন) অহম এব (আমিই) সর্গাণাং (আকাশাদি সৃষ্টবস্তু সকলের) আদিঃ অন্তঃ মধ্যঃ চ (আদি অন্ত ও মধ্য) বিদ্যানাং (বিদ্যা সকলের মধ্যে) অধ্যাত্মবিদ্যা (আত্মবিদ্যা) অহং (আমি) প্রবদতাং (তর্ক বা বিচারকগণের) বাদঃ (তত্ত্বনিরূপণ ফল) ।।৩২।।

আকাশাদি-সৃষ্টবস্তুগণের মধ্যে আমি আদি, অন্ত ও মধ্য ; সমস্ত-বিদ্যার মধ্যে আমি অধ্যাত্মবিদ্যা অর্থাৎ স্ব-স্বরূপজ্ঞান ; স্বপক্ষ-স্থাপন ও পরপক্ষদূষণাদিরূপ জল্প-বিতণ্ডাদিকারী-দিগের মধ্যে আমি বাদ অর্থাৎ তত্ত্বনির্ণয় ॥৩২॥

তাৎপর্য্য —

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, আমি বিদ্যাসমূহের মধ্যে অধ্যাত্মবিদ্যা। মানুষ বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালন দ্বারা নানা স্থান হইতে যে সকল জ্ঞাতব্য তত্ত্বের শিক্ষা লাভ করে তাহাই তাহাদের বিদ্যা। শাস্ত্রকারগণ চতুর্দ্দশপ্রকার বিদ্যার উল্লেখ করিয়াছেন যথা—' অঙ্গানি বেদাশ্চত্বারো মীমাংসান্যায় এব চ। ধর্ম্মশাস্ত্রং পুরাণঞ্চ বিদ্যাহ্যেতাশ্চতুর্দ্দশ ॥ ' ইহার অর্থ এই যে, শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, জ্যোতিষ, নিরুক্ত, ছন্দ—এই ছয় বেদাঙ্গ, ঋক্, সাম, যজু, অথর্ব্ব— এই চারিবেদ, মীমাংসা, ন্যায়, ধর্ম্মশাস্ত্র ও পুরাণ—এইগুলি চতুর্দ্দশ বিদ্যা নামে পরিচিত। এইসব বিদ্যা ধর্ম্মমার্গ দেখাইয়া দেয় এবং সর্ব্ব প্রকারে মানবের জীবনধারণের সহয়তা করে। কিন্তু যে বিদ্যা প্রভাবে মানুষ অমরত্ব লাভ করে এবং যে বিদ্যার বলে সাধক পরব্রহ্ম-পূর্ণজ্ঞান লাভ করে, যে বিদ্যার দ্বারা মানুষ ভববন্ধন বিনির্ম্মুক্ত হইয়া জনম-মরণকে অতিক্রম করে সেই অধ্যাত্ম বিদ্যা, সকল বিদ্যা অপেক্ষা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ এবং অবলম্বনীয়। এইজন্য ভগবান আপনাকে অধ্যাত্মবিদ্যারূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও উপনিষদ সমূহ অধ্যাত্ম-

বিদ্যা প্রাপক বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে ॥৩২॥

অক্ষরাণামকারোঽস্মি দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ।
অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাহং বিশ্বতোমুখঃ ॥৩৩॥

অন্বয়—[আমি] অক্ষরাণাং (অক্ষর বা বর্ণসকলের মধ্যে) অকারঃ অস্মি (অ-কার হই) সামাসিকস্য চ (সমাসসকলের মধ্যে) দ্বন্দ্বঃ (দ্বন্দ্ব-সমাস) অহম্ এব (আমিই) অক্ষয়ঃ (প্রবাহস্বরূপ) কালঃ (অনন্ত কাল) অহ (আমি) বিশ্বতোমুখঃ (সর্ব্বকর্ম্ম-ফলবিধানকর্ত্তাদিগের মধ্যে) ধাতা (বিধাতা) ॥৩৩॥

অক্ষর-সকলের মধ্যে আমি অ-কার, সমাসগণের মধ্যে আমি দ্বন্দ্ব-সমাস, সংহর্ত্তাদিগের মধ্যে আমি মহাকাল—রুদ্র, স্রষ্টৃগণের মধ্যে আমি ব্রহ্মা ॥৩৩॥

মৃত্যুঃ সর্ব্বহরশ্চাহমুদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম্।
কীর্ত্তিঃ শ্রীর্ব্বাক্ চ নারীণাং স্মৃতির্ম্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা ॥৩৪॥

অন্বয়—অহং (আমি) [সংহর্ত্তাদিগের মধ্যে] সর্ব্বহরঃ মৃত্যুঃ (সর্ব্ব-সংহারক মৃত্যু) ভবিষ্যতাং (ভাবিবস্তুসকলের মধ্যে) উদ্ভবঃ (অভ্যুদয়) নারীণাং (নারীদিগের মধ্যে) কীর্ত্তিঃ, শ্রীঃ, বাক্ (কীর্ত্তি, শ্রী, বাণী) [তথা] স্মৃতিঃ মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা (স্মরণ, ধীশক্তি, ধৈর্য্য ও ক্ষমা) ॥৩৪॥

হরণকারীদিগের মধ্যে আমি সর্ব্বহর মৃত্যু, ভাবি-বস্তুগণের মধ্যে আমি উদ্ভব, নারীদিগের মধ্যে আমি কীর্ত্তি, শ্রী ও বাণী তথা স্মৃতি, মেধা, ধৃতি, ক্ষমা এবং মৃত্যাদি ধর্ম্মপত্নী ॥৩৪॥

তাৎপর্য্য—

শ্রীভগবান্ মৃত্যুদিগের মৃত্যু এবং উদ্ভব অর্থাৎ পুনরুত্থান

বা পুনরাবির্ভাবের তিনি উদ্ভব। মৃত্যু অর্থাৎ মারক অসংখ্য-প্রায় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কীট হইতে অতিকায় বন্যজন্তু পরস্পর পরস্পরের মারক। বিবিধ ব্যাধি ও দৈবদুর্ঘটনা জীবের নিত্য সংহারক। সেই সকল সংহারকেরও সংহারক শ্রীভগবান্। সুতরাং এস্থলে কল্পনা করা যায় যে, আপনাকে সর্ব্বহর মৃত্যুরূপে উল্লেখ করিয়া শ্রীভগবান্ ইহাই ব্যক্ত করিয়াছেন তিনি সকল মৃত্যুর মধ্যে পরম মৃত্যু অর্থাৎ যত প্রকার মারক আছে সেইসব শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে।

সৃষ্টি পরস্পরের সাহায্য সাপেক্ষ। উদ্ভবের যখন প্রথম আরম্ভ তখন পরস্পরের কোন মিলনের সম্ভাবনা দেখা যায় না। আদি স্রষ্টা বহু পদার্থের প্রাথমিক উদ্ভব না করিয়া দিলে সৃষ্টি প্রবাহ এইভাবে চলিতে পারিত না। বুঝিতে হইবে যিনি স্বয়ং সৃষ্টি করিয়া সৃষ্টির অব্যাহত গতির ব্যবস্থা করেন তিনিই সকল উদ্ভবের উদ্ভব। শ্রীভগবান্ বলিতেছেন নারীদিগের মধ্যে আমি কীর্ত্তি শ্রী, বাক্, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি ও ক্ষমা। উক্ত সপ্ত প্রকার নারীধর্ম্মের পত্নীরূপে উক্ত হইয়াছে। এই জন্যই শ্রীভগবান্ আপনাকে স্ত্রী-জাতির মধ্যে সপ্ত ধর্ম্ম-পত্নীরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন ॥৩৪॥

বৃহৎসাম তথা সাম্নাং গায়ত্রী ছন্দসামহম্।
মাসানাং মার্গশীর্ষোঽহমৃতূনাং কুসুমাকরঃ ॥৩৫॥

অন্বয়—[আমি] সাম্নাং (সাম-মন্ত্রসমূহের মধ্যে) বৃহৎ সাম (বৃহৎ সাম) ছন্দসাং (ছন্দোবদ্ধ মন্ত্রগণের মধ্যে) গায়ত্রী (গায়ত্রী মন্ত্র) মাসানাং (মাস-সমূহের মধ্যে) মার্গশীর্ষঃ (অগ্রহায়ণ) ঋতুনাং (ঋতুদিগের মধ্যে) কুসুমাকরঃ (বসন্ত) ॥৩৫॥

সামবেদের মধ্যে আমি বৃহৎ সাম, ছন্দদিগের মধ্যে আমি গায়ত্রী; মাস-গণের মধ্যে আমি অগ্রহায়ণ এবং ঋতুদিগের মধ্যে আমি বসন্ত ॥৩৫॥

তাৎপর্য্য—

(৩৫—৩১) শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিপ্রায় দ্রষ্টব্য।

দ্যূতং ছলয়তামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্।
জয়োঽস্মি ব্যবসায়োঽস্মি সত্ত্বং সত্ত্ববতামহম্ ॥৩৬॥

অন্বয়—[আমি] ছলয়তাং (বঞ্চকগণের) দ্যূতঃ (দ্যূতক্রীড়া) অস্মি (হই) অহং (আমি) তেজস্বিনাং (তেজস্বিগণের) তেজঃ (তেজঃস্বরূপ) জয়ঃ অস্মি (বিজয়গণের জয়স্বরূপ) ব্যবসায়ঃ অস্মি (উদ্যমশীলগণের উদ্যমস্বরূপ) অহং (আমি) সত্ত্ববতাং (সত্ত্ববান্ সাত্ত্বিকগণের) সত্ত্বং (সত্ত্ব বা বলস্বরূপ) ॥৩৬॥

পরস্পর-বঞ্চনকারিগণের মধ্যে আমি দ্যূতক্রীড়া, তেজস্বীদিগের মধ্যে আমি তেজঃ, উদ্যমবান্ পুরুষদিগের মধ্যে আমি জয় ও ব্যবসায় এবং বলবান্ দিগের মধ্যে আমি বল ॥৩৬॥

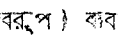

বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ।
মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনাঃ কবিঃ ॥৩৭॥

অন্বয়—[আমি] বৃষ্ণীনাং (বৃষ্ণিগণের মধ্যে) বাসুদেবঃ অস্মি (শ্রীবাসুদেব হই) পাণ্ডবানাং (পাণ্ডবগণ-মধ্যে) ধনঞ্জয়ঃ (শ্রীঅর্জ্জুন) মুনীনাম অপি (মুনিগণেরও মধে) অহং (আমি) ব্যাসঃ (শ্রীব্যাসদেব) কবীনাং (শাস্ত্রদর্শিগণের মধ্যে) উশনাঃ কবিঃ (পণ্ডিত শুক্রাচার্য্য) ॥৩৭॥

বৃষ্ণিগণের মধ্যে বাসুদেব, অর্থাৎ বলদেব, পাণ্ডবদিগের মধ্যে আমি ধনঞ্জয়, মুনিগণের মধ্যে আমি ব্যাস এবং কবিদিগের মধ্যে আমি শুক্রাচার্য্য ॥৩৭॥

দণ্ডো দময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্।
মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্ ॥৩৮॥

অন্বয়—[আমি] দময়তাং (দমনকর্ত্তাদিগের মধ্যে) দণ্ডঃ অস্মি (দণ্ড হই) জিগীষতাং (জয়াভিলাষিগণের মধ্যে) নীতিঃ অস্মি (সামাদি নীতি) গুহ্যানাং চ (এবং গোপনীয় ধর্ম্মমধ্যে) মৌনং অস্মি (মৌনভাব হই) অহং (আমি) জ্ঞানবতাং (জ্ঞানিগণের) জ্ঞানং (জ্ঞান) ॥৩৮॥

দমনকারীদিগের মধ্যে আমি দণ্ড, জয়াভিলাষকারীদিগের মধ্যে নীতি, গুহ্যধর্ম্মের মধ্যে আমি মৌন এবং জ্ঞানবানদিগের মধ্যে আমি জ্ঞান ॥৩৮॥

যচ্চাপি সর্ব্বভূতানাং বীজং তদহমর্জ্জুন।
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্ ॥৩৯॥

অন্বয়—অর্জ্জুন ! (হে অর্জ্জুন !) যৎ চ অপি (যাহাই) সর্ব্বভূতানাং (সমস্ত প্রাণীর) বীজং (উদ্ভবকারণ) তৎ (তাহা) অহং (আমি) ময়া বিনা (আমা ব্যতীত) যৎ স্যাৎ (যাহা হইতে পারে) তৎ (সেরূপ) চরাচরং (স্থাবর ও জঙ্গম) [কোন] ভূতং (বস্তু বা জীব) ন অস্তি (নাই) ॥৩৯॥

সর্ব্বভূতের প্ররোহ-কারণ বীজই আমি; যেহেতু চরাচর মধ্যে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া কোন বস্তুর অস্তিত্ব থাকে না ॥৩৯॥

নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ।
এষ তূদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতের্ব্বিস্তরো ময়া ॥৪০॥

অন্বয়—পরন্তপ! (হে শত্রুপীড়ক!) মম (আমার) দিব্যানাং (অলৌকিক) বিভূতীনাং (বিভূতীসমূহের) অন্তঃ (শেষ) নাস্তি (নাই) এষঃ তু (কিন্তু এই) বিভূতেঃ (বিভূতির) বিস্তরঃ (বিস্তার) ময়া (আমা-কর্ত্তৃক) উদ্দেশতঃ (সংক্ষিপ্তভাবে) প্রোক্তঃ (কথিত হইল) ॥৪০॥

হে পরন্তপ! আমার দিব্য বিভূতিগণের অন্ত নাই; তোমার নিকট কেবল নাম মাত্র আমার বিভূতি কীর্ত্তন করিলাম ॥৪০॥

যদ্যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবঃ ॥৪১॥

অন্বয়—যৎ যৎ (যে যে) সত্ত্বং এব (বস্তুই) বিভূতিমৎ (ঐশ্বর্য্যযুক্ত) শ্রীমৎ (সৌন্দর্য্য-বিশিষ্ট) ঊর্জ্জিতং বা (অথবা কোন প্রকার প্রাচুর্য্য বা আধিক্যবিশিষ্ট) তৎ তৎ এব (তৎসমস্তই) মম (আমার) তেজোঽংশসম্ভবঃ (প্রভাবের অংশ হইতে উৎপন্ন বলিয়া) ত্বং অবগচ্ছ (তুমি জানিও ॥৪১॥

ঐশ্বর্য্যযুক্ত, সম্পত্তিযুক্ত, বলবা প্রভাবাদির আধিক্যযুক্ত যত বস্তু আছে, সে সকলকেই আমার 'বিভূতি' বলিয়া জানিবে; সে সমুদায়ই আমার প্রকৃতি-তেজাংশ-সম্ভূত ॥৪১॥

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জ্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥৪২॥

অন্বয়—অর্জ্জুন! (হে অর্জ্জুন!) অথবা [আমার বিভূতির] এতেন (এই) বহুনা (বিস্তৃত) জ্ঞাতেন (জ্ঞানে) তব (তোমার) কিং (কি প্রয়োজন?) অহং (আমি) একাংশেন (একাংশদ্বারা) ইদং (এই) কৃৎস্নং (সমস্ত) জগৎ (বিশ্ব) বিষ্টভ্য (ব্যাপিয়া) স্থিতঃ (অবস্থিত) ॥৪২॥

হে অর্জ্জুন! অধিক কি বলিব, সংক্ষেপে বক্তব্য এই যে, আমার প্রকৃতি—সর্ব্বশক্তিসম্পন্না; তাহার এক এক প্রভাব দ্বারা আমি এই সমস্ত জগতে প্রবিষ্ট হইয়া বর্ত্তমান,—জড়প্রভাব-দ্বারা জড়ীয়-সত্তায় এবং জীবপ্রভাব-দ্বারা জৈব-জগতে প্রবিষ্ট হইয়া এই সৃষ্ট-জগতে সাম্বন্ধিকভাবে বর্ত্তমান আছি ॥৪২॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি
শ্রীভগবৎগীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন
সংবাদে বিভূতিযোগনাম দশমোঽধ্যায় ॥

তাৎপর্য্য—

উপসংহারে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, হে অর্জ্জুন! এইরূপ খণ্ডিতভাবে, অংশক্রমে, স্বতন্ত্ররূপে আমার বিভূতি বোধের প্রয়োজন কি? যখন সর্ব্বত্র আমি বিরাজিত এবং আমার তেজে সকলে উদ্ভাসিত, তখন স্বতন্ত্রভাবে কত পদার্থ আমি প্রদর্শন করিব বা কতই তুমি শ্রবণ করিবে? সংক্ষেপে তোমাকে এইমাত্র বলিতেছি যে, আমি একাংশ-দ্বারা সমস্ত জগৎ ধারণ করিয়া রহিয়াছি।

শ্রীভগবান্ জগৎ ধারণ করিয়াছেন বলিয়া উহা স্বকক্ষে বিচরণ করিতেছে। তাঁহারই প্রাণে ইহা অনুপ্রাণিত।

তাঁহার চেষ্টায় ইহা চেষ্টাশীল। বিধিরুদ্রাদি চিৎ এবং অচিৎ যাবতীয় পদার্থের স্রষ্টা, পালক ও ধারকরূপে সর্ব্বত্র বিরাজমান। শ্রুতি বলিয়াছেন, "পদার্থস্য বিশ্বভূতানি" অর্থাৎ বিশ্ব ও ভূতবর্গ ভগবানের অংশ মাত্র। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ প্রদত্ত বুদ্ধিদ্বারা এই জগৎ তিনি ধরণ করিয়াছেন। এইরূপ জ্ঞানে তাঁহারই সেবা করিতে হইবে। তাঁহারই মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে হইবে ইহা দশম অধ্যায়ে কথিত হইল ॥৪২॥

॥ দশম অধ্যায় সমাপ্ত ॥

একাদশোঽধ্যায়ঃ

বিশ্বরূপ-দর্শনযোগ

অর্জ্জুন উবাচ,—

মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্।
যত্ত্বয়োক্তং বচস্তেন মোহোঽয়ং বিগতো মম ॥১॥

অন্বয়—পরমং (পরমাত্মনিষ্ঠ) গুহ্যম্ (গোপ্য) অধ্যাত্মসংজ্ঞিতং (অধ্যাত্ম—এই সংজ্ঞাযুক্ত) যৎ (যেই) বচঃ (বাক্য) ত্বয়া (তোমাকর্ত্তৃক) মদনুগ্রহায় (আমাকে অনুগ্রহ করিবার জন্য) উক্তং (কথিত হইল) তেন (তাহাদ্বারা) মম (আমার) অয়ং (এই) মোহঃ (মোহ) বিগতঃ (দূরীভূত হইল) ॥১॥

অর্জ্জুন কহিলেন,—অধ্যাত্মতত্ত্বসম্বন্ধী তোমার পরমগুহ্য উপদেশ শ্রবণ করিয়া আমার মোহ দূর হইল। তোমার অপ্রাকৃত অবিতর্ক্য পরম ভাব না জানিয়া অধ্যাত্মতত্ত্বগত ব্যক্তিরেক-চিন্তারূপ মোহদ্বারা আমি আক্রান্ত ছিলাম। এখন স্পষ্ট জানিলাম যে, তুমি সর্ব্বদা স্বরূপ-সংক্রান্ত এবং বিশ্বরূপাদি-প্রকাশক—কেবল তোমার শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের একাংশ মাত্র ॥১॥

তাৎপর্য্য—

অর্জ্জুন উবাচ—তাৎপর্য্য পূর্ব্বে শ্রীভগবান্ ব্যক্ত করিয়াছেন, তাঁহার অংশ মাত্রই এই জগত ধারণ করিয়া আছেন। আনন্দে নিমগ্ন অর্জ্জুন সর্ব্বাংশে পূর্ণপুরুষকে দর্শন কামনায় এই শ্লোকের অবতারণা করিয়াছেন ॥১॥

ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া।
ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্ ॥২॥

অন্বয়—কমলপত্রাক্ষ! (হে কমললোচন!) হি (যেহেতু) ত্বত্তঃ (তোমার নিকট হইতে) ভূতানাং (প্রাণিগণের) ভবাপ্যয়ৌ (উৎপত্তি ও লয়ের বিষয়) ময়া (আমকর্ত্তৃক) বিস্তরশঃ (পুনঃ পুনঃ) শ্রুতৌ (শ্রুত হইল) [এবং তোমার] অব্যয়ং (নিত্য) মহাত্মম্ অপি (মহিমাও [শ্রুত হইল] ॥২॥

হে কমলপত্রাক্ষ! আমি তোমার ভূতসকলের সৃষ্টি ও সংহারসম্বন্ধী সাম্বাধিক ভাব ও অব্যয় মাহাত্ম্যরূপ স্বরূপগত ভাব, এতদুভয়-তত্ত্বই বিস্তৃত-ভাবে অবগত হইলাম ॥২॥

তাৎপর্য্য—

'কমল পত্রাক্ষ' বাক্য-দ্বারা সূচিত হইতেছে যে, শ্বেত অথচ লোহিত আভা ও রেখাযুক্ত সুবিস্তৃত বিশাল নয়ন, ইহার দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অর্জ্জুনের অনুরাগ ব্যক্ত হইতেছে। তিনি বিশ্বরূপ দর্শন লোলুপ হইয়াও শ্রীকৃষ্ণের ভুবনমোহন রূপের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছেন ॥২॥

এবমেতদ্‌যথাত্থ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর।
দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম ॥৩॥

অন্বয়—পরমেশ্বর! (হে পরমেশ্বর!) ত্বং (তুমি) আত্মানং (নিজের বিষয়) যথা (যেরূপ) আত্থ (বলিতেছ) এতৎ (তাহা) এবং (এইরূপ) পুরুষোত্তম! (হে পুরুষোত্তম!) [অথাপি] তে (তোমার) ঐশ্বরং (ঐশ্বরিক) রূপং (রূপ) দ্রষ্টুং (দর্শন করিতে) ইচ্ছামি (ইচ্ছা করি) ॥৩॥

হে পুরুষোত্তম! হে পরমেশ্বর! তোমার স্বরূপতত্ত্ব লক্ষ্য করিতেছি, কিন্তু আপাততঃ সৃষ্টিসময়ে তোমার স্বরূপকে তুমি যেরূপে জগন্মধ্যস্থ করিয়াছ, তোমার সেই ঐশ্বর-রূপ আমি দেখিতে ইচ্ছা করি ॥৩॥

তাৎপর্য্য—

এই শ্লোকে শ্রীভগবানের পুরুষোত্তম শব্দের দ্বারা 'সর্ব্ব-শক্তিমত্তা ও সর্ব্বান্তর্য্যামিত্ব" সূচিত হইতেছে। যিনি হৃদয়ের মর্ম্মজ্ঞ অন্তর্য্যামী পুরুষ, যাঁহার অগোচর কোন ব্যাপার বা কোন স্থান নাই, তাঁহার নিকট হৃদয়ের ভাব লুকাইয়া রাখা সম্ভবপর নহে। ইহার দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, অর্জ্জুন সরলভাবে কেবল কৌতূহল যুক্ত হইয়া বিশ্বরূপ দর্শনের প্রার্থী হইয়াছেন। পূজ্যপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু একটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়াছেন, যথা—মধুর রস যাঁহারা আস্বাদন করিয়া থাকেন, তাঁহাদের যেমন কখনও কখনও কটুরস সেবনের আকাঙ্ক্ষা জন্মে তদ্রূপ শ্রীভগবানের মধুর প্রেম আস্বাদনকারী অর্জ্জুনের হৃদয়ে তাঁহার বিভূতি ও বিশ্বরূপ দর্শনের আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছে। যে ব্যক্তি ভগবানের মাধুর্য্যরস আস্বাদন করিয়া বিমল আনন্দ উপভোগ করে, তাহার পক্ষে বাহ্য নয়নের রূপ দর্শন বা বিভূতি-জ্ঞানের কোন প্রয়োজন হয় না। তথাপি বারেক আস্বাদ পরিবর্ত্তনের জন্য দর্শন কামনার উদ্ভব হওয়া অসঙ্গত নহে ॥৩॥

মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো।
যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্ ॥৪॥

অন্বয় -প্রভো ! (হে প্রভো !) তৎ (সেই ঐশ্বর্যযুক্তরূপ) ময়া (আমি) দ্রষ্টুং (দর্শন করিতে) শক্যং (সমর্থ) ইতি (ইহা) যদি মন্যসে (মনে কর) ততঃ (তাহা হইলে) যোগেশ্বর ! (হে সর্বশক্তিমান্) ত্বং (তুমি , অব্যয়ম্ (নিত্য) আত্মানং (স্বয় রূপ) দর্শয় (দর্শন করাও) ॥৪॥

জীব —অনুচৈতন্য, অতএব বিভূচৈতন্যের ক্রিয়া সম্যক্ লক্ষ করিতে পারে না ; আমি — জীব, তোমার অনুগ্রহ-বশতঃ তোমার স্বরূপ-তত্ত্বে অধিকার লাভ করিয়াও জীব চিন্তাতীত তোমার ঐশ্বর-স্বরূপের পরিমাণে সমর্থ নই। যোগেশ্বর তুমি—আমার প্রভু ; তোমার অচিন্ত্য শক্তিক্রমে তোমার যোগৈশ্বর্য [যাহা—স্বরূপতঃ অব্যয় ও চিৎস্বরূপ] আমাকে দেখাও ॥৪॥

তাৎপর্য্য—

যিনি যোগেশ্বর, ভগবৎদর্শনের অধিকার অর্জ্জুনের আছে কি না তাহার সম্যক বিচার, তাঁহার ন্যায় আর কে করিতে পারে? পূজ্যপাদ শ্রীমদবলদেব বিদ্যাভূষণ ও শ্রীমদবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী 'যোগেশ্বর' শব্দে অন্য সার্থকতা প্রদর্শন করিয়াছেন। যদি ভগবৎদর্শনে অর্জ্জুনের যোগ্যতা না থাকে তাহা হইলে যোগেশ্বরের শক্তি তদ্দর্শনের হেতুভূত হইবে ॥৪॥

শ্রীভগবান উবাচ—

পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ।
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ॥৫॥

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান বলিলেন) পার্থ ! (হে অর্জ্জুন !) মে (আমার) নানাবিধানি (নানাপ্রকার) নানাবর্ণাকৃতীনি চ

(বিবিধবর্ণ ও আকৃতিবিশিষ্ট) দিব্যানি (অলৌকিক) শতশঃ (শত শত) অথ (ও) সহস্রশঃ (সহস্র সহস্র) রূপাণি(রূপসমূহ) পশ্য (দেখ) ॥৫॥

ভগবান্ কহিলেন, হে পার্থ ! তুমি আমার যোগৈশ্বর্য্য দেখ ; আমার শত-শত ও সহস্র-সহস্র নানাবিধ দিব্যরূপ এবং নানা বর্ণ আকৃতি প্রত্যক্ষ কর ॥৫॥

তাৎপর্য্য—

শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিপ্রায় দ্রষ্টব্য ।

পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা ।
বহূন্যদৃষ্টপূর্ব্বাণি পশ্যাশ্চর্য্যাণি ভারত ॥৬॥

অন্বয়—ভারত ! (হে ভরতকুলনন্দন !) আদিত্যান্ (আদিত্যগণ) বসূন্ (বসুগণ) রুদ্রান্ (রুদ্রগণ) অশ্বিনৌ (অশ্বিনীকুমারদ্বয়) তথা (এবং) মরুতঃ (ঊনপঞ্চাশৎ বায়ু) পশ্য (দর্শন কর) অদৃষ্টপূর্ব্বাণি (পূর্ব্বে অদৃষ্ট) বহূনি (বহু) আশ্চর্য্যানি (অদ্ভুত রূপসমূহ) পশ্য (দর্শন কর) ॥৬॥

হে ভারত ! আদিত্যসকল, বসুসকল, রুদ্রসকল, অশ্বিনী-কুমারদ্বয় ও মরুৎসকল এবং অনেক অদৃষ্টপূর্ব্ব আশ্চর্য্য রূপ দেখ ॥৬॥

তাৎপর্য্য—

যিনি সকল সাধনার শেষ, যিনি ভক্তের পরম ধ্যেয়, যিনি আরাধ্যগণেরও আরাধ্য, তাঁহাকেই যখন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে তখন তদাশ্রিত, তৎসৃষ্ট এবং তদ্ অধীন প্রত্যেক পদার্থই নয়ন গোচর হইবে তখন আদিত্য রুদ্র কেন যে বস্তুর

রূপ কখনও কল্পণা পথে উদিত হয় নাই তৎসমূহও দেখা যাইবে ॥৬॥

ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্।
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদ্দ্রষ্টুমিচ্ছসি ॥৭॥

অন্বয়—গুড়াকেশ! (হে জিতনিদ্র!) ইহ (এই) মম (আমার) দেহে (শরীরে) একস্থং (একস্থানে স্থিত) সচরাচরং (স্থাবর-জঙ্গমসহ) কৃৎস্নং (সমস্ত) জগৎ (বিশ্ব) অদ্য (আজই) পশ্য (দর্শন কর) যৎ চ অন্যৎ (এবং অন্য যাহা কিছু) দ্রষ্টুম্ (দর্শন করিতে) ইচ্ছসি (ইচ্ছা কর) [তাহাও দর্শন কর] ॥৭॥

সচরাচর জগৎ ও যাহা কিছু দেখিতে চাও, সমস্তই আমার এই ঐশ্বর রূপস্থ। অতএব হে গুড়াকেশ! সেই সমুদায়ই তুমি আমার কৃষ্ণ স্বরূপের একদেশে দর্শন কর ॥৭॥

তাৎপর্য্য—

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, হে অর্জ্জুন! আমার এই বিশ্বরূপমধ্যে সমস্ত জগৎ দেখিতে পাইবে। যাহা পর্য্যটকেরা বহুকালে দর্শন করিয়া সমাপ্ত করিতে পারে, যাহা সংসার ত্যাগী পরিব্রাজকেরা হাজার বছরে দেখিয়াও শেষ করিতে পারেন না, তুমি আমার শরীরে সেই সমস্ত এখনই দেখিতে পাইবে। সুতরাং হে জিতনিদ্র! অতন্দ্রিত ভাবে আমার রূপ দর্শন করিলে সকল ব্যাপার দেখিতে পাইবে। আমাকে সৃষ্টির আদি কারণ বলিয়া হৃদয়ঙ্গম করিবে। মনে যত প্রকার

আকঙ্ক্ষা আছে, তাহা তিরোহিত হইবে। আমি যে জয়-পরাজয় প্রভৃতির নিদান তাহাও বুঝিতে পারিবে।

শৈশব কালে ক্রীড়াচ্ছলে শ্রীকৃষ্ণ জননী যশোদা দেবীকে বদন-গহ্বরে ব্রহ্মাণ্ড প্রদর্শন করাইয়াছিলেন। তাঁহার প্রত্যেক লোমকূপে জগতের বিদ্যমানতা অনেকস্থলে প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই ভগবান্ অদ্য ভক্তোত্তম অর্জ্জুনকে বিশ্বরূপ প্রদর্শনের মাধ্যমে এক স্থানে সমস্ত জগৎ, জগৎবাসী জীবগণের অবস্থান্তর ঘটিত যাবতীয় ব্যাপার প্রদর্শন করিতে উদ্যত হইয়াছেন এবং বলিতেছেন হে জিতনিদ্র অর্জ্জুন! "তুমি সাবধানে সমস্ত ব্যাপার পর্য্যবেক্ষণ কর" ॥৭॥

ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ॥৮॥

অন্বয়—অনেন (এই) স্ব চক্ষুষা এব (নিজ চক্ষুদ্বারাই) মাং (আমাকে) দ্রষ্টুং (দর্শন করিতে) ন শক্যসে (সক্ষম হইবে না) [তাই] তে (তোমাকে) দিব্যম্ চক্ষুঃ (দিব্য চক্ষু) দদামি (দিতেছি) মে (আমার) ঐশ্বরং (ঐশ্বরিক) যোগং (অঘটন-ঘটনসামর্থ্য) পশ্য (দর্শন কর) ॥৮॥

তুমি—আমার ভক্ত, অতএব তোমার নিরুপাধিক-চক্ষুদ্বারা আমার কৃষ্ণ-স্বরূপ দর্শন করিয়া থাক। আমার যোগৈশ্বর্যময় স্বরূপটি—সার্ব্বাঙ্গিকভাব-গত, নিরুপাধিক-চক্ষুদ্বারা লক্ষিত হয় না; জড়দর্শী স্থূল চক্ষুও আমার ঐশ্বর্য্য-স্বরূপ লক্ষ করিতে পারে না। যে চক্ষু সোপাধিক, কিন্তু স্থূল নয়, তাহাকে 'দিব্যচক্ষু' বলা যায়। সেই দিব্যচক্ষু তোমাকে আমি দান করিতেছি, তদ্দ্বারা তুমি আমার ঐশ্বর-স্বরূপ দর্শন কর। যুক্তিবাদী লব্ধদিব্যচক্ষু

ব্যক্তিগণ আমার নিরুপাধিক কৃষ্ণস্বরূপ অপেক্ষা সোপাধিক ঐশ্বর-রূপে সহজেই প্রীতি-লাভ করেন ; যেহেতু তাঁহাদের নিরুপাধিক স্বচক্ষু নিমীলিত থাকে ।।৮।।

তাৎপর্য্য —

হে অর্জ্জুন ! আমি অধুনা যে রূপ প্রদর্শন করিতে উদ্যত হইতেছি তাহা ইন্দ্রজাল বা মায়াময় মনে করিও না। আমার এই রূপ সচ্চিদানন্দ এবং সমস্ত জগৎ তাহার ভিতর অবস্থিত, কিন্তু অতীন্দ্রিয়ত্ব হেতু তাহা দর্শন ও ধারণা করিতে লোকের সামর্থ নাই। তুমি এই প্রাকৃতিক চক্ষু দ্বারা চিদ্ঘন রূপ দর্শন করিতে সক্ষম হইবে না। তোমাকে অপ্রাকৃতিক চক্ষু দান করিতেছি। তাহার দ্বারা আমার স্বরূপ দর্শন কর। প্রাকৃত মানবধর্ম্মাক্রান্ত অর্জ্জুন কেন অপ্রাকৃত দর্শনশক্তি প্রাপ্ত হইতেছেন এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে কথিত হইতেছে যে, তিনি ও শ্রীকৃষ্ণ পূর্ব্বকালে নরনারায়ণ রূপে একত্র লীলা প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং বহুবিধ কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। ধনঞ্জয় শ্রীভগবানের পার্ষদরূপে বিরাজমান ছিলেন। এই সকল কারণে তিনি নর হইলেও তাহাদিগের ন্যায় চর্ম্মচক্ষু ধারী নহেন যে, ভাগ্যবান্ অর্জ্জুন নিরন্তর ভগবানের মাধুর্য্য স্বচক্ষে দর্শন করিয়া উপভোগ করিতেছেন, ভগবানের অংশ-মাত্র দর্শনার্থ দিব্যচক্ষু তাহাকে কেন গ্রহণ করিতে হইতেছে ? যে চক্ষু শ্রীভগবানের অপূর্ব্ব সুললিত নরলীলা সম্ভোগে নিয়ত নিরত সে চক্ষু কখনও শ্রীভগবানের দেবলীলা রূপ ঐশ্বর্য্য দর্শনে প্রবৃত্ত হইতে ইচ্ছা করে না। সে ব্যক্তির

বাসনা সতত শুভ্র শর্করা আস্বাদন করিয়া থাকে, সে গুড়খণ্ড আস্বাদনের প্রয়াসী কেন হইবে? অতএব ইহাই বুঝিতে হইবে যে অর্জ্জুনের প্রার্থনা অনুযায়ী এবং তাঁহার দেবলীলা দর্শনাকাঙ্ক্ষা জানিয়া শ্রীভগবান্ তাহাকে দিব্যচক্ষু প্রদান করিলেন ॥৮॥

সঞ্জয় উবাচ,—

এবমুক্ত্বা ততো রাজন্ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ।
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্ ॥৯॥

অন্বয়—সঞ্জয় উবাচ (সঞ্জয় কহিলেন) রাজন্! (হে রাজন্!) মহাযোগেশ্বরঃ (মহাযোগেশ্বর) হরিঃ (শ্রীহরি) এবং (এইরূপ) উক্ত্বা (বলিয়া) ততঃ (তারপর) পার্থায় (পার্থকে) পরমম্ (পরম) ঐশ্বরং (ঐশ্বরিক) রূপং (রূপ) দর্শয়ামাস (দর্শন করাইলেন) ॥৯॥

সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন,—হে রাজন! মহাযোগেশ্বর হরি এই প্রকার উক্তি করিয়া অর্জ্জুনকে পরম ঐশ্বর্য্য-রূপ দেখাইলেন ॥৯॥

তাৎপর্য্য—

৯—১১ শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিপ্রায় দ্রষ্টব্য

অনেকবক্ত্রনয়নমনেকাদ্ভুতদর্শনম্।
অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্ ॥১০॥

দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্।
সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্ ॥১১॥

অন্বয়—অনেকবক্ত্রনয়নম্ (বহু মুখ চক্ষুবিশিষ্ট) অনেকাদ্ভুতদর্শনম (তাহাতে বহু আশ্চর্য্যের সমাবেশ) অনেকদিব্যাভরণং (বহু অলৌকিক অলঙ্কারে ভূষিত) দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্ (বহু দিব্যাস্ত্রধারী) দিব্যমাল্যাম্বরধরং (দিব্য মাল্য ও বস্ত্রে সুশোভিত) দিব্যগন্ধানুলেপনম্ (দিব্যগন্ধে অনুলিপ্ত) সর্ব্বাশ্চর্য্যময়ং (সকলপ্রকার আশ্চর্য্যপূর্ণ) দেবম্ (উজ্জ্বল) অনন্তং (অসীম) বিশ্বতোমুখম্ (সর্ব্বব্যাপী) ॥১০-১১॥

সেই মূর্ত্তিতে অনেক বক্ত্র-নয়ন, অদ্ভুতদর্শন, অনেক দিব্য আভরণ ও অনেক দিব্য-অস্ত্র ছিল। দিব্য-মালা ও বস্ত্র-শোভিত, দিব্যগন্ধানুলিপ্ত, সর্ব্বাশ্চর্য্যময়, সর্ব্বত্রাবস্থিত অনন্ত-মূর্ত্তি পরিদৃষ্ট হইল ॥১০-১১॥

দিবি সূর্য্যসহস্রস্য ভবেদ্যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ ॥১২॥

অন্বয়—দিবি (আকাশে) সূর্য্যসহস্রস্য (সহস্র সূর্য্যের) ভাঃ (কান্তি) যদি যুগপৎ (একই কালে) উত্থিতা ভবেৎ (উদিত হয়) [তাহা হইলে] সা (সেই কান্তি) তস্য (সেই) মহাত্মনঃ (বিশ্বরূপের) ভাসঃ (দীপ্তির) সদৃশী (তুল্য) স্যাৎ (হইতে পারে) ॥১২॥

যদি কখনও সহস্র-সূর্য্য এককালে উদিত হয়, তবেই উহা সেই মহাত্মা বিশ্বরূপের কতক তেজঃসদৃশ হইতে পারে ॥১২॥

তাৎপর্য্য—

মূলে 'যদি' শব্দের উল্লেখ আছে। তাহার দ্বারা ইহাই

সূচিত হইতেছে যে একত্র প্রকাশিত সহস্র সূর্য্যের প্রভা ভগবৎ প্রভার সমতুল্য হয়, যদি বা নাও হয় অর্থাৎ সেই মহাত্মার প্রভার তুলনায় সহস্র সূর্য্যের তেজও ন্যূন হইবে বলিয়া অর্জ্জুনের ধারণা ॥১২॥

তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা।
অপশ্যদ্দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা ॥১৩॥

অন্বয়—তদা (তখন) পাণ্ডবঃ (অর্জ্জুন) দেবদেবস্য (পরমদেবতা কৃষ্ণের) তত্র শরীরে (সেই দেহে) অনেকধা (অনেক প্রকারে) প্রবিভক্তং (প্রকৃষ্টরূপে বিভক্ত) কৃৎস্নং (সমস্ত) জগৎ (বিশ্বকে) একস্থম (একস্থানে স্থিত) অপশ্যৎ (দর্শন করিলেন) ॥১৩॥

তখন অর্জ্জুন সেই পরমদেবের শরীরে অনন্ত জগৎ একত্র স্থিত ও অনেকরূপে বিভক্ত নিরীক্ষণ করিলেন ॥১৩॥

তাৎপর্য্য—

১৩—১৪ শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিপ্রায় দ্রষ্টব্য

ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ।
প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত ॥১৪॥

অন্বয়—ততঃ (তাহার পর) সঃ (সেই) ধনঞ্জয়ঃ (অর্জ্জুন) বিস্ময়াবিষ্টং (আশ্চর্য্যান্বিত) হৃষ্টরোমা (পুলকিত-শরীর হইয়া) শিরসা (নত-মস্তকে) প্রণম্য (প্রণাম করিয়া) কৃতাঞ্জলিঃ (করজোড়ে) দেবং (শ্রীকৃষ্ণং) অভাষত (বলিতে লাগিলেন) ॥১৪॥

তখন বিস্মিত ও হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয় প্রণতিপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া কহিতে লাগিলেন ॥১৪॥

অর্জ্জুন উবাচ,—

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে
সর্ব্বাংস্তথা ভূতবিশেষসংঘান্।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থ-
মৃষীংশ্চ সর্ব্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্ ॥১৫॥

অন্বয় - অর্জ্জুনঃ উবাচ (অর্জ্জুন বলিলেন) দেব ! (হে দেব !) তব (তোমার) দেহে (শরীরে) সর্ব্বান্ (সমস্ত) দেবান্ (দেবগণকে) ভূতবিশেষসংঘান্ (সমস্ত জরায়ুজ অণ্ডজ প্রভৃতি প্রাণিসমূহ) কমলাসনস্থম্ (পদ্মাসনোপবিষ্ট) ঈশং (প্রভু) ব্রহ্মাণং (ব্রহ্মাকে) সর্ব্বান্ (সমস্ত) দিব্যান্ (দিব্য) ঋষীন্ চ (ঋষিবৃন্দ) উরগান্ চ (এবং সর্পগণকে) পশ্যামি (দেখিতেছি) ॥১৫॥

হে দেব ! তোমার দেহে সমস্ত দেবতা, সমস্ত ভূতসঙ্ঘ, চতুর্ম্মুখ, কমলাসনস্থ ব্রহ্মান্তর্যামী (গর্ভোদশায়ী) ঈশ, সমস্ত ঋষিগণ ও উরগগণকে দেখিতেছি ॥১৫॥

তাৎপর্য্য —

শ্রীভগবানের অদ্ভুত বিশ্বরূপ দর্শনে বিস্মিত অর্জ্জুন ভক্তি গদগদ কণ্ঠে কহিতে লাগিলেন, হে ভগবান্ ! আমি তোমার এই বিশ্বরূপ বিরাট শরীরে ইন্দ্রাদি সকল দেবতাদের দেখিতে পাইতেছি, আর তোমার এই শরীরে ভৌতিক পদার্থ সমূহের সমাবেশ দেখিতে পাইতেছি। জরায়ুজ, অণ্ডজ, স্বেদজ বিবিধ প্রাণী তোমার এই অদ্ভুত কলেবরে রহিয়াছে

অধিকন্তু তোমার এই কল্পনাতীত শরীরে নাভিপদ্মরূপ পদ্মাসনে উপবিষ্ট ব্রহ্মাকেও দেখিতেছি। তোমার এই বিশ্বরূপে বশিষ্টাদি ঋষিগণকে, তক্ষক, বাসুকী প্রভৃতি দিব্য সর্প-সমূহকে দর্শন করিতেছি ॥১৫॥

অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং
পশ্যামি ত্বাং সর্ব্বতোঽনন্তরূপম্।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ॥১৬॥

অন্বয়—বিশ্বেশ্বর! (হে বিশ্বপতি!) বিশ্বরূপ! (হে বিরাটরূপিন্!) অনেকবাহূদর-বক্ত্রনেত্রম্ (অনেক বাহু উদর মুখ চক্ষুবিশিষ্ট) অনন্তরূপম্ (অনন্তরূপী) ত্বাং (তোমাকে) সর্ব্বতঃ (সর্ব্বদিকে) পশ্যামি (দেখিতেছি) পুনঃ (কিন্তু) তব (তোমার) ন আদিং (না আদি) ন মধ্যং (না মধ্য) ন অন্তং (না শেষ) পশ্যামি (দেখিতেছি) ॥১৬॥

হে বিশ্বেশ্বর! হেবিশ্বরূপ! তোমার শরীরে অনেক বাহু, উদর, বক্ত্র, নেত্র ও সর্ব্বব্যাপী অনন্তরূপ দেখিতেছি; তোমার অন্ত, মধ্য ও আদি দেখিতে পাই না ॥১৬॥

তাৎপর্য্য—

মূলে 'বিশ্বরূপ' ও 'বিশ্বেশ্বর, এই দুইটি সম্বোধন পদ প্রযুক্ত হইয়াছে। যাঁহার রূপ অনন্ত তিনিই বিশ্বরূপ। যিনি স্থাবর জঙ্গমাত্মক অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি তিনিই বিশ্বেশ্বর।

ভক্তি, আনন্দ, বিস্ময় এবং আগ্রহের আতিশয্যে অর্জ্জুন এই বাক্যে শ্রীভগবানকে সম্বোধন করিয়াছেন ॥১৬॥

কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ
তেজোরাশিং সর্ব্বতো দীপ্তিমন্তম্।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তাদ্-
দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্ ॥১৭॥

অন্বয়—কিরীটিনং (মুকুটধারী) গদিনং (গদাযুক্ত) চক্রিনং চ (ও চক্রধারী) তেজোরাশিং (তেজোরাশিরূপ) সর্ব্বতঃ (সকলদিকে) দীপ্তিমন্তম্ (দীপ্তিমান) দীপ্তানলার্কদ্যুতিং (প্রজ্জ্বলিত অগ্নি ও সূর্য্যের প্রভাশালী) [অতএব] দুর্নিরীক্ষ্যং (দুর্দ্দর্শনীয়) অপ্রমেয়ম্ (অনির্দ্দেশ্য) ত্বাং (তোমাকে) সমন্তাৎ (চতুর্দ্দিকে) পশ্যামি (দেখিতেছি) ॥১৭॥

তোমার মূর্ত্তি—দুর্নিরীক্ষ্য, সম্যক্ প্রদীপ্ত, অনলার্ক-দ্যুতিস্বরূপ ও অপ্রমেয়; তাহাতে নানাবিধ কিরীট, গদা, চক্র ও তেজোরাশী সর্ব্বদিকে দীপ্তিমান্ হইয়াছে ॥১৭॥

তাৎপর্য্য—

শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিপ্রায় দ্রষ্টব্য।

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা
সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে ॥১৮॥

অন্বয়—[অতএব] মে মতঃ (আমার মত অর্থাৎ আমি মনে করি) ত্বং (তুমি) বেদিতব্যং (জ্ঞেয়) পরমং অক্ষরং (পরব্রহ্ম) ত্বং (তুমি) অস্য বিশ্বস্য (এই জগতের) পরমং নিধানং (পরমাশ্রয়) ত্বং (তুমি) অব্যয়ঃ (নিত্য) শাশ্বতধর্ম্মগোপ্তা (সনাতন ধর্ম্মের পালনকর্ত্তা) ত্বং (তুমি) সনাতনঃ পুরুষঃ (সনাতন পুরুষ) ॥১৮॥

তুমি—পরম জ্ঞাতব্য অক্ষর-তত্ত্ব, তুমি—এই বিশ্বের পরম আশ্রয়, তুমি—অব্যয়, তুমি—সনাতন-ধর্ম্মরক্ষক ও সনাতন পুরুষ ॥১৭॥

তাৎপর্য্য—

পূজ্যপাদ শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর 'নিধান' শব্দে 'লয়স্থান' এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। লয়স্থান অর্থেও চরমের আশ্রয় অর্থাৎ শেষাশ্রয় এইরূপ উপলব্ধি করা হয়। কেবলাশ্রয় অর্থগ্রহণ করিলে তাহাকে অতীতের, বর্ত্তমানের এবং ভবিষ্যতের আশ্রয় বলিয়া প্রতীতি জন্মে ।১৮॥

অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্য-
মনন্তবাহুং শশিসূর্য্যনেত্রম্ ।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং
স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্ ॥১৯॥

অন্বয়—[আমি] ত্বাং (তোমাকে) অনাদিমধ্যান্তম্ (আদি, মধ্য ও অন্তরহিত) অনন্তবীর্য্যম্ (অনন্তপ্রভাবশালী) অনন্তবাহুং (অগণনীয়বাহুযুক্ত) শশিসূর্য্যনেত্রং (চন্দ্রসূর্য্যসদৃশচক্ষুবিশিষ্ট) দীপ্তহুতাশবক্ত্রং (প্রজ্বলিত

অগ্নিপূর্ণবদনরাশিযুক্ত) স্বতেজসা (স্বীয় তেজঃদ্বারা) ইদং (এই) বিশ্বং (বিশ্ব) তপন্তং (সন্তপ্ত) পশ্যামি (দেখিতেছি) ॥১৯॥

তুমি—আদি, মধ্য ও অন্ত-হীন, অনন্তবীর্য্য, অনন্তবাহু, চন্দ্রসূর্য্যরূপ নেত্রবান্ ও দীপ্তহুতাশবক্ত্র ; তুমি স্বীয় তেজোদ্বারা এই বিশ্বকে প্রতপ্ত করিতেছ ॥১৯॥

তাৎপর্য্য—

পূজ্যপাদ শ্রীলবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ও শ্রীমদ্বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু অর্জ্জুনবাক্যে স্থানে স্থানে পুনরুক্তি লক্ষ্য করিয়া তদদোষ ক্ষালনার্থ যুক্তি স্বরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। বিস্ময়ের আধিক্যে এরূপ পুনরুক্তি দোষাবহ হয় না। এ বিষয়ে শাস্ত্রের উক্তি এই যে "প্রমাদে বিস্ময়ে, হর্ষে দ্বিস্ত্রিরুক্তং ন দূষ্যতি।" অর্থাৎ প্রমাদ কালে বিস্ময়ে ও হর্ষে একই বিষয়ে দ্বিরুক্তি দোষণীয় নহে ॥১৯॥

দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি
ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্ব্বাঃ।
দৃষ্ট্বাদ্ভুতং রূপমিদং তবোগ্রং
লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্ ॥২০॥

অন্বয়—ত্বয়া (তোমা কর্ত্তৃক) একেন হি (একাই) দ্যাবাপৃথিব্যোঃ (স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের) ইদং (এই) অন্তরং (মধ্যবর্ত্তী অন্তরীক্ষকে) ব্যাপ্তং (ব্যাপ্ত রহিয়াছে) সর্ব্বাঃ (সকল) দিশঃ চ (দিক্‌সমূহও) [ব্যাপ্ত রহিয়াছে] মহাত্মন্ ! (হে বিরাট্‌পুরুষ !) তব (তোমার) ইদং (এই) অদ্ভুতম্ (আশ্চর্য্য) উগ্রং (ভীষণ) রূপং (রূপ) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) লোকত্রয়ং (ত্রিভুবন) প্রব্যথিতম্ (অতিশয় ভীত হইতেছে) ॥২০॥

তুমি এক হইয়াও আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে অন্তরীক্ষে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত; হে মহাত্মন্! তোমার এই উগ্র অদ্ভুত রূপ দেখিতেছি, ইহার দর্শনে লোকত্রয় ব্যথিত হইতেছে ॥২০॥

তাৎপর্য্য—

মূলে শ্রীভগবানের সম্বোধন স্বরূপে 'মহাত্মন' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। এই বাক্যের অর্থ বিভিন্ন আচার্য্যগণ বিভিন্ন প্রকার প্রকাশ করিয়াছেন। যাহার চিত্তের মধ্যে ক্ষুদ্রতা অর্থাৎ লঘুতা নীচতা ও সংকীর্ণতা নাই তিনিই মহাত্মা। যাহার চিত্ত সকলকে সমভাবে ধারণ করিতে সমর্থ। যাহার চিত্ত আত্ম ও পর এই প্রকার বুদ্ধি বিহীন এবং যাহার চিত্ত অহংকার ও অভিলাষ বর্জ্জিত তিনিই মহাত্মা। যিনি সাধুদিগের অভয় দাতা, যিনি সকলের আশ্রয়স্থল, যাহার মনোবৃত্তিসমূহ অপরিচ্ছেদ্য অর্থাৎ যাহার দয়া দাক্ষিণ্য অনুগ্রহ স্নেহ, ক্রোধ প্রভৃতি মানসিক বৃত্তি-সমূহ দেশ, কাল, পাত্র নির্ব্বিশেষে বিভিন্ন ভাবাপন্ন হয় না তিনিই মহাত্মা ॥২০॥

অমী হি ত্বাং সুরসঙ্ঘা বিশন্তি
কেচিদ্ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি।
স্বস্তীত্যুক্ত্বা মহর্ষিসিদ্ধসঙ্ঘা
স্তুবন্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ ॥২১॥

অন্বয়—হি (যেহেতু) আমি (এই সকল) সুরসঙ্ঘাঃ (দেবগণ) ত্বাং (তোমাতে) বিশান্তি (প্রবেশ করিতেছেন অর্থাৎ শরণ লইতেছেন) [তন্মধ্যে]

কেচিৎ (কেহ কেহ) ভীতাঃ (ভীত হইয়া) প্রাঞ্জলয়ঃ (কৃতাঞ্জলীপূর্ব্বক) গৃণন্তি (প্রার্থনা করিতেছে) মহর্ষিসিদ্ধসঙ্ঘা (মহর্ষিগণ ও সিদ্ধগণ) স্বস্তি ইতি উক্ত্বা ('স্বস্তি' বচন উচ্চারণ করিয়া) পুষ্কলাভিঃ (উত্তম) স্তুতিভিঃ (স্তুতিসমূহের দ্বারা) ত্বাং (তোমাকে) বীক্ষন্তে (দর্শন করিতেছেন) ॥২১॥

ঐ দেবতা সকল তোমার শরণাপত্তিতে প্রবেশ করিতেছে ; কেহ কেহ ভীতি-প্রযুক্ত অঞ্জলিবদ্ধ হইয়া তোমার স্তব করিতেছে, মহর্ষি সকল স্বস্তিবাদ করিতেছেন এবং পুষ্কল স্তুতি-দ্বারা তোমাকে স্তব করিতেছেন ॥২১॥

তাৎপর্য্য

(২১ ৩২) শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিপ্রায় দ্রষ্টব্য।

রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চসাধ্যা
বিশ্বেঽশ্বিনৌ মরুতশ্চোষ্মপাশ্চ।
গন্ধর্ব্বযক্ষাসুরসিদ্ধসঙ্ঘা
বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্ব্বে ॥২২॥

অন্বয়—রুদ্রাদিত্যাঃ (রুদ্র ও আদিত্যগণ), বসবঃ (বসুগণ), যে চ (এবং যাহারা) সাধ্যাঃ (সাধ্যদেবতাবর্গ), বিশ্বে (বিশ্বদেবগণ) অশ্বিনৌ (অশ্বিনীকুমারদ্বয়), মরুতঃ (মরুদ্দেবগণ) উষ্মপাঃ চ (পিতৃগণ) গন্ধর্ব্ব-যক্ষাসুরসিদ্ধসঙ্ঘাঃ (গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, অসুর ও সিদ্ধগণ) সর্ব্বে এব (সকলেই) বিস্মিতাঃ (আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া) ত্বাং (তোমাকে) বীক্ষন্তে (দর্শন করিতেছে) ॥২২॥

রুদ্র, আদিত্য, বসু, সাধ্য ও বিশ্বদেবসকল, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, মরুৎ-সকল, পিতৃলোক, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, অসুর ও সিদ্ধগণ সকলেই বিস্মিত হইয়া তোমাকে দর্শন করিতেছেন ॥২২॥

রূপং মহত্তে বহুবক্ত্রনেত্রং
মহাবাহো বহুবাহূরুপাদম্।
বহূদরং বহুদংষ্ট্রাকরালং
দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহম্॥২৩॥

অন্বয়—মহাবাহো! (মহাবলশালিন্!) তে (তোমার) বহু বক্ত্রনেত্রং (বহু মুখ ও চক্ষু বিশিষ্ট) বহুবাহূরুপাদং (বহু বাহু-উরু পাদবিশিষ্ট বহূদরং (বহু উদরবিশিষ্ট) বহুদংষ্ট্রাকরালং (বহু দন্তহেতু ভীষণ) মহৎ (বিশাল) রূপং (রূপ) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) লোকাঃ (সকল লোক) তথা অহং (এবং আমি) প্রব্যথিতাঃ [অত্যন্ত ভীত হইয়াছি] ॥২৩॥

হে মহাবাহো! তোমার বহু বক্ত্র, বহু নেত্র, বহু বাহু ও উরু পাদ, বহু উদর, বহু দংষ্ট্রাবিশিষ্ট করাল রূপ দেখিয়া লোকসকল ও আমি ব্যথিত হইতেছি ॥২৩॥

নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং
ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্।
দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা
ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিষ্ণো ॥২৪॥

অন্বয়—বিষ্ণো! (হে বিষ্ণো!) নভস্পৃশং (আকাশস্পর্শী) দীপ্তম্ (তেজোময়) অনেকবর্ণং (বহু বর্ণবিশিষ্ট) ব্যাত্তাননং (বিবৃত মুখযুক্ত) দীপ্ত বিশালনেত্রং (প্রদীপ্ত বিশাল চক্ষুবিশিষ্ট) ত্বাং (তোমাকে) দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) প্রব্যথিতান্তরাত্মা (অতিশয় ভীতবিহ্বলচিত্তে) ধৃতিং (ধৈর্য্য) শমং চ (ও শান্তি) ন বিন্দামি হি (লাভ করিতে পারিতেছি না) ॥২৪॥

হে বিশ্বব্যাপিন্! তোমার নভঃস্পর্শী দীপ্ত অনেক বর্ণ, ব্যাত্তানন ও দীপ্ত বিশাল নেত্র দৃষ্টি করিয়া ভীত ও উদ্বিগ্ন হইয়া ধৈর্য্য ও শমকে অবলম্বন

করিতে অক্ষম হইতেছি ॥২৪॥

দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি
দৃষ্ট্বৈব কালানলসন্নিভানি।
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম্ম
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥২৫॥

অন্বয়—তে (তোমার) দংষ্ট্রাকরালানি (দন্তসমূহের দ্বারা বিকট) কালানলসন্নিভানি চ (এবং প্রলয়াগ্নিসদৃশ) মুখানি (মুখসকল) দৃষ্ট্বা এব (দর্শন করিয়াই) দিশঃ (দিক্‌সমূহ) ন জানে (নির্ণয় করিতে পারিতেছি না) দেবেশ! (হে দেবেশ্বর!) জগন্নিবাস! (হে জগতের আশ্রয়!) [ত্বং (তুমি)] প্রসীদ (প্রসন্ন হও) ॥২৫॥

তোমার কালানলের ন্যায় করালদংষ্ট্রাযুক্ত মুখসকল দেখিয়া আমি দিগ্‌ভ্রমে পড়িয়াছি; কিসে সুবিধা হয়, তাহা স্থির করিতে পারি না। হে দেব! হে জগন্নিবাস! তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও ॥২৫॥

অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ
সর্ব্বে সহৈবাবনিপালসঙ্ঘৈঃ।
ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাসৌ
সহাস্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ ॥২৬॥

বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি
দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি।
কেচিদ্বিলগ্না দশনান্তরেষু
সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ ॥২৭॥

অন্বয়—অমী (ঐ) ধৃতরাষ্ট্রস্য (ধৃতরাষ্ট্রের) পুত্রাঃ (পুত্রগণ) সর্ব্বে (সকলে) সর্ব্বৈঃ (সমস্ত) অবনিপালসঙ্ঘৈঃ এব (রাজন্যবর্গসহিতই) ভীষ্মঃ (ভীষ্মদেব) দ্রোণঃ (দ্রোণাচার্য্য) তথা (সেরূপ) অসৌ (ঐ) সূতপুত্রঃ (কর্ণ) অস্মদীয়ৈঃ (আমাদের পক্ষীয়) যোধমুখ্যৈঃ (প্রধান যোদ্ধৃগণ) সহ অপি (সঙ্গেই) ত্বরমাণাঃ (ত্বরিতপদে ধাবমান হইয়া) তে (তোমার) দংষ্ট্রকরালানি (দন্তহেতু বিকট) ভয়ানকানি (ভয়ঙ্কর) বক্ত্রাণি (মুখসকলমধ্যে) বিশন্তি (প্রবেশ করিতেছে) কেচিৎ (কেহ কেহ) চূর্ণিতৈঃ (বিচূর্ণিত) উত্তমাঙ্গৈঃ (মস্তকসহ) দশনান্তরেষু (দন্তমধ্যে) সংদৃশ্যন্তে (দৃষ্ট হইতেছে) ॥২৬-২৭॥

ঐসকল ধৃতরাষ্ট্রপুত্র সমস্ত রাজগণকে সঙ্গে করিয়া, তথাভীষ্ম, দ্রোণ ও কর্ণ এবং আমাদের পক্ষীয় সমস্ত যোদ্ধৃপ্রধানগণকে লইয়া তোমার করাল দন্তবিশিষ্ট ভয়ানক মুখসকলের মধ্যে শীঘ্র প্রবেশ করিতেছে ; কেহ কেহ চূর্ণিতমস্তক হইয়া দন্তমধ্যে বিলগ্নরূপে লক্ষিত হইতেছে ॥২৬-২৭॥

যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ
সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি।
তথা তবামী নরলোকবীরা
বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিতো জ্বলন্তি ॥২৮॥

অন্বয়—যথা (যেরূপ) নদীনাং (নদীসমূহের) বহবঃ (বহু) অম্বুবেগাঃ (বারিপ্রবাহসকল) অভিমুখে (সমুদ্রের দিকে ধাবিত হইয়া) সমুদ্রম্ এব (সমুদ্রেই) দ্রবন্তি (প্রবেশ করে) তথা (সেইরূপ) অমী (ঐ সকল) নরলোকবীরা (মনুষ্যলোকের বীরগণ) অভিবিজ্বলন্তি (সর্ব্বদিকে প্রদীপ্ত) তে (তোমার) বক্ত্রাণি (মুখসকলে) বিশন্তি (প্রবেশ করিতেছে) ॥২৮॥

যেমত নদীগণের জলবেগসমূহ সমুদ্রাভিমুখে ধাবমান হয়, সেইরূপ নরবীরসকল তোমার মুখ-সমূহের মধ্যে প্রবেশ

করিতেছে এবং সর্ব্বতোভাবে প্রজ্জ্বলিত হইতেছে ॥২৮॥

যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা
বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ।
তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকা-
স্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ ॥২৯॥

অন্বয়—যথা (যেরূপ) পতঙ্গাঃ (পতঙ্গসমূহ) সমৃদ্ধবেগাঃ (বর্দ্ধিতবেগে) নাশায় (মৃত্যুহেতু) প্রদীপ্তং (জ্বলন্ত) জ্বলনং (অগ্নিতে) বিশন্তি (প্রবেশ হয়) তথা (সেইরূপে) লোকাঃ (লোকসকল) সমৃদ্ধবেগাঃ (বর্দ্ধিতবেগ হইয়া) নাশায় এব (মৃত্যুর নিমিত্ত) তব (তোমার) বক্ত্রাণি অপি (মুখসকলের মধ্যে) বিশন্তি (প্রবেশ করিতেছে) ॥২৯॥

যেরূপ পতঙ্গসকল সমৃদ্ধবেগ হইয়া প্রদীপ্ত অগ্নিতে প্রবেশ করে, সেইরূপ তোমার মুখসকলের মধ্যে লোকসকল বিনাশ লাভ করিবার জন্য সমৃদ্ধবেগে প্রবেশ করিতেছে ॥২৯॥

লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তা-
ল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্জ্বলদ্ভিঃ।
তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং
ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো ॥৩০॥

অন্বয়—[ত্বং (তুমি)] গ্রসমানঃ (গ্রাস করিতে করিতে) সমগ্রান্ লোকান্ (এই বীরদিগকে) জ্বলদ্ভিঃ (জ্বলন্ত) বদনৈঃ (মুখসমূহের দ্বারা) সমন্তাৎ (চতুর্দ্দিকে) লেলিহ্যসে (সর্ব্বতোভাবে ভক্ষণ করিতেছ) বিষ্ণো! (হে

বিষ্ণো !) তব (তোমার) উগ্রাঃ (তীব্র) ভাসঃ (দীপ্ত) তেজোভিঃ (বিস্ফুরণ দ্বারা) সমগ্রং (সমস্ত) জগৎ (বিশ্বকে) অপূর্য্য (পূর্ণ করিয়া) প্রতপন্তি (প্রতপ্ত করিতেছি) ॥৩০॥

হে বিষ্ণো ! তুমি প্রজ্জ্বলিত মুখসকল-দ্বারা এই সমস্ত লোককে সম্যক্ গ্রাস করিতেছ ; সমস্ত জগৎকে তোমার তেজো-দ্বারা আপূরিত করিয়া উগ্র প্রতাপের সহিত প্রকাশমান হইয়াছ ॥৩০॥

আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো
নমোঽস্তু তে দেববর প্রসীদ।
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং
ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্ ॥৩১॥

অন্বয়—উগ্ররূপঃ (ভয়ানকরূপী) ভবান্ (তুমি) কঃ (কে) [তাহা] মে (আমাকে) আখ্যাহি (বল) তে (তোমাকে) নমঃ অস্তু (নমস্কার করি) দেববর (হে দেবশ্রেষ্ঠ !) প্রসীদ (প্রসন্ন হও) আদ্যং (আদি পুরুষ) ভবন্তং (তোমাকে) বিজ্ঞাতুম্ (বিশেষরূপে জানিতে) ইচ্ছামি (ইচ্ছা করি) হি (যেহেতু) তব (তোমার) প্রবৃত্তিং (উদ্দেশ্য) ন প্রজানামি (প্রকৃষ্টরূপে জানিনা) ॥৩১॥

উগ্ররূপ তুমি কে, তাহা আমাকে বল ; হে দেব ! তোমাকে নমস্কার করি, তুমি প্রসন্ন হও ; আমি তোমার প্রবৃত্তি অবগত নই ; আমি তোমাকে বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করি ॥৩১॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—

কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো
লোকান্ সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।
ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্ব্বে
যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ ॥৩২॥

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ বলিলেন) [অহম্ (আমি)] লোকক্ষয়কৃৎ (লোকক্ষয়কর্ত্তা) প্রবৃদ্ধঃ (উৎকট) কালঃ অস্মি (কাল হই) ইহ (জগতে) লোকান্ (জীবগণকে) সমাহর্ত্তুং (সংহার করিবার জন্য) প্রবৃত্তঃ (প্রবৃত্ত হইয়াছি) প্রত্যনীকেষু (প্রত্যেক সেনাদলমধ্যে) যে যোধাঃ (যে সকল যোদ্ধা) অবস্থিতাঃ (অবস্থান করিতেছে) [তাহারা] সর্ব্বে (সকলে) ত্বাম্ (তুমি) ঋতে অপি (ব্যতীতও) ন ভবিষ্যন্তি (জীবিত থাকিবে না) ॥৩২॥

ভগবান্ কহিলেন,—আমি এই লোকসকলের ক্ষয় করিবার ইচ্ছায় প্রবৃদ্ধ-কালরূপে অবতীর্ণ ; আমি (পঞ্চপাণ্ডব ব্যতীত) উভয়পক্ষীয় সমস্ত যোদ্ধৃগণকেই বিনাশ করিব ॥৩২॥

তস্মাত্ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব
জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্।
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্ব্বমেব
নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্ ॥৩৩॥

অন্বয়—তস্মাৎ [অতএব] ত্বং [তুমি] উত্তিষ্ঠ [যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হও] যশঃ [যশ] লভস্ব [লাভ কর] শত্রূন্ [রিপুগণকে] জিত্বা [জয় করিয়া] সমৃদ্ধং [সমৃদ্ধ] রাজ্যং [রাজ্য] ভুঙ্ক্ষ্ব [ভোগকর] এতে [এই বীরগণ] ময়া এব [আমা কর্ত্তৃক] পূর্ব্বম্ এব [পূর্ব্বেই] নিহতাঃ [নিহত

হইয়াছে] সব্যসাচিন্ ! [হে সব্যসাচী অর্জ্জুন !] (ত্বং [তুমি]) নিমিত্তমাত্রং (নিমিত্তমাত্র) ভব [হও] ॥৩৩॥

এই নাশকার্য্যে যখন তোমার অপেক্ষা নাই, তখন তোমার যুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া জয়জনিত যশোলাভ ও সমৃদ্ধ রাজ্য ভোগ করা উচিত। আমি সকলকেই বিনাশ করিয়াছি ; হে সব্যসাচিন্ ! তুমি নিমিত্তমাত্র হও ॥৩৩॥

তাৎপর্য্য—

শ্রীভগবান্ পুনরায় বলিতেছেন, যাহা করিবার সকলই আমি শেষ করিয়া রাখিয়াছি। তুমি কেবল নিমিত্ত অর্থাৎ উপলক্ষ্য মাত্র। আমি কেবল তোমাকে নিমিত্তরূপে কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া যশস্বী হইতে এবং বিজয়-মাল্য ধারণ করিয়া সমৃদ্ধ রাজ্য ভোগ করিতে আদেশ করিতেছি। কৌরবপক্ষীয় বীরগণ যখন দ্রৌপদীর অপমান করিয়াছিলেন, তৎকালে তাহারা মৎকর্ত্তৃক নিহত হইয়া রহিয়াছে জানিবে। এখন কেবল তোমাকে যশোভাগী করিবার নিমিত্ত তাহা যন্ত্র প্রতিমাবৎ (কলের পুতুল) অবস্থান করিতেছে। তুমি সব্যসাচী নামে ভুবন বিখ্যাত। বাম হস্তে ধনুকের জ্যা রোপন করিয়া বান চালনায় তুমি সক্ষম। এইজন্যই তোমার সব্যসাচী নাম হইয়াছে সুতরাং এইরূপ বীরের পক্ষে ভীষ্ম দ্রোণাদির পরাজয় ও হনন কোনক্রমেই বিস্ময়কর ব্যাপার নহে। লোকে তোমার কর্ত্তৃত্ব জয় ঘোষণা করিবে। তুমি নিমিত্তমাত্র আমার অস্ত্র স্বরূপ, আমি অপ্রত্যক্ষভাবে সকলকে হতপ্রায় করিয়াছি। তুমি প্রত্যক্ষভাবে তাহাদিগের হনন কার্য্য শেষ করিয়া নিমিত্ত রূপে

পরিচিত হও। প্রকৃত প্রস্তাবে হনন কার্য্য আমার দ্বারাই সম্পন্ন হইবে। আমি তোমার পশ্চাতে থাকিয়া সকল কাজ শেষ করিব ॥৩৩॥

দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ
কর্ণং তথান্যানপি যোধবীরান্।
ময়া হতাংস্ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা
যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্ ॥৩৪॥

অন্বয়—ময়া (আমাদ্বারা) হতান্ (পূর্ব্বেই হত) দ্রোণং চ (দ্রোণাচার্য্য) ভীষ্মং চ (ভীষ্মদেব) জয়দ্রথং চ (জয়দ্রথ) কর্ণং (কর্ণ) তথা (ও) অন্যান্ (অপর) যোধবীরান্ অপি (বীর যোদ্ধৃগণকেও) ত্বং (তুমি) জহি (হত্যা কর) মা ব্যথিষ্ঠাঃ (ব্যথিত হইও না) যুদ্ধ্যস্ব (যুদ্ধ কর) রণে (যুদ্ধে) সপত্নান্ (রিপুগণকে) জেতাসি (জয় করিতে পারিবে) ॥৩৪॥

দ্রোণ, ভীষ্ম, জয়দ্রথ, কর্ণ এবং অন্যান্য যোধবীরসকলকে আমি নষ্ট করিয়াছি ; তুমি ক্লেশ ত্যাগপূর্ব্বক যুদ্ধ কর এবং তোমার প্রতিপক্ষগণকে জয় কর ॥৩৪॥

তাৎপর্য্য—

শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিপ্রায় দ্রষ্টব্য।

সঞ্জয় উবাচ,—

এতচ্ছ্রুত্বা বচনং কেশবস্য
কৃতাঞ্জলির্বেপমানঃ কিরীটী।
নমস্কৃত্বা ভূয় এবাহ কৃষ্ণং
সগদ্গদং ভীতভীতঃ প্রণম্য ॥৩৫॥

অন্বয়—সঞ্জয়ঃ উবাচ (সঞ্জয় বলিলেন) কেশবস্য (কেশবের) এতৎ (এই) বচনং (বাক্য) শ্রুত্বা (শুনিয়া) বেপমানঃ (কম্পমান) কিরীটী (অর্জ্জুন) কৃতাঞ্জলিঃ (করজোড়ে) নমস্কৃত্বা (নমস্কার করিয়া) ভীতভীতঃ এব (ভয়সহকারেই) ভূয়ঃ (পুনরায়) প্রণম্য (প্রণাম করিয়া) সগদ্গদং (গদ্গদস্বরে) কৃষ্ণং (কৃষ্ণকে) আহ (বলিলেন) ॥৩৫॥

সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন—কেশবের এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুন কম্পিতকলেবরে কৃতাঞ্জলি-সহকারে নমস্কার করিয়া, অত্যন্ত ভীত হইয়া পুনর্ব্বার প্রণাম-পূর্ব্বক গদ্গদ-বাক্যে শ্রীকৃষ্ণকে কহিতে লাগিলেন ॥৩৫॥

তাৎপর্য্য—

শ্রীভগবানের উক্তি শেষ করিয়া এখন সঞ্জয় নিজ বাক্যে ঘটনা বুঝাইয়া দিতেছেন। তিনি বলিতে লাগিলেন, শ্রীকৃষ্ণের বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া কিরীটীর শরীর কাঁপিতে লাগিল। সম্ভ্রমে বিস্ময়ে, ভয়ে ও ভক্তিতে মিলিত হইয়া তাঁহার হৃদয়ে এক অভূতপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইল যে বীর সশরীরে স্বর্গপুরে গমন করিতে ইতস্তত করেন নাই। কিরাতরূপধারী মহাদেবের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে যাঁহার হৃদয় বিচলিত হয় নাই, খাণ্ডববন দাহন কালে যিনি অসাধ্য সাধন করিয়া বীরকীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছেন, যিনি দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় লক্ষ্য ভেদ করিয়া সহস্র রাজন্যবর্গের সহিত একাকী যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ করিতে কাতর হন নাই। যাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া ইন্দ্র, মহেশ্বর, অগ্নিদেব প্রভৃতি দেবগণ দিব্য অস্ত্র এবং ভূষণাদি প্রদান করিয়াছেন, আজ সেই দুর্দ্ধর্ষ বীরের অটল

হৃদয় বিশ্বব্যাপী বিশ্বরূপ ভগবানকে দর্শন করিয়া কম্পিত হইতে লাগিল। যাঁহাকে চিরদিন অভিন্নহৃদয় সখা বলিয়া জানিতেন, যাঁহার সহিত সমবয়স্ক ব্যক্তির ন্যায় রহস্যালাপ করিতেন, যিনি প্রেয়সী স্ত্রী সুভদ্রার ভ্রাতা সম্পর্কে সহোদর তুল্য; যিনি রণে, বনে, বিপদে, সম্পদে সকল আত্মীয়ের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, আর যিনি এখন কশা হস্তে ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া রথচালনা করিতেছেন। সেই প্রাণের সখা অভিন্ন হৃদয় শ্রীকৃষ্ণকে দেখিয়া অর্জ্জুন বিচলিত হইয়া পড়িলেন। তখন তিনি শরণাগত শিষ্যের ন্যায় কৃতাঞ্জলিপুটে ভক্তি সহকারে শ্রীভগবানকে প্রণাম করিলেন। পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিয়া ভক্তি গদগদচিত্তে রুদ্ধকণ্ঠে ভয়হেতু সবিনয়ে হৃদয়গত ভাব ভগবচ্চরণে নিবেদন করিতে লাগিলেন।

মূলে "ভীতভীতঃ" শব্দ আছে, ইহার ভাবার্থ এই যে, ভীত অপেক্ষাও ভীত অর্থাৎ অত্যন্ত ভীত ॥৩৫॥

অর্জ্জুন উবাচ,—

স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্ত্যা
জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি
সর্ব্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ ॥৩৬॥

অন্বয়—অর্জ্জুনঃ উবাচ (অর্জ্জুন বলিলেন) হৃষীকেশ! (হে হৃষীকেশ) তব (তোমার) প্রকীর্ত্ত্যা (মাহাত্ম্য-সংকীর্ত্তনদ্বারা) জগৎ (বিশ্ব) প্রহৃষ্যতি

(প্রকৃষ্টরূপে হৃষ্ট হয়) অনুরজ্যতে চ (ও অনুরক্ত হয়) রক্ষাংসি (রাক্ষসগণ) ভীতানি (ভীত হইয়া) দিশঃ (দিকে দিকে) দ্রবন্তি (পলায়ণ করে) সর্ব্বে চ (এবং সকল) সিদ্ধসংঘাঃ (সিদ্ধসম্প্রদায়) নমস্যন্তি (প্রণত হয়) [এই সমস্তই] স্থানে (যুক্তিযুক্ত) ॥৩৬॥

হে হৃষীকেশ ! তোমার যশঃকীর্ত্তন শুনিয়া জগৎ হৃষ্ট হইয়া অনুরাগ লাভ করে, রক্ষ সকল ভীত হইয়া দিগ্বিদিকে পলায়ণ করে এবং সিদ্ধসকল তোমাকে নমস্কার করে ;—ইহা তাহাদের পক্ষে যুক্তকার্য্য ॥৩৬॥

তাৎপর্য্য—

শ্রীভগবানের বিশ্বরূপের মধ্যে একাধারে ঘোর উগ্রতা এবং অতিশয় প্রসন্নতা দর্শন করিয়া ভক্তবৃন্দের ভগবদুন্মুখ ভাব এবং ভগবৎ বিরোধি ব্যক্তির তদ্বিমুখভাব অর্জ্জুন অনুভব করিতে লাগিলেন। এই শ্লোকে তিনি অতি সুন্দররূপে উভয়ভাব প্রদর্শন করিয়াছেন। এস্থলে শ্রীভগবানকে "হৃষিকেশ" শব্দে সম্বোধনের অর্থ এই যে, যিনি ভক্তগণকে অভিমুখে এবং অভক্তগণকে বিরুদ্ধমুখে পরিচালিত করেন তিনিই হৃষিকেশ। এই অদৃষ্টপূর্ব্ব যুদ্ধ দর্শনাভিলাষী দেব গন্ধর্ব্ব সিদ্ধ বিদ্যাধর কিংপুরুষ প্রভৃতি সমাগত সকলেই ভগবদনুরাগী ও ভগবদভক্ত সুতরাং এই ভগবদবিগ্রহ দর্শনে তোমার দুষ্ট দলনকারী অসুর সংহাররূপ দর্শনে তাহাদের হৃদয়ে যে হর্ষোদয় হইতেছে ইহা যুক্ত অর্থাৎ সমুচিত। আর যে সকল হিংসা ধর্ম্মাত্মক রাক্ষস, দানব, দৈত্য, পিশাচ প্রভৃতি ভগবদ্বিমুখ অধমগণ তোমার অলৌকিক রূপের কিঞ্চিৎমাত্রও দর্শন করিতে পাইতেছে না। কিন্তু ভগবৎ দর্শন প্রাপ্ত দেবাদি

মহদ্গণের কীর্ত্তিত ভগবদরূপ-গুণ-কর্ম্মাদি বর্ণনা শ্রবণে ভীত হইয়া দিগদিগন্তে পলায়ন করিতেছে। কেন উভয় ধর্ম্মাক্রান্ত ব্যক্তিগণ এইরূপ শরণাগত ও পলায়ণপর হইতেছে, ইহা আলোচনা করিলে হৃদয়ঙ্গম হয় যে, তোমার এই বিশাল কলেবর প্রাণিবর্গের ভাব অনুসারে অর্থাৎ যে তোমাকে যেভাবে গ্রহণ করিতে সক্ষম ও অভিলাষী তুমি তাহার নিকট সেইভাবে বিরাজমান। তোমার এইরূপ শিষ্টের প্রতি অনুগ্রহ ও অশিষ্টোর প্রতি নিগ্রহ দর্শনে সনকাদি ঋষিগণ তোমাকে নমস্কার করিতেছেন। "জয় জয় বিশ্বেশ্বর হরি" এইরূপে স্তব গান করিতে করিতে তোমাকে প্রণাম করিতেছেন কারন তুমি অজ্ঞানের পক্ষে ঘোর উগ্ররূপধারী হইলেও ভক্তগণের পক্ষে একান্ত মনোহর ॥৩৬॥

কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্মহাত্মন্
গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্রে।
অনন্তদেবেশ জগন্নিবাস
ত্বমক্ষরং সদসত্তৎ পরং যৎ ॥৩৭॥

অন্বয়—মহাত্মন্! (হে মহাত্মন্!) হে অনন্ত! হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! (হে জগতাশ্রয়!) কস্মাৎ চ (কেনই বা) তে (তাহারা) ব্রহ্মণঃ অপি (ব্রহ্মারও) আদিকর্ত্রে (স্রষ্টা) গরীয়সে (পূজ্য) ন নমেরন্ (নমস্কার করিবেনা না?) যৎ (যেহেতু) ত্বং (তুমি) সদসৎপরম্ (ব্যক্ত ও অব্যক্তের মূল কারণ) অক্ষরং (অক্ষর ব্রহ্ম) ॥৩৭॥

হে মহাত্মন্! তুমিই ব্রহ্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ও আদি-কর্ত্তা, তাহারা তোমাকে

কেন নমস্কার করিবে না ? হে অনন্তদেব ! হে জগন্নিবাস ! তুমিই অক্ষররূপ জীবতত্ত্ব এবং সৎ ও অসৎ-রূপ প্রকৃতিতত্ত্ব হইতে উৎকৃষ্ট ॥৩৭॥

তাৎপর্য্য—

অর্জ্জুন বলিতেছেন, হে মহাত্মন্ ! অর্থাৎ হে পরমাত্মন্ সর্ব্বাত্মভূত ভগবন্ ! হে অনন্ত ! অর্থাৎ সীমাশূন্য আদ্যন্ত বিরহিত বিশ্বরূপ। হে দেবেশ ! অর্থাৎ বিধিরুদ্রাদির ও আদি হিরণ্যগর্ভাদির জনক, সর্ব্বাধার সর্ব্বব্যাপী নারায়ণ। তোমাকে দেবতা, ঋষি, গন্ধর্ব্ব প্রভৃতি যে ভক্তি বিনম্রভাবে প্রণাম করিতেছেন, ইহাতে বিচিত্রতা কিছুই নাই, বিস্ময়ের কোন কারণ নাই। যেহেতু হে বিশ্বাত্মক ! তুমি ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে একমাত্র অদ্বিতীয় অদ্ভুত শক্তিসম্পন্ন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পরমপুরুষ। তুমিই অক্ষয় অর্থাৎ বিকার রহিত ক্ষয়। এবং বন্ধনরহিত পরম দেবতা। এ সংসারে যত কিছু সৎবস্তু যতকিছু অসৎ বস্তু অর্থাৎ যে যে বস্তু ব্যক্ত যাহা যাহা অব্যক্ত তৎসমস্তেরই তুমি মূল। যাহা বিচার ও চিন্তার-দ্বারা অস্তিত্ব প্রতিপন্ন হয় তাহাই সৎ। নিষেধমুখে আলোচনার দ্বারা যাহা নাই বলিয়া মনে হয় তাহাই অসৎ। শ্রীভগবান্ উভয়ের মূল অর্থাৎ তিনি সদ্বস্তু অসদ্বস্তু উভয়ের প্রবর্ত্তক। তিনি ছাড়া আর কোন বস্তু নাই। তোমার গুণ ও মহিমা প্রকাশ করিয়া সমাপ্ত করা অসম্ভব ॥৩৭॥

ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-
স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্ ।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥৩৮॥

অন্বয়—ত্বম্ (তুমি) আদিদেবঃ (আদিদেব) পুরাণঃ (অনাদি) পুরুষঃ (পুরুষ) ত্বম্ (তুমি) অস্য (এই) বিশ্বস্য (বিশ্বের) পরং (পরম) নিধানং (লয়স্থান) [ত্বং (তুমি)] বেত্তা (জ্ঞাতা) বেদ্যং চ (ও জ্ঞেয়) পরং চ (পরম) ধাম (পদ) হে অনন্তরূপ ! ত্বয়া (তোমাকর্ত্তৃক) বিশ্বং (বিশ্ব) ততং (ব্যাপ্ত) ॥৩৮॥

তুমিই আদিদেব ও সনাতন পুরুষ, তুমিই এই বিশ্বের একমাত্র আশ্রয়, তুমিই বেত্তা ও বেদ্য এবং গুণাতীত পরব্যোমাখ্য ধাম ; হে অনন্তরূপ ! তোমা-দ্বারাই এই বিশ্ব ব্যাপ্ত হইয়াছে ॥৩৮॥

তাৎপর্য্য—

শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিপ্রায় দ্রষ্টব্য।

বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ
প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।
নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে ॥৩৯॥

অন্বয়—ত্বং (তুমি) বায়ুঃ (বায়ু) যমঃ (যম) অগ্নিঃ (অগ্নি) বরুণঃ (বরুণ) শশাঙ্কঃ (চন্দ্র) প্রজাপতিঃ (ব্রহ্মা) প্রপিতামহঃ চ (ও ব্রহ্মার পিতা) তে (তোমাকে) নমঃ অস্তু (নমস্কার) সহস্রকৃত্বঃ নমঃ (সহস্রবার নমস্কার) পুনঃ নমঃ (পুনরায় নমস্কার) ভূয়ঃ অপি (পুনরায়ও) তে নমঃ (তোমাকে নমস্কার) ॥৩৯॥

তুমিই বায়ু, যম, বহ্নি, বরুণ, চন্দ্র ও প্রজাপতি ব্রহ্মা ; অতএব তোমাকে আমি সহস্রবার প্রণাম করি এবং পুনরায় নমস্কার করি ॥৩৯॥

তাৎপর্য্য—

যেমন কঙ্কনাদি ভূষণ সম্বন্ধে স্বর্ণই কারণ, সেইরূপ

ভগবান্ চিৎ অচিৎ শক্তিরূপে বায়ু প্রভৃতি সকল পদার্থে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, সুতরাং তিনি সর্ব্বরূপ এবং সকলেরই তিনি নমস্য ॥৩৯॥

নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তু তে সর্ব্বত এব সর্ব্ব।
অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমস্ত্বং
সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্বঃ ॥৪০॥

অন্বয়—সর্ব্ব! (হে সর্ব্ব!) তে (তোমাকে) পুরস্তাৎ (সম্মুখে) অথ (ও) পৃষ্ঠতঃ (পশ্চাৎ-দিকে) নমঃ (নমস্কার) তে (তোমাকে) সর্ব্বতঃ এব (সর্ব্বদিকেই) নমঃ অস্তু (নমস্কার) অনন্তবীর্য্যামিতবিক্রমঃ (অনন্তবীর্য্য ও অপরিমিত পরাক্রমশালী) ত্বং (তুমি) সর্ব্বং (জগৎকে) সমাপ্নোষি (অন্তর্বাহ্যে ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছ) ততঃ (সে কারণে) [তুমি] সর্ব্বঃ অসি (সর্ব্ব হও) ॥৪০॥

তোমার সম্মুখে, পশ্চাতে এবং সর্ব্বদিকে তোমাকেই নমস্কার করি; হে অনন্তবীর্য্য! তুমিই অপরিমেয় শক্তিসম্পন্ন, তুমিই সমস্তজগতে ব্যাপ্ত, অতএব তুমিই সর্ব্ব ॥৪০॥

তাৎপর্য্য—

শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিপ্রায় দ্রষ্টব্য

সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥৪১॥

যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি
বিহারশয্যাসনভোজনেষু।
একোঽথবাপ্যচ্যুত তৎসমক্ষং
তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্ ॥৪২॥

অন্বয়—তব (তোমার) মহিমানং (মহিমা) ইদং চ (ও এই বিশ্বরূপের বিষয়) অজানতা (না জানিয়া) প্রমাদাৎ (প্রমাদবশতঃ) প্রণয়েন বা অপি (অথবা প্রণয়বশতঃ) সখা ইতি মত্বা (তুমি সখা ইহা মনে করিয়া) হে কৃষ্ণ, হে যাদব, হে সখে ইতি (ইত্যাদি) যৎ (যাহা) ময়া (আমাকর্ত্তৃক) প্রসভং (তিরস্কার-পূর্ব্বক) উক্তং (কথিত হইয়াছে) অচ্যুত ! (হে অচ্যুত !) বিহারশয্যাসনভোজনেষু (নানাপ্রকার ক্রীড়ায়, শয়নে, উপবেশনে, আহারে) একঃ (একাকী) অথবা তৎসমক্ষং (অথবা সর্ব্বসমক্ষে অবহাসার্থং (অপরিহাসচ্ছলে) অসৎকৃতঃ (অনাদৃত) অসি (হইয়াছি) তৎ (সেই সব) অপ্রমেয়ং (অচিন্তপ্রভাবসম্পন্ন) ত্বাং (তোমার নিকট) ক্ষাময়ে (ক্ষমা চাহিতেছি) ॥৪১-৪২॥

হে কৃষ্ণ ! হে যাদব ! হে সখে ! তোমাকে যে এইরূপ সামাজিক অভিমান-সহকারে সম্বোধন করিয়াছি, তাহাতে কেবল তোমার বিশ্বরূপসম্বন্ধি মহিমার অজ্ঞানতাই লক্ষিত হয়, অতএব কখনও কখনও প্রমাদপূর্ব্বকই সেই সকল উক্তি করিয়াছি ; বিহার ,শয়ন ও ভোজন-সময়ে তোমাকে পরিহাস-পূর্ব্বক অসৎকার করিয়াছি, তাহা কখনও কোন বন্ধুজনের সমক্ষে, কখনও বা একাকী স্থিতিসময়ে কৃত হইয়াছে,—সেই সহস্র সহস্র অপরাধ তুমি ক্ষমা কর ॥৪১ ৪২॥

তাৎপর্য্য—

ভক্তি শ্রদ্ধার অধিক প্রকাশ হইলে হৃদয়ে একান্ত দীনতা উপস্থিত হয়। অর্জ্জুনের অন্তর প্রদেশে তাহার রথ পরিচালক

শ্রীনন্দনন্দনের মহৈশ্বর্য্যযুক্ত বিশ্বরূপ দর্শনে অতীত জীবনের কথা স্মরণপথে আসার জন্য মনে করিতেছেন, এই দেবদেবের সহিত কতরহস্যালাপ ও সমব্যবহার করিয়াছি। বুঝিয়াও বুঝি নাই চিনিয়াও চিনি নাই। এই সবল ঘোর দুষ্কৃতির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিবার অভিপ্রায়ে এই শ্লোকদ্বয়ের অবতারণা। শ্রীভগবান্ পরম কারুণিক, একান্ত ভক্তবৎসল, এবং সর্ব্বহৃদয়ে ভাবজ্ঞ দীনবন্ধু। পুনঃ পুনঃ বিবিধ বিধানে প্রণামাদি করিয়া অর্জ্জুনের পরিতৃপ্তি লাভ হয় নাই, তাই প্রত্যক্ষভাবে ক্ষমা প্রার্থনায় অভিলাষী হইয়া তিনি শ্লোকদ্বয়ে অবনত মস্তকে কৃতাঞ্জলিপুটে ভক্তি গদগদ কণ্ঠে আনন্দাশ্রুনয়নে বিশ্বরূপ ভগবানের নিকট কৃত অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছেন।

অর্জ্জুন বলিতেছেন, তোমার এই অনন্ত ঐশ্বর্য্যাদি পরিপূর্ণ মাহাত্ম্য বিষয়ক জ্ঞান না থাকায় হে বিশ্বরূপধর শ্রীহরি! আমি তোমাকে সমবয়স্ক, সমানাকার সখাজ্ঞান করিয়া কখনও বা নিজেকে বড় মনে করিয়া তিরস্কারচ্ছলে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় তোমার সহিত বিস্তর অযোগ্য ব্যবহার করিয়াছি। হে ভগবান্! আমার অনুষ্ঠিত নিন্দিত আচরণহেতু আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি। তোমার ক্ষমা প্রাপ্তি ব্যতীত আমার হৃদয় কোন প্রকারে শান্ত হইবে না। অর্জ্জুন এখানে তিনটিমাত্র সম্বোধন পদের উল্লেখ করিয়াছেন। তন্মধ্যে— 'কৃষ্ণ' শব্দের প্রারম্ভে শ্রীপদের যোগ না থাকায় অপরাধ হইয়াছে। 'যাদব' শব্দের দ্বারা কেবল বংশ ও রাজত্বের

পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাতেও অপরাধ ঘটিয়াছে। এই সম্বোধন পদ অত্যন্ত আদর ও প্রণয় সূচক। এই সম্বোধন পদত্রয় অবজ্ঞা-সূচকরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। বসুদেব অর্দ্ধরথরূপে প্রসিদ্ধ। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহারই সন্তান। অর্জ্জুন অতিরথ নরপতি পাণ্ডুর নন্দন। সুতরাং তাহার মুখে কৃষ্ণ সম্বোধনে অবজ্ঞার ভাব আসিতে পারে। আবার যদুবংশ রাজ্যহীন কিন্তু কৌরব বংশ প্রবল প্রতাপান্বিত রাজবংশ। সুতরাং যাদব বলিয়া কৃষ্ণকে সম্বোধন করিলে অবজ্ঞা সূচিত হইতে পারে। অবার সখা শব্দদ্বারা ইহা সূচিত হইতে পারে যে, শ্রীকৃষ্ণের সহিত অর্জ্জুনের সম্বন্ধ কৌলিক বা পৈত্রিক নহে কেবল ব্যক্তিগত সম্বন্ধ মাত্র। যে তিন সম্বোধন এক সময় আদর ও প্রণয় জ্ঞাপনার্থ অর্জ্জুন প্রয়োগ করিতেন, হৃদয়ের নিতান্ত দীনতা ও ভক্তির প্রাচুর্য্যহেতু তাহাই এখন প্রমাদ অহংকার অবজ্ঞা ও অনাদর যুক্ত বলিয়া তাঁহার মনে হইতেছে ॥৪১-৪২॥

পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য
ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো
লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব ॥৪৩॥

অন্বয়—অপ্রতিমপ্রভাব! (হে অতুলনীয় প্রভাবশালিন!) ত্বং (তুমি) অস্য (এই) চরাচরস্য (স্থাবর-জঙ্গমাত্মক) লোকস্য (জগতের) পিতা অসি (পিতা হও) পূজ্যঃ (পূজাস্পদ) গুরুঃ চ (গুরু) গরীয়ান্ চ (তদপেক্ষাও গুরু)

লোকত্রয়ে অপি (ত্রিভুবনমধ্যেও) ত্বৎসম (তোমার সদৃশ) অন্যঃ ন (অপর কেহ নাই) অভ্যাধিকঃ (তোমা অপেক্ষা বড়) কুতঃ (কোথা হইতে হইবে) ॥৪৩॥

তুমিই এই জগতের পিতা, পূজ্য ও প্রধান গুরু, তোমার সমান কেহই নাই, তোমা অপেক্ষা কাহারও অধিক হওয়া দূরে থাকুক, এই লোকত্রয়ে তুমিই অপ্রতিমপ্রভাব ॥৪৩॥

তাৎপর্য্য—

এই তিনলোকের মধ্যে অদ্বিতীয় অতুলনীয় পরমেশ্বর। কারণ তুমি অপ্রতিমপ্রভাব। তোমার প্রভাব অর্থাৎ বল, বীর্য্য, ক্ষমতা, ঐশ্বর্য্য, গুণ ও কর্ম্মাদি তুলনায় দ্বিতীয় নাই। তোমার অনুরূপ প্রতিমা অর্থাৎ আকার প্রকারাদি বিশিষ্ট অন্য কোন পদার্থে বিদ্যমান নাই। শ্রুতিও এই বাক্যদ্বারা সমর্থন করিয়াছেন, যথা—"ন তৎসমশ্চাত্যধিকশ্চ দৃশ্যতে"। ইহার ভাবার্থ এই যে, তোমার সমান নাই অধিকও দেখা যায় না। পরমেশ্বর এক ভিন্ন দুই নাই। তাঁহার সমান আর এক পরমেশ্বর থাকিলে হইতে পারিতেন। তাহা যখন নাই তখন পরমেশ্বরের দ্বিতীয় সন্দর্শনের আশাও নাই।

"অপ্রতিমপ্রভাব" এই বাক্য কোন কোন টীকাকারের মতে সম্বোধনরূপে প্রযুক্ত হইয়াছে। আবার কাহারও মতে ইহা বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে ॥৪৩॥

তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং
প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্ ॥৪৪॥

অন্বয়—তস্মাৎ (অতএব) কায়ং (শরীর) প্রণিধায় (ভূতলে পাতিত করিয়া) প্রণম্য (প্রণত হইয়া) ঈড্যম্ (স্তুতিযোগ্য) ঈশং (ঈশ্বর) ত্বাং (তোমার) প্রসাদয়ে (প্রসন্নতা ভিক্ষা করিতেছি) হে দেব ! পিতা ইব (পিতা যেরূপ) পুত্রস্য (পুত্রের) সখা ইব (সখা যেরূপ) সখ্যুঃ (সখার) প্রিয়ঃ (প্রিয়জন যেরূপ) প্রিয়ায়াঃ (প্রিয়ার) [অপরাধ ক্ষমা করে, তদ্রূপ তুমি] [আমার অপরাধসমূহ] সোঢ়ুং (ক্ষমা করিতে) অর্হসি (সক্ষম) ॥৪৪॥

তুমিই বস্তুতঃ জীবের ঈশ ও সেব্য, দণ্ডবৎ পতিত হইয়া আমি প্রণতি-পূর্ব্বক তোমার প্রসন্নতা যাচঞা করিতেছি ; জীব ও তুমি—নিত্য-অবস্থায় বাৎসল্য, সখ্য ও মধুর-রসগত সম্বন্ধে আবদ্ধ আছ, সেই সেই সম্বন্ধ ব্যাপারে নিত্যদাসরূপ জীবসকল তোমার প্রতি যে সমতা ব্যবহার করে, তাহা তুমি কৃপাপূর্ব্বক স্বীকার করিয়া থাক ॥৪৪॥

তাৎপর্য্য—

পিতা যেমন অশেষ দুস্কৃতিশালী পুত্রের অপরাধ বারংবার ক্ষমা করিয়া থাকেন। সখা যেমন সখার হৃদয়হীন আচরণ পুনঃ পুনঃ ক্ষমা করেন। এবং পতি যেমন প্রেয়সী সহধর্ম্মিনীর সহসা সংঘটিত অপরাধ উপেক্ষা করিয়া থাকেন, সেইরূপ হে মহাত্মন্ ! হে অচ্যুত ! হে দেবেশ ! এই অধমজনের অনুষ্ঠিত যাবতীয় অপরাধ হৃদয় হইতে দূর করিয়া দিতে হইবে এবং আমাকে ক্ষমা করিতে হইবে ॥৪৪॥

অদৃষ্টপূর্ব্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা
ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেবরূপং
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥৪৫॥

অন্বয়—অদৃষ্টপূর্ব্বং (পূর্ব্বাদৃষ্ট) [তোমার এই রূপ] দৃষ্ট্বা (দেখিয়া) হৃষিতঃ অস্মি (আনন্দিত হইয়া) মে (আমার) মনঃ (মন) ভয়েন (ভয়ে) প্রব্যথিতং চ (প্রকৃষ্টরূপে ব্যথিত) দেব! (হে দেব!) তৎ (সেই) রূপম্ এব (রূপই) মে (আমাকে) দর্শয় (দর্শন করাও) হে দেবেশ! জগন্নিবাস! (হে জগতাশ্রয়!) প্রসীদ (আমার প্রতি প্রসন্ন হউন) ॥৪৫॥

তোমার বিশ্বরূপ পূর্ব্বে দেখি নাই, এখন তাহা দর্শন করিয়া কৌতুহল চরিতার্থ হইয়াছে; কিন্তু তাহাতে ভক্তদিগের মনোনয়নের আনন্দোৎপত্তি হয় না, তজ্জন্যই তাহা দর্শন করিয়া ভয়ে আমার মন ব্যথিত হইয়াছে। হে জগন্নিবাস! হে দেবেশ! তোমার সচ্চিদানন্দময় চতুর্ভুজ রূপ দর্শন করাও ॥৪৫॥

তাৎপর্য্য—

(৪৫--৪৬) শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিপ্রায় দ্রষ্টব্য।

কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্ত
মিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব ॥৪৬॥
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন
সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে ॥৪৬॥

অন্বয়—অহং (আমি) ত্বাং (তোমাকে) তথা এব (সেইরূপই) কিরীটিনং (কিরীটী) গদিনং (গদাযুক্ত) চক্রহস্তং (চক্রীরূপী) দ্রষ্টুং (দর্শন করিতে) ইচ্ছামি (ইচ্ছাকরি) সহস্রবাহো! (হে সহস্রবাহো) বিশ্বমূর্ত্তে! (হে বিশ্বরূপধারিন্!) তেন (সেই) চতুর্ভুজেন (চতুর্ভুজ) রূপেণ (রূপে) ভব (প্রকাশিত হও) ॥৪৬॥

আমি এখন তোমার চতুর্ভুজ-মূর্ত্তি দেখিতে ইচ্ছা করি। সেই মূর্ত্তির

মস্তকে কিরীট ও হস্তে গদা-চক্রাদি আয়ুধ আছে ; সেই মূর্ত্তি হইতেই এই সহস্রবাহুবিশিষ্ট বিশ্বরূপ-মূর্ত্তি বিশ্বস্থিতিকালে উদয় করিয়া থাক। হে কৃষ্ণ! আমি নিঃসন্দেহরূপে বুঝিতে পারিলাম যে, তোমার দ্বিভুজ সচ্চিদানন্দময়-রূপই সর্ব্বোপরি-তত্ত্ব, সর্ব্বজীবাকর্ষক ও সনাতন, সেই দ্বিভুজমূর্ত্তির ঐশ্বর্য্য বিলাসরূপ তোমার চতুর্ভুজ নারায়ণমূর্ত্তি নিত্য বিরাজমানা, এবং যখন জগৎসৃষ্টি হয়, তখন সেই চতুর্ভুজরূপ হইতে বিশ্বরূপ বিরাট্‌মূর্ত্তি আবির্ভূত হয়, —এই পরম-জ্ঞানের দ্বারাই আমার কৌতূহল চরিতার্থ হইল ॥৪৬॥

শ্রীভগবানুবাচ —

ময়া প্রসন্নেন তবার্জ্জুনেদং
রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ।
তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং
যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্ব্বম্ ॥৪৭॥

অন্বয়—অর্জ্জুন! (হে অর্জ্জুন!) ময়া (আমাকর্ত্তৃক) প্রসন্নেন (প্রসন্ন হইয়া) আত্মযোগাৎ (স্বীয় যোগমায়ার সাহায্যে) তব (তোমাকে) তেজোময়ং (তেজোযুক্ত) বিশ্বম্ (বিশ্বব্যাপী) অনন্তম (অনন্ত) আদ্যং (আদিভূত) মে (আমার) ইদং (এই) পরং রূপম্ (পরমবিশ্বরূপ) দর্শিতং (দর্শিত হইল) যৎ (যাহা) ত্বদন্যেন (তুমি ব্যতীত অন্য কেহ) ॥৪৭॥

শ্রীভগবান কহিলেন,—হে অর্জ্জুন! আমি প্রসন্ন হইয়া তোমাকে জড়জগৎ অন্তর্গত আত্মযোগদ্বারা শ্রেষ্ঠ রূপ দেখাইলাম ; তুমি ব্যতীত আর কেহ সেই অনন্ত আদি তেজোময় রূপ দেখে নাই ॥৪৭॥

তাৎপর্য্য—

হে অর্জ্জুন! তুমি প্রথমত আমার বিভূতি ; তদনন্তর আমার

বিশ্বরূপ দর্শনের অভিলাষ প্রকাশ করিয়াছিলে। তদনুসারে বৈদূর্য্যমণি (এই মনের ছায়া তিনপ্রকার বংশপত্রের ন্যায় ময়ূর-কণ্ঠের ন্যায় এবং বিড়ালচক্ষুর ন্যায় বর্ণবিশিষ্ট) যেমন এক হইয়াও নানা বর্ণের ছটায় দর্শককে পরিতৃপ্তি করে এবং অভিনেতা নট এক হইলেও যেমন বহু আকার ধারণ করিয়া লোকরঞ্জন করে তদ্রূপভাবে আমি শ্রীকৃষ্ণরূপের মধ্যগত থাকিয়া এই বিশ্বরূপ প্রদর্শন করিয়াছি। এরূপ আমার অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে আমি ধারণ করিয়াছি। অন্যে ইহার পূর্বে আর কখনও এরূপের দর্শন পায় নাই। এখন তোমার দর্শন উপলক্ষে দেবতাদি ইহা দেখিতে পাইয়াছেন। তুমি আমার পরম ভক্ত। ভক্তের দর্শনোপযোগী আমার এই মূর্ত্তি তোমাকে দেখাইতে গিয়া অন্যান্য অনেক পরম ভক্তও আমাকে দেখিয়াছেন। তোমার দৃষ্ট এইরূপের অনেক সাক্ষী স্বরূপে ভক্ত ও দেবতাদিগকেও প্রদর্শন দিয়াছি। কুম্ভীরকর্ত্তৃক আক্রান্ত গজেন্দ্র কাতর স্বরে আহ্বান করিয়া আমার এইরূপ দর্শন করিয়াছিলেন। দুর্যোধন আমাকে আবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়া আমার যোগৈশ্বর্য্য মূর্ত্তি দেখিয়াছিল কিন্তু উপলব্ধি করিতে পারে নাই। অতএব বুঝিতে হইবে আমার এই রূপ পূর্ব্বে অন্য কেহই দেখিতে পায় নাই। এখন বুঝিয়া দেখ হে অর্জ্জুন! অত্যন্ত প্রসন্নতাহেতু আমি তোমাকে এইরূপ প্রদর্শন করিয়াছি। অতএব কেন তুমি অন্যের অদৃষ্ট এই রূপ দর্শনে ভীত বা ব্যাকুলিত হইতেছ? ভয় এবং বিস্ময় পরিহার কর ॥৪৭॥

ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈ-
র্ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ।
এবংরূপঃ শক্য অহং নৃলোকে
দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর ॥৪৮॥

অন্বয়—কুরুপ্রবীর! (হে কৌরববীরশ্রেষ্ঠ!) নৃলোকে (মনুষ্যলোকে) ত্বদন্যেন (তুমি ব্যতীত অন্য কেহ) বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈঃ (কি বেদবিদ্যা ও যজ্ঞবিদ্যা-ধ্যয়নদ্বারা), দানৈঃ (কি দান দ্বারা), ক্রিয়াভিঃ চ (কি যজ্ঞক্রিয়াদ্বারা) উগ্রৈঃ তপোভিঃ (কি তীব্র তপস্যাদ্বারা) এবং রূপঃ (এই বিরাটরূপী) অহং (আমাকে) দ্রষ্টুং (দর্শন করিতে) ন শক্যঃ (সক্ষম নহে) ॥৪৮॥

হে কুরুপ্রবীর! বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞ, দান, ক্রিয়া ও উগ্র-তপস্যা দ্বারা কেহই আমার আত্মযোগ জনিত বিশ্বরূপ ইহলোকে দর্শন করে নাই, তুমিই কেবল দর্শন করিলে। যে সকল জীব দেবাবস্থা লাভ করিয়াছে, তাহারাই দিব্যচক্ষু ও দিব্য-মনোদ্বারা এই রূপকে দর্শন ও স্মরণ করে; জড় মধ্যে যাহারা মূঢ় প্রতীতিতে আবদ্ধ তাহারা উহা দেখিতে পায় না, কিন্তু আমার ভক্তসকল মূঢ়তা ও দিব্যতা ভেদ করত আমার নিত্য-চিত্তত্ত্বে অবস্থিত; অতএব তোমার ন্যায় বিশ্বরূপ দর্শন করিলেও তাঁহারা তাহাতে সুখী না হইয়া আমার চিন্ময় নিত্যস্বরূপ-দর্শনের লালসা করেন ॥৪৮॥

তাৎপর্য্য—

এপর্য্যন্ত ইহাই সূচিত হইতেছে যে ভক্তবৎসল ভগবান্ ভক্তিরই বাধ্য; ভক্তের প্রতিই সদয় হইয়া কৃপা প্রদর্শনে প্রস্তুত। বেদাধ্যয়ন, যজ্ঞানুষ্ঠান, দান, কর্ম্মানুষ্ঠান তপস্যা ব্রতাদি কিছুতেই তিনি লভ্য নহেন। কেবল মাত্র ভক্তি বলেই তাঁহাকে দর্শন ও লাভ করিতে পারা যায়। শাস্ত্রে উক্ত আছে 'ধর্ম্ম"

সত্যদয়োপেতো বিদ্যা বা তপসান্বিতা। মদ্ভক্ত্যাপেতমাত্মানং ন সম্যক প্রপুনাতি হি ॥' ইহার ভাবার্থ এই যে মদ্ভক্তিবিহীন হইয়া ধর্ম্ম সত্য দয়া যুক্ত হইলে এবং বিদ্যা বা তপস্যা সম্পন্ন হলেও আমাকে সম্যকরূপে লাভ করা যায় না। মূলে বহুস্থানে নকারের প্রয়োগ আছে। কোন উপায়েই ভগবদ্দর্শন মনুষ্যের সাধ্য নহে, ইহাই দৃঢ়রূপে বুঝাইবার জন্য বারংবার 'নকার' প্রযুক্ত হইয়াছে ॥৪৮॥

মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবো
দৃষ্ট্বা রূপং ঘোরমীদৃঙ্মমেদম্।
ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্ত্বং
তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য ॥৪৯॥

অন্বয়—মম (আমার) ঈদৃক্ ইদং (এই প্রকার) ঘোরং (ভীষণ) রূপং (রূপ) দৃষ্ট্বা (দর্শন করিয়া) তে (তোমার) ব্যথা (ভয়ব্যাকুলতা) বিমূঢ়ভাবঃ চ (ও অচেতনভাব) মা (যেন না হয়) ব্যপেতভীঃ (নির্ভয়ে) প্রীতমনাঃ (আনন্দিত চিত্তে) ত্বং (তুমি) মে (আমার) ইদং (এই) তৎ এব (সেই) রূপং (রূপই) পুনঃ (পুনরায়) প্রপশ্য (প্রকৃষ্টভাবে দর্শন কর) ॥৪৯॥

এই ঘোর রূপ দৃষ্টি করিয়া তোমার ব্যথা বা বিমূঢ়-ভাব না হউক। আমার ভক্তসকল শান্তিপ্রিয় ও আমার সচ্চিদা-নন্দ-রূপের পক্ষপাতী; তাঁহারা আমার এই উগ্র রূপ দর্শন করিয়া চিত্তে ব্যথা প্রাপ্ত হন। কিন্তু মূঢ়বুদ্ধি লোকেরাই এই বিশ্বরূপ-চিন্তাকে বহুমানন করিয়া থাকে। অতএব আমার বিশ্বরূপ সম্বন্ধে তোমার ঐ প্রকার ব্যথা বা বিমূঢ় ভাব না

হউক,— আমি এরূপ আশীর্ব্বাদ করি। বিশ্বরূপের সহিত মাধুর্য্য-ভক্তসকলের কোনরূপ সম্বন্ধের প্রয়োজন নাই। কিন্তু তুমি আমার লীলাপোষক সখা, তোমাকে আমার সকল লীলার উপকরণ হইতে হইবে ; তোমার সেরূপ ব্যথা থাকা উচিত নয়। অতএব ভয়পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রীতমনা হইয়া নিত্যস্বরূপ দর্শন কর ॥৪৯॥

তাৎপর্য্য—

দুর্বৃত্ত দুর্য্যোধনের সভায়পুণ্যশীলা দ্রৌপদীর অবমাননা হয়। তখন ভীষ্ম প্রভৃতি বীরশ্রেষ্ঠগণ নির্ব্বাকভাবে সভা মধ্যে অবস্থান করিয়াছিলেন। সেই সময় হইতে আমি কুপিত হইয়া তাহাদিগের নিধন সাধনার্থে সংকল্পবদ্ধ হইয়াছি। সে সংহার কার্য্য আমার দ্বারাই সম্পন্ন হইবে ইহাই প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত আমি ঘোর উগ্র করাল রূপ ধারণ করিয়াছিলাম। তোমাকে ভয় দেখানো বা ব্যাকুলিত করা আমার উদ্দেশ্য নয়। তুমি ভয়শূন্য হইয়া আমার দিব্য রূপ দর্শন কর। এইভাব ব্যক্ত করার জন্যই উক্ত শ্লোক শ্রীভগবান্ অবতারণা করিয়াছেন ॥৪৯॥

সঞ্জয় উবাচ,—

ইত্যর্জ্জুনং বাসুদেবস্তথোক্ত্বা
স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ।
আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং
ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুর্ম্মহাত্মা ॥৫০॥

অন্বয়—সঞ্জয়ঃ উবাচ (সঞ্জয় বলিলেন) মহাত্মা (মহানুভব) বাসুদেবঃ (বসুদেবসুত কৃষ্ণ) অর্জ্জুনং (অর্জ্জুনকে) ইতি (এইরূপ) উক্ত্বা (বলিয়া) ভূয়ঃ (পুনরায়) সৌম্যবপুঃ (সৌম্য শরীর) ভূত্বা (হইয়া) স্বকং (স্বীয়) রূপং (রূপ) দর্শয়ামাস (দর্শন করাইলেন) ভীতং (ভীত) এনং (অর্জ্জুনকে) পুনঃ (পুনরায়) আশ্বাসয়ামাস (আশ্বস্ত করিলেন) ॥৫০॥

সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন,—মহাত্মা বাসুদেবকে এরূপ বলিয়া স্বীয় চতুর্ভুজমূর্ত্তি দর্শন করাইয়া অবশেষে নিজ-দ্বিভুজ-সৌম্য মূর্ত্তি প্রকাশ করত ভীতমনা অর্জ্জুনকে সাহস প্রদান করিলেন ॥৫০॥

তাৎপর্য্য—

শ্রীভগবানের যে রূপ অর্জ্জুন এতক্ষণ দর্শন করিতেছিলেন তাহা একে ঘোরতর ভয়াবহ; তাহাতে আবার চির অপরিচিত অপূর্ব্বদৃষ্ট। পরিচিত প্রেমোদ্দীপক সুরম্য রূপ দর্শনের জন্য ভগবান্ প্রার্থিত হইয়া ছিলেন। তাই অর্জ্জুনের প্রার্থনানুসারে ভগবান মোহনরূপ ধারণ করিলেন, ও তাঁহাকে ভয়-বিহীন হইবার জন্য আশ্বাসিত করিলেন ॥৫০॥

অর্জ্জুন উবাচ,—

দৃষ্টেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দ্দন।
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ ॥৫১॥

অন্বয়—অর্জ্জুন উবাচ (অর্জ্জুন বলিলেন) জনার্দ্দন ! (হে জনার্দ্দন !) তব (তোমার) ইদং (এই) সৌম্যং (সৌম্য) মানুষং (মানুষ) রূপং (রূপ) দৃষ্ট্বা (দর্শন করিয়া) ইদানীং (সম্প্রতি) প্রকৃতিং গতঃ (সুস্থ) সচেতাঃ (চিত্তের প্রসন্নতা প্রাপ্ত) সংবৃত্তঃ (হইলাম) ॥৫১॥

শ্রীকৃষ্ণের পরম মাধুর্যময়ী দ্বিভুজমূর্ত্তি দর্শন করত অর্জ্জুন কহিলেন,-- হে জনার্দ্দন! তোমার সৌম্য মানুষমূর্ত্তি দর্শন করিয়া আমার চিত্ত স্থির এবং আমার ভক্তপ্রকৃতি পুনর্লব্ধ হইল ॥৫১॥

তাৎপর্য্য --

অতঃপর অর্জ্জুন সর্ব্বপ্রকার ভয় ব্যাকুলতা ও চিত্ত বিকারশূন্য হইয়া সানন্দে চিরপরিচিত ভগবদ্রূপদর্শন করিতে করিতে বলিলেন হে জনার্দ্দন! তোমার এই ভুবন মোহন পরম রমনীয় আমার মনোমত রূপ দর্শন করিয়া আমি পরম আনন্দ অনুভব করিতেছি। আমার চিত্তের যাবতীয় বিকলতা অপগত হইয়াছে; পূর্ব্বে উগ্রমূর্ত্তি দর্শনে যে হৃৎকম্পাদি জন্মিয়াছিল সমস্ত রহিত হইয়া আমি এখন সুখ অনুভব করিয়া প্রকৃতিস্থ হইয়াছি। চৈতন্যানন্দ বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ কখনও দ্বিভুজ কখনও বা চতুর্ভুজরূপে যাদব ও পাণ্ডবগণের সহিত প্রেমানন্দে ক্রীড়া কৌতুকে প্রবৃত্ত থাকিতেন। এই দুই রূপেই মানুষের ন্যায় ভাবাপন্ন হইয়া আনন্দোৎসবে প্রবৃত্ত থাকিতেন। তাই এস্থলে চতুর্ভুজ মূর্ত্তিকেও মনুষ্যরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে ॥৫১॥

শ্রীভগবান্ উবাচ—

সুদুর্দর্শমিদংরূপং দৃষ্টবানসি যন্মম।
দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ ॥৫২॥

অন্বয় শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ বলিলেন), যৎ (যাহা) [ত্বং (তুমি)] দৃষ্টবান্ অসি (দর্শন করিলে) মম (আমার) ইদং (এই) রূপং

(রূপ) সুদুর্দ্দর্শং (অতিশয় দুর্লভ দর্শন) দেবা অপি (দেবগণও) অস্য রূপস্য (এই রূপের) নিত্যং (সতত) দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ (দর্শনাভিলাষী) ।।৫২।।

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—হে অর্জ্জুন ! তুমি এখন আমার যে স্ব-রূপ দেখিতেছ, তাহা—সুদুর্দ্দর্শনীয় ; ব্রহ্মা-রুদ্রাদি দেবতাগণও এই নিত্যরূপের দর্শনাকাঙ্ক্ষী। যদি বল যে, এই মানুষরূপ সকলেই ত' দর্শন করিতেছে, ইহা কিরূপে দুর্দ্দর্শনীয় হইল ? তবে তোমাকে ইহার তত্ত্ব বলি, শুন। আমার এই সচ্চিদানন্দ কৃষ্ণরূপ সম্বন্ধে দর্শকদিগের তিনপ্রকার প্রতীতি হয় অর্থাৎ বিদ্বৎপ্রতীতি, অবিদ্বৎপ্রতীতি ও যৌক্তিকপ্রতীতি। (১) অবিদ্বৎপ্রতীতি অর্থাৎ মূঢ়প্রতীতি-দ্বারা মানবগণ আমার এই নিত্যস্বরূপকে 'জড়ধর্ম্মাশ্রিত' ও 'অনিত্য' বলিয়া অঙ্গীকার করে ; তাহাতে এই স্বরূপের পরমভাবটি তাহারা জানিতে পারে না। (২) যৌক্তিক বা দিব্যপ্রতীতি দ্বারা জ্ঞানাভিমানী পুরুষ ও দেবতাগণ এই প্রতীতিকে 'জড়ধর্ম্মাশ্রিত' ও 'অনিত্য' মনে করিয়া, হয় বিশ্বব্যাপী আমার বিরাট্মূর্ত্তিকে, নয় বিশ্বাতিরিক্ত ব্যতিরেক-ভাবগত নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মকে নিত্য-তত্ত্ব মনে করত আমার এই মানুষাকারকে অর্চ্চনোপায় মাত্র বলিয়া সিদ্ধান্ত করে। কিন্তু (৩) বিদ্বৎপ্রতীতি-দ্বারা আমার ঐ মানুষ-রূপকে সাক্ষাৎ সচ্চিদানন্দ-ধাম বলিয়া চিচ্চক্ষু-বিশিষ্ট ভক্তগণ আমার সাক্ষাৎ-কৃতি লাভ করেন। এরূপ সাক্ষাদ্দর্শন—দেবতাদেরও দুর্ল্লভ। দেবতাদের মধ্যে ব্রহ্মা ও শিব—আমার ভক্ত, অতএব তাঁহারা এইরূপ দর্শন-লালসা করিয়া থাকেন। তুমি আমার শুদ্ধ-সখ্যভক্তি আশ্রয় করিয়াছ বলিয়া আমার কৃপায় বিশ্বরূপাদি দর্শন করত নিত্যরূপের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব জানিতে পারিলে ।।৫২।।

তাৎপর্য্য—

অর্জ্জুন শ্রীভগবানের অনুগ্রহে দিব্যচক্ষু লাভ করিয়াছেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দেবতাগণের ন্যায় দিব্যমন লাভ করেন নাই। "দেবতারা নিত্য এই রূপ দর্শন করিবার আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন। এই উক্তিদ্বারা এইরূপ প্রমাণ হইতেছে না যে তাঁহার

নিতাই এইপ্রকার রূপ দর্শনলাভ করিতে সক্ষম'। অতএব ইহা এতই সুদুর্দর্শন যে দেবতার নিত্য আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও কদাচিৎ ইহার দর্শন পান কিনা সন্দেহ ॥৫২॥

নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি যন্মম ॥৫৩॥

অন্বয়—ত্বং (তুমি) মম (আমার) যৎ (যাহা) দৃষ্টবান্ অসি (দর্শন করিলে) অহং (আমার) এবম্বিধঃ (এই প্রকার রূপ) বেদৈঃ (বেদকর্তৃক) তপসা (তপস্যাদ্বারা) দানেন (দানদ্বারা) ইজ্যয়া চ (ও যজ্ঞের দ্বারা) দ্রষ্টুং (দর্শন করা) ন শক্যঃ (সম্ভব নহে) ॥৫৩॥

তুমি যে বিজ্ঞান-সহকারে আমার নিত্য নরাকার দর্শন করিলে, তাহা বেদপাঠ, তপস্যা, দান, ইজ্যা প্রভৃতি উপায়দ্বারাও কেহ দর্শন করিতে শক্ত (সমর্থ) হন না ॥৫৩॥

তাৎপর্য্য—

শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিপ্রায় দ্রষ্টব্য।

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ ॥৫৪॥

অন্বয়—পরন্তপ! (হে শত্রুপীড়াদায়ক! হে অর্জ্জুন!) তু (কিন্তু) অনন্যয়া (মদেকনিষ্ঠ) ভক্ত্যা (ভক্তিকর্তৃক) অহং (আমার) এবম্বিধঃ (এবম্ভূত বিশ্বরূপ) তত্ত্বেন (পরমার্থতঃ) জ্ঞাতুং (অবগত হইতে) দ্রষ্টুং (প্রত্যক্ষ দর্শন করিতে) প্রবেষ্টুং চ (ও সংতত্ত্বে প্রবেশ করিতে) শক্যঃ (সমর্থ হয়) ॥৫৪॥

হে অর্জ্জুন! অনন্যভক্তিদ্বারাই আমি এরূপে জ্ঞাত দৃষ্ট ও সাক্ষাৎকৃত হই ॥৫৪॥

তাৎপর্য্য—

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, আমার এই রূপ কেবল মাত্র ভক্তির দ্বারাই দর্শন যোগ্য। দিব্য চক্ষুর প্রভাবে অর্জ্জুন ভগবানের দেবাকার দর্শন করিয়াছিলেন, তাহা চতুর্ভুজ নরাকাররূপ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া জ্ঞান করা অযৌক্তিক। কারণ তাহা দেবাকারও চতুর্ভুজ নরাকারের অধীন হইয়া যুক্তিযুক্ত। ভগবৎ প্রদত্ত যে দিব্য নয়ন প্রভাবে অর্জ্জুন বিশ্বরূপ দর্শন করিয়াছিলেন সে বিশ্বরূপ শ্রীকৃষ্ণ মূর্ত্তিতেই আবিস্কৃত হইয়াছিল। কর্মানুষ্ঠান জনিত বিদ্যা প্রভাবে বহু আয়াসে ভগবানের দেবদেহ দেখা যাইতে পারে সুতরাং তাহা দুর্দর্শ। অনন্যা ভক্তির প্রভাবে ভগবানের চতুর্ভুজ মূর্ত্তি দেখা যায় তাহা সুদুর্দর্শন। এই পর্য্যন্ত শ্রীভগবানের দেবদেহের শ্রেষ্ঠতা অস্বীকার করিয়া তাঁহার শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম ধারী চতুর্ভুজ নরাকার মূর্ত্তিরই প্রাধান্য স্বীকার করা হইল। যদি নির্বাণ মুক্তি প্রাপ্তির কামনা থাকে তাহা হইলে অনন্যাভক্তি সহকারে পরব্রহ্মে প্রবেশ করিয়া তাহা পাওয়া যায়। জ্ঞানীগণের চিত্তক্ষেত্রে শেষ সময়ে ভক্তির উন্মেষ হয়। সেই ভক্তি অল্প হইলেও জ্ঞানের শাসনকে অতিক্রম করিয়া শ্রীভগবান্ একনিষ্ঠ হইয়া থাকে। তাহার ফল স্বরূপে সেই ভক্ত শ্রীভগবানের সাযুজ্য মুক্তি লাভ করেন। তদনন্তর আমাকে স্বরূপতঃ জানিয়া

জানিয়া আমাতেই প্রবেশ করিয়া থাকেন'। এই রহস্য আমি পরে প্রতিপাদন করিব ॥৫৪॥

মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জ্জিতঃ।
নির্ব্বৈরঃ সর্ব্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব ॥৫৫॥

অন্বয়—পাণ্ডব! (হে অর্জ্জুন!) যঃ (যে জন) মৎকর্ম্মকৃৎ (আমার কর্ম্মানুষ্ঠানশীল) মৎপরমঃ (আমি যাহার পরম পুরুষার্থ), মদ্ভক্তঃ (আমার সেবক) সঙ্গবর্জ্জিত (আসক্তিরহিত) সর্ব্বভূতেষু (সমস্ত প্রাণীর প্রতি) নির্ব্বৈরঃ (শত্রুভাবহীন) স (সে) মাং (আমাকে) এতি (প্রাপ্ত হয়) ॥৫৫॥

যিনি আমার অকৈতব সেবা করেন, কর্ম্মজ্ঞান-ফল-সঙ্গবর্জ্জিত হইয়া

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবৎগীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে বিশ্বরূপদর্শনযোগ একাদশোঽধ্যায় ॥

সমস্ত ব্যাপারে আমার ভক্তির আলোচনা করেন এবং সর্ব্বভূতের প্রতি সদয় হন, তিনিই এই শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ আমাকে লাভ করেন ॥৫৫॥

তাৎপর্য্য—

শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিপ্রায় দ্রষ্টব্য।

॥ একাদশোঽধ্যায় সমাপ্ত ॥

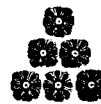

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ

ভক্তিযোগ

অর্জ্জুন উবাচ,—

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ ॥১॥

অন্বয়—অর্জ্জুনঃ উবাচ (অর্জ্জুন বলিলেন) যে ভক্তাঃ (যে ভক্তগণ) এবং (এইরূপে) সততযুক্তাঃ (তোমাতে সর্ব্বদা নিষ্ঠাসম্পন্ন) [হইয়া] ত্বাং (তোমাকে) পর্য্যুপাসতে (উপাসনা করে) যে চ (এবং যে) [সাধকবৃন্দ] অব্যক্তং (নির্ব্বিশেষ) অক্ষরং (ব্রহ্ম) [উপাসনা করে] তেষাং (এই উভয়ের মধ্যে) কে (কাহারা) যোগবিত্তমাঃ (শ্রেষ্ঠ যোগবিৎ) ॥১॥

অর্জ্জুন কহিলেন—হে কৃষ্ণ! তুমি এ পর্য্যন্ত আমাকে যে-সকল উপদেশ দিলে, ইহাতে আমি জানিলাম যে যোগী—দুইপ্রকার, অর্থাৎ একপ্রকার যোগিগণ সমস্ত শারীরিক ও সামাজিক কর্ম্মসকলকে তোমার অনন্যভক্তির অধীনতা-শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া তোমার নির্ম্মলভক্তি-দ্বারা তোমার উপাসনা করেন; অন্যপ্রকার যোগিগণ শারীরিক ও সামাজিক কর্ম্মসকলকে নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ দ্বারা আবশ্যক-মত স্বীকার করত অক্ষর ও অব্যক্ত-স্বরূপ তোমার আধ্যাত্মিক-যোগ অবলম্বন করেন। এই দুইপ্রকার যোগীর মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ ॥১॥

তাৎপর্য্য—

'যোগিনামপি সর্ব্বেষাং' (৬ষ্ঠ অধ্যায় ৪৭তম শ্লোক) ইত্যাদি বাক্যে ভক্তের সর্ব্বশ্রেষ্ঠতা অর্জ্জুন পূর্ব্বে শ্রবণ করিয়াছেন। আবার একাদশ অধ্যায়ে উপসংহার কালে 'মৎকর্ম্মকৃৎ' ইত্যাদি বাক্যেও সেই কথা সবিশেষ সমর্থন

শ্রবণ করিয়াছেন। এখন জিজ্ঞাসা করিতেছেন ভক্তগণের মধ্যে যাঁহারা তোমার শ্যামসুন্দর মূর্ত্তির উপাসনা করেন এবং যাহারা তোমার অব্যক্ত নির্বিশেষ অক্ষর ভাবের উপাসনা করেন সেই উভয়প্রকার যোগজ্ঞগণের মধ্যে কাহারা অধিকতর যোগজ্ঞ। 'যোগবিত্তর' এইরূপ প্রয়োগই উচিৎ ছিল। কিন্তু অসংখ্য যোগবিত্তরের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ। ইহাই বুঝাইবার জন্য যোগবিত্তম শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে ॥১॥

শ্রীভগবানুবাচ—

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥২॥

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ বলিলেন) যে (যাঁহারা) পরয়া (শ্রেষ্ঠা) শ্রদ্ধয়া উপেতাঃ (শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া) ময়ি (আমাতে) মনঃ (চিত্ত) আবেশ্য (একাগ্র করিয়া) নিত্যযুক্তাঃ (নিত্যযুক্ত হইয়া) মাং (আমাকে) উপাসতে (উপাসনা করেন) তে (তাঁহারা) যুক্ততমাঃ (সর্ব্বোত্তম যোগী) [বলিয়া] মে (আমার) মতাঃ (মত) ॥২॥

নির্গুণ-শ্রদ্ধা-সহকারে সমস্ত জীবনকে ভক্তিময় করিয়া যিনি আমাতে মনোনিবেশ করেন, সেই ভক্ত-ব্যক্তিই সকল-যোগিগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ॥২॥

তাৎপর্য্য—

অর্জ্জুনের প্রার্থনা অনুসারে শ্রীভগবান্ উপাসনামার্গের অধিকার বিষয় আলোচনা করতে প্রবৃত্ত হইয়া সাকার উপাসনার

শ্রেষ্ঠত্ব কীর্ত্তন করিতেছেন। যে ব্যক্তি আমার শ্যামসুন্দর আকারের প্রতি একান্ত অনুরক্ত, তিনিই ভগবন্নিষ্ঠগণের শিরোমণি স্বরূপ। জতুর (গালার) সহিত হিঙ্গুল মিশ্রিত হইলে জতু হিঙ্গুলেরবর্ণ ও শোভাসম্পন্ন হইয়া থাকে,তখন উভয় পদার্থের পার্থক্য ধরা পড়ে না। সেইভাবে আমার প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা-প্রীতি প্রভৃতি যাহার হৃদয়ের সহিত অভিন্নভাবে মিশ্রিত হইয়া হৃদয়কে সুমধুর প্রেমময় ও আনন্দময় করিয়াছে এবং তদ্রূপ অতুন্নত-হৃদয়ে যিনি আমার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন তিনিই যুক্ততম ॥২॥

যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্ ॥৩॥

সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ ॥৪॥

অন্বয়—যে তু (কিন্তু যাহারা) ইন্দ্রিয়গ্রামঃ (ইন্দ্রিয়সমূহ) সংনিয়ম্য (সংযমপূর্ব্বক) সর্ব্বত্র (সকল বস্তুতে) সমবুদ্ধয়ঃ (সমানদৃষ্টি) সর্ব্বভূতহিতে (সর্ব্বজীবের হিতসাধনে) রতাঃ (রত হইয়া) অনির্দ্দেশ্যং (যাহাকে নির্দ্দেশ করিতে অক্ষম) সর্ব্বত্রগম্ (সর্ব্বব্যাপী) অচিন্ত্যং (চিন্তাতীত) কূটস্থং (মায়িকজগতে একরূপে নিত্য স্থিত) অচলং (স্পন্দন-রহিত) ধ্রুবম্ (বৃদ্ধ্যাদি রহিত নিত্য) অক্ষরং (ব্রহ্মকে) পর্য্যুপাসতে (উপাসনা করে) তে (তাহারা) মাম্ এব (আমাকেই) প্রাপ্নুবন্তি (লাভ করে) ॥৩-৪॥

যাঁহারা ইন্দ্রিয়সকলকে নিয়মিত করিয়া, সকলের প্রতি সমদর্শন অবলম্বন করত সর্ব্বভূতের হিতকার্য্যেরত হইয়া আমার অক্ষর, অনির্দ্দেশ্য অব্যক্ত সর্ব্বত্রগ, অচিন্ত, কূটস্থ, অচল, ধ্রুব ও নির্ব্বিশেষ-স্বরূপকে উপাসনা করেন তাঁহারা বহুকষ্টের পর ঐশ্বর্য্যপ্রধান আমাতেই স্থিতি লাভ করেন। আমি ব্যতীত আর অন্য কোন উপাস্য বস্তু নাই; অতএব যিনি যে প্রকারেই পরমবস্তু-লাভের যত্ন করুন, আমাকেই লাভ করেন ॥৩-৪॥

তাৎপর্য্য—

শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিপ্রায় দ্রষ্টব্য

ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে ॥৫॥

অন্বয়—অব্যক্তাসক্তচেতসাং (নির্ব্বিশেষস্বরূপে আসক্তচিত্ত) তেষাং (তাহাদের) ক্লেশঃ (কষ্ট) অধিকতরঃ (অত্যধিক) হি (যেহেতু) অব্যক্তা (নির্ব্বিশেষ) গতিঃ (গতি বা পথ) দেহবদ্ভিঃ (দেহী জীবকর্ত্তৃক) দুঃখং (দুঃখে) অবাপ্যতে (লাভ হয়) ॥৫॥

জ্ঞানযোগী ও ভক্তযোগীর ভেদ এই যে, উপায়-কালে ভক্ত যোগী অতি সহজে পরাৎপর বস্তুর অনুশীলনপূর্ব্বক নির্ভয়ে ফলকালে তাঁহাকে লাভ করেন; আর জ্ঞানযোগী সর্ব্বদা অব্যক্ত-তত্ত্বে নিষ্ঠ হইয়া উপায়কালে ব্যতিরেক-চিন্তার যে কষ্ট, তাহা ভোগ করিতে থাকেন। সুতরাং ব্যতিরেক-চিন্তা অর্থাৎ সহজ-প্রতীতির বিপরীত চিন্তা—জীবের পক্ষে

দুঃখ জনক। ফলকালেও তাহার নির্ভয়তা নাই; যেহেতু, সাধন-সময় অতিবাহিত করিবার পূর্ব্বেই আমার নিত্য স্বরূপ উপলব্ধি না করিতে পারায় চরমগতিও তাহার পক্ষে অসুখজনক হয়। জীব—নিত্য চিন্ময় বস্তু। যদি অব্যক্ত-অবস্থায় সে লীন হয়, তবে তাহার উপাদেয় অবস্থার নাশ হয়। যদি স্ব-স্বরূপ উদিত হয়, তবে বিপরীত স্বরূপ যে অহংগ্রহবুদ্ধি, তাহার পরিত্যাগকালেও তাহার কষ্ট হয়। সেই জীব দেহবিশিষ্ট হইয়া উপায়কালে বা ফলকালে অব্যক্তের ধ্যান করিতে আরম্ভ করিলে দুঃখরূপই ফল লাভ করে। বস্তুতঃ, জীব—চৈতন্য-স্বরূপ এবং চিদ্দেহবিশিষ্ট। অতএব অব্যক্ত-ভাবকে কেবল জীবের স্বরূপবিরোধী ও দুঃখ জনক ভাব বলিয়া জানিবে। ভক্তিযোগই জীবের মঙ্গলজনক; ভক্তি হইতে স্বাধীন হইতে গেলে জ্ঞানযোগ সর্ব্বত্র অমঙ্গল উৎপাদন করে। অতএব নিরাকার, নির্ব্বিকার, সর্ব্বব্যাপী ও নির্ব্বিশেষ স্বরূপকে উপাসনা করত যে অধ্যাত্মযোগ সাধিত হয়, তাহা প্রশস্ত নয় ॥৫॥ তাৎপর্য্য—

অব্যক্ত অর্থাৎ কাহারও দ্বারা যিনি প্রকাশমান হন না, তাদৃশ ব্রহ্মে আসক্তচিত্ত ব্যক্তিগণের ব্রহ্মপ্রাপ্তির বিষয়ে অধিক ক্লেশ ঘটিয়া থাকে। যে গতি অব্যক্ত অর্থাৎ কোন উপায়ে যাহা পরিস্ফুট হয় না, অতি দুঃখদ্বারাই তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়। শব্দাদি জ্ঞান ইন্দ্রিয় সমূহের বিশেষ শক্তি, কিন্তু নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানের নিমিত্ত ইন্দ্রিয় সমূহের নিগ্রহ একান্ত আবশ্যক। যেমন নদীর গতি রোধ করা অতিশয় দুষ্কর, তদ্রূপ ইন্দ্রিয়

গ্রামের ক্রিয়া নিরোধ অতিশয় ক্লেশসাধ্য। ভক্তোত্তম সনৎকুমার এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছেন। ব্রহ্মপ্রাপ্তিরূপ উৎকৃষ্ট গতি ক্লেশসাধ্য হইলেও ভক্তি সম্মিলিত হইলে তাহা অনায়াসে লাভ করা যায়। ভক্তি বিরহিত ভাবে ভগবানের উপাসনা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। তাহাতে ব্রহ্মপ্রাপ্তির কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না। ব্রহ্মা বলিয়াছেন ভক্তি বিরহিত সাধকগণের কেবল ক্লেশই হইয়া থাকে, তাহারা কিছুই লাভ করিতে পারে না। শষ্যহীন ধান্যে আঘাত করিলে যে রূপ কোন ফল পাওয়া যায় না, ভক্তিবিহীন সাধকগণের চেষ্টা তদ্রূপ বৃথা হইয়া যায় ॥৫॥

যে তু সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরা।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥৬॥

তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্ ॥৭॥

অন্বয়—যে তু (কিন্তু যাঁহারা) সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি (সমস্ত কর্ম্ম) ময়ি (আমাকে) সংন্যস্য (সমর্পণ করত) মৎপরাঃ (মৎপরায়ণ হইয়া) অনন্যেন যোগেন এব (অনন্যভক্তিযোগদ্বারাই) মাং ধ্যায়ন্তঃ (আমার ধ্যানপূর্ব্বক) উপাসতে (উপাসনা করেন) হে পার্থ! (হে অর্জ্জুন!) ময়ি (আমাতে) আবেশিতচেতসাং (আবিষ্টচিত্ত বলিয়া) তেষাম্ (তাঁহাদিগকে) অহং (আমি) ন চিরাৎ (অবিলম্বে) মৃত্যুসংসার-সাগরাৎ (মৃত্যুব্যাপ্ত সংসারসমুদ্র হইতে) সমুদ্ধর্ত্তা ভবামি (সম্যগ্‌রূপে উদ্ধার করিয়া থাকি) ॥৬-৭॥

যাঁহারা—আমার ভগবৎস্বরূপাবলম্বী, সমস্ত শারীরিক ও সামাজিক কর্ম্মকে আমার ভক্তির সম্পূর্ণরূপে অধীন

করিয়া স্বীকার করেন, এবং মৎসম্বন্ধী অনন্যভক্তিযোগ দ্বারা আমার নিত্য বিগ্রহের ধ্যান ও উপাসনা করেন, সেই মদাবিষ্টচিত্ত পুরুষদিগকে আমি অতিশীঘ্রই মৃত্যু-সংসার সাগর হইতে উদ্ধার করি অর্থাৎ বদ্ধাবস্থায় মায়িক-সংসার হইতে মুক্তি দান এবং মায়াবন্ধ নষ্ট হইলে অভেদবুদ্ধিরূপ জীবাত্মার মৃত্যু হইতে রক্ষা করি। অব্যক্তাসক্তচিত্ত ব্যক্তিদিগের অভেদবুদ্ধি জনিত নিঃসহায়তাই তাহাদের অমঙ্গলের হেতু। আমার প্রতিজ্ঞাই আছে যে, 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।' ইহার দ্বারা জ্ঞাতব্য এই যে, অব্যক্তধ্যানশীল পুরুষদের অব্যক্তস্বরূপ আমাতে লয় হয়। তাহাতে আমার ক্ষতি কি? সেরূপ গতিলাভদ্বারা অভেদবাদী জীবের তাহার স্ব-স্বরূপ গত উপাদেয়ত্ব দূরীভূত হয় ॥৬-৭॥

তাৎপর্য্য—

(৬—৭) শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিপ্রায় দ্রষ্টব্য।

ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ ॥৮॥

অন্বয়—[অতএব] ময়ি এব (আমাতেই) মনঃ (মন) আধৎস্ব (স্থির কর) ময়ি (আমাতে) বুদ্ধিং (বুদ্ধি) নিবেশয় (নিবিষ্ট কর) অতঃ ঊর্দ্ধং (দেহান্তে) ময়ি এব (আমার সমীপে) নিবসিষ্যসি (বাস করিবে) [ইহাতে] ন সংশয়ঃ (কোন সংশয় বা সন্দেহ নাই) ॥৮॥

আমার নিত্য ভববৎস্বরূপে মনকে স্থির করিয়া আমার স্মরণ কর, তোমার বিবেকবতী বুদ্ধিকে আমাতেই নিযুক্ত কর

এবং ভগবত্তত্ত্বেই তুমি অবস্থিত হও। তাহা হইলে সেই সাধন-ভক্তির সর্ব্বোচ্চ ফল যে নিরুপাধিক প্রেম, তাহা তুমি লাভ করিবে ॥৮॥

তাৎপর্য্য

অতএব তুমি আমাতেই মন সমাহিত কর এবং আমাতেই বুদ্ধি অর্পন কর। এইরূপ করিলে তুমি কৃষ্ণরূপী আমার সন্নিধানে বাস করিবে। কিন্তু তোমাকে স্বর্গাদি লোকে বাস করত তদনন্তর ঐশ্বর্য্যপ্রধান আমাকে লাভ করিয়া ক্লেশ সহ্য করিতে হইবে না ॥৮॥

অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয় ॥৯॥

অন্বয়—ধনঞ্জয়! (হে অর্জ্জুন!) অথ (আর) [যদি] ময়ি (আমাতে) চিত্তং (চিত্ত) স্থিরং (নিশ্চলভাবে) সমাধাতুং (সম্যগ্‌রূপে ধারণ করিতে) ন শক্নোষি (সমর্থ না হও) ততঃ (তাহা হইলে) অভ্যাসযোগেন (নিরন্তর অনুশীলনদ্বারা) মাং (আমাকে) আপ্তুং (লাভ করিতে) ইচ্ছ (ইচ্ছা কর)। ৯॥

যদি সহজ-অনুরাগ-দ্বারা আমাতে চিত্ত স্থির করিতে না পার, তবে বৈধ অভ্যাসযোগের দ্বারা আমাকে পাইবার যত্ন কর। তাৎপর্য্য এই যে, পরম-পুরুষার্থরূপ প্রেমের সাধন—দুই প্রকার অর্থাৎ রাগমার্গ ও বিধিমার্গ। রাগাত্মিক-ভক্তদিগের চেষ্টা দেখিয়া তাহাতে লোভপূর্ব্বক যে সাধন হয়, তাহাকে 'রাগানুগা ভক্তি' বলে। দৃঢ়শ্রদ্ধা-দ্বারা যে সাধন হয়, তাহাকে 'বৈধী ভক্তি' বলে। যাঁহার সহজ-রাগাভাব, তাঁহার পক্ষে বৈধভক্তি-সাধনই শ্রেয়ঃ ॥৯॥

তাৎপর্য্য—

পূর্ব্বশ্লোকে শ্রীভগবান্ তদেকনিষ্ঠচিত্তে অনন্যভাবে ধ্যান করিতে উপদেশ দিয়েছিলেন কিন্তু এই স্থলে অর্জ্জুনের মনে আশংকা হইতে পারে সাগরাভিমুখি গঙ্গার ন্যায় যাহাদের মনোবৃত্তি তোমার দিকে বেগে প্রধাবিত হইতেছে, তাহারাই ত্বরায় তোমাকে প্রাপ্ত হইতে পারেন। কিন্তু যাহাদের চিত্তবৃত্তি সেরূপ বেগবতী নহে, যাহাদের হৃদয়ে ভক্তির প্রবল তরঙ্গ হয় নাই; তাহারা কি উপায়ে তোমাকে প্রাপ্ত হইবে? এই প্রশ্নের উত্তর শ্রীভগবান্ বর্ত্তমান শ্লোকের অবতারণা করলেন। যদি পূর্ব্বোক্ত উপায়ে আমাতে স্থিরভাবে চিত্ত সমাহিত করিতে সমর্থ না হও তবে তাহা হইলে অভ্যাসযোগের দ্বারা আমাকে লাভ করিতে যত্ন কর। আমি ব্যতীত বিষয়ান্তরে আকৃষ্টচিত্তকে তত্তৎ বিষয় হইতে ধীরে ধীরে ফিরাইয়া লইয়া আমাতে স্থাপন-রূপ অভ্যাসযোগের অনুষ্ঠান কর। সেই অনুষ্ঠানের ফলে চিত্ত মৎপ্রবণ অর্থাৎ মদাসক্ত হইলে মৎপ্রাপ্তি সুলভ হইবে। মূলে "ধনঞ্জয়" এই সম্বোধন পদ প্রযুক্ত হইয়াছে। অর্জ্জুন রাজসূয় যজ্ঞকালে বাহুবলে উত্তর কুরুদেশে বহু শত্রু জয় করিয়া প্রভূত ধন আহরণ করিয়াছিলেন। এইরূপ শক্তিশালী পুরুষের পক্ষে মনঃশত্রুকে জয় করিয়া তত্ত্বজ্ঞানরূপ ধন আহরণ আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। এই অভিপ্রায়ে শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে শক্তিসূচক ধনঞ্জয় শব্দে সম্বোধন করিয়াছেন ॥৯॥

অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্ম্মপরমো ভব।
মদর্থমপি কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥১০॥

অন্বয়—[যদি] অভ্যাসেঽপি (অভ্যাসযোগেও) অসমর্থঃ (অক্ষম) অসি (হও) [তাহা হইলে] মৎকর্ম্মপরমঃ (আমার কর্ম্মপরায়ণ) ভব (হও) মদর্থং (আমার প্রীতির জন্য) কর্ম্মাণি (কর্ম্ম) কুর্ব্বন্ অপি (অনুষ্ঠান করিয়াও) সিদ্ধিং (সিদ্ধ) অবাপ্স্যসি (প্রাপ্ত হইবে) ॥১০॥

যদি অভ্যাসেও অসমর্থ হও, তবে মৎকর্ম্মপর হও। তাহা করিলে ক্রমশঃ অভ্যাস ও অবশেষে মদীয় সবিশেষ-তত্ত্বে চিত্তস্থৈর্যরূপা সিদ্ধি লাভ করিবে ॥১০॥

তাৎপর্য্য —

অর্জ্জুন যদি বলেন যে, মন বায়ুর ন্যায় সতত চঞ্চল। তাহাকে পূর্ব্বোক্তরূপ অভ্যাসনিষ্ঠকরণ আমার সাধ্যায়ত্ত নহে, তাহা হইলে কি করিতে হইবে—বর্ত্তমান শ্লোকে তাহাই কথিত হইতেছে। উক্তরূপ অভ্যাসযোগে অসমর্থ হইলে আমার কর্ম্মসাধনে তুমি সম্পূর্ণরূপে নিযুক্ত হও। অর্থাৎ আমার মন্দির নির্ম্মাণ, আমার ফুলের বাগানে জল সেচনকর্ম্ম সাধন করিতে থাক। এই প্রকার সহজসাধ্য কর্ম্মসাধন করিতে করিতে ক্রমশঃ আমার মাহাত্ম্য তোমার হৃদয়গত হইবে এবং তুমি আমার পরমানন্দময় রূপচিন্তনে সক্ষম হইবে। তদনন্তর তোমার মৎপ্রাপ্তিরূপ পরম সৌভাগ্যের উদয় হইবে ॥১০॥

অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্ত্তুং মদ্যোগমাশ্রিতঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্ ॥১১॥

অন্বয়—অথ (আর) [যদি] এতদ্ অপি (ইহাও) কর্ত্তুম্ (করিতে) অশক্তঃ (অক্ষম) অসি (হও) ততঃ (তাহা হইলে) যতাত্মবান্ (যতচিত্ত

হইয়া) মৎযোগং (আমার ভক্তিযোগ) আশ্রিতঃ (আশ্রয়পূর্ব্বক) সর্ব্বকর্ম্ম-ফলত্যাগং (সমস্ত কর্ম্মের ফলত্যাগ) কুরু (কর) ॥১১॥

যদি মৎকর্ম্মাচরণেও অশক্ত হও, তবে আত্মবান্ হইয়া সমস্ত ফল ত্যাগ-পূর্ব্বক বৈদিক কর্ম্ম আচরণ কর ॥১১॥

তাৎপর্য্য—

(১১-১২) শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিপ্রায় দ্রষ্টব্য।

শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ্জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্ম্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্ ॥১২॥

অন্বয়—হি (যেহেতু) অভ্যাসাৎ (অভ্যাসযোগ অপেক্ষা) জ্ঞানং (আত্মজ্ঞান) শ্রেয়ঃ (শ্রেষ্ঠ) জ্ঞানাৎ (জ্ঞান অপেক্ষা) ধ্যানং (আত্মধ্যান) বিশিষ্যতে (শ্রেষ্ঠ) ধ্যানাৎ (ধ্যান অপেক্ষা) কর্ম্মফলত্যাগ (কর্ম্মফলসমর্পণ) [শ্রেষ্ঠ] ত্যাগাৎ (ত্যাগ হইতে) অনন্তরং (অতঃপর) শান্তিঃ (শান্তি) [লভ্য হয়] ॥১২॥

অসমর্থ-পক্ষে রাগভক্তি অপেক্ষা বৈধভক্তিরূপ অভ্যাসই শ্রেয়োরূপে আশ্রয়নীয়। বৈধভক্তিতে অসমর্থ হইলে আত্মযাথাত্ম্যরূপ জ্ঞানচেষ্টাই শ্রেয়ঃ। তাদৃশ জ্ঞানে অসমর্থ হইলে তৎসাধনভূত স্বাত্মচিন্তারূপ 'তত্ত্বমস্যাদি' বাক্যগত ধ্যানই শ্রেয়ঃ। তাদৃশ ধ্যানে অসমর্থ পুরুষের পক্ষে কর্ম্ম-যোগই শ্রেয়ঃ। কাম্য কর্ম্মীদিগের পক্ষে কর্ম্মফলত্যাগদ্বারা শান্তি লাভ হয়। তাৎপর্য্য এই যে, শুদ্ধ-ভক্তি পাইবার দুইটি মার্গ অর্থাৎ সাক্ষাৎমার্গ ও ক্রমমার্গ। লোভ ও শ্রদ্ধোদিত সাধুসঙ্গদ্বারা শ্রবণকীর্ত্তনাদি সাধনই সাক্ষাৎমার্গ। আর প্রথমে কাম্যকর্ম্মত্যাগ, দ্বিতীয়ে কর্ম্মযোগাশ্রয়ে, তৃতীয়ে অষ্টাঙ্গযোগগত ধ্যান, চতুর্থে আত্মযাথাত্ম্যজ্ঞান পঞ্চমে পরমাত্মযাথাত্ম্যজ্ঞানজনিত সাধন-ভক্তিরূপ ক্রমমার্গই সাধারণী প্রথা ॥১২॥

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ॥১৩॥

সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥১৪॥

অন্বয়—যঃ মদ্ভক্তঃ (আমার যে ভক্ত) সর্ব্বভূতানাং (সকল জীবের) অদ্বেষ্টা (দ্বেষহীন) মৈত্রঃ স্নেহবান্) করুণঃ (কৃপালু) নির্ম্মমঃ (মমতাশূন্য) নিরহঙ্কারঃ (গর্ব্বহীন) সমদুঃখ সুখঃ (সুখে-দুঃখে সমভাবযুক্ত) ক্ষমী (ক্ষমাবান্) সততং (সর্ব্বদা) সন্তুষ্টঃ (সন্তুষ্ট) যোগী (অপ্রমত্ত) যতাত্মা (সংযতস্বভাব) দৃঢ়নিশ্চয়ঃ (দৃঢ়সঙ্কল্প) ময়ি (আমাতে) অর্পিতমনোবুদ্ধিঃ (যাহার মন ও বুদ্ধি অর্পিত) সঃ (তিনি) মে (আমার) প্রিয়ঃ (প্রিয়পাত্র) ॥১৩-১৪॥

ভক্ত – সর্ব্বভূতের প্রতি স্বভাবতঃই দ্বেষশূন্য অর্থাৎ যে সকল লোকেরা তাঁহার প্রতি দ্বেষ করে তাহাদের প্রতিদ্বেষ করেন না, বরং সকলের প্রতি মিত্রতা করিয়া থাকেন; অসদ্গতি হইতে কিসে কুপথগামিজীবের রক্ষা হইবে, তদ্বিষয়ে কৃপালু এবং জড়ীয়-দেহের সম্বন্ধে নির্ম্মম অর্থাৎ অহঙ্কারশূন্য; অপরের দ্বারা নিগৃহীত হইয়াও তাহাতে প্রারব্ধ ফল প্রাপ্ত হন না, অতএব সক্ষম; যদৃচ্ছা লাভে দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করত তিনি সর্ব্বদাই সন্তুষ্ট; উপায়-শৃঙ্খলক্রমে ফলোদ্দেশনিষ্ঠারূপ যোগপরিনিষ্ঠিত; দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া সর্ব্বদা নিরুপাধিক প্রেমলাভের জন্য যত্নশীল, যাঁহার এইরূপ মনোবুদ্ধি আমাতে অর্পিত হইয়াছে, তিনি—আমার ভক্ত ও প্রিয় ॥১৩-১৪॥

তাৎপর্য্য—

পূর্ব্বে শ্লোক নির্দিষ্ট শান্তভক্ত কিরূপ প্রকৃতি সম্পন্ন হইয়া থাকেন; তহাই প্রদর্শিত হইতেছে। যে দ্বেষকরে তাহার প্রতিও যিনি দ্বেষ পরায়ণ না হন তিনিই অদ্বেষ্টন। অধিকন্তু

তিনি দ্বেষকারীর প্রতি মিত্র ভাব সম্পন্ন। সেই দ্বেষপরায়ণ ব্যক্তিগণেরও অধোগতি না হয়, এই কামনায় তাহাদের প্রতি তিনি কৃপালু। যদি জিজ্ঞাসা করা যায় কি কারণে কোন বিবেক বলে তিনি দ্বেষপরায়ণগণের প্রতি তিনি কৃপাযুক্ত হইয়া থাকেন? তদুত্তরে বিবেক ব্যতীত এইরূপ ঘটিতে পারে ইহাই প্রদর্শন করিবার অভিপ্রায়ে কথিত হইতেছে যে, তিনি নিরহঙ্কার অর্থাৎ পুত্রকলত্রাদি কোন বিষয়ে মমত্ব না থাকায় এবং দেহাদি সম্বন্ধে কোনই অহঙ্কার না থাকায়, সংসারে কোন দ্বেষপরায়ণ শত্রুর প্রতিও দ্বেষশূন্য। সুতরাং তাদৃশ ব্যক্তির অদ্বেষভাবের নিমিত্ত বিবেকের সহায়তার আবশ্যকতা হয় না। যদি বলা যায় অন্যে যদি তাঁহাকে পাদুকা বা মুষ্টি প্রভৃতি দ্বারা আঘাত করে তাহা হইলে তাহার দৈহিক বেদনার জন্য কিছু দুঃখ হইতে পারে? তদুত্তরে কথিত হইতেছে তাহাও হয় না। কারণ দুঃখে ও সুখে তিনি সমজ্ঞান সম্পন্ন। ভগবান্ চন্দ্রার্দ্ধশেখর বলিয়াছেন, "নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চ বিভ্যতি। স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ॥" ইহার ভাবার্থ এই যে, নারায়ণ-পরায়ণ সাধকগণ কোন প্রকারেই ভীত হন না, কারণ তাঁহারা স্বর্গ, মুক্তি এবং নরক সকলেই তুল্যদর্শী। সুখ-দুঃখে সমবোধ অর্থাৎ সকলেই নিজ প্রারব্ধ লব্ধ, সুতরাং অবশ্য ভোগ্য এইরূপ ভাবনা যুক্ত। সর্ব্বত্র সমদর্শী হইয়া সহিষ্ণুদিগের ন্যায় দুঃখ সহ্য করিয়া থাকেন।

এই অভিপ্রায়ে কথিত হইতেছে যে, যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, এরূপ ভক্তের জীবিকা কিরূপে নির্ব্বাহ হয়? তদুত্তরে বলিতেছেন, সন্তুষ্ট অর্থাৎ যদৃচ্ছালব্ধ দ্রব্যে অথবা অতি সামান্য মাত্র আয়াসে প্রাপ্ত বস্তুতেই সন্তুষ্ট। পূর্ব্বে 'সমদুঃখ সুখ' এই গুণের কথা কীর্ত্তিত হইয়াছে। যদিচ্ছালব্ধ স্বভক্ষ্য প্রাপ্তিতে তাহার সন্তোষ জন্মিলে পূর্ব্বকথিত গুণের ব্যাঘাত হয়। এই আশংকা নিবারণের নিমিত্ত কথিত হইতেছে যে, সতত যোগী অর্থাৎ ভক্তিযোগযুক্ত, এবং ভক্তি বিষয়ে সিদ্ধি-লাভের জন্যই প্রাণ ধারণার্থ যদৃচ্ছালাভে সন্তুষ্ট। শাস্ত্রেও উক্ত হইয়াছে যে, "আহারার্থং যতেতৈব যুক্তং তৎ প্রাণ ধারণম। তত্ত্বং বিমৃশ্যতে তেন তদ্বিজ্ঞায় পরং ব্রজেৎ॥" ইহার ভাবার্থ এই যে, প্রাণ ধারণার্থ আহারের প্রযত্নপরায়ণ হইবে। এইরূপে প্রাণ ধারণ করিয়া তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। এবংবিধ প্রকারে প্রাণধারণার্থ ভোজ্যলাভ করিতে হইবে সত্য, কিন্তু যদি দৈবাৎ তাহা না প্রাপ্ত হওয়া যায়? এইরূপ আশংকার উত্তরে কথিত হইতেছে যে, যতাত্ম অর্থাৎ সংযতচিত্ত বা ক্ষোভ-রহিত যদি দৈবাৎ চিত্তক্ষোভাদি উপস্থিত হইলে অষ্টাঙ্গযোগ সাধনের অক্ষমতা ঘটে? এইরূপ আশংকার উত্তর-স্বরূপে কথিত হইতেছে যে, দৃঢ়নিশ্চয় অর্থাৎ 'আমার অনন্যা ভক্তিই কর্ত্তব্য' এইরূপ স্থির নিশ্চয়। সুতরাং সে বিশ্বাস কোন কারণেই শিথিল হয় না। উপরে যত কিছু সদ্গুণের উল্লেখ করা হইল, সেই সকলের একমাত্র হেতু 'ময্যর্পিত মনোবুদ্ধি'

অর্থাৎ মৎচিন্তন স্মরণ-পরায়ণ। এতাদৃশ ভক্ত আমার অতিশয় প্রিয়, অর্থাৎ আমাকে প্রীতি প্রদানক্ষম ॥১৩-১৪॥

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥১৫॥

অন্বয়—লোকঃ (মনুষ্য) যস্মাৎ (যাহা হইতে) ন উদ্বিজতে (উদ্বিগ্ন হয় না) যঃ চ (এবং যিনি) লোকাৎ (মনুষ্য হইতে) ন উদ্বিজতে (উদ্বিগ্ন হন না) যঃ (যিনি) হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈঃ (হর্ষ, ক্রোধ, ভয় ও উদ্বেগ হইতে) মুক্তঃ (মুক্ত) সঃ (তিনি) মে (আমার) প্রিয়ঃ (প্রিয়) ॥১৫॥

যাহা হইতে লোকসকল উদ্বেগ প্রাপ্ত হয় না, এবং লোকদ্বারা যিনি উদ্বেগ প্রাপ্ত হন না—এরূপ হর্ষ, অমর্ষ, ভয় ও উদ্বেগ হইতে যিনি পরিমুক্ত, তিনি আমার প্রিয় ॥১৫

তাৎপর্য্য—

(১৫—১৯) শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিপ্রায় দ্রষ্টব্য

অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষউদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥১৬॥

অন্বয়—যঃ মদ্ভক্তঃ (আমার যে ভক্ত) অনপেক্ষঃ (কোন কিছু বা কাহারও অপেক্ষাশূন্য) শুচিঃ (পবিত্র) দক্ষঃ (আলস্যহীন) উদাসীনঃ (পক্ষপাতরহিত) গতব্যথঃ (মনোবেদনাশূন্য) সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী (সর্ব্বপ্রকার কার্য্যোদ্যমপরিত্যাগী) সঃ (তিনি) মে (আমার) প্রিয়ঃ (প্রিয়) ॥১৬॥

ব্যবহারিক কার্য্যাপেক্ষাশূন্য, পবিত্র, নিপুণ, উদাসীন, ব্যথাশূন্য ও আরব্ধ কার্য্যসকলের ফলাকাঙ্ক্ষারহিত আমার ভক্তগণই আমার প্রিয় ॥১৬॥

যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥১৭॥

অন্বয়—যঃ (যে) ভক্তিমান্ (ভক্ত) ন হৃষ্যতি (হৃষ্ট হন না) ন দ্বেষ্টি (দ্বেষ করেন না) ন শোচতি (শোক করেন না) ন কাঙ্ক্ষতি (আকাঙ্ক্ষা করেন না) শুভাশুভ পরিত্যাগী (ভাল-মন্দ দুই ত্যাগ করা যাহার স্বভাব) সঃ (তিনি) মে প্রিয়ঃ (আমার প্রিয়) ॥১৭॥

যিনি জড়ীয়-ফল-লাভে আশাবান্ বা হৃষ্টচিত্ত হন না, জড়ীয় ফল-লাভের ব্যাঘাত হইলে দ্বেষ বা শোক করেন না এবং সমস্ত শুভাশুভ আত্মসাৎ করেন না, সেই ভক্তিমান্ জনই আমার প্রিয় ॥১৭॥

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ ॥১৮॥

তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ ॥১৯॥

অন্বয়—যঃ ভক্তিমান্ (যে ভক্ত) নরঃ (মনুষ্য) শত্রৌ (শত্রুরপ্রতি) মিত্রে চ (ও মিত্রের প্রতি) তথা (সেইরূপ) মানাপমানয়োঃ (মান ও অপমানে) সমঃ (সমভাববিশিষ্ট), শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু (শীত, গ্রীষ্ম, সুখ ও দুঃখে) সমঃ (সমান), সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ (সঙ্গরহিত), তুল্যনিন্দাস্তুতিঃ (নিন্দা স্তুতিতে সমান) মৌনী (সংযতবাক্) যেন কেনচিৎ (যাহা কিছুতে) সন্তুষ্টঃ (সন্তুষ্ট) অনিকেতঃ (গৃহশূন্য) স্থিরমতিঃ (ব্যবস্থিতচিত্ত) সঃ (তিনি) মে প্রিয়ঃ (আমার প্রিয়) ॥১৮-১৯॥

শত্রু-মিত্র, মানাপমান, শীতোষ্ণ এবং সুখ-দুঃখের প্রতি সমতা, কুসঙ্গশূন্যতা, তথা নিন্দা ও স্তুতিতে সাম্যবুদ্ধি, যাহাতে-তাহাতে সন্তোষ, মৌন-ধর্ম্ম

গৃহাশক্তিশূন্যতা ও স্থিরমতি সহজে লাভ করত আমার ভক্ত আমার প্রিয় হন ॥১৮-১৯॥

যে তু ধর্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ ॥২০॥

অন্বয়—যে তু (কিন্তু যাঁহারা) ইদং (এই) যথোক্তং (যথা কথিত) ধর্ম্মামৃতং (ধর্ম্মামৃতের) পর্য্যুপাসতে (উপাসনা করেন) তে (সেই সমস্ত) শ্রদ্দধানাঃ (শ্রদ্ধালু) মৎপরমা (মৎপরায়ণ) ভক্তাঃ (ভক্ত) মে (আমার) অতীব (অতিশয়) প্রিয়াঃ (প্রিয়) ॥২০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে ভক্তিযোগ নাম দ্বাদশোঽধ্যায় ॥

মৎপর শ্রদ্ধা-সহকারে যাঁহারা এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোক হইতে আনুপূর্ব্বিক মদ্বর্ণিত ধর্ম্মামৃতের পর্য্যুপাসনা করেন, তাঁহারা—আমার ভক্ত, অতএব আমার অত্যন্ত প্রিয় ॥২০॥

তাৎপর্য্য—

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সুখময়ী সর্ব্বসাধ্য প্রদানকারিণী ভক্তির এবম্বিধ অদ্ভুত গুণসমূহ এই দ্বাদশ অধ্যায়ে নিরূপিত হইয়াছে যদিও নিম্ব ও আঙ্গুরের ন্যায় জ্ঞান ও ভক্তিতত্ত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে, তথাপি তত্তৎ আস্বদলোভী সাধকগণ নিজ নিজ ভাব অনুসারে এককে গ্রহণ করিয়া থাকেন ॥২০॥

দ্বাদশোঽধ্যায় সমাপ্ত

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ

প্রকৃতি-পুরুষ-বিবেক-যোগ

অর্জ্জুন উবাচ,—

প্রকৃতিং পুরুষং চৈব ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞমেব চ।
এতদ্বেদিতুমিচ্ছামি জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চ কেশব ॥১॥

অন্বয়—অর্জ্জুন উবাচ [অর্জ্জুন বলিলেন]—কেশব ! [হে কেশব] প্রকৃতিং [প্রকৃতিকে] পুরুষং চ এব [এবং পুরুষকেও] ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞম্ এব চ [এবং ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞকেও] জ্ঞানং (জ্ঞান) জ্ঞেয়ং চ (জ্ঞেয়কে) এতৎ (ইহাকে) বেদিতুম্ (জানিতে) ইচ্ছামি (ইচ্ছাকরি) ॥১॥

অর্জ্জুন বলিলেন,—হে কেশব ! আমি প্রকৃতি, পুরুষ ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্ঞ, জ্ঞান ও জ্ঞেয় এই সকলের তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করি ॥১॥

তাৎপর্য্য—

অর্জ্জুন পূর্ব্বে বিবিধভাবে শ্রীভগবানের উপদেশ শ্রবণ করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু সেই সব বিষয়ের সামঞ্জস্য করায় বলবতী বাসনার উদ্ভব স্বাভাবিক। সেইভাবেই তিনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন, হে কেশব ! তুমি চিরদিনই দুষ্টদমনে ও অসুরহরণে সিদ্ধহস্ত, আমার অজ্ঞানরূপ অসুর এবং পরম শত্রুদের তুমি নাশ করিয়াছ। অতএব তুমি পুনরায় প্রকৃতি ও পুরুষের তত্ত্ব, ক্ষেত্র, ও ক্ষেত্রজ্ঞের নিরূপণ এবং জ্ঞান জ্ঞেয় পদার্থ সম্বন্ধে উপদেশ দান করিয়া চরিতার্থ কর।

যে ভগবদ্ভক্তির কৃপায় জ্ঞানাদি সাধন সহকারে ব্রহ্মনিষ্ঠার সার্থকতা লাভ করা যায় সেই ভগবদ্ভক্তিকে নমস্কার। এই তৃতীয় ষট্‌কের জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির তত্ত্ব নিরূপিত হইয়াছে। তাহার

মধ্যে সুকৌশলে কেবল ভক্তির উৎকর্ষও পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে শরীর জীবাত্মা পরমাত্মা জ্ঞানের সাধন এবং প্রকৃতি পুরুষের তত্ত্ব বিবেচিত হইতেছে ॥১॥

শ্রীভগবানুবাচ—

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্‌যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞমিতি তদ্বিদঃ ॥২॥

অন্বয়—শ্রীভগবান উবাচ (শ্রীভগবান্ বলিলেন)—কৌন্তেয় ! (হে কুন্তীনন্দন !) ইদং (এই) শরীরং (দেহ) ক্ষেত্রং ইতি ('ক্ষেত্র' বলিয়া) অভিধীয়তে (কথিত হয়)। যঃ (যে) এতৎ (এই শরীরকে) বেত্তি (জানে), তং (তাহাকে) তদ্বিদঃ (ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞতত্ত্ববিদ্‌গণ) ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি ('ক্ষত্রজ্ঞ, এই নামে) প্রাহুঃ (বলিয়া থাকেন) ॥২॥

প্রকৃতি, পুরুষ, ক্ষেত্র, ক্ষেত্রজ্ঞ, জ্ঞান ও জ্ঞেয়, এই সকলের তত্ত্বজিজ্ঞাসু অর্জ্জুনকে কৃষ্ণ কহিলেন,—হে অর্জ্জুন ! আমি তোমাকে পরম-রহস্যস্বরূপ ভক্তিতত্ত্ব স্পষ্টরূপে বুঝাইবার জন্য প্রথমে আত্মার স্বরূপ ও বদ্ধজীবের কর্ম্মসকল ব্যাখ্যা করিয়াছি এবং নিরুপাধিক ভক্তি স্বরূপও বলিলাম ; তাহাতে কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তিরূপ ত্রিবিধ অভিধেয়ের বিচার সমাপ্ত হইয়াছে। সম্প্রতি-বিজ্ঞান-বিচার-দ্বারা জ্ঞান ও বৈরাগ্যের বিশেষ ব্যাখ্যা করিতেছি ; তাহা শ্রবণ করত তোমার নিরুপাধিক-ভক্তিতত্ত্বে অধিকতর দার্ঢ্য হইবে। আমি যখন ব্রহ্মাকে ভগবতক-শাস্ত্রের মূল চতুঃশ্লোক বলিয়াছিলাম, তখম 'জ্ঞানং মে পরমং গুহ্যং যদ্‌বিজ্ঞানসমন্বিতাম্। সরহস্যং তদঙ্গ গৃহাণ গদিতং ময়া'। [এই বাক্য-দ্বারা জ্ঞান, বিজ্ঞান, রহস্য (প্রয়োজন প্রেম)

ও তদঙ্গ (অভিধেয় সাধন-ভক্তি) এই চারটি বিষয়ের উপদেশ দিই। এই চারটি বিষয় ভাল করিয়া না বুঝিলে রহস্যোদয় হয় না ; অতএব তোমাকেও বিজ্ঞান উপদেশপূর্ব্বক রহস্যোপযোগিণী বুদ্ধি অর্পণ করিতেছি। বিশুদ্ধভক্তি উদিত হইলে অহৈতুকজ্ঞান ও বৈরাগ্য সহজেই উদিত হয়। তুমি ভক্তি আচরণপূর্ব্বক এই দুইটি আনুষঙ্গিক ফল অনুভব কর। হে কৌন্তেয় ! এই শরীরের নাম ক্ষেত্র ; যিনি এই ক্ষেত্রকে অবগত হন' তিনিই ক্ষেত্রজ্ঞ ॥২॥

তাৎপর্য্য—

দ্বিতীয় ষট্‌কে কেবল ভক্তির দ্বারা ভগবৎপ্রাপ্তির উপায় বর্ণনা করা হইয়াছে। যোগীদের জ্ঞানদ্বারাই মোক্ষলাভ হইয়া থাকে, সেই জ্ঞানের প্রসঙ্গ সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে সত্য। কিন্তু পুনরায় ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞাদির তত্ত্ব নিরূপণ দ্বারা সেই জ্ঞানের বিবরণ বিশদ করিবার অভিপ্রায়ে তৃতীয় ষট্‌ক আরম্ভ হইয়াছে ॥২॥

ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যত্তজ্‌জ্ঞানং মতং মম ॥৩॥

অন্বয়—ভারত ! (হে ভরতবংশাবতংস !) ক্ষেত্রজ্ঞং চ (ক্ষেত্রজ্ঞকেও সর্ব্বক্ষেত্রেষু (সমস্ত দেহে) [অবস্থিত] মাম্ অপি (আমাকেও) বিদ্ধি (জানিও) ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ (দেহ ও দেহীর) যৎ জ্ঞানং (যে তত্ত্বজ্ঞান) তৎ (তাহাকে) জ্ঞানং (প্রকৃতজ্ঞান) মম মতং (ইহাই আমার মত) ॥৩॥

ক্ষেত্র-বিচারে ও ক্ষেত্রজ্ঞ-বিচারে তিনটি তত্ত্ব দেখিতে পাইবে; সেই তিনটি তত্ত্বের নাম,—ঈশ্বর, জীব ও জড়। যেমত এক-একটি শরীরে জীবাত্মরূপ এক-একটি ক্ষেত্রজ্ঞ আছেন, তদ্রূপ আমাকেই সমস্ত জগতের প্রধান ক্ষেত্রজ্ঞরূপ ঈশ্বর জানিবে, আমার ঐশী-শক্তির দ্বারা আমিই পরমাত্মরূপে সর্ব্বক্ষেত্রজ্ঞ। এইরূপ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ-তত্ত্ব বিচারপূর্ব্বক যাঁহাদের ত্রিতত্ত্ব-বোধ হয়, তাঁহাদের জ্ঞানই 'বিজ্ঞান' ॥৩॥

তাৎপর্য্য—

এই ক্ষেত্ররূপ দেহকে কৃষিজীবিগণের ক্ষেতরূপে গ্রহণ করা আবশ্যক। ইহা শুভাশুভ ফলপ্রদ। পরিণামে মঙ্গলময় বিধায়ক। ক্ষেতে যেরূপ কালে কালে সতেজ সার প্রয়োগ করিলে নিয়মিতভাবে কর্ষণাদি করিলে ফসল পাওয়া যায় তদ্রূপ এই শরীররূপ ক্ষেত্রেই রীতিমত সৎসঙ্গ সৎ উপদেশ ও সাধনাদি অনুষ্ঠিত হইলে যথাসময়ে পরম ফলের প্রকাশ হয়। যেমন ক্ষেতের সহিত কৃষকের বারংবার ফসলপ্রাপ্তিরূপ সম্বন্ধ। শরীরের সহিতও শরীরস্থ আত্মা তদ্রূপ ফলপ্রাপ্তি-রূপ সম্বন্ধ। ক্ষেত্রজ্ঞ অনায়াসেই উপলব্ধি করেন ক্ষেত্রের সহিত তাহার কোন স্থায়ী সম্বন্ধ নাই। তিনি ক্ষেত্রমধ্যস্থ হইলেও ক্ষেত্রাতীত। ক্ষেত্র বদ্ধ হইলেও ক্ষেত্র নির্ম্মুক্ত। ক্ষেত্ররূপ হইলেও ক্ষেত্রধর্ম্ম বিরহিত। এইরূপ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ তত্ত্ব সামান্য ভাবেও হৃদয়ে উপজাত হইতে পরমার্থ ক্ষেত্রজ্ঞের তত্ত্ব নির্ণয়ার্থে বাসনা জন্মে। তখন সেই পরম তত্ত্ব সাধককে পরম কল্যাণের পথে লইয়া যায় ॥৩॥

তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ।
স চ যো যৎপ্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু ॥৪॥

অন্বয়—তৎ (সেই) ক্ষেত্রং (ক্ষেত্র) তৎ (যে বস্তু) যাদৃক্ (যে প্রকার) যদ্বিকারি (যে সমস্ত বিকারযুক্ত) যতঃ চ (যাহা হইতে উৎপন্ন) যৎ (যে স্বরূপবিশিষ্ট) স চ (এবং সেই ক্ষেত্রজ্ঞ) যঃ (যে স্বরূপবিশিষ্ট) যৎ প্রভাবঃ চ (ও যেরূপ প্রভাবসম্পন্ন) তৎ (তাহা) সমাসেন (সংক্ষেপতঃ) মে (আমার নিকট) শৃণু (শ্রবণ কর) ॥৪॥

সেই ক্ষেত্র কি, তাহা কি প্রকার, তাহার বিকার কি, কাঁহা হইতে তাহা উৎপন্ন হইয়াছে, সেই ক্ষেত্রজ্ঞ কি এবং তাহার প্রভাব কি ?—তাহা আমি সংক্ষেপে বলি, শ্রবণ কর ॥৪॥

তাৎপর্য্য—

শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিপ্রায় দ্রষ্টব্য।

ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্।
ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ ॥৫॥

অন্বয়—[সেই ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞতত্ত্ব] ঋষিভিঃ (ঋষিগণকর্ত্তৃক) বহুধা (বহুরূপে) গীতং (নিরূপিত) বিবিধৈঃ ছন্দোভিঃ (বিভিন্ন বেদদ্বারা) পৃথক্ (পৃথগ্রূপে) [(কীর্ত্তিত হইয়াছে)] হেতুমদ্ভিঃ চ (এবং যুক্তিপূর্ণ) বিনিশ্চিতৈঃ (সিদ্ধান্তপূর্ণ) ব্রহ্মসূত্রপদৈঃ এব (বেদান্তবাক্যসমূহদ্বারা) [(পৃথগ্ভাবে কীর্ত্তিত হইয়াছে)] ॥৫॥

ঋষিগণকর্ত্তৃক সেই ক্ষেত্রযাথাত্ম্য ও ক্ষেত্রজ্ঞযাথাত্ম্যই স্মৃতিশাস্ত্রে বহুপ্রকারে বর্ণিত হইয়াছে, বেদবাক্য-দ্বারা বিবিধপ্রকারে পৃথক্ পৃথক কথিত হইয়াছে এবং ব্রহ্মসূত্র অর্থাৎ বেদান্তসূত্রদ্বারা হেতু সহকারে নিশ্চিৎ সিদ্ধান্তবাক্যে পরিগীত হইয়াছে ॥৫॥

তাৎপর্য্য—

মহাপুরুষগণ শাস্ত্রসমূহে বিবিধভাবে আত্মতত্ত্ব জ্ঞানের স্তুতি করিয়াছেন। আত্মবোধের নিমিত্ত বিস্তর প্রয়াস স্বীকার করিয়া বিবিধ উপায় জ্ঞাত হইয়াছেন। সেই বহু-জনের রসনা স্থিতি তত্ত্বকথা শ্রবণ ও ধারণ করা সকলের পক্ষে সম্ভবপর নহে। এজন্যে আমি সংক্ষেপে এবং সুস্পষ্টরূপে সেই তত্ত্বের বিন্যাস করিতেছি, তুমি তাহা শ্রবণ কর ॥৫॥

মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ॥৬॥

ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্ ॥৭॥

অন্বয়—মহাভূতানি (পঞ্চমহাভূত) অহঙ্কারঃ (অহঙ্কার) বুদ্ধিঃ (মহত্তত্ত্ব) অব্যক্তম্ এব চ (ও প্রকৃতি) দশ একং চ (একাদশ) ইন্দ্রিয়ানি (ইন্দ্রিয়সমূহ) পঞ্চ চ (এবং পাঁচটি) ইন্দ্রিয়গোচরাঃ (শব্দাদি তন্মাত্র) ইচ্ছা (ইচ্ছা) দ্বেষঃ (দ্বেষ) সুখং (সুখ) দুঃখং (দুঃখ) সংঘাতঃ (দেহ) চেতনা (জ্ঞান) ধৃতিঃ (ধৈর্য্য) এতৎ (ইহাকে) সমাসেন (সংক্ষেপে) সবিকারং (বিকারাদিযুক্ত) ক্ষেত্রং (ক্ষেত্র) উদাহৃতম্ (কথিত হয়) ॥৬-৭॥

সেই সমস্ত ঋষিবাক্য, বেদবাক্য ও বেদান্তসূত্রবাক্য হইতে ইহাই সংগৃহীত হয় যে, ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, বায়ু ও আকাশ—এই পঞ্চ মহাভূত, অহঙ্কার, বুদ্ধি, অব্যক্ত অর্থাৎ ত্রিগুণময় প্রধান, এবং চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক এবং বাক্, পাণি, পাদ, প্রভৃতি দশটি বাহ্যেন্দ্রিয় ও মনোরূপ একটি অন্তর ইন্দ্রিয় এবং গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ, এই পাঁচটি বিষয়, —এবম্ভূত

চব্বিশটি প্রাকৃত-তত্ত্বই 'ক্ষেত্র'। এই চব্বিশ-তত্ত্ব আলোচনা করিলে, ক্ষেত্র কি ও তাহা কি প্রকার, উহা জানিবে। ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, সংঘাত অর্থাৎ পঞ্চমহাভূতের পরিণামরূপ স্থূলদেহ, চেতনস্বরূপ জীবের আধার (চিদাভাস) জ্ঞানাত্মক লিঙ্গদেহ-ব্যাপার ও ধৃতি—এই সকলকে ক্ষেত্রের 'বিকার' বলিয়া জানিবে ; অতএব তাহারাও ক্ষেত্রান্তর্গত ॥৬-৭॥

তাৎপর্য্য—

পূর্ব্বে চতুর্থ শ্লোকে শ্রীভগবান্ ক্ষেত্র সম্বন্ধে 'যচ্চ' 'যাদৃক্ চ' 'যদ্বিকারী', 'যতশ্চ', 'যৎ', এই কয় ভাব প্রদর্শন করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন। পূজ্যপাদ শ্রীমদ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু প্রতিপন্ন করিতেছেন যে, ভগবানের সেই অভিপ্রায় এই স্থলে সফল হইল। প্রধান মহাভূতাদি দ্রব্য-সমূহের 'যচ্চ' শব্দের লক্ষ্য শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় ও তদাশ্রিত স্পর্শাদি বস্তু সমূহের 'যাদৃক্' এর লক্ষ্য স্থল। ক্ষেত্রের কার্য্য স্বরূপ ইচ্ছাদি 'যদ্বিকারী' এর লক্ষ্যভূত। চেতনাবৃত্তি 'যতশ্চ, হইার লক্ষ্য। সংহতি 'যৎ' এই প্রতিজ্ঞার উত্তর ॥৬-৭॥

অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জবম্।
আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ ॥৮॥

ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্ ॥৯॥

অসক্তিরনভিষঙ্গঃপুত্রদারগৃহাদিষু।
নিতঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানি ষ্টোপপত্তিষু ॥১০॥

ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি ॥১১॥
অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্।
এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা ॥১২॥

অন্বয়—অমানিত্বম্ (নিজগুণশ্লাঘারাহিত্য) অদম্ভিত্বম্ (দম্ভশূন্যতা) অহিংসা (পরপীড়াবর্জ্জন) ক্ষান্তিঃ (সহিষ্ণুতা) আর্জ্জবম্ (সরলতা) আচার্য্যোপাসনং (সদ্গুরুসেবন) শৌচং (পবিত্রতা) স্থৈর্য্যম্ (স্থিরতা) আত্মবিনিগ্রহঃ (শরীরসংযম) ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যম্ (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যবিষয়ে বৈরাগ্য) অনহঙ্কারঃ এব চ (এবং অহঙ্কারশূন্যতা) জন্মমৃত্যুজরাব্যাধি-দুঃখদোষানুদর্শনম্ (জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি—এই সকলের দুঃখ ও দোষদর্শন) পুত্রদারগৃহাদিষু (পুত্র-স্ত্রী-গৃহ প্রভৃতিতে) অসক্তি (প্রীতিত্যাগ) অনভিষ্বঙ্গঃ (ও ঘনিষ্টতাশূন্য) ইষ্টানিষ্টোপপত্তিষু (ইষ্ট ও অনিষ্ট-প্রাপ্তিতে) নিত্যং (সর্ব্বদা) সমচিত্ততা চ (সমচিত্তভাব ময়ি চ (এবং আমাতে) অনন্যযোগেন (অবিমিশ্র সাধনযোগে) অব্যভিচারিণী (একান্ত) ভক্তিঃ (ভক্তি) বিবিক্তদেশসেবিত্বম্ (নির্জ্জনস্থানপ্রিয়তা) জনসংসদি (বহির্ম্মুখ-লোকসঙ্ঘে) অরতিঃ (রত্যভাব) অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং (আত্মজ্ঞানের নিত্য আলোচনা) তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্ (তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজন আলোচনা) ইতি এতৎ (এই সকলকে] জ্ঞানং [জ্ঞান] প্রোক্তং [কথিত হয়] যৎ [যাহা] অতঃ [ইহা হইতে] অন্যথা [বিপরীত] [তাহা] অজ্ঞানং [অজ্ঞান] ॥৮-১২॥

অমানিত্ব, দম্ভহীনত্ব, অহিংসা, ক্ষান্তি, আর্জ্জব অর্থাৎ সরলতা, আচার্য্যো-পাসনা অর্থাৎ গুরুসেবা, শৌচ, স্থৈর্য্য, আত্মনিগ্রহ, ইন্দ্রিয়বিষয়ে বৈরাগ্য, অহঙ্কারশূন্যতা, জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি-দুঃখ প্রভৃতির দোষদর্শন, অসক্তি অর্থাৎ পুত্রাদিতে আসক্তিশূন্যতা, পুত্রাদির সুখদুঃখে ঔদাসীন্য, সর্ব্বদা সমচিত্তত্ব, আমাতে অনন্যা অব্যভিচারিণী ভক্তি, বিবিক্তস্থানে অবস্থিতি, *দুর্জ্জনাকীর্ণ স্থানে অরতি, অধ্যাত্মজ্ঞানে নিত্যত্ববুদ্ধি, তত্ত্বজ্ঞানের*

প্রয়োজনরূপ মোক্ষানুসন্ধান—এই বিংশতি ব্যাপারকে অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ 'ক্ষেত্রবিকার' বলিয়া আশঙ্কা করে; বস্তুত ইহারা—প্রত্যক্‌জ্ঞানস্বরূপ। ইহাদিগকে আশ্রয় করিলে বিশুদ্ধ তত্ত্বজ্ঞান-লাভ হয়; ইহারা 'ক্ষেত্রের বিকার' নয়, কিন্তু 'ক্ষেত্রবিকার-নাশক ঔষধস্বরূপ'। এই বিংশতি ব্যাপারের মধ্যে 'আমাতে অনন্যা অব্যভিচারিণী ভক্তি'ই একমাত্র অবলম্বনীয়া; অন্য ঊনবিংশতি ব্যাপার ভক্তির অবান্তর ফলরূপে ক্ষেত্রের শুদ্ধতা ও চরমে জীবের অশুদ্ধক্ষেত্র নাশপূর্ব্বক নিত্যসিদ্ধ ক্ষেত্রের উদয় সম্পাদন করে। ভক্তিদেবীর সিংহাসনস্বরূপ ঐ ঊনবিংশতি ব্যাপারকে 'জ্ঞান' অর্থাৎ 'সবিজ্ঞান জ্ঞান' বলিয়া জানিবে; আর যত কিছু আছে, এই সমুদায়ই 'অজ্ঞান' ॥৮-১২॥

তাৎপর্য্য--

অমানিত্বাদি অষ্টাদশ গুণ জ্ঞানী এবং ভক্ত উভয়ের পক্ষে সাধারণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। 'ময়ি চানন্য যোগেণ ভক্তিরব্যভিচারিণী' এই ভগবৎ বাক্যের অভিপ্রায় অনুসারে শ্রীভগবানে যত্ন সহকারে একনিষ্ঠ ভক্তি করা আবশ্যক। এই-রূপ ভক্তির দ্বারা হৃদয় পরিপ্লুত হইলে উল্লেখিত অমানিত্বাদি সপ্তদশগুণ স্বতঃই শ্রেষ্ঠ ভক্তকে আশ্রয় করিবে। তত্তৎগুণ লাভের নিমিত্ত স্বতন্ত্র যত্নের প্রয়োজন নাই। ভক্তসম্প্রদায়ের ইহাই অভিপ্রায়। শেষ যে দুইটি গুণ অর্থাৎ "অধ্যাত্ম জ্ঞান নিত্যত্ব তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শন" ইহা জ্ঞানীগণের অসাধারণ ধর্ম্ম। শ্যামসুন্দর স্বরূপ শ্রীভগবানের জ্ঞান, যোগ, তপঃ প্রভৃতি সাধনান্তর বিরহিত ভাবে ভক্তি করিলেই অনন্যা ভক্তি হয়। আর জ্ঞান অঙ্গ সহকারে ভক্তি অনুষ্ঠিত হইতে পারে। প্রথমোক্ত প্রকার ভক্তি ভক্ত সম্প্রদায়ের পরম শ্রদ্ধেয়। দ্বিতীয় প্রকার ভক্তি জ্ঞানপথাবলম্বীগণের অবলম্বনীয়। ইহা কোন

কোন তত্ত্বদর্শীর অভিপ্রায়। ভক্তগণ বলিয়া থাকেন, শ্রীভগবান অনন্যা ভক্তি যেরূপ প্রেমপথের সাধন, সেরূপ তত্ত্বদর্শনেরও অনুকূল। এই রহস্য উদ্ঘাটন করিবার জন্য এই ষট্‌কে অব্যভিচারিণী ভক্তির মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করা হইল ॥৮-১২॥

জ্ঞেয়ং যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্‌জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে।
অনাদি মৎপরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসদুচ্যতে ॥১৩॥

অন্বয়—যৎ (যাহা) জ্ঞেয়ং (জ্ঞেয়বস্তু) তৎ (তাহা) প্রবক্ষ্যামি (বলিব) যৎ (যাহা) জ্ঞাত্বা (অবগত হইলে) অমৃত (মোক্ষ) অশ্নুতে (লাভ করে) তৎ (সেই জ্ঞেয়বস্তু) অনাদি (আদিশূন্য) মৎপরং (মৎপরায়ণ) ব্রহ্ম (ব্রহ্মতত্ত্ব) ন সৎ (কার্য্যাতীত) ন অসৎ (ও কারণাতীত) উচ্যতে (বলিয়া উক্ত হন) ॥১৩॥

হে অর্জ্জুন! তোমাকে আমি ক্ষেত্রতত্ত্ব ও ক্ষেত্রজ্ঞ-তত্ত্ব বলিলাম অর্থাৎ 'ক্ষেত্র' বলিলে যে শরীরকে বুঝায়, তাহার স্বরূপ, বিকার ও বিকারের প্রক্রিয়া বলিলাম; সেই ক্ষেত্রের জ্ঞাতা যে জীবাত্মা ও পরমাত্মা, তাহাও বলিলাম; ঐ ক্ষেত্রতত্ত্ব ও ক্ষেত্রজ্ঞতত্ত্বের জ্ঞানের নাম যে 'বিজ্ঞান', তাহাও বলিলাম। সম্প্রতি সেই বিজ্ঞান দ্বারা যে তত্ত্ব জ্ঞেয়, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর। সেই জ্ঞেয়-বস্তু—অনাদি ও মৎপর অর্থাৎ আমার আশ্রিত-তত্ত্ব এবং সৎ ও অসৎ, উভয়ের অতীত 'ব্রহ্ম-শব্দবাচ্য জীব'; তাহার তত্ত্ব বা স্বরূপ অবগত হইলে মদ্ভক্তিরূপ অমৃত-ভোগ-লাভ হয় ॥১৩॥

তাপর্য্যং—

(১৩-১৪) শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিপ্রায় দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখম্।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥১৪॥

অন্বয়—সর্ব্বতঃ (সর্ব্বত্র) পাণিপাদং (হস্তপদযুক্ত) সর্ব্বতঃ (সর্ব্বত্র) অক্ষিশিরোমুখং (চক্ষু-মস্তক-মুখবিশিষ্ট) সর্ব্বতঃ (সর্ব্বত্র) শ্রুতিমৎ (কর্ণবিশিষ্ট) লোকে (জগতে) সর্ব্বম্ (সকল বস্তুকে) আবৃত্য (ব্যাপিয়া) তিষ্ঠতি (অবস্থিত আছেন) ॥১৪॥

কিরণসমূহ যেমত সূর্য্যকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশ পায়, সেইরূপ আমার প্রভাবস্বরূপ পরমাত্মতত্ত্ব সর্ব্বব্যাপী হইয়াছেন ; ব্রহ্মাদি পিপীলিকা পর্য্যন্ত অনন্ত-জীবের অবস্থান (আশ্রয়) স্বরূপ সেই পরমাত্মতত্ত্ব—অনন্তজীবগণের অনন্ত পাণিপাদ ও অনন্ত চক্ষু-শির-মুখ ইত্যাদি সংযুক্তরূপে সকলকেই আবৃত (ব্যাপ্ত) করিয়া বিরাজমান ॥১৪॥

সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্ ।
অসক্তং সর্ব্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ ॥১৫॥

অন্বয়—সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং (সমস্ত ইন্দ্রিয় ও তাহাদের গুণ-শব্দাদিসহ বিরাজমান) [তদপি (তাহা হইলেও)] সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্ (সর্ব্ব-জড়েন্দ্রিয়শূন্য) অসক্তং (আসক্তিরহিত সর্ব্বভৃৎ চ (শ্রীবিষ্ণুরূপে সর্ব্বপালক) নির্গুণং (প্রাকৃত গুণাতীত) গুণভোক্তৃ চ (ঐশ্বর্য্যাদি ষড়্গুণের আস্বাদনকারী) ॥১৫॥

সেই বৃহত্তত্ত্ব—সমস্ত ইন্দ্রিয়গণের প্রকাশক, স্বয়ং সর্ব্বেন্দ্রিয়-বিবর্জ্জিত, অনাসক্ত, শ্রীবিষ্ণুরূপে সর্ব্বভৃৎ ও নির্গুণ অর্থাৎ স্বয়ং প্রাকৃতগুণরহিত, অথচ ত্রিগুণাতীত 'ভগ' শব্দবাচ্য ষড়্গুণের আস্বাদক ॥১৫॥

তাৎপর্য্য—

সেই মহাপুরুষ নির্লিপ্ত সর্ব্বভূত অর্থাৎ তিনি সকলের আধার স্বরূপ এবং পোষক স্বরূপ। তিনি নির্লিপ্ত হইলেও সকলের সর্ব্বকার্য্য সাধন প্রয়োজনের প্রযোক্তা এবং উদাসীন

হইলেও বিশ্বব্যাপারের যাবতীয় রহস্যের মূলে অবস্থিত। প্রাকৃত ইন্দ্রিয়গ্রাম না থাকিলেও তিনি অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয় সম্পন্ন, সর্ব্বপদার্থের তিনি নিয়ামক। তিনি নির্গুণ অর্থাৎ ত্রিগুণাতীত। প্রকৃতি তাঁহারই আশ্রিত হইলেও তিনি তৎ-প্রলেপশূন্য। প্রকৃতির সমস্ত কার্য্য তিনি নির্লিপ্তভাবে উপভোগ করিতেছেন ॥১৫॥

বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ ॥১৬॥

অন্বয়—তৎ (সেই তত্ত্ব) ভূতানাং (সমস্ত প্রাণীর) বহিঃ (বাহিরে) অন্ত চ (ও অন্তরে) অচরং (স্থাবর) চরম্ এব চ (এবং জঙ্গমও) তৎ (তিনি) সূক্ষ্মত্বাৎ (প্রাকৃতরূপাদিবিহীনত্বহেতু) অবিজ্ঞেয়ং (দুর্জ্ঞেয়) দূরস্থং চ (অজ্ঞের পক্ষে সুদূরস্থিত) অন্তিকে চ (এবং বিদ্বদ্গণের পক্ষে সন্নিকটে অবস্থিত) ॥১৬॥

সেই তত্ত্ব—সমস্ত ভূতের অন্তরে ও বাহিরে বর্ত্তমান; তাঁহা হইতেই সমস্ত চরাচর; অত্যন্ত সূক্ষ্ম বলিয়া তিনি—অবিজ্ঞেয় এবং যুগপৎ দূরস্থ ও নিকটস্থ তত্ত্ব ॥১৬॥

তাৎপর্য্য—

শ্রুতি বলিয়াছেন "অন্তর্বহিশ্চ তৎসর্ব্বং ব্যাপ্য নারায়ণঃ স্থিতঃ।" অর্থাৎ যাহা কিছু অন্ত ও বহিঃ তৎসমস্তকেই ব্যাপিয়া নারায়ণ অবস্থিত রহিয়াছেন। তিনি অচর অর্থাৎ অচল, এবং চর অর্থাৎ চল। শ্রুতি বলিয়াছেন, "আসীনো দূরং ব্রজতি শয়ান যাতি সর্ব্বশঃ।" (কঠোপনিষদ) তিনি

আসীন হইয়াও দূরে ভ্রমণ করেন, এবং শয়ান হইয়াও সর্ব্বত্র বিচরণ করেন। সূক্ষ্মত্ব হেতু প্রত্যক্ ধর্ম্মত্ব হেতু এবং চিৎসুখমূর্ত্তিত্ব হেতু তিনি অবিজ্ঞেয়। অন্য দেবতাকে যেরূপ পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, তাঁহাকে সেরূপ জানিবার কোন উপায় নেই। এই জন্যই তিনি দূরস্থ। শ্রুতি বলিয়াছেন, "যন্মনো ন মনুতে ন চ চক্ষুষা। পশ্যতি কশ্চনৈনং।" মন যাঁহাকে মনন করিতে পারে না। চক্ষু যাঁহাকে দর্শন করিতে সক্ষম নহে। কেহই তাঁহাকে জানিতে পারে না। সঙ্গীত-কুশল অভ্যস্থ কর্ণদ্বারা মানব যেরূপ ষড়্জাদিস্বর অববোধ করিতে পারে, সেইরূপ ভক্তিভাবিত ইন্দ্রিয়-দ্বারা সাধক তাঁহাকে পরিজ্ঞানে সক্ষম হইয়া থাকেন। এইজন্যই তাঁহাকে 'অন্তিকে' অর্থাৎ অতি নিকটাবস্থিত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। শ্রুতিও বলিয়াছেন, ভক্তিযোগ প্রভাবে ধীর ভক্তগণ মনশ্চক্ষে তাহাকে দেখিতে পান। কেবল অনন্যাভক্তিযোগেই তিনি লভ্য। গীতাশাস্ত্রে শ্রীভগবান্ এই অভিপ্রায় নিজমুখে পরিব্যাক্ত করিয়াছেন (১১ অধ্যায় ৫৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য) ॥১৬

অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।
ভূতভর্ত্তৃ চ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ ॥১৭॥

অন্বয়—তৎ (সেই জ্ঞেয়বস্তু) ভূতেষু চ (সকল ভিন্ন জীবে) অবিভক্তং চ (এক হইয়াও) বিভক্তম্ ইব (খণ্ডের মত) স্থিতম্ (অবস্থিত) [তৎ এব (তিনিই)] ভূতভর্ত্তৃ (সর্ব্বপ্রাণীপালক) গ্রসিষ্ণু চ (প্রলয়কালে সংহারকারী) প্রভবিষ্ণু চ (এবং সৃষ্টিকালে সৃজনকারী ॥১৭॥

সমস্ত-ভূতে বিভক্তরূপে তাঁহার বোধ হয় বটে, কিন্তু তিনি স্বয়ং অবিভক্ত ; প্রতি জীবাত্মার সহিত ব্যষ্টিপুরুষরূপে অবস্থিত হইয়াও তিনি সর্ব্বভূতের এক অখণ্ড বিরাট্‌সমষ্টি-রূপ পরমেশ্বর ; তিনিই সমস্ত ভূতের ভর্ত্তা, সংহারকর্ত্তা ও প্রভবনশীলতত্ত্ব ॥১৭॥

তাৎপর্য্য—

(১৭—২২) শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিপ্রায় দ্রষ্টব্য ।

জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে ।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যংহৃদি সর্ব্বস্য ধিষ্ঠিতম্ ॥১৮॥

অন্বয়—তৎ (তিনি) জ্যোতিষাম্ অপি (সমস্ত জ্যোতির্ম্ময় পদার্থের) জ্যোতিঃ (প্রকাশক) তমসঃ (অজ্ঞানের) পরম্ (অতীত বলিয়া) উচ্যতে (উক্ত হন) [তৎ এব (তিনিই)] জ্ঞানং (বুদ্ধিতে অভিব্যক্ত জ্ঞান) জ্ঞেয়ং (রূপাদি আকারে পরিণত জ্ঞেয়) জ্ঞানগম্যং (জ্ঞানসাধনে লভ্য) সর্ব্বস্য (সকলের) হৃদি (হৃদয়ে) ধিষ্ঠিতম্ (পরমাত্মারূপে অবস্থিত) ॥১৮॥

তিনিই সমস্ত জ্যোতির পরম জ্যোতিঃ অর্থাৎ প্রকাশক ; তিনিই সমস্ত অন্ধকারের অতীত অব্যক্তস্বরূপ ; তিনিই জ্ঞান ; তিনিই জ্ঞানগম্য ও জ্ঞেয় ; তিনি সকলের হৃদয়ে অবস্থিত ॥১৮॥

ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ঞ্চোক্তং সমাসতঃ ।
মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে ॥১৯॥

অন্বয়—ইতি (এই) ক্ষেত্রং (মহাভূত হইতে ধৃতি পর্যন্ত ক্ষেত্র) তথা জ্ঞানং (এবং অমানিত্ব হইতে তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শন পর্যন্ত জ্ঞান) জ্ঞেয়ং চ (ও অনাদি হইতে ধিষ্ঠিত পর্যন্ত ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ শব্দবাচ্য জ্ঞেয় ও জ্ঞানগম্য তত্ত্ব) সমাসতঃ (সংক্ষেপে) উক্তং (উক্ত হইল)। মদ্ভক্তঃ (আমার ভক্ত) এতৎ (ইহা) বিজ্ঞায় (বিশেষরূপে জ্ঞাত হইয়া) মদ্ভাবায় (ব্রহ্মত্ব বা প্রেমভক্তি লাভের) উপপদ্যতে (যোগ্য হন) ॥১৯॥

হে অর্জুন ! আমি তোমাকে সংক্ষেপতঃ ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয় অর্থাৎ ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ-দ্বয়াত্মক এই তিনটি তত্ত্ব বলিলাম ; ইহার নামই 'বিজ্ঞান-সহিত জ্ঞান'। ভগবদ্ভক্তগণ এই জ্ঞান লাভ করিয়া আমার নিরুপাধিক-প্রেমভক্তি লাভ করেন। যাহারা ভক্ত নয়, তাহারা কেবল নিরর্থক সাম্প্রদায়িক অভেদবাদ আশ্রয় করিয়া যথার্থজ্ঞান হইতে বঞ্চিত হয়। জ্ঞান আর কিছুই নয়,—কেবল ভক্তিদেবীর পীঠস্বরূপ ভক্তির আশ্রয়রূপ জীবাত্মার সত্ত্বশুদ্ধি মাত্র। পুরুষোত্তমতত্ত্ব-বিচারে ইহা আরও স্পষ্টীভূত হইবে ॥১৯॥

প্রকৃতিং পুরুষঞ্চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্ ॥২০॥

অন্বয়—প্রকৃতিং (প্রকৃতি অর্থাৎ মায়া) পুরুষং চ (ক্ষেত্রজ্ঞ শব্দবাচ্য জীবাত্মা) উভৌ অপি (উভয়কেই) অনাদী এব (অনাদি বলিয়াই) বিদ্ধি (জানিও) বিকারান্ চ (এবং দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি-বিকারসমূহ) গুণান্ চ (ও গুণ পরিণাম সুখ, দুঃখ, শোক, মোহাদিকে) প্রকৃতিসম্ভবান্ এব (প্রকৃতি হইতে জাত বলিয়া) বিদ্ধি (জানিও) ॥২০॥

ক্ষেত্রজ্ঞান ও ক্ষেত্রজ্ঞজ্ঞান-দ্বারা কি ফল হইবে, তাহা বলিতেছি। জড়বদ্ধজীব সত্তায় তিনটি তত্ত্ব লক্ষিত হইবে যথা প্রকৃতি, পুরুষ ও পরমাত্মা। সমস্ত ক্ষেত্রেই 'প্রকৃতি' জীবই 'পুরুষ' এবং পরমাত্মা—আমার তদুভয়স্থ আবির্ভাব। প্রকৃতি ও পুরুষ, উভয়ই—অনাদি অর্থাৎ জড়ীয়কালের পূর্ব্ব হইতে তাহারা আছে, জড়ীয়কালের মধ্যে তাহাদের জন্ম নয়, এবং আমার পরম অস্তিত্বস্বরূপ চিন্ময় অখণ্ডকালে আমার শক্তি হইতেই তাহাদের উদয় হইয়াছে। জড়া-প্রকৃতি আমাতে লীন ছিল, কার্য্যকালে জড়ীয় কালকে আশ্রয় করিয়া প্রকাশিত হইয়াছে। জীবও আমার নিত্যশক্তিগত তত্ত্ব, আমার প্রতি বৈমুখ্য-বশতঃ জড়া-প্রকৃতির মধ্যে প্রবিষ্ট; জীব বাস্তবিক—শুদ্ধচিৎতত্ত্ব; তাহাতে মদীয়া পরাশক্তি-ক্রমে একটু তটস্থ-ধর্ম্ম নিহিত হওয়ায়, তাহা জড়া প্রকৃতিতেও উপযোগিতা লাভ করিয়াছে। চিৎতত্ত্ব কিরূপে জড়ে বদ্ধ হইয়াছে, তাহা বদ্ধযুক্তি ও বদ্ধজ্ঞানের দ্বারা নির্ণয় করিতে পারিবে না: যেহেতু আমার অচিন্ত্যশক্তি তোমার জ্ঞানের অধীন নয়। তোমার এই পর্য্যন্ত জানা আবশ্যক যে, বদ্ধজীবের বিকারসকল ও গুণসকল—জড়-প্রকৃতিসম্ভূত, উহারা জীবের স্বধর্ম্মগত তত্ত্ব নয় ॥২০॥

কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে ॥২১॥

অন্বয়—কার্য্যকারণকর্ত্তৃত্বে (কার্য্য দেহ ও কারণ ইন্দ্রিয়সমূহ এবং কর্ত্তা ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতৃ দেবতাসকলের তদাকারে পরিণতি ব্যাপারে) প্রকৃতিঃ (প্রকৃতিই) হেতুঃ (কর্ত্তা বলিয়া) উচ্যতে (উক্ত হয়) পুরুষঃ (জীব) সুখদুঃখানাং (সুখ ও দুঃখের) ভোক্তৃত্বে (ভোগব্যাপারে) হেতুঃ (কর্ত্তা বলিয়া) উচ্যতে (কথিত হয়) ॥২১॥

জড়ীয়-কার্য্য ও কারণ অর্থাৎ শরীর ও ইন্দ্রিয়কর্ত্তৃত্ব—প্রকৃতির ধর্ম্ম ; অতএব প্রকৃতিই তাহাদের হেতু। পুরুষের তটস্থস্বভাব-বশতঃ জড়াভিমান হইতেই সুখ দুঃখের ভোক্তৃত্বের উদয় হয়। শুদ্ধ জীবের ভোক্তৃত্ব নাই, কিন্তু বদ্ধাবস্থায় জড়-প্রকৃতিতে আত্মাভিমান-বশতঃ জীব তটস্থস্বভাব হইতে সেই ভোক্তৃত্ব স্বীকার করিয়াছেন ॥২১॥

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু ॥২২॥

অন্বয়—পুরুষঃ (জীব) প্রকৃতিস্থঃ হি (প্রকৃতির কার্য্যরূপে দেহে অধিষ্ঠিত বলিয়াই) প্রকৃতিজান্ (প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত) গুণান্ (সুখ-দুঃখাদি বিষয়সকল) ভুঙ্‌ক্তে (ভোগ করে) গুণসঙ্গঃ (গুণময় দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিতে আসক্তিই) অস্য (এই পুরুষের) সদসদ্‌যোনিজন্মসু (দেব-পশ্বাদি যোনিতে জন্মের) কারণং (কারণ) [ভবতি (হইয়া থাকে)] ॥২২॥

তটস্থ-স্বভাব হইতেই শুদ্ধজীব বৈকুণ্ঠের শুদ্ধতা ত্যাগ-পূর্ব্বক প্রকৃতিস্থ হইয়া প্রকৃতিজাত গুণসকল ভোগ করেন

এবং প্রকৃতিজাত গুণ-সঙ্গ-বশতঃই সদ্‌সদ্‌যোনিসমূহ তাঁহার জন্ম হইয়া থাকে ॥২২॥

তাৎপর্য্য—

অনাদি জীব অনাদি বাসনার অধীন হইয়া কর্ম্মানুরূপ ফলাফলে বদ্ধ হইয়া থাকে। স্বকীয় ভোক্তৃত্ব হেতু সেই জীব ভোগ্য কাম্য সমূহ প্রাপ্তির অভিলাষে প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া থাকেন। যতদিন সৎপ্রসঙ্গের আলোচনায় এইরূপ ভোগ বাসনার অবসান না হয়, ততদিন এইভাবেই প্রকৃতিকে আশ্রয় করিয়া চলিতে হয়। সেই ভোগবাসনার ক্ষয় হইলেই জীব পরম ধামলভ্য সুখসমূহ উপভোগ করে। শ্রুতি বলিয়াছেন "সোঽশ্নুতে সর্ব্বান কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতঃ"। ইহার ভাবার্থ এই যে ব্রহ্মের সহিত জীব সকল কাম্য ভোগ করিয়া থাকেন। এই গীতা শাস্ত্রে "প্রকৃতঃ ক্রিয়মানানি" (৩য় অধ্যায় ২৭ শ্লোক), "কার্য্যকারণ কর্ত্তৃত্বে" (১৩ অধ্যায় ২১ শ্লোক) "প্রকৃতৈব চ কর্ম্মাণি" (১৩ অধ্যায় ২৯ শ্লোক)" "নান্যং গুণেভ্যঃ কর্ত্তারং" (১৪ অধ্যায় ১৯ শ্লোক) ইত্যাদি শ্লোকে কর্ম্মসম্পাদনেচ্ছা ও তৎসাধন ক্ষমতাই কর্ত্তৃত্ব তাহা চেতনের ধর্ম্ম। শ্রুতি বলিয়াছেন "সেই পুরুষ সকল কার্য সম্পাদন করিয়া থাকেন। তিনিই দ্রষ্টা শ্রোতা, ঘ্রাণকর্ত্তা বোদ্ধাকর্ত্তা"। কিন্তু প্রকৃতিবিযুক্ত শুদ্ধাবস্থায় তিনি নিষ্ক্রিয়। এইজন্য প্রকৃতিই কর্ত্তা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। বুদ্ধির চেতনা নাই, সুতরাং জীবই কর্ত্তা। জীব স্বপ্নাবস্থায় বিহার

ও বিচরণ করেন, এজন্যও জীবের কর্ত্তৃত্ব সিদ্ধ হয়। জীব ইন্দ্রিয়বর্গকে গ্রহণ করিয়া সুপ্ত হন, অতএব জীবই কর্ত্তা ॥২২॥

উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ ॥২৩॥

অন্বয়—অস্মিন্ (এই) দেহে (শরীরে) পরঃ (পরম) পুরুষ (জীব ভিন্ন পুরুষ) উপদ্রষ্টা (সমীপস্থ দর্শনকারী) অনুমন্তা (অনুমোদনকারী) ভর্ত্তা (ধারক) ভোক্তা (পালক) মহেশ্বরঃ (অধিপতি) পরমাত্মা (অন্তর্য্যামী) ইতি চ অপি (এইরূপও) উক্তঃ (কথিত হন) ॥২৩॥

জীব—আমার নিত্য সখা; তাহার তটস্থ-স্বভাব বিশুদ্ধ-ভাবে অবস্থিত হইলেই সে আমার প্রতি সাম্মুখ্য লাভ করে; তটস্থ-স্বভাবই তাহার স্বাধীনতা, তদ্দ্বারা আমার বিমল-প্রেম লাভ করিলেই তাহার জৈবধর্ম্মের চরিতার্থতা হয়। সেই স্বভাবের অপব্যবহার-দ্বারা জীবের যখন প্রাকৃত-ক্ষেত্রে প্রবেশ হয়, আমিও পরমাত্মরূপে তাহার সহচর হইয়া থাকি। অতএব জীবের দেহে আমি জীবের কার্য্যসকলের উপদ্রষ্টা, অনুমন্তা, ভর্ত্তা, ভোক্তা ও মহেশ্বর-স্বরূপে পরমাত্ম-নামে পরম-পুরুষ বলিয়া সর্ব্বদা লক্ষিত হই এবং জড়বদ্ধ হইয়া জীবের যে-সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, আমি তাহাদের ফল দান করি ॥২৩॥

তাৎপর্য্য—

(২৩—৩৫) শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিপ্রায় দ্রষ্টব্য।

য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সহ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি ন স ভূয়োঽভিজায়তে ॥২৪॥

অন্বয়—যঃ (যিনি) এবং (এই প্রকারে) পুরুষং (জীবাত্মাও পরমাত্মাতে) গুণৈঃ সহ (এবং সুখ-দুঃখাদি পরিণামের সহিত) প্রকৃতিং চ (মায়াশক্তি ও জীবশক্তিকে) বেত্তি (জানেন) সঃ (তিনি) সর্ব্বথা (সর্ব্ব-প্রকার অবস্থায়) বর্ত্তমানঃ অপি (বর্ত্তমান থাকিয়াও) ভূয়ঃ (পুনর্ব্বার) ন অভিজায়তে (জন্মগ্রহণ করেন না) ॥২৪॥

যিনি এই প্রণালীতে নির্গুণপুরুষ-তত্ত্ব ও সগুণপ্রকৃতি-তত্ত্ব অবগত হন, তিনি জড়জগতে বর্ত্তমান হইয়াও আর পুনঃ-পুনঃ জন্ম লাভ করেন না অর্থাৎ প্রত্যক্‌ধর্ম্ম আশ্রয়পূর্ব্বক আমার সাম্মুখ্য লাভ করত আমার প্রসাদে আমার পরমধাম প্রাপ্ত হন ॥২৪॥

ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্ম্মযোগেন চাপরে ॥২৫॥

অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বান্যেভ্য উপাসতে।
তেঽপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ ॥২৬॥

অন্ব—কেচিৎ (কেহ কেহ অর্থাৎ বিশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিগণ) আত্মনি (সহৃদয়ে) আত্মানম্ (পরমাত্মাকে) আত্মনা (মনদ্বারা) ধ্যানেন (ধ্যানপূর্ব্বক) পশ্যন্তি (দর্শন করিয়া থাকেন) অন্যে (অপরে অর্থাৎ অবিশুদ্ধচিত্তগণ মধ্যে কেহ) সাংখ্যেন (আত্মানাত্ম-বিবেকদ্বারা) অপরে (অন্য কেহ কেহ) যোগেন

(অষ্টাঙ্গযোগদ্বারা) কর্ম্মযোগেন চ (অথবা নিষ্কাম কর্ম্মযোগদ্বারা) অন্যে তু (আবার কেহ কেহ) এবম (এইরূপ তত্ত্ব) অজানন্তঃ (না জানিয়া) অন্যেভ্যঃ (অপরের নিকট) শ্রুত্বা (শুনিয়া) উপাসতে (অনুরূপ উপাসনা করিয়া থাকেন) তে অপি (তাহারাও) শ্রুতিপরায়ণাঃ (তাদৃশ উপদেশনিষ্ঠাযুক্ত হইয়া) মৃত্যুং (মৃত্যুব্যাপ্ত সংসারকে) অতিতরন্তি এব (নিশ্চয়ই অতিক্রম করেন) ।।২৫-২৬।।

হে অর্জ্জুন ! বদ্ধজীব পরমার্থসম্বন্ধে দুইপ্রকারে বিভক্ত অর্থাৎ বহির্ম্মুখ ও অন্তর্ম্মুখ। নাস্তিক, জড়বাদী, সন্দেহ-বাদী ও কেবলনৈতিক, এইপ্রকার লোকসকল—পরমার্থ বহি-র্ম্মুখ ; আর পরকালে বিশ্বাসযুক্ত জিজ্ঞাসু নিষ্কাম কর্ম্মযোগী ও ভক্ত, ইহারা—অন্তর্ম্মুখ। নিতান্ত অভেদবাদপরায়ণ সাংখ্যযোগীও বহির্ম্মুখমধ্যেই পরিগণিত। ভক্তগণই সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ যেহেতু তাঁহারা প্রকৃতির অতিরিক্ত আত্মতত্ত্বে চিদাশ্রয়-দ্বারা পরমাত্মাকে ধ্যান করেন। ঈশানুসন্ধানকারী সাংখ্য যোগিসকল দ্বিতীয়-শ্রেণীস্থ ; তাঁহারা চব্বিশতত্ত্বময়ী প্রকৃতিকে আলোচনা করত পঞ্চবিংশতিতম-তত্ত্ব জীবকে শুদ্ধচিৎস্বরূপ জানিয়া ষড়্বিংশতিতম-তত্ত্ব যে ভগবান্ তাঁহাতে ক্রমশঃ ভক্তি-যোগ বিধান করেন। তদপেক্ষা ন্যূনশ্রেণীতে নিষ্কাম কর্ম্ম-যোগিসকল বর্ত্তমান ; তাঁহারা নিষ্কাম কর্ম্মযোগ-দ্বারা ভগবদা-লোচনার সুবিধা প্রাপ্ত হন। তদপেক্ষা ন্যূন্যশ্রেণীস্থ পরকালে বিশ্বাযুক্ত জিজ্ঞাসুসকল ইতস্ততঃ কীর্ত্তনকারীগণের নিকট শ্রবণ করিয়া তত্ত্ব সংগ্রহপূর্ব্বক ভগবদুপাসনা আরম্ভ করেন ;

ইঁহারাও সাধুসঙ্গ ও সদালোচনা ক্রমে অবশেষে মৃত্যুকে অতিক্রম করেন অর্থাৎ ভক্তি লাভ করেন ॥২৫-২৬॥

যাবৎ সংজায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্।
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাত্তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ ॥২৭॥

অন্বয়—[হে] ভরতর্ষভ ! (হে ভারতশ্রেষ্ঠ !) যাবৎ কিঞ্চিৎ (যাহা কিছু) স্থাবরজঙ্গমম্ (স্থাবর ও জঙ্গম) সত্ত্বং (প্রাণী) সংজায়তে (সৃষ্ট হয়) তৎ (সেই সমস্ত) ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ (ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ হইতে উৎপন্ন বলিয়া) বিদ্ধি (জানিও) ॥২৭॥

স্থাবর-জঙ্গম-মধ্যে যাহা কিছু আছে, সে সমুদায়ই ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের সংযোগ হইতে উৎপন্ন বলিয়া জানিও ॥২৭॥

সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥২৮॥

অন্বয়—সর্ব্বেষু ভূতেষু (সকল প্রাণীতে) সমং (সমভাবে) তিষ্ঠন্তং (অবস্থিত) বিনশ্যৎসু (বিনাসশীল বস্তুমধ্যে) অবিনশ্যন্তং (অবিনাশী) পরমেশ্বরম্ (পরমাত্মারূপ পরমেশ্বরকে) যঃ (যিনি) পশ্যতি (দেখেন) সঃ (তিনিই) পশ্যতি (যথার্থ দেখেন) ॥২৮॥

পরমাত্মরূপ পরমেশ্বর সর্ব্বভূতে সমান অবস্থিত হইয়াও বিনশ্বর বস্তুর ধর্ম্ম যে বিনাশিত্ব, তাহা স্বীকার করেন না ;

যিনি পরমাত্মাকে এইরূপে জানেন, তিনিই তাঁহার তত্ত্ব জানিতে পারেন ॥ ২৮ ॥

সমং পশ্যন্ হি সর্ব্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥২৯॥

অন্বয়—হি (যেহেতু) [সঃ (তিনি)] সর্ব্বত্র (সর্ব্বপ্রাণীতে) সমং (সমানভাবে) সমবস্থিতম্ (সম্যগ্‌ভাবে বিরাজমান) ঈশ্বরম্ (পরমেশ্বরকে) পশ্যন্ (দেখিয়াও) আত্মনা (দুষ্ট মনদ্বারা) আত্মানং (জীবাত্মাকে) ন হিনস্তি (হিংসা বা অধঃপাতিত করেন না) ততঃ (অতএব) পরাং গতি (পরমাগতি) যাতি (প্রাপ্ত হন) ॥২৯॥

প্রকৃতির ধর্ম্ম অঙ্গীকার করিয়াই বদ্ধজীবসকলের অবস্থার পার্থক্য ঘটিয়াছে। তন্মধ্যে যিনি বিবেক-দ্বারা সর্ব্বভূতস্থিত আমার ঐশ্বর-ভাবকে সর্ব্বত্র সমান বলিয়া জানেন, তিনি কুপথগামি-মনোদ্বারা তাঁহার জৈব-সত্তার অধঃপাত সাধন করেন না ॥ ২৯ ॥

প্রকৃত্যৈব চ কর্ম্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্ব্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্ত্তারং স পশ্যতি ॥৩০॥

অন্বয়—যঃ (যিনি) সর্ব্বশঃ (সর্ব্বপ্রকারে) কর্ম্মাণি (কর্ম্মসমূহ) প্রকৃত্যা এব (প্রকৃতি-কর্ত্তৃকই) সর্ব্বশঃ (সর্ব্বপ্রকারে) ক্রিয়ামাণানি (অনুষ্ঠিত হইতেছে)

তথা (এইরূপ) পশ্যতি (দেখেন) সঃ (তিনি) আত্মানম্ (নিজেকে অর্থাৎ জীবাত্মাকে) অকর্ত্তারং (অকর্ত্তা) পশ্যতি (দেখেন) ॥৩০॥

'দেহেন্দ্রিয়াদির আকারে পরিণতা মৎকর্ম্মফলদাত্রী ঈশ্বর-প্রেরিতা প্রকৃতিই সমস্ত কর্ম্ম করিতেছে, কিন্তু আত্ম স্বরূপ আমি কিছু করি না,'—এইরূপ যিনি দেখিতে পান, তিনি আপনাকে সমস্ত-কর্ম্মের মধ্যে 'অকর্ত্তা' বলিয়া দৃষ্টি করেন ॥৩০॥

যদা ভূতপৃথগ্‌ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি।
অতএব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥৩১॥

অন্বয়—যদা (যখন) [সঃ (তাদৃশ দ্রষ্টা)] ভূতপৃথগভাবম্ (স্থাবর-জঙ্গমাত্ম ভূতসকলের পৃথক্ পৃথক্ ভাবকে) একস্থম (এক প্রকৃতিতেই অবস্থিত) ততঃ এব চ (এবং সেই প্রকৃতি হইতেই) [ভূতানাং] বিস্তারং (প্রাণিগণের বিস্তৃতি) অনুপশ্যতি (অনুক্ষণ দর্শন করেন), তদা (তখন) ব্রহ্ম সম্পদ্যতে (ব্রহ্মের স্বরূপ উপলব্ধি করেন) ॥৩১॥

যে সময়ে বিবেকী পুরুষ প্রলয়-সময়ে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক ভূতসমূহের সেই-সেই আকারগত পাথর্ক্য একমাত্র প্রকৃতিতেই অবস্থিত দেখেন এবং সৃষ্টিসময়ে সেই এক-প্রকৃতি হইতেই ভূতসকলের বিস্তার জানিতে পারেন, তৎকালে তাঁহার প্রকৃতি-গত ভেদবুদ্ধি রহিত হয়; তিনি তখন শুদ্ধচিৎনিষ্ঠ হইয়া ব্রহ্মের সহিত চিদাকার-সম্বন্ধে ঐক্য লাভ করেন। এই অভেদ-

বুদ্ধি লাভ করিয়া জীব দ্রষ্টৃস্বরূপ পরমাত্মাকে কিরূপ দর্শন করেন, তাহা পরে বলিতেছি ॥৩১॥

অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে ॥৩২॥

অন্বয়—[হে] কৌন্তেয় ! (হে কুন্তীপুত্র !) অনাদিত্বাৎ (অনাদিত্বহেতু) নির্গুণত্বাৎ (গুণরহিতহেতু) অয়ম্ (এই) অব্যয়ঃ (নিত্য) পরমাত্মা (পরমাত্মা) শরীরস্থঃ অপি (দেহে থাকিয়াও) [জীববৎ] ন করোতি (কোন কর্ম্ম করেন না) ন লিপ্যতে (ক্ষেত্রধর্ম্মে লিপ্ত হন না) ॥৩২॥

ব্রহ্মসম্পন্ন জীব তখন দেখিতে পান যে, আত্মা—পরম অব্যয়, অনাদি ও নির্গুণ ; এই শরীরে অবস্থান করিয়াও ক্ষেত্র-ধর্ম্মে লিপ্ত হন না। লিপ্ত না হইয়াও জীব ক্ষেত্রকে কিরূপ ব্যবহার করেন তাহা শুন ॥৩২॥

যথা সর্ব্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।
সর্ব্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে ॥৩৩॥

অন্বয়—যথা (যেরূপ) সর্ব্বগতং (সর্ব্বত্র অবস্থিত) আকাশং (আকাশ) সৌক্ষ্ম্যাৎ (সূক্ষ্মতাহেতু) ন উপলিপ্যতে (কোন বস্তু কর্ত্তৃক উপলিপ্ত হয় না) তথা (সেইরূপ) সর্ব্বত্র (সর্ব্বস্থান ব্যাপিয়া) দেহে (শরীরে) অবস্থিতঃ (অবস্থিত) আত্মা (জীবাত্মাও) ন উপলিপ্যতে (দেহধর্ম্মে লিপ্ত হন না) ॥৩৩॥

আকাশ যেরূপ সূক্ষ্মত্বপ্রযুক্ত সর্ব্বগত হইয়াও অন্যবস্তুতে লিপ্ত হন না, সেইরূপ ব্রহ্মসম্পন্নবিবেকী জীব সর্ব্বদেহস্থিত হইয়াও দেহধর্ম্মে লিপ্ত হন না ॥৩৩॥

যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত ॥৩৪॥

অন্বয়—[হে] ভারত ! (হে অর্জ্জুন !) যথা (যেরূপ) একঃ (এক) রবিঃ (সূর্য্য) ইমং (এই) কৃৎস্নং (সমগ্র) লোকম্ (জগৎকে) প্রকাশয়তি (প্রকাশ করেন) তথা (সেইরূপ) ক্ষেত্রী (পরমাত্মা জীবাত্মা) কৃৎস্নং (সমস্ত) ক্ষেত্রং (ক্ষেত্রকে) প্রকাশয়তি (প্রকাশ করেন) ॥৩৪॥

হে ভারত ! এক সূর্য্য যেরূপ সমস্ত জগৎকে প্রকাশ করে, ক্ষেত্রী আত্মাও সমস্ত ক্ষেত্রকে সেইরূপ চেতনধর্ম্ম-দ্বারা প্রকাশ করেন ॥৩৪॥

ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা।
ভূতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্চ যে বিদুর্যান্তি তে পরম্ ॥৩৫॥

অন্বয়—যে (যাঁহারা) এবং (উক্তপ্রকারে) ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ (ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের) অন্তরং (ভেদ) ভূতপ্রকৃতিমোক্ষং চ (এবং ভূতসমূহের প্রকৃতি হইতে মোক্ষের উপায়) জ্ঞানচক্ষুষা (জ্ঞানচক্ষুদ্বারা) বিদুঃ (জানিতে পারেন) তে (তাঁহারা) পরং (পরম পদ) যান্তি (লাভ করেন) ॥৩৫॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি
শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন
সংবাদে প্রকৃতিপুরুষবিবেকযোগ নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায় ॥

জড় প্রকৃতির সমস্ত-কার্য্যই ক্ষেত্র ; এবং পরমাত্মা ও আত্ম-রূপ দ্বিবিধ তত্ত্বাত্মক আত্মতত্ত্বই ক্ষেত্রজ্ঞ। যিনি এই অধ্যায়ের লিখিত প্রণালীমতে জ্ঞানচক্ষুদ্বারা ক্ষেত্রের ও ক্ষেত্রজ্ঞের ভেদ এবং ভূতসকলের জড়-নিষ্ঠপ্রবৃত্তির মোক্ষ অবগত হন, তিনি প্রকৃতির পরমতত্ত্ব পরব্যোম প্রাপ্ত হন ॥৩৫॥

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ

গুণত্রয়-বিভাগযোগ

শ্রীভগবান্ উবাচ,—

পরং ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্ ।
যজ্জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্ব্বে পরাং সিদ্ধিমিতো গতাঃ ॥১॥

অন্বয়—শ্রীভগবান উবাচ (শ্রীভগবান বলিলেন)—জ্ঞানানাং (জ্ঞান সাধনসমূহের মধ্যে) উত্তমং (উত্তম) পরং (অন্য এক) জ্ঞানং (উপদেশ) ভূয়ঃ (পুনরায়) প্রবক্ষ্যামি (বলিব) যৎ (যাহা) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) সর্ব্বে (সকল) মুনয়ঃ (মুনিবৃন্দ) ইতঃ (এই শরীররূপ বন্ধন হইতে) পরাং সিদ্ধি (পরমসিদ্ধি) গতাঃ (প্রাপ্ত হইয়াছেন) ॥১॥

সপ্তম অধ্যায় হইতে দ্বাদশ অধ্যায় পর্য্যন্ত পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে সমুদয় কথা বলিয়াছি। জ্ঞানের দ্বারা যে-প্রকারে সেই ভগবত্তত্ত্বরূপ উত্তম জ্ঞান লব্ধ হয়, তাহা আমি পুনরায় বলিতেছি ;—যাহা অবগত হইয়া জ্ঞাননিষ্ঠ সনকাদি মুনিসকল পর-সিদ্ধি-রূপা ভক্তি লাভ করিয়াছেন ॥১॥

তাৎপর্য্য—

(১—২০) শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিপ্রায় দ্রষ্টব্য।

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥২॥

অন্বয়—ইদং (এই জ্ঞানম্ (জ্ঞান) উপাশ্রিত্য (আশ্রয়পূর্ব্বক) [জীব (জীব)] মম (আমার) সাধর্ম্মম্ (সমানধর্ম্মতা) আগতাঃ [সন্তঃ] প্রাপ্ত হইয়া) সর্গে অপি (সৃষ্টিসময়েও) ন উপজায়ন্তে (সৃষ্ট হয় না) প্রলয়ে চ (এবং প্রলয়কালেও) ন ব্যথন্তি (বেদনা প্রাপ্ত হয় না) ॥২॥

জ্ঞান—সামান্যতঃ 'সগুণ' ; 'নিগুর্ণ'-জ্ঞানকেই 'উত্তমজ্ঞান' বলা যায় ; সেই নিগুর্ণ জ্ঞানকে আশ্রয় করিলেই জীব আমার সাধর্ম্ম্য অর্থাৎ আমার নিত্য অষ্টগুণযুক্ততা লাভ করে। জড়বুদ্ধি নরগণ মনে করে যে, প্রাকৃত ধর্ম্ম, প্রাকৃত রূপ ও প্রাকৃত অবস্থা পরিত্যাগ করিলে জৈবধর্ম্ম রূপ-শূন্য ও অবস্থা-শূন্য হয়। তাহারা জানেনা যে, জড়জগতে যেরূপ 'বিশেষ'-নামক ধর্মের দ্বারা বস্তুসকলের পার্থক্য আছে, তদ্রূপ জড়া প্রকৃতিকে অতিক্রম করিয়া যে মদ্ধামরূপ বৈকুণ্ঠরাজ্য আছে, তাহাতেও একটি বিশুদ্ধ 'বিশেষ-ধর্ম্ম' আছে। সেই 'বিশেষ'-দ্বারা অপ্রাকৃত ধর্ম্ম, অপ্রাকৃত রূপ ও অপ্রাকৃত অবস্থা নিত্য ব্যবস্থাপিত আছে ; উহাকে 'আমার নিগুর্ণ সাধর্ম্ম' বলে। নিগুর্ণজ্ঞানের দ্বারা প্রথমে সগুণ-জগৎকে অতিক্রম করত নিগুর্ণ-ব্রহ্ম-লাভ হয় এবং তল্লাভান্তে অপ্রাকৃত গুণসকল উদিত হয়। তাহা হইলে সৃষ্টি-সময়ে জড়-জগতে জীব আর জন্ম লাভ করে না এবং প্রলয়ে আত্মবিনাশরূপ ব্যথা পায় না ॥২॥

মমযোনির্ম্মহদ্ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥৩॥

অন্বয়—[হে ভারত ! (হে অর্জ্জুন !) মহদ্‌ব্রহ্ম (প্রধান সংজ্ঞক প্রকৃতি) মম (আমার) যোনিঃ (গর্ভধানের স্থান) তস্মিন্ (তাহাতে) অহং (আমি) গর্ভং (জীবরূপবীজ) দধামি (নিক্ষেপ করি) ততঃ (তাহা হইতে) সর্ব্ব-ভূতানাং (সর্ব্বজীবের) সম্ভবঃ (উৎপত্তি) ভবতি (হয়) ॥৩॥

জড়া প্রকৃতির মূল তত্ত্বই—জগতের মাতৃযোনিত্ব ; আমি সেই জগৎ-যোনি 'প্রধান' সংজ্ঞক ব্রহ্মে গর্ভ আধান করি ; তাহাতেই সমস্তভূতের উৎপত্তি হয়। আমার পরা প্রকৃতির জড়-প্রভাবই ঐ 'ব্রহ্ম' ; তাহাতেই ঐ পরা প্রকৃতির তটস্থ-প্রভাব-গত জীব-রূপ বীর্য্য আধান করি ; তাহা হইতেই ব্রহ্মাদি সমস্ত জীবের জন্ম হয় ॥৩॥

সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদ পিতা ॥৪॥

অন্বয়—[হে] কৌন্তেয় ! (হে কুন্তীসুত !) সর্ব্বযোনিষু (দেব নরাদি সর্ব্বযোনিতে) যাঃ মূর্ত্তয়ঃ (যে সমস্ত শরীর) সম্ভবন্তি (উৎপন্ন হয়) মহদ্ ব্রহ্ম (প্রধান বা প্রকৃতিই) তাসাং (তাহাদের) যোনিঃ (মাতৃস্থানীয় উৎপত্তি-স্থান) অহং (আমি) বীজপ্রদঃ (বীজপ্রদানকারী) পিতা (পিতা) ॥৪॥

দেব-তির্য্যগাদি সমস্ত-যোনিতে যত মূর্ত্তি প্রকাশিত হয়, ব্রহ্মরূপা যোনিই সেই সকলের মাতা এবং কারণ-চৈতন্যবিগ্রহ-স্বরূপ আমিই সে-সকলের বীজপ্রদ পিতা ॥৪॥

সত্ত্বং রজস্তমইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবা।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্ ॥৫॥

অন্বয়—[হে] মহাবাহো ! (হে মহাবলশালিন্ !) প্রকৃতিসম্ভবাঃ (অব্যক্তা প্রকৃতি হইতে প্রকাশিত) সত্ত্বং রজস্তমঃ ইতি (সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটী) গুণাঃ (গুণ) দেহে (জড়শরীর মধ্যে) অব্যয়ং (নির্ব্বিকার) দেহিনম্ (জীবকে) নিবধ্নন্তি (সুখ-দুঃখ-মোহাদিদ্বারা সর্ব্বদা বন্ধন করে) ॥৫॥

সেই জড়োৎপাদিকা প্রকৃতি হইতেই সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই তিনটি গুণ নিঃসৃত হয় ; আর তটস্থা-প্রকৃতি হইতে যে-সকল জীব জড়া প্রকৃতির গর্ভে জাত হয়, সেইসকল অব্যয় চিৎস্বরূপ জীবকে দেহিরূপে প্রাপ্ত হইয়া উক্ত তিনটি গুণ বন্ধন করে ॥৫॥

তত্র সত্ত্বং নির্ম্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥৬॥

অন্বয়—[হে] অনঘ ! (হে নিষ্পাপ !) তত্র (সেইগুণত্রয়মধ্যে) সত্ত্বং (সত্ত্বগুণ) নির্ম্মলত্বাৎ (মলহীনত্বহেতু) প্রকাশকম্ (বস্তুস্বরূপ-প্রকাশকারী) অনাময়ম্ (শান্ত) সত্ত্বং (সত্ত্বগুণই) সুখসঙ্গেন (সুখের সঙ্গ) জ্ঞানসঙ্গেন চ (ও জ্ঞানের সঙ্গদ্বারা) [জীবং] (জীবাত্মাকে) বধ্নাতি (আবদ্ধ করে) ॥৬॥

প্রকৃতির সত্ত্বগুণ—অপেক্ষাকৃত নির্ম্মল, প্রকাশকারী ও পাপশূন্য : সত্ত্বগুণই চৈতন্যস্বরূপ জীবকে জ্ঞান ও সুখের সঙ্গদ্বারা বদ্ধ করে ॥৬॥

রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণা-সঙ্গ-সমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্ম্মসঙ্গেন দেহিনম্ ॥৭॥

অন্বয়—[হে] কৌন্তেয়! (হে কুন্তীসুত) রজঃ (রজোগুণকে) রাগাত্মকং (ভোগে অনুরাগস্বরূপ) তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্ (অলব্ধ বিষয়ে প্রাপ্তির ইচ্ছা ও লব্ধ বিষয়ে আসক্তিজনক) বিদ্ধি (জানিও) তৎ (সেই রজোগুণ) দেহিনং (জীবকে) কর্ম্মসঙ্গেন (কর্ম্মাসক্তিতে) নিবধ্নাতি (সর্ব্বদা আবদ্ধ করে) ॥৭॥

'রজোগুণ'কে তৃষ্ণা-সঙ্গজাত অভিলাষাত্মক ধর্ম্ম বলিয়া জানিবে; হে কৌন্তেয়, সেই রজোগুণই দেহীকে কর্ম্মসঙ্গে আবদ্ধ করে ॥৭॥

তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্ব্বদেহিনাম্।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত ॥৮॥

অন্বয়—[হে] ভারত! (হে অর্জ্জুন!) তমঃ তু (আর তমোগুণ) অজ্ঞানজং (অজ্ঞান হইতে জাত) সর্ব্বদেহিনাম্ (সর্ব্বজীবের) মোহনং (মোহনকারী) বিদ্ধি (জানিও) তৎ (সেই তমোগুণ) [জীবং (জীবাত্মাকে)] প্রমাদালস্যনিদ্রাভিঃ (অনবধান, আলস্য ও নিদ্রাদ্বারা) নিবধ্নাতি (নিবদ্ধ করে) ॥৮॥

সমস্ত-দেহীর মোহনকারী অজ্ঞানজাত গুণকেই 'তমঃ' বলিয়া জানিবে; প্রমাদ, আলস্য ও নিদ্রা-সহকারে তমোগুণ জীবকে আবদ্ধ করে ॥৮॥

সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্ম্মণি ভারত।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত ॥৯॥

অন্বয়—[হে] ভারত! (হে অর্জ্জুন!) সত্ত্বং (সত্ত্বগুণ) সুখে (সুখে) রজঃ (রজোগুণ) কর্ম্মণি (কর্ম্মে) সঞ্জয়তি (আবদ্ধ করে) তমঃ তু (কিন্তু তমোগুণ) জ্ঞানং (জ্ঞানকে) আবৃত্য (আচ্ছাদন করিয়া) প্রমাদে (অনবধান) উত (এবং আলস্যাদিতে) সঞ্জয়তি (আবদ্ধ করে) ॥৯॥

সত্ত্বগুণ জীবকে সুখে বদ্ধ করে, রজোগুণ কর্ম্মে আবদ্ধ করে এবং তমোগুণ প্রমাদে বন্ধন করিয়া ফেলে ॥৯॥

রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা ॥১০॥

অন্বয় - [হে] ভারত! (হে অর্জ্জুন!) সত্ত্বং (সত্ত্বগুণ) রজঃ তমঃ চ (রজো ও তমোগুণকে) অভিভূয় (অভিভূত করিয়া) ভবতি (প্রাধান্য বিস্তার করে) রজঃ (রজোগুণ) সত্ত্বং তমঃ চ এব (সত্ত্ব ও তমোগুণকেও) তথা (সেইরূপ) তমঃ (তমোগুণ) সত্ত্বং রজঃ (সত্ত্ব রজোগুণকে) [অভিভূত করিয় প্রাধান্য লাভ করে] ॥১০॥

যেখানে সত্ত্বগুণ প্রবল, সেখানে রজঃ ও তমো-গুণদ্বয় পরাজিত। যেখানে রজোগুণ প্রবল, সেখানে সত্ত্ব ও তমঃ পরাজিত এবং যেখানে তমগুণ প্রবল, সেখানে সত্ত্ব ও রজো-গুণদ্বয় অভিভূত থাকে। এইরূপ গুণসকলের পৃথক্ স্থিতি ও পরস্পর-সম্বন্ধে অবস্থিতি জানিতে হইবে ॥১০॥

সর্ব্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত ॥১১॥

অন্বয়—যদা (যখন) অস্মিন্ দেহে (এই শরীরে) সর্ব্বদ্বারেষু (সমস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়ে) প্রকাশঃ (শব্দাদির স্বরূপ-প্রকাশরূপ) জ্ঞানং (জ্ঞান) উপজায়তে (সম্যগ্‌রূপে উৎপন্ন হয়) তদা (তখনই) সত্ত্বং (সত্ত্বগুণ) বিবৃদ্ধং (বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে) ইতি (ইহা) বিদ্যাৎ (জানিবে) উত (এবং সুলক্ষণ-দ্বারাও অবগত হইবে) ॥১১॥

সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি-দ্বারা এই জড়দেহের ইন্দ্রিয়রূপ দ্বার-সকলে 'প্রকাশ গুণ' বৃদ্ধি পায় ; তাহাই 'ঐন্দ্রিয়জ্ঞান' ॥১১॥

লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্ম্মণামশমঃ স্পৃহা।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ ॥১২॥

অন্বয়- [হে] ভরতর্ষভ ! (হে ভরতশ্রেষ্ঠ !) রজসি (রজোগুণ) বিবৃদ্ধে [সতি] (বর্দ্ধিত হইলে) লোভঃ (লোভ) প্রবৃত্তিঃ (কর্ম্ম করিবার ইচ্ছা) কর্ম্মণাম্ (বিবিধ কর্ম্মের) আরম্ভঃ (উদ্যম) অশমঃ (ভোগে অনিবৃত্তি) স্পৃহা (অভিলাষ) এতানি (এই সকল) জায়তে (বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে) ॥১২॥

যাহার রজোগুণ বৃদ্ধি পায়, তাহার লোভ, প্রবৃত্তি, আরম্ভ, কর্ম্মগ্রহিতা ও স্পৃহা বৃদ্ধি পায় ॥১২॥

অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন ॥১৩॥

অন্বয়—[হে] কুরুনন্দন ! (হে কুরুবংশাবতংশ !) তমসি বিবৃদ্ধে [সতি] (তমোগুণ বর্দ্ধিত হইলে) অপ্রকাশঃ (আবৃত ভাব) অপ্রবৃত্তিঃ চ (কর্ম্ম করিবার অনিচ্ছা) প্রমাদঃ (অমনযোগ) মোহঃ এব চ (ও মিথ্যা অভিনিবেশ) এতানি (এই সকল লক্ষণ) জায়ন্তে (প্রকাশ পায়) ॥১৩॥

হে কুরুনন্দন, তমোবৃদ্ধি হইলে অপ্রকাশ, অপ্রবৃত্তি, প্রমাদ ও মোহ উৎপন্ন হয় ॥১৩॥

যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ।
তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্ প্রতিপদ্যতে ॥১৪॥

অন্বয়—যদা (যখন) সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে [সতি] (সত্ত্বগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে) দেহভৃৎ (দেহী) প্রলয়ং (মৃত্যু) যাতি (প্রাপ্ত হয়) তদা (তখন) উত্তমবিদাং (হিরণ্যগর্ভাদির উপাসকগণের) অমলান্ (পবিত্র) লোকান্ (লোকসমূহ) প্রতিপদ্যতে (লাভ করে) ॥১৪॥

সত্ত্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তির দেহত্যাগ হইলে হিরণ্যগর্ভাদির উপাসকদিগের সুখপ্রদ-লোক লাভ হয় ॥১৪॥

রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্ম্মসঙ্গিষু জায়তে।
তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে ॥১৫॥

অন্বয়—[জীবঃ (জীব)] রজসি [প্রবৃদ্ধে] (রজোগুণের বৃদ্ধিসময়ে) প্রলয়ং (মৃত্যুকে) গত্বা (বরণ করিয়া) কর্ম্মসঙ্গিষু (কর্ম্মাসক্ত ব্যক্তির মধ্যে)

জায়তে (জন্মলাভ করে) তদা (সেইরূপ) তমসি [বিবৃদ্ধে] (তমোগুণের বৃদ্ধিকালে) প্রলীন [সন্] (মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়া) মূঢ়যোনিষু (পশুপ্রভৃতির মধ্যে) জায়তে (জন্ম লাভ করে) ॥১৫॥

রজোগুণসম্পন্ন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে কর্ম্মাসক্ত ব্রাহ্মণাদি-কুলে জন্মলাভ হয়, এবং তমোগুণাবিষ্ট ব্যক্তির মৃত্যু হইলে মূঢ় চতুষ্পদাদি-যোনিতে জন্মপ্রাপ্তি হয় ॥১৫॥

কর্ম্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাত্ত্বিকং নির্ম্মলং ফলম্ ।
রজসস্তু ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্ ॥১৬॥

অন্বয়—[পণ্ডিতাঃ] (পণ্ডিতগণ)] সুকৃতস্য কর্ম্মণঃ (সাত্ত্বিক কর্ম্মের) নির্ম্মলং (পবিত্র) সাত্ত্বিকং (সুখকর) ফলং (ফল) রজসঃ তু (ও রাজসিক কর্ম্মের) দুঃখম্ (দুঃখময়) ফলম্ (ফল) [এবং] তমসঃ (তামসিক কর্ম্মের) অজ্ঞানম্ (অজ্ঞানময় ফল) ফলম্ (ফল) আহুঃ (বলিয়া থাকেন) ॥১৬ ॥

সুকৃত সাত্ত্বিক-কর্ম্মের ফলকে 'নির্ম্মল', রাজসিক কর্ম্মের ফলকে 'দুঃখ' এবং তামসিক কর্ম্মের ফলকে 'অজ্ঞান' বা 'অচেতন' বলা হইয়াছে ॥১৬॥

সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ ।
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ ॥১৭॥

অন্বয়—সত্ত্বাৎ (সত্ত্বগুণ হইতে) জ্ঞানম্ (জ্ঞান) রজসঃ (রজোগুণ হইতে) লোভঃ এব (লোভই) সংজায়তে (উৎপন্ন হয়) তমসঃ (তমোগুণ

হইতে) প্রমাদমোহৌ (প্রমাদ ও মোহ) ভবতঃ (উৎপন্ন হয়) অজ্ঞানং এব চ (এবং অজ্ঞান ও) ভবতি (উৎপন্ন হইয়া থাকে) ॥১৭॥

সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান, রজোগুণ হইতে লোভ এবং তমোগুণ হইতে অজ্ঞান, প্রমাদ ও মোহ উৎপন্ন হয় ॥১৭

ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধোগচ্ছন্তি তামসাঃ ॥১৮॥

অন্বয়—সত্ত্বস্থাঃ (সত্ত্বগুণান্বিত ব্যক্তিগণ) ঊর্দ্ধং (সত্যলোক পর্যন্ত স্থানে) রাজসাঃ (রজোগুণযুক্ত ব্যক্তিগণ) মধ্যে তিষ্ঠন্তি (মনুষ্যলোকে অবস্থান করেন) জঘন্যগুণবৃত্তিস্থাঃ তামসাঃ (ঘৃণ্য তামসপ্রকৃতির ব্যক্তিগণ) অধঃ (নরকাদি নিম্নতর লোকে) গচ্ছন্তি (গমন করে) ॥১৮॥

সত্ত্বগুণস্থ ব্যক্তি ঊর্দ্ধগতি লাভ করে অর্থাৎ 'সত্যলোক' পর্যন্ত যায় ; রাজস লোকেরা নরলোকে স্থান লাভ করে, এবং তামস ব্যক্তিগণ অধঃপতিত হইয়া নরকে গমন করে ॥১৮॥

নান্যং গুণেভ্যঃ কর্ত্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি ॥১৯॥

অন্বয় - যদা দ্রষ্টা (যখন জীব) গুণেভ্যঃ (গণত্রয় হইতে) অন্যং কর্ত্তারং (অন্য কোন কর্ত্তাকে ন অনুপশ্যতি (দেখেন না) গুণেভ্য চ (এবং গণত্রয়ের) পরং (অতীত ও অধীশ্বরকে) বেত্তি (অবগত হইতে পারেন) [তদা (তখন)] সঃ (সেই জীব) মদ্ভাবং অধিগচ্ছতি (আমার ভাব লাভ করে) ॥১৯॥

'গুণসকলই কর্ত্তা, গুণের অন্য কর্ত্তা নাই',—সূক্ষ্ম-দর্শনের দ্বারা এইরূপ অনুভব করিয়া জীব গুণসকলের অতীত যে ভগবদ্ভাব, তাহা জানিতে পারিলে মদ্ভাবরূপ্য শুদ্ধ-ভক্তি লাভ করেন ॥১৯॥

গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্ ।
জন্মমৃত্যুজরা-দুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে ॥২০॥

অন্বয়—দেহী (জীব) দেহসমুদ্ভবান (দেহসংঘটনকারী) এতান (এই) ত্রীন্ (তিনটি) গুণান্ (গুণকে) অতীত্য (অতিক্রম করিয়া) জন্মমৃত্যুজরা-দুঃখৈ (জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাধি প্রভৃতি দুঃখ হইতে) বিমুক্তঃ [সন্] (বিশেষ ভাবে মুক্ত হইয়া) অমৃতম্ (প্রেমরূপ অমৃত) অশ্নুতে (আস্বাদন করে) ॥২০॥

দেহবিশিষ্ট জীব নির্গুণ-নিষ্ঠা-দ্বারা সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই তিনটি দেহোদ্ভূত গুণ অতিক্রম করিয়া জন্ম, মৃত্যু, জরা ব্যাধি প্রভৃতি দুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া নির্গুণ-প্রেমরূপ অমৃত ভোগ করিতে থাকেন ॥২০॥

অর্জ্জুন উবাচ,—

কৈর্লিঙ্গৈস্ত্রীন্ গুণানেতানতীতো ভবতি প্রভো ।
কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্রীন্ গুণানতিবর্ত্ততে ॥২১॥

অন্বয়—অর্জ্জুন উবাচ (অর্জ্জুন বলিলেন) [হে] প্রভোঃ (হে প্রভো) এতান্ (এই) ত্রীন্ গুণান্ (তিন গুণ) অতীতঃ (অতিক্রমকারী ব্যক্তি) কৈঃ লিঙ্গৈঃ (কি কি লক্ষণ দ্বারা) [পরিজ্ঞাত] ভবতি (হয়) কিমাচারঃ

(তাঁহার আচার কিরূপ) কথং চ (এবং কিরূপে) এতান্ (এই) ত্রীন্গুণান্ (তিন গুণকে) অতিবর্ত্ততে (অতিক্রম করেন) ? ॥২১॥

এতাবৎ শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুন কহিলেন, হে প্রভো, যিনি উক্ত তিন গুণের অতীত হন, তাঁহার লিঙ্গ অর্থাৎ কি চিহ্ন? তিনি কিরূপ আচার করেন এবং কিরূপ সাধন দ্বারা ত্রিগুণকে অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান হন ॥২১॥

তাৎপর্য্য—

এই শ্লোকে অর্জ্জুন শ্রীভগবানকে "প্রভো" সম্বোধন করিয়াছেন, প্রভু যেমন ভৃত্যের হৃদয়ভাব জানিতে পারিয়া তাহার অভাব ও দুঃখ-সন্তাপ নাশ করিয়া থাকেন, এস্থলে পরমেশ্বররূপ পরম প্রভু তদ্রূপ অনুগত ভক্ত শিষ্যের আকাঙ্ক্ষা নিবারণ করিবেন, এই উদ্দেশ্যেই সম্বোধনপদ প্রযুক্ত হইয়াছে। এখানে দয়াময় ভগবান প্রসন্নচিত্তে পুনরায় অন্য ভাষায় অর্জ্জুনের জ্ঞান পিপাসা নিবারণ করিতে উদ্যত হইতেছেন ॥২১॥

শ্রীভগবান্ উবাচ,—

প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি ॥২২॥
উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণা বর্ত্তন্ত ইত্যেবং যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে ॥২৩॥
সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ ॥২৪॥

মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ সউচ্যতে ॥২৫॥

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ বলিলেন)—[হে] পাণ্ডব! (হে পাণ্ডুপুত্র) যঃ (যিনি) প্রকাশং (প্রকাশ) প্রবৃত্তিং চ (ও প্রবৃত্তি) মোহম্ এব চ (এবং মোহ) [এই তিনটি গুণকার্য্য] সংপ্রবৃত্তানি (স্বতঃ আগত হইলেন) ন দ্বেষ্টি (দ্বেষ করেন না) নিবৃত্তানি (উহাদের নিবৃত্তিও) ন কাঙ্ক্ষতি (আকাঙ্ক্ষা করেন না)। যঃ (যিনি) উদাসীনবৎ (উদাসীন-তুল্য, আসীন [সন] (অবস্থিত হইয়া) গুণৈঃ (গুণত্রয় কর্ত্তৃক) ন বিচাল্যতে (বিচলিত হন না); যঃ (যিনি) গুণাঃ (গুণসমূহ) বর্ত্তন্তে (স্বীয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছে) ইতি এবং [জ্ঞাত্বা] (এইরূপ অবগত হইয়া) অবতিষ্ঠতি (অবস্থান করেন) ন ইঙ্গতে (চঞ্চল হন না)। যঃ (যিনি) সমদুঃখসুখ (সুখদুঃখে সমজ্ঞানসম্পন্ন) স্বস্থ (প্রকৃতিস্থ) সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ (মৃপিন্ড, প্রস্তর ও কাঞ্চনে সমভাবাপন্ন) তুল্যপ্রিয়াপ্রিয় (প্রিয় ও অপ্রিয় বস্তুতে সম-বুদ্ধি) ধীরঃ (বুদ্ধিমান্) তুল্যনিন্দাসংস্তুতি (নিজের নিন্দা ও প্রশংসায় সমজ্ঞানবিশিষ্ট) মানাপমানয়োঃ (মান ও অপমানে) তুল্য (সমান) মিত্রারি-পক্ষোয়োঃ (মিত্রপক্ষে ও শত্রুপক্ষে) তুল্য (সমান) সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী (সর্ব্ব-প্রকার কর্ম্মপ্রচেষ্টাত্যাগী) সঃ (তিনি) গুণাতীতঃ (গুণাতীত বলিয়া) উচ্যতে (অভিহিত হন) ॥২২-২৫॥

অর্জ্জুনের তিনটি প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র কহিতে লাগিলেন,—'তোমার প্রথম প্রশ্ন এই যে, 'গুণাতীত ব্যক্তির চিহ্ন কি?' তাহার উত্তর এই যে, দ্বেষরাহিত্য ও আকাঙ্ক্ষা-রাহিত্যই তাহার লিঙ্গ। বদ্ধজীব জড়-জগতে অবস্থিত হইয়া জড়া-প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণত্রয়ের মধ্যে আছেন; সম্পূর্ণ মুক্তিলাভ করিলেই কেবল সেই গুণত্রয়ের উচ্ছিত্তি

হয় ; কিন্তু যে-পর্য্যন্ত লিঙ্গভঙ্গরূপা মুক্তি ভগবদিচ্ছাক্রমে লাভ না কর, সে পর্য্যন্ত নির্গুণতা লাভ করিবার উপায় একমাত্র দ্বেষ ও আকাঙ্ক্ষা-পরিত্যাগকেই জানিবে। দেহসত্ত্বে (দেহ থাকাকালে 'প্রকাশ', 'প্রবৃত্তি' ও 'মোহ' (সত্ত্ব রজঃ ও তমো-গুণ হইতেই এই তিনটি উদিত হয়) অবশ্যই দেহে অনুস্যূত থাকিবে ; কিন্তু ঐ সকলের প্রতি আকাঙ্ক্ষা দ্বারা প্রবৃত্ত হইবে না এবং দ্বেষদ্বারা তাহাদের নিবৃত্তির চেষ্টা করিবে না। এই লিঙ্গদ্বয় যাঁহাতে লক্ষিত, তিনিই 'নির্গুণ'। চেষ্টা-দ্বারা ও বিশেষ স্বার্থপর আগ্রহ-দ্বারা সংসারে প্রবৃত্ত অথবা সংসারকে 'মিথ্যা' জানিয়া যাহারা চেষ্টা পূর্ব্বক বৈরাগ্য করে, তাঁহারা কখনও নির্গুণ নয়।

তোমার দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, গুণাতীত ব্যক্তির আচার কি ? তাহার আচার এইরূপ,—গুণসকল তাঁহার শরীরে, মনে ও ব্যবহারে আপন আপন কার্য্য করিতেছে। তিনি গুণগুলিকে কার্য্য করিতে দিয়া স্বয়ং তাহাদের হইতে পৃথক্ চৈতন্যস্বরূপ বলিয়া উদাসীনের ন্যায় তাহাতে লিপ্ত হন না। তাঁহার দেহ-চেষ্টা-দ্বারা দুঃখ সুখ, লোষ্ট্র, প্রস্তর, কাঞ্চন, প্রিয়, অপ্রিয়, নিন্দা ও স্তুতি, এই সমস্ত উপস্থিত হয় ; কিন্তু তিনি তাহাদের প্রতি সমান দৃষ্টি করেন এবং স্বস্থ অর্থাৎ চৈতন্যস্থ হইয়া তাহাদিগকে তুল্য জ্ঞান করেন। তাঁহার সাংসারিক ব্যবহার-দ্বারা যে সকল মান-অপমান, শত্রু-মিত্র সংঘটিত হয়, তিনি সে-সমস্তই লৌকিক ব্যবহারে ন্যস্ত করিয়া, স্বীয় চৈতন্য-সম্বন্ধে কিছুই নয়, এরূপ জানেন। আসক্তি ও বৈরাগ্যের যতপ্রকার

আরম্ভ আছে, তাহা পরিত্যাগপূর্ব্বক 'গুণাতীত' নাম প্রাপ্ত হন ॥২২-২৫॥

তাৎপর্য্য—

(২২—২৫) শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিপ্রায় দ্রষ্টব্য।

মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্‌সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥২৬॥

অন্বয়—যঃ (যিনি) অব্যভিচারেণ (জ্ঞানকর্ম্মাদিশূন্য) ভক্তিযোগেন (শুদ্ধভক্তিযোগদ্বারা) মাং চ (আমাকেই) সেবতে (সেবা করেন) সঃ (তিনি) এতান্ গুণান্ (এই গুণত্রয়কে) সমতীত্য (সম্যক্ অতিক্রম করিয়া) ব্রহ্মভূয়ায় (চিৎস্বরূপসিদ্ধিপ্রাপ্তির) কল্পতে (যোগ্য হন) ॥২৬॥

তোমার তৃতীয় প্রশ্ন এই যে, ত্রিগুণ অতিক্রম করিয়া তিনি কিরূপে বর্ত্তমান হন? তাহার উত্তর এই যে, অব্যভিচারিভক্তিযোগ অর্থাৎ ভক্ত্যুদ্দেশক জ্ঞান-কর্ম্ম-যোগ দ্বারা আমাকে সেবা করিতে করিতে আমার সাধর্ম্ম্য যে ব্রহ্মভাব, তাহা লাভ করেন ॥২৬॥

তাৎপর্য্য—

"উদাসীনবদাসীনঃ" (১৪ অধ্যায় ২২ শ্লোক) হইতে "গুণাতীত স উচ্যতে" (১৪ অধ্যায় ২৫ শ্লোক) পর্য্যন্ত শ্লোকচতুষ্টয়ে গুণাতীতত্বের লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। এখন অর্জ্জুনকৃত শেষ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইতেছে। ভগবদ্ভক্তিই গুণাতীত হইবার পক্ষে একমাত্র সার ও পরম উপায়। যত কিছু সাধনা,

যত কিছু কর্ম্মানুষ্ঠান আন্তরিক ভগবদ্ভক্তির তুলনায় সকলই হেয় ও অকিঞ্চিৎকর। এই সার কথা বর্ত্তমান শ্লোকে শ্রীভগবান্ পরিব্যক্ত করিতেছেন। যে ব্যক্তি ঐকান্তিক ভক্তি-নিষ্ঠাসহকারে আমার সেবা করে, সেই সাধকই পরিণামে এই সমস্ত গুণকে অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মত্বলাভ করিয়া থাকে। 'ব্রহ্ম-ভূয়ায় কল্পতে' এই শ্লোকাংশে ইহাই নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে, একান্ত ভগবৎভক্ত ব্রহ্মের ভাবাপন্ন হইয়া থাকেন। ব্রহ্ম হইয়া ব্রহ্মে মিশিয়া যান, এরূপ নহে। ভক্তির পূর্ণপূর্ত্তি না থাকিলে কখনই পরম ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না ॥২৬॥

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্ম্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ ॥২৭॥

অন্বয়—হি (যেহেতু) অহম্ (আমি) ব্রহ্মণঃ (অখণ্ড চৈতন্যের) অব্যয়স্য (নিত্য) অমৃতস্য (অমৃতের অর্থাৎ মোক্ষের) শাশ্বতস্য ধর্ম্মস্য (সনাতনধর্ম্মের) ঐকান্তিকস্য চ (ও ঐকান্তিক) সুখস্য (প্রেম-সুধাস্বাদনের) প্রতিষ্ঠা (মূল আধার) ॥২৭॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে গুণত্রয়বিভাগযোগো নাম চতুর্দ্দশোঽধ্যায় ॥

যদি বল, ব্রহ্মসম্পত্তিই জীবের সর্ব্বপ্রকার সাধনের ফল, তবে কিরূপে ব্রহ্মভূত ব্যক্তি তোমার নির্গুণ প্রেম সম্ভোগ

করে ? তবে বলি, শুন। আমার নিত্য নির্গুণ অবস্থায় আমি স্বরূপতঃ (বস্তু) 'ভগবান্'। আমার জড়া-শক্তিতে আমার তটস্থা-শক্তির চৈতন্যবীজের আধানকালে, প্রথমোক্ত শক্তির যে আদিপ্রকাশ, তাহাই আমার 'ব্রহ্ম'-স্বভাব। জড়বদ্ধ জীব জ্ঞানালোচনাক্রমে যখন উচ্চোচ্চ অবস্থা লাভ করিতে করিতে আমার ব্রহ্মধাম লাভ করেন, তখন তিনি নির্গুণ অবস্থার প্রথম-সীমা প্রাপ্ত হন। সেই সীমা লাভ করিবার পূর্ব্বে জড়বিশেষ-ত্যাগরূপ একটি-নির্ব্বিশেষভাব উপস্থিত হয়। তাহাতে অবস্থিত হইয়া শুদ্ধভক্তিযোগের আশ্রয় হইলে সেই নির্ব্বিশেষতা দূরীভূত হইয়া চিদ্বিশেষ হইয়া পড়ে। এই ক্রমানুসারে জ্ঞানমার্গে সনকাদি ঋষিগণ ও বামদেব প্রভৃতি নির্ব্বিশেষ আলোচকগণ নির্গুণ-ভক্তিরসরূপ অমৃত লাভ করিয়াছেন। মুমুক্ষারূপ দুর্ব্বাসনাবশতঃ দুর্ভাগ্যক্রমে যাহাদের ব্রহ্মতত্ত্বে সম্যক্ অবস্থিতি না হয়, তাহারাই চরমে নির্গুণ-ভক্তিলাভ করিতে পারে না। বস্তুতঃ নির্গুণ সবিশেষ-তত্ত্ব আমিই—জ্ঞানীদিগের চরমগতি ব্রহ্মের প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয়। অমৃতত্ব, অব্যয়তত্ব, নিত্যত্ব, নিত্যধর্ম্মরূপ প্রেম ও ঐকান্তিক-সুখরূপ ব্রজরস সমুদায়ই এই নির্গুণ সবিশেষ তত্ত্বরূপ কৃষ্ণ-স্বরূপকে আশ্রয় করিয়া থাকে ॥২৭॥

ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ

পুরুষোত্তম-যোগ

শ্রীভগবান্ উবাচ,—

ঊর্দ্ধ মূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ ॥১॥

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ বলিলেন)—[শ্রুতিকাব্যসকল এই সংসারকে] ঊর্দ্ধমূলম্ (ঊর্দ্ধমূলবিশিষ্ট অধঃশাখাম্ (অধঃশাখাবিশিষ্ট) অব্যয়ম্ (নিত্য) অশ্বত্থং (অশ্বত্থবৃক্ষ) প্রাহুঃ (বলিয়া থাকেন) ; ছন্দাংসি (সকাম কর্ম্মোপদেশক বেদবাক্যসমূহ) যস্য (সেই সংসাররূপ বৃক্ষের) পর্ণানি (পত্রস্বরূপ) যঃ (যিনি) তং (সেই সংসার-বৃক্ষকে) বেদ (জানেন), সঃ (তিনি) বেদবিৎ (বেদ-তাৎপর্য্যজ্ঞ ॥১॥

হে অর্জ্জুন, যদি তুমি এরূপ মনে কর যে বেদবাক্য অবলম্বনপূর্ব্বক সংসার আশ্রয় করাই ভাল, তবে বলি শুন। কর্ম্মনির্ম্মিত এই সংসারটি—অশ্বত্থবৃক্ষ-বিশেষ ; কর্ম্মাশ্রিত ব্যক্তিদিগের পক্ষে ইহার শেষ বা নাশ নাই : কর্ম্মপ্রতিপাদক বেদবাক্যসকলই ইহার পত্র-স্বরূপ। এই বৃক্ষটি—ঊর্দ্ধমূল ; ইহার শাখাসকল—অধোভাগে বিস্তৃত অর্থাৎ এই বৃক্ষটি—সর্ব্বোর্দ্ধ মহত্তত্ত্ব, সত্যলোকস্থিত হইতে জীবের কর্ম্মফল-প্রাপকরূপে স্থাপিত। যিনি এই বৃক্ষের নশ্বরতত্ত্ব অবগত হন, তিনিই ইহার তত্ত্ববিৎ ॥১॥

তাৎপর্য্য—

(১—২ শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিপ্রায় দ্রষ্টব্য।)

অধশ্চোর্দ্ধংপ্রসৃতাস্তস্য শাখা গুণপ্রবৃদ্ধাবিষয়প্রবালাঃ।
অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি কর্ম্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে ॥২॥

অন্বয়—তস্য (সেই বৃক্ষের) গুণপ্রবৃদ্ধাঃ (গুণত্রয়-কর্তৃক বর্দ্ধিত) বিষয়-প্রবালাঃ (শব্দাদি বিষয়রূপ পত্রযুক্ত শাখা) শাখাঃ (শাখাস্থানীয় জীবসমূহ অধঃ (মনুষ্যাদি তির্যগ যোনিতে) ঊর্দ্ধং চ (ও দেবাদি যোনিতে) প্রসৃতাঃ প্রকৃষ্টরূপে বিস্তারলাভ করিয়াছে) অধঃ চ (আর নিম্নে) মনুষ্যলোকে (মনুষ্য জন্মে) কর্ম্মানুবন্ধীনি (কর্ম্মপ্রবাহনজক) মূলানি (অবান্তর মূলসমূহ) অনুসন্ততানি (অনুক্ষণ বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে) ॥২॥

এই বৃক্ষের শাখাসকল কতকগুলি তমোগুণকে আশ্রয় করিয়া অধোগামী হইয়াছে ; কতকগুলি রজোগুণকে আশ্রয় করিয়া সমানভাবে আছে ; কতকগুলি সত্ত্বগুণকে অবলম্বন করত ঊর্দ্ধদিকে প্রসৃত হইতেছে। সকল গুলিই প্রকৃতির গুণত্রয়-দ্বারা পুষ্ট হইতেছে। জড়ীয় বিষয়সমূহই ঐ শাখা-গণের পল্লব ; বটবৃক্ষের ন্যায় এই অশ্বত্থবৃক্ষের জটাসকল অধোভাগে ফল অনুসন্ধানপূর্ব্বক বিস্তৃত হইতেছে ॥২॥

ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে নান্তো ন চাদির্ন চ সংপ্রতিষ্ঠা।
অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূলমসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা ॥৩॥
ততঃ পদং তৎপরিমার্গিতব্যং যস্মিন্ গতা ন নিবর্ত্তন্তি ভূয়ঃ।
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে যতঃ প্রবৃত্তি প্রসৃতা পুরাণী ॥৪॥

অন্বয়—[কিন্তু] ইহ (এই নরলোকে) অস্য (এই সংসার বৃক্ষের) রূপং (স্বরূপ) তথা (পূর্ব্বোক্ত প্রকারে) ন উপলভ্যতে (উপলব্ধি করা যায় না) [ইহার] অন্তঃ ন (শেষ দৃষ্ট হয় না) আদি চ ন (আদিও অদৃষ্ট) সংপ্রতিষ্ঠা চ ন (এবং স্থিতিও লক্ষিত হয় না) সুবিরূঢ়মূলম্ (ঈশবৈমুখ্যরূপ বদ্ধমূল) এনং অশ্বত্থং (এই অশ্বত্থ বৃক্ষকে) দৃঢ়েন (সাধুসঙ্গজ কঠোর) অসঙ্গশস্ত্রেণ বৈরাগ্যরূপ শস্ত্রদ্বারা) ছিত্ত্বা (সংসার ছিন্ন করিয়া) ততঃ (তারপর) তৎপদং (বিষ্ণুর পরমপদ) পরিমার্গিতব্য (অন্বেষণ করিতেই হইবে) যস্মিন গতা যে পদ প্রাপ্ত হইলে) [কেচিদপি] (কেহই) ভূয়ঃ (পুনর্ব্বার) ন নিবর্ত্তন্তি (প্রত্যাবর্ত্তন করেন না) যতঃ (যাহা হইতে) পুরাণী (চিরন্তন) প্রবৃত্তি (সংসার প্রবাহ) প্রসৃতা (প্রবাহিতা) তম্ এব চ (সেইই) আদ্যং পুরুষং (আদি পুরুষের) প্রপদ্যে (শরণাপন্ন হইতেছি) ॥৩-৪॥

মনুষ্যলোকে এই বৃক্ষের স্বরূপ অবগত হওয়া কঠিন ; যেহেতু ইহার আদি, অন্ত ও আশ্রয় লক্ষিত হয় না। এই বিনশ্বর দৃঢ়মূল অশ্বত্থ অসঙ্গশস্ত্রের দ্বারা ছেদন করিয়া সত্য-বস্তুর অন্বেষণ কর্ত্তব্য। সেই সত্যতত্ত্বে অবস্থিত হইলে তাহা হইতে জীব আর নিবৃত্ত হয় না। সেই আদিপুরুষ হইতে এই চিরন্তনী সংসারপ্রবৃত্তি প্রসৃতা হইয়াছে। যদি এই প্রবৃত্তির নিবৃত্তি সন্ধান কর তবে সেই আদি-পুরুষের প্রতি প্রপত্তি কর ॥৩ ৪॥

তাৎপর্য্য—

পূর্ব্ব শ্লোকদ্বয়ে যে সংসার অশ্বত্থ বৃক্ষের উল্লেখ করা হইয়াছে বস্তুতঃ রূপক মাত্র। এই সংসার বৃক্ষের তত্ত্ব হৃদয়ে ধারণ করিতে হয়।

সংসাররূপ বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিবার মোহ নির্ম্মুক্ত হইয়া সত্য পথের পথিক হইবার ভগবদনুগ্রহ ব্যতীত আর কোনই

স্বহায় নাই। ভক্তি সহকারে ভগবৎকৃপা লাভ করিবার প্রযত্ন না করিলে এই দুশ্ছেদ্য বন্ধনমুক্তি অসম্ভব। এই জন্যই এস্থলে ইহাই প্রদর্শিত হইল যে, বিহিতরূপে যথাযথভাবে সংসারতত্ত্ব জানিয়া বৈরাগ্যবলে মোহপাশ বিচ্ছিন্ন করিয়া শ্রীভগবানের শরণাগত হওয়াই একমাত্র ব্যবস্থা। যদি ভাগ্যবলে, ভক্তিবলে, সাধনবলে করুণাময়ের প্রসন্নতা লাভ করিতে পারা যায় তবেই মোক্ষরূপ পরম পদ লাভ করা যাইতে পারে। ইহা ব্যতীত অন্য উপায় নাই। পূর্ব্বে এই গ্রন্থে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, "অহং সর্ব্বস্য প্রভবঃ" (১০ অধ্যায় ৮ শ্লোক), "দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মম মায়া" (৭ম অঃ ১৪ শ্লোক) পরেও বলিবেন "ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো" (১৫ শ অঃ ৬ শ্লোক) ইত্যাদি এই সকল বাক্যের তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিলে ইহাই উপলব্ধি হইবে যে, এ সংসারে সকলই অসার, কেবল সেই ভগবানই সার এবং তাহা হইতেই সমস্ত উদ্ভূত, সুতরাং তাঁহার আশ্রয়গ্রহণ একমাত্র কর্ত্তব্য ॥৩-৪॥

নির্ম্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা
অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।
দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈ-
র্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ ॥৫॥

অন্বয়—[সেই শরণাগতগণ] নির্ম্মানমোহাঃ (অভিমান ও মোহশূন্য) জিতসঙ্গদোষা (দুঃসঙ্গদোষশূন্য) অধ্যাত্মনিত্যাঃ (নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকবন্ত)

বিনিবৃত্তকামাঃ (বিশেষরূপে কামনাশূন্য) সুখদুঃখসঙ্গৈ (সুখ ও দুঃখাদি দ্বন্দ্ব সমূহ হইতে) বিমুক্তা (বিশেষভাবে মুক্ত) অমূঢ়া [সন্ত] (অজ্ঞান-রহিত হইয়া) তৎ (সেই) অব্যয়ং (নিত্য) পদং (পদ) গচ্ছন্তি [লাভ করেন) ॥৫॥

অভিমানহীন, মোহশূন্য, সঙ্গদোষ-রহিত, নিত্যানিত্যবিচার-পরায়ণ, নিবৃত্তকাম, সুখদুঃখ প্রভৃতি দ্বন্দ্বসমূহ হইতে মুক্ত প্রবৃত্তি বিধিজ্ঞ পুরুষ-সকলই সেই অব্যয়পদ লাভ করেন ॥৫॥

তাৎপর্য্য—

পূর্ব্বশ্লোকে কথিত হইয়াছে যে, বিবেক সহকারে সংসার বৃক্ষের অসারত্ব এবং অলীকত্ব অনুভব করিয়া নিত্যস্বরূপ সত্যস্বরূপ পরমানন্দস্বরূপ লাভের নিমিত্ত পরম পুরুষের শরণাগত হওয়া আবশ্যক। কিরূপ সাধনা হইলে, জ্ঞানের কি প্রকার পরিপাক ঘটিলে, সেই অব্যয় পুরুষের করুণা প্রাপ্ত হইয়া থাকে তাহাই এক্ষণে প্রদর্শিত হইতেছে। পূর্ব্ব শ্লোকে ভক্তি সহকারে ভগবৎ চরণে শরণ-গ্রহণ ভগবৎ জ্ঞানলাভের উপায়রূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। একান্তভাবে ভগবানের শরণাগত হইতে পারিলে তাঁহারই করুণাবলে বর্ত্তমান শ্লোক নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মসমূহ অনায়াসেই হৃদয়ে উপজাত হয়। এইরূপ ঘটিলে আত্মজ্ঞান আপনিই হৃদয়াকাশে বিকাশপ্রাপ্ত হইতে থাকে, এবং সাধকের অজ্ঞানান্ধকার নাশ করিয়া সিদ্ধিলাভ ঘটাইয়া দেয় ॥৫॥

ন তদ্ভাসয়তে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥৬॥

অন্বয়—যৎ (যাহাকে) গত্বা (প্রাপ্ত হইয়া) [যোগিগণ] ন নিবর্ত্তন্তে (প্রত্যাবর্ত্তন করেন না) তৎ (তাহা) মম পরং ধাম (আমার চিন্ময় আবাস) সূর্য্যঃ (সূর্য্য) তৎ ন ভাসয়তে (তাহাকে প্রকাশ করিতে পারে না) ন শশাঙ্ক (চন্দ্র নহে) ন পাবকাঃ (অগ্নিও উদ্ভাসিত করিতে পারে না) ॥৬॥

সূর্য্য, চন্দ্র ও অগ্নি আমার সেই অব্যয় ধামকে প্রকাশ করিতে পারেন না। আমার সেই ধাম লাভ করিলে জীবের আনন্দলাভে আর নিবৃত্তি হয় না। মূলতত্ত্ব এই যে, জীবের দুইটি অবস্থা অর্থাৎ সংসার ও মুক্তি ; সংসারিদশায় জীব—দেহাত্মাভিমান-বশতঃ জড়সঙ্গ-লিপ্সু, আর মুক্তাবস্থায় শুদ্ধ-জীব—আমার পবিত্র চিদ্বিলাস-ভাবের নিরন্তর আস্বাদক। সেই অবস্থা লাভ করিতে হইলে সংসারস্থিত পুরুষের অসঙ্গ-শস্ত্র-দ্বারা সংসাররূপ অশ্বত্থ-বৃক্ষকে ছেদন করা কর্ত্তব্য। জড়সম্বন্ধি বস্তুতে আসক্তিতে 'সঙ্গ' বলা যায়। জড়মধ্যে অবস্থিত হইয়াও যিনি জড়সঙ্গ-ত্যাগে সমর্থ তাঁহার স্বভাব—নির্গুণ ; তিনিই কেবল নির্গুণ ভক্তিলাভ করেন। সৎসঙ্গকেও 'অসঙ্গ' বলি, অতএব সংসারী-জীব জড়াসক্তি-ত্যাগ ও সৎসঙ্গ অর্থাৎ ভক্তসঙ্গের আশ্রয়-দ্বারা সংসারকে সমূলে ছেদন করিবেন। কেবল সন্ন্যাস-লিঙ্গ ধারণ করিয়া যাঁহারা বৈরাগ্য আচরণ করেন, তাঁহাদের সংসারনাশ হয় না। ইতর-তৃষ্ণা ত্যাগপূর্ব্বক পরম-রস-রূপা মদ্ভক্তি অবলম্বন করিলে সংসার-নাশরূপা মুক্তিই

জীবের অবান্তর ফলস্বরূপে উপস্থিত হয়। অতএব দ্বাদশ-অধ্যায়ে যে ভক্তির উপদেশ হইয়াছে, তাহাই মঙ্গলাকাঙ্ক্ষি-জীবের একমাত্র প্রয়োজন। পূর্ব্ব-অধ্যায়ে সমস্ত-জ্ঞানের সগুণতা ও ভক্তির সেবকস্বরূপ শুদ্ধজ্ঞানের নির্গুণতা কথিত হইয়াছে। এই অধ্যায়ে সকলপ্রকার বৈরাগ্যের সগুণতা এবং ভক্তির আনুষঙ্গিক-ফলস্বরূপ ইতর বৈরাগ্যের নির্গুণতা প্রদর্শিত হইল ॥৬॥

তাৎপর্য্য—

(৬—১১) শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিপ্রায় দ্রষ্টব্য।

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃ ষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥৭॥

অন্বয়—জীবভূতঃ (জীবরূপ) মম এব (আমারই) অংশ (বিভিন্নাংশ) [অতএব] সনাতনঃ (নিত্য) জীবলোকে (এই পৃথিবীতে) প্রকৃতিস্থানি (প্রকৃতিতে স্থিত) মনঃ ষষ্ঠানি (ষষ্ঠ স্থানীয় মনের সহিত) [পঞ্চ] ইন্দ্রিয়ানি (জ্ঞানেন্দ্রিয়কে) কর্ষতি (আকর্ষণ করিতেছে) ॥৭॥

যদি বল, জীবের এবম্ভূত দুই প্রকার দশা কিরূপে হয়? তবে শুন। আমি—পূর্ণ সচ্চিদানন্দ ভগবান্। আমার অংশ—দ্বিবিধ, অর্থাৎ স্বাংশ ও বিভিন্নাংশ; স্বাংশক্রমে আমি রাম-নরসিংহাদি-রূপে লীলা প্রকাশ করি; বিভিন্নাংশ ক্রমে আমার নিত্যকিঙ্কর রূপ জীবের প্রকাশ। স্বাংশপ্রকাশে আমার

অহংতত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে থাকে ; বিভিন্নাংশ-প্রকাশে আমার পারমেশ্বর অহংতত্ত্ব থাকে না. তাহাতে জীবের একটি স্বসিদ্ধ অহংত্বের উদয় হয়। সেই বিভিন্নাংশগত তত্ত্বস্বরূপ জীবের দুইটি দশা—মুক্তদশা ও বদ্ধদশা ; উভয় দশায়ই জীব—সনাতন অর্থাৎ নিত্য ; মুক্তদশায় জীব, সম্পূর্ণরূপে মদাশ্রিত ও প্রকৃতিসম্বন্ধশূন্য, আর বদ্ধদশায় জীব স্বীয় উপাধিরূপ প্রকৃতিস্থিত মন ও পঞ্চ বাহ্যেন্দ্রিয়, এই ছয়টি ইন্দ্রিয়কে স্বকীয়-তত্ত্ববোধে বহন করিয়া থাকেন ॥৭॥

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥৮॥

অন্বয়—ঈশ্বরঃ (দেহের অধিকর্ত্তা জীবাত্মা) যৎ শরীরম্ (যে দেহ) অবাপ্নোতি (প্রাপ্ত হন) যৎ চ অপি (ও যে দেহ হইতে) উৎক্রামতি (বহির্গত হন), [তদা (তখন)] বায়ুঃ (বায়ু) আশয়াৎ (গন্ধের আধার হইতে) গন্ধান ইব (গন্ধগ্রহণতুল্য) এতানি (এই ছয়টি ইন্দ্রিয়কে) গৃহীত্বা (গ্রহণের পর) [দেহাভ্যন্তরং (দেহের মধ্যে)] সংযাতি (গমন করেন) ॥৮॥

মরণান্তেই যে বদ্ধদশা শেষ হয়, তাহা নয়। জীব এই স্থূল-শরীর কর্ম্মানুসারেই লাভ করে, এবং সময় উপস্থিত হইলে, পরিত্যাগ করে। এক-শরীর হইতে অন্য-শরীরে গমন-কালে সে সেই শরীর-সম্বন্ধিনী কর্ম্মবাসনা লইয়া যায়। বায়ু যেরূপ গন্ধের আশয়রূপ পুষ্পকোষ হইতে গন্ধ লইয়া অন্যত্র গমন করে, তদ্রূপ জীব সূক্ষ্মভূতসহকারে একটি স্থূল-শরীর

হইতে অন্য স্থূল-শরীরে ইন্দ্রিয়সকলকে লইয়া প্রয়াণ করে ॥৮॥

শ্রোত্রঞ্চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ঘ্রাণমেব চ।
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে ॥৯॥

অন্বয় – অয়ং (এই জীব) শ্রোত্রং (কর্ণ) চক্ষুঃ (চক্ষু) স্পর্শনং চ (ত্বক) রসনং চ (জিহ্বা) ঘ্রাণম্ এব চ (ও নাসিকা) মনঃ চ (এবং মনকে) অধিষ্ঠায় (অবলম্বন করিয়া) বিষয়ান্ (বিষয় সমূহ) উপসেবতে (উপভোগ করিতে থাকে) ॥৯॥

অন্য স্থূল-শরীর লাভ করত তাহাতে শ্রবণ, দর্শন, স্পর্শন, রসন ও ঘ্রাণ-প্রভৃতি বাহ্যেন্দ্রিয় ও মনকে আশ্রয় করিয়া বদ্ধ-জীবসকল বিষয়সমূহ সেবা করিতে থাকে ॥৯॥

উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্।
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ ॥১০॥

অন্বয়—বিমূঢ়া (বিবেকহীনগণ) উৎক্রামন্তং বা (কি দেহ হইতে বহির্গমনকালে) স্থিতং অপি (কি দেহে অবস্থানকালে) ভুঞ্জানং বা (কি বিষয়-ভোগের সময়) গুণান্বিতং (ইন্দ্রিয়াদিযুক্ত এই জীবকে) ন অনুপশ্যন্তি (দর্শন করে না) ; [কিন্তু] জ্ঞানচক্ষুঃ (বিবেকবান্গণ) পশ্যন্তি (দর্শন করেন) ॥১০॥

মূঢ় লোকেরা জীবের এইরূপ উৎক্রান্তি, স্থিতি ও গুণ-সম্ভোগ বিবেক-সহকারে বিচার করিয়া দেখে না, যাঁহারা—শুদ্ধজ্ঞাননিষ্ঠ, তাঁহারা এই সমুদায়ের বিচার করিয়া ইহাই স্থির করেন যে, জীবের বদ্ধদশাটি—জীবের পক্ষে বড়ই ক্লেশকর ॥১০॥

যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্।
যতন্তোঽপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ ॥১১॥

অন্বয়—যতন্তঃ (প্রযত্নশীল) যোগিনঃ চ (যোগিগণও) আত্মনি (শরীরে) অবস্থিতম্ (অবস্থিত) এনং (এই জীবাত্মাকে) পশ্যন্তি (দর্শন করেন); যতন্তঃ অপি (যত্ন করিয়াও) অকৃতাত্মনঃ (অবিশুদ্ধচিত্ত) অচেতসঃ (বিবেকরহিতগণ) এনং (এই জীবাত্মাকে) ন পশ্যন্তি (দর্শন করেন না) ॥১১॥

যত্নমান্ যোগীসকল বদ্ধজীবের এইরূপ গতি আত্মতত্ত্বেই অবস্থিত বলিয়া আলোচনা করেন; আর অশুদ্ধচিত্ত যতিসকল চিৎ-তত্ত্বের আলোচনার অভাবেই জীবাত্মার তত্ত্ব অবগত হন না ॥১১॥

যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ভাসয়তেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্ ॥১২॥

অন্বয়—আদিত্যগতং (সূর্যস্থিত) যৎ তেজঃ (যে তেজ) চন্দ্রমসি (চন্দ্রে) অগ্নৌ চ (ও অগ্নিতে) যৎ (যে তেজ) অখিলং (সমগ্র) জগত (জগৎকে)

ভাসয়তে (উদ্ভাসিত করে), তৎ (সেই সকল তেজ) মামকং (আমার) তেজঃ (তেজ বলিয়া বিদ্ধি (জানিও) ॥১২॥

যদি বল, সংসারস্থিত জীব জড় ব্যতীত আর কিছুই আলোচনা করিতে সমর্থ হয় না, তখন তাহার পক্ষে চিদালোচনা কিরূপে হইবে? তবে বলি শুন, জড়জগতেও আমার চিৎসত্তা দেদীপ্যমান; তাহাকে অবলম্বন করিলেই ক্রমশঃ শুদ্ধচিৎপ্রাপ্তি ও জড়ের নাশ সম্ভব। সূর্য্যে, চন্দ্রে ও অগ্নিতে যে অখিল জগৎ প্রকাশক তেজ দেখিতেছ, তাহা আমারই তেজ, অপরের নয় ॥১২॥

তাৎপর্য্য—

এস্থলে এক আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে—শ্রীভগবানের তেজঃ শক্তি স্থাবর জঙ্গমাত্মক, এই বিশ্বের অতি ক্ষুদ্র ও অতি মহৎ, অতি সূক্ষ্ম ও অতি বিশাল প্রত্যেক পদার্থেই অনুস্যূত; তাহারই শক্তিতেই সকলেই অনুপ্রাণিত এবং তাঁহার চৈতন্য কণিকা সমাবেশে সকলে চৈতন্যময়। তবে এস্থলে কেবল মাত্র সূর্য্য চন্দ্র ও অগ্নির উল্লেখ করা হইল কেন? এতদুত্তরে ইহাই বক্তব্য যে, এই অত্যুজ্জ্বল পদার্থ তিনটির অবধারণ কোনরূপ দোষাবহ হয় নাই। কারণ সৃষ্টি প্রাকৃতিক পদার্থ সমূহের মধ্যে উল্লেখিত পদার্থগুলি অতি দীপ্তিশালী এবং অত্যন্ত প্রভা সম্পন্ন। এই জন্য সমস্ত পদার্থের মধ্যে উল্লিখিত পদার্থ-ত্রয়ের নির্ব্বাচন সুসঙ্গত হইয়াছে। আদিত্য শশধর ও অগ্নি স্ব স্ব তেজ ভগবানের কৃপাতেই প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাহাদিগের দ্বারা আরাধিত ভগবান তাঁহাদিগকে তেজ শক্তি প্রদান করিয়া গৌরবান্বিত করিয়াছেন। সুতরাং ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে তাহাদের তেজ ভগবানের বিভূতি মাত্র ॥১২॥

গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা।
পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্ব্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ ॥১৩॥

অন্বয়—অহং (আমি) গাম্ (পৃথিবীমধ্যে) আবিশ্য (প্রবিষ্ট হইয়া) ওজসা (স্বীয় শক্তিকর্ত্তৃক) ভূতানি (প্রাণিগণকে) ধারয়ামি (ধারণ করিতেছি). রসাত্মকঃ চ (ও অমৃতময়) সোমঃ ভূত্বা (চন্দ্র হইয়া) সর্ব্বাঃ (সমস্ত) ওষধীঃ (ব্রীহি ও যবাদি ওষধিগণকে) পুষ্ণামি (পোষণ করিতেছি) ॥১৩॥

পৃথিবীমধ্যে প্রবেশ করত আমি স্বীয় শক্তি-দ্বারা সমস্ত ভূতকে ধারণ এবং রস (অমৃত)-ময় চন্দ্ররূপে আমিই ব্রীহ্যাদি ওষধি সংবর্দ্ধন করিতেছি ॥১৩॥

তাৎপর্য্য—

এই শ্লোক দ্বারা ইহাই উপলব্ধি হইতেছে যে, মানবগণ পৃথিবীরবক্ষে স্ব স্ব ক্ষমতানুসারে বিভিন্ন সুখের জিনিষ নির্ম্মান করিয়া যে সুখ ও আনন্দ উপভোগ করিতেছে. ভগবানই তাহার বিধায়ক, তিনিই শোভা, বিচিত্র বর্ণ সংযুক্ত কুসুম ও ভিন্ন ভিন্ন স্বাদবিশিষ্ট ফল প্রসব ক্ষমতা না দিলে মনুষ্যের তজ্জনিত আনন্দ ভোগে বঞ্চিত হইত। মূলে 'ওষধি' শব্দের প্রয়োগ আছে। ওষধি বলিতে ফলপাকান্ত বৃক্ষ সমূহকে বুঝায়। অর্থাৎ ফলপরিপক্ক হইলে যে সকল বৃক্ষ গুল্মাদি শুষ্ক হইয়া যায় তাহাদিগকে ওষধি বলে ॥১৩॥

অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্ব্বিধম্ ॥১৪॥

অন্বয়—অহং (আমি) বৈশ্বানরঃ (জঠরাগ্নি) ভূত্বা (হইয়া) প্রাণিনাং (প্রাণিগণের) দেহং (শরীরকে) আশ্রিতঃ (আশ্রয়পূর্ব্বক) প্রাণাপানসমাযুক্তঃ

(প্রাণ ও অপানবায়ুর সহিত যুক্ত হইয়া) চতুর্ব্বিধম্ (চারিপ্রকার) অন্নং (অক্ষিত খাদ্য) পচামি (পরিপাক করিয়া থাকি) ॥১৪॥

আমিই প্রাণীদিগের শরীরে জঠরানল-রূপে প্রবেশ করত প্রাণ ও অপান বায়ু সংযোগে ভক্ষ্য, ভোজ্য, লেহ্য ও চোষ্য, এইরূপ চতুর্ব্বিধ অন্ন পাক করি। অতএব আমিই "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" এই বাক্যানুসারে ব্রহ্ম ॥১৪॥

তাৎপর্য্য—

শ্রীভগবান্ অতঃপর ইহাই প্রদর্শন করিতেছেন যে, জীব দেহে, তিনিই ভোক্তারূপে অবস্থিত হইয়া ভোজ্যরূপ আপনাকে আপনই জীর্ণ করিয়া থাকেন। জীবের উদরে যে ধর্ম্মে ক্ষুধার উদ্রেক হয়, এবং ভুক্ত পদার্থ জীর্ণ হয়, সর্ব্বসাধারনেই তাহাকে অগ্নি বলিয়া জানেন। ভোজন প্রবৃত্তির ব্যঘাত হইলে লোকে তাহা অগ্নিমান্দ্য রোগ বলিয়া উল্লেখ করে এবং চিকিৎসকেরা তাহা নির্দ্ধারণের নিমিত্তি অগ্নিবর্দ্ধক ঔষধ প্রয়োগ করিয়া থাকেন। যে অগ্নি জীবের জঠর মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া এই অত্যাশ্চর্য্য ক্রিয়ার উৎপাদন করেন তাহার নাম "বৈশ্বানর"। শরীরের পঞ্চ স্থানে পঞ্চপ্রকার বায়ুর অবস্থান আছে। যথা যাহার দ্বারা শ্বাস প্রশ্বাস প্রবাহিত হইতেছে তাহা প্রাণ বায়ু, অধোগামী অপান বায়ু পায়ু প্রভৃতি স্থানে অবস্থিত, ব্যান বায়ু সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত, ঊর্দ্ধগামী উদান বায়ু কণ্ঠদেশে বর্ত্তমান, এবং ভুক্ত অন্নাদি পরিপাক কারী সমান বায়ু সর্ব্ব-শরীর গত। এই পঞ্চবায়ুর মধ্যে প্রাণ অপানের সহিত মিলিত হইয়া বৈশ্বানর ভক্ষ্য, ভোজ্য, চোষ্য ও লেহ্য এই চারিপ্রকার প্রদার্থ উদরস্থ করিয়া জীর্ণ করেন। যে পদার্থ দন্ত দ্বারা খণ্ড

খণ্ড করিয়া অর্থাৎ চর্ব্বন করিয়া উদরস্থ করিতে হয় তাহার নাম ভক্ষ্য, যথা অন্ন ব্যঞ্জনাদি ; যে পদার্থ জিহ্বা দ্বারা নাড়াচাড়া করিয়া উদরস্থ করিতে হয় তাহার নাম ভোজ্য, যথা পায়সাদি ; যে সকল পদার্থ লেহন অর্থাৎ জিহ্বা দ্বারা রস গ্রহণ পূর্ব্বক উদরস্থ করিতে হয় তাহাই লেহ্য যথা মধু প্রভৃতি ; যে সকল পদার্থ দন্ত দ্বারা পেষণ করিয়া তন্মধ্যস্থ রস উদরস্থ করিতে হয় এবং অবশিষ্টাংশ পরিত্যাগ করিতে হয় তাহাই চোষ্য যথা ইক্ষুদণ্ডাদি। বুঝিয়া দেখিলে হৃদয়ঙ্গম হইবে যে সোমরূপে ভগবানই জীবের খাদ্যাকারে রূপান্তরিত হন, অতএব তিনই বৈশ্বানর রূপে সোমরূপ খাদ্যকে জীর্ণ করিয়া জীবের দেহ রক্ষা করেন ॥১৪॥

সর্ব্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ।
বেদৈশ্চ সর্ব্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্ ॥১৫॥

অন্বয়—অহং (আমি) সর্ব্বস্য চ (সকলের) হৃদি (হৃদয়ে) সন্নিবিষ্টঃ (অবস্থিত), মত্তঃ (আমা হইতে) [জীবস্য (জীবের)] স্মৃতি (স্মৃতি) জ্ঞানম্ (জ্ঞান), অপোহনং চ (ও তদুভয়ের লোপ হয়) ; সর্ব্বৈঃ চ (এবং সকল) বেদৈঃ (বেদ কর্ত্তৃক) অহম্ এব (আমিই) বেদ্যঃ (জ্ঞেয়) অহম এব (আমিই)বেদান্তকৃৎ (ব্যাসরূপে বেদান্ত রচনাকারী) বেদবিৎ চ (বেদার্থ জ্ঞাতা) ॥১৫॥

আমিই সর্ব্বজীবের হৃদয়ে ঈশ্বররূপে অবস্থিত, আমা হইতেই জীবের কর্ম্মফলানুসারে স্মৃতি, জ্ঞান এবং স্মৃতি জ্ঞানের অপগতি ঘটিয়া থাকে।

অতএব আমি কেবল জগদ্ব্যাপী ব্রহ্মমাত্র নই ; কিন্তু জীবহৃদয়স্থিত কর্ম্মফল-দাতা পরমাত্মাও বটে। কেবল ব্রহ্ম বা পরমাত্মারূপেই জীবের উপাস্য নই ; কিন্তু জীবের নিত্য মঙ্গলবিধাতৃ-স্বরূপ জীবের উপদেষ্টা আমি সর্ব্ববেদবেদ্য ভগবান, সমস্ত বেদান্তকর্ত্তা এবং বেদান্তবিৎ। অতএব সর্ব্বজীবের মঙ্গলসাধন জন্য প্রকৃতিগত ব্রহ্ম জীবের হৃদয়গত ঈশ্বর বা পরমাত্মা এবং পরমার্থদাতা ভগবান্, এবম্ভূত ত্রিবিধ প্রকাশদ্বারা আমি বদ্ধজীবের উদ্ধারকর্ত্তা ॥১৫॥

তাৎপর্য্য—

শ্রীভগবান্ পূর্ব্বে স্বকীয় বিভূতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকটিত করিতেছিলেন ; সেই সূত্রাবলম্বনে এখন স্বকীয় তত্ত্ব অন্য প্রকারে স্পষ্টীকৃত করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন, স্থাবর জঙ্গমাত্মক এই চরাচরের যাবতীয় পদার্থের অন্তর্য্যামীরূপে আমি অধিষ্ঠিত আছি ভক্তোত্তম উদ্ধব প্রকৃতি-পুরুষের বিহিত তত্ত্ব পরিজ্ঞানের জন্য শ্রীভগবানকে বলিয়াছেন যে, ত্বত্তো জ্ঞানং হি জীবানাং প্রমোষস্তেঽত্র শক্তিতঃ। ত্বমেব হ্যাত্মমায়ায়া গতিং বেত্থ ন চাপরঃ ॥" (শ্রীমদ্ভাগবৎ ১১শ স্কন্ধে ২২ অঃ ২৭ শ্লোক) ইহার ভাবার্থ যথা, হে ভগবন্ ! আপনার মায়াশক্তির প্রভাবেই জীবের জ্ঞানের উদয় হয় এবং সেই শক্তির দ্বারাই জ্ঞানের নাশ হয় ; অতএব আপনিই আপনার মায়ার গতি জানেন, অন্যের তাহা জানিবার শক্তি নাই ॥১৫॥

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ ।
ক্ষরঃ সর্ব্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে ॥১৬

অন্বয়—লোকে (চৌদ্দভুবনে) ক্ষরঃ চ (ক্ষর) অক্ষরা চ (ও অক্ষর) ইমৌ (এই) দ্বৌ এব (দুইটি মাত্র) পুরুষৌ (পুরুষ) [স্তঃ (বিদ্যমান্ আছেন)] তয়োঃ (তাহার মধ্যে) সর্ব্বাণি ভূতানি (সমস্ত ভূতগণ) ক্ষরঃ (অর্থাৎ স্ব স্বরূপচ্যুত) কূটস্থঃ (অবিচ্যুত স্বরূপে নিত্য স্থিত তত্ত্বই) অক্ষরঃ (অক্ষর বলিয়া) উচ্যতে (উক্ত হয়) ॥১৬॥

যদি বল,—প্রকৃতি যে এক, ইহা বুঝিলাম, কিন্তু চৈতন্য-স্বরূপ পুরুষ যে কতগুলি, তাহা ত' বুঝিতে পারি না ? তবে বলি শুন। বস্তুতঃ ইহলোকে দুইটি বৈ পুরুষ নাই, তাহাদের নাম—'ক্ষর' ও 'অক্ষর'। বিভিন্নাংশগত চৈতন্যরূপ জীব—দ্বিবিধ, অর্থাৎ ক্ষর ও অক্ষর। ক্ষরণস্বভাবপ্রযুক্ত অনেকাবস্থ বদ্ধজীবই 'ক্ষর' পুরুষ ; আবার তদভাবপ্রযুক্ত একাবস্থ জীবই 'অক্ষর' বা মুক্ত পুরুষ। ব্রহ্মাদিস্তম্ব-পর্য্যন্ত ভূতসমূহই 'ক্ষর' আর কূটস্থ পুরুষ সর্ব্বদাই একাবস্থ, অতএব 'অক্ষর' ॥১৬॥

তাৎপর্য্য—

(১৬—১৭) শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিপ্রায় দ্রষ্টব্য।

উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ। ১৭॥

অন্বয়—তু (কিন্তু) অন্যঃ (ক্ষর ও অক্ষর হইতে বিলক্ষণ) উত্তমঃ (উত্তম) পুরুষঃ (পুরুষ) পরমাত্মা ইতি (পরমাত্মা বলিয়া) উদাহৃতঃ (কথিত হন)। যঃ (যিনি) ঈশ্বরঃ (সকলের প্রভু) অব্যয়ঃ (নিত্যরূপে)

লোকত্রয়ম্ (ত্রিভুবনে) আবিশ্য (প্রবিষ্ট হইয়া) [জীবান্ (জীবগণকে)] বিভর্ত্তি (পালন করিতেছেন) ॥১৭॥

পূর্ব্বোক্ত ক্ষর ও অক্ষর, উভয়ের অতীত যে উত্তম পুরুষ, তিনিই 'ঈশ্বর' এবং লোকত্রয়ে প্রবিষ্ট হইয়া ভর্ত্তৃস্বরূপে বিরাজমান ॥১৭॥

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥১৮॥

অন্বয়—যস্মাৎ (যেহেতু) অহং (আমি) ক্ষরম্ (ক্ষরের) অতীতঃ (অতীত) অক্ষরাৎ অপি চ (এবং অক্ষরপুরুষ নিত্য যুক্ত জীব হইতেও) উত্তমঃ (উৎকৃষ্ট তত্ত্ব) অতঃ (অতএব) লোকে (জগতে) বেদে চ (ও বেদাদি শাস্ত্রে) পুরুষোত্তমঃ (পুরুষোত্তম বলিয়া প্রথিতঃ (প্রসিদ্ধ) অস্মি (হই) ॥১৮॥

আমি—'ক্ষর' ও 'অক্ষর'-বাচ্য উভয়বিধ পুরুষ হইতেই অতীত ও উৎকৃষ্ট ; অতএব লোকে ও বেদে আমাকে 'পুরুষোত্তম' বলিয়া গান করে ॥১৮॥

তাৎপর্য্য—

শ্রীভগবান্ পূর্ব্বে যোগীদিগের ধ্যান ও উপাসনার অবলম্বন স্বরূপ পরমাত্মতত্ত্ব পরিব্যাপ্ত করিয়া ভক্তবৃন্দের উপাস্য ভগবত্তত্ত্ব কীর্ত্তন করিতে উদ্যত হইয়াছেন। এবং তদুপলক্ষে শ্রীকৃষ্ণরূপধারী ভগবানের পুরুষোত্তম নামের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদন করিতে উদ্যত হইয়াছেন। তিনি ক্ষর অর্থাৎ

জীবাত্মারূপ পুরুষের অতীত ; তিনি অক্ষর পুরুষের অর্থাৎ ব্রহ্ম অপেক্ষা উত্তম ; বিকার রাহিত্যহেতু পরমাত্মপুরুষ হইতেও তিনি শ্রেষ্ঠ। এই গীতাশাস্ত্রে পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে 'যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা। শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥" (৬ষ্ঠ অধ্যায় ৪৭ শ্লোক) এতদ্বারা উপাসনা বিশিষ্টত্ব সূচীত হইতেছে। যোগবলে জ্ঞানলাভার্থ পরমাত্মোপাসনা একপ্রকার এবং শ্রদ্ধাভক্তি সহকারে ভগবদুপাসনা অন্যরূপ ; এই ভিন্ন ভিন্ন ভাবের উপাসনায় ভিন্ন ভিন্ন রূপ উপাস্য প্রাপ্তি সংঘটিত হয়। মূলস্থিত 'চ' কার দ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে যে, জীবাত্মা, ব্রহ্ম, এমনকি বৈকুণ্ঠনাথের অপেক্ষাও শ্রীকৃষ্ণ শ্রেষ্ঠ। যে যে বিশেষ বিশেষ ভাবে তাঁহার উপাসনা করিয়া তাঁহার বিশেষ বিশেষ ভাব লব্ধ হইয়া থাকে। তিনি তত্তাবৎ অপেক্ষাও উত্তম। মহামতি সূত বলিয়াছেন, "এতে চাংশকলাঃপুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং।" অর্থাৎ এই সকলই পরমপুরুষের অংশ মাত্র, কেবল কৃষ্ণই স্বয়ং পূর্ণরূপী ভগবান। এস্থলে ইহাই বিচার্য্য যে, যদিও সেই সচ্চিদানন্দরূপ ভগবান্নামাভিধেয় পূর্ণ পুরুষের বস্তুতঃ কোন ভেদ নাই, তথাপি উপাসকগণের কামনানুসারে এবং উপাসনার পার্থক্যক্রমে ফলতঃ সেই অভিন্ন পুরুষও ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পরিগৃহীত ও উপাসিত হইয়া থাকেন। এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের ৬ষ্ঠ স্কন্ধে বিশেষ আলোচনা আছে। যাঁহারা ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবদ্ভাবের উপাসনা করিয়া থাকেন, তাঁহারাও স্ব স্ব অবলম্বিত সাধনার

পরিপাকান্তে জ্ঞানযোগ লাভ করেন, এবং তাহারই ফল স্বরূপে পরিণামে মোক্ষপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন ; কিন্তু যাঁহারা ভক্তিমার্গের সাধক অর্থাৎ অব্যভিচারিণী ভক্তি সহকারে ভগবদুপাসনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা চরমে সেই শ্রীহরির পার্ষদরূপে পরিগৃহীত হইয়া থাকেন। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বিচার্য্য যে, ভক্তি-বিরহিত জ্ঞান যোগ-সাধনা দ্বারা মোক্ষলাভ হইতে পারে না। ভগবদ্ভক্তি বিবর্জ্জিত শুষ্কজ্ঞান এবং নীরস যোগ কখনই মোক্ষের প্রাপক হইতে পারে না। যথা—'নৈষ্কর্ম্মমপ্যচ্যুত-ভাববিবর্জ্জিতং।" অর্থাৎ অচ্যুত ভগবানের ভাববর্জ্জিত নৈষ্কর্ম্মরূপ সন্ন্যাস কখনই শোভা পায় না, বা কোন ফলপ্রসূ হয় না। ব্রহ্মোপাসকই হউন বা পরমাত্মোপাসকই হউন, উভয়কেই স্ব স্ব অভীষ্ট ফললাভের নিমিত্ত নিশ্চয়ই ভগবদ্ভক্তি অবলম্বন করিতে হইবে, কিন্তু যাঁহারা মূল হইতেই ভক্তিমার্গে ভগবদুপাসনারত, তাঁহাদিগের অভীষ্ট ফললাভের নিমিত্ত ব্রহ্মোপাসনা বা পরমাত্মোপাসনায় সহায় গ্রহণ করিতে হইবে না। "ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়োভবেদিহ।" "যৎ কর্ম্মাভির্যৎতপস্যা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ।" "সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তোলভতে সা। স্বর্গপবর্গদ্ধাম কথঞ্চিদপি বাঞ্ছতি।" (শ্রীমদ্ভাঃ ১১ স্কন্ধে ২০ অধ্যায় ৩১/৩২/৩৩)। "যা বৈ সাধন-সম্পত্তিঃ পুরুষার্থ চতুষ্টয়ে।" ইত্যাদি বচন দ্বারায় ভগবদ্ভক্তিরই শ্রেষ্ঠত্ব কীর্ত্তিত হইতেছে। অতএব ভগবদুপাসনারূপ পবিত্র সাধনা অবলম্বন করিলে স্বর্গ, অপবর্গ অর্থাৎ মুক্তি এবং প্রেম প্রভৃতি সকল প্রকার প্রার্থনীয় ফলই লব্ধ হইতে পারে, কিন্তু ব্রহ্মোপাসনা বা পরমাত্মোপাসনা

ফলে চরমে প্রেমাদি প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই কারণেও ভেদ না থাকিলেও ব্রহ্মোপাসনা বা পরমাত্মোপাসনা হইতে ভগবদুপাসনার প্রাধান্য অঙ্গীকৃত হইয়া থাকে। একটী সহজ দৃষ্টান্ত দ্বারা এই তত্ত্ব পাঠকের হৃদ্গত করাইবার চেষ্টা হইতেছে। অগ্নি, দীপ এবং অন্য জ্যোতি সকলই তেজস্বী পদার্থ হইলেও শীত প্রভৃতি ক্লেশ বিমোচন ক্ষমতা হেতু অগ্নিরই প্রাধান্য প্রশংসা কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। কিন্তু অগ্নিপুঞ্জ হইতেও যেমন সূর্য্যের প্রাধান্য অবিসংবাদিত, তদ্রূপ ব্রহ্ম পরমাত্মা ইত্যাদি যেভাবেরই ভজনা করা হউক না কেন, তত্তাবৎ অপেক্ষা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরমোৎকর্ষ সুনিশ্চিত ও নিঃসংশয়িত। ব্রহ্মোপাসনারূপ সাধনার পরিপাকে যে নির্ব্বানরূপ মোক্ষলব্ধ হইয়া থাকে, পরম করুণাময় শ্রীকৃষ্ণ ভগবৎ বিদ্বেষকারী মহাপাপী অঘ, বক, জরাসন্ধ প্রভৃতিকে অনায়াসে তাহা প্রদান করিয়াছিলেন। "ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহম্ (গীঃ ১৪শ অঃ ২৭ শ্লোক) এস্থলে শ্রীভগবান্ নিজ মুখে যে তথ্য পরিব্যক্ত করিয়াছেন তাহা আলোচ্য ॥১৮॥

যো মামেবমসম্মূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।
স সর্ব্ববিদ্ভজতি মাং সর্ব্বভাবেন ভারত ॥১৯॥

অন্বয়—[হে] ভারত! (হে ভরতবংশীয়) যঃ (যিনি) অসংমূঢ় (মোহবিমুক্ত ব্যক্তি) মাম্ (আমাকে) এবং (এইরূপে) পুরুষোত্তমং

(পুরুষোত্তম বলিয়া) জানাতি (জানেন) সঃ (তিনিই) সর্ব্ববিৎ (সর্বজ্ঞ) মাং (আমাকে) সর্ব্বভাবেন (সকল প্রকার রসে) ভজতি (ভজনা করেন) ॥১৯॥

যিনি নানা মতবাদদ্বারা মোহপ্রাপ্ত না হইয়া আমার এই সচ্চিদানন্দস্বরূপকে 'পুরুষোত্তম তত্ত্ব' বলিয়া জানেন, তিনিই সর্ব্ববিৎ এবং তিনিই দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর প্রভৃতি সর্ব্বভাবে আমাকে ভজন করিতে সমর্থ ॥১৯॥

তাৎপর্য্য—

শ্রীভগবান্ পূর্ব্বে স্বকীয় পুরুষোত্তম নামের তত্ত্ব কীর্ত্তন করিয়াছেন। এক্ষণে সেই পুরুষোত্তম স্বরূপ ভগবৎ-তত্ত্ব পরিজ্ঞান কিরূপে হইয়া থাকে তাহাই বিবৃত করিতেছেন।

সম্মোহ মনুষ্যকে জন্ম হইতে মরণকাল পর্য্যন্তও বিজড়িত করিয়া রাখে ; এই মোহই পরমোন্নতির প্রবল প্রতিবন্ধক। এই জন্যই এইস্থানে শ্রীভগবান অসংমূঢ় শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। এইরূপ সংমোহ বর্জিত হইয়া যিনি শ্রীভগবানকে পুরুষোত্তম-রূপে পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, তাঁহারই পরিজ্ঞান যথার্থ। কার্য্য ও কারণরূপে ক্ষর ও অক্ষর পুরুষদ্বয় অপেক্ষা শ্রীভগবান্ শ্রেষ্ঠ, সুতরাং তিনি পুরুষোত্তম। এই সর্ব্ববিৎ বেদ-বেদান্ত প্রতি-পাদ্য পুরুষোত্তমের তত্ত্ব পরিজ্ঞানই সকল বিষয়ের জ্ঞান। যাঁহারা উল্লিখিত তত্ত্বজ্ঞানের অপেক্ষা বেদ-বেদান্তের মর্ম্মাদিতে অধিকতর অভিজ্ঞ অথচ পুরুষোত্তম তত্ত্ব সম্বন্ধে কিঞ্চিৎমাত্রও সন্দেহযুক্ত, তাঁহারা ভগবানের কৃপালাভে অসমর্থ ॥১৯॥

—❀—

ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ।
এতদ্বুদ্ধ্বা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত ॥২০॥

[হে] অনঘ ! (হে নিষ্পাপ) ময়া (মৎকর্তৃক) ইতি (এইরূপে) গুহ্যতমং (অতিশয় গোপনীয়) ইদম্ শাস্ত্রম্ (এই শাস্ত্র অর্থাৎ শাস্ত্রমর্ম্ম) উক্তং (কথিত হইল) [হে] ভারত ! (হে অর্জ্জুন) এতৎ বুদ্ধ্বা (ইহা জ্ঞাত হইয়া) [মনুষ্য] বুদ্ধিমান (জ্ঞানী) কৃতকৃত্যঃ চ (ও কৃতকৃতার্থ) স্যাৎ (হইয়া থাকেন) ॥২০॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে পুরুষোত্তমযোগো নাম পঞ্চদশোঽধ্যায় ॥

হে অনঘ ! এই পুরুষোত্তম যোগটি সর্ব্বগুহ্যতম শাস্ত্র ; ইহা অবগত হইলে বুদ্ধিমান জীব কৃতকৃত্য হয়। হে ভারত ! এই যোগ অবগত হইলে ভক্তির আশ্রয়গত ও বিষয়গত সমস্ত কষায় দূর হয়। ভক্তি—একটি চিন্ময়ী নিত্যা বৃত্তি বিশেষ ; তাহার সুন্দর-ক্রিয়া-সম্পাদনার্থ. তাহার আশ্রয় যে জীব, তাহার স্বীয় শুদ্ধতা ও বিষয় যে ভগবান্, তাহার পূর্ণ আবির্ভাব—এই দুইটি নিতান্ত আবশ্যক। ভগবত্তত্ত্বে যে পর্যন্ত শুদ্ধবুদ্ধি উদিত না হয়, সে পর্যন্ত বিশুদ্ধভক্তি কার্য্য করে না ; পরন্তু পুরুষোত্তম-বুদ্ধি হইলেই ভক্তি বিশুদ্ধভাবে পরিচালিত হয় ॥২০॥

তাৎপর্য—

শ্রীভগবান্ এই শ্লোকে অর্জ্জুনকে 'অনঘ' অর্থাৎ পাপরহিত শব্দে সম্বোধন করিয়াছেন। অর্জ্জুন ব্যসনশূন্য ও মহদ্বংশ-জাত; এই পরমোপদেশ তাঁহারই শ্রোতব্য বিদিতব্য এবং গ্রহণীয়। যে উপদেশ প্রকৃষ্টরূপে হৃদয়ে ধারন করিতে পারিলে যে কোন সাধকই কৃতকৃত্য হইয়া থাকেন সেই উপদেশের প্রভাবে অর্জ্জুনের ন্যায় মহাত্মা যে অনায়াসেই কৃতকৃত্য হইবেন, একথা বলাই বাহুল্য। এই অধ্যায়ে ইহাই বিবৃত হইয়াছে যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণই মহোৎকর্ষস্বরূপ ॥২০॥

পঞ্চদশোঽধ্যায় সমাপ্ত

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ

দৈবাসুরসম্পদ্-বিভাগযোগ

শ্রীভগবানুবাচ—

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জ্জবম্ ॥১॥
অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্ ।
দয়া ভূতেষ্বলোলুপত্বং মার্দ্দবং হ্রীরচাপলম্ ॥২॥
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা ।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত ॥৩॥

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান কহিলেন)— অভয়ং (ভীতিশূন্যতা) সত্ত্বসংশুদ্ধিঃ (চিত্তের মলহীনতা) জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ (আত্মজ্ঞানে দৃঢ়-নিষ্ঠা) দানং (দান) দমঃ চ (বাহ্যেন্দ্রিয়সংযম) যজ্ঞঃ চ (যজ্ঞ) স্বাধ্যায়ঃ (বেদাধ্যয়ন) তপঃ (তপস্যা) আর্জ্জবম্ (সরলতা) অহিংসা (অন্যের পীড়নশূন্যতা) সত্যম্ (সত্যবাদিতা) অক্রোধঃ (ক্রোধরাহিত্য) ত্যাগঃ (মমতাহীনতা) শান্তি (মনের সংযম) অপৈশুনম্ (অন্যের দোষানুসন্ধান-হীনতা) ভূতেষু (জীবগণের প্রতি) দয়া (করুণা) অলোলুপত্বং (লোভ-হীনতা) মার্দ্দবং (মৃদুতা) হ্রীঃ (লজ্জা) অচাপলম্ (অচঞ্চলতা) তেজঃ (তেজ) ক্ষমা (সহিষ্ণুতা) ধৃতিঃ (ধৈর্য্য) শৌচম্ (শুচিতা) অদ্রোহঃ (জিঘাংসাশূন্যতা) ন অতিমানিতা (অভিমান-রাহিত্য)—[হে] ভারত ! (হে অর্জ্জুন) [এতে গুণাঃ (এইসকল গুণ)] দৈবীম্ সম্পদং (সাত্ত্বিক সম্পদের) অভিজাতস্য (অভিমুখে জাত ব্যক্তির) ভবন্তি (উদিত হইয়া

॥১-৩॥

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে অর্জ্জুন! এখন তোমার মনে এরূপ সংশয় হইতে পারে যে, সর্ব্বশাস্ত্রেই সাত্ত্বিক-ধর্ম্ম আচরণপূর্ব্বক জ্ঞানলাভের ব্যবস্থা আছে। তাহার তত্ত্ব কি? সেই সংশয় দূর করিবার অভিপ্রায়ে আমি বলিতেছি যে, সংসাররূপ অশ্বত্থবৃক্ষের দুইটি ফল আছে; একটি ফল—জীবের গাঢ়-বন্ধ-সাধক, এবং একটি ফল—সংসারমুক্তিজনক। জীব স্বরূপতঃ শুদ্ধসত্ত্বময়; বদ্ধদশায় তাহার শুদ্ধসত্ত্ব ধর্ম্মটি গুণীভূত হইয়াছে। সত্ত্বসংশুদ্ধিই জীবের পক্ষে অভয়। সত্ত্ব-সংশুদ্ধি অভিপ্রায়েই শাস্ত্রসকল জ্ঞানযোগের ব্যবস্থা করিয়াছেন। সত্ত্বসংশুদ্ধির উদ্দেশ্যে যে-সকল কর্ম্মের ব্যবস্থা হইয়াছে, সেইসকল 'দৈবীসম্পদ্' আর যে-সকল কার্য্য-দ্বারা জীবের সংশুদ্ধির ব্যাঘাত হয়, সেইসকল 'আসুরী-সম্পদ'। অভয়, সত্ত্বশুদ্ধি, জ্ঞানযোগ, দান, দম, যজ্ঞ, তপঃ, আর্জ্জব, বেদপাঠ, অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগ, শান্তি, পরনিন্দা বর্জ্জন, দয়া, অলোলুপতা, মৃদুতা, হ্রী, অচপলতা, তেজঃ, ক্ষমা, ধৃতি, শৌচ, অদ্রোহ, অনভিমানতা,—এই চব্বিশটি গুণকে 'দৈবী-সম্পদ' বলা যায়। শুভবাসনা অভিলক্ষ্য করিয়া জন্মলব্ধ পুরুষের ঐ সম্পদ্ হয় ॥১-৩॥

তাৎপর্য্য—

(১—৩ শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিপ্রায় দ্রষ্টব্য।)

দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ।
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্ ॥৪॥

অন্বয়—[হে) ! পার্থ ! (হে কুন্তীসুত) দম্ভঃ (ধর্ম্মধ্বজিতা) দর্পঃ (ধন-কুল-বিদ্যাদির গর্ব্ব) অভিমানঃ (নিজকে পূজ্যবোধ) ক্রোধঃ (ক্রোধ) পারুষ্যম্ এব চ (নিষ্ঠুরতা) অজ্ঞানং চ (ও অবিবেকিতা) [এই সকল] আসুরীং (আসুরী) সম্পদম্ (সম্পদের) অভিজাতস্য (অভিমুখে জাত ব্যক্তির) [ভবন্তি (হইয়া থাকে)] ॥৪॥

দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, নিষ্ঠুরতা, অবিবেক,—এই ছয়টি অসদ্-বাসনার সহিত (অভিলক্ষ্য করিয়া) জাত ব্যক্তিগণের আসুরীসম্পৎ ॥৪॥

তাৎপর্য্য—

মূলে "পার্থ" এই সম্বোধন প্রযুক্ত হইতেছে। ইহাতে সূচীত হইতেছে যে, যাহারা কুকুল-জাত যাহাদের বংশে পরম্পরাগত পাপ-প্রবণতা বিদ্যমান, তাহারাই আসুরী সম্প্রদায়ের অধিকারী হইয়া থাকে। কিন্তু হে অর্জ্জুন! তুমি পুণ্যশীলা পৃথা দেবীর গর্ভজাত; অতএব তোমার এই সকল অধোগতিপ্রাপক ধর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ থাকা অসম্ভব। যাহারা আসুরী সম্পদশালী, তাহাদিগের পুরুষোত্তম বিষয়ক জ্ঞান-লাভের অধিকার সহজে প্রকাশ হইবার নহে, কিন্তু অর্জ্জুনের সে আশঙ্কা নাই ॥৪॥

দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা।
মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোঽসি পাণ্ডব ॥ ৫

অন্বয়—দৈবীসম্পৎ (দৈবীসম্পদ্) বিমোক্ষায় (বন্ধনমুক্তির) আসুরী [চ] (ও আসুরী-সম্পদ্) নিবন্ধায় (বন্ধনের হেতু বলিয়া) মতা (কথিত হয়) [হে] পান্ডব ! (হে পাণ্ডুনন্দন ! [ত্বং (তুমি)] মা শুচঃ (শোক করিও না) দৈবীসম্পদ্ (দৈবীসম্পদ) অভি (আশ্রয়পূর্ব্বক) জাতঃ অসি (জন্মগ্রহণ করিয়াছে) ॥৫॥

দৈবী সম্পদের দ্বারাই মোক্ষচেষ্টা সম্ভব এবং আসুরীসম্পৎ ক্রমেই বন্ধন হইয়া পড়ে। হে অর্জ্জুন ! বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম-আচরণপূর্ব্বক জ্ঞানযোগ-দ্বারা সত্ত্বসংশুদ্ধি হয়। ক্ষত্রিয়বর্ণলব্ধ তোমার দৈবসম্পৎ লাভ হইয়াছে; কেন না, ধর্ম্মযুদ্ধে বন্ধুনাশ ও শরাঘাতাদি কার্য্য যথাশাস্ত্র কৃত হইলে তাহা আসুরী-সম্পদের মধ্যে পরিগণিত নয়; অতএব এই উপদেশ শ্রবণ করিয়া তুমি শোক পরিত্যাগ কর ॥৫॥

তাৎপর্য্য—

এস্থলে শ্রীভগবান্ প্রীতিসহকারে অর্জ্জুনকে 'পাণ্ডব' নামে সম্বোধন করিয়াছেন। ইহার দ্বারা অর্জ্জুনের পরম-পুন্যশীল প্রথিতনামা পাণ্ডুরাজ বংশে জন্মলাভের বৃত্তান্ত সূচিত হইতেছে। যেহেতু তুমি মহৎকুলজাত; যুদ্ধাদি কার্য্য দয়াহীনের পরিচালক হইলেও তাহা ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম্ম; নিষ্কাম ভাবে স্বধর্ম্ম পালনে তোমার আসুর সম্পদের পরিচয় কখনই ঘটিবে না ॥৫॥

দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থ মে শৃণু ॥৬॥

অন্বয়—[হে] পার্থ ! (হে অর্জ্জুন !) অস্মিন্ (এই) লোকে (সংসারে) দৈবঃ (দেব-স্বভাব) আসুর চ (ও অসুরস্বভাব) দ্বৌ এব এই দ্বিবিধ) ভূতসর্গৌ (জীবসৃষ্টি) [দৃষ্ট হয়]। দৈবঃ (জীবের দেবস্বভাবের বিষয়) বিস্তরশঃ (বিস্তারিতরূপে) প্রোক্তঃ (উক্ত হইয়াছে) মে (আমার নিকট) আসুরং (আসুর স্বভাবের বিষয়) শৃণু (শ্রবণ কর) ॥৬॥

হে পার্থ ! এই জগতে দুইপ্রকার ভূতসৃষ্টি—অর্থাৎ দৈব আসুর। দৈবসম্পৎ-সম্বন্ধে আমি তোমাকে বিশেষরূপে বলিয়াছি ; এক্ষণে আসুর-সম্পদ্ বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥৬॥

তাৎপর্য্য—

এস্থলে আসুরী সম্পদের বিস্তারিত বিবরণ করিতে শ্রীভগবান কেন প্রবৃত্ত হইতেছেন তাহার কারণ এই যে আসুরী সম্পদ সর্ব্বথা পরিবর্জ্জনীয় অর্থাৎ এইভাবে জীবের অধোগতি হইয়া থাকে, সুতরাং ইহার তত্ত্ব বিশেষরূপে বুঝিয়া ইহাকে পরিত্যাগ করিতে প্রয়াসী হওয়াই জীবের আবশ্যক ॥৬॥

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে ॥৭॥

অন্বয়—আসুরাঃ (অসুরস্বভাবযুক্ত) জনাঃ (লোকসকল) প্রবৃত্তিং (ধর্ম্মে প্রবৃত্তি) নিবৃত্তিং চ (ও অধর্ম্ম হইতে নিবৃত্তি) ন বিদুঃ (জানে না) তেষু (তাহাদের মধ্যে) শৌচং (শুচিতা) ন বিদ্যতে (নাই) অপি আচারঃ (আচারও) ন (নাই) সত্যং চ (এবং সত্যও) ন (নাই) ॥৭॥

অসুরস্বভাব ব্যক্তিগণ প্রবৃত্তি-নিবৃত্তিরূপ ধর্ম্মভেদ জানে না ; শৌচ, আচার ও সত্য তাহাদের নিকট আদৃত হয় না ॥৭॥

তাৎপর্য—

(শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিপ্রায় দ্রষ্টব্য।)

অসত্যমপ্রতিষ্ঠন্তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহেতুকম্ ॥৮॥

অন্বয়—তে (অসুরস্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তিগণ) জগৎ (জগৎকে) অসত্যম্ (মিথ্যা) অপ্রতিষ্ঠং (নিরাশ্রয়) অনীশ্বরম্ (নিরীশ্বর) অপরস্পরসম্ভূতং (পরস্পর সংসর্গ হইতে উৎপন্ন) কিম্ অন্যৎ (অন্য কি কথা ?) কামহেতুকম্ (কেবল কাম হইতে জগৎ সৃষ্টি) আহুঃ (বলিয়া থাকে) ॥৮॥

অসুরস্বভাব লোকেরাই এই জগৎকে অসত্য, আশ্রয়হীন ও অনীশ্বর বলিয়া থাকে। তাহাদের সিদ্ধান্ত এই যে, কার্য্য-কারণের পরস্পর সম্বন্ধ বিশ্ব-সৃষ্টির কারণ নয়, অর্থাৎ কারণশূন্য কার্য্যসত্ত্বে আর ঈশ্বরের প্রয়োজনীয়তা নাই ; যদি কেহ ঈশ্বর থাকেন, তিনি কামপরবশ হইয়া সৃষ্টি করিয়াছেন—আমাদের উপাসনার যোগ্য নন ॥৮॥

তাৎপর্য্য—

এইরূপ জ্ঞানবিবর্জ্জিত অসুরগণ বেদকে মানবসৃষ্ট বলিয়া মনে করে। তাহারা বলে "ত্রয়ো বেদস্যকর্ত্তারো মুনিভণ্ড-

নিশাচরঃ" অর্থাৎ মুনি, ভণ্ড ও নিশাচর এই তিন শ্রেণীর লোক বেদকর্ত্তা। এই সকল অসুরভাবসম্পন্ন মনুষ্য জগতে নাস্তিক নামে প্রসিদ্ধ ॥৮॥

এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্ম্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতা ॥৯॥

অন্বয়—এতাং (এইরূপ) দৃষ্টিং (দর্শন) অবষ্টভ্য (আশ্রয়পূর্ব্বক) নষ্টাত্মানঃ (মলিনচিত্ত) অল্পবুদ্ধয়ঃ (ক্ষুদ্রবুদ্ধি) উগ্রকর্ম্মাণঃ (হিংস্রকর্ম্ম-রত) অহিতাঃ (অমঙ্গলস্বরূপ) [অসুরসকল] জগতঃ (জগতের) ক্ষয়ায় (ধ্বংসনিমিত্ত) প্রভবন্তি (প্রভাব প্রাপ্ত হয়) ॥৯॥

এইপ্রকার সিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া আত্মতত্ত্বহীন, অল্প-বুদ্ধি ও উগ্রকর্ম্মা আসুর-স্বভাববিশিষ্ট ব্যক্তিগণ জগৎক্ষয়-কার্য্যে প্রভাব লাভ করে ॥৯॥

তাৎপর্য্য—

(৯—১৮) শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিপ্রায় দ্রষ্টব্য।

কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভমানমদান্বিতাঃ।
মোহাদ্গৃহীত্বাঽসদ্গ্রহান্ প্রবর্ত্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ ॥১০॥

অন্বয়—[তে (তাদৃশ অসুরগণ)] দুষ্পূরং (দুষ্পূরণীয়) কামম্ (বিষয়বাসনা) আশ্রিত্য (আশ্রয় করিয়া) দম্ভমানমদান্বিতাঃ [সন্তঃ] (দম্ভ,

মান ও মদযুক্ত হইয়া) মোহাৎ (মোহবশতঃ) অসদ্গ্রাহান (অসদ্বিষয়ে আগ্রহ) গৃহীত্বা (অবলম্বন করিয়া) অশুচিব্রতা [সন্তঃ] (কদাচারপরায়ণ হইয়া) প্রবর্ত্তন্তে (কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়) ॥১০॥

দুষ্পূর কামকে আশ্রয় করত দম্ভ, মান ও মদ-যুক্ত সেই পুরুষগণ অশুচিকার্য্যে ব্রতী হইয়া মোহবশতঃ অসদ্বিষয়ে প্রবৃত্ত হয় ॥১০॥

চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তমুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ ॥১১॥

আশাপাশ-শতৈর্ব্বদ্ধাঃ কামক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্ ॥১২॥

অন্বয়—[তে (তাহারা)] প্রলয়ান্তাম্ (মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত) অপরিমেয়াং চ (ও অপরিসীম) চিন্তাং (চিন্তাকে) উপাশ্রিতাঃ (আশ্রয় করত) কামোপভোগপরমাঃ (কামোপভোগকে শ্রেষ্ঠ কার্য্য) এতাবৎ ইতি নিশ্চিতাঃ (তাহাই চরম নিশ্চয়পূর্ব্বক) আশাপাশশতৈঃ (শত শত আশারূপ পাশ-দ্বারা) বদ্ধাঃ আবদ্ধ হইয়া) কামক্রোধপরায়ণাঃ [সন্তঃ] (কাম ও ক্রোধের বশীভূত হইয়া) কামভোগার্থম্ (কামভোগের নিমিত্ত) অন্যায়েন (অসদুপায়-দ্বারা) অর্থসঞ্চয়ান্ (অর্থসঞ্চয়ের) ঈহন্তে (চেষ্টা করিয়া থাকে) ॥১১ ১২॥

প্রলয় পর্য্যন্ত-ব্যাপিনী অপরিমেয় চিন্তাকে আশ্রয় করত কামের উপভোগকে চরমকার্য্য নিশ্চিতরূপে জানিয়া শত শত

আশাপাশে আবদ্ধ কাম ও ক্রোধ-দ্বারা আবিষ্ট সেই ব্যক্তিগণ অন্যায়রূপে কামভোগের জন্য অর্থ সঞ্চয় করে ॥১১-১২॥

ইদমদ্য ময়া লব্ধমিদং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্দ্ধনম্ ॥১৩॥

অন্বয়—অদ্য (আজ) ময়া (আমাকর্তৃক) ইদম্ (ইহা) লব্ধম্ (প্রাপ্ত হইল) [পুনঃ (আবার)] ইদং মনোরথম্ (এই অভীষ্ট বস্তু) প্রাপ্স্যে (লব্ধ হইবে) ইদং (এই ধন) অস্তি (আছে) পুনঃ (পুনরায়) ইদম্ অপি ধনম্ (এই ধনও) মে (আমার) ভবিষ্যতি (হইবে) ॥১৩॥

তাহারা মনে করে যে, "অদ্য আমি এই ধন লাভ করিলাম, এই মনোরথ আমার সিদ্ধ হইল, আমার এই আছে ও পুনরায় এই ধনলাভ হইবে ॥১৩॥

অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী ॥১৪॥

অন্বয়—অসৌ (ঐ) শত্রুঃ (রিপু) ময়া (আমাকর্তৃক) হতঃ (নিহত হইয়াছে) অপি চ (আরও) অপরান্ (অন্য শত্রুদিগকে) হনিষ্যে (হত্যা করিব) অহম্ (আমি) ঈশ্বরঃ (প্রভু) অহম (আমি) ভোগী (ভোক্তা) অহং (আমি) সিদ্ধঃ (কৃতকার্য্য) বলবান্ (বলবান্) সুখী (সুখী) ॥১৪॥

এই শত্রুটিকে নাশ করিলাম এবং অন্যান্য শত্রুগণকেও শীঘ্রই নাশ করিব ; আমিই ঈশ্বর, আমিই ভোগী, আমিই সিদ্ধ, আমিই সুখী ॥১৪॥

আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া ।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ ॥১৫॥
অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ ॥১৬॥

অন্বয়—(অহং [আমি]) আঢ্যঃ [ধনী] অভিজনবান্ [কুলীন] অস্মি [হই] ময়া সদৃশং [আমার ন্যায়] অন্যঃ [অপর] কঃ [কে] অস্তি [আছে] ? (অহং [আমি]) যক্ষ্যে [যজ্ঞ করিব] দাস্যামি [দান করিব] মোদিষ্যে [ও সুখভোগ করিব] ইতি [এইরূপ] অজ্ঞানবিমোহিতাঃ [অজ্ঞানদ্বারা মুগ্ধ হইয়া] অনেকচিত্তবিভ্রান্তাঃ [নানা চিন্তায় বিক্ষিপ্তচিত্ত] মোহজালসমাবৃতাঃ [মোহপাশে আচ্ছন্ন] কামভোগেষু [ও বিষয়ভোগে] প্রসক্তাঃ (সক্তঃ) [প্রকৃষ্ট-রূপে আসক্ত হইয়া] (ইহারা) অশুচৌ [অপবিত্র] নরকে [নিরয়ে] পতন্তি [পতিত হয়] ॥১৫ ১৬॥

আমি আঢ্য অর্থাৎ ধনসম্পন্ন, আমিই কুলীন ; আমার ন্যায় আর কে আছে ? আমিই যাগ করিব, দান করিব ও স্ত্রীসঙ্গাদি আনন্দ ভোগ করিব—অজ্ঞান-বিমোহিত হইয়া তাহারা এইরূপ বলে। অনেক-বিষয়ে বিভ্রান্তচিত্ত ও মোহজাল-দ্বারা আবৃত হইয়া কামভোগে প্রসক্তচিত্ত ঐ পুরুষেরা বৈতরণ্যাদি অশুচি নরকে পতিত হয় ॥১৫-১৬॥

আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধা ধনমানমদান্বিতাঃ।
যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্ব্বকম্ ॥১৭॥

অন্বয়—আত্মসম্ভাবিতাঃ [নিজে নিজেই পূজিত] স্তব্ধাঃ [অনম্র] ধন-মানমদান্বিতাঃ [ধন মানের অহঙ্কারে মত্ত] তে [সেই অসুরগণ] দম্ভেন [দম্ভসহকারে] নামযজ্ঞৈঃ [নামমাত্র যজ্ঞদ্বারা] অবিধিপূর্ব্বকম্ [বিধি-বহির্ভূতরূপে] যজন্তে [যজ্ঞ করিয়া থাকে] ॥১৭॥

সেই স্বয়ং-সম্মানলব্ধ, অনম্র এবং ধন, মান ও মদান্বিত পুরুষগণ অবিধি-পূর্ব্বক দম্ভের সহিত নামে-মাত্র যজ্ঞের দ্বারা যজন করে ॥১৭॥

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ ॥১৮॥

অন্বয়— তে [তাহারা] অহঙ্কারং [অহঙ্কার] বলং [বল] দর্পং [দর্প] কামং [কাম] ক্রোধং চ [ও ক্রোধকে] সংশ্রিতাঃ [আশ্রয় করিয়া] আত্মপরদেহেষু [স্ব-পরদেহে] স্থিতং [অবস্থিত] মাং [আমাকে] প্রদ্বিষন্তঃ [প্রকৃষ্টরূপে দ্বেষ করিয়া] অভ্যসূয়কাঃ [সাধুগণের দোষারোপকারী] ভবন্তি [হইয়া থাকে] ॥১৮॥

তাহারা—অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম ও ক্রোধের বশীভূত স্বীয় দেহ ও পরদেহে অবস্থিত পরমেশ্বর-স্বরূপ আমাকে দ্বেষ করে এবং সাধুদিগের গুণেতে দোষ আরোপ করে ॥১৮॥

তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু ॥১৯॥

অন্বয়—অহং (আমি) দ্বিষতঃ (আমার দ্বেষকারী) ক্রূরান্ (নিষ্ঠুর) অশুভান্ (অমঙ্গলস্বরূপ) নরাধমান্ (নরাধম) তান (সেই সকলকে) সংসারেষু (সংসারে) আসুরীষু (অসুর) যোনিষু এব (যোনিসমূহেই) অজস্রম্ (অবিরত) ক্ষিপামি (নিক্ষেপ করি) ॥১৯॥

সেই বিদ্বেষী, ক্রূর নরাধমদিগকে আমি এই সংসার-মধ্যেই অশুভ আসুরী যোনিতে সর্ব্বদা ক্ষেপণ করি অর্থাৎ তাহাদের স্বভাবজনিত ক্রিয়া-দ্বারা তাহাদের আসুর ভাব ক্রমশঃই বৃদ্ধি পায় ॥১৯॥

তাৎপর্য্য—

প্রভু আজ্ঞাবাহী ভৃত্যের প্রতি করুণাপরায়ণ হইয়া থাকেন এবং আজ্ঞা-লঙ্ঘনকারী ভৃত্যের উপর রুষ্ট হন ইহা দেখা যায়। প্রসন্নতালাভের কারণ না থাকিলে কৃপারূপ কার্য্যের উৎপত্তি হয় না। অগ্নির শীত নিবারক শক্তি থাকিলেও যে ব্যক্তি অগ্নির নিকটস্থ হয়, তাহারই শীত নিবারণ হইয়া থাকে, কিন্তু অগ্নি হইতে দূরে অবস্থানকারীর কখনই শীত নিবারণ সম্ভব নহে। এস্থলে অগ্নির কোন বৈষম্যতা না থাকিলেও যে রূপ সমীপস্থ এবং দূরস্থ ভেদে জীবের নাশ ও নাশাভাব দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ যে ব্যক্তি সাধনার দ্বারা ঈশ্বরের নিকটস্থ হইতে পারে সেই তাঁহার কৃপালাভে সক্ষম, এবং যে ব্যক্তি দুষ্কর্ম্ম দ্বারা উত্তরোত্তর তাঁহা হইতে দূরস্থ হয়; সে কদাপি তাঁহার করুণা

লাভ করিতে পারে না। এ বিষয়ে কিছুমাত্র বৈষম্য বা পক্ষপাতিত্ব নাই ॥১৯॥

আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্ ॥২০॥

অন্বয়—[হে] কৌন্তেয় ! (হে কুন্তীসুত) জন্মনি জন্মনি (জন্মে জন্মে) আসুরীং (আসুরী) যোনিম্ (যোনি) আপন্নাঃ (লাভ করিয়া) মূঢ়া (অবিবেকিগণ) মাং (আমাকে) অপ্রাপ্য এব (প্রাপ্ত না হইয়াই) ততঃ (তাহা হইতেই) অধমাং (নিকৃষ্ট) গতিং (গতি) যান্তি (প্রাপ্ত হইয়া থাকে) ॥২০॥

আসুরী যোনি প্রাপ্ত হইয়া সেই মূঢ়সকল জন্মে জন্মে আমাকে লাভ করিতে অক্ষম হয় এবং তাহা হইতেও অধমগতি লাভ করে ॥২০॥

তাৎপর্য্য—

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, সেই সকল অসুর ভাবসম্পন্ন মানব যতদিন না আমাকে প্রাপ্ত হয় ততদিনই তাহারা এইরূপে নিকৃষ্ট হইতে নিকৃষ্টতম যোনিতে পরিভ্রমণ করিতে থাকে; কিন্তু আমাকে প্রাপ্ত হইলে অর্থাৎ আমার করুণা লাভ করিতে পারিলে তাহাদিগকে এইরূপ যন্ত্রনা ভোগ করিতে হয় না; তাহারা অনায়াসেই মুক্তিলাভ করিতে পারে। বৈবস্বত মন্বন্তরে চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে অবতীর্ণ শ্রীকৃষ্ণরূপী আমাকে প্রাপ্ত হইয়া মদ্বিদ্বেষী কংসাদি আমার শত্রুতাচরণ করিয়াও মুক্তিলাভ করিয়াছিল। ভক্তি এবং জ্ঞানের পরিপাকে যে মুক্তি লাভ করা যায়, অপার করুণাসিন্ধু আমি তাদৃশ পাপিদিগকেই সেই অসুলভ মুক্তি প্রদান করিয়াছি। শাস্ত্রে

উক্ত হইয়াছে "ভূতমরুন্মনোঽক্ষ দৃঢ়যোগযুজো হৃদি যন্মুনয় উপাসতে তদরয়োপি যযুঃ স্মরণাৎ" অর্থাৎ প্রাণায়ামাদির দ্বারা বায়ুনিরোধ করিয়া কঠোর যোগপরায়ণ মুনিগণ সুবিশুদ্ধ চিত্তে যাঁহাকে উপাসনা করেন, পাপিগণ তাঁহাকে শত্রুরূপে স্মরণ করিয়াও সেই যোগলভ্য গতিকে প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব মৎপ্রাপ্তিই সর্ব্বানর্থ বিনাশের হেতু। ভাগবতামৃতকারীকা গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে যে, "মাং কৃষ্ণরূপিনং যাবন্নাপ্নুবন্তি মম দ্বিষঃ। তাবদেবাধমাং যোনিং প্রাপ্নুবন্তি" ইহার ভাবার্থ যথা; যে পর্য্যন্ত আমার শত্রুগণ কৃষ্ণরূপী আমাকে প্রাপ্ত না হয়, ততদিন, পর্য্যন্ত তাহারা উত্তরোত্তর অধম যোনিকেই লাভ করিয়া থাকে। এতদ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, আমিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট এবং মৎপ্রাপ্তিই সর্ব্বোৎকর্ষসাধিকা ॥২০॥

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্ত্রয়ং ত্যজেৎ ॥২১॥

অন্বয়—কামঃ (কাম) ক্রোধঃ (ক্রোধ) তথা লোভঃ (ও লোভ) ইদং (এই) ত্রিবিধং (তিন প্রকার) নরকস্য (নরকের) [ও] আত্মন (আত্মার) নাশনম (সর্ব্বনাশকর) দ্বারং (দ্বার), তস্মাৎ (অতএব) এতৎ (এই) ত্রয়ং (তিনটিকে) ত্যজেৎ (পরিত্যাগ করিবে ॥২১॥

আত্মনাশী নরকদ্বারা—তিনপ্রকার অর্থাৎ কাম, ক্রোধ ও লোভ; অতএব উত্তম লোকসকল ঐ তিনটি পরিত্যাগ করিবেন) ॥২১॥

তাৎপর্য্য—

বর্ত্তমান অধ্যায়ের পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্লোক সমূহে আসুরী সম্পদের বিস্তারিত বিবরণ দিয়া এখন তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিয়া, কি উপায়ে সেই সর্ব্বানর্থকারী আসুরী সম্পদ হইতে বিমুক্ত হওয়া যায় তাহাই ব্যক্ত করিয়াছেন। কাম, ক্রোধ ও লোভ এই প্রবৃত্তি-ত্রয়ই নরকের দ্বারস্বরূপ। ইহাদের মধ্যে যে কোন প্রবৃত্তির বশীভূত হইলে আত্মার অধোগতি হইয়া থাকে। অতএব যাহারা উন্নতিকামী, যাহারা এই দুঃখময় সংসার হইতে আত্মাকে উদ্ধার করিতে ইচ্ছুক; তাহাদের অতি যত্নসহকারে নরকের দ্বার-স্বরূপ এই প্রবৃত্তি-ত্রয়কে পরিত্যাগ করিতে বিশেষ চেষ্টা করিলেই আসুরী সম্পদ পরিব্যক্ত হইবে। বিবেকবলে চিত্ত ক্রমশঃ নির্ম্মলভাব ধারণ করিলে যেভাবে আত্মোন্নতি সাধিত হইবে তাহা পরবর্ত্তী শ্লোকে প্রকাশিত হইবে ॥২১॥

এতৈর্ব্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্নরঃ।
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥২২॥

অন্বয়—[হে কৌন্তেয় (হে কুন্তীনন্দন!) এতৈঃ ত্রিভি (এই তিনপ্রকার) তমোদ্বারৈঃ (নরকদ্বার হইতেই) বিমুক্ত (বিশেষরূপে মুক্ত) নরঃ (মনুষ্য) আত্মনঃ (নিজের) শ্রেয়ঃ (মঙ্গল) আচরতি (আচরণ করে) ততঃ (তাহা হইতে) পরা গতিম্ (পরাগতি) যাতি (প্রাপ্ত হয়) ॥২২॥

এই তিনপ্রকার তমোদ্বারা হইতে মুক্ত হইয়া মনুষ্য আত্মার শ্রেয়ঃ আচরণ করিবে ; তাহা হইলে পরা-গতি লাভ করিবে। তাৎপর্য্য এই যে, সত্ত্বসংশুদ্ধির উপায়স্বরূপ বৈধ-জীবন অবলম্বনপূর্ব্বক ধর্ম্ম আচরণ করিতে করিতে পরা গতি যে কৃষ্ণভক্তি তাহা লব্ধ হয়। শাস্ত্রে কর্ম্ম ও জ্ঞানের যে উপায় ও উপেয়ত্ব কথিত হইয়াছে, তাহার মূলতত্ত্ব এই যে, বিশুদ্ধ কর্ম্ম ও জ্ঞানের সম্বন্ধ উত্তমরূপ থাকিলে জীবের সত্ত্বসংশুদ্ধিরূপ অভয়পদ লাভ হয়, তাহাই ভক্তিদেবীর দাসীস্বরূপা মুক্তি ॥২২॥

তাৎপর্য্য—

(২২—২৩ শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিপ্রায় দ্রষ্টব্য।)

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥২৩॥

অন্বয়--যঃ (যে-জন) শাস্ত্রবিধিম্ (শাস্ত্রের নিয়মকে) উৎসৃজ্য (উল্লঙ্ঘন করিয়া) কামচারতঃ (স্বেচ্ছাচারে) বর্ত্ততে (প্রবৃত্ত হয়) সঃ (সে) সিদ্ধিং (চিত্তশুদ্ধি), সুখং (সুখ) পরাং গতিম্ (বা পরাগতি) ন অবাপ্নোতি (কোনটিই লাভ করিতে সমর্থ হয় না) ॥২৩॥

শাস্ত্রবিধি এই যে, স্বধর্ম্ম আচরণ করিবে ; ইহা পরিত্যাগপূর্ব্বক যিনি কামাচারে বর্ত্তমান হন, তিনি সিদ্ধ, সুখ বা পরা গতি লাভ করেন না। মূলতত্ত্ব এই যে, মানব সর্ব্ব-

প্রকার ঐন্দ্রিয়-জ্ঞান লাভ করিয়াও যদি নীতির আশ্রয় না লয়, তবে সে নরাধম ; আর ঐন্দ্রিয়জ্ঞান ও নীতিজ্ঞানসম্পন্ন হইয়াও যদি ঈশ্বরের অধীনতা স্বীকার না করে, তবে তাহার সকলই অমঙ্গল। ঈশ্বরের অধীনতা স্বীকার করিয়াও যদি কেহ বিশুদ্ধ-জ্ঞান-সহকারে ভগবদ্ভক্তির অনুশীলন না করে, তবে সেও পরা গতির যোগ্য হয় না। অতএব সর্ব্বশাস্ত্রের তাৎপর্য্য যে 'ভক্তি' তাহাই জীবের শ্রেয়ঃ ॥২৩॥

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি ॥২৪॥

অন্বয়—তস্মাৎ (অতএব) কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ (কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্যের নির্ণয়ব্যাপারে) শাস্ত্রং (শাস্ত্রই) তে (তোমার পক্ষে) প্রমাণং (প্রমাণ) ; ইহ (কর্ত্তব্যবিষয়ে) শাস্ত্রবিধানোক্তং (শাস্ত্রবিহিত) কর্ম্ম (কর্ম্ম) জ্ঞাত্বা (জানিয়া) [তৎ (তাহা)] কর্ত্তুং (করিতে) অর্হসি (যোগ্য হও)॥২৪॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি
শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন
সংবাদে দৈবাসুরসম্পদ্বিভাগযোগো নাম ষোড়শোঽধ্যায় ॥

অতএব কার্য্যাকার্য্য ব্যবস্থাতে শাস্ত্রই একমাত্র প্রমাণ ; সর্ব্বশাস্ত্রের তাৎপর্য্য যে 'ভক্তি', তাহা অবগত হইয়া তুমি কর্ম্ম করিতে যোগ্য হও ॥২৪॥

তাৎপর্য—

এতাবত সমগ্র অধ্যায়ে ইহাই প্রদর্শিত হইয়াছে যে যাঁহারা আত্মার একান্ত শ্রেয়োভিলাসী, তাঁহারা যাবতীয়

আসুরী সম্পদের মূল কারণ, সকল অমঙ্গলের নিদান, এবং যাবতীয় শ্রেয়ঃ-সাধক ফলের প্রতিবন্ধকস্বরূপ কাম, ক্রোধ এবং লোভের পরিবর্জ্জন করিয়া শ্রদ্ধাসহকারে শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট মার্গে যে ভক্তি তাহার অনুষ্ঠান করিয়া আত্মার পরম কল্যাণ সাধন করিবেন। এই অধ্যায়ে দৈবী এবং আসুরী সম্পদের বিভাগ প্রদর্শন দ্বারা এই তত্ত্ব নিরূপিত হইল। যাঁহারা আস্তিক তাঁহারাই সদগতিকে প্রাপ্ত হন, এবং যাহারা নাস্তিক, তাহারা নরকে গমন করে ইহাই এই অধ্যায়ে নিরূপিত হইয়াছে ॥২৪॥

ষোড়শোঽধ্যায় সমাপ্ত

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ

শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগ

অর্জ্জুন উবাচ—

যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ ॥১॥

অন্বয়—অর্জ্জুন উবাচ (অর্জ্জুন বলিলেন)—[হে] কৃষ্ণ (হে কৃষ্ণ !) যে (যাহারা) শাস্ত্রবিধিম্ (শাস্ত্রের নিয়ম) উৎসৃজ্য (পরিত্যাগ করিয়া) তু (কিন্তু) শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ [সন্তঃ] (শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া) যজন্তে (পূজা করে), তেষাং (তাহাদের) নিষ্ঠা (স্থিতি) কা (কি) ? [তাহা কি] সত্ত্বম্ (সত্ত্বগুণ) আহো (অথবা) রজঃ (রজোগুণ) [উত] তমঃ (অথবা তমোগুণ) ॥১॥

এতাবৎ শ্রবণ করত অর্জ্জুন কহিলেন,—হে কৃষ্ণ ! আমার একটি সংশয় উপস্থিত হইল। আপনি কহিয়াছেন (গীঃ ৪র্থ অঃ ৩৯ শ্লোঃ) যে শ্রদ্ধাবান্ লোকেই জ্ঞান লাভ করেন ; পুনরায় বলিলেন যে, শাস্ত্রবিধি ত্যাগপূর্ব্বক যিনি কাম-সহকারে প্রবৃত্ত হন, তাঁহার সিদ্ধসুখ বা পরা গতি হয় না। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, যদি শাস্ত্র পরিত্যাগপূর্ব্বক শ্রদ্ধা হয়, তবে কি হয় ? সেইরূপ শ্রদ্ধাবান্ লোক জ্ঞানযোগ-ব্যবস্থিতির ফল যে সত্ত্বশুদ্ধি, তাহা লাভ করিবে কি না ? অতএব আমাকে স্পষ্ট বলুন,—যাঁহারা শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগপূর্ব্বক লোকাচার-জাত-শ্রদ্ধাশ্রয়ে দেবতাদিগকে যজন করেন, তাঁহাদের নিষ্ঠাকে 'সাত্ত্বিকী', 'রাজসিকী', কি 'তামসিকী', বলা যাইবে ? ॥১॥

তাৎপর্য্য—

(১—২) শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিপ্রায় দ্রষ্টব্য।

শ্রীভগবানুবাচ—

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু ॥২॥

অন্বয়—শ্রীভগবান্ উবাচ (শ্রীভগবান্ বলিলেন)—দেহিনাং (প্রাণিগণের) শ্রদ্ধা এব (শ্রদ্ধাই) সাত্ত্বিকী (সাত্ত্বিক) রাজসী চ (রাজসিক) তামসী চ (তামসিক) ইতি (এই) ত্রিবিধা (তিনপ্রকার) ভবতি (হইয়া থাকে); সা (সেই শ্রদ্ধা) স্বভাবজা (পূর্ব্বসংস্করজাত), তাং (তাহা) শৃণু (শ্রবণ কর) ॥২॥

ভগবান্ কহিলেন,—দেহীদিগের স্বভাব-জনিত শ্রদ্ধা তিন প্রকার,—সাত্ত্বিকী, রাজসী ও তামসী ॥২॥

সত্ত্বানুরূপা সর্ব্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত।
শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ ॥৩॥

অন্বয়—[হে] ভারত ! (হে ভরতকুলনন্দন) সর্ব্বস্য (সকল জীবের) শ্রদ্ধা (শ্রদ্ধা) সত্ত্বানুরূপা (চিত্তবৃত্তি অনুরূপ) ভবতি (হইয়া থাকে) অয়ং (এই) পুরুষঃ (জীব) শ্রদ্ধাময়ঃ (শ্রদ্ধাবিশিষ্ট); যঃ (যিনি) যচ্ছ্রদ্ধঃ (যে প্রকার শ্রদ্ধাবিশিষ্ট), সঃ [তিনি) সঃ এব (সেইরূপ) ॥৩॥

হে ভারত ! সকল পুরুষই শ্রদ্ধাময় ; যে-পুরুষের যে-প্রকার সত্ত্ব, তাহার সেইরূপ শ্রদ্ধা এবং যাহার যাহাতে শ্রদ্ধা সে তৎস্বরূপ। মূলতত্ত্ব এই যে,

জীব—স্বভাবতঃ মদংশ, অতএব নির্গুণ ; আমার সম্বন্ধ-বিস্মৃতিপ্রযুক্ত সগুণ হইয়াছে ; বদ্ধদশায় প্রবেশাবধি প্রাচীন-সংস্কারবশতঃ তাহার একটি সগুণ স্বভাব হইয়াছে। সেই স্বভাব হইতেই তাহার অন্তঃকরণের গঠন ; সেই অন্তঃকরণকেই 'সত্ত্ব' বলি। সত্ত্বসংশুদ্ধিই অভয়পদ ; সংশুদ্ধ-সত্ত্বের শ্রদ্ধাই নির্গুণ-ভক্তিবীজ, আর অসংশুদ্ধসত্ত্বের শ্রদ্ধাই সগুণ। শ্রদ্ধা যতদিন নির্গুণ বা নির্গুণের উদ্দেশিনী না হয়, সে-পর্যন্তই তাহার নাম 'কাম'। এখন কামাত্মিকা সগুণ শ্রদ্ধার বিষয় ব্যাখ্যা করিতেছি শ্রবণ কর ॥৩॥

তাৎপর্য্য—

মূলে শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে "ভারত" শব্দে সম্বোধন করিয়াছেন। অর্জ্জুন মহাকুল প্রসূত মহাত্মা ভরতের বংশজাত এবং জ্ঞাননিরত, অতএব তাহার অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ সম্পন্ন হেতু সাত্ত্বিকী শ্রদ্ধাযুক্ত—ইহাই এই সম্বোধনের অভিপ্রায়। ॥৩॥

যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ ॥৪॥

অন্বয়—সাত্ত্বিকাঃ (সাত্ত্বিক শ্রদ্ধাবন্তগণ) দেবান্ (সত্ত্বস্বভাব দেবগণকে) যজন্তে (পূজা করেন), রাজসাঃ (রাজসিক শ্রদ্ধাবিশিষ্টগণ) যক্ষরক্ষাংসি (রজঃস্বভাব যক্ষ-রাক্ষসগণকে) যজন্তে (পূজা করেন), অন্যে (অপর) তামসাঃ জনাঃ (তামসিক শ্রদ্ধাযুক্তগণ) প্রেতান্ ভূতগণান্ চ (তমঃস্বভাব ভূত-প্রেতগণকে) যজন্তে (পূজা করেন) ॥৪॥

সাত্ত্বিক-শ্রদ্ধাবিশিষ্ট পুরুষগণ দেবতাদিগকে, রাজসিক-শ্রদ্ধাবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ যক্ষরাক্ষসগণকে এবং তামস-শ্রদ্ধাবিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ভূত-প্রেতদিগকে যজন করে ॥৪॥

তাৎপর্য্য—

(শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিপ্রায় দ্রষ্টব্য ।)

অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ।
দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ ॥৫॥

কর্শয়ন্তঃ শরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।
মাঞ্চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্ ॥৬॥

অন্বয়—যে (যে-সমস্ত) অচেতসঃ (অবিবেকী) জনাঃ (জন) দম্ভাহঙ্কার-সংযুক্তাঃ (দম্ভ ও অহঙ্কারযুক্ত) কামরাগবলান্বিতাঃ (কামনা, আসক্তি ও বলযুক্ত হইয়া) শরীরস্থং (দেহস্থিত) ভূতগ্রামম্ (পঞ্চভূতকে) অন্তঃ শরীরস্থং চ (ও দেহাভ্যন্তরস্থিত) মাং চ এব (আমার অংশভূত জীবাত্মাকেও) কর্শয়ন্তঃ (কৃশ করিয়া) অশাস্ত্রবিহিতম্ (শাস্ত্রনিয়মবহির্ভূত) ঘোরং (তীব্র) তপঃ (তপস্যা) তপ্যন্তে (অনুষ্ঠান করে,) তান্ (তাহাদিগকে) আসুরনিশ্চয়ান্ (আসুর-ধর্ম্মাবলম্বী) বিদ্ধি (জানিও) ॥৫-৬॥

যে-সকল ঘোর তপস্যা শাস্ত্রে বিহিত হয় নাই, তাহা কাম, রাগ ও বল-যুক্ত, তথা দম্ভ ও অহঙ্কার-বিশিষ্ট লোকেরাই অবলম্বন করে; তাহারা শরীরস্থ ভূতসকলকে উপবাসাদিরূপ কঠিন-তপস্যা-দ্বারা কৃশ করে এবং তদন্তর্ভূত আমার অংশভূত জীবকে দুঃখ দেয় সুতরাং তাহারা আসুর-নিষ্ঠায় অবস্থিত ॥৫-৬॥

তাৎপর্য্য—

এতদ্দ্বারা ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে যাদৃশ গুণসম্পন্নই হউন বা দোষযুক্তই হউন, যদি সৌভাগ্যক্রমে সৎসঙ্গলাভ

করিতে পারা যায়, তাহা হইলে উন্নতি অবশ্যম্ভাবী এবং যদি দুর্ভাগ্যবশে অসৎসঙ্গে নিপতিত হন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই অধোগতি লাভ করিতে হইবে। অতএব যাহাতে ক্রমশঃ আত্মোন্নতি লাভ করিতে পারা যায়, রাজস, তামস ভাব বর্জ্জন করিয়া যদ্দ্বারা সাত্ত্বিকভাবে উপনীত হইতে সমর্থ হওয়া যায়, তাদৃশ কর্ম্মানুষ্ঠান ও তাদৃশ সংসর্গে অবস্থানই বিধেয়। ॥৫-৬॥

আহারস্ত্বপি সর্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ।
যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু ॥৭॥

অন্বয়—[গুণভেদাৎ (গুণত্রয়ের ভেদনিমিত্ত)] সর্ব্বস্য (সর্ব্বজীবের) ত্রিবিধ (তিন প্রকার) আহারঃ তু অপি (আহারও) প্রিয়ঃ (প্রীতিবিশিষ্ট) ভবতি (হইয়া থাকে), তথা (সেইরূপ)[তিন প্রকার] যজ্ঞঃ (যজ্ঞ), তপঃ (তপস্যা), দানং চ (দান ও) [প্রিয় হইয়া থাকে]; তেষাং (তাহাদের) ইমং (এই) ভেদং (ভেদ) শৃণু (শ্রবণ কর) ॥৭॥

মানবগণের আহারও সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিকভেদে ত্রিবিধ ; তদ্রূপ তাহাদের যজ্ঞ, তপঃ ও দানও তত্তদ্ভেদে ত্রিবিধ বলিয়া জানিবে ॥৭॥

তাৎপর্য্য—

আহারই যে চিত্তবৃত্তি পরিবর্ত্তনের মূল কারণ এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। সুপরিস্কৃত বিশুদ্ধ অন্নাদি ভোজন করিলে চিত্ত যেরূপ প্রফুল্ল হয় এবং দেহ যেমন সুস্থ থাকে, অনির্ম্মল অবিশুদ্ধ অন্নাদি আহার করিলে মনের বা দেহের সেরূপ

প্রফুল্লতা বা সুস্থতা থাকে না। অতএব বিহিত আহারের অনুষ্ঠান এবং অবিহিত অবিশুদ্ধ আহারের পরিবর্জ্জন একান্ত শ্রেয়স্কর এবং সকলেরই এবিষয়ে মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য ॥৭॥

আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যা স্নিগ্ধা স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ ॥৮॥

অন্বয়—আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ (আয়ু উৎসাহ, বল, আরোগ্য, সুখ ও প্রীতিবর্দ্ধক) রস্যাঃ (রসযুক্ত), স্নিগ্ধাঃ (স্নেহযুক্ত) স্থিরাঃ (স্থিরগুণবিশিষ্ট), হৃদ্যা (হৃদয়গ্রাহী), আহারাঃ (ভক্ষ্যবস্তু) সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ (সাত্ত্বিকগণের প্রিয়) ভবন্তি (হইয়া থাকে) ॥৮॥

সাত্ত্বিকপ্রিয় আহারসকল—আয়ুঃ, সত্ত্ব, বল, আরোগ্য, সুখ ও প্রীতির বিবর্দ্ধক; উহারা—রসকারী, স্নিগ্ধকারী, স্থৈর্য্যকারী ও দেহের হিতকারী ॥৮॥

তাৎপর্য্য—

(৮—১২ শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিপ্রায় দ্রষ্টব্য।)

কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥৯॥

অন্বয়—কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ (কটু, অম্ল, লবণ, অতি-তীক্ষ্ণ, অতিক্ষর, অতিবিদাহী) দুঃখশোকাময়প্রদাঃ (দুঃখ, শোক ও রোগ-

জনক) আহারাঃ (আহার) রাজস্য (রাজসপ্রকৃতি ব্যক্তিগণের) ইষ্টাঃ (প্রিয়) [ভবন্তি] (হইয়া থাকে) ॥৯॥

অতিকটু নিম্বাদি, অতি অম্ল, অতি লবণ, অতি উষ্ণ, অতি তীক্ষ্ণ লঙ্কা-মরিচাদি, অতিবিদাহী ভৃষ্টচণকসর্ষপাদি, দুঃখ, শোক ও রোগকারী আহারসকল রাজস-লোকের প্রিয় ॥৯॥

যাতযামং গতরসং পূতিপর্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্ ॥১০॥

অন্বয়—যাতযামং (ঠাণ্ডা) গতরসং (রসহীন), পূতি (দুর্গন্ধযুক্ত) পর্যুষিতং চ (বাসীদ্রব্য) উচ্ছিষ্টম্ (উচ্ছিষ্টও) অমেধ্যং চ (ও অপবিত্র) যৎ (যে সমস্ত) ভোজনং (আহার্য্য বস্তু) [তৎ] (তাহা) তামসপ্রিয়ম্ (তামসিকগণের প্রিয়) [ভবতি] (হইয়া থাকে) ॥১০॥

এক-প্রহরেরও অধিক-কাল পক্ক হইয়া থাকিলে যে-খাদ্য-দ্রব্য শৈত্য লাভ করে, যে-খাদ্য নীরস, যে খাদ্যে পূতিগন্ধ হইয়াছে, যে-খাদ্য পূর্ব্বদিনের পক্ক হইয়া পর্য্যুষিত আছে, যে-খাদ্যদ্রব্য গুরুজন ব্যতীত অপরের উচ্ছিষ্ট, এবং মদ্য-মাংসাদি যে-সকল অমেধ্য খাদ্য, সেইরূপ খাদ্যসকলই তামস-লোকের প্রিয় ॥১০॥

অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদিষ্টো য ইজ্যতে।
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ ॥১১॥

অন্বয়—অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ (ফলকামনারহিত ব্যক্তিকর্ত্তৃক) যষ্টব্যম্ এব (যজ্ঞ অবশ্যই কর্ত্তব্য) ইতি (এই বিচারে) মনঃ (মনকে) সমাধায় (সম্যগ্রূপে স্থির করিয়া) বিধিদিষ্ট (শাস্ত্রসম্মত) যঃ যজ্ঞঃ (যে-যজ্ঞ) ইজ্যতে (অনুষ্ঠিত হয়) সঃ (তাহা) সাত্ত্বিকঃ (সাত্ত্বিক) ॥১১॥

যজ্ঞসমূহের ভেদ এই যে, ফলাকাঙ্ক্ষাহীন, বিধিসম্মত ও কর্ত্তব্য-বোধে অনুষ্ঠিত যজ্ঞই 'সাত্ত্বিক-যজ্ঞ' ॥১১॥

অভিসন্ধায় তু ফলং দম্ভার্থমপি চৈব যৎ।
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্ ॥১২॥

অন্বয়—[হে] ভরতশ্রেষ্ঠ ! (হে ভারত !) তু (কিন্তু) ফলং (ফলের) অভিসন্ধায় (সর্ব্বতোভাবে সন্ধান করিয়া) দম্ভার্থং অপি চ এব (ও দম্ভপ্রকাশের নিমিত্তই) যৎ (যাহা) ইজ্যতে (অনুষ্ঠিত হয়), তৎ রাজসং (তাহাকে রাজসিক) যজ্ঞং (যজ্ঞ) বিদ্ধি (জানিও) ॥১২॥

ফলাভিসন্ধির সহিত ও দম্ভের জন্য কৃত যজ্ঞকেই 'রাসজ-যজ্ঞ' বলিয়া জানিবে ॥১২॥

বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্ ।
শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসঃ পরিচক্ষতে ॥১৩॥

অন্বয়—[শিষ্টগণ] বিধিহীনম্ (শাস্ত্রোক্ত বিধিশূন্য) অসৃষ্টান্নং (অন্নাদি দানহীন) মন্ত্রহীনম্ (মন্ত্রশূন্য) অদক্ষিণম্ (দক্ষিণাবিহীন) শ্রদ্ধাবিরহিতং (শ্রদ্ধাহীন) যজ্ঞং (যজ্ঞকে) তামসং পরিচক্ষতে (তামসিক বলিয়া থাকেন) ॥১৩॥

বিধিহীন, অন্নদান রহিত, মন্ত্রহীন, দক্ষিণাহীন ও শ্রদ্ধারহিত যজ্ঞই 'তামস-যজ্ঞ'; এস্থলে নিতান্ত স্বরূপভ্রষ্ট বলিয়া তামস শ্রদ্ধাকে 'শ্রদ্ধা' নামে স্বীকার করা গেল না ॥১৩॥

তাৎপর্য্য—

পূর্ব্ব শ্লোকদ্বয়ে সাত্ত্বিক ও রাজসিক যজ্ঞের নিরূপণ করিয়া অধুনা শ্রীভগবান্ নিকৃষ্টতম তামস যজ্ঞের বিষয় বলিতেছেন। তামসিক ব্যক্তিগণ যে সব যজ্ঞের অনুষ্ঠান করে তাহা অতিশয় নিন্দিত এবং ফলপরিশূন্য। এই সকল যজ্ঞ বিধিহীন, অর্থাৎ বেদে বা অন্যান্য শাস্ত্রে যজ্ঞাদির যে প্রকার অনুষ্ঠান বিহিত হইয়াছে, যে ভাবে সম্পন্ন হইলে যজ্ঞ সমূহ ফলপ্রদ হয়, তামসিকগণের অনুষ্ঠিত যজ্ঞাদি তাহার বিপরীত-ভাবে সম্পন্ন হইয়া থাকে, এই যজ্ঞ অসৃষ্টান্ন, অর্থাৎ ইহার নিমিত্ত যে সব অন্নাদি আয়োজন করা হয় তাহা দেবোদ্দেশ্যে নিরোপিত হয় না বা ব্রাহ্মণ কিংবা অথিতিদিগকেও তাহা দান করা হয় না। তাহারা স্বয়ং ঐ সমস্ত অন্নাদি ভোজন করিয়া থাকে। এই সমস্ত যজ্ঞ মন্ত্রহীন, অর্থাৎ যজ্ঞাদি কার্য্যের নিমিত্ত বেদে বা তন্ত্রে যে সমস্ত মন্ত্র নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ইহা তদ্ বর্জ্জিত। এই সমস্ত কার্য্য দক্ষিণা বিহীন অর্থাৎ যজ্ঞ সমাপনান্তে যে দক্ষিণার বিধান আছে, সে দক্ষিণার দ্বারাই কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে, কিন্তু তামসগণানুষ্ঠিত যজ্ঞসমূহ দক্ষিণা বিহীন। এই জন্য তৎসমস্ত অসম্পূর্ণ। এই যজ্ঞ সমূহ শ্রদ্ধাবিরহিত অর্থাৎ শ্রদ্ধার একান্ত অভাবহেতু ইহা যে দোষ সম্পন্ন হইবে তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই এই যজ্ঞকে তামস যজ্ঞ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে ॥১৩॥

দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জ্জবম্।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে ॥১৪॥

অন্বয়—দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং (দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু ও প্রাজ্ঞব্যক্তির পূজা), শৌচম্ (বাহ্যাভ্যন্তর শুদ্ধি), আর্জ্জবম্ (সরলতা), ব্রহ্মচর্য্যং (ব্রহ্মচর্য্য) অহিংসা চ (ও অহিংসাকে) শরীরং (শারীরিক) তপঃ (তপস্যা) উচ্যতে (কথিত হয়) ॥১৪॥

তপস্যা-সমূহের ভেদ এই যে দেব, দ্বিজ, গুরু ও প্রাজ্ঞ ব্যক্তির পূজা, শৌচ সরলতা, ব্রহ্মচর্য্য ও অহিংসাই 'শরীরসম্বন্ধি তপঃ' ॥১৪॥

অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে ॥১৫॥

অন্বয়—অনুদ্বেগকরং (অন্যের উদ্বেগশূন্য), সত্যং (সত্য) প্রিয়হিতং চ (ও প্রিয় অথচ মঙ্গলজনক) যৎ (যে) বাক্যং (বাক্য) স্বাধ্যায়ভ্যসনং চ এব (এবং বেদাধ্যয়নের অভ্যাসকে) বাঙ্ময়ং (বাচিক) তপঃ (তপস্যা) উচ্যতে (কথিত হয়) ॥১৫॥

অনুদ্বেগকর, সত্য, প্রিয় অথচ হিতকর বাক্যের ব্যবহার এবং বেদপাঠের অভ্যাসই "বাঙ্ময়তপঃ" ॥১৫॥

মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতত্তপো মানসমুচ্যতে ॥১৬॥

অন্বয়—মনঃপ্রসাদঃ (চিত্তের প্রসন্নতা), সৌম্যত্বং (শান্তভাব), মৌনং (বাক্যদমন), আত্মবিনিগ্রহঃ (চিত্তসংযম), ভাবসংশুদ্ধিঃ (মনোভাবের পবিত্রতা)

ইতি এতৎ (এই সমস্তকে) মানসং (মানসিক) তপঃ (তপস্যা) উচ্যতে (কথিত হয়) ॥১৬॥

চিত্তপ্রসন্নতা, সরলতা, মৌন, আত্মনিগ্রহ এবং ভাবসংস্কারই (নিষ্কপট ব্যবহারই) 'মানস-তপঃ'॥১৬॥

তাৎপর্য্য—

যে তিন প্রকার সাধনার উল্লেখ করিতে শ্রীভগবান্ এখন প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাহাতে প্রথমে শারীর তপের বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে সহজেই বুঝিতে পারা যাইতেছে যে প্রথমে শরীরকে পবিত্র করা আবশ্যক। যৌন সংসর্গ, পরস্বাপহরণ, কুস্থানে ভ্রমণ, সুরাপান প্রভৃতি গর্হিতাচরণ, নিন্দিত ও নিসিদ্ধ ভোজন ইত্যাদি দুষ্কর্ম্ম শরীর দ্বারা আচরিত হয়। এইজন্য শরীরকে পাপমুক্ত ও বিশুদ্ধ করিবার চেষ্টা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক। তদনন্তর বাক্ শুদ্ধি বিধেয়। এই বাক্য শরীর ও মনের সন্ধি-স্থল স্বরূপ ; বাক্ যন্ত্ররূপ কন্ঠ, তালু, জিহ্বা, দন্ত, ওষ্ঠ এই কয়েক প্রকার শারীর অঙ্গের সাহায্যে মনের ভাব পরিব্যক্ত করার নামই বাক্য। শরীর বিশুদ্ধ হইলে বাক্য বিশুদ্ধ করিবার প্রযত্ন করাই সমীচীন। কারণ এই বাক্য ক্রমশঃ মানসিক বিশুদ্ধির সহায়তা করিবে। মানসিক বিশুদ্ধি হইলেই চরম ফল প্রাপ্তি হইয়া থাকে ; কিন্তু তাহা প্রথমতঃ শরীর তদনন্তর বাক্য বিশুদ্ধির উপর নির্ভর করে ॥১৪-১৬॥

শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তত্ত্রিবিধং নরৈঃ।
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষ্যতে ॥১৭॥

অন্বয়—তৎ (সেই) ত্রিবিধং (কায়িক, বাচিক ও মানসিক—এই তিন প্রকার) তপঃ (তপস্যা) অফলাকাঙ্ক্ষিভিঃ (কামনাশূন্য) যুক্তৈঃ (একনিষ্ঠ) নরৈঃ (জনগণকর্ত্তৃক) পরয়া শ্রদ্ধাঃ (পরম শ্রদ্ধাপূর্ব্বক) তপ্তং (অনুষ্ঠিত) হইলে) [তাহাকে] সাত্ত্বিকং (সাত্ত্বিক) পরিচক্ষতে (বলিয়া থাকেন) ॥১৭॥

এই ত্রিবিধা তপস্যা নিষ্কাম-ব্যক্তির দ্বারা পরা-শ্রদ্ধা অর্থাৎ ভগবদ্ভক্তির উদ্দেশিনী শ্রদ্ধা-সহকারে কৃত হইলেই 'সাত্ত্বিক তপস্যা' পর্যনুষ্ঠিত হয় ॥১৭॥

তাৎপর্য—

পূর্ব্বে যে শারীর বাচিক এবং মানস তপের বিষয় আলোচিত হইয়াছে, তাহা সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে ত্রিবিধ। প্রথমে সাত্ত্বিক তপের লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ॥১৭॥

সৎকারমানপূজার্থং তপো দম্ভেন চৈব যৎ।
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবম্ ॥১৮॥

অন্বয়—সৎকারমানপূজার্থং (প্রশংসা, মান, পূজা, ও অর্থলাভের জন্য) দম্ভেন চ এব (ও দম্ভসহকারে) যৎ তপঃ (যে-তপস্যা) ক্রিয়তে (কৃত হয়) তৎ (তাহা) ইহ (এ জগতে) চলম্ (অনিত্য), অধ্রুবম্ (অনিশ্চিত) রাজসং (রাজসিক তপস্যা) প্রোক্তং (বলিয়া অভিহিত হয়) ॥১৮॥

'আমাকে সাধু বলিবে' এই মানসে অপরকে যে স্তুতি ও সম্মান, এবং স্বয়ং পূজালাভের জন্য দম্ভের সহিত যে তপঃ সম্পাদিত হয়, তাহাই অনিত্য ও অনিশ্চিত 'রাজস-তপঃ' ॥১৮॥

তাৎপর্য্য—

মনের দ্বারা আদর প্রকাশ করার নাম সৎকার; বাক্যের দ্বারা প্রসংশা করার নাম মান; শরীর দ্বারা নমস্কারাদি করার

নাম পূজা। ফলাভিসন্ধিপূর্ব্বক দম্ভসহকারে এই সকল আচরণ অনুষ্ঠিত হইলে রাজস বলা হয়। এই সকল রাজসতপ অস্থির এবং তাহা হইতে বিচ্যুত হইবার আশঙ্কা বিদ্যমান ইহা অধ্রুব অর্থাৎ ক্ষয়িষ্ণু ॥১৮॥

মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ।
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥১৯॥

অন্বয়—মূঢ়গ্রাহেণ (অবিবেককৃত দুরাগ্রহের সহিত) আত্মনঃ (নিজেকে) পীড়য়া (উৎপীড়নদ্বারা) বা (অথবা) পরস্য (অন্যের) উৎসাদনার্থং (বিনাশের নিমিত্ত) যৎ তপঃ (যে-তপস্যা) ক্রিয়তে (কৃত হয়) তৎ (তাহা) তামসম্ (তামসিক তপস্যা) উদাহৃতম্ (বলিয়া উক্ত হয়) ॥১৯॥

মূঢ়-বুদ্ধির সহিত আত্মপীড়া-দ্বারা ও পরের বিনাশার্থে যে তপঃ অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই 'তামস তপ' ॥১৯॥

তাৎপর্য্য—

(১৯—২০ শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিপ্রায় দ্রষ্টব্য।)

দাতব্যমিতি যদ্দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্ ॥২০॥

অন্বয়—দেশে (তীর্থাদি যোগ্যস্থানে) কালে চ (শুভযোগাদি সময়ে) পাত্রে চ (এবং যোগ্যপাত্রে) দাতব্যম্ (দান করা অবশ্য কর্ত্তব্য) ইতি (এইরূপ নিশ্চয়পূর্ব্বক) অনুপকারিণে (প্রত্যুপকারে অক্ষম) [ব্যক্তিকে] যৎ দানং

(যে-দান) দীয়তে (প্রদত্ত হয়), তৎ দানং (সেই দান) সাত্ত্বিকং (সাত্ত্বিক) স্মৃতম্ (বলিয়া অভিহিত হয়) ॥২০॥

দানসমূহের ভেদ এই যে, প্রত্যুপকার-লাভের উদ্দেশ্য-রহিত হইয়া কর্ত্তব্য-বোধে, দেশ কাল ও পাত্র বিচারপূর্ব্বক দানই 'সাত্ত্বিক' ॥২০॥

যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্দানং রাজসং স্মৃতম্ ॥২১॥

অন্বয়—যৎ তু (আর যাহা) প্রত্যুপকারার্থং (প্রত্যুপকার লাভের আশায়) বা (অথবা) ফলম্ উদ্দিশ্য (ফলের উদ্দেশে) পুনঃ চ (এবং পুনরায়) পরিক্লিষ্টং (অতীব কষ্টে) দীয়তে (প্রদত্ত হয়), তৎ দানং (সেই দান) রাজসং (রাজসিক বলিয়া) স্মৃতম্ (কথিত হয়) ॥২১॥

প্রত্যুপকারের আশা করিয়া বা স্বর্গাদি লাভের উদ্দেশ্যে পশ্চাত্তাপ-সহকারে যে-দান, তাহাই 'রাজস' ॥২১॥

তাৎপর্য্য—

অতঃপর রাজস দানের বৃত্তান্ত বিবৃত হইতেছে।

'প্রত্যুপকারার্থ' ও 'ফলমুদ্দিশ্য' এই দুই শব্দ অবলম্বন করিয়া দৃষ্ট ও অদৃষ্ট এই দুই প্রকার ফলের উল্লেখ করিয়াছেন।

উপকৃত ব্যক্তির নিকট হইতে প্রত্যুপকার স্বরূপে পরিণামে যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাই দানের দৃষ্ট ফল, এবং এই দেহ

নাশের পর স্বর্গভোগাদি যে পারলৌকিক ফল উপস্থিত হইতে পারে, তাহাই অদৃষ্ট ফল।

সাত্ত্বিক দানের প্রধান লক্ষণ কামনাহীনতা, রাসজ দানের প্রধান নিদর্শন কমনাপূর্ণতা। অধিকন্তু সাত্ত্বিক দানে আদৌ পশ্চাত্তাপের সম্ভাবনা থাকে না, কিন্তু রাজস দানের অনেক স্থলে দানের পর দাতার চিত্ত পরিতপ্ত হইতে থাকে। এই ভাব দানরূপ সদনুষ্ঠানের নিতান্ত প্রতিকুল ॥২১॥

অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥২২॥

অন্বয়—অদেশকালে [অযোগ্যস্থানে ও অকালে] অপাত্রেভ্যঃ চ [এবং অযোগ্য পাত্রকে] যৎ দানং [যে-দান] অসৎকৃতং [অনাদরে] অবজ্ঞাতং [ঘৃণা-ভরে] দীয়তে [প্রদত্ত হয়] তৎ [সেই দান] তামসম্ [তামস দান বলিয়া] উদাহৃতম্ [কথিত হয়] ॥২২॥

যে স্থানে দানের প্রয়োজন নাই, সেই স্থানে যে-দান, যে-কালে দান করিলে কাহারও উপকার হয় না, সেইকালে যে-দান এবং নর্ত্তক, বেশ্যা ও অভাবশূন্য ব্যক্তি প্রভৃতি অপাত্রসমূহে যে-দান তাহাই 'তামস'; আবার সৎপাত্রকে অসৎ-কার ও অবজ্ঞার সহিত দান করিলে 'তামস-দান' হয় ॥২২॥

তাৎপর্য্য—

এক্ষণে তামস দানের বিবরণ দিতেছেন। সংক্ষেপত তামস দান সাত্ত্বিক দানের সম্পূর্ণ বিরোধী। রাসজ দান এই বিরোধী অনুষ্ঠান দ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী। যে দান স্থান বিচারের অনুবর্ত্তী

নহে অর্থাৎ যে দেশ পুণ্যতীর্থ বা পবিত্র ক্ষেত্ররূপে পরিগণিত না হওয়ায় দানানুষ্ঠানের অনুকূল নহে, অথবা যে স্থানে ম্লেচ্ছাদি পরিপূর্ণ বা অশুচি ব্যাপার ও অশৌচ লোক পরিপূর্ণ তাদৃশ স্থলে যে দান অনুষ্ঠিত হয় তাহা তামস দান। আবার অকালে অর্থাৎ সংক্রান্তি প্রভৃতি পুণ্য দিনের অপেক্ষা না করিয়া অথবা নিজের অশুচি অবস্থায় যে কোন নিষিদ্ধ সময়ে যে দানঅনুষ্ঠিত হয় তাহাও তামস দান। আর কেবল দুঃখ বা কাতরতা দর্শনে ব্যথিত হৃদয় হইয়া দানের পাত্রত্ব বিচার না করিয়া চৌর, নট, তস্কর ও মূর্খাদিকে দান করা অবৈধ। এইরূপ অপাত্রে দান অবিধেয়। প্রায় স্থলেই দেখিতে পাওয়া যায় দাতা নিতান্ত বিরক্তসহকারে বারম্বার দুর্ব্বাক্য প্রয়োগ করিতে করিতে অত্যন্ত অবজ্ঞা প্রদর্শন পূর্ব্বক গ্রহীতাকে বক্রমুখে ও অনিচ্ছায় দান করেন এরূপ দান তামস দান ॥২২॥

ওঁ তৎ সদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞশ্চ বিহিতাঃ পুরা ॥২৩॥

অন্বয়—ওঁ তৎ সৎ [ও তৎ সৎ] ইতি [এই] ত্রিবিধ [তিনপ্রকার] ব্রহ্মণঃ [পরব্রহ্মের] নির্দ্দেশঃ [উদ্দেশক বা নাম] স্মৃতঃ [কথিত আছে]। তেন [সেই নামত্রয়ের দ্বারা] পুরা [পুরাকালে] ব্রাহ্মণাঃ [ব্রাহ্মণ] বেদা চ [বেদ-সমূহ] যজ্ঞাঃ চ [ও যজ্ঞসকল] (ব্রহ্মা কর্ত্তৃক) বিহিতাঃ [সৃষ্ট হইয়াছে] ॥২৩॥

এখন তাৎপর্য্য বলিতেছি, শুন। তপস্যা, যজ্ঞ, দান ও আহার,—এ সমুদায়ই সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক-ভেদে ত্রিবিধ সগুণ অবস্থায় ইহাদিগের অনুষ্ঠানে যে শ্রদ্ধা থাকে,

তাহা উত্তম, মধ্যম ও অধম হইলেও সগুণা ও অকিঞ্চিৎকরী ; আর নির্গুণা শ্রদ্ধা অর্থাৎ ভক্তির উদ্দেশিনী শ্রদ্ধাসহকারে যখন ঐ-সকল কর্ম্ম কৃত হয়, তখনই উহার সত্ত্বসংশুদ্ধিরূপ অভয়-লাভের উপযোগী হয়। শাস্ত্রে সর্ব্বত্রই সেই পরা শ্রদ্ধার সহিত কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিবার উপদেশ আছে। শাস্ত্রে 'ওঁ তৎ সৎ', এই তিনটি ব্রহ্মনির্দ্দেশক ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়, সেই ব্রহ্ম-নির্দ্দেশের সহিত ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞসমুদয়ও বিহিত হইয়াছে। শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগপূর্ব্বক যে শ্রদ্ধা অবলম্বন করিবে তাহা সগুণা, অ-ব্রহ্মনির্দ্দেশিকা এবং কামফল দায়িকা হইবে ; অতএব পরা-শ্রদ্ধার ব্যবস্থাই শাস্ত্রবিধান। তোমার শাস্ত্র ও শ্রদ্ধা-সম্বন্ধে যে সংশয় তাহা—কেবল অবিবেক জনিত ॥২৩॥

তাৎপর্য্য—

(২৩—২৭ শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিপ্রায় দ্রষ্টব্য।)

তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ।
প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥২৪॥

অন্বয়—তস্মাৎ [অতএব] ব্রহ্মবাদিনাং [বেদবাদিগণের] বিধানোক্তাঃ [শাস্ত্রোক্ত] যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ [যজ্ঞ, দান ও তপস্যার কর্ম্ম] সততং [সর্ব্বদা] প্রবর্ত্তন্তে [অনুষ্ঠিত হয়] ॥২৪॥

এতন্নিবন্ধন ব্রহ্মবাদিগণ সর্ব্বদাই ব্রহ্মোদ্দেশক 'ওঁ'-শব্দ ব্যবহারপূর্ব্বক সমস্ত-শাস্ত্রোক্ত যজ্ঞ, দান, তপঃ ও ক্রিয়া অনুষ্ঠান করেন ॥২৪॥

তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ।
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভি ॥২৫॥

অন্বয়—মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ (মুক্তিকামীগণ) ফলং (কর্ম্মের ফল) অনভিসন্ধায় (কামনা না করিয়া) তৎ ইতি (তৎ এই শব্দ) [উদাহৃত্য (আচরণপূর্ব্বক) বিবিধাঃ (নানা প্রকার) যজ্ঞ তপঃ ক্রিয়াঃ (যজ্ঞ ও তপস্যাকার্য্য) দানক্রিয়াঃ চ (ও দানকার্য্য) ক্রিয়ন্তে (সম্পাদন করিয়া থাকেন) ॥২৫॥

এই জড়বন্ধ হইতে মুক্তি লাভ করিবার জন্য অতৎবস্তুর অতীত যে 'তৎ-বস্তু', তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়া জড়ীয় সাক্ষাৎ-ফলাশা ত্যাগপূর্ব্বক যজ্ঞ, তপঃ ও দানাদি বিবিধ-ক্রিয়া অনুষ্ঠান করিবে ॥২৫॥

সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে।
প্রশস্তে কর্ম্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে ॥২৬॥

অন্বয়—[হে] পার্থ ! (হে কুন্তীসুত !) সদ্ভাবে (ব্রহ্মত্বে), সাধুভাবে চ (ও ব্রহ্মজ্ঞত্বে) সৎ ইতি এতৎ ('সৎ' এই নাম) প্রযুজ্যতে (প্রযুক্ত হয়) ; তথা (সেইরূপ) প্রশস্তে (মাঙ্গলিক) কর্ম্মণি (কর্ম্মে) সচ্ছব্দঃ (সৎ-শব্দ) যুজ্যতে (প্রযুক্ত হয়) ॥২৬॥

'সৎ'শব্দে ব্রহ্ম ও ব্রহ্মবাদিতেই অর্থ সঙ্গিত হয়; তদ্রূপ 'সৎশব্দে তদুদ্দেশক প্রশস্ত কর্ম্মসমূহকেও বুঝাইয়া থাকে। ॥২৬॥

যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে।
কর্ম্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে ॥২৭॥

অন্বয়—যজ্ঞে (যজ্ঞ) তপসি (তপস্যায়) দানে চ (ও দানকর্ম্মে) স্থিতিঃ চ (তাৎপর্য্যের নিত্যত্বে) সৎ ইতি চ (এই 'সৎ' শব্দ) উচ্যতে (কথিত হয়) ; তদর্থীয়ঃ (ভগবৎ প্রীতির উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত) কর্ম্ম চ এব (কর্ম্মও) সৎ ইতি এব ('সৎ' এই শব্দেই) অভিধীয়তে (অভিহিত হয়) ॥২৭॥

যজ্ঞে, তপস্যায় ও দানেই 'সৎ'শব্দের তাৎপর্য্য : যেহেতু ঐসকল কর্ম্ম তদর্থীয় অর্থাৎ ব্রহ্মোদ্দেশক হইলেই 'সৎ'শব্দ লাভ করে ; পরন্তু ব্রহ্মোদ্দেশক না হইলে যজ্ঞ, তপস্যা ও দানাদি কর্ম্ম, সমস্তই অসৎ। সমস্ত জড়ীয় কর্ম্মই জীবের স্বরূপবিরোধী' কিন্তু যে-সময়ে ঐসকল কর্ম্ম ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়া পরাভক্তিকে উদয় করাইতে প্রতিজ্ঞা করে, তখনই উহারা জীবের সত্ত্বসংশুদ্ধিই অর্থাৎ স্বরূপসিদ্ধিরূপ কৃষ্ণদাস্যের উপযোগী হয় ॥২৭॥

অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ ॥২৮॥

অন্বয়—[হে] পার্থ ! (হে অর্জ্জুন) অশ্রদ্ধয়া (অশ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া) হুতং (হোম), দত্তং (দান) তপঃ (তপস্যা) তপ্তম্ (আচরিত হয়), [যে কর্ম্ম]

কৃতং (অনুষ্ঠিত হয়), [তৎ সমস্তই] অসৎ ইতি (অসৎ বলিয়া) উচ্যতে (কথিত) ; তৎ (সেই সমস্ত) ন হই (কি এই সংসারে) নো চ প্রেত্য (কি পরলোকে) [ফলপ্রদ হয় না] ॥২৮॥

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদে শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগো নাম সপ্তদশোঽধ্যায় ॥

হে অর্জ্জুন ! নির্গুণ-শ্রদ্ধা ব্যতীত যে যজ্ঞ, দান ও তপস্যা অনুষ্ঠিত হয়, সে-সমুদায় অসৎ ; সেইসকল ক্রিয়া ইহকাল ও পরকাল, কোনকালেই মানবের উপকার করে না। শাস্ত্রসমুদায় নির্গুণ শ্রদ্ধারই উপদেশ করেন ; সুতরাং শাস্ত্রকে পরিত্যাগ করিলে নির্গুণ শ্রদ্ধাকে পরিত্যাগ করিতে হয়। অতএব নির্গুণশ্রদ্ধাই ভক্তিলতার একমাত্র বীজ ॥২৮॥

তাৎপর্য্য—

এই অধ্যায়ের আলোচনায় উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে যে, কর্ম্ম যে ভাবেই অনুষ্ঠিত হউক না কেন, তাহার মূলে শ্রদ্ধা নিহিত থাকা একান্ত আবশ্যক। যথার্থ শ্রদ্ধা সহকারে যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই সাত্ত্বিক ; সাত্ত্বিক কর্ম্মকারী গণের যদি অনবধানতা হেতু কার্য্যে কোন বৈগুণ্য জন্মে, তাহা বিদূরিত হইয়া শুভফল উপস্থিত হয়। কিন্তু শ্রদ্ধা-বিরহিত ভাবে অনুষ্ঠিত কর্ম্মে বৈগুণ্য বিদূরিত হইবার কোনই সম্ভাবনা নাই। সাত্ত্বিক শ্রদ্ধা সহকারে যাহা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তাহাই মোক্ষবিধায়ক হয়। ইহাই বর্ত্তমান অধ্যায়ে নিরূপিত হইয়াছে ॥২৮॥

সপ্তদশোঽধ্যায় সমাপ্ত

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ

মোক্ষ বা পরমার্থ নির্ণয়যোগ

অর্জ্জুন উবাচ—

সন্ন্যাসস্য মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্ ।
ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ পৃথক্ কেশিসূদন ॥১॥

অন্বয়—অর্জ্জুন উবাচ (অর্জ্জুন বলিলেন)—[হে] মহাবাহো (হে মহাবীর !) [হে] হৃষীকেশ ! (হে ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর !) কেশিসূদন ! (হে কেশিদৈত্যঘাতন !) সন্ন্যাসস্য (সন্ন্যাসের) ত্যাগস্য চ (এবং ত্যাগের) তত্ত্বং (স্বরূপ) পৃথক্ (পৃথকভাবে) বেদিতুম্ (জানিতে) ইচ্ছামি (ইচ্ছা করি) ॥১॥

ভক্তিই যে সমস্ত-কর্ম্মের মঙ্গলময় চরম ফল, ইহা প্রথম ছয় অধ্যায়ে স্পষ্ট কথিত হইয়াছে ; দ্বিতীয় ছয় অধ্যায়ে নির্গুণ-ভক্তির স্বরূপ বর্ণিত হইয়াছে ; তৃতীয় ছয় অধ্যায়ে জ্ঞান, বৈরাগ্য, কার্য্যাকার্য্য বিবেক ও সগুণ-নির্গুণ-বিচার-দ্বারা ভক্তির চরমফলত্ব নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। গীতাশাস্ত্রের এরূপ গূঢ় তাৎপর্য্যই পূর্ব্ব মহাজনগণকর্ত্তৃক প্রদর্শিত হইয়াছে। উক্ত সমস্ত উপদেশই সপ্তদশ অধ্যায়-পর্য্যন্ত সমাপ্ত হইল। তাহা শ্রবণ করত অর্জ্জুন মহাশয় পুনরায় সংক্ষেপে উপসংহাররূপ ঐ সমস্ত তত্ত্ব শুনিতে ইচ্ছা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন,—হে হৃষিকেশ ! হে কেশিসূদন ! 'সন্ন্যাস' ও 'ত্যাগের', - এই দুই শব্দের তাৎপর্য্য পৃথক্‌ভাবে শুনিতে ইছা করি ॥১॥

তাৎপর্য—

সপ্তদশ অধ্যায়ে 'তদিত্যনভিসন্ধায়ঃ ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ" (২৫ শ্লোক) এই ভগবদ্বাক্যে যে মোক্ষাকাঙ্ক্ষী শব্দের উল্লেখ

আছে, তাহা কি সন্ন্যাসিগণকে লক্ষ্য করিয়া প্রযুক্ত হইয়াছে? অথবা অন্য কাহারও উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইয়াছে? যদি সন্ন্যাসিগণকে লক্ষ্য না করিয়া অন্যকেই লক্ষ্য করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে সে লক্ষিত পাত্র কে? শ্রীভগবান্ পূর্ব্বে বলিয়াছেন, "সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্।" (১২ শঃ অঃ ১১ শ্লোক) এই বাক্য মধ্যে যে সর্ব্বকর্ম্মত্যাগিদিগের উল্লেখ রহিয়াছে, তাহাদিগের ত্যাগই বা কি? সন্ন্যাসিদিগের সন্ন্যাসই বা কাহাকে বলে? এইসকল বিষয় বিবেক সহকারে জানিবার আকাঙ্ক্ষায় এই শ্লোক অবতারিত হইয়াছে। যদি সন্ন্যাসও ত্যাগ শব্দ ভিন্নার্থবাচী হয়, তাহা হইলে তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছা করি। যদি তোমার মতে তদুভয় একার্থ হয়, তাহাও আমি জানিতে বাসনা করি। হৃষীকেশ, এই সম্বোধন দ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে যে, তুমিই আমার বুদ্ধির প্রবর্ত্তক, অতএব আমার চিত্তে এই সন্দেহ তোমারই ব্যবস্থায় জন্মিয়াছে। কেশিসূদন, এই সম্বোধনে ইহাই সূচিত হইতেছে যে, তুমি যেরূপ কেশিকে নাশ করিয়াছিলে, সেইরূপ আমারও সন্দেহ বিনাশ কর। মহাবাহো, এই সম্বোধন দ্বারা সূচিত হইতেছে যে, তুমি অতি বলশালী, আমি কিঞ্চিতমাত্র বলসম্পন্ন। এই অংশে সাম্য হেতুই তোমার সহিত আমার সখ্য সম্বন্ধ, তোমার সর্ব্বজ্ঞত্বাদি ধর্ম্মের সহিত আমার তুলনা নাই, অতএব তজ্জন্য আমাদের সখ্য ভাব নহে। এই হেতু তোমার প্রদত্ত কিঞ্চিৎ সখ্য ভাবের প্রভাবেই আমি নিঃশঙ্কিত চিত্তে তোমাকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে সমর্থ হইয়াছি ॥১॥

শ্রীভগবানুবাচ—

কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥২॥

অন্বয়—শ্রীভগবান উবাচ (শ্রীভগবান বলিলেন)—বিচক্ষণা (নিপুণ) কবয়ঃ (পণ্ডিতগণ) কাম্যানাং কর্ম্মণাং (সকাম কর্ম্মসমূহের) ন্যাসং (ত্যাগকে) সন্ন্যাসং (সন্ন্যাস বলিয়া) বিদুঃ (অবগত হন) ; সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং (নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য—সকলপ্রকার কর্ম্মের ফলত্যাগকে) ত্যাগং (ত্যাগ) প্রাহুঃ (বলিয়া থাকেন) ॥২॥

শ্রীকৃষ্ণ কহিলেন,—কাম্যকর্ম্ম স্বরূপতঃ পরিত্যাগ করিয়া নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মকে নিষ্কামরূপে অনুষ্ঠান করার নামই 'সন্ন্যাস'। নিত্য নৈমিত্তিক ও সর্ব্বপ্রকার কাম্যকর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়াও সর্ব্বকর্ম্মের ফল ত্যাগ করার নামই 'ত্যাগ'। বিচক্ষণ কবিসকল এইরূপ সন্ন্যাস ও ত্যাগের পার্থক্য বলিয়াছেন ॥২॥

তাৎপর্য্য—

এই গীতা শাস্ত্রে প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত যত তত্ত্ব কথার আলোচনা হইয়াছে, ত্যাগ ও সন্ন্যাসবিষয়ক তন্মধ্যে প্রধান। সুতরাং সন্ন্যাস কাহাকে বলে এবং ত্যাগই বা কি, ইহা সম্যক-ভাবে প্রণিধান করা সকলেরই আবশ্যক। সন্ন্যাস শব্দ ত্যাগ বাচক, অতএব সহজেই উভয় শব্দ সমার্থবাচী বলিয়া মনে হইতে পারে। এইজন্য শ্রীঅর্জ্জুন স্পষ্টরূপে এই প্রশ্নের উত্থাপন করিয়াছেন। পরম কারুণিক শ্রীভগবান এ সম্বন্ধে উপদেশ প্রদান করিয়াছেন যে কাম্য কর্ম্ম পরিত্যাগের নামই সন্ন্যাস এবং সর্ব্ব কর্ম্মের ফল ত্যাগের নামই ত্যাগ। যতকিছু

অনুষ্ঠেয় কর্ম্ম আছে তন্মধ্যে কামমূলক কর্ম্মসমূহ অর্থাৎ যে সকল কর্ম্মের মূলে ভাবী কামনা বিশেষের বীজ নিহিত আছে সেই সকল পরিত্যাগ করাই সন্ন্যাস। অনুষ্ঠেয় বিস্তর কর্ম্মই কামনামূলক। বেদাদি ধর্ম্ম শাস্ত্র কামনা বিশেষ সিদ্ধির নিমিত্ত বিশেষ বিশেষ কর্ম্মের ব্যবস্থা করিয়াছেন; সেই সকল কর্ম্মের অনুসরণ সন্ন্যাসীর পক্ষে অবিধেয়। আর ত্যাগ শব্দ দ্বারা শ্রীভগবান কোন কর্ম্মত্যাগ লক্ষ্য করেন নাই। সামান্য ও মহৎ। নিত্য ও নৈমিত্তিক, মনুষ্যের তাবৎ কর্ম্মের মূলে কামনা রহিয়াছে। সেই কামনাই তাহার উন্নতির অন্তরায়। মনুষ্য যত ইচ্ছা কার্য্য করুক, অবিচ্ছেদে নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া কলাপ সম্পাদন করিতে থাকুক, কিন্তু তজ্জনিত ফলাভিসন্ধি পরিহার করাই তাহার পক্ষে বিধেয়। এইরূপ ফল কামনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠানের নাম ত্যাগ ॥২॥

ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম্ম প্রাহুর্ম্মনীষিণঃ।
যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে ॥৩॥

অন্বয়—এতে মনীষিণঃ (সাংখ্যবাদিগণ) কর্ম্ম (যে কোন কর্ম্মই) দোষবৎ (হিংসাদি দোষযুক্ত) ইতি (এইজন্য) ত্যাজ্যং (ত্যাজ্য) প্রাহু (বলিয়া থাকেন); অপরে চ (এবং অন্য মীমাংসক পণ্ডিতগণ) যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম (যজ্ঞ, দান, তপঃ প্রভৃতি শাস্ত্রোক্ত কর্ম্ম) ন ত্যাজ্যম্ (পরিত্যাজ্য নহে) ইতি প্রাহুঃ (এইরূপ বলিয়া থাকেন) ॥৩॥

ত্যাগ-সম্বন্ধে কতকগুলি পণ্ডিত এরূপ স্থির করিয়াছেন যে, কর্ম্মকে 'দোষ' বলিয়া একেবারে পরিত্যাগ করিবে। অপর

কতকগুলি পণ্ডিত যজ্ঞ, দান ও তপঃ প্রভৃতি কর্ম্মসকলকে 'অত্যাজ্য' বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন ॥৩॥

তাৎপর্য্য—

শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিপ্রায় দ্রষ্টব্য।

নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম।
ত্যাগো হি পুরুষব্যাঘ্র ত্রিবিধঃ সংপ্রকীর্ত্তিতঃ ॥৪॥

অন্বয়—[হে] ভরতসত্তম ! (হে ভরশ্রেষ্ঠ !) তত্র ত্যাগে (সেই ত্যাগ-বিষয়ে) মে (আমার) নিশ্চয়ঃ (সিদ্ধান্তবাক্য) শৃণু (শ্রবণ কর)। [হে] পুরুষব্যাঘ্র ! (পুরুষশ্রেষ্ঠ !) হি (যেহেতু) [শাস্ত্রে] ত্যাগ ত্রিবিধঃ (ত্যাগ তিন প্রকার) সংপ্রকীর্ত্তিতঃ (সম্যগ্রূপে অভিহিত হইয়াছে) ॥৪॥

হে ভরতশ্রেষ্ঠ ! হে পুরুষব্যাঘ্র ! ত্যাগ সম্বন্ধে নিশ্চয় সিদ্ধান্ত এই যে, ত্যাগ ত্রিবিধ ॥৪॥

তাৎপর্য্য—

মূলে 'ভরত সত্তম' 'পুরুষ ব্যাঘ্র' এই দুই সম্বোধন পদেরপ্রয়োগ হইয়াছে। অর্জ্জুনের অতিশয় যোগ্যতা লক্ষ্য করিয়া অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানোপদেশ গ্রহণের উপযুক্ত পাত্রবোধে তাঁহার বংশগত শ্রেষ্ঠতা এবং দৈহিক সামর্থ্য নিমিত্ত উৎকর্ষ প্রকাশ করাই এই দুই সম্বোধন পদ প্রযুক্ত হইয়াছে।

এই শ্লোকে নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থাদির প্রতি দৃঢ় অনুরাগ সহকারে যে ত্যাগ অনুষ্ঠিত হয়, তাহাই সাত্ত্বিক ত্যাগ।

আর কায়ক্লেশাদি ভয়ে যে ত্যাগাচরণ করা হয় তাহার নাম রাজস ত্যাগ। আর মূঢ়তা বশতঃ যে ত্যাগ হইয়া থাকে তাহার নাম তামস ত্যাগ। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত ত্যাগই প্রশংসনীয় এবং অবলম্বনীয়। অর্জ্জুনকৃত প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান ত্যাগের তত্ত্ব বিশদরূপে পরিব্যক্ত করা আবশ্যক বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তজ্জন্য উল্লিখিত প্রকার সর্ব্বকর্ম্ম সন্ন্যাসের প্রসঙ্গ উত্থাপন না করিয়া সাধারণতঃ ত্যাগের প্রসঙ্গই এখানে বিবৃত করিতেছেন ॥৪॥

যজ্ঞদানতপঃ কর্ম্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণম্ ॥৫॥

অন্বয়—যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম (যজ্ঞ, দান ও তপস্যারূপ কর্ম্ম) ন ত্যাজ্যং (পরিত্যাজ্য নহে) তৎ (তাহা) কার্য্যম এব (অবশ্য কর্ত্তব্য)। [কারণ] যজ্ঞ দানং তপঃ চ (যজ্ঞ, দান ও তপস্যা) মনীষিণাং (বিচারশীলগণের) পাবনানি এব (চিত্তশুদ্ধিকারকই) ॥৫॥

যজ্ঞ, দান, তপঃ প্রভৃতি কর্ম্ম স্বরূপতঃ ত্যাজ্য নয়; সেই সকলই বুদ্ধিমান লোকের কর্ত্তব্য—কার্য্য; বদ্ধজীবের জীবন-যাত্রা-নির্ব্বাহ ও সত্ত্বসংশুদ্ধির উপায়স্বরূপ তাহাদিগকে অনুষ্ঠান করিবে ॥৫॥

তাৎপর্য্য—

(৫—১০) শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিপ্রায় দ্রষ্টব্য।

এতান্যপি তু কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্ত্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্ ॥৬॥

অন্বয়—[হে] পার্থ ! (হে অর্জ্জুন !) এতানি কর্ম্মাণি অপি তু (এই সকল কর্ম্মও কিন্তু) সঙ্গং (আসক্তি) ফলানি চ (ও ফলবাঞ্ছা) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) কর্ত্তব্যানি (অবশ্য করণীয়) ইতি (ইহাই) মে (আমার) নিশ্চিতং (স্থির) উত্তমং (উত্তম) মতম্ (মত) ॥৬॥

উত্তম সিদ্ধান্ত এই যে, ঐ সমস্ত কর্ম্ম আসক্তি ও ফল পরিত্যাগ-পূর্ব্বক কর্ত্তব্য-বোধে অনুষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। ॥৬॥

নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্ম্মণো নোপপদ্যতে।
মোহাত্তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥৭॥

অন্বয়—তু (কিন্তু) নিয়তস্য কর্ম্মণঃ (নিত্যকর্ম্মের) সন্ন্যাস (পরিত্যাগ) ন উপপদ্যতে (যুক্তিযুক্ত নহে) ; মোহাৎ (মোহের বশে) তস্য (তাহার) পরিত্যাগঃ (পরিত্যাগকে) তামসঃ (তামসিক ত্যাগ) পরিকীর্ত্তিতঃ (কথিত হয়) ॥৭॥

নিত্য-কর্ম্মের সন্ন্যাস সম্ভব নয় ; ভ্রম-সহকারে যাঁহারা নিত্যকর্ম্মের পরিত্যাগ করেন, তাঁহাদের ত্যাগই 'তামস' ত্যাগ

দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম্ম কায়ক্লেশভয়াত্ত্যজেৎ।
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ ॥৮॥

অন্বয়—[যঃ] (যে-জন) যৎ (যে নিত্যকর্ম্ম) দুঃখম্ এব (দুঃখই) ইতি [মত্বা] (ইহা মনে করিয়া) কায়ক্লেশভয়াৎ (দৈহিক কষ্টের ভয়ে) ত্যজেৎ (ত্যাগ করে) সঃ (সে-জন) রাজসং (রাজসিক) ত্যাগং কৃত্বা (ত্যাগ করিয়া) ত্যাগফলং (ত্যাগেরফল—জ্ঞান) ন লভেৎ এব (কখনও লাভ করিতে পারে না) ॥৮॥

যিনি নিত্য-কর্ম্মকে ক্লেশকর জানিয়া ভয়ের সহিত তাহা ত্যাগ করেন, তাঁহার ত্যাগই 'রাজস'-ত্যাগ হয়; তিনি ত্যাগ-ফল প্রাপ্ত হন না ॥৮॥

কার্য্যমিত্যেব যৎ কর্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জ্জুন।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলঞ্চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ ॥৯॥

অন্বয়—[হে] অর্জ্জুন ! (হে অর্জ্জুন !) সঙ্গং (আসক্তি) ফলং এব চ (ও ফলবাঞ্ছাই) ত্যক্ত্বা (ত্যাগ করিয়া) কার্য্যম্ ইতি এব (অবশ্য কর্ত্তব্য—ইহা বিচারপূর্ব্বক) যৎ (যে) নিয়তং কর্ম্ম (নিত্যকর্ম্ম) ক্রিয়তে (অনুষ্ঠিত হয়) সঃ ত্যাগঃ (সে ত্যাগই) সাত্ত্বিকঃ (সাত্ত্বিক ত্যাগ বলিয়া) [মে (আমার)] মতঃ (মত) ॥৯॥

হে অর্জ্জুন ! যিনি কর্ত্তব্যবোধে নিত্য কর্ম্ম অনুষ্ঠান করেন এবং সেই কর্ম্মের আসক্তি ও ফল পরিত্যাগ করেন; তাঁহার ত্যাগই 'সাত্ত্বিক' ॥৯॥

ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম্ম কুশলে নানুষজ্জতে।
ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয় ॥১০॥

অন্বয়—সত্ত্বসমাবিষ্টঃ (সত্ত্বগুণসম্পন্ন) মেধাবী (স্থিরবুদ্ধি) ছিন্নসংশয়ঃ (সংশয়শূন্য) ত্যাগী (সাত্ত্বিক ত্যাগী) অকুশলং কর্ম্ম (দুঃখজনক কর্ম্ম) ন দ্বেষ্টি (দ্বেষ করেন না) কুশলে (সুখজনক কর্ম্মে) ন অনুষজ্জতে (আসক্ত হন না) ॥১০॥

অকুশল কর্ম্মে বিদ্বেষ করেন না এবং কুশল কর্ম্মে আসক্ত হন না,—এরূপ মেধাবী সত্ত্বগুণ-পরিনিষ্ঠিত ব্যক্তির কোন সংশয় থাকে না।।১০॥

ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ।
যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥১১॥

অন্বয়—দেহভৃতা [দেহাত্মাভিমানী পুরুষ] অশেষতঃ [নিশেষে] কর্ম্মাণি [কর্ম্মসকল] ত্যক্তুং [পরিত্যাগ করিতে] ন শক্যং হি [সহর্থই হয় না] তু [কিন্তু] যঃ [যিনি] কর্ম্মফলত্যাগী [কর্ম্মের ফলত্যাগকারী] সঃ ত্যাগী [তিনিই ত্যাগী] ইতি অভিধীয়তে [এইরূপ কথিত হন] ॥১১॥

দেহধারী-জীবের সমস্ত-কর্ম্ম-পরিত্যাগ সম্ভব নয় ; অতএব যিনি সমস্ত-কর্ম্মফল ত্যাগী, তিনিই বাস্তবিক ত্যাগী ॥১১॥

তাৎপর্য্য—

অতঃপর কর্ম্মফলত্যাগের প্রশংসা কীর্ত্তনচ্ছলে শ্রীভগবান প্রদর্শন করিতেছেন যে, দেহধারী সাধারণ বিবেকবুদ্ধিসম্পন্ন মানবের পক্ষে কর্ম্মত্যাগ অসম্ভব ব্যাপার। এরূপ অবস্থায়

কর্ম্মফলত্যাগই প্রকৃত ত্যাগরূপে গ্রহণ করিতে হইবে। জীবনের কোন ব্যাপারেই কর্ম্ম ভিন্ন সংসিদ্ধ হইবার নহে। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বর্গ ফল লাভের নিমিত্ত কর্ম্মই মানবের একমাত্র অবলম্বনীয়। কর্ম্মত্যাগ যখন অসম্ভব কর্ম্ম সাধন ব্যতীত যখন গত্যন্তর নাই, তখন ত্যাগের প্রসঙ্গ অনাবশ্যক। এই আশঙ্কিত প্রশ্নের উত্তরে শ্রীভগবান সমালোচ্য শ্লোকে সুস্পষ্ট ভাষায় পরিব্যক্ত করিতেছেন যে কর্ম্মত্যাগ মানবের পক্ষে অসম্ভব কিন্তু কর্ম্মফলের সহিত সম্বন্ধ ত্যাগ তাহার সাধ্যাতীত নহে। ফল কামনা পরিত্যাগ করিয়া কর্ম্ম সম্পাদন করিতে কর্ম্মাধিকারী মানব অনায়াসেই সক্ষম। সেই অবস্থাই তাহার ত্যাগের অবস্থা। অতএব যে ব্যক্তি কর্ম্ম করিতে করিতেই কর্ম্মফল ত্যাগ করিতে সক্ষম হইয়াছেন তিনিই মুখ্য ত্যাগী ॥১১॥

অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ত্রিবিধং কর্ম্মণঃ ফলম্।
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্ন্যাসিনাং ক্বচিৎ ॥১২॥

অন্বয়—অত্যাগিনাং [সকাম ব্যক্তিগণের] প্রেত্য [মরণের পরে] অনিষ্টং [নারকী দশা] ইষ্টং [দেবত্ব] মিশ্রং চ [মনুষ্যতা] ইতি [এই] ত্রিবিধং [তিন প্রকার] ফলং [ফল] ভবতি [হইয়া থাকে] তু [কিন্তু] সন্ন্যাসিনাং [সন্ন্যাসীদিগের] ক্বচিৎ ন (ভবতি) [হয় না] ॥১২॥

যাঁহারা কর্ম্মফল ত্যাগ করেন নাই, পরকালে তাঁহাদের অনিষ্ট', 'ইষ্ট' ও 'মিশ্র',—এই তিনপ্রকার কর্ম্মফল ঘটিয়া থাকে ; কিন্তু সন্ন্যাসীদিগের ফল ভোগ করিতে হয় না ॥১২॥

তাৎপর্য্য—

পূর্ব্ব শ্লোকে কর্ম্ম ফলত্যাগীকেই প্রকৃত ত্যাগী নামে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এখন সেই ফলত্যাগের কিরূপ পরিণাম উপস্থিত হইয়া থাকে তাহাই কীর্ত্তিত হইতেছে।

কর্ম্মের ফল ত্রিবিধ ; নরকাদি ফল অনিষ্ট, স্বর্গাদি ফল ইষ্ট এবং অনিষ্ট মিশ্রিত পত্র। পশু অন্নাদি ফল মিশ্র। যাহাদিগের হৃদয় হইতে মমত্ব, কর্ত্তৃত্ব এবং ফলাভিসন্ধি দূর হয় নাই, সেই অত্যাগিদিগের কর্ম্মানুষ্ঠানে উল্লিখিত তিনপ্রকার ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু সন্ন্যাসিদিগের কখনই এরূপ হয় না। অতএব ইহাই সিদ্ধ হইতেছে যে স্বকর্ম্ম হইতে নিজের কর্ত্তৃত্বাদি অভিমান পরিহার করাই যথার্থ সন্ন্যাস। তাহাই ত্যাগ নামে অভিহিত। এই জন্যই মানবের কর্ম্ম সাধন কালে ফল ত্যাগ এবং কর্ম্মজনিত পুণ্যাদি শ্রীভগবচ্চরণে সমর্পন করিবার অভ্যাস করা উচিত ॥১২॥

পঞ্চৈতানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে।
সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্ব্বকর্ম্মণাম্ ॥১৩॥

অন্বয়—(হে) মহাবাহো ! [হে মহাবলশালিন] সাংখ্যে [বেদান্ত শাস্ত্রে] কৃতান্তে [কর্ম্মবিষয়ক সিদ্ধান্তে] প্রোক্তানি [কথিত] সর্ব্বকর্ম্মণাম্ [সকল কর্ম্মের] সিদ্ধয়ে [সিদ্ধির প্রতি] এতানি [এই] পঞ্চ [পাঁচটি] *কারণানি [কারণ] মে [আমার নিকট] নিবোধ [শ্রবণ কর]* ॥১৩॥

হে মহাবাহো ! বেদান্তশাস্ত্রের সিদ্ধান্তে কর্ম্মসকলের সিদ্ধির উদ্দেশ্যে পাঁচটি কারণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা বলি, শুন ॥১৩॥

তাৎপর্য্য—

অতঃপর শ্লোকপঞ্চকে শ্রীভগবান ইহাই প্রদর্শন করিতেছেন যে, নিরহঙ্কারী সঙ্গশূন্য ব্যক্তিগণের কর্ম্মত্যাগ সম্ভব নহে। কর্ম্মত্যাগ না করিয়াও কর্ম্মফলত্যাগ আপাততঃ অসম্ভব মনে হইতে পারে। এরূপ আশঙ্কা তিরোহিত করিবার নিমিত্ত উপর্যুপরি কয়েকটী শ্লোক অবতারিত হইতেছে ॥১৩॥

অধিষ্ঠানং তথা কর্ত্তা করণঞ্চ পৃথগ্বিধম্।
বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবঞ্চৈবাত্র পঞ্চমম্ ॥১৪॥

অন্বয়—অধিষ্ঠানং (দেহ) তথা কর্ত্তা (এবং চিৎ ও জড়ের সংযোজক অহঙ্কার) পৃথগ্বিধম্ (বিবিধ) করণং চ (চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়) বিবিধাঃ (নানা-প্রকার পৃথক্ (অথচ বিভিন্ন) চেষ্টা (দৈহিক ব্যাপারে) অত্র চ (এবং ইহাদের মধ্যে) পঞ্চম্ (পঞ্চমস্থানীয়) দৈবং এব (অন্তর্য্যামীই) ॥১৪॥

অধিষ্ঠান অর্থাৎ দেহ কর্ত্তা অর্থাৎ চিজ্জড়গ্রন্থিরূপ অহঙ্কার, বিভিন্ন করণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সকল, বহুবিধ চেষ্টা ও দৈব অর্থাৎ জগদ্ব্যাপার-নিয়ামকের সহায়তা,—এই পাঁচটি কারণ ; এই পাঁচটি কারণ ব্যতীত কোন কর্ম্মই অনুষ্ঠিত হয় না ॥১৪॥

তাৎপর্য্য—

জীব যাহাতে অধিষ্ঠান করে তাহারই নাম শরীর। জীবই কর্ত্তা, করণ অর্থাৎ মন সহ শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় সমূহ, ইহারা পৃথগ্বিধ, অর্থাৎ কর্ম্ম নিষ্পত্তির নিমিত্ত স্বতন্ত্র ব্যাপার

বিশিষ্ট। বিবিধ পৃথক্ চেষ্টা অর্থাৎ প্রাণ অপানাদির বিবিধ ব্যাপার। দৈব অর্থাৎ সর্ব্বারাধ্য পরব্রহ্ম পঞ্চম কারণ, যেহেতু সর্ব্ব কর্ম্ম সম্পাদন বিষয়ে তিনিই হেতু, অর্থাৎ কর্ম্ম নিষ্পত্তি সম্বন্ধে অন্তর্য্যামী শ্রীহরিই মুখ্য হেতু স্বরূপ। সেই ইন্দ্রিয় প্রাণ এবং জীব উপকরণ বিশিষ্ট শ্রীহরি কর্ম্মপ্রবর্ত্তক, ইহা যাঁহারা নিশ্চয়রূপে অবধারণ করিয়াছেন, কর্ম্ম তাহাদিগের বন্ধনের হেতুভূত নহে। কারণ তাঁহারা কর্ম্ম এবং তৎফলে স্পৃহা-বিরহিত হইয়া থাকেন ॥১৪॥

শরীরবাঙ্মনোভির্যৎ কর্ম্ম প্রারভতে নরঃ।
ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ ॥১৫॥

অন্বয়—নরঃ (মনুষ্য) শরীরবাঙ্মনোভিঃ (কায়, মনঃ ও বাক্যদ্বারা) ন্যায্যং (ন্যায্য) বিপরীতং বা (অথবা অন্যায্য) যৎ কর্ম্ম (যে-কর্ম্ম) প্রারভতে (অনুষ্ঠান করে) এতে (এই) পঞ্চ (পাঁচটি) তস্য (তাহার) হেতবঃ (কারণ) ॥১৫॥

মনুষ্য শরীর বাক্য ও মনোদ্বারা যে-কার্য্যই করিয়া থাকে, তাহা ন্যায্যই হউক বা অন্যায্যই হউক, উক্ত পঞ্চবিধ কারণ-দ্বারা সাধ্য হয় ॥১৫॥

তাৎপর্য—

(১৫—১৬ শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিপ্রায় দ্রষ্টব্য।)

তত্রৈবং সতি কর্ত্তারমাত্মানং কেবলন্তু যঃ।
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্ম্মতিঃ ॥১৬॥

অন্বয়—এবং (এইরূপ) সতি (অবস্থায়) তত্র (সেই কর্ম্ম বিষয়ে) যঃ (যে ব্যক্তি) তু (কিন্তু) কেবলং (কেবল) আত্মানং (জীবকেই) কর্ত্তারং (কর্ত্তা বলিয়া) পশ্যতি (দর্শন করে) সঃ (সে) অকৃতবুদ্ধিত্বাৎ (অসংস্কৃত-বুদ্ধিবশতঃ) দুর্ম্মতি (দুর্ব্বুদ্ধি মানব) ন পশ্যতি (যথার্থ দেখিতেই পায় না) ॥১৬॥

এ-স্থলে যিনি কেবল আপনাকেই 'কর্ত্তা' মনে করেন, তিনি—অকৃতবুদ্ধি, অতএব দুর্ম্মতি ; তিনি যথার্থ দেখিতে পান না ॥১৬॥

যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ন হন্তি ন নিবধ্যতে ॥১৭॥

অন্বয়—যস্য (যাঁহার) অহংকৃতঃ (অহং-বুদ্ধিজাত) ভাবঃ (মনোভাব) ন (নাই) যস্য (যাঁহার) বুদ্ধিঃ (বুদ্ধি) [কর্ম্মফলস্পৃহায়] ন লিপ্যতে (লিপ্ত হয় না) সঃ (তিনি) ইমান্ (এই সমস্ত) লোকান্ (মনুষ্যকে) হত্বা অপি (হত্যা করিয়াও) ন হন্তি (হত্যা করেন না) ন নিবধ্যতে (এবং কর্ম্মফলে নিবদ্ধ হন না) ॥১৭॥

হে অর্জ্জুন ! তোমার যে বুদ্ধিবিষয়ে মোহ হইয়াছিল, তাহা কেবল অহঙ্কৃত ভাব হইতে উদিত ; উক্ত পাঁচটি কারণকে সকল কর্ম্মের কারক বলিয়া জানিলে আর তোমার সে-মোহ হইতে পারিত না। অতএব যাঁহার বুদ্ধি অহঙ্কৃতভাবে লিপ্ত হয় না, তিনি সমস্ত লোককে হনন করিয়াও কাহাকেও হনন করেন না এবং হনন কর্ম্মফলে আবদ্ধ হন না ॥১৭॥

তাৎপর্য্য—

এতদ্বারা ইহাই উপপন্ন হইতেছে যে, যিনি আত্মাকে পরমার্থতঃ অকর্ত্তৃরূপে ভাবনা করেন, তাঁহা কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত কর্ম্ম কখনও অপরমার্থ নিজফল দান করে না। অর্থাৎ পরমার্থদর্শী কর্ম্মিগণের কর্ত্তৃত্বাভিমান রাহিত্য হেতু কোনই কর্ম্মফল ঘটে না। কিন্তু যাহারা ফলাভিসন্ধিযুক্ত অপরমার্থদর্শী, তাহারাই ফলপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। সর্পরূপে অবস্থিত রজ্জুকে রজ্জু জানিয়াও যদি প্রহার করা যায় তাহা হইলে সে রজ্জু কদাপি ফনা বিস্তার করিয়া দংশন করিতে আইসে না। কিন্তু প্রকৃত সর্পকে সেরূপ আঘাত করিলে সে নিশ্চয়ই কুপিত হইয়া দংশন করিতে আসে। এই দৃষ্টান্ত-দ্বারা ইহাই প্রতীত হইতেছে যে, কর্ম্ম ফলপ্রসূ নহে। এইরূপ স্থির বিশ্বাস সহকারে তাহার অনুষ্ঠান করিলে কোনরূপ ফলোপলেপ ঘটে না; কিন্তু তাহা ফলপ্রদ বুঝিয়া অনুসরণ করিলে তজ্জন্য বন্ধন অবশ্যম্ভাবী ॥১৭॥

জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্ম্মচোদনা।
করণং কর্ম্ম কর্ত্তেতি ত্রিবিধঃ কর্ম্মসংগ্রহঃ ॥১৮॥

অন্বয়—জ্ঞানং (জ্ঞান) জ্ঞেয়ং (জ্ঞাতব্য বস্তু) পরিজ্ঞাতা (ও যিনি জানেন) [ইতি (এই)] ত্রিবিধা (তিন প্রকার) কর্ম্মচোদনা (কর্ম্মপ্রবৃত্তির কারণ); করণং (সাধন) কর্ম্ম (ক্রিয়ার ইপ্সিত বিষয়) কর্ত্তা (অনুষ্ঠানকারী) ইতি (এই) ত্রিবিধঃ (তিন প্রকার) কর্ম্মসংগ্রহঃ (কার্য্যের আশ্রয়) ॥১৮॥

'জ্ঞান', 'জ্ঞেয়' ও 'পরিজ্ঞাতা' এই তিনটি—কর্ম্মচোদনা (কর্ম্মপ্রেরণা কর্ম্মপ্রবৃত্তি) ; এবং করণ, কর্ম্ম ও কর্ত্তা, এই তিনটি—কর্ম্মসংগ্রহ। মানব-কর্তৃক যে-কর্ম্মই কৃত হউক, তাহাতে দুইটি অবস্থা আছে অর্থাৎ চোদনা (প্রেরণা) ও সংগ্রহ। কর্ম্ম কৃত হইবার পূর্ব্বে যে বিধি অবলম্বিত হয়, তাহার নামই 'চোদনা'; চোদনা-শব্দের অর্থ—'প্রেরণা'। প্রেরণাই কর্ম্মের সূক্ষ্মাংশ, অর্থাৎ কর্ম্মের স্থূল-সত্তা-প্রাপ্তির পূর্ব্বে যে বৈজ্ঞানিক-সত্তা থাকে, তাহাই 'প্রেরণা'। ক্রিয়ার পূর্ব্ব অবস্থায় তাহা 'কর্ম্ম করণের জ্ঞান', 'কর্ম্মের স্বরূপগত জ্ঞেয়ত্ব' ও 'কর্ম্মকর্ত্তার পরিজ্ঞাতৃত্ব'—এই তিন ভাগে বিভক্ত হয়। ক্রিয়া গত অবস্থার স্থূল-আকারে, কর্ম্মের করণত্ব, স্বরূপ ও কর্তৃত্ব,—এই তিনটি বিভাগ ॥১৮॥

তাৎপর্য্য—

শ্রীভগবানের অভিপ্রায় আলোচনা করিয়া ইহাই উপলব্ধি হইতেছে যে, জ্ঞানিদিগের পক্ষে সাত্ত্বিক ত্যাগরূপ সন্ন্যাসই অবলম্বনীয়। আর ভক্তবৃন্দের পক্ষে স্বরূপতঃ কর্ম্মযোগের পরিহারই বিধেয়। শ্রীভগবান্ ভাগবতের ১১শ স্কন্ধে স্বয়ং বলিয়াছেন, আজ্ঞায়ৈব গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্। ধর্ম্মান্ সংত্যাজ্য য সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ॥" (ভাঃ ১১শ স্কন্ধ ১১ অধ্যায় ৩২ শ্লোক) ইহার ভাবার্থ এই যে, আমা কর্ত্তৃক বেদরূপে নির্দ্দিষ্ট স্বধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া এবং ধর্ম্মাধর্ম্মের গুণদোষ সম্যকরূপে বিচার করিয়া যে ব্যক্তি আমাকে ভজনা করে, হে উদ্ধব! তিনি সত্তম। এই শ্লোকো-পলক্ষে পূজ্যপাদ শ্রীধর স্বামীর টীকা উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহার ভাবার্থ যথা ; মৎ কর্ত্তৃক বেদরূপে আদিষ্ট স্বধর্ম্ম

সমূহ পরিত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি আমার ভজনা করে সে ব্যক্তিও পূর্ব্বোক্ত (পূর্ব্ব শ্লোকে যে কতিপয় জ্ঞানী ব্যক্তির শ্রেণী নির্দ্দেশ করিয়াছেন) সত্তম। অজ্ঞান প্রযুক্ত বা নাস্তিক্য হেতু বেদবিহিত স্বধর্ম্ম পরিহার করিলে কি সত্তমরূপে পরিগণিত হইবেন? উত্তর স্বরূপে কথিত হইতেছে যে, না। 'ধর্ম্মাচরণ বিষয়ে সত্ত্বশুদ্ধ্যাদি গুণসমূহ এবং বিরোধী দোষসমূহের বৃত্তান্ত যথাযথরূপে পরিজ্ঞাত হইয়া অন্যান্য কর্ম্ম আমার ধ্যানের বিক্ষেপক বুঝিয়া এবং কেবল মদ্ভক্তির-দ্বারা সকলই সিদ্ধ হইবে এইরূপ দৃঢ়নিশ্চয় করিয়া স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে সত্তম নামে অভিহিত হইবেন।' এস্থলে ধর্ম্ম অর্থাৎ ধর্ম্মফল সমূহ পরিত্যাগ করিয়া এইরূপ অভিপ্রায় লক্ষিত বলিয়া বুঝিতে হইবে। এরূপস্থলে ধর্ম্মফল ত্যাগে কোনই প্রত্যবায় ঘটিতে পারে না, ইহাই অবধারণ করিতে হইবে। ভগবদ্বাক্য এবং তদ্ব্যাখ্যাতৃগণের এইরূপ অভিপ্রায়। যেহেতু জ্ঞান নিশ্চয়ই চিত্তশুদ্ধির অপেক্ষা করে, অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত জ্ঞানলাভের কোনই সম্ভাবনা নাই। নিষ্কাম কর্ম্মদ্বারা চিত্তশুদ্ধি ঘটিয়া থাকে, এবং তাহার তারতম্য অনুসারে জ্ঞানোদয়েরও তারতম্য উপস্থিত হয়, ইহার অন্যথা নাই। অতএব সম্যক জ্ঞানোদয় নিমিত্ত সন্ন্যাসিদিগেরও নিষ্কাম কর্ম্মসাধন একান্ত কর্ত্তব্য। কর্ম্মদ্বারা সম্যক চিত্তশুদ্ধি সংঘটিত হইলে তাঁহাদিগের আর কর্ম্মের আবশ্যক নাই। পূর্ব্বে শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, "আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে। যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে॥" (৬ষ্ঠ অধ্যায় ৩য়

শ্লোক) অপি চ, "যত্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ। (৩য় অধ্যায় ১৭ শ্লোক) কিন্তু ভক্তির ভাব অন্যরূপ, তাহা পরম স্বতন্ত্রা, মহাপ্রবলা ; তাহা চিত্তশুদ্ধির অপেক্ষা করে না। মধুময় শ্রীবৃন্দাবনে যে মধুর রাসলীলার অনুষ্ঠান করিয়া শ্রীভগবান বসুন্ধরাকে ধন্য করিয়াছেন, তদ্বিবরণে উপসংহার কালে শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত হইয়াছে যে, "বিক্রীড়িতং ব্রজবধূ-ভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদনুবর্ণয়েৎ যঃ। ভক্তি পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ ॥" (শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ ৩৩ অধ্যায়) ইহার ভাবার্থ এই যে, ব্রজঙ্গনাগণ সহ সহ শ্রীভগবানের এই ক্রীড়ালীলা যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া নিরন্তর শ্রবণ ও বর্ণন করেন ; তিনি শ্রীহরির প্রতি ঐকান্তিকী ভক্তিলাভ করিয়া শীঘ্রই বাসন জনিত পাপতাপাদি হৃদ্রোগ হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকেন। পবিত্র ভাগবত গ্রন্থের এই শ্লোক আলোচনা করিলে ইহাই উপলব্ধ হয় যে, যাহারা পাপতাপাদিরূপ হৃদ্‌রোগে পরিক্লিষ্ট তাদৃশ অধিকারিগণের হৃদয় নির্ম্মল করিতে থাকে এবং তদ্দ্বারা কামাদি তিরোহিত হইয়া যায়। এই অভিপ্রায়ে অনুকূল শ্লোকান্তর উদ্ধৃত হইতেছে, "প্রবিষ্টঃ কর্ণরন্ধ্রেণ স্বানাং ভাবসরোরুহং। ধুনোতি শমলং কৃষ্ণঃ সলিলস্য যথা শরৎ ॥" (ভাগবত) অর্থাৎ শ্রীহরির সুপবিত্র নাম কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করিলে হৃদয় সরোরুহের ভাব সমূহ পরম কারুণিক শ্রীকৃষ্ণ সুপরিস্কৃত করিয়া দেন ; শরৎকালাগমে সলিলরাশি যেরূপ নির্ম্মল হইয়া থাকে, শ্রীভগবানের কৃপায় তদীয় নামপ্রভাবে মানবের হৃৎপদ্মও

সেইরূপ সুনির্ম্মল হয়। এতাবতা ইহাই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, যদি কেবলমাত্র ভক্তির দ্বারাই চিত্তসংশুদ্ধি জন্মে তাহা হইলে ভক্তগণ কেন অনর্থক কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইবে। এখন প্রকৃত তত্ত্ব কথিত হইতেছে। অভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত যে যে সাধনা মনুষ্যঅবলম্বন করিয়া থাকে, ভক্তির তুলনায় তৎসমস্ত অতি অকিঞ্চিৎকর। হৃদয়ে ভক্তিকণার আবির্ভাব হইলে ক্রমশঃ পাপ-তাপ তিরোহিত হইয়া যায়, এবং মনুষ্য চিত্তশুদ্ধ্যাদিরূপ পরম সুখময় অবস্থা স্বতঃ প্রাপ্ত হয়। সুতরাং যে ভাগ্যবানের হৃদয়ে দেবদুর্লভ ভক্তির সঞ্চার হইয়াছে, তাহার কঠোর কর্ম্ম-সাধনাদিরূপ অনুষ্ঠান পরম্পরা অবলম্বন করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। অতঃপর প্রকৃত প্রস্তাবের অনুসরণ করা হইতেছে। দেহাদ্যাতিরিক্ত আত্ম-বিষয়ক জ্ঞানই জ্ঞান নহে, আর কেবল আত্মতত্ত্বই জ্ঞেয় নহে, এবং কেবল তাদৃশ জ্ঞানের আশ্রয়ীই জ্ঞানী নহেন। কিন্তু এই তিনের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। তদ্বিষয়ক পরিজ্ঞানও সন্ন্যাসিগণের বিশেষ আবশ্যক, এবং সেই জন্যই এই শ্লোক অবতারিত হইয়াছে। উপসংহারে কথিত হইয়াছে যে জ্ঞানত্ব, জ্ঞেয়ত্ব এবং জ্ঞাতৃত্ব এই তিনই নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানমূলক ॥১৮॥

জ্ঞানং কর্ম্ম চ কর্ত্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ।
প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবচ্ছৃণু তান্যপি ॥১৯॥

অন্বয়—গুণসংখ্যানে (সাংখ্যশাস্ত্রে) জ্ঞানং কর্ম্ম চ কর্ত্তা চ (জ্ঞান, কর্ম্ম ও কর্ত্তা) [ইহারা প্রত্যেকে] গুণভেদতঃ (সাত্ত্বিকাদি গুণভেদবশতঃ) ত্রিধা এব (তিন প্রকারই) প্রোচ্যতে (কথিত হইয়াছে) ; তানি অপি (সেই সমস্তও) যথাবৎ (যথাযথ) শৃণু (শ্রবণ কর) ॥১৯॥

সত্ত্ব, রজঃ ও তমো-গুণ ভেদে এবম্ভুত জ্ঞান, কর্ম্ম ও কর্ত্তার ত্রিবিধত্ব বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥১৯॥

তাৎপর্য্য—

(১৯—২১) শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিপ্রায় দ্রষ্টব্য।

সর্ব্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্ ॥২০॥

অন্বয়—যেন (যে-জ্ঞানদ্বারা) বিভক্তেষু (পরস্পর পৃথক্) সর্ব্বভূতেষু (সর্ব্বপ্রাণীমধ্যে) একং (এক) অবিভক্তং (অখণ্ড) অব্যয়ং (নির্ব্বিকার) ভাবং (পরমাত্মতত্ত্ব) ঈক্ষতে (দর্শন করা যায়) তৎ (সেই) জ্ঞানং (জ্ঞানকে) সাত্ত্বিকং (সাত্ত্বিক বলিয়া) বিদ্ধি (জানিও) ॥২০॥

এক জীবাত্মাই নানাবিধ ফলভোগের জন্য ক্রমে মনুষ্যাদি সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান ; নশ্বরবস্তু-মধ্যে থাকিয়াও তিনি অনশ্বর এবং অনেক জীব পরস্পর বিভিন্ন হইয়াও চিজ্জাতীয়ত্বে একরূপ। এইরূপ জ্ঞানকেই 'সাত্ত্বিক' জ্ঞান বলা যায় ॥২০॥

পৃথক্ত্বেন তু যজ্জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্বিধান্।
বেত্তি সর্ব্বেষু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্ ॥২১॥

অন্বয়—তু [কিন্তু] যৎ জ্ঞানং [যে জ্ঞান] সর্ব্বেষু ভূতেষু [সর্ব্বপ্রাণী-মধ্যে] পৃথক্ত্বেন [পৃথকত্বভাবে] পৃথগ্বিধান্ [পৃথক্ পৃথক্ প্রকার-বিশিষ্ট] নানাভাবান্ [বহু পৃথক্ সত্তা] বেত্তি [উপলব্ধি করে] তৎ [তাহাকে] রাজসং [রাজসিক জ্ঞান বলিয়া] বিদ্ধি [জানিও] ॥২১॥

সর্ব্বভূতে অর্থাৎ মনুষ্য-তির্য্যগাদি-যোনিতে যে-সকল জীব আছেন তাঁহারাই পৃথগ্জাতীয় জীব ; তাঁহাদের স্বরূপ-ভাব—পৃথগ্বিধ। ঐরূপ জ্ঞানই 'রাজসিক' ॥২১॥

যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্য্যে সক্তমহৈতুকম্।
অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥২২॥

অন্বয়—যৎ তু (আর যে জ্ঞান) একস্মিন্ কার্য্যে (কোন খণ্ড বিষয়ে) কৃৎস্নবৎ (পূর্ণসদৃশ) সক্তম (আকৃষ্ট) অহৈতুকম (হেতুশূন্য) অতত্ত্বার্থবৎ (তাত্ত্বিকজ্ঞানহীন) অল্পং চ (ক্ষুদ্র বা হেয়) তৎ (তাহা) তামসং (তামসিক জ্ঞান বলিয়া) উদাহৃতম্ (কথিত হয়) ॥২২॥

স্নান ভোজন ইত্যাদি ব্যাপারকে বৃহৎ কার্য্য মনে করিয়া যিনি তাহাতে আসক্ত হন, তাঁহার জ্ঞান অল্প ও তামস ; যেহেতু সেই জ্ঞান অযথাভূত হইয়াও অহৈতুক অর্থাৎ ঔৎপত্তিক বলিয়া প্রতিভাত হয় ; তাহাতে তত্ত্বরূপ কোন অর্থ-লাভ হয় না। সিদ্ধান্ত এই যে, দেহাদির অতিরিক্ত তৎপদার্থ-জ্ঞানকে 'সাত্ত্বিক' জ্ঞান বলে ; নানাবাদ-প্রতিবাদক ন্যায়াদিশাস্ত্রজ্ঞানই 'রাজস' জ্ঞান এবং স্নান-ভোজনাদি ব্যবহারিক জ্ঞানই 'তামস' জ্ঞান ॥২২॥

তাৎপর্য্য—

অতঃপর তামস জ্ঞানের বিষয় বিবৃত হইতেছে।

শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন জনিত যে জ্ঞান তাহাই হৈতুক ; কিন্তু যে জ্ঞান স্বাভাবিক অর্থাৎ শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন দ্বারা সঞ্জাত নহে, তাহাই অহৈতুক। এইরূপ অহৈতুক জ্ঞান প্রভাবে মনুষ্য স্থান, ভোজন এবং রমনীসঙ্গজনিত আনন্দাদি প্রসঙ্গে যে-রূপ আসক্ত হইয়া থাকে দৈহিক যজ্ঞ দানাদি ক্রিয়াকাণ্ডে তাদৃশ আসক্ত কখনই হয় না তাহারা অবলম্বিত অকিঞ্চিৎকর। কার্য্যকে সম্পূর্ণ বলিয়া মনে করে এবং বিশ্বাস করে যে, তদপেক্ষা বেশী আর কিছুই নাই। এইজন্য তাহাদিগের অবলম্বিত কার্য্য তত্ত্বরূপ অর্থ বিহীন। তাদৃশ কার্য্য অল্প অর্থাৎ তুচ্ছ। কারণ পশুদিগের সহিত তাহা সমান। ইহার ভাবার্থ এই যে, পশুরাও আহার, নিদ্রা, ভয় মৈথুন, এই সকল প্রবৃত্তির অধীন হইয়া জীবন পাত করে। যে জ্ঞান প্রভাবে মনুষ্যেরা তাদৃশ কার্য্যমাত্র অবলম্বন করে, তাহাদিগের অনুষ্ঠান যে অতি তুচ্ছ একথা বলাই বাহুল্য। এরূপ লৌকিক স্নান ভোজনাদি বিষয়ক যে জ্ঞান তাহাই তামস জ্ঞান ॥২২॥

নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্ ।
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম্ম যত্তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে ॥২৩॥

অন্বয়—যৎ কর্ম্ম (যে-কর্ম্ম) নিয়তম্ (নিত্য) অফলপ্রেপ্সুনা (অফলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি-কর্ত্তৃক) সঙ্গরহিতম্ (আসক্তিহীনতাপূর্ব্বক) অরাগ-

দ্বেষতঃ (প্রীতি বা দ্বেষশূন্য হইয়া) কৃতং (অনুষ্ঠিত হয়) তৎ (তাহা) সাত্ত্বিকম্ (সাত্ত্বিক কর্ম্ম বলিয়া) উচ্যতে (অভিহিত হয়) ॥২৩

রাগদ্বেষরহিত, সঙ্গশূন্য, নিষ্কাম নিত্যকর্ম্মই 'সাত্ত্বিক' কর্ম্ম ॥২৩॥

তাৎপর্য্য—

শ্রীভগবদর্চ্চন বুদ্ধির বশবর্ত্তী ফল কামনা বিরহিত ব্যক্তি কর্ত্তৃক যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় তাহাই সাত্ত্বিক ॥২৩॥

যত্তু কামেপ্সুনা কর্ম্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহৃতম্ ॥২৪॥

অন্বয়—পুনঃ (আর) কামেপ্সুনা (ফলাকাঙ্ক্ষী) সাহঙ্কারেণ বা (অথবা অহঙ্কারী ব্যক্তিকর্ত্তৃক) বহুলায়াসং (অতিকষ্টকর) যৎ তু কর্ম্ম (কিন্তু যে কর্ম্ম) ক্রিয়তে (কৃত হয়) তৎ (তাহা) রাজসম্ (রাজসিক কর্ম্ম বলিয়া) উদাহৃতম্ (কথিত হয়) ॥২৪॥

ফলকামনা ও কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশের সহিত অতিশয় আয়াসসিদ্ধ কর্ম্মই 'রাজস' কর্ম্ম ॥২৪॥

তাৎপর্য্য—

অতঃপর রাজস কর্ম্মের বিবরণ কথিত হইতেছে। সাত্ত্বিক কর্ম্মের সহিত পার্থক্য প্রদর্শনার্থ মূলে 'তু' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে। সাত্ত্বিক কর্ম্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের নিমিত্ত কথিত হইয়াছে যে অফল প্রেপ্সু ব্যক্তি কর্ত্তৃক তাহা অনুষ্ঠিত

হইয়া থাকে। এস্থলে তাহারই সহিত ব্যতিক্রম প্রদর্শনের নিমিত্ত কামেপ্সু অর্থাৎ বাসনা বা ফল বিশেষ অভিলাষী ব্যক্তি কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত কার্য্য লক্ষিত হইতেছে। ২৪॥

অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষম্।
মোহাদারভ্যতে কর্ম্ম যত্তত্তামসমুচ্যতে ॥২৫॥

অন্বয়—যৎ কর্ম্ম (যে-কর্ম্ম) অনুবন্ধং (পরিণাম) ক্ষয়ং (ক্ষয়) হিংসাং (হিংসা) পৌরুষং চ (ও স্বীয় সামর্থ্য) অনপেক্ষ্য (পর্য্যালোচনা না করিয়া) মোহাৎ (মোহবশতঃ) আরভ্যতে (আরম্ভ করা হয়) তৎ (তাহাকে) তামসম্ (তামসিক কর্ম্ম) উচ্যতে (বলা হয়) ॥২৫॥

ভাবী ক্লেশ, ধর্ম্মজ্ঞানাদির অপচয় ও পরপীড়ন, এই সমুদায় আলোচনা না করিয়া মোহ-বশতঃ কেবল ব্যবহারিক পৌরুষ-কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে সেই কর্ম্মকে তামস' কর্ম্ম বলা যায় ॥২৫॥

তাৎপর্য্য—

এক্ষণে তামস কর্ম্মের বিবরণ কথিত হইতেছে। কেবল অবিবেকিতা সহকারে মোহ প্রযুক্ত তামসিক কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। অনুবন্ধ পশ্চাৎভাবি শুভাশুভ ; ক্ষয় অর্থাৎ দৈহিক সামর্থ অর্থ বা সৈন্য বলাদি নাশ ; হিংসা অর্থাৎ প্রাণি-পীড়া এবং পৌরুষ অর্থাৎ নিজ ক্ষমতার দ্বারা কর্ম্মসম্পাদিত হইবে কি না ইহা বিবেচনা না করিয়া কেবল অবিবেকতা সহকারে যে কর্ম্ম আরব্ধ হয় তাহাই তামস কর্ম্ম। মহাভারতীয়

কুরুক্ষেত্র সমরে দুর্য্যোধনের অনুষ্ঠান এইরূপ তামস বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে ॥২৫॥

মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্ব্বিকারঃ কর্ত্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে॥২৬॥

অন্বয়—মুক্তসঙ্গঃ (ত্যক্তাভিনিবেশ) অনহংবাদী (গর্ব্বোক্তিরহিত) ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ (ধৈর্য্য ও উৎসাহযুক্ত) সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ (কার্য্যফলের সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে) নির্ব্বিকারঃ (অবিকৃতচিত্ত) কর্ত্তা (কর্ত্তাকে) সাত্ত্বিকঃ (সাত্ত্বিক) উচ্যতে (বলে) ॥২৬॥

মুক্তসঙ্গ, অহংকারশূন্য ধৃতি ও উৎসাহযুক্ত এবং সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে নির্ব্বিকার,—এরূপ কর্ত্তাই 'সাত্ত্বিক' ॥২৬॥

তাৎপর্য—

শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিপ্রায় দ্রষ্টব্য।

রাগী কর্ম্মফলপ্রেপ্সুর্লুব্ধো হিংসাত্মকোঽশুচিঃ।
হর্ষশোকান্বিতঃ কর্ত্তা রাজসঃ পরিকীর্ত্তিতঃ ॥২৭॥

অন্বয়—রাগী (আসক্তিযুক্ত) কর্ম্মফলপ্রেপ্সুঃ (কর্ম্মফলকামী) লুব্ধঃ (পরস্বাভিলাষী) হিংসাত্মকঃ (হিংস্রস্বভাব) অশুচিঃ (বিহিতশৌচ-শূন্য) হর্ষশোকান্বিতঃ (আনন্দ ও বিষাদযুক্ত) কর্ত্তা (কর্ত্তাকে) রাজসঃ (রাজসিক কর্ত্তা) পরিকীর্ত্তিতঃ (বলা হয়) ॥২৭॥

কর্ম্মাসক্ত, কর্ম্মফললুব্ধ, বিষয়াসক্ত, হিংসাপ্রিয়, অশুচি, হর্ষশোকাদির বশীভূত যে-কর্ত্তা, সে-ই 'রাজস-কর্ত্তা' ॥২৭॥

তাৎপর্য্য—

প্রসঙ্গতঃ এস্থলে বলা আবশ্যক যে, রাগ শব্দে সাধারণতঃ ক্রোধ বুঝায়। এই গীতা গ্রন্থে বহু স্থলে এই শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে, কিন্তু কোথাও ইহা সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয় না। রন্‌জ্‌ ধাতু হইতে রাগ শব্দ উৎপত্তি। অনুরাগ শব্দে রাগ যে অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে তাহাই এই শব্দের প্রকৃত অর্থ ॥২৭॥

অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈষ্কৃতিকোঽলসঃ।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্ত্তা তামস উচ্যতে ॥২৮॥

অন্বয়—অযুক্তঃ (অস্থিরচিত্ত) প্রাকৃতঃ (বিবেকশূন্য) স্তব্ধঃ (অনম্র) শঠঃ (ধূর্ত্ত) নৈষ্কৃতিক (পরের অপমানকারী) অলসঃ (অলস) বিষাদী (অবসাদযুক্ত) দীর্ঘসূত্রী চ (ও দীর্ঘসূত্রী) কর্ত্তা (কর্ত্তাকে) তামসঃ (তামসিক কর্ত্তা) উচ্যতে (বলে) ॥২৮॥

অনুচিতকার্য্যপ্রিয়, জড়চেষ্টাযুক্ত, স্তব্ধ, শঠ, পরের অপমানকার্য্যে রত, অলস, সর্ব্বদা বিষাদযুক্ত দীর্ঘসূত্রী যে-কর্ত্তা, সে ই 'তামস কর্ত্তা ॥২৮॥

তাৎপর্য্য—

এক্ষণে তামস কর্ত্তার বিবরণ বিন্যস্ত হইয়াছে। কতকগুলি বিশেষ বিশেষ লক্ষণ দ্বারা তামস কর্ত্তার নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। যে ব্যক্তি ধর্ম্মবিহীন অর্থাৎ ধর্ম্মবুদ্ধির বশবর্ত্তী

হইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না, যে ব্যক্তির বুদ্ধি সৎসঙ্গ সৎশাস্ত্র প্রভৃতির আলোচনা দ্বারা পরিমার্জ্জিত ও নির্ম্মল হয় নাই, যে ব্যক্তি অহংকার প্রভাবে ও কর্ত্তব্য জ্ঞানের অভাবে, সম্মানিত ব্যক্তির প্রতি কোন রূপ সম্মান প্রদর্শনে অক্ষম, যে ব্যক্তি প্রবঞ্চনার দ্বারা স্বার্থ সিদ্ধির কামনা করে এবং আপনার দুষ্ট-বুদ্ধি প্রচ্ছন্ন রাখিয়া মহোপকারী ব্যক্তির ভাবে সমাজ মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করে, যে ব্যক্তি সততার আবরণে আবৃত হইয়া কেবল পরের অনিষ্ট এবং স্বার্থ সিদ্ধির চেষ্টায় রত থাকে, যে ব্যক্তি আলস্যপরায়ণ হইয়া কর্ত্তব্য সাধনে পশ্চাৎপদ, যে ব্যক্তি অচিরকাল-মধ্যে করণীয় কার্য্য সুদীর্ঘ কালেও সম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারে না, তাহাকেই তামস কর্ত্তা বলা যায় ॥২৮॥

বুদ্ধের্ভেদং ধৃতেশ্চৈব গুণতস্ত্রিবিধং শৃণু।
প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথক্ত্বেন ধনঞ্জয়ঃ ॥২৯॥

অন্বয়—[হে] ধনঞ্জয় ! (হে ধনঞ্জয়) বুদ্ধেঃ (বুদ্ধির) ধৃতেঃ চ এব (ও ধৃতির) গুণতঃ (গুণত্রয়ানুসারে) ত্রিবিধং (তিন প্রকার) ভেদং (ভেদ) [আমি] অশেষেণ (সম্পূর্ণরূপে) পৃথক্ত্বেন (ও পৃথগ্ভাবে) প্রোচ্যমানং (বক্ষমাণ) শৃণু (শ্রবণ কর) ॥২৯॥

হে ধনঞ্জয় ! বুদ্ধি ও ধৃতির সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ-দ্বারা যে ত্রিবিধ ভেদ, তাহা সম্পূর্ণরূপে বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর ॥২৯॥

তাৎপর্য্য—

(২৯—৩৫) শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিপ্রায় দ্রষ্টব্য।

প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥৩০॥

অন্বয়—(হে) পার্থ ! [হে কুন্তীপুত্র !] যা বুদ্ধি [যে-বুদ্ধি] প্রবৃত্তিং চ [ধর্ম্মে প্রবৃত্তি] নিবৃত্তিং চ [অধর্ম্মে নিবৃত্তি] কার্য্যাকার্য্যে (কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য] ভয়াভয়ে [ভয় ও অভয়] বন্ধং মোক্ষং চ [বন্ধন ও মুক্তি] বেত্তি [জানিতে পারে] সা [তাহা] সাত্ত্বিকী [সাত্ত্বিকী বুদ্ধি] ॥৩০॥

যে-বুদ্ধি দ্বারা প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি, কার্য্য ও অকার্য্য ভয় ও অভয়, বন্ধ ও মোক্ষ, এই সকলের পার্থক্য নিশ্চিত হয় সে-বুদ্ধিই 'সাত্ত্বিকী' ॥৩০॥

যয়া ধর্ম্মমধর্ম্মঞ্চ কার্য্যঞ্চাকার্য্যমেব চ।
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী ॥৩১॥

অন্বয়—(হে) পার্থ ! [হে পার্থ !] যয়া [যে বুদ্ধিদ্বারা] ধর্ম্মম্ [ধর্ম্ম] অধর্ম্মং চ [ও অধর্ম্ম] কার্য্যং চ অকার্য্যম্ এব চ [কার্য্য ও অকার্য্য] অযথাবৎ [অসম্যগ্ভাবে] প্রজানাতি [জানিতে পারা যায়] সা বুদ্ধিঃ [সেই বুদ্ধিই] রাজসী [রাজসিক বুদ্ধি] ॥৩১॥

যে-বুদ্ধি দ্বারা ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, কার্য্য ও অকার্য্য-প্রভৃতির পার্থক্য অসম্যক্‌রূপে স্থিরীকৃত হয়, সে বুদ্ধিই 'রাজসী' ॥৩১॥

অধর্ম্মং ধর্ম্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা।
সর্ব্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী ॥৩২॥

অন্বয়—(হে) পার্থ ! [হে অর্জ্জুন !] যা বুদ্ধিঃ [যে-বুদ্ধি] অধর্ম্মং [অধর্ম্মকে] ধর্ম্মম্ ইতি [ধর্ম্ম বলিয়া] সর্ব্বার্থান চ [এবং সকল বিষয়কে] বিপরীতান্ [তাহার বিপরীত] মন্যতে [মনে করে] সা [সেই বুদ্ধি] তমসা [তমোগুণদ্বারা] আবৃতা [আচ্ছাদিত] তামসী [তামসিকী বুদ্ধি] ॥৩২॥

অধর্ম্মকে ধর্ম্ম ও অর্থসমুদয়কে বিপরীত বলিয়া যে মোহাবৃতা বুদ্ধি কার্য্য করে, তাহাকেই 'তামসী' বুদ্ধি বলিয়া জানিবে ॥৩২॥

ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ।
যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥৩৩॥

অন্বয়—(হে) পার্থ ! [হে পার্থ !] যোগেন [চিত্তের একাগ্রতাহেতু] অব্যভিচারিণ্যা [অব্যভিচারিণী] যয়া ধৃত্যা [যে-ধৃতিদ্বারা] মনঃপ্রাণেন্দ্রিয়-ক্রিয়াঃ [মন, প্রাণ, ও ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াসমূহকে] ধারয়তে [নিয়মিত করে] সা ধৃতিঃ [সেই ধৃতিই] সাত্ত্বিকী [সাত্ত্বিকী ধৃতি] ॥৩৩॥

হে পার্থ ! যে অব্যভিচারী ধৃতি-যোগ-দ্বারা মন, প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ক্রিয়াসকলকে ধারণ করে, সেই ধৃতিই 'সাত্ত্বিকী' ।৩৩॥

যয়া তু ধর্ম্মকামার্থান্ ধৃত্যা ধারয়তেঽর্জ্জুন ।
প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী ॥৩৪॥

[হে] পার্থ ! (হে পার্থ !) [হে] অর্জ্জুন ! (হে অর্জ্জুন) যয়া ধৃত্যা (যে-ধৃতিদ্বারা) ধর্ম্মকামার্থান্ (ধর্ম্ম, কাম ও অর্থকে) [প্রাধান্যেন (প্রধান বলিয়া)] ধারয়তে (ধারণ করে) [এবং] প্রসঙ্গেন (ইহাদের সঙ্গক্রমে) ফলাকাঙ্ক্ষী (ফলকামী) [ভবতি] (হয়) সা ধৃতিঃ (সেই ধৃতিই) রাজসী (রাজসিকী ধৃতি) ॥৩৪॥

যে-ধৃতি ফলাকাঙ্ক্ষার সহিত ধর্ম্ম, অর্থ ও কামকে ধারণ করে, তাহাই 'রাজসী' ॥৩৪॥

যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ ।
ন বিমুঞ্চতি দুর্ম্মেধা ধৃতিঃ সা তামসী মতা ॥৩৫॥

অন্বয়—দুর্ম্মেধাঃ (অবিবেকী ব্যক্তি) যয়া (যে ধৃতিদ্বারা) স্বপ্নং (নিদ্রা) ভয়ং (ভয়) শোকং (শোক) বিষাদং (বিষণ্ণতা) মদং এব চ (ও বিষয়ের গর্ব্বকেও) ন বিমুঞ্চতি (বিশেষভাবে ত্যাগ করে না) সা ধৃতিঃ (সেই ধৃতিই) তামসী (তামসিকী ধৃতি বলিয়া) মতা (কথিত হয়) ॥৩৫॥

যে-ধৃতি স্বপ্ন, ভয়, শোক, বিষাদ, মদ ইত্যাদিকে ত্যাগ করে না, সেই বুদ্ধিহীনা ধৃতিই 'তামসী' ॥৩৫॥

সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ।
অভ্যাসাদ্রমতে যত্র দুঃখান্তঞ্চ নিগচ্ছতি ॥৩৬॥

যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্।
তৎসুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্ ॥৩৭॥

অন্বয়—[হে] ভরতর্ষভ! (হে ভরতশ্রেষ্ঠ!) ইদানীং তু (এক্ষণে) মে (আমার নিকট) ত্রিবিধং সুখং (তিন প্রকার সুখের বিষয়) শৃণু (শ্রবণ কর) যত্র (যাহাতে) অভ্যাসাৎ (অভ্যাসক্রমে) রমতে (রতি জন্মে) দুঃখান্তং চ (এবং দুঃখের অন্ত) নিগচ্ছতি (লাভ করে অর্থাৎ দুঃখের অবসান হয়) যৎ তৎ (যে কোন সুখ) অগ্রে (প্রথমে) বিষম্ ইব (বিষের ন্যায়) পরিণামে (অবশেষে) অমৃতোপমম্ (অমৃতসদৃশ) আত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্ (আত্মবুদ্ধির নির্ম্মলতা হইতে উৎপন্ন) তৎ সুখং (সেই সুখকে) সাত্ত্বিকং (সাত্ত্বিক সুখ) প্রোক্তম (বলা হয়) ॥৩৬-৩৭॥

হে ভরতর্ষভ! এখন তুমি ত্রিবিধ সুখের বিষয় শ্রবণ কর। বদ্ধজীব পুনঃপুনঃ অনুশীলন-দ্বারা অভ্যাসক্রমে সেই সুখে রমণ করেন ; কোন-কোন স্থলে উপরতি লাভ করত সংসাররূপ দুঃখের অন্ত পাইয়া থাকেন ; উহা প্রথমে কষ্টকর ও পরিণামে অমৃতের ন্যায় আত্মবুদ্ধি প্রসাদজ—এই সুখই 'সাত্ত্বিক' সুখ ॥৩৬-৩৭॥

তাৎপর্য্য—

মনুষ্য সততই সুখের কামনা করিতে করিতে জীবন-যাপন করে। আপাতমনোহর আশু তৃপ্তিপ্রদ ইতর সুখে মত্ত হইয়া তাহারা চিরশান্তিপ্রদ পরম সুখের অভিমুখে গমন করিতে বিরত হয়। এইজন্যই সংসারে পুণ্যের অপেক্ষা পাপের প্রভাব অধিক এবং এইজন্য পৃথিবী নিরন্তর পাপভারে প্রপীড়িতা ॥৩৬॥

অতঃপর সাত্ত্বিক সুখের লক্ষণ বিশদরূপে বিবৃত হইতেছে। সাত্ত্বিক সুখ "আত্মবুদ্ধি প্রসাদজ" বলিয়া মূলে উল্লিখিত হইয়াছে, আত্মবিষয়ক বুদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞান মনকে স্বচ্ছ-সলিলের ন্যায় নির্ম্মল করিয়া দেয়। সরলতা প্রভৃতি যাবতীয় গুণ সদগুণ সেই প্রকার আত্মবুদ্ধি সম্পন্ন মনুষ্যকে আশ্রয় করে। সেইরূপ মনুষ্যের চিত্তে কোনরূপ অসুখের আবিলতা উপস্থিত হইতে পারে না। সেই সুখ গুণভেদে ত্রিবিধ, হে অর্জ্জুন! তুমি তাহা শ্রবণ কর ॥৩৭॥

বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্।
পরিণামে বিষমিব তৎসুখং রাজসং স্মৃতম্ ॥৩৮॥

অন্বয়—যৎ (যে সুখ) বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাৎ (বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগ হইতে) [জায়তে (জন্মে)] তৎ (সেই সুখ) অগ্রে (প্রথমে) অমৃতোপমম্ (অমৃতের ন্যায়) পরিণামে (অবশেষে) বিষম্ ইব (বিষের মত) তৎ সুখং (সেই সুখ) রাজসং (রাজসিক সুখ) স্মৃতম (বলে) ॥৩৮॥

বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগক্রমে যে-সুখ প্রথমে অমৃতের ন্যায় ও পরিণামে বিষের ন্যায় অনুভূত হয়, তাহাকেই 'রাজস' সুখ বলা যায় ॥৩৮॥

তাৎপর্য্য—

অতঃপর রাজস সুখের লক্ষণ বিবৃত হইতেছে। বিষয়ের সহিত ইন্দ্রিয়ের সংযোগহেতু যে সুখের উদ্ভব হয়, তাহা আপাততঃ অতি মনোহর হইলেও পরিণামে দুঃখপ্রদ। সেই সুখকেই রাজস সুখ বলা হয়। মনোলোভা শৃঙ্গারে বিভূষিতা নারীগণের সঙ্গসুখ উপভোগ করা অথবা বাহুবলে বা ধনবলে অপরের রাজ্যসম্পদ গ্রহণ করিয়া ভোগ করা আপাততঃ অতিশয় সুখসংবিধায়ক। কারণ তজ্জন্য সংযমের প্রয়োজন নাই, চিত্ত স্থিরীকরণের আবশ্যকতা নাই। অথবা হৃদয়কে বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিবারও প্রয়োজন নাই। অতি সহজে সঙ্গে সঙ্গে এইরূপ আশু আনন্দবর্দ্ধক সুখের সমাগম হয় বটে কিন্তু পরিণামে বিষতুল্য ভয়ানক ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। কারণ ভোগ প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হওয়ার কোন সম্ভাবনা নাই এবং ইহকালেই তাহা বিজাতীয় দুঃখের সূচনা আরম্ভ হয়। পরকালে সেই সুখাসক্ত ব্যক্তির ক্লেশের সীমা-পরিসীমা থাকে না। তাহাকে পাপোচিত শাস্তি ভোগ করিতে হয়। সেই কর্ম্মোচিত যন্ত্রণাভোগের পর তাহাকে আবার এই সংসার-রূপ ঘোর কর্ম্মচক্রে নিপীড়িত হইতে হয়। সুতরাং সহজেই অনুভব করা যায় যে প্রথমে অমৃতোপম বলিয়া মনে হইলেও পরে বিষতুল্য। অবসান বা নিবৃত্তি নানা কারণে হইতে পারে,

স্বাস্থ্যভঙ্গ, জরা, মৃত্যু প্রভৃতি দ্বারা, ভোগের নিবৃত্তি হয়। যেরূপে যখনই কেন নিবৃত্ত হউক না, তখন হইতেই দুঃখের আরম্ভ হইতে থাকে ॥৩৮॥

যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ।
নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥৩৯॥

অন্বয়—যৎ সুখং (যে-সুখ) অগ্রে (প্রথমে) অনুবন্ধে চ (অবশেষে) আত্মনঃ (আত্মার) মোহনম্ (মোহকর) নিদ্রালস্য-প্রমাদোত্থং (নিদ্রা, আলস্য ও অনবধান হইতে জাত) তৎ (সেই সুখকে) তামসং (তামসিক সুখ) উদাহৃতম্ (কথিত হয়) ॥৩৯॥

প্রথমে ও পরিণামে আত্মার মোহজনক নিদ্রালস্য-প্রমাদাদিজনিত যে-সুখ তাহাই 'তামস' ॥৩৯॥

তাৎপর্য্য—

এক্ষণে তামস সুখের বিবরণ বিবৃত হইতেছে। এই নিকৃষ্ট সুখ অগ্রে অর্থাৎ প্রারব্ধকালে এবং অনুবন্ধ অর্থাৎ অবসানকালে আনন্দ বিধায়ক হইলেও ইহা মোহকর অর্থাৎ অধঃপতনের হেতুভূত। পূর্ব্বে সাত্ত্বিক সুখের যে বিবরণ করা হইয়াছে, তাহার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে তাহা অগ্রে দুঃখময় পরিণামে অমৃতাবৎ। তদনন্তর রাজস সুখের বিবরণে প্রদর্শিত হইয়াছে যে তাহা অগ্রে অর্থাৎ ভোগকালে আনন্দজনক কিন্তু পরিণামে বিষবৎ। আর উপসংহারে ইহাই তামসিক সুখের প্রসঙ্গে ইহাই প্রদর্শিত হইতেছে যে ইহার আদ্যন্ত সকলেই

আত্মার মোহন অর্থাৎ মোহ উৎপাদক। কেন তামস সুখ আত্মার এতাদৃশ অনিষ্টজনক, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। এই সুখ নিদ্রা, আলস্য এবং ভ্রম হইতে উৎপন্ন হয়; সুতরাং কোন ভাবী মঙ্গলের সূচনা না করিয়া ইহা নানাপ্রকার অনিষ্টই আনয়ন করে। এই ভগবদ্ভজন কর্ম্মময় উন্নতিসাধনে ও কর্ত্তব্য যুক্ত মানব জীবন লাভ করিয়া কেবল নিদ্রালস্যের সুখানুভব করা হতভাগ্যের পরিচায়ক। এইরূপ নিদ্রা, আলস্য ও প্রমাদ-জনিত যে সুখ তাহাই তামস নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এ পর্য্যন্ত ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে ভজনেচ্ছুগণের সাত্ত্বিক সুখের পথ অন্বেষণ করাই আবশ্যক, রজঃ এবং তমঃ তাহাদের পরিবর্জ্জনীয় ॥৩৯॥

ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাত্ত্রিভির্গুণৈঃ ॥৪০॥

অন্বয়—পুনঃ (পুনরায়) পৃথিব্যাং (পৃথিবীতে) [মনুষ্যাদিষু (মনুষ্যাদি প্রাণিগণেরমধ্যে)] দিবি বা (অথবা স্বর্গে) দেবেষু বা (দেবগণের-মধ্যে) তৎ সত্ত্বং (সেইরূপ কোন প্রাণী বা বস্তু) ন অস্তি (নাই), যৎ (যাহার) প্রকৃতিজৈঃ (প্রকৃতিজাত) এভিঃ (এই) ত্রিভি (তিন) গুণৈঃ (গুণ হইতে) মুক্তং স্যাৎ (স্বরূপতঃ মুক্ত থাকিবার সম্ভাবনা আছে) ॥৪০॥

পৃথিবীতে মানবদিগের মধ্যে অথবা স্বর্গে দেবগণের মধ্যে এমত কোন জীব নাই,—যিনি প্রকৃতির গুণ হইতে স্বরূপতঃ মুক্ত; জ্ঞানী ও কর্ম্মিসকল প্রকৃতির গুণে বশীভূত হইয়া থাকে। ভক্তগণ কেবল দেহযাত্রা-নির্ব্বাহের

জন্য প্রকৃতিজ-গুণকে স্বীকার করেন ; বস্তুতঃ তাঁহাদের স্বসত্তা—প্রাকৃত-গুণ হইতে পৃথক্। অতএব সাক্ষাদ্দৃষ্টিতে সকলকেই প্রাকৃতগুণাবৃত দেখিবে ॥৪০॥

তাৎপর্য্য—

এই স্থানে ইহাই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, সকলই ত্রিগুণাত্মক। সুতরাং সংসারপ্রাপ্তি নিবারণের প্রতিকূল। যে উপায়ে সেই প্রতিকূলতা অতিক্রম করিতে পারা যায়, তাহাই এক্ষণে কথিত হইতেছে। ইহার মধ্যে সাত্ত্বিকেরই উপযোগিতা যথেষ্ট, অতএব তাহাই গ্রাহ্য তদ্ব্যতীত সকলই অগ্রাহ্য ॥৪০॥

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ ॥৪১॥

অন্বয়—[হে] পরন্তপঃ (হে শত্রুতাপন !) ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য) শূদ্রাণাং চ (ও শূদ্রগণের) কর্ম্মাণি (কর্ম্মসমূহ) স্বভাব-প্রভবৈঃ (প্রকৃতিজাত) গুণৈঃ (গুণত্রয়দ্বারা) প্রবিভক্তানি (প্রকৃষ্টরূপে বিভক্ত হইয়াছে) ॥৪১॥

হে পরন্তপ ! সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, এই তিনটি গুণই প্রকৃতিবদ্ধ জীবের স্বভাবসিদ্ধ হইয়াছে। সেই স্বভাবজনিত গুণদ্বারাই ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রদিগের কর্ম্মসকল বিভক্ত হইয়াছে ॥৪১॥

তাৎপর্য্য—

হে পরন্তপ ! হে শত্রুতাপন অর্জ্জুন ! এ সংসার ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্বর্ণের নিবাসভূমি। ইহাদের

স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম অনাদিকাল হইতে বিহিত আছে। তদনুসারে তাহাদিগের কর্ম্মসমূহও নির্দ্ধারিতরূপে বিভক্ত রহিয়াছে। সেই ধর্ম্মানুগত কর্ম্মের অনুসরণ করিলে সকলেরই সদগতি প্রাপ্ত হইতে পারে ॥৪১॥

শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্মস্বভাবজম্ ॥৪২॥

অন্বয়—শমঃ (অন্তরিন্দ্রিয় সংযম) দমঃ (বাহ্যেন্দ্রিয়ের সংযম) তপঃ (তপস্যা) শৌচ (বাহ্যাভ্যন্তরের শুদ্ধিতা) ক্ষান্তি (ক্ষমা) আর্জ্জবম্ এব চ (ও সরলতা) জ্ঞানং (শাস্ত্রজ্ঞান) বিজ্ঞানম্ (তদনুভূতি) আস্তিক্যং (শাস্ত্র বাক্যে সুদৃঢ় বিশ্বাস) [এতানি (এইসকল)] স্বভাবজম্ (স্বভাবজাত) ব্রহ্মকর্ম্ম (ব্রাহ্মণের কর্ম্ম) [ভবতি (হয়)] ॥৪২॥

শম, দম, তপঃ, শৌচ, ক্ষান্তি, ঋজুতা. জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্য, এই কয়েকটী—ব্রাহ্মণদিগের স্বভাবজ কর্ম্ম ॥৪২॥

তাৎপর্য্য—

(৪২—৪৫ শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিপ্রায় দ্রষ্টব্য।)

শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দ্দাক্ষ্যং যুদ্ধেচাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষত্রকর্ম্মস্বভাবজম্ ॥৪৩॥

অন্বয়—শৌর্য্যং (পরাক্রম) তেজং (তেজস্বিভাব) ধৃতি (ধৈর্য্য) দাক্ষ্যং (কৌশল) যুদ্ধে চ অপি (ও যুদ্ধে) অপলায়নম্ (অপারাঙ্মুখতা) দান

(উদারতা) ঈশ্বরভাব চ (ও নিয়মনশক্তি) [এতানি (এই সকল)] স্বভাবজম্ (স্বভাবজাত) ক্ষত্রং কর্ম্ম (ক্ষত্রিয়ের কর্ম্ম [ভবতি (হয়)] ॥৪৩॥

শৌর্য্য, তেজঃ, ধৃতি, (ধৈর্য্য) দাক্ষ্য, সমরেঅপরাঙ্মুখতা, দান, লোকনিয়ন্তৃত্ব, এই কয়েকটি—ক্ষত্রস্বভাবজ কর্ম্ম ॥৪৩॥

কৃষিগোরক্ষবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্ ॥৪৪॥

অন্বয়—কৃষিগোরক্ষ-বাণিজ্যং (কৃষিকার্য্য, গো-পালন, বাণিজ্য) [এতানি (এই সকল)] স্বভাবজম্ (স্বভাবজাত) বৈশ্যকর্ম্ম (বৈশ্যের কর্ম্ম)। পরিচর্য্যাত্মকং (ব্রাহ্মণাদিবর্ণত্রয়ের সেবারূপ) কর্ম্ম অপি (কর্ম্মই) শূদ্রস্য (শূদ্রের পক্ষে) স্বভাবজম্ (স্বাভাবিক) ॥৪৪॥

কৃষি, গোরক্ষণ, বাণিজ্য,—এই কয়েকটি বৈশ্যদিগের স্বভাবজ কর্ম্ম ; আর ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের পরিচর্য্যাত্মক-কর্ম্মই শূদ্রদিগের স্বভাবজ কর্ম্ম। এই চারি প্রকার স্বভাব হইতেই মানবগণের বর্ণ নিরূপিত হয় ; কেবল জন্মদ্বারা হয় না ॥৪৪॥

স্বে স্বে কর্ম্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্বকর্ম্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু ॥৪৫॥

অন্বয়—স্বে স্বে (নিজ নিজ অধিকার বিহিত) কর্ম্মণি (কর্ম্মে) অভিরতঃ (পরিনিষ্ঠিত) নরঃ (মনুষ্য) সংসিদ্ধিং (স্বরূপজ্ঞান) লভতে

(লাভ করে)। স্বকর্ম্মনিরতঃ (নিজকর্ম্মে পরিনিষ্ঠিত ব্যক্তি) যথা (যেরূপে) সিদ্ধিং (সিদ্ধি) বিন্দতি (লাভ করে) তৎ (তাহা) শৃণু (শ্রবণ কর) ॥৪৫॥

স্বকর্ম্মনিরত ব্যক্তি স্বকর্ম্মে অভিরত হইয়া যেরূপে সংসিদ্ধি লাভ করেন, তাহা শ্রবণ কর ॥৪৫॥

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্ব্বমিদং ততম্।
স্বকর্ম্মণা তমভ্যর্চ্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥৪৬॥

অন্বয়—যতঃ (যাহা হইতে) ভূতানাং (প্রাণিগণের) প্রবৃত্তিঃ (চেষ্টা) যেন (যাঁহাদ্বারা) সর্ব্বং (সমগ্র) ইদং (বিশ্ব) ততম্ (ব্যাপ্ত) তৎ (সেই পরমাত্মবস্তুকে) স্বকর্ম্মণা (স্বীয় কর্ম্মদ্বারা) অভ্যর্চ্য (অর্চ্চন করিয়া) মানবঃ (মনুষ্য) সিদ্ধিং (সিদ্ধি) বিন্দতি (লাভ করে) ॥৪৬॥

যিনি ব্যষ্টি ও সমষ্টি-স্বরূপে এই জগতে ব্যাপ্ত আছেন এবং যাঁহার ফলদাতৃত্ব-প্রযুক্ত ভূতসকলের পূর্ব্ববাসনানুরূপা প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, তাঁহাকে স্বকর্ম্ম-দ্বারা অর্চ্চন করত মানব সিদ্ধি লাভ করে ॥৪৬॥

তাৎপর্য্য—

পূর্ব্বে ভগবান্ সংসিদ্ধি লাভের উপায় শ্রবণ করিবার নিমিত্ত অর্জ্জুনের মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছেন। এখন সেই উপায় ব্যক্ত করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন। যাঁহা হইতে সকল প্রবৃত্তি অর্থাৎ চেষ্টা উদ্ভব হয়, যাঁহার দ্বারা এই বিশ্বের সকল ব্যাপারই আচ্ছন্ন, যিনি স্বীয় অমোঘ শক্তি যুক্ত হইয়া সর্ব্বত্রই বিরাজমান সেই সর্ব্বান্তর্য্যামীস্বরূপ সর্ব্বসাধনক্ষম শ্রীভগবানের

অর্চ্চনা মানবের মুক্তিলাভের একমাত্র উপায়। তাঁহার প্রসন্নতা অর্জ্জন করিতে পারিলেই মনুষ্য সিদ্ধিলাভ করিয়া ধন্য হইয়া থাকে ॥৪৬॥

শ্রেয়ান্ স্বধর্ম্মো বিগুণঃ পরধর্ম্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম্ম কুর্ব্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥৪৭॥

অন্বয়—বিগুণঃ (অসম্যগ্রূপে সম্পাদিত) স্বধর্ম্ম (নিজ নিজ ধর্ম্ম) স্বনুষ্ঠিতাৎ (সুষ্ঠুরূপে অনুষ্ঠিত) পরধর্ম্মাৎ (অন্যের ধর্ম্ম অপেক্ষা) শ্রেয়ান্ (শ্রেষ্ঠ) স্বভাবনিয়তং (স্বভাব নিরূপিত) কর্ম্ম (কর্ম্ম) কুর্ব্বন্ (করিয়া) [মানবঃ (মানব)] কিল্বিষং (পাপ) ন আপ্নোতি (প্রাপ্ত হয় না) ॥৪৭॥

উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা অসম্যক্ অনুষ্ঠিত স্বধর্ম্মই শ্রেয়ঃ; যেহেতু স্বভাববিহিত কর্ম্মের নামই 'স্বধর্ম্ম', কোন সময়ে তাহা অসম্যক্রূপে অনুষ্ঠিত হইলেও স্বধর্ম্ম হইতেই সার্ব্বকালিক উপকার হইয়া থাকে। স্বভাববিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানে কোন পাপ হইবার সম্ভাবনা থাকে না। ৪৭॥

তাৎপর্য্য—

স্বধর্ম্ম পালনের মাহাত্ম্য পূর্ব্ব শ্লোকে পরিব্যক্ত করিয়া এখন তাহার শ্রেষ্ঠত্ব আরও বিশদরূপে প্রকটীকৃত করিতেছেন। যে যেরূপ বর্ণে জন্ম-পরিগ্রহ করে, তদনুরূপ বিহিত কর্ম্ম সম্পাদন করিলে পাপ হওয়া দূরে থাকুক; তাহার কল্যাণই সাধিত হইয়া থাকে। বিষাক্ত বা দূষিত পদার্থে কৃমিকীট

জন্মগ্রহণ করে। সেই বিষক্ষেত্রেই তাহারা জীবন-ধারণ ও সন্তোষ লাভ করিয়া থাকে। সেই বিষ তাহাদের পক্ষে কদাপি অনিষ্টজনক হয় না। তদ্রূপ যে, যে বর্ণে জন্মগ্রহণ করিয়াছে সেই বর্ণোচিত অনুষ্ঠান নিন্দনীয় বোধ হইলেও তাহার পক্ষে তৎসমস্ত অনিষ্টকর হয় না ॥৪৭॥

সহজং কর্ম্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্ব্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ ॥৪৮॥

অন্বয়—[হে] কৌন্তেয় ! (হে কুন্তীপুত্র !) সদোষম অপি (দোষযুক্ত হইলেও) সহজং (স্বভাববিহিত) কর্ম্ম (কর্ম্ম) ন ত্যজেৎ (ত্যাগ করা উচিৎ নহে) হি (যেহেতু) ধূমেন (ধূমদ্বারা) অগ্নিঃ ইব (আবৃত অগ্নিতুল্য) সর্ব্বারম্ভাঃ (সর্ব্বকর্ম্মই) দোষেণ (দোষকর্ত্তৃক) আবৃতাঃ (আচ্ছাদিত) ॥৪৮॥

হে কৌন্তেয় ! সহজ কর্ম্ম সদোষ হইলেও ত্যাজ্য নয়। সকল-কর্ম্মের আরম্ভেই দোষ আছে ; অগ্নি থাকিলেই ধূম যেরূপ তাহাকে আবরণ করে, তদ্রূপ কর্ম্মমাত্রকেই দোষ আবৃত করে। তথাপি দোষাংশ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বভাব বিহিত কর্ম্মের গুণাংশকেই সত্ত্বসংশুদ্ধির জন্য আশ্রয় করিবে ॥৪৮॥

তাৎপর্য্য—

দোষযুক্ত কর্ম্ম পরিত্যাজ্য অর্জ্জুনের এই আশঙ্কা নিবারণের জন্য শ্রীভগবান্ এই শ্লোকের অবতারণা করিয়া ইহাই প্রদর্শন করিতেছেন যে, ধূম দ্বারা বহ্নি যেরূপ সর্ব্বদা আবৃত থাকে, মনুষ্যের অনুষ্ঠান সমূহ তদ্রূপ দোষযুক্ত। এইরূপ দোষ দর্শনে সহজাত কর্ম্ম পরিত্যাগ কর্ত্তব্য নহে। কেবল

যে যুদ্ধাদি ক্রিয়াপূর্ণ ক্ষত্রিয়ধর্ম্ম দোষযুক্ত এরূপ নহে, ব্রাহ্মণের ধর্ম্মও দোষস্পৃষ্ট। ধূম যেমন অগ্নিকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে, তদ্রূপ কর্ম্মসমূহও দোষাচ্ছন্ন। যেরূপ শীতাদি নিবৃত্তির জন্য ধূমাংশ পরিত্যাগ করিয়া অগ্নি সেবন করিতে হয়, সেইরূপ ভগবদর্পণ বুদ্ধিসহকারে কর্ম্মসমূহের দোষ-রাশি বিনষ্ট করিয়া আত্মদর্শনের অভিপ্রায়ে কর্ম্মের জ্ঞানজনক অংশ সেবন করিবে ॥৪৮॥

অসক্তবুদ্ধিঃ সর্ব্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি ॥৪৯॥

অন্বয়—সর্ব্বত্র (সকল বিষয়ে) অসক্তবুদ্ধিঃ (অনাসক্তবুদ্ধি) জিতাত্মা (নিরহঙ্কার) বিগতস্পৃহঃ (নিষ্কাম ব্যক্তি) সন্ন্যাসেন (কর্ম্মফলত্যাগদ্বারা) পরমাং নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিং (নৈষ্কর্ম্ম্যরূপ পরমসিদ্ধি) অধিগচ্ছতি (লাভ করেন) ॥৪৯॥

প্রাকৃত-বস্তুতে আসক্তিশূন্যবুদ্ধি, বশীকৃতচিত্ত ও ব্রহ্মলোক লাভ-পর্য্যন্ত সুখাদিতে নিস্পৃহ হইয়া আরুরুক্ষু ব্যক্তি স্বরূপতঃ কর্ম্ম ত্যাগপূর্ব্বক নৈষ্কর্ম্ম্যরূপা পরমসিদ্ধি লাভ করেন ॥৪৯॥

তাৎপর্য্য—

পূর্ব্ব শ্লোকে যে ভাব প্রকটিত হইয়াছে তাহার দ্বারা ইহাই উপলব্ধি হয় যে, দোষযুক্ত হইলেও স্বভাব জনিত কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে থাকিলে মানব সিদ্ধি লাভ করিতে পারে। সুতরাং সহজেই মনে হইতে পারে যে, দোষযুক্ত কর্ম্মানুষ্ঠান

করিলেও সিদ্ধিলাভ ঘটিবে, ইহা অসঙ্গত ব্যবস্থা। এই আশঙ্কা নিবারণের জন্য আলোচ্য শ্লোক অবতারিত হইয়াছে। এই শ্লোকে শ্রীভগবান্ দেখাইতেছেন যে, সর্ব্ব ব্যাপারে সাংসারিক ভোগ সুখ বিধায়ক যাবতীয় বাহ্য বিষয়ে আসক্তি রহিত হইয়া আপনার অনুষ্ঠান সমূহকে সংস্বত ও সীমাবদ্ধ করিয়া এবং যাবতীয় বাসনা পরিহার করিয়া অনুষ্ঠান করিতে পারিলে সিদ্ধি লাভ করা যায়। এইরূপ সন্ন্যাস অর্থাৎ কর্ম্মত্যাগ দ্বারা ম অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়। এই শ্লোকে ইহাই উপলব্ধি হয় যে যিনি সর্ব্বত্র মমতারহিত যাহার চিত্ত সর্ব্বথা বশীভূত এবং যিনি সর্ব্ব বিষয়ে বাসনা বিহীন, তিনি জ্ঞাননিষ্ঠা প্রভাবে সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া পরম সিদ্ধি লাভ করেন। ॥৪৯॥

সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে।
সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা ॥৫০॥

অন্বয়—[হে] কৌন্তেয় !(হে কুন্তীনন্দন ! সিদ্ধিং প্রাপ্তঃ (নৈষ্কর্ম্ম-রূপ সিদ্ধিপ্রাপ্ত ব্যক্তি) যথা (যে-প্রকারে) ব্রহ্ম (ব্রহ্মকে) আপ্নোতি (প্রাপ্ত হন) যা (যে ব্রহ্মপ্রাপ্তি) জ্ঞানস্য (জ্ঞানের) পরা নিষ্ঠা (পরমা গতি) তথা (তাহা) মে (আমার নিকট) সমাসেন এব (সংক্ষেপতঃই) নিবোধ (শ্রবণ কর) ॥৫০॥

নৈষ্কর্ম্মসিদ্ধি লাভ করত জীব যেরূপে জ্ঞানের পরানিষ্ঠারূপ ব্রহ্মকে লাভ করেন তাহা সংক্ষেপেতঃ বলিতেছি ॥৫০॥

তাৎপর্য্য—

অতঃপর শ্রীভগবান সিদ্ধি প্রাপ্তির পর যেরূপ ব্রহ্মলাভ ঘটে, সংক্ষেপে তাহা বিবৃত করিতেছেন।

স্ব স্ব বর্ণাশ্রম বিহিত কর্ম্ম দ্বারা শ্রীহরির আরাধনা করিলে মানব ভগবৎ প্রসাদে সর্ব্ব কর্ম্মত্যাগাত্মক আত্মধ্যান-নিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এতাদৃশ আত্মধ্যাননিষ্ঠা দ্বারা যে-রূপে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় অর্থাৎ যে অবস্থা প্রাপ্ত হইলে অনিমা লঘিমাদি গুণাষ্টক আবির্ভূত হয় এবং স্বস্বরূপ অনুভূত হইয়া থাকে তদবস্থা প্রাপ্তির বিষয় আমি সংক্ষেপে তোমার নিকট ব্যক্ত করিতেছি, তুমি তাহা আমার নিকট শ্রবণ করিয়া তদ্বিষয় অববোধ কর। জ্ঞানের পরানিষ্ঠা অর্থাৎ পরমেশ্বর বিষয়ক জ্ঞাননিষ্ঠা আমি তোমাকে বলিতেছি তুমি তাহাও অবহিত চিত্তে শ্রবণ কর ॥৫০॥

বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগদ্বেষৌ ব্যুদস্য চ ॥৫১॥

বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ॥৫২॥

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্ম্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥৫৩॥

অন্বয়—বিশুদ্ধয়া (সাত্ত্বিকী) বুদ্ধ্যা যুক্তঃ [সন্] (বুদ্ধিযুক্ত হইয়া) ধৃত্যা (ধৈর্য্যদ্বারা) আত্মানং (মনকে) নিয়ম্য চ (নিয়মিত করিয়া) শব্দাদীন্ (শব্দ প্রভৃতি) বিষয়ান্ (বিষয়সকলকে) ত্যক্ত্বা (পরিত্যাগ করিয়া) রাগ-দ্বেষৌ (অনুরাগ ও দ্বেষ) ব্যুদস্য চ (বিদূরিত করত) বিবিক্তসেবী (নির্জ্জন-দেশাবস্থায়ী) লঘ্বাশী (মিতভোজনপরায়ণ) যতবাক্কায়মানসঃ (দেহ-মন-বাক্য-সংযমী) নিতং (সর্ব্বদা) ধ্যানযোগপরঃ (ঈশ্বরচিন্তামগ্ন) বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ (বৈরাগ্য সম্যগ্ আশ্রয়পূর্ব্বক) অহঙ্কারং (অহঙ্কার) বলং (বল) দর্পং (দর্প) কামং (কামনা) ক্রোধং (ক্রোধ) পরিগ্রহম (দানাদি গ্রহণও) বিমুচ্য (বিশেষরূপে ত্যাগপূর্ব্বক) নির্ম্মমঃ (মমতাহীন হইয়া) শান্তি (শান্তি-পরায়ণ ব্যক্তি) ব্রহ্মভূয়ায় (চিদাত্মবোধে) কল্পতে (সমর্থ হন) ॥৫১-৫৩॥

বিশুদ্ধবুদ্ধিযুক্ত হইয়া মনকে ধৃতি-দ্বারা নিয়মিত করত শব্দাদি বিষয়সকল পরিত্যাগপূর্ব্বক বিগত-রাগদ্বেষ, বিবিক্ত-সেবী লঘুভোজী, সংযতকায়বাঙ্মানস, ধ্যানযোগ ও বৈরাগ্যের আশ্রিত এবং অহঙ্কার, বল, দর্প কাম, ক্রোধ ও পরিগ্রহ হইতে পরিমুক্ত, নির্ম্মম ও শান্ত পুরুষ অষ্টগুণস্বরূপ ব্রহ্মের অনুভবে সমর্থ হন ॥৫১-৫৩॥

ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥৫৪॥

অন্বয়—ব্রহ্মভূতঃ (ব্রহ্মে অবস্থিত) প্রসন্নাত্মা (সন্তুষ্টচিত্ত ব্যক্তি) ন শোচতি (শোক করেন না) ন কাঙ্ক্ষতি (আকাঙ্ক্ষাও করেন না) সর্ব্বেষু ভূতেষু (সর্ব্বজীবের প্রতি) সমঃ (সমদর্শী হইয়া) পরাম্ (প্রেমযুক্ত) মদ্ভক্তিং (আমার ভক্তি) লভতে (লাভ করেন) ॥৫৪॥

জড়োপাধি বিগত হইলে জীব অষ্টগণিত স্ব স্বরূপে ব্রহ্মতা লাভ করেন ; এবম্ভূত ব্রহ্মস্বরূপ সংপ্রাপ্ত প্রসন্নাত্মা, সর্ব্বভূতে সমবুদ্ধি পুরুষ শোক বা আকাঙ্ক্ষা করেন না এবং ক্রমশঃ ব্রহ্মভাবে স্থির হইয়া আমাতে পরা অর্থাৎ নির্গুণা ভক্তি লাভ করেন ॥৫৪॥

তাৎপর্য্য—

পূর্ব্ব শ্লোকে বিবৃত প্রণালীক্রমে উপাধি অপগত হইলে সাধকের চৈতন্য অনাবৃত হইয়া পড়ে ; তখন তিনি ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। গুণত্রয়ের সংযোগরূপ মালিন্য অপগত হওয়ায় তাঁহার আত্মা প্রসন্ন হয়। তখন তিনি পূর্ব্বে নষ্ট বস্তুর নিমিত্ত যেরূপ শোক-বিকল বা অপ্রাপ্ত-প্রাপ্তির নিমিত্ত যেরূপ অনাকাঙ্ক্ষিত থাকিতেন এই অবস্থায় তাহা আর হন না। কারণ এসময় তাহার দেহাদি কোন বিষয়েরই অভিমান আর থাকে না। শুভাশুভ সকল বিষয়ে শিশু যেমন সমজ্ঞান, সাধকও এই অবস্থায় সেইরূপ হইয়া থাকেন। কারণ তখন তিনি বাহ্যব্যাপারে অনুসন্ধান বিরহিত। এইরূপ অবস্থায় ইন্ধনবিহীন অগ্নির ন্যায় তাঁহার জ্ঞান শান্ত হইলে অবিনশ্বরা জ্ঞানান্তর্ভূতা শ্রবণ কীর্ত্তনাদিরূপা ভগবদ্ভক্তি লাভ হইয়া থাকে। অবিদ্যা বিদ্যাসকল তিরোহিত হইলেও মায়াশক্তির ভিন্নত্বহেতু ভগবদ্ভক্তির তিরোধান হয় না। এইজন্যই ইহা পরা অর্থাৎ জ্ঞান হইতে স্বতন্ত্রা ও শ্রেষ্ঠা ; নিষ্কাম কর্ম্ম ও জ্ঞানাদির দ্বারা উর্ব্বরিতত্ব অর্থাৎ সঞ্জাত হেতু কেবলা। মূলে 'লভতে' প্রযুক্ত হইয়াছে। সাধকের পূর্ব্বাবস্থায় জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি মধ্যেও এই ভক্তি সূক্ষ্মভাবে নিহিত ছিল, কিন্তু

তখন স্পষ্ট উপলব্ধি হইত না। উল্লিখিত উপায়ে এই শ্রেষ্ঠা মদ্ভক্তি সম্পূর্ণরূপে বিকাশ প্রাপ্ত হয়। এইজন্য এস্থলে 'কুরুতে' অর্থাৎ করে না বলিয়া 'লভতে' অর্থাৎ লাভ করে, বলা হইয়াছে। যেমন মাষ-মুদ্গাদির সহিত মণিকাঞ্চনাদি বিমিশ্রিত থাকিলে, মাষ-মুদ্গাদির নাশের পরও অনশ্বর মণিকাঞ্চনাদি বিরাজমান থাকে, সেইরূপ জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি হইতে পৃথকরূপে মণি-কাঞ্চনাদির ন্যায় কেবল ভক্তি গ্রহণীয়া। সম্পূর্ণ প্রেমভক্তি প্রায় তদানীং লাভ করা সম্ভব। প্রেমভক্তির ফল সাযুজ্য নহে। অতএব পরা শব্দে প্রেমলক্ষণা ভক্তিই লক্ষিত; এইরূপ ব্যাখ্যা করা বিধেয় ॥৫৪॥

ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥৫৫॥

অন্বয়—[অহং (আমি)] যাবান্ (যেরূপ বিভূতিবিশিষ্ট) যঃ চ অস্মি (ও স্বরূপতঃ যাহা হই) মাম্ (আমাকে) [সঃ (সেই জ্ঞানী ব্যক্তি)] ভক্ত্যা (নির্গুণা ভক্তিদ্বারা) তত্ত্বতঃ (যথার্থরূপে) অভিজানাতি (সর্ব্বপ্রকারে অবগত হইতে পারেন); তত্ত্বতঃ (স্বরূপতঃ) জ্ঞাত্বা (আমাকে জানিয়া) তদনন্তরম্ (তৎপরে) ততঃ (সেই প্রেমভক্তিবলে) মাং (আমাতে অর্থাৎ নিত্যলীলায়) বিশতে (প্রবিষ্ট হন) ॥৫৫॥

আমি যৎস্বরূপ ও যৎস্বভাব (অর্থাৎ যে স্বরূপ ও স্বভাববিশিষ্ট) তাহা নির্গুণ-ভক্তি উদিত হইলেই জীব বিশেষরূপে জানিতে পারে; আমার সম্বন্ধে বস্তুজ্ঞান হইলে জীব আমাতে প্রবেশ করে; —ইহাই মৎসম্বন্ধি-গুহ্যজ্ঞান

এবং ইহাকেই নিষ্কাম কর্ম্মযোগ-দ্বারা বর্ণাদিগের সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণরূপ ব্রহ্ম-প্রাপ্তি বলে। ইহারও চরমফল—নির্গুণ ভক্তি বা প্রেম। "বিশতে মাম" এই শব্দের প্রয়োগ-দ্বারা শুষ্ক আত্মবিনাশরূপ দুর্ব্বুদ্ধিকে বুঝিতে হয় না। জড় হইতে স্বরূপতঃ মুক্তি হইলে পরমচিত্তত্ত্বরূপ আমার স্বরূপ-লাভকেই "বিশতে মাম" শব্দের দ্বারা বুঝিতে হইবে। সেই স্বরূপ-লাভকে 'বিশুদ্ধ ভগবৎপ্রেম' বলিলেও হয় ॥৫৫॥

তাৎপর্য্য—

অতঃপর সেই লব্ধ ভক্তির দ্বারা কি ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে। আমি যাহা এবং যৎস্বরূপ, আমার তাদৃশ স্বরূপ তত্ত্বজ্ঞানী এবং নানাপ্রকার ভক্ত কেবল ভক্তির দ্বারাই সম্পূর্ণরূপে জানিয়া থাকে। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি "ভক্ত্যাহমেকয়াগ্রাহ্যঃ"। যখন মদ্ভক্তির দ্বারাই এইরূপ সপ্রমাণ হইতেছে তখন তৎসকল তৎফল লাভার্থ প্রস্তুত জ্ঞানী সেই ভক্তির দ্বারাই বিদ্যার উপরম হইলে আমাকে জানিয়া আমাতে প্রবিষ্ট হয় অর্থাৎ আমার সাযুজ্য সুখ অনুভব করে। কারণ তাদৃশ ভক্তগণ আমার মায়াতীত, সেই মায়ায় অবিদ্যারই স্বরূপ এবং আমি বিদ্যার দ্বারাই জ্ঞাতব্য। নারদপঞ্চরাত্রে কথিত হইয়াছে যে "সাংখ্যযোগৌ চ বৈরাগ্যং তপোভক্তিশ্চ কেশব। পঞ্চ পর্ব্বৈব বিদ্যা' অর্থাৎ জ্ঞান যোগ, বৈরাগ্য তপঃ এবং কেশবে ভক্তি—এই পঞ্চপর্ব্বই বিদ্যা। এতাবৎ ভক্তি বিদ্যারই বৃত্তি বিশেষ স্বীকৃত হইলেও বুঝিতে হইবে যে ইহা হ্লাদিনী শক্তি। ভক্তি কখনও বিদ্যা বিষয়ে সাফল্যের নিমিত্ত অংশক্রমে তন্মধ্যে কখনও বা কর্ম্মযোগ সাফল্যের নিমিত্ত তন্মধ্যে প্রবেশ করে। সেই ভক্তিব্যতীত কর্ম্মযোগ ও জ্ঞানাদি কেবল শ্রম মাত্রেই পর্য্যবশিত

হইয়া থাকে। নির্গুণা ভক্তি সত্ত্বগুণময়ী বিদ্যার বৃত্তি বিশেষ হইতে পারে না; অজ্ঞানের নিবারণই বিদ্যার কার্য্য এবং তৎ-পদার্থরূপ ভগবন্নিরূপণ ভক্তির কার্য্য। এই গীতাশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে "সত্ত্বাৎ সংজায়তে জ্ঞানং" (১৪ অঃ ১৭ শ্লোক) এত-দনুসারে মীমাংসা হইতেছে যে সত্ত্ব হইতে যে জ্ঞান জন্মে তাহা সত্ত্ব; সেই সত্ত্বই বিদ্যা শব্দে অভিহিতা। ইহা যেরূপে হইতেছে সেই প্রণালীতে বুঝিতে হইবে, যে ভক্তি হইতে উত্থিত যে জ্ঞান তাহা ভক্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে। সেই ভক্তি কোন কোন স্থলে ভক্তি শব্দে কোথাও বা জ্ঞান নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এইরূপ জ্ঞানকে দুই প্রকার বলিয়া জানা আবশ্যক। এস্থলে প্রথম অর্থাৎ সত্ত্ব জনিত জ্ঞানকে নষ্ট করিয়া দ্বিতীয় অর্থাৎ ভক্তিরূপ জ্ঞান দ্বারা ব্রহ্ম সাযুজ্য প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশস্কন্ধান্তর্গত পঞ্চ বিংশাধ্যায়ে এই তত্ত্ব পরিস্ফুট হইয়াছে। কেহ ভক্তিহীন কেবল জ্ঞান মাত্র অবলম্বন করিয়া সাযুজ্য প্রার্থী হন। সেই জ্ঞানাভিমানিগণের কেবল ক্লেশই সার হয় এবং তাঁহারা অবজ্ঞাত হইয়া থাকেন। অন্য কেহ ভক্তি বিনা কেবল জ্ঞানের দ্বারা মুক্তিলভ্য নহে জানিয়া ভক্তিমিশ্র জ্ঞান অভ্যাস করিতে করিতে শ্রীভগবান্ মায়োপাধি এবং ভগবদ্বপু গুণময় বলিয়া বিশ্বাস করেন; সেই বিমুক্ত মানী জ্ঞানিগণ যোগারূঢ় অবস্থা প্রাপ্ত হইলেও নিন্দিত হইয়া থাকেন। শাস্ত্রেও কতিথ হইয়াছে "বিরাট পুরুষের মুখ, বাহু, উরু এবং চরণ হইতে আশ্রমের সহিত বিপ্রাদি

বর্ণচতুষ্টয় উপজাত হইয়াছে। তন্মধ্যে গুণানুসারে বিপ্র ক্ষত্রিয়াদি পৃথকরূপে পরিণত হইয়াছে। যে সকল ব্যক্তি এরূপ সর্ব্বাত্মপ্রভব ঈশ্বররূপ পুরুষকে ভজনা না করে অথবা ভজন করিয়াও অবজ্ঞা করে, তাহারা সন্ন্যাসী অথবা অবিদ্যাবিজয়ী হইলেও স্বস্থান হইতে ভ্রষ্ট হইয়া অধঃপতিত হয়। আরওকথিত হইয়াছে যে, "যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনস্ত্বয্যস্তভাবাদ-বিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ। আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ পতন্ত্যধোঽ-নাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ॥" অর্থাৎ হে পদ্মপলাশলোচন! যে সকল অভিমানী এবং তোমার স্বরূপ জ্ঞানে অসমর্থতাহেতু অবিশুদ্ধবুদ্ধি ব্যক্তি অতিকষ্টে জ্ঞানমার্গের উচ্চপদে আরোহণ করে, তাহারাও তোমার চরণে ভক্তিহীনতাহেতু বা তোমার তনুতে অনাদর প্রযুক্ত অধঃপতিত হইয়া থাকে। ভগবদ্দেহকে গুণময় বলিয়া জ্ঞান করাই অনাদর। পূর্ব্বেও কথিত হইয়াছে "অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতং" (৯ম অঃ ১১শ)। বস্তুতঃ ভগবানের দেহ মনুষ্যাকার হইলেও তাহা যে সচ্চিদা-নন্দময় তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সাধারণ মানবের দেহ যেমন মাংসাস্থিক্লেদপূর্ণ শ্রীভগবানের শরীর কখনই সেইরূপ হইতে পারে না; তাহা নিত্য নির্ম্মল জ্ঞানানন্দে পরিপূরিত। বহু জন্মার্জিত পুণ্যের ফলে তাঁহার দুর্লভ কৃপালাভ করিতে পারিলে সেই ভগবৎ করুণাপ্রভাবে তাঁহার নিত্যানন্দময় দেহের স্বরূপ দৃষ্ট হয়। নারায়ণাধ্যাত্ম বচন যথা—নিত্যা-ব্যক্তঽপি ভগবন্নীক্ষ্যতে নিজ শক্তিতঃ। তামৃতে পরমানন্দং কঃ পশ্যত্তিমিমং প্রভং॥ অর্থাৎ শ্রীভগবান্ নিত্য অব্যক্ত-

স্বরূপ হইলেও কেবল তাঁহারই কৃপাশক্তি প্রভাবে তিনি লক্ষিত হন; সেই শক্তি ব্যতীত এই পরমানন্দস্বরূপ প্রভুকে দর্শন করিতে কে সমর্থ হয়?

এইরূপে পূর্ব্বোক্ত বাক্যসমূহদ্বারা ভগবচ্ছরীরের সচ্চিদানন্দময়ত্ব সিদ্ধ হইলেও এবং "ক্লীপ্তং সচ্চিদানন্দ বিগ্রহং শ্রীবৃন্দবনসুরভূরু হতলাষিণং" অর্থাৎ শ্রীবৃন্দাবনস্থ দেবপাদপতলাষিণ সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ। তথা "শাব্দং ব্রহ্ম বপু দধৎ" অর্থাৎ ব্রহ্মশব্দময় দেহধারী ইত্যাদি শ্রুতি-স্মৃতি নির্দিষ্ট সহস্র প্রমাণ সত্ত্বেও কেবল "মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরং" অর্থাৎ মায়া প্রকৃতি এবং মায়ী পরমেশ্বর। এই শ্রুতি দর্শন করিয়াই তাঁহারা ভগবানকেও মায়োপাধি বলিয়া মনে করেন। কিন্তু "হত মায়াময়ং বিষ্ণুং প্রবদন্তি সনাতনং" অর্থাৎ এই জন্যই সনাতন বিষ্ণুকে মায়াময় বলা যায়। এই মাধ্বভাষ্য প্রমাণিত সূত্রানুসারে তাঁহাকে তৎস্বরূপভূতা মায়াখ্যা নিত্যশক্তিদ্বারা সংযুক্ত বলিয়া মনে করেন না, অথবা 'মায়ান্তু' এস্থলে মায়াশব্দে ভগবৎ স্বরূপভূতা চিচ্ছক্তি অভিহিত কিন্তু তাঁহার অস্বরূপা ত্রিগুণময়ী শক্তি এস্থলে লক্ষিত নহে, এরূপও হইতে পারে। তাহাগিের অবলম্বিত শ্রুতির অন্যরূপ অর্থও হইতে পারে। যথা মায়াকে প্রকৃতি অর্থাৎ দুর্গা এবং মায়ীকে মহেশ্বর অর্থাৎ শম্ভু বলিয়া জানিবে। কিন্তু যাঁহারা ভগবৎ দেহকে গুণময় বলিয়া জ্ঞান করেন, তাঁহারা এসকল অর্থ স্বীকার করেন না। এজন্যই ভগবানের নিকট অপরাধী হইয়া তাহারা জীবন্মুক্ত দশা প্রাপ্ত হইলেও অধঃপতিত হইয়া থাকেন। এজন্য জীবমুক্ত

সাধকেরও অধঃপতন অসম্ভাবিত নহে। বাসনাভাষ্য গ্রন্থ ধৃত পরিশিষ্ট বচনে কথিত হইয়াছেন যে "জীবন্মুক্তা অপি পুনর্জান্তি সংসার বাসনাং।" যদ্যচিন্ত্য মহাশক্তৌ ভগবত্য পরাধীনঃ।" ইহার ভাবার্থ এইযে "জীবন্মুক্ত ব্যক্তিগণও যদি কোনরূপে অচিন্তনীয় মহাশক্তিশালী ভগবানের নিকট অপরাধী হন, তাহা হইলে তাহাদিগকে পুনর্বার বাসনাযুক্ত হইয়া সংসারে প্রবেশ করিতে হয়। এই সকল জীবন্মুক্ত ব্যক্তির অধঃপতনের কারণ এই যে, তাঁহারা মনে করেন, ফলপ্রাপ্তি হইলে আর সাধনার প্রয়োজন নাই ; এইরূপ জ্ঞানের বশে তাঁহারা জ্ঞানসন্ন্যাসকালে জ্ঞানের সহিত তাহার গুণভূতা ভক্তিকেও পরিত্যাগ করেন এবং পরে আপনার মিথ্যা অপরোক্ষ ব্রহ্মানুভূতি বোধ করিয়া থাকেন। অপিচ শ্রীবিগ্রহ দেহে গুণময় জ্ঞান হেতু তাহার নিকট অপরাধী হন, এইজন্য জ্ঞানের সহিত ভক্তিও অন্তর্হিতা হইয়া থাকে। এই ভক্তিকে তাঁহারা আর লাভ করিতে সক্ষম হয় না, ভক্তি ব্যতীত তৎপদার্থরূপ পরমাত্মানুভব ও সম্পূর্ণ হয় না। তখন তাঁহাদের সমাধি বৃথা এবং তাঁহারা মিথ্যা জীবন্মুক্তাভিমানী হইয়া থাকেন। পূর্ব্বেই এ সম্বন্ধে কথিত হইয়াছে "যেঽন্যে অরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিনঃ' ইত্যাদি। যাঁহারা ভক্তিমিশ্রিত জ্ঞান অভ্যাস করিতে করিতে ভগবানের মূর্ত্তিকে সচ্চিদানন্দময়ী জ্ঞান করিয়া থাকেন তাহারা অবিদ্যা ও বিদ্যার উপরোম হইলে পরাভক্তি লাভ করেন। এইরূপ জীবন্মুক্ত দ্বিবিধ। তাঁহাদের কেহ কেহ ভগবৎ সাযুজ্য লাভের নিমিত্ত ভক্তি করিয়া থাকেন এবং সেই ভক্তির

দ্বারা তৎ পদার্থকে অপরোক্ষভাবে অনুভব করিয়া সাযুজ্যলাভ করেন, ইহারা সম্মানীয়। অপর কতকগুলি সাধক যদৃচ্ছা-রূপে শান্ত ভাগবতগণের সঙ্গ প্রভাবে মুক্তিইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া শুকাদির ন্যায় ভক্তিরসের মাধুর্য্যাস্বাদে নিমগ্ন থাকেন, তাঁহারা পরম আদরণীয়। যথা—'আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থাঅপরুক্রমে কুর্ব্বন্তাহৈতুকীং ভক্তি মিত্থম্ভূত গুণহরিঃ ॥' (ভাঃ ১ম স্কন্ধ ৭ম অধ্যায় ১০ শ্লোক) ইহার ভাবার্থ যথা—আত্মারাম বাসনা গ্রন্থিবিহীন মুনিগণও ভূরুবিক্রম ভগবানের অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন। ভগবান শ্রীহরি এবম্ভূত গুণশালী। ঐ সকল জীবন্মুক্তগণও তাঁহাকে অহৈতুকী ভক্তি করেন। এক্ষণে উপসংহারে ইহাই বক্তব্য যে, চতুর্ব্বিধ জ্ঞানীর মধ্যে ভগবৎ দেহে গুণময় বুদ্ধিশালী জ্ঞানিদ্বয় অবজ্ঞাত এবং তাহারা পুনর্ব্বার অধঃপতিত হইয়া থাকেন; অপর শ্রীভগবানের মূর্ত্তিতে সচ্চিদানন্দরূপ-দর্শী জ্ঞানিদ্বয় পরম আদরণীয় এবং তাঁহারা সংসার সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে সক্ষম হন ॥৫৫॥

সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্ ॥৫৬॥

অন্বয়—মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ (আমার ঐকান্তিক ভক্ত) সদা (সর্ব্বদা) সর্ব্ব-কর্ম্মাণি (সর্ব্বপ্রকার কর্ম্ম) কুর্ব্বাণঃ অপি (করিয়াও) মৎপ্রসাদাৎ (আমার অনুগ্রহে) শাশ্বতং (অনাদি) অব্যয়ম্ (নিত্য) পদম্ (ধাম) অবাপ্নোতি (প্রাপ্ত হন) ॥৫৬॥

আমার একান্ত ভক্ত সর্ব্বদা সমস্ত কর্ম্ম করিয়াও আমার প্রসাদে নিত্য অব্যয়পদরূপ পরব্যোম লাভ করেন ।।৫৬।।

তাৎপর্য্য—

পূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, জ্ঞানিগণ যথাক্রমে কর্ম্মফল সন্ন্যাস, কর্ম্ম সন্ন্যাস এবং জ্ঞান সন্ন্যাস দ্বারা আমার সাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। এই সকলই জ্ঞানীর কথা; কিন্তু মদ্ভক্ত যে ফল প্রাপ্ত হয় তাহা অতঃপর বিশদভাবে বর্ণনা করিতেছি শ্রবণ কর। যে ব্যক্তি বিশেষ রূপে এমন কি সকাম ভাবেও আমাকে আশ্রয় করে সে ব্যক্তিও পরম ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। যখন কামিগণের এইরূপ ফল প্রাপ্তি হয়, তখন নিষ্কাম ভক্তগণের কথা উল্লেখ করাই অনাবশ্যক। যাঁহারা পুত্রকলত্রাদি পরিপোষণ লক্ষণ নানাবিধ লৌকিক ও ব্যবহারিক, নিত্য নৈমিত্তিক, কাম্য কর্ম্মনিরক্ত তাহারাই যখন মদাশ্রিত হইলে পরম ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তখন যাঁহারা সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক এবং জ্ঞান সাধনা অথবা দেবতান্তরের পূজাদি পরিহার পুরঃসর কেবল আমারই শরণাগত হইয়া থাকেন। সেই সকল অনন্য ভক্ত যে পরম ফল লাভ করিবেন ইহা বলাই বাহুল্য। এস্থলে 'মদ্ব্যপাশ্রয়' মধ্যস্থ আশ্রয় পদের অর্থ সম্যকরূপে সেবা করা। আঙ্ উপসর্গ যোগ দ্বারা সেবারই প্রধানত্ব সমর্থিত হইয়াছে। 'কর্ম্মণ্যপি' এতৎসহ যে অপি পদের প্রয়োগ আছে তদ্দ্বারা কর্ম্মের অপকর্ষ সূচিত হইতেছে এবং কর্ম্মমিশ্র ভক্তিমান লক্ষিত হইতেছে। এই অপকর্ষতা হেতু সহজেই অনুভব করা যাইতেছে যে, ভক্তি মিশ্র কর্ম্ম এস্থলে

লক্ষিত নহে। এইরূপ ভক্তিনিষ্ঠগণ শাশ্বত মৎ পদপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন। অর্থাৎ বৈকুন্ঠ, মথুরা, দ্বারকা, অযোধ্যাদি আমার ধাম প্রাপ্ত হন। যদি কেহ সন্দেহ করেন যে, মহাপ্রলয়ে যখন সকলই ধ্বংস দশায় উপনীত হইবে তখন এই সকল পুণ্য-ধামই বা কিরূপে থাকিবে? তদুত্তর স্বরূপে 'অব্যয়' এই বিশেষণ পদ প্রযুক্ত হইয়াছে।

ইহার ভাবার্থ এই যে মহাপ্রলয়েও আমার অতর্কিত প্রভাবে উল্লিখিত ধামসমূহের কোনই অপচয় সংঘটিত হইতে পারে না। এক্ষণে আবার জিজ্ঞাসা করিতে পারে যে, জ্ঞানী-গণ বহুজন্মে অনেক তপ আদি ক্লেশ সহকারে সর্ব্ববিষয় হইতে ইন্দ্রিয়গণকে প্রত্যাহার করিয়া এবং কর্ম্মসন্ন্যাস অবলম্বন করিয়া যে সাযুজ্য লাভ করিয়া থাকেন, তোমার সেই পরম পদ-রূপ ধাম ভক্তগণ কর্ম্মনুষ্ঠান পরায়ন এবং কামনাযুক্ত হইয়াও কেবলমাত্র ত্বদাশ্রিত হইয়াই কি কিরূপে লাভ করিয়া থাকেন? মৎপ্রসাদই ইহার উত্তর। আমার প্রসন্নতার প্রভাব অতর্ক বলিয়া জানিবে।

"সর্ব্বথাপি তত্রবোভয়লিঙ্গাৎ" ইহার ভাবার্থ এই যে জ্ঞানের জন্য অথবা আশ্রমীর কর্ত্তব্য বলিয়াই হউক অগ্নি-হোত্রাদি কর্ম্ম অনুষ্ঠেয়। উক্ত উভয়বিধ অধিকারীর সম্বন্ধ অনুসারে অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম সর্ব্বথা অনুষ্ঠেয় ইহা শ্রুতি ও স্মৃতিতে বিজ্ঞাপিত হইয়াছে ॥৫৬॥

চেতসা সর্ব্বকর্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব ॥৫৭॥

অন্বয়—চেতসা (সর্ব্বান্তঃকরণে) সর্ব্বকর্ম্মাণি (সর্ব্বকর্ম্ম) ময়ি (আমাতে) সংন্যস্য (সম্যগ্‌রূপে অর্পণপূর্ব্বক) মৎপরঃ (মৎপরায়ণ হইয়া) বুদ্ধিযোগম্ (নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি) উপাশ্রিত্য (আশ্রয় করিয়া) সততং (অবিরত) মচ্চিত্তঃ (মন্মনা) ভব (হও) ॥৫৭॥

তুমি কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশ পরিত্যাগপূর্ব্বক আমাতে সমস্ত কর্ম্মফল অর্পণ করত শুদ্ধ ভক্তি সহকারে বুদ্ধিযোগ আশ্রয় করিয়া সমস্ত ভক্তিপর কর্ম্মসাধন-দ্বারা সর্ব্বদা আমার 'একান্তভক্ত' হও ॥৫৭॥

তাৎপর্য্য—

ভগবদুপদেশের মর্ম্ম সুস্পষ্টরূপে প্রণিধান করিতে না পারিয়া অর্জ্জুন আকুলভাবে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, হে নারায়ণ! তুমি আমার প্রতি কিরূপ আজ্ঞা প্রদান করিতেছ? হে ভগবান! আমি কি অনন্য ভক্ত হইব? অথবা সকাম ভক্তরূপে তোমাতে রত হইব? এইরূপ আশঙ্কিত প্রশ্নের উত্তর স্বরূপে শ্রীভগবান বলিতেছেন. হে অর্জ্জুন! অনন্য ভক্ত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইলেও তুমি তাহা হইতে পারিবে না। অথচ সর্ব্বভক্তের অপকৃষ্ট সকাম ভক্তও হইও না। এতদুভয়ের মধ্যস্থানে অবলম্বন করিয়া মধ্যভক্তরূপে পরিগণিত হওয়াই তোমার পক্ষে শ্রেয়স্কর। এইরূপ অভিপ্রায় পরিস্ফুষ্ট করিবার জন্যই এই শ্লোক প্রদর্শিত হইতেছে ॥৫৭॥

মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাত্তরিষ্যসি।
অথ চেত্ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি ॥৫৮॥

অন্বয়—[ত্বং (তুমি)] মচ্চিত্তঃ (মদ্গতচিত্ত হইয়া) মৎপ্রসাদাৎ (আমার কৃপায়) সর্ব্বদুর্গাণি (সকল বাধা বিঘ্ন) তরিষ্যসি (উত্তীর্ণ হইবে) অথ চেৎ (আর যদি) অহঙ্কারাৎ (অহঙ্কারবশতঃ) ত্বং (তুমি) ন শ্রোষ্যসি [না শুন] [তর্হি [তাহা হইলে]] বিনঙ্ক্ষ্যসি [বিনষ্ট হইবে] ॥৫৮॥

এরূপ মচ্চিত্ত হইলে সমস্ত দুর্গ অর্থাৎ জীবনযাত্রার সমস্ত প্রতিবন্ধক উত্তীর্ণ হইবে ; তাহা না করিয়া দেহাত্মাভিমানরূপ অহঙ্কার দ্বারা 'নিজেই কর্ত্তা' বলিয়া আপনাকে মনে করত যদি আমার মত [উপদেশ] আশ্রয় না কর, তাহা হইলে তুমি সংসাররূপ বিনাশই লাভ করিবে ॥৫৮॥

তাৎপর্য্য—

পূর্ব্বে যে উপদেশ প্রদত্ত ইহল তাহার পরিণাম কিরূপ শুভাবহ এবং অপরিপালন কিরূপ ভয়াবহ তাহাই এক্ষণে কীর্ত্তিত হইতেছে।

এ সংসার কেবল দুঃখের আলয় স্বরূপ। পদে পদে মনুষ্যকে নানাপ্রকারে দুর্গতিভারে প্রপীড়িত হইতে হয়। এই দুঃখরাশি দূর করিবার নিমিত্ত এই দুরবস্থারূপ অপার সমুদ্র অতিক্রম করিবার অভিপ্রায়ে মানব ভ্রমের বশবর্ত্তী হইয়া নিরন্তর বিবিধ উপায় অন্বেষণ করিতে করিতে জীবনপাত করে কিন্তু সকলই নিষ্ফল হয়, কারণ সার ও সত্য উপায় তাঁহারা সহজে অবধারণ করিতে পারেন না। শ্রীভগবানের প্রসন্নতাই একমাত্র অমোঘ উপায়। তাহারই প্রভাবে হেলায় দুঃখ নাশ হইয়া থাকে। সেই প্রসন্নতা লাভ দুষ্কর নহে, ইহা মনুষ্য

দেখিয়াও দেখে না। কেবল ভগবৎ চিত্ত হইতে পারিলেই অর্থাৎ চিত্তকে নিরবচ্ছিন্নভাবে শ্রীভগবানে পন্ন করিতে পারিলেই তাঁহার প্রসন্নতা লাভ করা যায়।

অতি সহজ এবং অবশ্য ফলপ্রদ উপায় না দেখিয়া তুমি গত্যন্তর অন্বেষণে কেন ব্যাপৃত হইতেছ? তাহাতে দুর্দ্দর্শার ভার বৃদ্ধি হইবে। ইহা তুমি স্থির জানিবে যে আমি ভিন্ন অন্য কোন জ্ঞাতা বা শান্তি প্রদাতা এ বিশ্বে আর কেহ নাই। অতএব আমার কথায় নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত মনে কার্য্য করাই আবশ্যক ॥৫৮॥

যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈষ ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি ॥৫৯॥

অন্বয়—অহঙ্কারম্ (অহঙ্কারকে) আশ্রিত্য (আশ্রয়পূর্ব্বক) ন যোৎস্যে (যুদ্ধ করিব না) ইতি যৎ (এই যে) ত্বং (তুমি) মন্যসে (মনে করিতেছ), তে (তোমার) এষঃ (এই) ব্যবসায়ঃ (সঙ্কল্প) মিথ্যা এব (মিথ্যাই) ভবিষ্যতি (হইবে)। প্রকৃতিঃ (নিজ স্বভাব) ত্বাং (তোমাকে) নিযোক্ষ্যতি (নিযুক্ত করিবে) ॥৫৯

যদি সেই অহঙ্কারকে আশ্রয় করিয়া, 'যুদ্ধ করিব না' মনে কর, তাহা হইলে তুমি মিথ্যা-প্রতিজ্ঞ হইবে; কেন না, তোমার ক্ষত্রিয়-প্রকৃতি তোমাকে অবশ্য যুদ্ধকার্য্যে প্রবৃত্ত করাইবে ॥৫৯॥

তাৎপর্য্য—

(৫৯—৬০) শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিপ্রায় দ্রষ্টব্য।

স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা।
কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ। ৬০॥

অন্বয়—[হে] কৌন্তেয় (হে কুন্তীপুত্র) ত্বং (তুমি) মোহাৎ (মোহবশতঃ) যৎ (যাহা) কর্ত্তুং ইচ্ছসি (করিতে ইচ্ছা করিতেছ না), স্বভাবজেন (স্বভাব হইতে উৎপন্ন) স্বেন (স্বীয়) কর্ম্মণা (বৃত্তি দ্বারা) নিবদ্ধঃ [সন] (নিয়মিত হইয়া) তৎ অপি (সেই কর্ম্মই) অবশঃ [সন]অবশ (হইয়া) (করিষ্যসি করিবে) ॥৬০॥

মোহ-প্রযুক্ত তুমি এখন যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিতেছ না, কিন্তু স্বভাবজাত স্বকর্ম্ম-দ্বারা তুমিই অবশ হইয়া পরে তৎ-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে ॥৬০॥

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥৬১॥

অন্বয়—[হে] অর্জ্জুন ! (হে অর্জ্জুন !) ঈশ্বরঃ (অন্তর্য্যামী শ্রীভগবান) যন্ত্ররূঢ়াণি [ইব] (যন্ত্রারূঢ় পুত্তলের মত) সর্ব্বভূতানি (সকলজীবকে) মায়য়া (মায়াশক্তিদ্বারা) ভ্রাময়ন্ (নানাবিধ কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইতে করাইতে) সর্ব্বভূতানাং (সকল জীবের) হৃদ্দেশে (হৃদয়মধ্যেই) তিষ্ঠতি (অবস্থান করিতেছেন ॥৬১॥

সর্ব্বজীবের হৃদয়ে পরমাত্মারূপে আমিই অবস্থিত ; পরমাত্মাই সর্ব্ব জীবের নিয়ন্তা ও ঈশ্বর। জীবসকল যে-যে কর্ম্ম করেন, ঈশ্বর তদনুরূপ ফল দান করেন। যন্ত্রারূঢ় বস্তু যেমত ভ্রামিত হয়, জীবসকল তদ্রূপ ঈশ্বরের সর্ব্ব-নিয়ন্তৃত্ব-ধর্ম্ম হইতে জগতে ভ্রামিত হন। ঈশ্বর-প্রেরণা-দ্বারাই পূর্ব্বকর্ম্মানু-

তোমার প্রবৃত্তি সহজে কার্য্য করিতে থাকিবে ॥৬১॥

তাৎপর্য্য—

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, হে অর্জ্জুন! যিনি সাংসারিক সকল ব্যাপারের কর্ত্তা, যাঁহার ব্যবস্থায় এই জগতে সমস্ত ব্যাপার নির্ব্বাহিত হয়, সেই সর্ব্ব শক্তিমানই ঈশ্বর। তিনি ভূত-সমূহের হৃদয় গুহায় নিয়ত অবস্থিত। ভ্রান্ত জীবগণ অতি নিকটস্থ আপনার দেহস্থিত সেই পরম পুরুষকে দেখিতে পায় না। যাঁহাদের অন্তরাত্মা নির্ম্মল কেবল সেই ভাগ্যবানেরাই আপনার হৃদয়ে অবস্থিত সেই পরমেশ্বরকে দেখিতে পান। যদি বলা যায় মায়া দ্বারা জীবগণকে পরিচালিত করিবার অভিপ্রায়ে অথবা সকল নিজ নিজ পথে ভ্রমণ করাইবার নিমিত্ত সকলের হৃদ্দেশে অবস্থান করেন। জীব ভগবানের মায়াদ্বারা পরিভ্রমিত হইতে থাকে। ইহাতে ইহাই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে জীবগণের কর্ম্ম সম্বন্ধে কোনরূপ স্বতন্ত্রতা বা স্বাধীনতা নাই। সর্ব্বনিয়ন্তা পরমেশ্বরই কর্ম্ম বিষয়ের প্রয়োজক। জীব অবশভাবে সেই কর্ম্মসাধনে বাধ্য ॥৬১॥

তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্ ॥৬২॥

অন্বয়—[হে] ভারত! (হে ভরতবংশীয়!) অতঃ (অতএব) সর্ব্ব-ভাবেন (সর্ব্বতোভাবে) তম্ এব (তাঁহারাই) শরণং গচ্ছ (শরণ লও)। তৎ প্রসাদাৎ (তাঁহার অনুগ্রহে) পরাং শান্তিং (পরা শান্তি) শাশ্বতং স্থানং (নিত্যধাম) প্রাপ্স্যসি (লাভ করিবে) ॥৬২॥

হে ভারত ! তুমি সর্ব্বভাবে সেই ঈশ্বরের শরণাগত হও ; তাঁহার প্রসাদেই পরা-শান্তি লাভ করিতে এবং নিত্যধাম প্রাপ্ত হইবে ।।৬২।।

তাৎপর্য্য—

পূর্ব্বশ্লোকে ঈশ্বর তত্ত্ব পরিব্যক্ত করিয়া এক্ষণে সেই পরমেশ্বরের শরণ গ্রহণ করিতে উপদেশ প্রদান করা হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলা যাইতেছে যে ঈশ্বরের অনুকম্পায় পরম ফল লাভ হইবে। অবিদ্যা ও বিদ্যার নিবৃত্তিজনিত যে শান্তি লাভ হয় তাহাই পরা। এইরূপ পরা শান্তি লাভের পর বৈকুন্ঠ প্রাপ্তি ঘটে। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যাহারা অন্তর্য্যামীর শরণাগত তাহাদেরই এই ফল হয়, আর যাঁহারা ভগবচ্ছরণাগত তাহাদের পরিণাম পরে বিবৃত হইতেছে। অন্যেরা বলিয়া থাকেন যিনি মদিষ্টদের শ্রীকৃষ্ণ তিনিই আমার গুরু তিনিই আমাকে ভক্তিযোগ ও তদনুকূল হিতকর উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন। আমি তাঁহারই শরণাগত। তাঁহারা নিরন্তর এইরূপ চিন্তা করিয়া থাকেন কৃষ্ণই আমার অন্তর্য্যামী, তিনি আমাকে তত্তদবিষয়ে প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকেন, আমি তাঁহারই শরণাগত। ভক্তোত্তম শ্রীউদ্ধবও বলিয়াছেন (ভাঃ ১১ স্কন্ধ ২৯ অঃ ৬ শ্লোক) পরমানন্দ প্রাপ্ত ভগবৎতত্ত্বজ্ঞ কবিগণ ভগবানের কৃত উপকার সমূহ স্মরণ করিয়া তৎপদে আত্মনিবেদন ভিন্ন আর কোন-রূপেই আপনাকে অঋণী মনে করেন না। কারণ ভগবান্ বাহিরে অন্তর্য্যামীরূপে উপদেশ দান করিয়া এবং অন্তরে

অন্তর্য্যামিরূপে প্রেরণা দান করিয়া জীবের বিষয় বাসনারূপ অশুভ নাশ করতঃ স্বীয়গতি প্রদান করেন ॥৬২॥

ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্‌গুহ্যতরং ময়া।
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥৬৩॥

অন্বয়—ইতি (এই প্রকারে) গুহ্যাৎ (গোপনীয় হইতে) গুহ্যতরং (গোপনীয়তর) জ্ঞানম্ (জ্ঞান) ময়া (আমাকর্ত্তৃক) তে (তোমার নিকট) আখ্যাতং (কথিত হইল) ; এতৎ (ইহা) অশেষেণ (সমগ্রভাবে) বিমৃশ্য (বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া) যথা (যেরূপ) ইচ্ছসি (ইচ্ছাকর) তথা (সেইরূপ) কুরু (কর) ॥৬৩॥

ইতিপূর্ব্বে যে-ব্রহ্মজ্ঞান তোমাকে বলিয়াছি, তাহা—'গুহ্য' ; এখন যে-পরমাত্মজ্ঞান তোমাকে বলিলাম, তাহা—'গুহ্যতর'। এই সব অশেষরূপে বিচার করত তুমি যাহা ইচ্ছা, তাহা কর। তাৎপর্য্য এই যে, যদি নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ-দ্বারা জ্ঞানাশ্রয়ে 'ব্রহ্ম' এবং তৎক্রমে আমার নির্গুণ-ভক্তি পাইতে বাসনা কর, তবে নিষ্কাম-কর্ম্মরূপ যুদ্ধ কর ; আর যদি পরমাত্মার শরণাগত হও, তবে ঈশ্বর-প্রেরিত নিজের ক্ষাত্রস্বভাব হইতে উত্থিত প্রবৃত্তিসহকারে ঈশ্বরে কর্ম্মার্পণ পূর্ব্বক যুদ্ধ কর ; তাহা হইলে মদবতাররূপ 'ঈশ্বর' তোমাকে ক্রমশঃ নির্গুণা মদ্ভক্তি প্রদান করিবেন। যে-প্রকারেই সিদ্ধান্ত কর, তোমার পক্ষে যুদ্ধই শ্রেয়ঃ ॥৬৩॥

তাৎপর্য্য—

কর্ম্মযোগ, অষ্টাঙ্গযোগ এবং জ্ঞানযোগ বিষয়ক জ্ঞান অর্থাৎ জ্ঞান শাস্ত্র গুহ্য হইতে গুহ্যতর। ইহা অতি রহস্যযুক্ত এজন্য বশিষ্ট বাদরায়নি বেদব্যাস এবং নারদ আদি কেহই এই

জ্ঞান তত্ত্ব স্ব স্ব প্রণীত শাস্ত্রে পরিব্যক্ত করেন নাই। তাঁহারা সর্ব্বজ্ঞ হইয়াও এই তত্ত্ব ব্যক্ত করিতে পারেন নাই। কারণ তাঁহাদের সর্ব্বজ্ঞত্ব আপেক্ষিক। কিন্তু আমার সর্ব্বজ্ঞত্ব আত্যন্তিক। সুতরাং তাঁহারা অতি গুহ্যত্ব হেতু এই তত্ত্ব সম্যকরূপে জানেন না; আমিও অতি গুহ্যত্ব হেতু এই রহস্য পূর্ণ তত্ত্ব সম্যগ্‌রূপে উপদেশ প্রদান করি না। জ্ঞানোপদেশ নিঃশেষরূপে বিচার করিয়া, স্বকীয় অভিরুচি অনুসারে যে প্রকারে তাহার অনুষ্ঠান করিতে ইচ্ছা হয় তাহাই কর। এই শ্লোক দ্বারা জ্ঞানষটক সম্পূর্ণ হইল অর্থাৎ এই শ্লোকই জ্ঞান-ষট্‌কের শেষ শ্লোক বুঝিতে হইবে। সর্ব্ব বিদ্যার শিরোরত্ন স্বরূপ ষট্‌ত্রয় সংযুক্ত এই গীতাশাস্ত্রে মহামূল্য রত্নশ্রেষ্ঠ ভক্তির সম্পুট অর্থাৎ পেটিকা স্বরূপ। এই গীতার প্রথমে কর্ম্মষট্‌ক, অর্থাৎ ইহার প্রথম ছয় অধ্যায় কর্ম্মোপদেশপূর্ণ সমস্ত গীতারূপ পেটিকার তাহাহ একদিকের আবরণ; সেই আবরণ যেন কনক নির্ম্মিত অর্থাৎ স্বর্ণময়। ইহার তৃতীয় ষট্‌ক অর্থাৎ ত্রয়োদশ হইতে অষ্টাদশ পর্য্যন্ত শেষ ছয় অধ্যায় গীতারূপ পেটিকার ঊর্দ্ধ আবরণ স্বরূপ; তাহা মণিবিজড়িত কনকময়। এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তী ছয় অধ্যায় ভক্তি ত্রিজগতের অমূল্য সম্পত্তি, তাহা শ্রীকৃষ্ণকে বশীভূত করিতে সমর্থা, তাহা পেটিকার মধ্যস্থলে মহামূল্য অতিশ্রেষ্ঠ মণির ন্যায় বিরাজ করিতেছে ॥৬৩॥

সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয় শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্ ॥৬৪॥

অন্বয়—মে (আমার) সর্ব্বগুহ্যতমং (সর্ব্বগোপনীয়তম) পরমং (সর্ব্বশ্রেষ্ঠ) বচঃ (উপদেশ বাক্য) ভূয় (পুনরায়) শৃণু (শুন) [ত্বং (তুমি)] মে (আমার) দৃঢ়ম্ (অত্যন্ত) ইষ্টঃ (প্রিয়) অসি (হও), ইতি ততঃ (এই জন্য) তে (তোমাকে) হিতম্ (মঙ্গলের কথা) বক্ষ্যামি (বলিতেছি) ॥৬৪॥

গুহ্য 'ব্রহ্মজ্ঞান' ও গুহ্যতর 'ঐশ্বর-জ্ঞান' তোমাকে বলিলাম ; এক্ষণে গুহ্যতম ভগবজ্জ্ঞান' উপদেশ করিতেছি, শ্রবণ কর। আমি এই গীতাশাস্ত্র মধ্যে যত উপদেশ দিয়াছি, সে-সমুদায় অপেক্ষা ইহা শ্রেষ্ঠ। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয়, অতএব তোমার হিতের জন্যই আমি বলিতেছি ॥৬৪॥

তাৎপর্য্য—

শ্রীভগবান্ পূর্ব্বশ্লোকে গীতোক্ত তত্ত্ব নিঃশেষরূপে আলোচনা করিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান করিতে আদেশ প্রচার করিতেছেন। পুনরায় সংক্ষেপে সারতত্ত্ব পরিব্যক্ত করিতে উদ্যত হইয়াছেন।

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন, হে অর্জ্জুন। আমার গুহ্যাতি-গুহ্য তত্ত্বকথা পুনরায় শ্রবণ কর। বারংবার নানাভাবে এই সকল রহস্য প্রকাশিত হইয়াছে সত্য তথাপি অতি প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গ পুনঃ পুনঃ শ্রবণে তাহা হৃদয়গত হইবে বিবেচনায় আমি আবার সেই পরম মঙ্গলময় বক্তব্যের পুনরালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেছি। কেন তোমাকে এই অতি প্রয়োজনীয় গুহ্যতম রহস্য জানাইবার নিমিত্ত আগ্রহযুক্ত হইয়াছি, তাহাও বলিতেছি শুন।

তুমি আমার অতিশয় প্রেমপাত্র, অভিন্ন হৃদয়-বান্ধব এবং চির-পরিচিত সুহৃদ ; এইজন্য তোমার মঙ্গলামঙ্গলের সহিত আমার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। সুতরাং তোমার হিতার্থে, তোমাকর্তৃক জিজ্ঞাসিত না হইয়াও আমি স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া এই পরম তত্ত্ব আবার ব্যক্ত করিতে উদ্যত হইয়াছি। এই মহদুপদেশ অনুসরণ করিলে তুমি যে পরমাসদ্গতি প্রাপ্ত হইবে তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

পূর্ব্বে রাজবিদ্যাযোগাধ্যায়ে 'মন্মনা ভব মদ্ভক্ত' (৯/৩৪) 'ইদন্তু তে গুহ্যতমং' (৯/১) স্থানে এই তত্ত্ব বিশদভাবে পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে, তথাপি ভক্তির মাহাত্ম্য সম্পূর্ণরূপে ভক্তের হৃদয়গত করাইবার অভিপ্রায়ে ভক্তবৎসল ভগবান পুনরায় তাহার আলোচনা করিতেছেন। অতঃপর আটটি শ্লোকে শ্রীভগবান্ এই পরম তত্ত্ব পরিব্যক্ত করিয়া ভক্তিরই প্রাধান্য ব্যক্ত করিবেন ॥৬৪॥

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥৬৬॥

অন্বয়—[ত্বং (তুমি)] মন্মনা (মদ্গতচিত্ত) মদ্ভক্তঃ (আমার সেবাপরায়ণ) মদ্যাজী (আমার যজনশীল) ভব (হও). মাং (আমাকে) নমস্কুরু (নমস্কার কর)। [তর্হি (তাহা হইলে)] মাম্ এব (আমাকেই) এষ্যসি (প্রাপ্ত হইবে), তে (তোমার নিকট) সত্যং (সত্য) প্রতিজানে (প্রতিজ্ঞা করিতেছি), [যতঃ ত্বং (যেহেতু তুমি)] মে (আমার) প্রিয় অসি (প্রিয় হও) ॥৬৫॥

ভগবদ্ভক্ত হইয়া তুমি আমাকে চিত্ত অর্পণ কর ; কর্ম্মযোগী, জ্ঞানযোগী ও ধ্যানযোগিগণ যেরূপ চিন্তা করেন সেরূপ করিবে না ; সমস্ত কর্ম্মেই আমার ভগবৎ স্বরূপের যজন কর। আমার প্রতিজ্ঞা এই যে, তাহা হইলেই তুমি আমার এই সচ্চিদানন্দস্বরূপের নিত্যসেবকত্ব লাভ করিবে। তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয় বলিয়া এই নির্গুণা ভক্তির উপদেশ করিতেছি ॥৬৫॥

তাৎপর্য্য—

অধুনা শ্রীভগবান্ পূর্ব্বোল্লিখিত গুহ্যাতিগুহ্য তত্ত্ব পুনরায় নিজমুখে পরিব্যক্ত করিতে প্রবৃত্ত হইতেছেন এবং সমস্ত গীতা শাস্ত্রের সারসংকলন পূর্ব্বক পরম তত্ত্ব এস্থলে বিন্যস্ত করিতেছেন।

হে অর্জ্জুন! মন্মনা হও অর্থাৎ তোমার চিত্ত সর্ব্বপ্রকার আসক্তি শূন্য হইয়া অবিচ্ছেদে ভগবদ্রূপ আমাতে অনুরক্ত হউক। তোমার চিত্ত নিরন্তর আমার চিন্তাপরায়ন হইলেও হয়ত কংস শিশুপালাদির ন্যায় আমার প্রতি দ্বেষভাব যুক্ত থাকিতে পারে সেরূপ ভাবে মচ্চিন্তাপরায়ন না হইয়া তুমি ঐকান্তিকী ভক্তি সহকারে আমার অনুরক্ত হও। মদ্ভক্ত প্রহ্লাদ মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবতে ভক্তির লক্ষণ যেরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহার অনুশীলন কর। তুমি আমার পূজনশীল হও অর্থাৎ অনন্য মনে আমার পূজাপরায়ণ হইয়া থাক। তুমি আমাকে সতত নমস্কার করিতে থাক, অর্থাৎ আন্তরিক ভক্তি সহকারে আমার উদ্দেশ্যে অন্তরের সহিত শরীরকে দণ্ডবৎ প্রণত কর। এইরূপে মদেকনিষ্ঠ হইলে তুমি আমাকেই প্রাপ্ত হইবে। এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। আমি এজন্য প্রতিজ্ঞাপূর্ব্বক তোমার

নিকট এই পরম সত্য তত্ত্ব পরিব্যক্ত করিতেছি। তুমি আমার পরম প্রিয় পাত্র ; প্রিয়জনের নিকট কেহ কখনও প্রতারণামূলক বাগ্‌জাল বিস্তার করে না। আমি তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে আমি তোমার সখারূপে আমি আত্মনিয়োজন করিব। আমার সেই বাক্য কখনই নিষ্ফল হইবার নহে। তুমি নিশ্চিন্ত মনে আমার বাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পার। আমি পূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি যে আমার প্রতি যাহার অতি প্রীতি তাহার প্রতি আমারও অতি প্রীতি হইয়া থাকে। তাদৃশ প্রিয়জনের বিয়োগ আমি কখনই সহ্য করিতে পারি না ॥৬৫॥

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥৬৬॥

অন্বয়—সর্ব্বধর্ম্মান্ (সর্ব্ববিধ ধর্ম্ম) পরিত্যজ্য (পরিত্যাগ করিয়া) একং (একমাত্র) মাম্ (আমারই) শরণং ব্রজ (শরণ লও) ; অহং (আমি) ত্বাং (তোমাকে) সর্ব্বপাপেভ্য (সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে) মোক্ষয়িষ্যামি (মুক্ত করিব), মা শুচ (শোক করিও না) ॥৬৬॥

ব্রহ্মজ্ঞান ও ঐশ্বরজ্ঞান-লাভের উপদেশ-স্থলে বর্ণাশ্রমাদিধর্ম্ম, যতি-ধর্ম্ম, বৈরাগ্য, শমদমাদি-ধর্ম্ম, ধ্যানযোগ, ঈশ্বরের ঈশিতার বশীভূততা প্রভৃতি যত-প্রকার ধর্ম্ম বলিয়াছি, সে-সমুদায় পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবৎস্বরূপ আমারই একমাত্র শরণাপত্তি অঙ্গীকার কর ; তাহা হইলে আমি তোমাকে সংসার-দশার সমস্ত পাপ, তথা পূর্ব্বোক্তধর্ম্ম-পরিত্যাগের যে-সকল পাপ, সে-সমুদায় হইতে উদ্ধার করিব। তুমি অকৃতকর্ম্মা বলিয়া শোক করিবে না। আমাতে নির্গুণ-ভক্তি আচরণ করিলে জীবের চিৎস্বভাব সহজেই স্বাস্থ্য লাভ করে। ধর্ম্মাচরণ

ও প্রায়শ্চিত্তাদি, তথা জ্ঞানাভ্যাস, যোগাভ্যাস ও ধ্যানাভ্যাস, কিছুই আবশ্যক হয় না। বদ্ধাবস্থায় শারীরিক, মানসিক ও অধ্যাত্মিক সমস্ত কর্ম্ম করিবে, কিন্তু সেই কর্ম্মে ব্রহ্মনিষ্ঠা ও ঈশ্বরনিষ্ঠা ত্যাগপূর্ব্বক ভগবৎ-সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাকৃষ্ট হইয়া একমাত্র ভগবানের শরণাপত্তি অবলম্বন কর। তাৎপর্য্য এই যে, শরীরিজীব জীবন-নির্ব্বাহের জন্য যতপ্রকার কর্ম্ম করে, সে সমুদায়ই উক্ত তিনপ্রকার নিষ্ঠা হইতে অথবা ইন্দ্রিয়সুখনিষ্ঠারূপ অধর্মনিষ্ঠা হইতে অনুষ্ঠান করে। অধর্মনিষ্ঠা হইতে অকর্ম্ম ও বিকর্ম্ম, তাহা—অনর্থজনক। তিনপ্রকার উত্তম-নিষ্ঠার নাম ব্রহ্মনিষ্ঠা, ঈশ্বরনিষ্ঠা ও ভগবন্নিষ্ঠা। বর্ণাশ্রম ও বৈরাগ্য ইত্যাদি সমস্ত কর্ম্মই এক-এক-প্রকার নিষ্ঠাকে অবলম্বন করিয়া এক-এক-প্রকার ভাব প্রাপ্ত হয়। তাহারা যখন ব্রহ্মনিষ্ঠার অধীন হয়, তখন কর্ম্ম ও জ্ঞান-রূপে প্রকাশ পায়; যখন ঈশ্বরনিষ্ঠার অধীন হয়, তখন ঈশ্বরার্পিত কর্ম্ম ও ধ্যানযোগাদিরূপ ভাবের উদয় হয়; যখন ভগবন্নিষ্ঠার অধীন হয়, তখন শুদ্ধা বা কেবলা-ভক্তিরূপে পরিণত হইয়া পড়ে। অতএব এই ভক্তিই 'গুহ্যতম' তত্ত্ব এবং প্রেমই জীবের চরম প্রয়োজন —ইহাই গীতা-শাস্ত্রের মুখ্য তাৎপর্য্য। কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী ও ভক্ত,—ইঁহাদিগের জীবন একই-প্রকার হইলেও নিষ্ঠা-ভেদে ইঁহারা—অত্যন্ত পৃথক্ ॥৬৬॥

তাৎপর্য্য—

অধুনা শাস্ত্রের উপসংহার কালে শ্রীভগবান সুদৃঢ়রূপে ঘোষণা করিতেছেন যে, কেবল তাঁহারই শরণ গ্রহণ দ্বারা অভীষ্ট ফল লব্ধ হইয়া থাকে, তদ্বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

মূলে যে 'ধর্ম্ম' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে তাহা দ্বারা ধর্ম্মাধর্ম্ম উভয়ই বুঝাইতেছে। ধর্ম্মাধর্ম্ম উভয়ই পরিত্যাগ করিয়া ভগবানের শরণাগত হও—ইহাই এস্থলের অভিপ্রায় এস্থলে ধর্ম্মাধর্ম্ম ত্যাগের সহিত কর্ম্ম ত্যাগও সম্বন্ধ নহে।

অর্থাৎ কর্ম্মও যে ত্যাগ করিতে হইবে এরূপ সূচিত হইতেছে না। পরন্তু ইহাই উপলব্ধি হইতেছে যে কর্ম্মের প্রতি অনাদর প্রকাশ পূর্ব্বক সর্ব্বশক্তিমান সর্ব্বকর্ম্মাশ্রয় ভগবানের শরণ গ্রহণই আবশ্যক। যদি প্রশ্ন উত্থাপন করা যায় যে, শ্রীভগবানের ধ্যানাদি যে যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা যাইবে, তাহা কি আশ্রম ধর্ম্মানুষ্ঠান সহকারে অনুষ্ঠিত হইবে না অথবা কোন ধর্ম্মের অপেক্ষা না রাখিয়া কেবল ধ্যানাদি কর্ম্মই আচরিত হইবে? ইত্যাকার প্রশ্নের উত্তর স্বরূপে কথিত হইতেছে যে, সকল প্রকার বর্ণাশ্রমধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক একমাত্র আমার শরণ গ্রহণ কর। 'পরিত্যাগ করিয়া' শব্দে সন্ন্যাস অর্থ গ্রহণ করা বিধেয় নহে। কারণ অর্জ্জুনের ক্ষত্রিয়ত্ব হেতু সন্ন্যাসে তাঁহার অধিকার নাই, যদি বলা যায় অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীভগবান জনসাধারণের হিতার্থে এইরূপ উপদেশ প্রদান করিতেছেন, তদুত্তরে ব্যক্তব্য যে লক্ষ্যভূত অর্জ্জুনের প্রতি উপদেশ প্রয়োগ ও যোজনা প্রধানত আবশ্যক, তদনন্তর অন্যের প্রতি সেই উপদেশ বাক্য অরোপ হইতে পারে। সুতরাং অন্য প্রকার অর্থ গ্রহণ অসম্ভব। মূলে 'পরিত্যজ্য' এই অংশে ফলত্যাগরূপ ব্যাখ্যা সমীচীন নহে। শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত হইয়াছে "দেবর্ষি ভূতপ্তনৃণাং পিতৃণাং ন কিংকরো নায়মৃণী চ রাজন! সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কৃত্যং॥" মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে। তদামৃতত্ত্বং প্রতিপাদ্যমানো ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ॥" ইহার ভাবার্থ এই যে, হে রাজন্! যিনি কর্ম্ম সমূহের পরিহার পূর্ব্বক

সর্ব্বতোভাবে শরণ্য মুকুন্দের শরণাগত হইয়াছেন, তিনি দেব, ঋষি, ভূতসমূহ আত্মীয়গণ, বা পিতৃগণ কাহারও কিঙ্কর নহেন, বা কাহারও নিকট ঋণী নহেন। যখন মানব সমস্ত কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আমার আকাঙ্ক্ষায় আত্মসমর্পন করে, তখন অমৃতত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়া আমাদ্বারা আত্মস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অপিচ "আজ্ঞায়ৈব গুণান্ দোষাণ ময়াদিষ্টানপি স্বকান। ধর্ম্মান সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান মাং ভজেৎ স চ সত্তম॥ (ভাঃ ১১শ স্কন্ধ ১১ অঃ ৫২ শ্লোক) তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথা শ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধাযাবন্ন জায়তে॥ (ভাঃ ১১শ স্কন্ধ ২০ অঃ ৯ শ্লোক) এই সকল ভগবদুক্তির সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া অর্থাবধারণ আবশ্যক। এস্থলে যে 'পরি' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে তদ্দ্বারাও সূচিত হইতেছে যে কেবল ফলত্যাগ লক্ষিত নহে। 'একমাত্র আমার শরণ গ্রহণ কর' এই বাক্যে ইহাই প্রতিপাদিত হইতেছে যে, ধর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ বা অন্য দেবতাদির শরণ গ্রহণ করিতে হইবে না। পূর্ব্বে ব্যক্ত হইয়াছে যে, আমার অনন্য ভক্তই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সে অবস্থা প্রাপ্তির তুমি অধিকারী নহ। অতএব তুমি যাহা কর, যাহা খাও, ইত্যাদি বাক্য দ্বারা ব্যক্ত হইয়াছে যে কর্ম্ম মিশ্রা ভক্তিতেই তুমি অধিকারী। কিন্তু সম্প্রতি অতি কৃপাহেতু আবার আমার প্রতি তুমি অনন্য ভক্তের ন্যায় অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছ। আমার ঐকান্তিক ভক্তের কৃপাদ্বারাই সেই অনন্য ভক্তি লব্ধ হইয়া থাকে। আমার অনুজ্ঞানুসারে নিত্য নৈমিত্তিক কর্ম্ম ত্যাগ করিলে তোমাকে প্রত্যবায় ভাগী হইতে হইবে না। আমিই বেদরূপে নিত্য

কর্ম্মানুষ্ঠানের নিমিত্ত অদেশ প্রদান করিয়াছি। এখনে আপনার রূপ ধারণ করিয়াই সেই সব ত্যাগ করিবার আদেশ করিতেছি। অতএব নিত্য কর্ম্ম সকল পরিত্যাগ করিলেও কিরূপে তোমার পাপ সম্ভব হইবে? অতঃপর নিত্য কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলেও তোমাকে সাক্ষাৎ মদাজ্ঞা লঙ্ঘন জনিত পাপভাগী হইতে হইবে। কারণ যে ব্যক্তি যাহার শরণাগত হয় সে মূল্যদ্বারা ক্রীত পশুর ন্যায় তাহারই অধীন হইয়া থাকে। সেই প্রভু তাহাকে যাহা করান সে তাই করে, যে স্থানে রাখেন সে সেই স্থানে থাকে, যাহা খাইতে দেন তাহাই ভোজন করে। ইহাই শরণ গ্রহণ লক্ষণ ধর্ম্মের তত্ত্ব। বায়ু পুরাণে কথিত আছে যে, আনুকূল্যস্য সংকল্পং প্রতিকূল্যস্য বর্জ্জনং। রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো ভর্ত্তৃত্বে বরণং তথা। নিক্ষেপণমকার্পণং ষড়্বিধা শরণাগতিঃ॥" ইহার ভাবার্থ যথা, ভক্তি শাস্ত্র প্রতিপাদিত স্বকীয় অভীষ্ট দেবতার প্রতি অনুরক্তি যে প্রবৃত্তির দ্বারা বর্দ্ধিত হয়, তাহারই নাম আনুকূল্য; তাহারই বিপরীত অর্থাৎ স্বকীয় অভীষ্ট দেবতার প্রতি যাহাতে বিরোধী ভাবের সঞ্চার হয় তাহাই প্রতিকূল্য; সেই অভীষ্ট দেবতাই আমার রক্ষক, তদ্ব্যতীত আর কেহই নাই। এরূপ ভাবের নাম ভর্ত্তৃত্বে বরণ; রক্ষাকার্য্যের প্রতিকূল বস্তু উপস্থিত হইলেও সেই অভীষ্ট দেবতা আমাকে নিশ্চয় রক্ষা করিবেন এইরূপ বিশ্বাসই শ্রেয়ঃ। কৌরব সভায় বস্ত্র হরণকালে দ্রৌপদী অথবা কুম্ভীরাক্রান্ত গজেন্দ্র বিপৎকালে এইরূপ বিশ্বাসের পরিচয় দিয়েছিলেন। স্বকীয় স্থানে সূক্ষ্ম দেহ

সহিত আপনাকে শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে বিনিযুক্ত করাই নিক্ষেপ। অন্য কোন স্থানে আপনার দৈন্যত্ব জ্ঞাপন না করাই অকার্পণ্য। উল্লিখিতরূপ ষড়বিধ অনুষ্ঠান সহকারে আত্মনিবেদনের নাম শরণাগতি। এক্ষণে অদ্য হইতে আরম্ভ করিয়া যদি আমি তোমার শরণাগত রূপে আত্মনিয়োজন করি, তাহা হইলে মঙ্গলই হউক বা অমঙ্গলই হউক সে বিচার না করিয়া তোমার আদেশ পরিপালনই আমার কর্ত্তব্য। এইরূপ ঘটিলে যদি তুমি আমাকে কেবল ধর্ম্মই করাও, তাহা হইলে চিন্তার কোন কারণ নাই; কিন্তু যদি তুমি ঈশ্বর স্বৈরাচারের পরতন্ত্র হইয়া আমাকে অধর্ম্ম মার্গে প্রবর্ত্তন কর, তাহা হইলে আমার কি গতি হইবে? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে কথিত হইতেছে যে, তোমার প্রাচীন অর্থাৎ বহুপূর্ব্বকৃত এবং অর্ব্বাচীন, অর্থাৎ সম্প্রতি অনুষ্ঠিত যাবতীয় পাপ হইতে অপিচ তোমার অনুষ্ঠিত যে সকল পাপভার সঞ্চিত রহিয়াছে এবং আমি তোমাকে যে পাপ করাইব বলিয়া আশঙ্কা করিতেছ তত্তাবত হইতে আমি তোমাকে মুক্ত করিব। অন্য যাহারই বেল শরণাগত হওনা, কেহই তোমাকে সর্ব্বথা পাপ মুক্ত করিতে পারিবে না। কিন্তু সর্ব্বশক্তিমান আমি অনায়াসেই তাহা করিতে পারিব। তোমাকে উপলক্ষ্য করিয়া আমি লোকহিতার্থ এই শাস্ত্রোপদেশ প্রদান করিতেছি, তুমি শোক করিও না; আপনার বা পরের ইষ্টানিষ্ট চিন্তায় তুমি শোকাবিভূত হইও না। তুমিও হও আর যিনিই হউন না, মচ্চিন্তাপরায়ণ যে কোন ব্যক্তি স্বধর্ম্ম ও পরধর্ম্ম পরিহার পূর্ব্বক যদি

আমার শরণাগত হয়, তাহা হইলে পরম সুখময় দশায় তিনি উপস্থিত হইবেন। তাঁহাদিগের পাপ মোচনভার সংসার বন্ধন, মোচনভার এবং মৎপ্রাপ্তির উপায়বিধানভার আমিই প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক গ্রহণ করিতে অঙ্গীকার বদ্ধ হইয়াছি। অধিক বলিয়া কি হইবে, তাহাদিগের দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার ভারও গ্রহণ করিতে আমি অঙ্গীকৃত।

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি "অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং" (৯/২২) এত গুরুভার আমি ভগবানের উপর অর্পন করিয়াছি, এরূপ মনে করিয়া আকুল হওয়াও অনাবশ্যক. আমি ভক্তবৎসল ও সত্যসংকল্প; আমার এইরূপ ভার গ্রহণে লেশমাত্র আয়াসেরও সম্ভাবনা নাই। ইহার পর অধিক আর কোন উপদেশ প্রদান করিবার আবশ্যকতা নাই। এইরূপ অভিপ্রায় পরিব্যক্ত করিয়া এই শাস্ত্র সমাপ্তীকৃত হইল ॥৬৬॥

ইদন্তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি ॥৬৭॥

অন্বয়—ইদং (গীতার সারকথা) অতপস্কায় ন (ধর্ম্মানুষ্ঠানহীনকে). অভক্তায় ন (অভক্তকে)· অশুশ্রূষবে ন চ (ও শ্রবণেচ্ছুহীনকে) যঃ চ (ও যে) মাং (আমাকে) অভ্যসূয়তি (অসূয়া করে) [তং (সেরূপ ব্যক্তিকে)] কদাচন (কখনও) ন বাচ্যম্ (বলিবে না) ॥৬৭॥

অতপস্ক (সংযমহীন) অভক্ত, পরিচর্য্যা-হীন ও সচ্চিদানন্দ ভগবৎ-মূর্ত্তির প্রতি অসূয়াযুক্ত-ব্যক্তিগণকে গীতাশাস্ত্র শ্রবণ করাইবেন না, ইহাদ্বারা গীতার অধিকারী নির্ণয় হইতেছে ॥৬৭॥

তাৎপর্য্য—

এইপরম শাস্ত্রের পরম উপদেশসমূহ নিঃশেষে পরিব্যক্ত করিয়া শ্রীভগবান্ অধুনা এই পরম তত্ত্ব শ্রবণ বা গ্রহণ করিবার যোগ্যপাত্র নির্দ্দেশ উপলক্ষে কোন্ কোন্ সম্প্রদায়ের নিকট এই তত্ত্ব কথা বাচ্য নহে তাহাই নির্দ্দেশ করিতেছেন।

যাহারা তপশ্চর্য্যানিরত নহেন, অর্থাৎ কঠোর তপস্যা দ্বারা যাঁহাদিগের দেহেন্দ্রিয় পরিশুদ্ধ হয় নাই। তাহাদিগের নিকট এই পরমোপদেশ ব্যক্ত করিও না। আর যিনি ভক্তি বিহীন অর্থাৎ ভগবানের প্রতি সর্ব্বনিয়ন্তা বোধে ভক্তিরহিত তাঁহার নিকটও এই ধর্ম্মরহস্য তুমি পরিব্যক্ত করিও না। আর যিনি পরিচর্য্যা বিরহিত অর্থাৎ গুরুর যথাবিহিত সেবা শুশ্রূষা করিতে উদাসীন, তাঁহার নিকটও এই তত্ত্বোপদেশ বাচ্য নহে। আর যিনি আমাকে হিংসা করিয়া থাকেন অর্থাৎ আমার সর্ব্বশক্তিমত্ব এবং পরমেশ্বরত্ব অস্বীকার করিয়া আমাকে নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ সুতরাং প্রাকৃত মনুষ্য বলিয়া দ্বেষ করিয়া থাকেন, তাহার নিকটও এই পরম শাস্ত্রোক্ত তত্ত্বকথা পরিব্যক্ত করা বিধেয় নহে। যিনি তপস্বী কিন্তু ভক্ত নহেন। অথবা তপস্বী ও ভক্ত হইলেও গুরু শুশ্রূষাপরায়ণ নহেন, অথবা এই সকল গুণান্বিত হইলেও যিনি শ্রীকৃষ্ণবিদ্বেষী, তাহার নিকট এই পরম শাস্ত্র কদাপি ব্যক্তব্য নহে। মূলের 'অশুশ্রূষবে, এই বাক্যের অর্থ পূজ্যপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু শুনিতে অনিচ্ছাকারী এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অখাদ্যভোজী নিন্দিতধর্ম্ম কর্ম্মানুসরণকারী শুদ্ধাচার বিরোধী যে কোন

ব্যক্তি অশেষ প্রতিভাশালী হইলেও যে এই পরম শাস্ত্রের মর্ম্মবোধে সমর্থ হইবে, ইহা কদাপি সম্ভবপর নহে। এইপ্রকার ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ প্রকৃত অর্থ গ্রহণ করা দূরে থাকুক কেবল ভ্রমেরই দুর্গ রচনা করিয়া ভ্রান্ত জীবগণকে দুস্তর ভ্রমে নিপতিত করে। অতএব যে কোন ব্যক্তির নিকট উপদেশ গ্রহণ করা দূরে থাকুক এই শাস্ত্রার্থ অনধিকারীর নিকট ব্যক্ত করাও বিধেয় নহে ॥৬৭॥

য ইমং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ ॥৬৮॥

অন্বয়—যঃ (যিনি) পরমং (সর্ব্বোৎকৃষ্ট) গুহ্যং (গোপনীয়) ইমং (এই গীতার্থতত্ত্ব) মদ্ভক্তেষু (আমার ভক্তবৃন্দের নিকট) অভিধাস্যতি (কীর্ত্তন করিবেন) [সঃ (তিনি)] ময়ি (আমাতে) পরাং ভক্তিং (পরা-ভক্তি) কৃত্বা (লাভ করিয়া) অসংশয়ং [সন্] (সংশয়শূন্য হইয়া) মাম্ এব (আমাকেই) এষ্যতি (প্রাপ্ত হইবেন) ॥৬৮॥

যিনি আমার ভক্তদিগকে এই পরম গুহ্য গীতাবাক্য উপদেশ করিবেন, তিনি আমার নির্গুণভক্তি লাভ করিয়া আমাকে প্রাপ্ত হইবেন ॥৬৮॥

তাৎপর্য্য—

এই শাস্ত্র অতি গুহ্য অথবা গুহ্যতম। আমার প্রতি অপরিসীম ভক্তি না থাকিলে এই পরম শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতে কাহারও প্রবৃত্তি হইতে পারে না। তাদৃশ ভক্ত যে নিশ্চয়ই আমাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। আবার এইরূপে সৎপাত্রের সম্মুখে এই গীতা শাস্ত্রের ব্যাখ্যা

করিতে করিতে, বাচকের মনে মদ্বিষয়িনী পরমাভক্তির উদ্ভব হইয়া থাকে। তজ্জনিত তিনি সংশয়বিহীন হইয়া চরমে আমাকেই প্রাপ্ত হন ॥৬৮॥

ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ।
ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি ॥৬৯॥

অন্বয়—মনুষ্যেষু (মনুষ্যগণের মধ্যে) তস্মাৎ (তাহা অপেক্ষা) কশ্চিৎ (কেহ) মে (আমার) প্রিয়কৃত্তমঃ (অধিক প্রিয়কারী) ন চ (নাই) ভুবি চ (এবং এই জগতে) তস্মাৎ (তাঁহার অপেক্ষা) অন্য (অপর কেহ) মে (আমার) প্রিয়তরং (প্রিয়তর) ন ভবিতা (হইবে না) ॥৬৯॥

এই নরলোকে তদপেক্ষা আমার অত্যন্ত প্রিয়কার্য্যসাধক ও আমার প্রিয় কেহই নাই এবং কখনও হইবে না ॥৬৯॥

তাৎপর্য্য—

উল্লিখিতরূপে ভক্ত নির্ব্বাচন করিয়া যিনি তৎসমক্ষে গীতাশাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতে নিরত, তিনি কিরূপ ফলভাগী হইয়া থাকেন, তাহাই এক্ষণে কীর্ত্তিত হইতেছে।

শ্রীভগবান্ বলিতেছেন হে অর্জ্জুন! যে ব্যক্তি উপযুক্ত ভক্তপাত্র বিচার করিয়া এই সুপবিত্র গীতাশাস্ত্রের উপদেশ প্রকাশ করেন তিনি আমার পরম প্রিয় পাত্র। এ সংসারে সেই সুযোগ্য ব্যাখ্যা কর্ত্তার অপেক্ষা প্রিয়পাত্র অতীত কালে কখনই হয় নাই। সেইরূপ সৎব্যাখ্যাতার তুল্য প্রিয়তম পাত্র বর্ত্তমান

কালেও কেহ নাই ; উত্তরকালেও সেই ব্যক্তির অনুরূপ প্রিয়তম পাত্র কেহ হইবে না ॥৬৯॥

অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ ।
জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ ॥৭০॥

অন্বয়—যঃ চ (আর যিনি) আবয়োঃ (আমাদের) ইমং (এই) ধর্ম্ম্যং (ধর্ম্মসম্মত) সংবাদম্ (সংবাদ বা সংলাপ) অধ্যেষ্যতে (অধ্যয়ন করিবেন) অহং (আমি) জ্ঞানযজ্ঞেন (জ্ঞানযজ্ঞকর্ত্তৃক) তেন (তাঁহার দ্বারা) ইষ্টঃ (আরাধিত) স্যাম্ (হইব) ইতি (ইহাই) মে (আমার) মতিঃ (মত) ॥৭০॥

যিনি আমাদের এই পরমধর্ম্মসম্বন্ধি কথোপকথন অধ্যয়ন করিবেন, তিনি জ্ঞানযজ্ঞ-দ্বারা আমার উপাসনা করিবেন ॥৭০॥

তাৎপর্য্য—

অতঃপর অনায়াসেই প্রশ্ন হইতে পারে যে, প্রকৃষ্ট অধিকারী না হইয়া প্রকৃষ্টরূপে উপদেশ লাভ না করিয়াও যদি কেহ এই পরম শাস্ত্রের আলোচনা করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তির কি কোনই শুভফললাভের আশা নাই ? এই আশঙ্কিত প্রশ্নের উত্তর স্বরূপে শ্রীভগবান শ্লোকত্রয়ের অবতারণা করিয়া প্রদর্শন করিতেছেন যে, তাদৃশ ব্যক্তিরাও পরিণামে পরম ফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

যখন লোকে যদৃচ্ছাক্রমে ভগবানের নাম গ্রহণ করিতে থাকে তখন সে ব্যক্তি ভগবানকে আহ্বান করিতেছে মনে করিয়া ভগবান্ তৎপার্শ্বে আগমন করিয়া থাকেন। এইরূপ গীতা

পাঠকারী ব্যক্তি অর্থ না বুঝিয়া তাহার আবৃত্তি করে, তাহা হইলেও করুণাময় ভগবান তাহার সন্নিহিত হইয়া থাকেন। অজামিল মৃত্যুর সময় নারায়ণ নাম উচ্চারণ করাতেই শ্রীভগবান প্রসন্ন হইয়াছিলেন। সেইরূপ গীতার আবৃত্তিকারী ব্যক্তি মাত্রই ভগবৎ প্রসন্নতা লাভ করিয়া থাকেন। না বুঝিয়া পুনঃ পুনঃ অধ্যয়ন করিলে যদি সৌভাগ্য লাভ হয়, তাহা হইলে ইহার মর্ম্মার্থ বুঝিয়া পাঠ করিলে যে সাক্ষাৎ মুক্তিলাভ হইবে এ কথা বলাই বাহুল্য ॥৭০॥

শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ।
সোঽপি মুক্তঃ শুভান্ লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকর্ম্মণাম্
॥৭১॥

অন্বয়—শ্রদ্ধাবান্ (শ্রদ্ধাযুক্ত) অনসূয়ঃ চ (ও অসূয়াশূন্য) যঃ নরঃ (যে মনুষ্য) শৃণুয়াৎ অপি (শ্রবণও করেন) সঃ অপি (তিনিও) [পাপাৎ (পাপ হইতে)] মুক্তঃ [সন্] (মুক্ত হইয়া) পুণ্যকর্ম্মণাং (পুণ্যকর্ম্মিগণের) [প্রাপ্য (লভ্য)] শুভান্ (শুভ) লোকান্ (ধামসমূহ) প্রাপ্নুয়াৎ (প্রাপ্ত হইবেন) ॥৭১॥

যিনি ভক্ত ন'ন, অথচ আমাতে শ্রদ্ধাবান ও অসূয়া রহিত, তিনি গীতা শ্রবণ করিলে পাপমুক্ত হইয়া পুণ্যকর্ম্মাদিগের লোক লাভ করেন ॥৭১॥

তাৎপর্য্য—

যাঁহারা এই গীতাশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন তাহাদিগের যে ফল লব্ধ হয় তাহা কীর্ত্তন করিয়া, সেই পরম বিদ্যা যাহারা

শ্রবণ করেন তাঁহারা কি ফল প্রাপ্ত হন তাহাই শ্রীভগবান নিজ-মুখে কীর্ত্তন করিতেছেন। যে সকল শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি গীতা-শাস্ত্র শ্রবণ করেন তাঁহারাও সর্ব্বপাপ পরিমুক্ত হইয়া শুভলোক প্রাপ্ত হন। মূলে 'শৃণুয়াদপি' স্থলে যে 'অপি' পদ আছে তদ্দ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে যে, অর্থজ্ঞান সহকারে যাঁহারা গীতার আলোচনা করেন তাঁহাদিগের কথা বলাই বাহুল্য ॥৭১॥

কচ্চিদেতচ্ছ্রুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা।
কচ্চিদজ্ঞানসম্মোহঃ প্রনষ্টস্তে ধনঞ্জয় ॥৭২॥

অন্বয়—[হে] পার্থ ! (হে কুন্তীসুত !) ত্বয়া কচ্চিৎ (তুমি কি) একাগ্রেণ চেতসা (একাগ্রচিত্তে) এতৎ (ইহা) শ্রুতম্ (শ্রবণ করিয়াছ) ? [হে] ধনঞ্জয় ! (হে অর্জ্জুন !) তে (তোমার) অজ্ঞানসম্মোহঃ (অজ্ঞান-জনিতমোহ) প্রণষ্ট কচ্চিৎ (প্রকৃষ্টরূপে নষ্ট হইল কি ?) ॥৭২॥

হে ধনঞ্জয় ! তুমি কি একাগ্রচিত্তে এই গীতা শ্রবণ করিলে ? আর তোমার অজ্ঞানজনিত মোহ কি নষ্ট হইয়াছে ॥৭২॥

তাৎপর্য্য—

আলোচ্য বিষয়ের পরিসমাপ্তিকালে, করুণাসিন্ধু শ্রীকৃষ্ণ কৃপাপরবশ হইয়া সমগ্র শাস্ত্র শ্রবণের পর শিষ্যের কি জ্ঞান লব্ধ হইল, তাহাই জানিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়াছেন। সদগুরুর ইহাই ধর্ম্ম। শিষ্য শাস্ত্রার্থ সম্যক্‌রূপে গ্রহণ করিতে সক্ষম হইতেছে কি না, ইহা জানিতে চেষ্টা করা গুরুর

ধর্ম্ম। যদি শিষ্য সম্যক্‌রূপে মর্ম্মগ্রহণে সমর্থ না হয় তাহা হইলে অন্য উপায়ের দ্বারা তাহাকে বুঝাইয়া দেওয়া গুরুর আবশ্যক। এই বিচারে পরম কারুণিক ভগবান্ উপসংহারে শিষ্যকে লক্ষ্য করিয়া দুইটি প্রশ্ন করিতেছেন।

হে পার্থ! তুমি আমার পিতার ভগিনী পৃথার কুমার। সুতরাং আমার পরম প্রেমাস্পদ, আবার তুমি আমার শিষ্য। এই উভয় কারণে তোমার হিতাহিতের অনুসন্ধান করা আমার কর্ত্তব্য। এইজন্য জিজ্ঞাসা করিতেছি তুমি কি আমার কথিত গীতাতত্ত্ব একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করিয়াছ? অর্থাৎ প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত অনন্য মনে শ্রবণ করিয়া মর্ম্ম বুঝিয়াছ? যদিও কোন প্রকার অন্যমনস্কতা অর্জ্জুনের মত শ্রীকৃষ্ণ শিষ্যের সম্ভব নহে, তবু অর্জ্জুনের নিজ মুখ হইতে তাহা শ্রবণ করিবার অভিপ্রায়ে এই প্রশ্ন উত্থাপন করা হইল। অতঃপর ভগবান্ আরও জিজ্ঞাসা করিতেছেন, হে ধনঞ্জয়! তুমি অনন্য সাধারণ কর্ম্মের দ্বারা বিপুল কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছ। এজন্য তোমার অজ্ঞানের সম্ভাবনা নাই তবুও অবিবেকাহেতু তোমার কোন সম্মোহ উপস্থিত হয় নাই তো?

এই প্রশ্নদ্বয়ের উদ্দেশ্য এই যে যদি কখনও অর্জ্জুনের কোন বিষয়ে অনুমাত্র সন্দেহ থাকে, তাহা হইলে পরম কারুণিক গুরু এবং অভিন্ন হৃদয়সখা কৃষ্ণ সে সন্দেহ ভঞ্জন করিতে প্রস্তুত আছেন ॥৭২॥

অর্জ্জুন উবাচ—

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব ॥৭৩॥

অন্বয়—অর্জ্জুন উবাচ (অর্জ্জুন বলিলেন)—[হে] অচ্যুত ! (হে কৃষ্ণ !) ত্বৎপ্রসাদাৎ (তোমার প্রসাদে) [মে (আমার)] মোহঃ (মূঢ়তা) নষ্টঃ (দূরীভূত হইয়াছে) ময়া (আমাকর্ত্তৃক) স্মৃতিঃ (আত্মস্মৃতি) লব্ধা (লব্ধ হইয়াছে) স্থিতং অস্মি (স্থিতি প্রাপ্ত হইলাম) গতসন্দেহঃ (সন্দেহ-শূন্য হইয়াছি) তব (তোমার) বচনং (আদেশ) করিষ্যে (পালন করিব) ॥৭৩॥

অর্জ্জুন কহিলেন,—হে অচ্যুত ! তোমার প্রসাদে আমার মোহ দূর হইয়াছে এবং জীব যে কৃষ্ণের নিত্যদাস. ইহা পুনরায় স্মরণ করিতেছি ;—আমার সন্দেহ দূর হইয়াছে। তোমার শরণাপত্তিই যে সর্ব্বপ্রধান জৈবধর্ম্ম, তাহাতে আমি অবস্থিত হইয়া তোমার অনুমতি প্রতিপালন করিব ॥৭৩॥

তাৎপর্য্য—

সমালোচ্য শ্লোকেই অর্জ্জুন বাক্যের পরিসমাপ্তি হইয়াছে। ইহাতে অর্জ্জুনের কোন প্রশ্ন নাই, শ্রীভগবানকৃত প্রশ্নের অর্জ্জুন প্রদত্ত উত্তর এই শ্লোকে নিবদ্ধ হইয়াছে।

শ্রীভগবানের সমস্ত উপদেশ বাক্য শ্রবণ ও প্রণিধান করিয়া অর্জ্জুন কৃতার্থ হইয়াছেন। এইজন্য তিনি আনন্দসহকারে উত্তর প্রদান করিতেছেন। হে অচ্যুত ! অর্থাৎ হে অব্যয়, অবিনাশী, অনন্ত-নির্ব্বিকার পুরুষ ! তোমার প্রসাদে আমার বিপরীত জ্ঞান লক্ষণ মোহ নষ্ট হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে তত্ত্বনিষ্ঠারূপ স্মৃতির উদয় তোমার কৃপায় হইয়াছে। এখন

আমি ছিন্ন সংশয় অর্থাৎ স্বস্থ হইয়াছি। এখন তোমার বাক্যানুসারে যুদ্ধাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব। পূর্ব্বে তোমাকে বসুদেব নন্দন সখামাত্র বলিয়া আমার জ্ঞান ছিল, তুমি যে বিজ্ঞানানন্দমূর্ত্তি সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বৈশ্বর্য্যপূর্ণ, সত্যসংকল্প গুণ-রত্নাকর ইত্যাদি কোন কথাই তত্ত্বতঃ আমি জানিতাম না। এখন আমি তোমার প্রসাদে লব্ধ জ্ঞান হইয়া তোমাকে চিনিতে পারিয়াছি। এক্ষণে আমি তোমার নিকট প্রপন্নরূপে স্থিত এবং আমার সন্দেহও ছিন্ন হইয়াছে। কারণ আমি বুঝিয়াছি তুমি কখনই আমাকে পরিত্যাগ করিবে না। এখন যদি ভূভারহরণরূপ তোমার প্রয়োজনে আমাকে যুদ্ধাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত কর, তদ্বিষয়ে কদাপি দ্বিমত করিব না। আমি তোমার শাসনাধীনে স্থিত হইয়াছি। এক্ষণে আমি স্বধর্ম্ম সঙ্গত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইব। অধর্ম্মরূপ মোহের আর অধীন হইব না ॥৮৩॥

সঞ্জয় উবাচ—

ইত্যহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ।
সংবাদমিমমশ্রৌষমদ্ভুতং রোমহর্ষণম্ ॥৭৪॥

অন্বয়—সঞ্জয় উবাচ (সঞ্জয় বলিলেন)—অহং (আমি) ইতি (এই প্রকারে) মহাত্মনঃ (মহাত্মা) বাসুদেবস্য (বাসুদেবের) পার্থস্য চ (ও অর্জ্জুনের) ইমম্ (এই) অদ্ভুতং (আশ্চর্য্যজনক) রোমহর্ষণম (রোমাঞ্চকর) সংবাদম্ (সংবাদ) অশ্রৌষম্ (শ্রবণ করিলাম)।

সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে কহিলেন,—কৃষ্ণার্জ্জুনের এই অদ্ভুত লোমহর্ষণ সংবাদ শ্রবণ করিলাম ॥৭৪॥

তাৎপর্য্য—

আমি বাসুদেব এবং পার্থ ঘটিত অদ্ভুত বৃত্তান্ত যেরূপ শুনিয়াছিলাম, তাহাই যথোক্তরূপে পরিব্যক্ত করিয়াছি। ইহাই এই স্থলে সূচিত হইল ॥৭৪॥

ব্যাসপ্রসাদাচ্ছ্রুতবানিমং গুহ্যমহং পরম্।
যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্॥

অন্বয়—অহং (আমি) ব্যাসপ্রসাদাৎ (ব্যাসদেবের অনুকম্পায়) অহং (আমি) সাক্ষাৎ কথয়তঃ (স্বমুখে উপদেষ্টা) যোগেশ্বরাৎ (যোগেশ্বর) স্বয়ং (স্বয়ংরূপ) কৃষ্ণাৎ (শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে) ইমং (এই) পরম্ (পরম) গুহ্যম্ (গোপনীয়) যোগং (কর্ম্ম-জ্ঞান-ভক্তিযোগ) শ্রুতবান্ (শ্রবণ করিয়াছি) ॥৭৫॥

স্বয়ং যোগেশ্বর কৃষ্ণ যাহা বলিয়াছিলেন, সেই গুহ্যতম পরমযোগ আমি ব্যাসপ্রসাদে শুনিয়াছি ॥৭৫॥

তাৎপর্য্য—

(৭৫—৭৭ শ্রীলভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অভিপ্রায় দ্রষ্টব্য।)

রাজন্ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সংবাদমিমমদ্ভুতম্।
কেশবার্জ্জুনয়োঃ পুণ্যং হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ ॥৭৬॥

অন্বয়—[হে] রাজন্ (হে মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র !) কেশবার্জ্জুনয়োঃ (শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের) ইমম্ (এই) পুণ্যং (পবিত্র) অদ্ভূতম্ (বিস্ময়কর) সংবাদম্ (সংলাপ) সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য (পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়া) মুহুর্মুহুঃ চ (বারম্বারই) হৃষ্যামি (পুলকান্বিত হইতেছি) ॥৭৬॥

হে রাজন্ ! কেশবার্জ্জুনের এই পুণ্যজনক অদ্ভুত সংবাদ স্মরণ করিতে করিতে আমি বারম্বার রোমাঞ্চিত হইতেছি ॥৭৬॥

তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ।
বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্ হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ ॥৭৭॥

অন্বয়—[হে] রাজন্ ! (হে মহারাজ) হরেঃ চ (আর শ্রীহরির) অত্যদ্ভুতং (অত্যাশ্চর্য্য) তৎ রূপং (সেই বিশ্বরূপ) সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য (বারংবার স্মরণ করিয়া) মে (আমার) মহান্ (পরম) বিস্ময়ঃ (বিস্ময়) [ভবতি] (হইতেছে) পুনঃ পুনঃ চ (এবং আমি বারংবার) হৃষ্যামি (রোমাঞ্চিত হইতেছি) ॥৭৭

হে রাজন্ ! হরির সেই অদ্ভুত রূপ স্মরণ করিতে করিতে আমি বিস্ময় লাভ করিতেছি এবং পুনঃ পুনঃ হৃষ্ট হইতেছি ॥৭৭॥

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্দ্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্ব্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্ম্মতির্ম্মম ॥৭৮॥

অন্বয়—যত্র (যেখানে] যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণঃ [যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ] যত্র [ও যেখানে] ধনুর্দ্ধরঃ পার্থঃ [ধনুর্দ্ধর পার্থ] তত্র [সেখানে] শ্রীঃ [রাজলক্ষ্মী]

বিজয়ঃ [বিজয়] ভূতিঃ [সম্পদবৃদ্ধি] নীতিঃ [ও ন্যায়] ধ্রুবা [প্রতিষ্ঠিত] [ইতি [ইহাই]] মম [আমার] মতিঃ [অভিমত] ।।৭৮।।

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি
শ্রীভগবৎগীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন
সংবাদে মোক্ষ বা পরমার্থনির্ণয়যোগ নাম অষ্টাদশোঽধ্যায় ।।

যেখানে যোগেশ্বর কৃষ্ণ ও যেখানে ধনুর্দ্ধর পার্থ সেইখানেই শ্রী, বিজয়, ভূতি ও ন্যায় ইহাই আমার নিশ্চিতবাক্য ।।৭৮।।

তাৎপর্য্য—

এই শ্লোকোপলক্ষে পূজ্যপাদ শ্রীমৎশ্রীধরস্বামী মহোদয় লিখিয়াছেন যে, যিনি ভগবদ্ভক্তিযুক্ত তিনি সেই ভগবানের প্রসাদে আত্মবোধ লাভ করিয়া বন্ধনবিমুক্তি সুখভোগ করিয়া থাকেন ; ইহাই গীতার্থ সংগ্রহ । এই পুণ্য গ্রন্থ মধ্যে ভগবান বলিয়াছেন, 'পুরুষঃ সঃ পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্য স্ত্বনন্যয়া । ভক্ত্যাত্বনন্যয়া শক্যো অহমেবম্বিধোঽর্জ্জুন !'—(৮/২২, ১১/৫৪) একান্ত ভগবদ্ভক্তিই মোক্ষের হেতুস্বরূপ, তাহা ভগবান স্বয়ংই বলিয়াছেন, 'তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতি পূর্ব্বকম । দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ।' (১০/১০) 'মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে ।' (১৩/১৮) ইত্যাদি । জ্ঞানই ভক্তি, এরূপ মীমাংসা যুক্তিযুক্ত নহে । 'সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তি লভতে পরাং ।' (১৩/২৭) 'ভক্ত্যা মামভিজনাতি' (১৮/৫৫) ইত্যাদি স্থলে ভেদদর্শন রহিয়াছে, জ্ঞানই ভক্তি হইলে তাহা থাকিত না । "তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ

পন্থা বিদ্যতেঽয়নায় ॥" এই শ্রুতিবাক্যের সহিত কোন বিরোধও সাংকনীয় নহে। যেমন কাষ্ঠপাক করিতেছে বলিলে অগ্নি এবং কাষ্ঠ উভয়েরই সাধনত্ব বিজ্ঞাপিত হয়, তদ্রূপ জ্ঞান ভক্তির অন্তর ব্যাপারত্ব হেতু ভক্তিরই প্রাধান্য কীর্ত্তিত হইল। অপিচ 'যস্য দেবে পরাভক্তিঃ' 'দেহান্তে দেবঃ পরং ব্রহ্ম তারকং ব্যচষ্টে'। "যমেবৈষ বৃনুতে' তেন লভ্যঃ" ইত্যাদি শ্রুতি স্মৃতি পুরাণ বচনের সহিত সামঞ্জস্য লক্ষিত হইতেছে। অতএব ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে ভক্তিই মোক্ষের হেতু ॥৭৮॥

অষ্টাদশোঽধ্যায় সমাপ্ত

ইতি গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীল সর্ব্ব বেদান্তবিৎ পরমহংস কুল চূড়ামনি শ্রীলভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামীঠাকুর-শিষ্য পরিব্রাজকাচার্য্য বর্য্য ১০৮শ্রীশ্রীমদ্ভক্তি ভূদের শ্রৌতী গোস্বামী মহারাজ অনুকম্পিত শ্রীগৌরসারস্বত মঠাচার্য্য ত্রিদণ্ডীস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি শেখর যতি গোস্বামী মহারাজ কৃত গীতাবোধ কার্ষ্ণতোষিণী তাৎপর্য্য নির্ণয় সমন্বিত

শ্রীমদ্ভগবদগীতার অষ্টাদশ অধ্যায়।

সমাপ্তোঽয়ং গ্রন্থঃ

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা-মাহাত্ম্যম

গীতাশাস্ত্রমিদং পুণ্যং যঃ পঠেৎ প্রযতঃ পুমান্‌।
বিষ্ণোঃ পদমবাপ্নোতি ভয়শোকাদিবর্জ্জিতঃ ॥১॥

গীতাধ্যয়নশীলস্য প্রাণায়ামপরস্য চ।
নৈব সন্তি হি পাপানি পূর্ব্বজন্মকৃতানি চ ॥২॥

মলনির্ম্মোচনং পুংসাং জলস্নানং দিনে দিনে।
সকৃদ্‌গীতাম্ভসি স্নানং সংসার-মলনাশনম্‌ ॥৩॥

গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্‌ বিনিঃসৃতা ॥৪॥

ভারতামৃতসর্ব্বস্বং বিষ্ণোর্ব্বক্ত্রাদ্‌ বিনিস্থতম্‌।
গীতা-গঙ্গোদকং পীত্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে ॥৫॥

সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ ॥৬॥

একং শাস্ত্রং দেবকীপুত্রগীত-
মেকো দেবো দেবকীপুত্র এব
একো মন্ত্রস্তস্য নামানি যানি
কর্ম্মাপ্যেকং তস্য দেবস্য সেবা ॥৭॥

সমাপ্ত